[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২য় সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

অনেকের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে যিনি যত দীর্ঘ উপাসনা করিতে পারেন, তিনি তত ধার্ম্মিক। যিনি ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা ধ্যান করিতে পারেন, অর্দ্ধঘণ্টা বা ততোধিক কাল ধরিয়া সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহার জীবন যেরূপই হউক না তিনিই প্রকৃত যোগী। একেবারে অধিক সময় ধরিয়া ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা, প্রার্থনা করা যে বিশেষ সাধন-সাপেক্ষ তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই যে তাহা প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ তাহা নহে। প্রকৃত যোগী তিনিই, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে। সকল ধর্ম্মসমাজেই এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সুদীর্ঘ প্রার্থনা উপাসনা করিতে পারেন, অথচ সে প্রার্থনা উপাসনাতে তাঁহাদের জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না। অনেক সময় হয়ত কেহ একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা উপাসনা করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃত উপাসনাহ হইল পাঁচ মিনিট, অবশিষ্ট সময় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সকলের পক্ষেই যে এরূপ ঘটে, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য কে কত অধিকক্ষণ ধরিয়া উপাসনা করিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমস্ত দিন, নানাবিধ কার্য্যস্রোতের মধ্যে যাহাতে প্রার্থনার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কতকগুলি কথা বলিলেই যে প্রকৃত প্রার্থনা হইল তাহা নহে এবং সকলে সকল সময় সেরূপ করিতেও পারেন না। কিন্তু হৃদয় সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি পাত করিতে পারে, হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইতে পারে। সুতরাং মনুষ্য জীবনে এমন মুহূর্ত্ত মাত্রও সময় নাই যে সময় উপাসনার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকা অসম্ভব। যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের শারীরিক বা মানসিক কোন কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, কিন্তু সকল কার্য্যের মধ্যেই সমভাবে চলিতে থাকে, সেইরূপ যে প্রার্থনা আমাদের আত্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ, যাহাদ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সুরক্ষিত হয় এবং অন্তরস্থিত পবিত্রতার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহারও কার্য্য অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে চলিতে পারে, তাহাতে অন্যকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না এবং অন্যকার্য্যেও তাহার কোন ব্যাঘাত করিতে পারে না। কারণ প্রার্থনার স্বভাব এরূপ সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক এবং ইহা আত্মার এরূপ গূঢ় প্রদেশকে ভেদ করে, যে প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকিলে জড়জগতের কিছুতেই ইহার স্রোত শুষ্ক বা রুদ্ধ করিতে পারে না। নানাবিধ কার্য্যের ভারে, অথবা সাংসারিক বস্তুর প্রলোভনে যাহার প্রার্থনার ভাব শুষ্ক করিতে পারে তাহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্যাকুলতা নাই। মনুষ্যের মনের গতি এত দ্রুত এবং চিন্তাশক্তি এত প্রবল যে কোন কার্য্যই সেই গতি রুদ্ধ করিতে পারে না, কোন কার্য্যই মনের একাগ্রতা ও কার্য্যকারিতাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। জগতে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা আমাদের আত্মার শক্তিকে এত পূর্ণ ভাবে অধিকার করিতে পারে যে আমাদের চিন্তা ও ভাব অন্যদিকে যাইতে পারে না। কৃপণ লোক সহস্র কার্য্যের মধ্যেও নিজের অর্থের বিষয় চিন্তা করে; সে যে কার্য্যে লিপ্ত থাকুক না তাহার মন তাহার ভাণ্ডারের দিকেই পড়িয়া থাকে। যশ বা উচ্চ পদ যাহার জীবনের লক্ষ্য সে সকল কার্য্যের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে। লোভী ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বদাই আহার স্পৃহণীয় সামগ্রীর দিকে। আর্কিমিডিসের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্নান প্রভৃতি সামান্য কার্য্যের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কার্য্যস্রোতকে চালিত করেন এবং যে দিকে চালিত করিলে হৃদয়ের বিশেষ প্রিয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় সমস্ত কার্য্য, চিন্তা ও ইচ্ছা সেই দিকে প্রবাহিত করেন। সেইরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মের সকল কার্য্যের মধ্যে, জীবনের প্রিয় লক্ষ্য সেই হৃদয়েশ্বরের বিষয় চিন্তা এবং তাঁহার নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। অনেক কার্য্যেরই মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিরাম আছে, সকল কার্য্যেরই মধ্যে কিছু না কিছু অবসর পাওয়া যায় এবং সেই সময়ে স্বর্গের দিকে আত্মার গভীর প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে। আমরা যতই মনোযোগের সহিত কার্য্যে নিযুক্ত হই না, আহারই করি আর ভ্রমণই করি, বাণিজ্যই করি আর পাঠেই নিযুক্ত থাকি, তাহার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে পারি, কিছুতেই তাহার ব্যাঘাত করিতে পারে না।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে দৈনিক একবার, দুইবার কেহবা তিনবার প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহাদের উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়ে তাঁহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করেন. তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আর তাঁহাদের সে উপাসনার ভাব থাকে না। সংসারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর ঈশ্বরকে স্মরণ থাকে না। প্রত্যেকের পক্ষে যে উপাসনার বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের হৃদয়ের যেরূপ অবস্থা, সংসারের দিকে যেরূপ সহজে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, কার্য্য স্রোতের মধ্যে আমরা যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি, তাহাতে এরূপ সাধন না থাকিলে হয়ত অনেকের উপাসনাই হইত না। উপাসনার জন্য বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময় আমাদের ব্যাকুলতার অভাব বশতঃ উপাসনা করিতে ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক অভ্যাস বশতঃ বা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলেও আত্মার যথেষ্ট উপকার হয়। কারণ উপাসনা আত্মার পক্ষে ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কার্য্য করে। কিন্তু কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপাসনাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে ইহা বলাই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট উপাসনা ব্যতীত সমস্ত দিন মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন জীবন থাকিতে পারে না। সমস্তদিন যেরূপেই কাটিয়া যাউক না কেন, দিনের মধ্যে কোন এক বিশেষ সময়ে ঈশ্বরের সহিত আমাদের যোগ হইলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই যে সমস্ত দিন উপাসনার ভাবে হৃদয়পূর্ণ থাকে, সমস্ত দিন আত্মার দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে থাকে। এইজন্য অবসর পাইলেই ঈশ্বরের দিকে আত্মাকে পরিচালিত করা উচিত। এইরূপ সাধনে আত্মাকে অভ্যস্ত না করিলে কখনই ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে না এবং আত্মার প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না। সংসারের প্রলোভনের মধ্যে চলিতে চলিতে এমন অনেক গভীর অভাব আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়, এমন সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যে সে সকল অভাব ও ত্রুটি আমরা উপাসনার সময় হয়ত দেখিতে পাইনা। এই সকল অভাব যখনই আমরা বুঝিতে পারি তখনই তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তাহা হইলে সেই সকল অভাবের মূলে উপযুক্ত সময়ে আঘাত পড়ে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই প্রার্থনা রাখিয়া দিই, তাহা হইলে সেই অভাব প্রথম দেখিয়া হৃদয়ে যেরূপ ব্যাকুলতা হইয়াছিল সে ব্যাকুলতা না থাকিতে পারে। রোগ যখনই বুঝিতে পারা যায় তখনই তাহার প্রতীকার করা উচিত। নতুবা উপযুক্ত সময় বহির্ভূত হইয়া গেলে রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তখন প্রতীকার করা অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠে।

ধর্ম্মপ্রচার।

ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত লোকের যে অবিশ্বাস হইয়াছে বলা বাহুল্য। কোন চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। এই জন্য বলিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। যাঁহারা এখন ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেবল একেশ্বরবাদেই বিশ্বাস করেন। দুই চারিজন সংশয়াত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক ঈশ্বরবাদী, কিন্তু তাঁহারা সমাজের প্রাচীন কঠোর শাসনের হস্ত হইতে সহসা নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া সমাজের অনুরোধে যে পুরোহিতদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদেরই হস্তে আপনাদিগকে ও আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রদিগকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ বলিবেন তাঁহারা ভীরু; তাঁহাদিগের উপর দেশের আশা ভরসা কি? সত্য; কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত বীর হইতে পারে? গণনা করিয়া দেখিলে জগতে এইরূপ ভীরু লোকের সংখ্যাই অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভীরুর যাহা কার্য্য সে তাহাই করিতেছে, কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্যক্ রূপে সাধন করিতেছেন? কয়েকজন বীর পুরুষ লক্ষ লক্ষ ভীরু ব্যক্তিদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। সকল বিষয়েই দেখা যায় বীরের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু ভীরু লোকই অধিক। যদিও পুরুষ জাতি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী জাতি তাহা পারে না। পুরুষ নাস্তিক অনেক দেখিবে, কিন্তু অন্ততঃ ভারতবর্ষে স্ত্রী নাস্তিক নাই। পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞানাদির আলোচনা করেন, তাঁহারা কেহ কেহ সংশয়ী হয়েন, কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবী লোকেরা ধর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। সাধারণ লোক ও স্ত্রী জাতিরাই এখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তন, বিজ্ঞানাদির উন্নতি, চিন্তার স্বাধীনতা এখনো হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরে ও শ্রমজীবিদিগের কুটীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঐ দুইটী স্থান কখনই স্বাধীন চিন্তার শিক্ষাগার হইতে পারে না, উহা বিশ্বাস শিক্ষা করিবার বিদ্যালয়। চিন্তাশীল লোকেরা ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহাদিগের নিকট প্রচারিত হইবা মাত্র তাহা বিশ্বাসে পরিণত হইবে। একমাত্র বিশ্বাসই তাহাদিগের জীবন। সূক্ষ্ম স্থূল বিচার দ্বারা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব স্থির করিবার তাহাদের অবসর নাই এবং ক্ষমতাও নাই, কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহাদিগকে যাহা স্থির করিয়া দিবেন তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিবে। জগতের সাধারণ নর নারী এই রূপে ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম এইরূপেই তাহাদের বিশ্বাস ভূমিকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহারা নিজের চিন্তার বলে সেই বিশ্বাসকে অন্যাধারে লইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য সকল দেশের ন্যায় এদেশেও ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যকতা আছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক জন ধর্ম্ম সংস্কারক অভ্যুদিত হইয়া সাধারণ লোকদিগের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মের ভাব, বিশ্বাসের তেজস্বিতা, ভক্তির গাঢ়তা, প্রেমের মধুরতা, বৈরাগ্যের অকৃত্রিমতা সন্দর্শনে লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছে, চিরন্তন বিশ্বাসের বস্তুকে পরিবর্ত্তন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে নাই। ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য যখন নর নারীর বিশ্বাসকে শত শত দেব দেবীর আরাধনা হইতে কেবল এক মাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনে আকর্ষণ করিলেন, তাহারা তাঁহার ভক্তি প্রেম ও বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পথগামী হইল। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে! এক দিকে ৩৩ কোটি দেবতা অপর দিকে এক হরিনাম! কত কালের বিশ্বাস! তাহাকে অন্যাধারে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে! কিন্তু শিশু যেমন অপরের ক্রোড় হইতে সহজেই মাতৃ ক্রোড়ে যায়, চৈতন্যের কথায় লোকে সেইরূপ ৩৩ কোটি দেবতা ছাড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল।

কিন্তু চিন্তাশীল লোকদিগের উপরেও চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তিনি তাহাদিগকেও স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে আপনার মতাবলম্বী করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; যাঁহারা কেবল তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাদিগকে দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা পরাজয় করিয়াছিলেন। কেন চৈতন্যের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, দেশ বিদেশে কেন তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মমত যেমন তৎকালীন দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত সমঞ্জস ছিল, তাঁহার ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমও সেই রূপ অকৃত্রিম, তেজস্বী ও অসাধারণ ছিল।

ধর্ম্ম মানবসাধারণেরই আবশ্যক, অতএব তাহা সাধারণের উপযোগী হইতে পারে, এরূপ সমস্ত উপকরণ তাহাতে থাকিবে। দুর্ব্বলাধিকারীরা যাহাতে সহজে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, তদুপযোগী উপকরণ তাহাতে যেমন আবশ্যক, সেইরূপ যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সেই স্বাভাবিক নির্দ্দোষ ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবারও উপকরণ আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই দুইটী উপকরণই কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দার্শনিক যুক্তি দ্বারা উপধর্ম্ম সমূহের অলীকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আবার ভক্তি ও বিশ্বাসের সহজ উপায় সকল প্রদর্শন দ্বারা সাধারণকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু এতদুভয়ের কোনটীই প্রকৃতরূপে কার্য্যকারক হইতেছে না। ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা যাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিতে হইবে, তাহাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হইলে সেইরূপ প্রমত্তা ভক্তি ও তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক। অর্দ্ধভাব দ্বারা তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রাহ্ম অর্দ্ধেক বৈরাগী অর্দ্ধেক সংসারী হইতে যান ইহাতেই আমাদের দেশের লোকে ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারে না। তাঁহারা পূর্ণমাত্রা বৈরাগ্য দেখিয়াছেন এরূপ অর্দ্ধ মাত্রা বৈরাগ্যে তাঁহাদের বিশ্বাস কিরূপে হইতে পারে? যদি কয়েকজন প্রকৃত বৈরাগী প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম। আমাদের প্রচারকদিগের যে ভক্তি ও বৈরাগ্য নাই তাহা আমি বলিতেছি না; এক এক জন যথার্থ নমস্য ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহাদের বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব স্ফূর্ত্তি পাইবার অনেক বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা যে প্রণালীতে ভক্তি বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছেন সে প্রণালীর দোষ একটী প্রধান বাধা। স্ত্রী পুত্র অথবা ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া যে বৈরাগ্য তাঁহাদের লক্ষ্য তাহা তাঁহারা নিজেই শিক্ষা করিতে পারেন না, অন্যকে শিক্ষা দিয়া কিরূপে আকর্ষণ করিবেন? ঐ অবস্থায় ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রমত্ত বৈরাগ্য লাভ হয় না। কিন্তু তাঁহারা লোককে কি শিক্ষা দেন? "প্রমত্ত বৈরাগী" হও; সংসার ধন মান সকল পরিত্যাগ কর, এ সকল পাপ। এ সকল উপদেশ একবারে সংসার ত্যাগী হইতে বলে, কিন্তু তাঁহারা ইহার বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা বলেন ইহার ভাব মাত্র গ্রহণ কর। চিন্তাশীল লোকেরা তাহা করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই রূপ উপদেশ প্রহেলিকাবৎ হইয়া উঠে। একজন চিন্তাশীল ব্রাহ্ম সহজেই হৃদ্বোধ করিতে পারেন যে আচার্য্য অথবা প্রচারকেরা অট্টালিকায় বাস করিলে পাপগ্রস্ত হন না, ব্রহ্মপরায়ন গৃহস্থ হইয়া গৃহ ধর্ম্ম পালন করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারন লোকে গার্হস্থ ও বৈরাগ্য ধর্ম্মকে দুই স্বতন্ত্র আশ্রমের ধর্ম্ম জ্ঞান করে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান প্রচার প্রণালী সাধারন লোকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে আমাদের প্রচার প্রণালী উপযোগী কিনা দেখা যাউক। উপরে যেরূপ প্রমত্ত বৈরাগ্যের কথা বলা হইল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার বিরোধী। সাধারণ লোকে যেরূপ বিশ্বাসকেই সার ধর্ম্ম জ্ঞান করে, শিক্ষিতেরা তাহা কখনই করিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য না থাকিলে সেরূপ বিশ্বাস অবলম্বন করিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ বিষয়েও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু যেমন ভক্তি বৈরাগ্যের বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্দ্ধ পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্যের সময়েও সেইরূপ। আচার্য্য যাহা বলিবেন তাহা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় অপমানিত জ্ঞান করেন। অদ্য যিনি তাহাদিগের সহিত রাজসভায় প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইলেন, কল্য তিনি সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিলে তাহারা তাঁহার কার্য্য ও উপদেশের অসঙ্গতা দেখি-

তাহার প্রতি স্বভাবতঃই বীতরাগ হইতে পারেন। এক দিকে শিক্ষিত লোকেরা ব্রাহ্মদিগকে যেমন অপদার্থ ও নির্ব্বোধ মনে করেন, অপর দিকে ব্রাহ্মেরাও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে যেন অসুর বা দৈত্য মনে করেন; ইহাদের প্রকৃতি যেন মানবপ্রকৃতি নয়; ইহাদের ভগবান যেন স্বতন্ত্র; ইহাদের মনে ভক্তি, বিশ্বাস প্রেম কিছুই নাই। পরস্পরকে এইরূপ অনুদার চক্ষে দৃষ্টি করায়, পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবধান প্রস্তুত হইতেছে যে একের অন্যের উচ্ছেদের জন্যও ক্রমে সংকল্প করাও অসম্ভব নহে। সকল লোক এক প্রণালী এক ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করায় তাহার এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। এক জন শ্রমজীবিকে তুমি একটী কথা বলিলে সে যেমন বিশ্বাস করিবে এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি সেইরূপ করিবে এ আশা দুরাশা। এক জন সংকীর্ত্তনের সময় নৃত্য করে বলিয়া সকলেই সেইরূপ করিবে ইহা অসম্ভব। কেহ ভাবপ্রধান, কেহ জ্ঞানপ্রধান; কেহ সহজেই উত্তেজিত হয়, কেহ হয় না। কাহার মনের ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক শক্তি অধিক, কাহার অল্প; কেহ প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন সহজে কোন বিষয় বিশ্বাস করে না, কেহ শ্রবণ মাত্রেই বিশ্বাস করে; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আছে। তাহারা সকলেই এক উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা যদি অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী প্রণয়ন না করি, তাহা হইলে চিরকালই এইরূপ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও অনুদারতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় আর একটী কারণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে প্রবেশ করিতে ভীত হয়েন। তাঁহারা দেখেন যে ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের মধ্যেই প্রবল বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন। দুই জন ব্রাহ্মের মধ্যে যদি মতভেদ হয়, তাহারা পরস্পরকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। এক জন যদি দশটী মতের মধ্যে দুইটীতে অবিশ্বাস করেন, তাহাকে অমনি অবিশ্বাসী, নাস্তিক, প্রবঞ্চক, ধর্ম্মহীন, নীতিবর্জ্জিত, পাষণ্ড প্রভৃতি দুর্নাম মালায় সজ্জিত করিয়া রাজপথে সাধারণ সমক্ষে একটী দৈত্য বলিয়া প্রদর্শন করা হয়। অনেকে স্ব স্ব ভাগ্যেও এরূপ নির্যাতন একদিন ঘটিতে পারে ইহা ভাবিয়া শত হস্ত দূরে পলায়ন করেন। অতএব আমরা নিজেই প্রচারের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছি। মন্দিরে আমরা পাপীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কিন্তু আপনারা তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার হইতে তাড়াইয়া দি।

এইরূপ অনুদার ভাব ও উৎপীড়ন দেখিয়া শিক্ষিত লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের ছায়া স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন না। যে সমাজে তাঁহারা বাস করেন, সেখানেও তাঁহারা যে সকল অত্যাচার দেখেন ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই দেখেন; সেখানে থাকাতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেমন মধ্যে মধ্যে কার্য্য করিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজে আসিলেও সেই ভয়, তবে তাহারা একটী প্রাচীন ও প্রকাণ্ড সমাজ ত্যাগ করিয়া নব্য ও ক্ষুদ্র সমাজে কেন আসিবেন? বরং সেখানে তাঁহাদের একটী সুবিধা আছে—সেখানে তাঁহারা লোকের অধিকতর সম্মান ও সমাদর লাভ করেন, দুই একটী সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও কেহ বড় উৎপীড়ন করে না। হিন্দুসমাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে উদার হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার সহিষ্ণুতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি তদপেক্ষাও অনুদার ও অসহিষ্ণু হয়, ব্রাহ্মদিগের জীবনের যদি কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য না থাকে, কেবল যদি দুই একটী উৎকৃষ্ট মতই ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র আকর্ষণ হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর বড় আশা ভরসা নাই। জ্ঞানের অহঙ্কার, ধার্ম্মিকতার অভিমান ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, ধর্ম্মানুপ্রাণিত জীবনের সৌন্দর্য্য—বিনয়, সহিষ্ণুতা, প্রেম, জিতেন্দ্রিয়তা—সেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না, বরং সেই পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। একথা আমরা উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু মনুষ্যের নিকট স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। উদারতা সম্বন্ধে দুইটী বিষয় চিন্তা করা উচিত। যেমন আমরা একদিকে পাপ অপবিত্রতা ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিব না, সেইরূপ যাহাদের জীবনে ঐ সমস্ত দোষ দেখা যায়, তাহাদিগকে কেবল কটূক্তি দ্বারা বিদায় করিয়া দিব না। পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া অপবিত্রতাকে জয় করাই যথার্থ জয়; প্রেম বিদ্বেষকে জয় করিবার একমাত্র উপায়; অবিশ্বাসকে জয় করিতে হইলে যুক্তি ও বিশ্বাস উৎপাদক অপরাপর উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সামাজিক অসচ্চরিত্রতা ও অপবিত্র ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য সামাজিক দণ্ড আবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাসের অভাব, মতের অনৈক্য দূরীকরণ জন্য সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এক জন ব্রাহ্ম বিশ্বাসের বিভিন্নতা জন্য একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে যেমন দণ্ড বিধান ও উৎপীড়ন করিতে পারেন না, সেইরূপ অপর একজন ব্রাহ্মকেও পারেন না। কাহার সহিত মতের অনৈক্য হইলে তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হইবে। আমাদের স্মরণ করা উচিত যে অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মধ্যেও যেমন আমাদের মধ্যেও তেমনি পরস্পরের মতের অনৈক্য আছে, অতএব পরস্পরে যদি সহিষ্ণু না হইয়া পরস্পরকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করি তাহাহইলে জগতে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। যাহারা সংশয়ী বা অবিশ্বাসী তাহাদিগের প্রতি সহিষ্ণু ব্যবহার করিয়া শারীরিক বলে নহে আধ্যাত্মিক বল দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে হইবে। অবিশ্বাস ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যেমন উদারতার অপব্যবহার, সেইরূপ যাহার সহিত মতের অনৈক্য হয় তাহাকে ঘৃণা ও উৎপীড়ন করাও অনুদারতা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের কোন কোন বিষয়ে সংশয় অথবা অবিশ্বাস আছে বলিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক, দুরাচারী, ধর্ম্মহীন পাষণ্ড প্রভৃতি কটূক্তি বর্ষণ করিলে তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার হইতে বিদায় করা হইবে; আমাদের অনুদারতা দেখিয়া তাহারা আমাদিগের সংসর্গে আসিতে কখনই ইচ্ছা করিবে না। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি

অনেক সময়ে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ছায়া স্পর্শ করিতে চাহেন না। শিক্ষিত লোকেরা মনে করেন ব্রাহ্মেরা অশিক্ষিত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের বিজ্ঞতম লোকদিগের গভীরতম চিন্তা, প্রবীণতম অভিজ্ঞতা, প্রশস্ততম শিক্ষা এবং বিশুদ্ধতম আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সমঞ্জস নহে। যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল তাঁহারা এরূপ মনে করেন না, যে ধর্ম্ম কেবল তর্ক যুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা মামাংসিত হয়; যে মনুষ্য কেবল নিজের জ্ঞানের বলে ধর্ম্মের গভীরতম ভাবসকল উপলব্ধি করিতে পারে; যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে ধর্ম্মের নিগূঢ়তম সত্য এবং মধুরতম, শান্তিপ্রদ ভাব সকল উপলব্ধি করিতে পারে। সকল লোকেই এইরূপ ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না; যাঁহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রবুদ্ধ, যাঁহাদিগের আত্মা স্বভাবতঃ সত্যদ্বারা অনুরঞ্জিত, সেই সকল বিশেষ গুণান্বিত মহাত্মারা তাঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি অমূল্য সত্য, গভীরতম ভাব উপলব্ধি করেন, তাহাই আত্মার ধর্ম্মান ও শান্তিবারি হয়। জ্ঞান পথাবলম্বী-দিগের প্রতি বক্তব্য এই যে কেবল তর্কদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব লভনীয় নহে—"অনায়ান্ হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ"। ইনি অণু হইতে সূক্ষ্মতর এবং তর্ক দ্বারা অগম্য। তর্কের পথ অনিশ্চয়তাতে পরিপূর্ণ; যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, বোধগম্য, তর্কদ্বারা তাহাও নিঃসংশয় রূপে প্রমানিত হয় না, তবে যাহা ইন্দ্রিয়গম্য নহে, যাহা মনের অতীত তাহা কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? জ্ঞান ও তর্কের অতীত আর একটী পথ আছে; এমন একটী স্থান আছে যাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে আত্মাতে সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়। সেই পথে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ, জ্ঞান, ও তর্কের পথে তাহার বিপরীত ফল। ধর্ম্মের আবশ্যকতার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় কেবল শান্তি ও আনন্দের জন্য ধর্ম্ম প্রার্থনীয়। যদি ধর্ম্মের আসয়ে আসিয়া তাহা লাভ করিতে না পারা যায় তবে আর কোথায় যাইব? ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়, ধর্ম্ম তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তর্ক যুক্তি আবশ্যক বটে; কিন্তু যদি ধর্ম্মের সাধনের পথে না গিয়া কেবল তত্ত্বের পথে থাকা যায়, তাহাহইলে চিরকাল অশান্তি ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইতে হয়। অতএব সেই পথটী অতীব বাঞ্ছনীয় যেখানে আসিলে

> "অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
> মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপন করিয়া কামনা ও বুদ্ধি—জনিত হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইতে পারে। এই পথটী জ্ঞানের অন্যতর পথ, জ্ঞানের অন্যতর একটী অধিকার আমাদের আছে, তাহার সাধন করিলে আত্মাতে ঈশ্বরের মহত্ভাব সকল প্রতিভাত হয়, পবিত্রতা, প্রেম, ভক্তি, বিনয়, উদারতা প্রভৃতি দ্বারা আত্মা অনুরঞ্জিত হয়। যখন জ্ঞান ও অধ্যাত্ম যোগের এইরূপ শুভ পরিণয় হয়, তখন একদিকে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হয় এবং অন্যদিকে ভক্তি ও পবিত্রতা দ্বারা আত্মা অনুরঞ্জিত হয়।

"এখনই।"

ইংরেজী ভাষায় এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে কোন সময়ে পাপনায়ক সয়তান আপনার প্রধান মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কি প্রকারে পৃথিবীর মানবকুলকে বিপথ-গামী করা যায় এই চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় অবিশ্বাস নামক দূত নিবেদন করিল "মহারাজ, আমারে প্রতি এই ভার অর্পণ করুন, আমি যাইয়া অবিলম্বে আপনার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া আসি।" সয়তান জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ?" অবিশ্বাস উত্তর করিল "আমি যাইয়া বলিব হে মানব! তুমি কেন কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা ঈশ্বরে বিশ্বাস পূর্ব্বক নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিবা থাক? ঈশ্বরকে কে কখন্ দর্শন করিয়াছে? দেখ, বিজ্ঞান বিবিধ প্রমাণ দ্বারা ক্রমে সিদ্ধ করিয়াছে যে যে সমুদায় পদার্থ জগতে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই কল্পনা। আবার ভাবিয়া দেখ সত্তাবান বস্তু মাত্রই যত কাল আছে তত কাল এক ভাবেই আছে, মানুষও কোন দ্রব্যকে চিরদিন সেই দ্রব্যই মনন করে। কিন্তু ঈশ্বর যে বস্তু তৎসম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান যখন যুগে যুগে এতদূর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন সেই বস্তুর সত্তা বিষয়ে আর কেন সন্দিহান না হও? তোমরা অসত্য সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছ আহার বিহার করিয়া জীবনাতিপাত কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সয়তান বলিল "মানব মনের যে কিরূপ গঠন তাহা বলিতে পারি না। শত শত চেষ্টাতেও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস দূর করিতে পারি নাই। যাহাদিগকে ভৌতিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া বহু আয়াসে অনেক দূর লইয়া আসিলাম তাহারাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইল না! আমার মত এখন এই যে এ প্রকার উপায় কার্য্যকর হইবে না।" দ্বিতীয় দূত নিবেদন করিল—"মহারাজ, আমাকে প্রেরণ করুন আমি যাইয়া মনুষ্য সমাজে এই শিক্ষা দেই, যে ঈশ্বর আছেন এ কথা ঠিক্ বটে, কিন্তু তিনি দুর্জ্ঞেয়, কেহ তাঁহার বিষয় জানিতে পারে না। তবে কেন আর বৃথা সময় হরন করিবে? পরকাল মনুষ্যের আশা নিস্থিত স্থান, বস্তুতঃই যে আছে ইহার কোন প্রমাণ নাই। সেই জন্য ভবিষ্যতের আশায় কেন বর্ত্তমানকে অতীত হইতে দেও? আশু সুখ উপভোগ করিয়া সময় যাপন কর।" সয়তান উত্তর করিল "বস্তু আছে ইহা স্বীকার করিলে তাহার প্রকৃতি কি ইহা জানিবার জন্য মনুষ্য স্বভাবতঃ ব্যাকুল হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে এবং তাঁহার প্রকৃতি জানিলে পরলোকে অবিশ্বাস উৎপাদন আর কি প্রকারে সম্ভব? তোমার এই উপায়ও ব্যর্থ হইবে।" বিলম্ব নামা তৃতীয় দূত বলিল "মহাশয়, আমার মনে হইতেছে যে আমি যাইয়া এই

কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারিব। আমি বলিব, ঈশ্বর আছেন, পরকালও আছে; ঈশ্বরকে পূজা করা উচিত, পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়াও উচিত; জীবন পবিত্র করিবার চেষ্টা করা উচিত, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাও উচিত। কিন্তু এত ব্যস্ততা কেন? আজ না হয় কাল হইবে।" এই বাক্যে সকলেই অনুমোদন করিল।

বহুকালদর্শী দশানন রণশায়ী হইলে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র উপদেশপ্রার্থী হইয়া যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন মুমূর্ষুপ্রায় রাবণ তাঁহাকে সংক্ষেপে বলেন "সকল উপদেশের সার কথা এই যে সৎ ইচ্ছা মনে উদিত হইবা মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে, নতুবা তাহা আর করা হইয়া উঠিবে না।" এই স্থলে রাবণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আপনাপন অতীত জীবন আলোচনা করিলে আমরা কি শত শত ঘটনায় দেখিতে পাই না যে "এখনই" এই কথার প্রতি অনবধানতা বশতঃ আমাদের অনেক অধোগতি হইয়াছে, অনেক সৎকার্য্য আর করা হয় নাই? "কাল" আমাদের পক্ষে অনেক স্থলে কাল হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত আর সেই "কাল" উপস্থিত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কিনা তাহাও অনিশ্চিত। হয় আমরা অতীত বিষয় চিন্তা করিয়া হর্ষ বিষাদে সময় অতিবাহিত করিতেছি, না হয় ভবিষ্যতের দিগে চাহিয়া আছি, "এখন" সম্বন্ধে আমরা নিতান্তই উদাসীন। কত সত্য জানিলাম, সময় তাহার উজ্জ্বলতা ক্রমে মলিন করিয়া ফেলিল, জীবনে যে সেই সত্য পরিণত করিয়া প্রকৃত সত্যবান্ হইতে হইবে ক্রমে তাহা ভুলিয়া গেলাম। কত পাপের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে সময়ে সময়ে বিদীর্ণ করিয়াছে, কিন্তু কাল হইতে জীবন সংশোধন করিব মনে করিয়া সময়ের হস্তে আপনার ভার প্রদান করিলাম—কালে সেই অনুতাপ বিস্মৃত হইলাম, পাপের অশুচি স্পর্শ ক্রমে সুখকর অনুভূত হইতে লাগিল, প্রতিজ্ঞার বল ক্ষীণ হইল, "এখনই" যাহা হইত "কাল" আর তাহা হইল না। কত সাধুকার্য্য করিবার জন্য মন সময় সময় নৃত্য করিয়াছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম "কাল" প্রাণগত চেষ্টা এই বিষয়ে নিয়োগ করিব, রাত্রি প্রভাত হওয়ার অপেক্ষা—সে "কাল" এর সহিত সাক্ষাৎ আজও হয় নাই, জীবনের সে শুভ দিন না আসাতে কত শোকাশ্রু নির্জ্জনে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। "এখনই" এই কথাটীর মূল্য পৃথিবী জানে নাই, অন্ততঃ স্বীকার করে নাই। প্রতি জীবনে এবং সমাজে যাহা হইয়াছে তাহার জন্য "এখনই" এই কথার নিকট প্রত্যেকেই ঋণী। সমুদায় সাধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র এই চারি অক্ষরময় শব্দ "এখনই"।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে যেপ্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হয়, আমরা সংক্ষেপে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছি। রাত্রিকালীন দৃশ্যটী সমধিক উৎসাহকর হইয়াছিল এবং তাহাতে যে সকল বক্তৃতাদি হয়, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, আমরা তাহা যথাযথ প্রকাশ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে একটী অতি সুদীর্ঘ ও সময়োপযোগী মনোহর বক্তৃতা করেন, আমরা তাহার সারভাগ মাত্র স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

তিনি বলিলেন, "একটী গল্প আছে, চারি জন পর্য্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে পথে একটী মৃত জন্তুর অস্থি দেখিতে পান। অস্থিটী কোন্ জন্তুর ইহা জানিবার জন্য তাঁহাদিগের কৌতূহল হইল। এই চারি জনের মধ্যে এক জনের অস্থি যোজনা, এক জনের মাংস যোজনা, তৃতীয়ের রক্ত সঞ্চার এবং চতুর্থের প্রাণ সঞ্চার বিদ্যার অধিকার ছিল। সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথমোক্ত পর্য্যটক মৃত জন্তুর সমুদায় অস্থি গুলি সংযোজনা করিয়া একটী কঙ্কাল সজ্জিত করিলেন। তখন দ্বিতীয়টী তাহাতে মাংস এবং তৃতীয়টী রক্ত যোজনা করিলেন। জন্তুটী দেখিতে দেখিতে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র বলিয়া প্রকাশিত হইল। তখন এরূপ দুর্দ্দান্ত জন্তুকে জীবন দান করিয়া তাঁহারা ভয়ঙ্কর বিপদ্ আনয়ন করিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন এতদূর করিয়াছেন, কৌতূহল সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিবার জন্য এবং চতুর্থ ব্যক্তির বিদ্যা পরীক্ষার জন্য জন্তুশরীরে জীবন দানের জন্য সকলে সমুৎসুক হইলেন। জীবন দান করিবা মাত্র দুর্দ্দান্ত পশু আপনার ভয়ঙ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রথমেই জীবনদাতাদিগকে আক্রমণ করিল এবং পরে আরও শত সহস্র লোকের উপর পড়িল। চারি জন ব্যক্তি যাহাকে উৎপন্ন করিয়াছিল, তখন চারি শত ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে পারিল না এবং জনসমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইল।

গল্পে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার সত্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রথমে দুই চারি জন ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে বা দলকে ধর্ম্মক্ষমতা প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি বা দল প্রথমে নিতান্ত নিরীহ ও নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কালে তাহারা প্রভূত বল প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত করে। দুই চারি জন ব্যক্তি প্রথমে যাহাকে ধর্ম্মক্ষমতায় ভূষিত করিয়াছিল, পরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহার ভয়ে কম্পিত এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়াও তাহার বিনাশসাধনে সমর্থ হয় না। আর্য্যগণ প্রথমে যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া সরস্বতীতীরে বাসস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল, ব্রাহ্মণগণের প্রতাপ কিছুই ছিল না। কিন্তু একটী শ্রেণীর হস্তে ধর্ম্মের রক্ষণ ও যাজনভার সমর্পণ করাতে তাহার ক্ষমতা শেষে এতদূর দাঁড়াইল যে তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার বিধি হইল, এক গাছা সূত্রের ভয়ে কত কত রাজা ও সাধারণ লোককে শশব্যস্ত হইতে হইল। পৌরহিত্যের অত্যাচারে সমুদায় ভারত প্রপীড়িত।

ক্ষুদ্র জনসমাজ প্রথমে যে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা সৃজন করিয়াছিল, পরে বৃহৎ জনসমাজও তাহার অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেছে না।

ইউরোপখণ্ডে পোপের এত অসীম ক্ষমতা কোথা হইতে হইল? তাঁহার চরণতলে রাজা ও সম্রাটদিগের মুকুট অবলুণ্ঠিত, তাঁহার বাক্য ঈশ্বরবাণী বলিয়া পূজিত, তাঁহার বিরুদ্ধে একটী বাক্স্ফূর্ত্তি করে কাহার সাধ্য? খৃষ্টানগণ প্রথমে পিটারের আসনে এক জনকে বসাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিলেন, কালে তিনিই তাঁহাদিগের ধন প্রাণ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার একাধিপতি হইয়া তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল। পোপের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে দমন করিবার জন্য কত চেষ্টা, পরিশ্রম, সংগ্রাম ও রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত করিতে হইল! সকল ধর্ম্মসমাজেই ধর্ম্ম ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার হইয়া জনসমাজের বিষম ভীতি ও অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত শিশু, এখন ইহার ক্ষমতার উদ্বোধ হয় নাই। কিন্তু এ সমাজেও ধর্ম্মক্ষমতা অপব্যবহারের কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া পরে তাহারই ভয়ে সমুদায় জনসমাজকে কম্পান্বিত হইতে না হয়; সাধারণের সমবেত ক্ষমতার উপর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের ক্ষমতা প্রবল না হয় এবং সাধারণের স্বত্বাধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইহাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সাধারণ সমাজ সেই জন্য নিয়ম তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহার গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলী যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, ইহাতে ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য লাভের স্থান নাই। কেহ অনুচিত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া সাধারণের উপর অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাকে অনায়াসে দমন করিবার ক্ষমতা সাধারণের হস্তে রহিয়াছে। যাঁহার যে গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহা একত্র করিয়া সকলে সাধারণ সমাজের উন্নতির সহায়তা করুন, ইহা সাধারণের সম্পত্তি, চিরকাল সাধারণের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার রক্ষা করিয়া সকলের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে।

পরে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেনঃ—

মহাভারতে লিখিত আছে, যদুবংশীয় কুমারগণ ক্রীড়া প্রসঙ্গে শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া সমাগত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষিগণ! ইহাঁর গর্ভে কি সন্তান হইবে? দিব্যচক্ষু ঋষিবৃন্দ যদুকুল ধুরন্ধরদিগের পরিহাস অবগত হইয়া বলিলেন, ইহার গর্ভে কুলনাশক মুষল প্রসূত হইবে।

যদুকুলতিলক কৃষ্ণ ও বলরাম শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দিলেন কেহ সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারিবে না।

কিছু দিন পরে রামকৃষ্ণ প্রভাস তীর্থে গমন করেন, সেখানে যদুকুমারগণ অপরিমিত সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইলেন, এবং পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ যদুবীরদিগের বিয়োগজনিত শোক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সমাধি যোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে মহামনা অর্জ্জুন দ্বারকায় উপনীত হইয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া যদুকুল রমণীদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পঞ্চনদ প্রদেশে কতকগুলি দস্যু আসিয়া বলপূর্ব্বক যদুরমণীদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিল। অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা-যোজনা করিতে সক্ষম হইলেন না, এবং দিব্যাস্ত্রসকল তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না। অর্জ্জুন নিতান্ত অপমানিত হইয়া মলিন বদনে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বেদব্যাস বলিলেন, অর্জ্জুন! শোক করিও না, সমস্তই কাল-সাপেক্ষ। কালে লোকের উন্নতি হয়, কালে অবনতি হয়। যদুবংশীয়েরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগের হইতে বলবীর্য্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন ভক্তিসাধকের কতকগুলি বাধা আছে। তাহার মধ্যে একটীর নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী। লোকে ভক্তসাধক বলিয়া নানা প্রকারে দান করিতেছে, ভক্ত ধনবান হইলেন। ক্রমে অর্থে আসক্তি জন্মিল। বড় মানুষ হইতে অভিলাষ হইল, সুতরাং সাধক সংসার সাগরের তরঙ্গে পড়িয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। এজন্য ইহাকে তরঙ্গরঙ্গিণী কহে। প্রথমে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, তখন ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গ বোধ করিতাম। ব্রাহ্ম নাম শুনিলে আহ্লাদ হইত, দশ ক্রোশ ব্যবধানে এক জন ব্রাহ্মভ্রাতা বাস করিতেছেন, ইহা শ্রবণ মাত্র পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। যত দিন আদি সমাজের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তত দিনই ব্রাহ্মসমাজের শান্তির অবস্থা ছিল।

কেশব বাবু প্রভৃতি আমরা কয়েক জন ব্রাহ্মভ্রাতা আদি সমাজ হইতে পৃথক হইয়া দুঃখীর বেশে দেশে দেশে প্রাণপণে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। সকলে আগ্রহ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইল।

ক্রমে প্রচারকদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইল, অনেকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, কুটীর ছাড়িয়া অট্টালিকায় উঠিলেন, দ্বারে দ্বারবান নিযুক্ত হইল, এই তরঙ্গরঙ্গিণীর মধ্যে পড়িয়া প্রচারকগণ ডুবিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগের মনে অহঙ্কার হইল, মনে করিলেন আমরাই ধার্ম্মিক আর কেহ ধার্ম্মিক নাই। ধর্ম্ম জীবন্ত সর্প। ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করা মহা বিপদের কারণ। প্রচারকগণ সেই জীবন্ত সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যাহা বলিবেন ও করিবেন তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর কিছু নহে।

অদ্য পৌত্তলিকতা পাপ, কল্য তাহা ধর্ম্ম। কারণ কেশব বাবুর কন্যার বিবাহে পৌত্তলিকতা হইল তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না।

এই রূপে কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগের হইতে স্বর্গের শক্তি কাড়িয়া লইলেন। দয়াময় ঈশ্বর জগতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। এজন্য ধর্ম্ম প্রচার শক্তি তিনি স্বর্গে লুকাইয়া রাখিলেন না, সেই মহতী স্বর্গীয় শক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিণত করিলেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণ! সাবধান, যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অবিচলিত রাখিতে চান, তাহা হইলে সকলে একহৃদয় এক প্রাণ হউন। যিনি যত কার্য্য করিতে পারেন করুন, কিন্তু কেহই স্বীয় স্বীয় কার্য্যের সফলতা দেখিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন না। কাহারও কার্য্যকে ছোট কার্য্য মনে করিবেন না। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিবেন। ভক্তির সহিত উপাসনা করিবেন, সাধন ভজন করিবেন, কিন্তু তরঙ্গ রঙ্গিণীতে ডুবিবেন না। আপনারা যে শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করুন। শক্তির অপব্যবহার করিয়া শক্তিহীন হইবে না।

যদুবংশের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজ ধ্বংস হইবে না, কিন্তু যিনি জীবন্ত সর্প ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিবেন তিনি সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবেন।

সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় মহিমা বিস্তার করিবে। আমরা দলের সৃষ্টি করিব না, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিব না। কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারিবেন না। এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা।

আমরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিব, অথচ প্রত্যেকে পরস্পরের শাসনাধীন থাকিব। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একতা এবং বিচিত্রতা আছে, আমাদিগের মধ্যেও সেই রূপ একতা এবং বিচিত্রতা থাকিবে। আংশিক ধর্ম্মভাবকে আমরা উৎসাহ দিব না ধর্ম্মের পূর্ণ ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য।

দয়াময় ঈশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক, তিনি কৃপা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন।” //

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন “ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা লক্ষিত হয়। একজন সুনিপুণ চিত্রকর একটী ছবি দেখাইয়া আবরণের মধ্যে বসিয়া আর একটী সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন প্রথম ছবিটী দেখা শেষ হইল, হঠাৎ আবরণ তুলিয়া ভিতরের সেই সুন্দরতর ছবিটী দেখাইলেন। আবার আবরণের মধ্যে আর এক সুন্দর ছবি আঁকিতে লাগিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইলেই আবরণ তুলিয়া তাহাই সম্মুখে ধারণ করিলেন। এইরূপ নবতর সুন্দরতর ছবি প্রদর্শনেই চিত্রকর নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমকার ভাব এক প্রকার ছিল, তাহা যখন নির্জীব প্রায় হইয়া আসিল, অনেকে মনে করিল ইহার জীবন এই বারেই শেষ হইল, তখন ঈশ্বর আর এক ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিলেন। যখন তাহার প্রভা ম্লান হইল, উজ্জ্বলতর বর্ণে ইহার ছবি আঁকিয়া সর্ব্বসমক্ষে ধারণ করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এত দিন আবরণের মধ্যে চিত্রিত হইতেছিল, ঈশ্বর তাহা যেন যথা সময়ে সকলের চক্ষের নিকট প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের ভাব ও কার্য্য দর্শন করেন, তাঁহারা ইহার পরিণাম বিষয় সর্ব্বদা আশঙ্কা করেন। কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বর যখন ইহার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহা নব জীবন পূর্ণ হইয়া নব ভাবে সংগঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুপ্রকাশিত হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা এখন বহুদিনের চিত্রিত ছবির ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে একবৎসর পূর্ব্বে কল্পনাতেও কে ইহাকে আনিতে পারিয়াছে? যাঁহারা ইহার এক একটী অঙ্গ হইয়া সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা কে কোথায় ছিলেন? এক বিসদৃশ পদার্থ সকল সম্মিলিত হইয়া আশ্চর্য্য গূঢ় ঘটনা পরম্পরা সংঘটিত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকার নির্ম্মিত ও কার্য্য নিয়মিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত জাজল্যমান প্রকাশিত। গত এক বৎসরের মধ্যে এই সমাজ দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ইহার অঙ্গীভূত লোকদিগের দ্বারা কোন কালে সম্পন্ন হইতে পারিবে তাহা অন্যে কি, তাঁহারা নিজে কখনই আশা করি পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে অসম্ভব সম্ভব হয়; তাঁহার ইচ্ছাস্রোত আপনার কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইতি মধ্যে অতি অল্প কার্য্য করিয়াছেন এবং এক বৎসরের মধ্যে অধিক কি আশা করা যাইবে? কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন, তদুপরি শত শত বৎসরের কার্য্য সংসাধিত হইতে পারিবে। ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ ব্রাহ্মগণের স্বত্বাধিকার স্থাপন করা, সাধারণের মধ্যে সম্মিলন সূত্র বন্ধন করা এবং কোন মনুষ্য নেতার অধীন না হইয়া সাধারণে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সাধারণ হিতার্থ কার্য্য করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মগণ যদি সচেতন থাকিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জগতে একটী অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া সমাদৃত হইবে এবং যাঁহারা ইহার অঙ্গীভূত হইয়া ইহাকে পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ভাবে রক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের অশেষ কল্যাণ লাভ হইবে। ঈশ্বর একমাত্র নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার পবিত্র অভিপ্রায় পথে উৎসাহ সহকারে ও অকুতোভয়ে বিচরণ করুন. সাধারণ সমাজের ভবিষ্যৎদৃশ্য অধিকতর মনোহর ভাবে প্রকাশিত হইবে।”

স্তুতি ও প্রার্থনা।

মেদিনীপুর গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা।

হে অখিল নাথ! কোথায় তুমি নাই। নির্জ্জন গহনে, কি সজন নগরে; সুনীল সাগর তরঙ্গে, কি মহোচ্চ পর্ব্বত

শৃঙ্গে; শস্যপূর্ণ প্রান্তরে কি নীরস মরুভূমিতে, কোথায় তুমি নাই। সাগরপর্ব্বতকানন সমন্বিত এই বিশাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তোমার প্রকাশ! আবার সুনীল আকাশ পথে অগণ্য গ্রহ তারকাপুঞ্জে তোমারই প্রকাশ। তুমি কোথায় নাই? এই যে জনশূন্য ক্ষুদ্র পর্ব্বতে বসিয়া আমরা তোমার উপাসনা করিতেছি, এখানেও তুমি। হে প্রভো! তোমাকে যেন সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি বামে, তুমি দক্ষিণে, তুমি উর্দ্ধে, তুমি অধোতে তুমি সম্মুখে তুমি পশ্চাতে; তুমি ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি আমাদের নিকট। তুমি আমাদের যত নিকট এত নিকটে আর কিছুই নয়। মৎস্য সকল যেমন জলে মগ্ন হইয়া আছে; আমরা সেইরূপ তোমাতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলেও হইল না। তুমি আমাদের এত নিকটে যে কোন দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝা যায় না। আমরা তোমাতে, তুমি আমাদিগের মধ্যে। জড় জগৎ আমাদের শরীরের তত নিকট নহে, তুমি আমাদের আত্মার যত নিকট।

সকল জগৎ তোমার গুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে। নদী, পর্ব্বত, সাগর, কানন, গ্রাম, নগর, এক মহানিনাদে তোমার গুণ গান করিতেছে; আকাশ যেন তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। যিনি তোমার প্রেমে প্রেমিক, তিনি শুনিতে পান ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতেই তোমার মহিমা কীর্ত্তন উত্থিত হইতেছে। এই প্রতি নক্ষত্র তোমার মহিমা গান করিতেছে, সৌরজগৎ হইতে সৌরজগতে তোমার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র গিরিও তোমার মহিমা গান করিতেছে, এই তরুলতা সকল;—এই সুন্দর পক্ষী সকল তাহারই সঙ্গে তান ধরিয়াছে। হে প্রভো! আমরা জ্ঞান ধর্ম্মে অধিকারী মনুষ্য হইয়া কি এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া জন্ম সার্থক করিব না?

প্রাচীন মহর্ষিগণ, এই প্রকার নির্জ্জন প্রদেশে, কাননে বা পর্ব্বতে বসিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতেন, আমরা তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা; অদ্য আমরা তাঁহাদের ন্যায় এই সুন্দর নির্জ্জন প্রদেশে তোমার পূজা করিতেছি। তাঁহাদের মুখ হইতে যে "সত্যং জ্ঞান মনন্তং" মহাবাক্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনিঃসৃত হইয়াছিল, আমরা অদ্য এখানে তাহাই উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

আহা! এস্থান কেমন মনোহর! এই পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে তাহার কি সুন্দর শোভা! হে প্রভো! এই নদীর নির্ম্মল জলের ন্যায় আমাদের হৃদয়কে নির্ম্মল কর। এই নদী যেমন নিরন্তর আপনার গম্য স্থানের দিকে ধাবমান হইতেছে, আমাদের জীবন নদীও সেই রূপ অবিশ্রান্ত গতিতে অনন্তকাল সাগরের দিকে ধাবিত হইতেছে। নদী আপনার পথে যাইতে যাইতে সংসারের কতই হিতসাধন করিতেছে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জীবকে তৃষ্ণার জল দান ক্ষুধার অন্নদান করিয়া নদী আপনার পথে চলিয়াছে। হে প্রভো! আমাদের জীবন কি সেই রূপ হইবে? যেমন আমরা জীবন পথে চলিয়া যাইব, তেমনি কি আমাদের উভয় পার্শ্বের লোকসকল আমাদের জীবন দ্বারা উপকৃত হইবে? হে প্রভো! এই নদীর ন্যায় জগতের সেবা করিতে করিতে আমাদের এই জীবন নদী কি প্রবাহিত হইয়া অনন্তকাল সাগরে গিয়া মিশিবে না? এইতো হৃদয়ের আশা। এ আশা কি পূর্ণ হইবে নাথ!

এই গোপগিরিতে তোমার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। গোপগিরি মনে হইলেই তোমার উপাসনা মনে হয়। যে সাধু এই পর্ব্বতের নামের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন তিনি ধন্য। এই পবিত্র গোপগিরিতে অনেকবার তোমার উপাসনা হইয়াছে; তোমার নাম কীর্ত্তন হইয়াছে। আমরা অদ্য এখানে তোমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে প্রভো! নমস্কার! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার!

সঙ্কীর্ত্তন।

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথ তরে ভব ভুবনে,
শশী ভাস্কর, তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছ না কি, আমার হৃদয়নাথে)
হে সুরধুনী, সাগর-গামিনী, গতি তব বহুদূরে (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে।
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু, দিটি তব বহু দূরে,
(গগন মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে?

ব্রাহ্মসমাজ।

সুদূরবর্ত্তী বাঙ্গালোরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাহা অতি আনন্দকর। তথায় তিনটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটী তদ্দেশবাসী একটী সৈনিক দল লইয়া সংগঠিত। গত ৩১এ মে ইহার অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালোরের ব্রাহ্মগণ একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ উদ্যোগী হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে কতক টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন, এ অঞ্চল হইতেও চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রার্থনাপত্র পাঠাইয়াছেন। আমরা আশা করি বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ এই শুভ উদ্দেশে বাঙ্গালোরস্থ ব্রাহ্মগণকে যথা সাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন।

মান্দ্রাজে পণ্ডিত বসন্তরাম হিন্দু ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিষয়ে ইংরাজীতে যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহার মুদ্রাঙ্কিত কয়েক খণ্ড পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সাহায্য দানার্থ মুক্তহস্ত। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণে ইতিপূর্ব্বে তিনি ৫০০ টাকা দান করেন। ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া ৮০০ টাকা ঋণ হইয়াছে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া এই

ঋণ পরিশোধের জন্য দার্জিলিং হইতে বাবু শিবচন্দ্র দেবের নামে এক চেক পাঠাইয়াছেন। এই অযাচিত বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শিবচন্দ্র বাবু যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের গৃহ সংস্কারার্থ বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রাচীন সমাজটী অনেক কাল মুমূর্ষুপ্রায় ছিল, ইঁহার পুনরুজ্জীবনের বার্তা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কোন্নগরের নিকটে "সাধন কানন" বলিয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যে উদ্যান ছিল এবং যাহা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি বিক্রীত হইয়াছে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুর বাগআঁচড়া ও যশোহর ভ্রমণ করিয়া গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকীপুরে কয়েক দিবস বক্তৃতা ও উপাসনাদি করেন, তৎপরে এলাহাবাদ আগ্রা ও টুণ্ডলা হইয়া গত ১১ই জুন লাহোরে পৌছেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থিত করিয়া অমৃতসরে গমন করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি রাজা রামমোহন রায়ের সহচর স্থবিরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বাবু চন্দ্রশেখর বসু অল্পদিন হইল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অটল উৎসাহ ছিল।

বাবু পদ্মহাস গোস্বামীর মৃত্যুতে বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু গুরুনাথ দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় এজেন্ট হইয়াছেন।

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি শান্তিপুর ও রাণাঘাটেও ব্রাহ্মদিগকে লইয়া উপসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

শান্তিপুরে বাবু হলধর মল্লিকের (বাগআঁচড়া নিবাসী) তৃতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান গত ৫ই জুন সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পূর্ণিয়া প্রার্থনাসমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব গত ৮ই জুন রবিবার হইতে তিন দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত গমন করেন। বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের বাটী সংলগ্ন বাঙ্গালায় উৎসব সুসম্পাদিত হয়। রবিবার প্রাতে উপাসনা ও ধর্ম্মজগতে নিদ্রাভঙ্গের আবশক্যতা বিষয় উপদেশ হয়। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ আলোচনা ও কথোপকথন হয়। অপরাহ্নে উৎসব স্থলে ২০০ শতাধিক ভিক্ষুকের সমাগম হয়, তাঁহাদিগকে ।০, ৵০, ৴০ আনা করিয়া পয়সা দান করা হয় এবং ৫০ জন অন্ধ খঞ্জকে এক এক খানি কম্বল বিতরণ করা হয়। তৎপরে ময়দানে অনাবৃত স্থলে পণ্ডিত বনয়ারি লালও পণ্ডিত কানাইলাল পাঁড়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দী ভাষায় এক একটী বক্তৃতা করেন। রাত্রিকালে যথারীতি উপাসনা হয় এবং "পূর্ণতা জীবনের লক্ষ্য" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। সোমবার প্রাতে উপাসনা ও প্রীতিই ধর্ম্মের সার এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রাত্রিকালে পুনরায় উপাসনা এবং ধর্ম্মের কঠিন ও সহজ ভাব বিষয়ে উপদেশ হয়। মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা ও বিশ্বাস ধর্ম্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রাত্রিকালে বাঙ্গালায় একটী বক্তৃতা হয়, বিষয় "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা। স্থানীয় কয়েকটী পদস্থ লোক ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেরিত। (১)

২। দ্বিতীয় দোষ—ব্যভিচার। ব্যভিচার দোষ যে সময় সময় ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করে নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। ব্যভিচার ঘটিয়াছে ইহা যেমন সত্য, তাহা স্থানে স্থানে শাসিত হয় নাই বরং প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ সত্য। দেখা গিয়াছে এরূপ স্থলে যিনি জানিতে পান, তিনিই বলেন "চুপ",—"নিজেদের দোষ—গৃহ ছিদ্র—ইহা বলিতে নাই।" এইরূপ "চুপ চুপ" করিতে করিতেই চুপে চুপে রোগ বদ্ধমূল হইয়াছে; এবং কোথাও কোথাও তাহা প্রকাশ পাইতেছে। দোষ যাহা তাহা নিজের হউক বা অন্যের হউক, সকলের পক্ষেই দোষ। সততা চতুরতার

(১) ব্রাহ্মসমাজ এখন একটী প্রকৃত সমাজ রূপে গঠিত হয় নাই, সুতরাং ইহার মধ্যে সামাজিক শাসন অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই, একারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমধিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং তজ্জনিত কুফল লক্ষিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। এ দোষ সকল প্রবল হইয়া শিশু সমাজকে বিনষ্ট না করে তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা স্থান গত দোষকে গত ব্রাহ্মসমাজের দোষ বলিয়া উল্লেখ করিলে অন্যায়োক্তি হয়। ইহাতে দুইটী অপকার হইয়া থাকে (১) যে সমাজ পবিত্রতার আদর্শে এবং বিশুদ্ধ সামাজিক পদ্ধতিতে গঠিত হইবার উপক্রম করিতেছে তাহা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া নিরুৎসাহ ও ভগ্ন হইয়া পড়ে। (২) বাহিরের লোকে ইহাকে যথার্থই কলঙ্কের আধার মনে করিয়া ইহার সীমাস্পর্শ করিতে শঙ্কিত হয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যদি কোথায়ও কোন বিশেষ দোষ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনও তিষ্ঠিতে পারিবে না। ব্রহ্মসাধারণ মত বজ্রধ্বনিতে ইহাকে বিতাড়িত করিবে এবং চতুর্দ্দিকস্থ জনসমাজ যাহাদিগের সহস্র চক্ষু ব্রাহ্মদিগের দোষ দর্শনে ও দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত তাহারা বিদ্রূপ ও ঘৃণা দ্বারা ইহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দমন করিতে ত্রুটি করিবে না। যাহাহউক ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বদা এরূপ উত্তাপ থাকা আবশ্যক যে দোষী ব্যক্তি ইহার মধ্যে আসিয়া সংশোধিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। স।

আশ্রয় লইলেই, ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করে; এবং এই নিমিত্তই ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম অনেক সময়ে অধিকারভ্রষ্ট হয়। যাহা হইবার হইয়াছে, এখনও সতর্ক হইলে পরিণাম রক্ষা পায়। যাহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া একবার কলুষিত হইয়াছেন, সমাজ তাহাদের সমক্ষে সন্দিগ্ধচিত্ত থাকা কল্যাণকর; এবং ন্যায়তঃ তাহাদিগকে সমাজের কোনও কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার অথবা প্রতিনিয়ত ব্যভিচারে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য।

৩ য় দোষ—স্বেচ্ছাচার বা যথেচ্ছাচার। সকল দেশে, সকল সমাজেই, পরস্পর সামাজিক আচার ব্যবহারের অনুমোদন ও প্রতিবন্ধকতা, অধিকার ও অনধিকার আছে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে দেখি বাধাশূন্য সুবিধা ও অনধিকার শূন্য অধিকার বিরাজ করিতেছে। পরস্পরের ব্যবহারের সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট সীমা রহিয়াছে, সেই সীমাতিক্রমণ দোষাবহ। সীমা নির্দ্ধারণ যে সহজ ব্যাপার নয়, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমা নির্দ্ধারণ যে একান্ত অসাধ্য নয় ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। মনে করুন কোন অবিবাহিত যুবক অবিবাহিতা কুলকন্যার পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট প্রণয়সূচক পত্র লিখিতেছে, বিবাহ প্রস্তাব করিতেছে, প্রেমোচ্ছ্বাস-সুলভ কবিতা দ্বারা অবোধ অবলার কোমল প্রাণে প্রেমোদ্দীপন করিতেছে, কোথাও তাহারা নির্জ্জনে প্রণয় প্রসঙ্গ করিতেছে, অথবা সুদূর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইত্যাদি। এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়, যাহা পাশ্চত্য সভ্যতার মাহাত্ম্যবলে ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে; অথচ যাহাতে আপাততঃ বহির্দৃষ্টিতে কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না; বরং যিনি দোষ করিতে যান, অথবা সন্দিগ্ধ কটাক্ষ পাত করেন, ব্রাহ্মেরা তাহাকে কলুষিতমনা বলিয়া তিরস্কার করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যখন কুত্রাপিও সুফল প্রসব করে নাই, তখন ইহা ভয়াবহ ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়া সঙ্গত কি না? আমার বিবেচনায় কেবল মাত্র দুই শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা এবম্ভূত যথেচ্ছাচারের পোষকতা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণী নির্ব্বোধ, অপর, চতুর দুশ্চরিত্র। নির্ব্বোধ ব্যক্তি সুক্ষদর্শন বর্জ্জিত, সুতরাং মৌলিক দোষ দর্শনে অক্ষম; পক্ষান্তরে চতুর-দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সতত গূঢ়াভিলাষ সিদ্ধির সুযোগান্বেষী, সুতরাং স্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দোষ সমর্থন পটু। প্রথম শ্রেণী কৃপাপাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডার্হ। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম শ্রেণী লোক বহুতর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকও নিতান্ত বিরল নহে। কিন্তু বলুন দেখি অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন্ ব্যক্তি কোন্ দিন কোন্ প্রকারের সামাজিক শাসনে শাসিত অথবা অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন? আমি ত দেখি না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে ব্রাহ্মসমাজে চতুর দুশ্চরিত্র লোকেই মুক্তকণ্ঠ, উন্নতগ্রীব এবং স্ফীতবক্ষ।

৪ চতুর্থ দোষ;—ব্রাহ্মসমাজ পতিত-পাবন ও অবারিত দ্বার। যে স্থান হইতে, যে অবস্থায়, যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মদের দলভুক্ত হইতে চাহেন, তিনিই সিদ্ধকাম হন এবং ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকা বলিয়া সাদরে পরিগৃহীত হন। মিথ্যাবাদী, সুরাপায়ী, উৎকোচগ্রাহী, ব্যভিচারী প্রভৃতি সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি একবার নিমীলিত নেত্রে উপাসনা দেখাইতে পারেন, এবং "সাধনা ভ্রাতৃভাব, বৈরাগ্য সাধন" প্রভৃতি কয়েকটা "গদ বাক্য" কথা কণ্ঠস্থ রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার "সাত খুন মাপ"। সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সালিঙ্গনে অভ্যর্থিত ও সকল পরিবারে সাদরে পরিগৃহীত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল যে, যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে, ততই এতাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় বিভৎসমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

ব্রাহ্মসমাজে কি এই প্রকারের লোক পরিগৃহীত হয় নাই? হইয়াছে, এবং তাহাদের সংখ্যাও অল্প নয়, পরন্তু তাহারা এতাদৃশ অনুষ্ঠান করিতেও ত্রুটী করেন নাই, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক সচ্চরিত্র ব্রাহ্মই তাহাদের দলস্থ এক জন বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন, অথবা হওয়া উচিত। অনেক পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে ব্রাহ্ম সমাজ কতক পরিমাণে রমুলসের রোম নির্ম্মাণের ন্যায় নির্ম্মিত হইতেছে। যদি ঘটনা এইরূপই চলিতে থাকে, এবং ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তবে শীঘ্রই এবম্ভূত সমাজের উচ্ছেদ সাধিত হইবেক!

২৩এ বৈশাখ ১২৮৬ সাল ঢাকা। একজন ব্রাহ্ম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহনির্ম্মাণার্থ-সাহায্য।

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত	১৪:৮৯॥০
শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন বসু, ময়মনসিংহ	১০০
,, ,, কানাইলাল পাইন, কলিকাতা	৩০
,, ,, প্রসন্নকুমার বসু, ফরিদপুর	২৫
,, ,, বিশ্বনাথ রায়, লক্ষ্নৌ	৫০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতক্ষিরা	৪০
,, ,, শ্রীনাথ দত্ত, বিশ্বনাথ আসাম	১০০
,, ,, হরিচরণ রায় কবিরাজ, কলিকাতা	১৫০
,, ,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্বার	১০
,, ,, যাদবচন্দ্র গোস্বামী, বসিরহাট	৩০০
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, দারজিলিং	৫০
,, ,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁহার পরিবার, কলিকাতা	৫০
,, ,, শশিভূষণ বিশ্বাস, কলিকাতা	২৫
,, ,, উমাচরণ রায়, ঐ	১০
,, ,, বিপীনবিহারী রায়, ঐ	৬০
,, ,, নীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ	
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঐ	১০
,, ,, উমাচরণ দাস, ভবানীপুর	৩০

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র কুমার, পোষ্টাফিস	১৫
,, ,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	১০
,, ,, প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্রাবলিং পোঃ আঃ এলাহাবাদ	৫০
,, ,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তেজপুর	৫০
,, ,, তারকচন্দ্র রায়, ঐ	২০
,, ,, পদ্মহাস গোস্বামী, নওগাঁও আসাম	৩০
,, ,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, ঐ	২০
,, ,, গুরুনাথ দত্ত, ঐ	১৫
,, ,, হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৫
,, ,, আনন্দরাম গোস্বামী, ঐ	২
,, ,, রামদুর্ল্লভ মজুমদার, ঐ	৫০
,, ,, গোলোকচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর, আসাম	৩০
,, ,, তারণচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর	১০০
,, ,, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৫০
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু, (মালখানগর) ঐ	৪০০
,, ,, জে, সি, সরকার, ঐ	৬০
,, ,, রামতনু লাহিড়ী, ঐ	১
,, ,, দ্বারিকানাথ সরকার, ঐ	১২০
,, ,, যদুনাথ রায়, ঐ	২০
,, ,, বীরেশ্বর মিত্র, ঐ	৫০
,, ,, প্রসন্নকুমার বসু, ঐ	২৫
,, ,, বারাণসী রায়, ঐ	১০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ	২৫
,, ,, চন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ	৫
,, ,, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ঐ	২৫
,, ,, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১০
,, ,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ	২৫
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত, ঐ	২৫
,, ,, আনন্দগোপাল গুঁই, পাবনা	৩
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ	২
,, ,, বিপীনবিহারী বাগচী, ঐ	৩
,, ,, শশিকুমার চৌধুরী, ঐ	১
মোট	১৬৪৫১॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে—

১। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

২। সভ্য মনোনয়ন।

৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী।

৪। বিবিধ।

১৩ নং মৃজাপুর ইষ্ট্রীট কলিকাতা ১৮৭৯। ১ লা জুন } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

আগামী ২৯এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয় বিবেচিত হইবে:—

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রষ্ট ডিড।

২। প্রচারক দিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১৮৭৯। ১লা জুন। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত … … …	১৲	./০
পত্রিকা … … …	॥০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী…	./০	১০
বার্ষিক রিপোর্ট … …	৶০	./০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা …	৵০	১০
কৃতজ্ঞতা … … …	১০	১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press, 93, College Street, Calcutta. June 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲

যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সত্য অপহরণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ঠিক্ কথা বলেন না। ঠিক্ কথা বলিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সত্য অপহরণ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম সংরচিত হইয়াছে। হিন্দু বলেন তাঁহার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণতন্ত্র, খৃষ্টান বলেন তাঁহার নূতন ও পুরাতন বাইবেল, মুসলমান বলেন তাঁহার আলকোরাণেই সকল সত্য আছে, তদ্ভিন্ন লোকে সত্য আর কোথায় পাইবে? কিন্তু এই সকল ধর্ম্মপুস্তকে যাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সত্য সকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহারাত এসকল পুস্তক পাঠ করেন নাই, তাঁহারা সত্য কোথায় পাইলেন? আর ব্যাস মনু বাল্মীকি ও শিব, মুসা ঈসা, ডেবিড, ইসায়া এবং মহম্মদ ইহাঁরা কোন্ উৎস হইতে সত্য লইয়া মনুষ্য লোকে প্রচার করিলেন? সেই উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্ম, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সত্য ও ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে মনুষ্যের নিকট প্রচার করিলেন, মনুষ্য তাহার সহিত আপনার কল্পনা কামনা প্রভৃতি মিশাইয়া এক এক উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূলে, ইহা হইতে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মহাধর্ম্মে সকল ধর্ম্ম অবশেষে বিলীন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সম্প্রতি "আর্য্য নারী সমাজ" নামে ব্রাহ্মিকাদিগের একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। কেশব বাবুর পদ্ম-কুটীর প্রাসাদে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভা হইতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য কতকগুলি পুরাতন ব্রত গৃহীত ও নূতন ব্রত প্রণীত হইয়াছে—যথা সাবিত্রী ব্রত, লীলাবতী ব্রত, দ্রৌপদী ব্রত, নাইটিঙ্গেল ব্রত, বিক্টোরিয়া ব্রত ইত্যাদি। প্রাচীন ও নব্য রমণীগণের প্রশংসিত এক একটী গুণ উপার্জ্জনের জন্য এ প্রকার সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু এই সভার নূতনবিধ নামকরণ দেখিয়া আমাদিগের একটু আশঙ্কা হইতেছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মিকা সমাজের পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকে, আশঙ্কা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। এক্ষণে দেখা যায়, কৃতবিদ্যদলের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে চান, অথচ হিন্দু নাম পৌত্তলিকতা-সূচক বা মুসলমানদিগের প্রদত্ত অপমানজনক মনে করেন, তাঁহারা 'আর্য্য নামের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মদিগের হইতে একটী স্বতন্ত্র দল বলিয়া পরিচয় দিতে চান। ভারতবর্ষীয় সমাজের অধিনায়কদিগের যে কারণে হউক, কুচবিহার বিবাহের পর হইতে 'হিন্দুত্বের' প্রতি সমধিক অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। তাঁহারা এককালে 'হিন্দু' নাম গ্রহণে সাহসী না হইয়া আর্য্য নামে আপনাদিগের নারীগণের সভাকে অভিহিত করিয়াছেন বোধ হয়। ব্রাহ্মনাম অপেক্ষা আর্য্য নাম যে ব্রাহ্মদিগের আকর্ষণের বস্তু হইয়া থাকে, তাঁহারা হিন্দুসমাজ দ্বারা আরও আকৃষ্ট হইয়া কবলিত না হন, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নত-তর ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও অজ্ঞাতসারে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া না ফেলেন এ বিষয়ে যেন সাবধান থাকেন।

সুপ্রসিদ্ধ মনিয়ার উইলিয়মস, কিছু দিন হইল, এথিনিয়ম নামক পত্রে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা সুবিস্তৃত বা সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ না হইলেও ইহার প্রতি তাঁহার চিন্তা ধাবিত ও সদ্ভাব প্রকাশিত দেখিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও অতি উদার সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে একটী কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হয়। তাঁহার মতে রাজা সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ছিলেন না, পণ্ডিতদিগের সাহায্যে শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া লইতেন। ইহা রামমোহন রায়ের যশের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। যে রামমোহন রায় ১৮টী ভাষা জানিতেন, বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ জন্য অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাল্যকালাবধি যিনি সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, যিনি শাস্ত্র বিচারে এ দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি সংস্কৃতে শিক্ষিত ছিলেন না, এ কথা যার পর নাই বিস্ময়কর। অন্য ইংরাজ একথা বলিলে সহজে হাস্য করা যাইত। মনিয়ার উইলিয়ম্‌স ইউরোপীয় সমাজে সংস্কৃতে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন এক ব্যক্তির প্রতি এরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত

ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার উক্তির কোন প্রমাণ আছে কি না, আমরা জানিতে চাই।

উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডের পাণ্ডুলিপি ও তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মসহ এক খানি পত্র ইংরাজীতে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অভিপ্রায় গ্রহণার্থ তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ট্রষ্টডিডের মধ্যে যে যে বিষয় আছে, তাহা বাঙ্গালায় সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণোদ্দেশে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা ট্রষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই ট্রষ্টিগণ অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সাধারণ অধিবেশনে মনোনীত হইবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হইয়া ভূমি রক্ষা করিবেন। তাঁহারা একটী উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি দিবেন, তথায় কোন প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত সংসৃষ্ট না হইয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই উপাসনা হইবে। কিন্তু উপাসনাগৃহের এক বা অধিক আচার্য্য নিয়োগের ক্ষমতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতিক্রমে উপাসনাগৃহ কখন কখন নীতি ধর্ম্ম বা সাধারণ হিতকর বিষয়ক বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ভূমির অবশিষ্ট অংশে আচার্য্য বা প্রচারকদিগের জন্য গৃহনির্ম্মাণ হইতে পারিবে, অথবা ট্রষ্টিগণ তাহা অপরকে পাট্টা দিতে পারিবেন, কিন্তু সম্পাদক ও সভাপতির সম্মতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ট্রষ্টিগণ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট ভূমি বিক্রয়ের ক্ষমতাও ট্রষ্টিদিগের থাকিবে, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন নিয়মিত বা বিশেষ সভার অধিকাংশ সভ্যের নির্দ্ধারণ অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে ট্রষ্টিগণের সে ক্ষমতা থাকিবে না। চল সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষমতাও ট্রষ্টিগনের থাকিবে, কিন্তু সে ক্রীত সম্পত্তি সমাজের হইবে। ট্রষ্টিরা ভূমি পাট্টা দিয়া যে সেলামী পাইবেন কিম্বা ভূমি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবেন, তাহা সম্পাদক ও সভাপতির হস্তে অর্পন করিতে হইবে।

ট্রষ্টিদিগের মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি বা সকলেই পরলোকগত হন, কিম্বা অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক হন অথবা কার্য্য করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পূর্ব্বানুরূপ ক্ষমতা দিয়া তাঁহাদিগের স্থলে এক বা অধিক ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারন সভার দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত সভ্যের মতে উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক বা সকল ট্রষ্টিকেই অবসৃত করিতে পারিবেন। ট্রষ্টিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইল। ট্রষ্টিদিগকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অণুমাত্র অপব্যবহার না হয়, তাহার জন্য যতদূর সাধ্য পূর্ব্বসাবধানতা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উদারতা।

যদি ঈশ্বরের অনন্তভাব ও আপনার ক্ষুদ্রতা প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহাহইলে উদারতা স্বভাবতঃই হৃদয়কে অধিকার করে। উদারতাই ধর্ম্মের পুরস্কার। যাঁহার চিত্ত উদার হয় নাই, তিনি ধর্ম্মের প্রসাদ উপভোগ করিতে অসমর্থ। আমাদের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগদ্বাসী সকলের পিতা, সকলের মুক্তিদাতা তিনি মহৎ আমরা সকলে ক্ষুদ্র, তিনি সকলের আশ্রয় আমরা সকলে তাঁহার আশ্রিত, জগতের সকল নরনারী তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে গলবস্ত্রে পুষ্পোপহার লইয়া সমাগত হইতেছি, পরলোকবাসী, ইহলোকবাসী, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেই তাঁহার বন্দনা করিতেছি এই চিন্তা আত্মাকে উদার করে, সকল জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, অবস্থাভেদ তুচ্ছ করে। প্রকৃত উদারচিত্ত ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মমন্দির ও দেবমন্দিরের প্রভেদ থাকে না, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিচার থাকে না; যে ব্যক্তি যেখানে যে কোন নামে অথবা যে কোনরূপে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির পূজা করে, উদারচিত্ত ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ঈশ্বর প্রেমে উৎফুল্ল হন।

এই পৃথিবীতে মনুষ্যের অবস্থা অসম। কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত কেহ অজ্ঞ, কেহ সাধু কেহ অসাধু, অতএব উদারতা ব্যতীত মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতে পারিত না। ধনীর পক্ষে দরিদ্রের প্রতি উদার ব্যবহার করা যেমন প্রয়োজন, ধনীর সম্বন্ধে দরিদ্রেরও সেইরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞদিগের সম্বন্ধে উদার ব্যবহার না করিলে তাঁহার জ্ঞান বৃথা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মহীন লোকদিগের প্রতি উদার ব্যবহার না করিলেও তাঁহার ধার্ম্মিকতা অর্থশূন্য বাক্য হইয়া পড়ে। অনুদার লোকেরা যদিও আপনারা অন্যের সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু অন্যেরা তাহাদের সম্বন্ধে উদার ব্যবহার করে তাহা তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এস্থলে অনুদার ব্যক্তিও উদারতার গুণ স্বীকার করিয়া থাকে।

যদি উদারতা না থাকে, তাহাহইলে লোকের সহিত সংসারে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমার সহিত যাহার সমান অবস্থা নহে, তাহার প্রতি আর সদ্ব্যবহার করা যাইত না। দুই ব্যক্তির কখন সমান অবস্থা হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং দুই ব্যক্তিতে সদ্ভাব থাকাও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে; সংসার একটী রণক্ষেত্র হয়।

অহঙ্কার, অজ্ঞান, কুসংস্কার এই তিনটী উদারতার শত্রু। যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত থাকে, তাহার হৃদয়ে উদারতা বাস করিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তি উদারচিত্ত হন, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধর্ম্মমদে মত্ত, তাহার হৃদয় অনুদারতাতে পরিপূর্ণ থাকে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন ধর্ম্মের অনন্ত আদর্শের সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করেন, তখন তাঁহার মস্তক অবনত হয় এবং অভিমান করিবার কিছুই দেখিতে

পান না। কিন্তু অল্প মাত্র ধর্ম্মসাধন করিয়াই যাহার মস্তক ঘূর্ণিত হয়, সে ব্যক্তি আর আপনার সমান লোক দেখিতে পায় না এবং স্বপ্নাবেশে মনে করে আপনি অসাধারণ দৈব-গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহার চিত্ত ক্রমে এরূপ অনুদার হইয়া পড়ে, যে কেহ তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছু হইলে তাঁহাকে অভিসম্পাত করে। জগতে এইরূপ ভ্রান্ত ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে এবং ইহাদের দ্বারা জগতের প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যের যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিষয় ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে, তাহা এই সকল লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

একবার অপরাপর তত্ত্বরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের কেমন বিনয় ও নিরহঙ্কার ভাব। একজন আজীবন তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া বলিলেন আমি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের তটদেশে বসিয়া বালকের ন্যায় উপল সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু অনন্ত জ্ঞান সাগর আমার সম্মুখে বিস্তৃত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বিজ্ঞান তত্ত্বদর্শীরা আপন আপন অনুসন্ধান ও অলোচনায় নিযুক্ত থাকেন, জ্যোতির্ব্বিৎ ভূতত্ত্ববিৎকে অভিসম্পাত কারন না এবং মনস্তত্ত্ব-বিৎ আপনাকে অভ্রান্ত বা দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করেন না। যাহার যেরূপ রুচি ও শক্তি তিনি সেই প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত; কবি প্রকৃতির বর্ণনায়, জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহ নক্ষত্রের আলোচনায়, উদ্ভিজ্জতত্ত্বানুসন্ধায়ী ওষধি বনস্পতির নিয়-মাদি অনুসন্ধানে, প্রাণিতত্ত্ববিৎ জীবরাজ্যের অশেষ কৌশল চিন্তায় এইরূপ প্রত্যেকে নিজ নিজ আলোচনায় নিযুক্ত আছেন এবং একজন অপরের কার্য্যেকে অসার জ্ঞান করেন না। পরস্পর পরস্পরের আবিষ্কৃত সত্যকে আদরে গ্রহণ করিতেছেন এবং জগতের অন্যান্য লোক তাহাদিগের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা আমাদের অবিদিত নাই। তাঁহারা কাহাকেও অবিশ্বাসী ও নাস্তিক বলিয়া কারাবদ্ধ করিতেছেন, কাহাকেও বা অন্যান্য উপায়ে উৎপীড়ন করিতেছেন। ধর্ম্মানুসন্ধায়ীরা পরস্পরের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করিয়াথাকেন। বিনয় ও উদারতা ধর্ম্মজগতে এ পর্য্যন্ত সমাদৃত হইল না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাইবে না। তিনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও তত্ত্বানুরাগীদিগকে উদারহৃদয়ে আলি-ঙ্গন করিবেন। তিনি অনুদারতা বিনাশ করিতে গিয়া নতন বিধ অনুদারতার সূত্রপাত করিবেন না। কি প্রকারে তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন আমরা এস্থলে তাহার আভাস প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সকলের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি যেমন এক প্রকার হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মভাবও এক প্রকারে বিকাশিত হয় না। কাহার বৈরাগ্যের ভাব অধিক, কাহার প্রেমের ভাব অধিক; কেহ নির্জ্জনে তপস্যা করিতে ভাল বাসেন, কেহবা উৎ-সাহের বেগে উন্মত্ত হইয়া অপরের সহিত ধর্ম্মসাধন করিতে ভাল বাসেন। কাহার ভক্তিভাব প্রবল, কাহার জ্ঞান প্রধান এইরূপ প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মানুরাগ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য ভক্তি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, তাঁ-হারা অসাধ্য সাধনের পরামর্শ দেন। যাহার হৃদয় বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? যে ব্যক্তি ভাবে উন্মত্ত তাহাকে যোগ সাধনের পরামর্শ দিলে কি হইবে? প্রকৃতি আপনার গতি অনুসারে কার্য্য করিবে। বদ্ধভাবের মধ্যে ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না। প্রকৃতিকে মুক্তভাবে কার্য্য করিতে দেও, দেখিবে জগতে কেমন বিচিত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্ব স্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে এই সত্য আদৃত হয় না, তাহা একটী ছাঁচে সকল আত্মাকে গঠন করিবার প্রয়াস করে, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হইতে না পাওয়ায় ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাব-লম্বীরা আমাদিগকে ধর্ম্মের একটী মাত্র পথ, সাধনের একটী মাত্র সোপান প্রদর্শন করেন; যিনি সেই মার্গ অবলম্বন না করিবেন তাঁহার মুক্তি লাভ হইবে না, এই তাহাদের নির্দ্দেশ। চৈতন্যকে কি ভরদ্বাজ করা যাইতে পারে? জড় ও আধ্যা-ত্মিক জগতের বিচিত্রতাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিচিত্রতা রক্ষা করিয়া প্রমুক্তভাবে আত্মাকে ধর্ম্মসাধন করিতে শিক্ষা দেন! দেখা গিয়াছে অনেক সময় অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন ব্রাহ্মগণ এই প্রকৃতি-বৈষম্য হেতু ধর্ম্ম ভাবের তারতম্য জন্য পরস্পরকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। যিনি উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, তিনি তদ্বিপরীত প্রকৃতির সাধককে বৌদ্ধ ব্রাহ্ম, শুষ্ক জ্ঞানী, প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধান প্রদান করিয়া থাকেন; আবার যিনি "শান্তমুপাসীত" পথাবলম্বী, তিনি উন্মত্ততাপ্রিয় সাধক-দিগকে "ব্রাহ্মগোল"-প্রিয় বলিয়া উপহাস করেন। ধর্ম্ম-রাজ্যে এই প্রকারেই অনুদারতা প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ যদি এই সময় হইতে সতর্ক না হয়েন, ব্রাহ্মসমাজও অনুদারতা দোষে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে।

অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অতিশয় উদার ও প্রশস্ত মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপরাপর সকল ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন। কোন সম্প্রদায় যে একবারে সত্য হইতে ভ্রষ্ট, মুক্তির পথ যে কাহার নিকট হইতে অবরুদ্ধ আছে ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন প্রচার করেন নাই। ঈশ্বরের সূর্য্য যেমন পাত্র নির্ব্বিশেষে সকল-কেই আলোক ও উত্তাপ প্রদান করে, তাঁহার সত্যও সেইরূপ সকলের সম্পত্তি। কেহ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের ভাজন, কেহ তাহাহইতে বঞ্চিত, সত্য রাজ্যের এ প্রকার নিয়ম নহে। ব্রাহ্মগণ যেখানে সত্য দেখেন আদরের সহিত শ্রদ্ধার সহিত, ঈশ্বরের সত্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন। বেদ, বাইবল, কোরান সকলই তাঁহাদের নিকট আদরণীয়। এরূপ উদারতা জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। চিরকাল এই রূপই হইয়া আসিতেছে যে যিনি বেদমার্গানুসারী, তিনি

কোরাণ ও বাইবলকে ঘৃণা করেন, যিনি কোরাণ অথবা বাইবল পন্থানুবর্ত্তী, তিনি অপরকে পতিত ও সত্যভ্রষ্ট জ্ঞান করেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই অনুদারতার স্রোতকে একবারে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অনুদারতা নিবারণ করিতে গিয়া এক প্রকার নূতন অনুদারতার আশঙ্কা আছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন, যে আবার সেই পুরাতন অনুদারতা আর এক বেশে উপস্থিত হইতেছে। কেহ কোন সাধক বিশেষ অথবা গ্রন্থ বিশেষকে সকল সত্যের প্রস্রবণ জ্ঞান করেন এবং যিনি সে ভাব অবলম্বন করিতে না পারেন তাঁহাকে ভক্ত শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করা হয় অথবা তন্মধ্যে গণ্য করা হয় না। যাহাদের ঐরূপ ঝোঁক আছে, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত বলিয়া আদৃত হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্য তরণীকে এই সমস্ত গুপ্ত শৈল হইতে রক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে: এক দিকে যেমন সাধকের রুচি অনুসারে তাঁহার কোন সাধু বিশেষ অথবা গ্রন্থবিশেষের অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, অপরদিকে কেহ তাঁহার রুচি অনুসারে বিশ্বাস করিতে না পারিলে তাহাকেও স্বীয় রুচি অনুসারে চলিবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

যে বিদ্বেষ ও অনুদারতার জন্য ধর্ম্ম প্রচারকগণ পরস্পরকে ঘৃণা করেন, তাহা বিনাশ করাও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত। একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে তাহাদের মন্দিরে প্রচার করিতে দেন না। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মমন্দিরেও কি সেই প্রাচীন কুসংস্কারও বিদ্বেষ আধিপত্য করিবে? অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা কি বলেন তাহা শুনিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? তিনি কি কোন সত্য পান নাই, কেবল অসত্যই কি প্রচার করিতেছেন? খৃষ্টীয় সম্প্রদায় অতিশয় সাম্প্রদায়িক হইয়াও এ বিষয়ে এখন অনেক উদারতা অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রচারকদিগকে নিজ নিজ উপাসনালয়ে কার্য্য করিতে দেন। যদিও সকলের মধ্যে এই প্রকার উদারভাব সঞ্চারিত হয় নাই, কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি কোন কোন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগকেও তাঁহাদের বেদী ছাড়িয়া দিয়াছেন। কালবশে শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে উদার প্রশস্ত ব্যবহার ক্রমে প্রচলিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ অসাম্প্রদায়িকতার অভিমান করিয়াও যদি অপরাপর সম্প্রদায়ের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে লজ্জার কথা। ঘৃণা অথবা ভয় হইতে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘৃণা সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দোষী না হউন, কিন্তু ভয় অথবা কুসংস্কার অনেক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে অনুদারতা আনয়ন করিতেছে। আমরা এই ভয় করি যে অন্যধর্ম্মাবলম্বী আমাদের মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ দিলে পাছে আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কিছু বলে, পাছে কাহার মন টলিয়া যায় অথবা কোন দুর্ব্বল বিশ্বাসীর কোন অনিষ্ট হয়। এরূপ আশঙ্কা উন্নত হৃদয়ের লক্ষণ নহে। যাঁহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস সম্বন্ধে একতা নাই, তাঁহারা হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া উপাসনা করিতে পারেন না সত্য; কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা সম্মিলিত হইতে পারেন। যতদূর পরস্পর ঐক্য হইয়া কার্য্য করা যায়, তাহা করিতে পারিলেও হৃদয় অনেক প্রশস্ত হয়।

সেই "বিচিত্র শক্তি পুরুষ পুরাণ," আমাদিগের আত্মাকে বিচিত্র গুণের আধার করিয়াছেন। কাঁহার প্রেমের ভাব অধিক, কাহার জ্ঞানের ভাব অধিক; কেহ প্রমত্ত হইয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, কেহ বা শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে ভাল বাসেন। এইরূপ বিচিত্র ভাবে মনুষ্য চিরকালই তাঁহার সাধনা করিবে। বিচিত্রতাতে জড় জগতের যেমন সৌন্দর্য্য, অধ্যাত্ম জগতেরও সম্বন্ধে সেইরূপ।

আদিব্রাহ্মসমাজ ও বিদেশীয় সত্য।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এই একটি দোষারোপ করিয়াছিলেন যে উক্ত সমাজে বেদ বেদান্তের যথোচিত সমাদর নাই। আমরা তদুত্তরে বলিয়াছিলাম যে, সাধারণ সমাজে বেদ বেদান্তের সম্পূর্ণ সমাদর আছে, কিন্তু সাধারণসমাজ আদিসমাজের ন্যায় বেদ বেদান্তেই বদ্ধ থাকিতে চাহেন না। সত্য মাত্রই ঈশ্বরের সত্য। সুতরাং স্বদেশীয় হউক আর বিদেশীয় হউক, সত্য শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু। সাধারণ সমাজ বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে বেদ বেদান্তের সমুচিত সমাদর নাই, তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক এবার সে অন্যায় দোষারোপ ছাড়িয়াছেন। আমরা আদিসমাজকে অনুদারতা দোষে দূষিত করিয়াছি বলিয়া, তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী বলেন "আদিসমাজ, ঈশ্বরের সত্য বিদেশীয় বা স্বদেশীয়ই হউক, তাহা গ্রহণ করিতে অবশ্য প্রস্তুত, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ বক্তব্য আছে; স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত।" তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ইহাই অভিপ্রায় যে বেদ বেদান্তে সত্যের অভাব নাই; সুতরাং বিদেশীয় কোন গ্রন্থে সত্য অন্বেষণ করার প্রয়োজন নাই কেবল তাহাই নহে, উহা করিলে অসঙ্গত কার্য্য করা হয়। যখন "স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত সুতরাং তাঁহার মতে যখন স্বগৃহে অন্নের অভাব নাই, তখন পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া অবশ্য অসঙ্গত। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে সত্যের কিছুমাত্র অভাব নাই। হিন্দুশাস্ত্রের প্রশংসাকারী জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যের যে কিছুমাত্র অভাব

নাই, তিনি (ইউরোপীয় পণ্ডিত) বস্তুতঃ তাহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।”

আমরা মনে করি সত্য অনন্ত, ধর্ম্ম অনন্ত; সুতরাং মনুষ্যরচিত কোন গ্রন্থে তাহা বদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা ধর্ম্মকে পরিমিত পদার্থ মনে করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থ ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত, অসীম। প্রত্যেক আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। ধর্ম্মের কয়েকটি মাত্র সত্য আমরা এখানে জানিয়াছি। অনন্তকাল পর্য্যন্ত নূতন নূতন সত্য শিক্ষা করিব। প্রত্যেক আত্মার পক্ষে অনন্ত পরলোকে যেমন, মানবজাতি সম্বন্ধে এই পৃথিবীতেও সেই রূপ। আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ বা ঈশা, মুসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ, কাহারও উপদেশে আধ্যাত্মিক সত্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই—হইতে পারে না। কোন মনুষ্যে বা শাস্ত্রে কেমন করিয়া সত্য সীমাবদ্ধ হইবে? একটি ক্ষুদ্র জলপাত্রে কি প্রশান্ত মহাসাগরকে বদ্ধ করা যায়? অনন্ত ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মাতে ও জড়জগতে সত্য রত্ন সকল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত এবং মনুষ্যজাতি চিরকাল বংশপরম্পরায় সেই সকল একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করিতে থাকিবে। বৈজ্ঞানিক সত্য যেমন অনন্ত, আধ্যাত্মিক সত্যও সেইরূপ অনন্ত; সেই জন্য কোন মনুষ্য বা গ্রন্থ তাহাদিগকে সীমা করিতে পারে না। বেদবেদান্ত সৃষ্টির পর একাল পর্য্যন্ত মনুষ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং চিরকালই হইবে। সুতরাং কোন শাস্ত্র মনুষ্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। বেদ, বাইবল বা কোরাণ কোন শাস্ত্র সম্বন্ধেই আমরা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারিনা যে ইহাতে সত্যের অভাব নাই।

এস্থলে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিতে পারেন যে, যাহা বেদবেদান্তে নাই, এমন কোন সত্য বা ভাব বিজাতীয় কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা বলি যখন ভিক্ষার্থী হইয়া পরগৃহে যাইতেই বারন, তখন কেমন করিয়া জানা যাইবে যে তথায় সত্য আছে কি না।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যেমন এক দিকে বেদ-বেদান্ত হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন, অপর দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণের নিকটেও অনেক শিক্ষা করিয়াছেন। কেবল বেদ বেদান্তের কথা বলিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। প্রধান আচার্য্য মহাশয় যেমন বেদ-বেদান্ত হইতে মহান্ সত্য সকল শিক্ষা করিয়া তাহা ব্রাহ্মসমাজকে শিখাইয়াছেন, সেইরূপ তিনি ব্রাউন, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টি কুজান প্রভৃতির গ্রন্থে জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মদিগকে তাহা বিতরণ করিয়াছেন।

জরম্যান পণ্ডিত ফিক্‌টির লিখিত এক খানি পুস্তক* পাঠ করিয়া প্রধানআচার্য্য মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধুকে এক পত্রে বলিয়াছিলেন যে, “এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমার চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।” এতদ্ভিন্ন মহাত্মা থিওডোর পার্কার, ফ্রান্সিস নিউম্যান প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ব্রাহ্মলেখকদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন ইহা ব্রাহ্মদিগের অবিদিত নাই। পার্কার ও নিউম্যানের নিকট শত শত ব্রাহ্ম উপকার ঋণে ঋণী। সমগ্রসীভূত উন্নতির মত;—জ্ঞান, হৃদয়, বিবেক, ভক্তি, প্রভৃতি মানব প্রকৃতির সমুদয় বিভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মসাধন,—যাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, যাহা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মগণ বেদ-বেদান্তের কাছে নয়, আমেরিকার থিওডোর পার্কারের কাছে শিক্ষা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট ব্রাহ্মগণ অনেক শিখিয়াছেন। বৈদান্তিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, ইহার মূল পাশ্চাত্য জ্ঞান। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ ইংরেজীভাষায় সুশিক্ষিত না হইলে আজও ব্রাহ্মসমাজকে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইত, যোনিভ্রমণ প্রভৃতি কুসংস্কারে আস্থা রাখিতে হইত।

একাকী যোগসাধন করা হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা। সপ্তাহে সপ্তাহে সামাজিক উপাসনায় মিলিত হওয়া খৃষ্টিয়ানদিগের রীতি। মুসলমানদিগের মধ্যেও সামাজিক উপাসনা আছে। খৃষ্টিয়ানদিগের অনুকরণেই আমাদিগের মধ্যে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, এক দিবস রাজা রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানদিগের উপাসনালয় হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কোন বন্ধু বলিলেন যে আমাদিগের এই প্রকার একটি করিলে ভাল হয়। রাজা, সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন অর্থাৎ তিনি এবিষয়ে “বৈলাতিক অনুকরন” করিলেন। সামাজিক উপাসনা বাস্তবিক একটি “বৈলাতিক অনুকরণ।”

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ নিবদ্ধ করা বেদ বেদান্তের প্রধান শিক্ষা। সংসারের হিতকর কার্য্যে জীবন সমর্পণ করা উহার প্রধান শিক্ষা নহে। সে প্রকার শিক্ষা একেবারে নাই এমন বলিতেছি না; কিন্তু উহা তাহার প্রধান শিক্ষা নহে। সেই জন্য কেবলমাত্র বেদ বেদান্তে বদ্ধ থাকিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে কেবল মাত্র বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষাদ্বারা ছাত্রগণ সংসারের প্রতি বৈরাগী হইবে। অল্পদিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই উক্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক ধর্ম্মে যোগ ও ধ্যানের ভাব প্রধান। খৃষ্টধর্ম্মে প্রার্থনার ভাব প্রধান। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে প্রার্থনার ভাব তাদৃশ ছিল না। এমন কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাইল ও মাঘোৎসব নামক গ্রন্থ হইতে আমরা প্রমাণ

* Way to the Blessed Life by Fichte,

করিয়া দিতে পারি যে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রার্থনার উপকারিতা এক প্রকার অস্বীকার করা হইয়াছিল।

প্রার্থনার ভাব ক্রমে কয়েক জন ব্রাহ্মদ্বারা ব্রাহ্মসমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র-সেন অগ্রগণ্য। কিন্তু তাঁহারা প্রার্থনার ভাব কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহারা তজ্জন্য খ্রীষ্টীয় জগতের নিকট ঋণী।

"স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত।" একথায় যথার্থই আমরা আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছি। সংসারের সঙ্কীর্ণতা আধ্যাত্মিক জগতে আনা হয় কেন? আধ্যাত্মিক জগতে আমার ঘর ও পরের ঘর নাই। অখিল ব্রহ্মাণ্ডই আমার ঘর; সকল জীব এক পরিবার; যিনি জগতের বিধাতা তিনিই এপরিবারের অভিভাবক। সত্য যেখানে থাকুক, আসিয়া, ইউরোপ, বা আমেরিকায়; বেদে, কোরাণে বা বাইবেলে সে আমার ঘরেই রহিয়াছে। তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক মহাশয়কে বিনীতভাবে বলিতেছি, তিনি সংসারের সংকীর্ণতা আর ধর্ম্মজগতে যেন না আনেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যদি এই প্রকার সংকীর্ণ ভাবে চলিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমান কবি হাফেজের রত্নভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে নিশ্চয়ই সংকুচিত হইতেন।

বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে অবশ্য সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। যে সময় অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক ছিলেন, সে সময়ের পত্রিকায় এ প্রকার ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আদিসমাজ হইতে যেসকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও এ প্রকার উদার মত অনেক আছে।

বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে ভাব সকল অবশ্য সংগ্রহ করিতে হইবে; তবে তাহা স্বদেশে প্রচার করিতে হইলে দেশের লোকের রুচির অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ যে প্রকারে ও যেরূপ ভাষায় বলিলে লোকের রুচিবিরুদ্ধ না হয়, যতদূর সম্ভব, সেইরূপ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। আদিসমাজ হইতে প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে কি লেখা আছে দেখুন।

As there are various ways of illustrating religious & moral truth, those adopted by other nations in their religious writings, are deserving of careful study, and the beauties of those writings of transfusion into their (of the members of the Samaj) own sermons, discourses and hymns after casting them in national moulds of thought and dressing them in national imagery & national modes of expression so as not to interfere with the Hindu aspect of the Samaj.

আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, আধ্যাত্মিক সত্য অনন্ত। মনুষ্য চির উন্নতিশীল সুতরাং কোন মনুষ্যে বা গ্রন্থে সত্য বদ্ধ থাকিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার আলোক লাভ করিয়াছেন। সত্য সম্বন্ধে আপনার ও পর নাই। স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল সত্যই আপনার; উদারভাবে সমগ্র জগৎকে এক পিতার ঘর জানিয়া সকল স্থান হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সত্য আমরাও নয়, তোমরাও নয়, সকল সত্যই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের। তবে সত্য প্রচারকালে দেশীয় রুচির অনুবর্ত্তী হওয়াই বিধেয়।

ঈশ্বরপ্রেম।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? আমি মহাত্মা ঈশার কথায় তাঁহাকে বলিব যে ঈশ্বরকে তোমার সমুদায় শরীর, সমুদায় মন, সমুদায় হৃদয় ও সমুদায় আত্মার সহিত ভাল বাস এবং তোমার প্রতিবাসীগণকে আপনার মত ভালবাস তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্ত নীতি, সমস্ত আদেশ তোমার দ্বারা পালিত হইবে। প্রেম ব্রাহ্মধর্ম্মের সার পদার্থ। আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ হইতে এই শব্দটী তুলিয়া দাও, আজ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে ঈশ্বর প্রেম ও মনুষ্য প্রেম এই দুইটী কথা অপসারিত করুন, দেখিবেন আর ব্রাহ্মধর্ম্মে, ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না। দেখিবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অলৌকিক জগন্মনোবিমোহকারী সৌন্দর্য্য রাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার উপদেশ ঈশ্বরকে প্রেম কর, ঈশ্বর প্রেম ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবিত থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন ঈশ্বরকে ভাল বাস। কি ভয়ানক কথা! ক্ষুদ্র মানব, কীটস্যকীট মনুষ্য, জগতের ধূলিকণা অপেক্ষাও হীন মানবসন্তান আমরা কি করিয়া সেই মহান্ অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ভাল বাসিব! ঈশ্বরকে ভাল বাস, একথা শুনিলে যে প্রাণ মন স্তম্ভিত হইয়া যায়! পাপে তাপে মলিন মানব আমরা, আমরা কি সাহসে সেই পবিত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রশান্ত ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট আমাদের কলঙ্কিত হৃদয়ের সামান্য প্রেমোপহার লইয়া উপস্থিত হইব? ক্ষুদ্র কীটস্যকীট মনুষ্য আমরা কি প্রকারে সেই নিরাকার নিরঞ্জন মহান ঈশ্বরকে ভাল বাসিব! ঈশ্বর প্রেম সামান্য কথা নহে। ঈশ্বর প্রেমিক আমরা কিরূপে হইব!

ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে হইলে প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন। তাঁহার শক্তি, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, তাঁহার অনন্ত দয়া ও অপরিসীম প্রেমের বিষয় আমাদিগের জীবনের প্রাত্যহিক কার্য্যে অনুভব করিতে হইবে। কেবল শুষ্ক জ্ঞান থাকিলে হইবে না। কেবল রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তন্নিহিত ঐশ্বরিক জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির কথা জানিয়া রাখিলে হইবে না। হৃদয়ে, আত্মার মধ্যে এই সমূহ ঐশিক শক্তিকে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেম অজস্রধারে আমাদিগের উপর

বর্দ্ধিত হইতেছে এই ভাবটীকে হৃদয়ের প্রত্যেক বৃত্তির সঙ্গে, মনের প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে এবং আত্মার প্রত্যেক অভিলাষের সঙ্গে চিরকালের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইবে; এবং তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বর-প্রেমিক হইতে পারিব। যখন আমরা প্রকৃতরূপে উপলব্ধ করিতে পারিব যে ঈশ্বরের অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অসংখ্যধারে আমাদের শরীর মনের উপর অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে, যখন আমরা স্পষ্টরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিব যে মহান প্রশান্ত ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত জ্ঞানরাশি অহর্নিশ আমাদিগের হিতসাধনে নিয়োজিত করিতেছেন, তখন আমাদিগের আত্মা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি প্রেমভরে নত হইয়া পড়িবে। জগতের ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ভালবাসার পরিবর্ত্তে যখন আমরা হৃদয়ের প্রেম ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিদান অনুসন্ধান করিয়া পাই না; যখন সংসারের একটী বন্ধু আমাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে, তাঁহাকে আবার প্রেমালিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারি না; যখন সংসারের ক্ষুদ্র মানুষের প্রেমদৃষ্টি লাভ করিলে তাহার প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে না চাহিয়া থাকিতে পারি না, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়া, যিনি আপনি আসিয়া অযাচিতভাবে আমার উপর অজস্রধারে তাঁহার প্রেম বর্ষণ করেন, যিনি কতবার অপমানিত হইয়াও শত শত বার লাঞ্ছিত হইয়াও আমাকে চিরকাল একিভাবে ভাল বাসিতেছেন, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি আমি কথনও থাকিতে পারিব? মানুষ যতই কেন অকৃতজ্ঞ, পাষাণহৃদয় হউক না, যদি সে একবার প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহার পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইবে, তাহার শুষ্ক হৃদয়-তরুও প্রেমভক্তির মনোহার পুষ্প ও নবীন পল্লবে সুসজ্জিত হইবে। কেবল একবার প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করুন যে ঈশ্বর—স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে ভাল বাসিতেছেন আর কি সাধ্য যে আপনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন?

অতএব যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসেন, যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও প্রেমে যাঁহাদের সম্পূর্ণ ও জীবন্ত বিশ্বাস আছে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ভাব ঈশ্বরের পবিত্র চরণোদ্দেশে অর্পণ করেন—ঈশ্বরের গভীর সত্তার মধ্যে দিনরাত্রি নিমজ্জিত থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পরমাত্মার সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন, এবং তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে থাকিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন। প্রেমিকের নিকট, এইটী সংসারের কার্য্য, এইটী ঈশ্বরের কার্য্য এরূপ প্রভেদ নাই। তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে দিন রাত্রি ব্যস্ত। যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া এক বার প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, কেবল তাহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়োগ করেন, এবং যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য নয় বলিয়া তিনি একবার বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য সম্পাদন করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাঁহার ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণ দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বরে তাঁহার অনুরাগ এত অধিক যে তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যের জন্য তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার বৃত্তিনিচয় প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন না।

এই দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারে ঈশ্বর প্রেমিকই একমাত্র নিরাপদ। এই অশান্তির আধার জগতে ঈশ্বর প্রেমিকই প্রকৃত শান্তি সুখ উপভোগ করেন। ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া ও অনন্ত জ্ঞানে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া সংসারের ভয়াবহ বিঘ্ন বিপদ সমূহও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে বাসিতে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। ঈশ্বরের পবিত্র ও জ্ঞানময় ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছার মিলন হয় এবং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি যেমন ঈশ্বর-প্রদত্ত সুখসম্পদকে হাস্য মুখে গ্রহণ করেন, সেইরূপ দুঃখ যন্ত্রণাকেও তাঁহার হৃদয়-দেবতার নিকট হইতে সমাগত দেখিয়া সস্মিত ও প্রসন্ন মুখে আলিঙ্গন করেন। জগতে প্রকৃত শান্তি তাঁহারই। ভ্রান্ত মনুষ্য শান্তি শান্তি করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক না হইলে এ জগতে শান্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক হইলে যে কেবল শান্তি লাভ করা যায় ইহাই নহে। ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে পারিলে যত সহজে চরিত্র সংগঠিত হয় আর কিছুতে তত সহজে সুন্দর মনোমোহনকারী চরিত্র লাভ করা যায় না। প্রেমের একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে প্রণয়পাত্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুকরণ করা। যিনি ঈশ্বরকে অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত জ্ঞানের নিলয়, অনন্ত করুণার সাগর, অনন্ত প্রেমময়, ও পরম ন্যায়বান্ জানিয়া প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় আপনা আপনিই শত সহস্র বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই পবিত্র আদর্শের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে প্রয়াস পাইবে, এবং এই চেষ্টায়, এই উদ্যোগে, মানব চরিত্রের যত উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, অন্যবিধ কোন উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন, মহান্ পবিত্র ঈশ্বর ক্ষুদ্র মলিন মানবকে ভাল বাসেন, এজন্য ত তাঁহাকে ভাল বাসা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই যে তাঁহাকে ভাল বাসিবে তাহা নহে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আনন্দের সহিত নিযুক্ত হইবে। তাঁহাকে ভাল বাসিলে মনুষ্য যেমন একদিকে অপূর্ব্ব সুখ শান্তি লাভ করে, অপর দিকে চরিত্রে পবিত্র ভাব ধারণ করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ও জগতের প্রভূত ইষ্টসাধনে সমর্থ হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৭৯ সালের ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসের মধ্যে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, কয়েকটী সব কমিটীর কার্য্য বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে;—

ট্রষ্ট ডিড সব কমিটী।—গত অধ্যক্ষসভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড প্রস্তুত করিবার বিশেষ ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উপর অর্পণ করা হয়। ট্রষ্টডিড কমিটী বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা ট্রষ্টডিড প্রণয়ন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কয়েক বারের অধিবেশনে তাহা বিচার ও আবশ্যক মতে সংশোধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহা কৌন্সিলীকে দেখাইয়া লন। পরে সেই কৌন্সিলীর অনুমোদিত ডিড উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া দেন। এই মুদ্রিত ডিড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মফস্বলস্থ ও কলিকাতাস্থ প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এজন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের পরামর্শ গ্রহণার্থ তাঁহাদিগের নিকটও ট্রষ্টডিড প্রেরিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কয়েক স্থল হইতে অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের মন্তব্য এখনও হস্তগত হয় নাই।

বিলডিং কমিটী।—এই কমিটী একজন উপযুক্ত আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা উপসনা গৃহের নক্সা (Plan) নূতন প্রস্তুত করাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন। দুই জন কণ্ট্রাক্টর গৃহ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণার্থ যেরূপ টেণ্ডার দিয়াছেন, তাহাও কমিটীতে সমর্পণ করিয়াছেন।

বিলডিং ফণ্ড কমিটী।—ইহাঁরা এ পর্য্যন্ত সমুদায়ে ১৯১০০০ টাকা স্বাক্ষর করাইয়াছেন ও তন্মধ্যে ৮৮১৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্বাক্ষরকারীর দাতব্য কিস্তীবন্দী করিয়া মাস মাস আদায় করা হইতেছে এবং অনেকে স্ব স্ব দাতব্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিয়মিত রূপে প্রদান করিতেছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কমিটী আশা করেন আর এক মাসের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। কিন্তু কমিটীর এই আশা চাঁদা সংগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দাতব্য অচিরাৎ প্রদান করেন এবং অন্যান্য বন্ধুগণ নূতন চাঁদা স্বাক্ষর বা এককালীন অর্থ সাহায্যদানে অগ্রসর হন কমিটী ইহা একান্ত ব্যগ্রতার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন।

লাইব্রেরী সব-কমিটী।—ইতিমধ্যে কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্বপ্রকাশিত ৩৫ খানি পুস্তক পুস্তকাগারে প্রদান করিয়া যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তক গুলির অধিকাংশ যে ব্রাহ্ম সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পত্তি ইহা বলা বাহুল্য। আদিব্রাহ্মসমাজের এই বদান্যতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর কর্ত্তব্য।

মিসন বা প্রচার সব-কমিটী।—চারি পাঁচটী অধিবেশনে বিবেচনা করিয়া প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ জন্য নিয়মাবলীর পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী বর্ষের রিপোর্টের বিষয়াদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী নূতন সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত নিয়োগী ইহার সভ্য এবং শেষোক্ত মহোদয় ইহার সম্পাদক। ইহাঁরা সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষার জন্য পত্রালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক্ করিয়া মঞ্জুর করিবার জন্য বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী সম্মানিত অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এজেণ্ট।—গত ৩ মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্টের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য :—

		নাম	স্থান
শ্রীযুক্ত	বাবু	লক্ষ্মীকান্ত দাস	বিশ্বনাথ আসাম।
,,	,,	মধুসূদন রাও	কটক।
,,	,,	বিপিনচন্দ্র পাল	
,,	,,	জগচ্চন্দ্র দাস	শিবসাগর।
,,	,,	সর্ব্বানন্দ দাস	বরিশাল।
,,	,,	জগচ্চন্দ্র গুপ্ত	
,,	,,	দ্বারকানাথ সিংহ	ব্রহ্মপুর।
,,	,,	চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আগ্রা।
,,	,,	শশিভূষণ সেন	দিনাজপুর।
,,	,,	ভুবনমোহন কর	
,,	,,	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কুচবিহার।
,,	,,	কৈলাসচন্দ্র সেন	সৈয়দপুর।
,,	,,	গুরুনাথ দত্ত	নওগাঁ।
,,	,,	উমাচরণ ঘটক	মতিহারী।
,,	,,	দীননাথ গুপ্ত	হাজারীবাগ।
,,	,,	রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	নড়াইল।
,,	,,	রামলাল সাহা	সেরাজগঞ্জ।

প্রচার কার্য্য—শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ বৈশাখের প্রথমে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনের জন্য আহূত হন। তিনি উক্ত স্থানে ৩।৪ দিবস অবস্থিতি ও তত্রত্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিলিগুড়ি, সৈয়দপুর, নাটোর, সারা ভ্রমণ করেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া গমন করেন। তথা

হইতে কুমার খালি, শান্তিপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তৎপরে তিনি প্রায় এক মাস কাল বাগআঁচড়া, নড়াল, যশোহর নগর ও যশোহর জেলার অন্য কয়েকটী স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত চৈত্র মাসে কৃষ্ণনগরে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও উপাসনা গৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বৈশাখের প্রথমে পাবনার সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চল ভ্রমণার্থ যাত্রা করেন তিনি প্রথমে বাঁকীপুরে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন, বক্তৃতাস্থলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত অনেক লোকে উপস্থিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। অনেকে উপাসনা গৃহের সাহায্যার্থ স্বাক্ষর করিয়াছেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ, আগ্রা ও টুণ্ডলা হইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হন ও তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ও বাগ্মিতায় স্থানীয় লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ করেন। লাহোর হইতে অমৃতসরে গিয়া সর্দ্দার দয়াল সিং কর্ত্তৃক পরমসমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মে মাসের শেষাংশে মেদিনীপুরে গমন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। তিনি ব্রাহ্মদিগের অনুরোধে তত্রত্য সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ধর্ম্ম ও দেশহিতকর বিষয়ক কয়েকটী বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সমধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত জুন মাসের প্রথমে পূর্ণিয়া প্রার্থনা সমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথায় তিনদিন উৎসবে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন এবং বক্তৃতা করেন। তাঁহার নিকট অবগত হইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করা গেল যে "পূর্ণিয়াতে ব্রাহ্মসমাজ নূতন স্থাপিত হইলেও যতগুলি লোক ইহাতে যোগ দিয়াছেন, উপাসনায় বিশেষ অনুরাগী এবং তাঁহারা সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ইহা তত্রত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ সভ্য বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের সাধু দৃষ্টান্তের ফল।'

জলপাইগুড়ির বাবু চণ্ডীচরণ সেন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুরোধে রঙ্গপুরে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও উপাসনাগৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহের সাহায্য করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীহট্টে গমন করেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের প্রতি যেপ্রকার সমাদর প্রদর্শন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইঁহারা স্থানীয় ব্রাহ্মগণের অনুরোধে সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী সভ্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিষয় সম্পত্তিচ্যুত হইয়াও যেরূপ উৎসাহের সহিত সমাজের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং ধর্ম্ম-শূরত্ব প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাহা একান্ত আশাপ্রদ।

বিশেষ আহ্লাদের সহিত আর একটী সুসংবাদ অবগত করা যাইতেছে, মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ছাত্রদিগের একটী উপাসনা সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ ইহার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। ৪০।৫০ জন ছাত্র বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত এপ্রেল মাসে কৃষ্ণনগরে প্রচারার্থ গমন করিয়া গুরুতর পীড়াক্রান্ত হন। সেই জন্য তিনি দুই মাসের অবকাশ লইয়া স্বাস্থ্য লাভার্থ দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছেন। তিনি অনেক পরিমাণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে স্থানীয় সমাজে উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আশা করি তিনি অবিলম্বে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন।

উপরে যে সকল স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্ভিন্ন উড়িষ্যা, বাঙ্গালোর নওগাঁ, হাজারিবাগ, মতিহারি, বগুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকের জন্য প্রার্থনা করিয়া পত্র সকল আইসে। ইঁহাদিগের অনুরোধ অদ্যাপি রক্ষা করিতে না পারিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অত্যন্ত দুঃখিত আছেন, আশা করেন অবিলম্বে প্রচারকের অভাব দূর হইয়া ধর্ম্ম-প্রচারের অধিকতর সুব্যবস্থা হইতে পারিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডের কুমারী কলেট, বাঙ্গালোরের রামস্বামী চেটী এবং মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সাংবৎসরিক উৎসব।—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়। উক্ত দিবস এতদুপলক্ষে ঢাকানগরেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্রত্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটী উৎসব সম্পন্ন হয়।

প্রতিনিধি।—শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু ভবানীপুর নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগীকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন, কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উক্ত সমাজ মন্দিরের ট্রষ্টি ডিডের অভিপ্রায়ানুসারে নূতন ট্রষ্টি নিয়োগ করিবার ভার গ্রহণার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আনন্দের সহিত এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মৃত্যু।—অত্যন্ত শোকের সহিত জ্ঞাপন করিতে হইতেছে, গত ১৯এ বৈশাখ নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের সুযোগ্য আচার্য্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য বাবু পদ্মহাস গোস্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনাবধি ইহার উদ্দেশ্য সাধনের যেরূপ সহায়তা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

স্তুতি ও প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর! অবিশ্বাসী মনুষ্য তোমার পানে চায় না বলিয়া তুমি তাহার রক্ষার ও প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বক্ষণ যে কত আয়োজন করিতেছ তাহা দেখিতে পায় না। সে মনে করে তাহার নিজের হিত সে নিজে যতটুকু সাধন করিল ততটুকু হইল, আর দয়া করিয়া কোন মনুষ্য যদি কখন তাহার কোন উপকার করিল নতুবা তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু তোমার ন্যায় হিতসাধন ও উপকার কে করিতে পারে? মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া জগতের রাজা হইয়া বসিয়া আছ, অনিমেষে স্নেহের চক্ষে দেখিতেছ, আর যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হইবে তাহা বুঝিয়া প্রেমভরে প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং সুব্যবস্থা করিতেছ। তোমার এই ভাব না দেখিলে কাহারও ভয় ভাবনা দূর হয় না। বিশ্বাসী সন্তান তোমার এই ভাব দেখেন, তাহাতেই এত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, আশাপূর্ণ ও প্রফুল্লিত হইয়া থাকেন। তোমার বিশ্বাসী সন্তানের আশা তাহার আপনার ও সংসারের উপরে অল্প, কিন্তু তাহার সকল আশা ভরসা, তোমারই উপরে সংস্থাপিত। অনন্ত করুণাধার পিতা তুমি, অনন্ত স্নেহময়ী মাতা তুমি, তোমার উপর যে আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারে তাহার আর সুখ সৌভাগ্যের অভাব কি?

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

(কেগো বসে অন্তরালে—সুর)

কোথা পেলে এ সুহাসি।
কাহার কোমল করে পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি।
নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখলে এ হাসি নয়নে, বিমোহিত হন যোগীঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে, হেসে২
ঢলে ঢলে কার কোলে পড়িছ খসি?
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর, হাসিতে
মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চিরবিলাপ,
করে দেও তাঁর সঙ্গে আলাপ, যিনি আছেন
অভ্যন্তরে পশি।
যে তোমাদের হাসাতেছে, আনন্দেতে ভাসাতেছে,
ইচ্ছা হয় তাহারে পেলে, ভালরূপে ভালবাসি।

ব্রাহ্মসমাজ।

বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মের জন্য পত্র লিখিয়াছেন। ইহাঁকে তত্রত্য কতকগুলি বিদ্যালয়ের পরিদর্শন এবং স্থানীয় ৩টী সমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। দূর স্থান হইতে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জন্য আহ্বান আসিতেছে ইহা অত্যন্ত আশার কথা। ভারতের ধর্ম্মসংস্কারের জন্য যাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ আছে, তাঁহারা এই সময় প্রস্তুত হউন, তাঁহাদিগের জীবন সার্থক করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পাদনার্থ বাবু কালীনাথ দত্ত কলিকাতা হইতে গমন করিয়াছেন।

গত ৬ই জুলাই রবিবার মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ছাত্রদিগের উপাসনা সভার কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। বাবু আনন্দমোহন বসু এই দিবসের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ৪৩ সংখ্যক ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল। প্রতি রবিবার প্রাতে ৭ টার সময় এই সভার কার্য্য হইবে।

আগামী ১৩ই রবিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর মাসিক উপাসনা হইবে ও অপরাহ্ণ ৫টার সময় উহার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক দিবস অমৃতসরে থাকিয়া পুনরায় লাহোরে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তাঁহার অনেকগুলি বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডের যে পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রস্তুত ও কৌন্সিলী দ্বারা অনুমোদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কণান্তে সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম বাঙ্গালাতে অনুবাদিত করিয়া আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। সকল সভ্য এ সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। যাঁহারা মূল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে অবগত করিবেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন এজেন্ট হইয়াছেনঃ—

বাবু দীননাথ গুপ্ত—হাজারিবাগ।
,, বিপিনচন্দ্র পাল—কটক।
(বাবু মধুসূদন রাওর সহিত।
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—নড়াইল।

গত ২৯ এ জুন রবিবার অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ করা যাইবে। এবারে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট মাত্র প্রকাশিত হইল।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দোষারোপের প্রতিবাদ।

মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজ এখনও শিশু, এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে কোন প্রকার দূষিত ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য সতর্ক থাকা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের দোষ বা স্থানীয় দুই একটী লোকের চরিত্র ঘটিত দোষ, সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী বা ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে অর্পণ করা নিতান্ত অবিবেচনা ও অনুদারতার কার্য্য।

আপনার ১ লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে ঢাকার "একজন ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত এক খান প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ঢাকার পত্রপ্রেরক ব্রাহ্মসমাজে ব্যভিচার দর্শন করিয়া ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। কোন স্থানীয় দুই একটী লোকের চরিত্র দর্শন করিয়া তিনি সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের উপর এই কলঙ্কভার অর্পণ করিয়া থাকিবেন। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের চরিত্র শোধনের ভার স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের উপর, কিন্তু তাহা লইয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় আন্দোলন করা নিতান্ত লজ্জাকর। যদি ব্রাহ্মসমাজে ঐ দোষ সংক্রামক হইত, তাহা হইলে আমিও পত্র প্রেরককে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতাম। আমি অনেক ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিয়াছি, অনেক ব্রাহ্মের সহিত একত্রে বাস করিয়াছি; তাহাতে আমার যত দূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার বলে বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের এখনও এমন শোচনীয় অবস্থা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে ব্যভিচার দোষ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজের যুবক ও কুমারীরা কি প্রকৃতির লোক? আমি যত দূর জানি তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাঁরা জ্ঞান ও চরিত্রের জন্য আদরণীয়। আপনার পত্রপ্রেরক ব্রাহ্ম-যুবকদিগের মধ্যে নির্ব্বোধ ও অসৎ ভিন্ন অপর শ্রেণীর লোক দেখিতে পান নাই!! ইহা কি তাঁহার অনুমানের মীমাংসা—না সত্য?

ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত দোষ কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে—দেখিতে পাইব যে, মত বিভেদ-জনিত বিদ্বেষই ব্রাহ্মসমাজের মহান্ দোষ ও পরম শত্রু। কেহ যদি অসত্য আচরণ করেন, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিতে হইবে এইটী নিতান্ত অনুদারতার কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুদারতাই ব্রাহ্মসমাজে বিদ্বেষের অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে। যেখানে বিদ্বেষ, সেখানে শান্তির জন্য কে আসিবে? ব্রাহ্মগণের এখন জানা উচিত যে, এই বিদ্বেষ যদি স্থায়ী হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিবে না।

দারজিলিং
২০ এ আষাঢ়

অনুগত
শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য।

দারজিলীং ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

বিগত ১৫ ও ১৬ই আষাঢ় শনিবার ও রবিবার দারজিলীং ব্রাহ্মসমাজের নব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে বঙ্গবাসী, পর্ব্বতবাসী ও ইংরাজদিগকে আহ্বান করাতে সকলেই যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহোদয়দ্বয় আন্তরিক যোগ দেওয়াতে, আমাদের সামাজিক নির্জীবিতার স্থানে যে নব জীবন ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের অতিশয় আনন্দের বিষয় যে এই হিমাদ্রি শিখরস্থ ক্ষুদ্র সমাজটী দুই বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তি ও দুর্দ্দৈব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ পরম কারুণিক জগদীশ্বরের কৃপায় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সমাজের যেটী বিশেষ অভাব ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র সমাজটী স্থানীয় ব্রাহ্মগণের উৎসাহে ও যত্নে এবং সর্ব্ব সাধারণের আনুকূল্যে একটী নিজস্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজটীর স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেক পরিমাণে ভরসা বৃদ্ধি হইয়াছে। উৎসব নিবন্ধন যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১৫ই আষাঢ় প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় পুরাতন উপাসনা গৃহে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। তৎপরে সদলে নবমন্দির প্রদেশে গমনানন্তরএকটী সঙ্গীত হইলে ও বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মগণ নব মন্দিরে প্রবেশ করেন। ৭ ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার্থ উপাসনা করেন। বিষয় কার্য্যে অনবকাশ বশতঃ ঐ দিবস ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৬ টা পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্য হয় না।

৬টার সময় পাদরী ডাল সাহেব মহোদয় দারজিলীং ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আর্য্যগণ ধর্ম্ম বিষয়ে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ও ঈশ্বর প্রেমে

কতদূর প্রেমিক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালে বিদ্যারত্ন মহাশয় "ঈশ্বর আমাদিগের আদি-কবি এবং মানব দেহ ও বিশ্ব তাঁহার কাব্য" তদ্বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে সায়ংকালীন উপাসনা হইয়া কার্য্য বন্ধ থাকে।

তৎপর দিবস রবিবার ১৬ই আষাঢ়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করেন।

এই দিবস মধ্যাহ্ন সময় ব্রাহ্মগণের সদালাপ হয়। তাহার ফল এই সভ্যগণ সমাজগৃহের সম্মুখে একটী দানাধার স্থাপনের সংকল্প করেন এবং উহাতে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনার্থ ব্যয়িত হইবে এরূপ স্থিরীকৃত হয়। আর একটী কার্য্য হয় তাহা এই:—রাত্রিতে একটী অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া স্থির হয় দরিদ্র সন্তান-গণের যাহাতে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্তি বিষয়ে সুগম পথ আবিষ্কার হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা হইবে। তৎপরে উপাসক মণ্ডলীর সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহাতে দুইটী পার্ব্বতীয় ও এক জন বঙ্গবাসী নূতন সভ্য মনোনীত হন।

সায়ংকালে সমাজের বার্ষিক সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত পাঠ করা হইলে, বিদ্যারত্ন মহাশয় ধর্ম্মবল সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও ধর্ম্মভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সায়ংকালীন উপাসনা করেন এবং উপদেশ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন যে এই হিমালয় পর্ব্বতে আর্য্য সন্তানগণ কেবল যে অর্থ সঞ্চয়েই উন্মত্ত থাকিবেন এরূপ ঈশ্বরাভিপ্রায় নয়, এটী আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রসিদ্ধ স্থান, তবে আমরা পবিত্র আর্য্য সন্তান হইয়া কেন সে বিশাল আর্য্য ধর্ম্ম ভাবের অপলাপ করি ইত্যাদি। রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের বাসায় ব্রাহ্মগণের প্রীতিভোজন হইলে উৎসব কার্য্য শেষ হয়।

উপসংহার কালে ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গম্ভীর ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় সর্ব্ব সাধারণেই যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি নাই। এখন যদিও হৃদয় সংসার কার্য্যে পুনরায় ব্রত হইয়াছে, তথাপি সে বিমলানন্দ হৃদয় হইতে অপহৃত হয় নাই। এই শৈলরাজশিখরে এরূপ ভাবে ধর্ম্মোৎসব আর কখন যে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না।

দারজিলীং ১৮ই আষাঢ় সন ১২৮৬ সাল। জনৈক ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম গ্রাজুয়েট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মের প্রয়োজন। বেতন ৬০ টাকা। তাঁহাকে বাঙ্গালোরে কয়েকটী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও ৩ টী সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। প্রার্থীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান করিলে অপরাপর বিষয় জানিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴১০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collets)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	২৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	১।	/০

Printed and published by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93. College Street, Calcutta. July 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, বুধবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

বিলাতের স্পর্জন সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি একজন যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ। তিনি বলিতে বলিতে উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, এবং লোকে শুনিতে শুনিতেও মোহিত হইয়া পড়ে। তাঁহার চরিত্র ও বক্তৃতাশক্তির এমনি আকর্ষণ যে, তাঁহার উপাসনালয়ে নিয়মিত উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা আট সহস্র। তিনি পঁচিশ বৎসর অতুল উৎসাহের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন হইল তাঁহার উপাসকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে ৬, ২৩৩ পৌণ্ড, অর্থাৎ ৬২, ৩৩০ টাকা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ইহার এক পয়সাও নিজে গ্রহণ না করিয়া, আশ্চর্য্য মহানুভবতার সহিত সমস্ত টাকা সাধারণের উপকারার্থ দিয়াছেন। তিনি এতদুপলক্ষে বলিয়াছিলেন; "আমি যখন লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, তখন হইতে আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সেবা করিব। আমি আপনাকে এবং আমার যাহা কিছু আছে, ও ভবিষ্যতে যাহা কিছু পাইব তাহা ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিব। তিনি আমাকে যে অন্নপান যোগাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। এই রূপে আমি জীবন যাপন করিয়াছি। লোকে আমাকে ধনবান ব্যক্তি মনে করে; সেই জন্য কখন কখন আমার নিকট শত শত পৌণ্ড ঋণ প্রার্থনা করে। আমি কখন ধনী হই নাই; এবং কখন হইব না। তথাচ আমি ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; কেন না এসংসারে আমি যাহা চাই তাহাই প্রাপ্ত হই।" ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন। যেখানে এত মহত্ত্ব সেখানে যে লোক আকৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃত মহত্ত্ব দেখিলে কে না মোহিত হয়? মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আজ হেয়ার সাহেবের নামে কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত না হইবে? ত্রিশ বৎসরের অধিককাল হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য এই কলিকাতা নগরে বর্ষে বর্ষে প্রকাশ্য সভা হইতেছে। কিছু দিন হইল উক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মেডিকেলকালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত [illegible]সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "হেয়ার সাহেব পরোপকার ব্রতে জীবনক্ষেপণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিনে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, ঘরের বাহিরে যাওয়া দুষ্কর। তথাচ তাঁহার মৃতশরীর সমাধিস্থানে লইয়া যাইবার সময়, ৫০০০ পাঁচ সহস্র ব্যক্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। তাঁহার হিন্দুছাত্রগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্কন্ধে করিয়া তাঁহার শব বহন করিবেন।

ইংলণ্ডে যখন ডগ্লাস জিরল্ডের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বিষয়ে একটি লোক লিখিয়াছিলেন, "যত লোক জিরল্ডের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, প্রত্যেকে তাঁহার সমাধির উপরে একটি একটি ফুল ফেলিয়া দিলে, তাহা পর্ব্বতাকার হইয়া উঠে। হেয়ার সাহেব সম্বন্ধেও সেই রূপ। যত লোক হেয়ার সাহেবের নিকট উপকার লাভ করিয়াছিল, সকলেই যদি তাঁহার কলেজ স্কোয়ারস্থ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একটি একটি পুষ্প নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সে উপহার রাশিও সামান্য উচ্চতা লাভ করে না।"

লাহোরের সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন, "এক্ষণে ভারতবর্ষে ১৪৯ টি ব্রাহ্মসমাজ আছে। কেবল কলিকাতা, নগরেই ২০ টি, সমস্ত বঙ্গদেশে ৫৪; আসামে ৭, ছোট নাগপুরে ৩; বিহারে ৭; উড়িষ্যায় ২; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৪; মধ্য প্রদেশে ১; পঞ্জাবে ৫; সিন্ধুদেশে ৩; গুজরাটে ৩; বোম্বাই ৬; মান্দ্রাজে ৬; ইহার মধ্যে ৪৪ টি সমাজের নিজের উপাসনামন্দির আছে। এই সকল সমাজ হইতে ১৮ খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার ছয় খানি ইংরাজীতে; নয় খানি বাঙ্গালায়; হিন্দি ভাষায় একখানি; উড়িয়ায় একখানি; ইংরেজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একখানি। মফঃস্বলে সমাজ সকলের স্কুল ভিন্ন, কলিকাতাতেই চারিটি স্কুল আছে।"

নির্ভর।

আধ্যাত্মিক জগতের অতি গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন;—"তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি শিশুতুল্য না হইলে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ

করিতে পারিবে না।” ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হইতে চাহিলে প্রথমতঃ শিশু হইতে হইবে। শিশুর সেই চিত্তের নির্ম্মলতা, সেই মনোহর নির্ভরের ভাব, সেই অবিচলিত বিশ্বাস শিক্ষা করিতে না পারিলে কেহ প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। শিশুটী ক্ষুধিত হইলে কেমন মধুরভাবে মাতার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে, ভীত হইলে কেমন সরল অন্তঃকরণে মাতার ক্রোড়ে দৌড়িয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, ক্লিষ্ট হইলে কেমন প্রীতি ও বিশ্বাসের সহিত মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া দুঃখের লাঘবতা অনুভব করিয়া থাকে; আবার সুখের সময়ও সে কেমন সুন্দরভাবে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে। শিশু জগতে মাতা ভিন্ন আর কাহাকে জানে না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নিরাশায়, মাতাই তাহার এক মাত্র আশ্রয়। জগতে মাতাই শিশুর সর্ব্বস্ব। সুখের সময় মাতার ক্রোড়েই নৃত্য করে, দুঃখের সময় মাতার বক্ষে মাথা রাখিয়াই কাঁদিতে থাকে; ভয়ের সময় মাতার ক্রোড়েই আশ্রয় গ্রহণ করে, আর কোন কামনা হইলে তাহার জন্য মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহার কি অবিচলিত বিশ্বাস! কি মধুর আত্ম সমর্পণ! কি মনোহর প্রীতি! ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস, ঈশ্বরের হস্তে এই প্রকার সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ, ও এই মত সমুদায় মনের সহিত ঈশ্বরকে ভাল না বাসিতে পারিলে কাহার স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মিবে না।

যাঁহারা এইরূপ শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের মত সুখী জগতে কেহ নাই। জগতের ভ্রান্ত নরনারী চারি দিকে ব্যাকুল হইয়া সুখের অন্বেষণে ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে কেবল সেই শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহারা প্রকৃত ও নিত্য সুখে সুখী হইতে পারিবে। সংসারের নরনারী ধর্ম্মের সুখ দেখিতে পায় না। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিলে যে কি সুখ তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। তাহাদের চক্ষুতে ধর্ম্মরাজ্যে কেবল ক্লেশ, ও নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। তাহারা দেখে যে ধার্ম্মিক হইতে গেলেই সংসারের যাহা কিছু সুখ তৎসমুদায়ে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ধার্ম্মিক হইতে হইলে ইন্দ্রিয় সুখকে পদদলিত করিতে হয়, ধনমানের সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে হয়; শারীরিক সুখকে অনেক সময়ে বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যের সম্মুখে বলিদান করিতে হয়। সংসারের লোক ইহা অপেক্ষা কোনও উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর সুখ জগতে আছে বলিয়া জানে না। তাই তাহাদের চক্ষে ধর্ম্ম একটী ক্লেশের ব্যাপার—ধর্ম্মরাজ্য কেবলই কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু যাহারা একবার শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ধর্ম্মে কত সুখ।

ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিলে আর মানুষ অসুখী থাকিতে পারে না। অশান্তি আর মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে ঝটিকা উত্থিত করিতে সমর্থ হয় না। চিরদিন তিনি হৃদয়ের প্রশান্ততা ভোগ করিয়া থাকেন। সুখের স্রোত অনবরত তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। সংসারের বিপদ প্রলোভন তাঁহাকে ভীত বা প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে বসিয়া সমস্ত বাহিরের বিপদ হইতে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া থাকে, ঈশ্বরের ক্রোড়ে তাঁহার আত্মাকে স্থাপিত করিয়া তিনিও সেইরূপ আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া থাকেন। সুখের সময় তিনি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরের ক্রোড়ে নত হইয়া পড়েন এবং ঈশ্বরের দয়ার অনন্ততা দেখিয়া আপনি অনন্ত সুখ সাগরে ভাসমান হন। আবার ঘোর দুঃখ বিপদের সময়েও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর তাঁহার নির্ভর। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার আর কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। “ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া” এক হইয়া গিয়াছে। তাই ঘোর দুঃখ বিপদের সময়েও তিনি ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়াই আপনার চিত্তের প্রশান্ততা রক্ষা করেন। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু হইল আর ধার্ম্মিক “ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক”—এই বলিয়াই আপনার শোক জর্জ্জরিত চিত্তকে সান্ত্বনা করিলেন। সংসারের ঘোর দারিদ্র্য আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইল, আর ধার্ম্মিক “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিলেন। ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া তাঁহার নিজের ইচ্ছাকে তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছার বশীভূত করিয়া রাখেন এবং ইহাতে যে সুখ তাহা সৌভাগ্যক্রমে যিনি একবার জীবনে ভোগ করিয়াছেন, তিনিই সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারেন, অপরের নিকট সে সুখ অনুভবনীয় নহে। ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভর না করিলে সংসারের জঞ্জাল হইতে কেহ কখনও নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন না। সংসারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কাঁচা ফলকে বৃক্ষচ্যুত করিতে অনেক প্রয়াস লাগে, কিন্তু ফল সুপক্ব হইলে আপনি বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে। সেইরূপ ঈশ্বরে নির্ভর না করিলে পাপ ও সংসারের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ব্যাপার; কিন্তু এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিলে, একবার তাঁহার হস্তে প্রাণ মন সমুদায় অর্পণ করিতে পারিলে সংসারের পাপ ও অধীনতা হইতে মানবাত্মা আপনা আপনি বিমুক্ত হয়। এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার দয়া ও মঙ্গলেচ্ছার উপর আপনার জীবনের ভিত্তি স্থাপন কর, আর সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ুক তুমি তাহাতে ভীত বা চিন্তিত হইবে না। এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিলে সংসারের সমুদায় সুখকে, আত্মা অবলীলাক্রমে কর্ত্তব্যের আদেশে পদদলিত করিতে সমর্থ হয়।

এই নির্ভর দুই প্রকার হইতে পারে, আংশিক নির্ভর ও পূর্ণ নির্ভর। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তটী সংসারের ও শেষোক্তটী ধর্ম্ম রাজ্যের। ধর্ম্মরাজ্যে আংশিক নির্ভরে চলিবে না।

হে ব্রাহ্ম! তুমি যদি আংশিক নির্ভর করিয়াই আপনার চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পার, তবে তুমি ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছ কেন? যাহারা দৈনিক উপাসনা করে না, যাহাদের নিকট ধর্ম্মজগৎ কেবল স্বপ্নের দৃশ্য, তাঁহারাও ঈশ্বরের উপর আংশিক নির্ভর করিয়া থাকে। আংশিক নির্ভর নিরাশাসম্ভূত। মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্রপোত ভাসিতেছে। মহা ঝড় উপস্থিত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া পোত খানিকে কোথায় লইয়া চলিল, তাহার ঠিকানা নাই। তরঙ্গমালার ভীষণ আঘাতে পোত ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। এমন সময় শুনিয়াছি এক জন নাস্তিকও বলিয়াছিলেন "হে ঈশ্বর তোমার কৃপা ভরসা"—কিন্তু এই উক্তি কি নির্ভরের উক্তি না নিরাশার উক্তি? যখন সংসার সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে থাকে, নানাপ্রকার দুঃখ দারিদ্র্য আসিয়া যখন তাহার ক্ষুদ্র জীবন তরণীকে মগ্নপ্রায় করিয়া ফেলে ও যখন এই ভীষণ অবস্থায় পড়িয়া সংসারী দিশাহারা হইয়া আপনার পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন সেও ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্ম কি এইরূপ নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? তবে তিনি ব্রাহ্ম হইলেন কেন? ব্রাহ্ম আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন করিবেন। ব্রাহ্মের নির্ভর পূর্ণ নির্ভর হইবে, আংশিক নির্ভর নহে। ব্রাহ্ম শিশুর ন্যায় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নৈরাশ্যে যখন যে অবস্থায় থাকেন, সকল সময়েই ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিবেন; এবং সকল অবস্থায় সমানভাবে "ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—এই মূল মন্ত্র জপ করিয়া আপনার জীবনকে প্রকৃতরূপে সুখী ও উন্নত করিবেন। "ঘোর বিপদেও" ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে দয়াময়ই বলিবেন ও সুখ দুঃখে সমভাবে হৃদয়ের প্রশান্ততা রক্ষা করিয়া আপনার আত্মাকে স্বর্গধামে পরিণত করিবেন।

মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর।

শিশুটি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আর সৌন্দর্য্যে পিতা-মাতার হৃদয় আপ্লুত করিতেছি। তাহার লাবণ্যময় মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিয়া জনক-জননী বাহ্যজগতের শোক তাপ ভুলিয়া যাইতেছেন, মনে করিয়াছেন এ সুখাবগাহন আর ফুরাইবে না। দেখিতে দেখিতে শিশুটি আর এ পৃথিবীতে নাই; পিতা-মাতার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, কোন্ দানব শিশুটিকে লইয়া অন্তর্হিত হইল, কে পিতামাতার আনন্দের ঘরে দুঃখ হুতাসন জ্বালাইয়া দিল? দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যের কি এই নিয়ম? জীবের সঙ্গে কি তিনি এইরূপ উৎকট ব্যঙ্গে প্রবৃত্ত আছেন? সুখের ছায়া দেখাইয়া কি জীবকে অধিকতর দুঃখে নিমগ্ন করা তাঁহার অভিপ্রায়? অন্ধজনক জননীর বার্দ্ধক্যের এক মাত্র অবলম্বন, প্রাণসম পুত্র ইহলোক হইতে চলিয়াগেল, অযত্নে ও অনাহারে অন্ধ পিতা মাতা হৃদয়ের বেদনায় বিধাতাকে অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে চির দিনের মত এ অরাজক রাজ্য হইতে বিদায় লইল। মহা পরাক্রান্ত ঈশ্বর যদি দয়াময়, তাঁহার রাজ্যে এ মর্ম্মভেদী নিষ্ঠুরতা কেন? শত শত মনুষ্য যাহারা ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, ধর্ম্ম ও নীতি অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল পৃথিবীর পাপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে, নৈতিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক হইয়াছে, তাহারা অতুল ধন সম্পদে সুখী হইয়া পৃথিবীকে তৃণাপেক্ষাও তুচ্ছ বোধ করিতেছে, আর যাহারা ঈশ্বরের ও দেশের সেবায় আপনাদিগের প্রাণ, মন, ধন, সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিতেছে, তাহারা দুঃখ যন্ত্রণায় জীর্ণ শীর্ণ ও লোকগঞ্জনায় নিষ্পেষিত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে। কৃষক উলঙ্গদেহে শরীরের রক্ত জল করিয়া বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা করিতেছে, জমিদার তিল প্রমাণ পরিশ্রম না করিয়া সেই শস্যে আপনার শস্যাগার পূর্ণ করিতেছে। কৃষক শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিয়া সপরিবারে দুর্ভিক্ষ দ্বারা কবলিত হইতেছে। দয়ার সাগর ঈশ্বর যিনি, যাঁহার নিকট ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ নাই, তাঁহার রাজ্যে এ অবিচার, এ বৈষম্য কেন? ঈশ্বরও কি ধনীর মুখাপেক্ষা করেন, অসত্যের প্রশ্রয় দেন? প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞান গরিমা ও শক্তি সামর্থ্যে গৌরবান্বিত কত কত দেশ হীনবীর্য্য ও হীনপ্রাণ হইয়া পরাধীনতার দুশ্ছেদ্য নিগড়ে নিষ্পেষিত হইতেছে, কত কত প্রাচীন সৌভাগ্যের পতন হইতেছে। মঙ্গলে অমঙ্গল, সুখে দুঃখ, সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্য, উন্নতিতে অবনতি আনয়ন করাই কি দয়াময় ঈশ্বরের কার্য্য?

আপাততঃ এই সমুদয় বৈষম্য দেখিয়া হৃদয় সন্দেহে দোলায়মান হয়। যাহাদিগের বিশ্বাস কেবল মতে অবস্থিত অথবা অন্য হইতে সংক্রামিত, তাঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিবেন হয়ত ঈশ্বর দয়াময় নন। আমরা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিব।

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার না করা যায় তবে এ প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা হয়। যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর দয়াময় একথা সত্য, কিন্তু অনন্ত শক্তির অভাব হেতু জীবের দুঃখে কাতর হইয়াও দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু ব্রাহ্ম এ মতে বিশ্বাস করেন না, কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময়। ঈশ্বর আপনার অনন্তশক্তিতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার অভ্রান্তশক্তিতে এই বিশ্ব চালাইতেছেন। অনন্তশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ঈশ্বর সৃষ্টিকালে যে অভ্রান্ত নিয়মে এই বিশ্বকে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। কাহার সাধ্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রণীত নিয়মের ব্যতিক্রম করে। এই জগৎ সৃষ্টি কাল হইতে সেই একই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিতেছে। জগতের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, সেই হেতুই জগতের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি। যদি ক্লান্ত পথিককে সুস্থ করিবার জন্য সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে লুক্কায়িত হয় অথবা পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইবার জন্য সূর্য্য মধ্য যামিনীতে উদিত হয়, যদি ব্যক্তি

বিশেষের সুবিধার জন্য রাত্রির পর দিন না আইসে, অথবা কোন পীড়াগ্রস্ত লোকের রোগোপশমের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুতে শীতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিয়মে পৃথিবী সুখের স্থান হইয়াছে। যদি ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার জন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সমুদয় পৃথিবীকে এক ব্যক্তির জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের নিয়ম পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতেছে; মানুষ আপন দোষে অমঙ্গল আনয়ন করে। আহার না করিলে শরীর ধারণ করা যায় না, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। এই নিয়ম পালন করিলে কত সুখ! কিন্তু যদি তুমি উপযুক্ত আহার না দিয়া তোমার নয়নানন্দকর সুকুমার শিশুর প্রাণ নাশের কারণ হও, তাহাতে কি নিয়ম কর্ত্তার অপরাধ হয়? যদি ঈশ্বর আহারের নিয়ম করিতেন আর আহার্য্য বস্তুতে পৃথিবী পূর্ণ করিয়া না দিতেন, তবে ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর যাহা বলিয়া অভিশাপ দেও সঙ্গত হইত। ধার্ম্মিক! তুমি ধর্ম্মাভিমানে নত হইয়া ধন-সম্পত্তি তুচ্ছ করিতেছ, বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়া অনাহারে শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছ, সুতরাং অতুল বিভবশালী ঈশ্বরের পৃথিবীতে তোমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে সুখের অভাব নাই, ধনের অভাব নাই, অবারিত দ্বার, লুণ্ঠন কর আর সম্ভোগ কর। ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম পালন কর, সুখে থাকিবে; ভঙ্গ কর দুঃখ পাইবে। ঈশ্বরের দয়ার পার নাই। কত দিন হীন অচেতন ও পরাধীন জাতি তাঁহার কৃপাবলে সুদিন পাইয়াছে। যে জাতি এইরূপ তাঁহার সুনিয়মে আপন অঙ্গ ঢালিয়া দিবে, যদিও বহুদিন তাহার সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে, আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। যাঁহার নিয়মে মৃত জাতি জীবন পায়, তাঁহাকে দয়াময় না বলিয়া আর কোন্ নামে সম্বোধন করিব? দয়াময় ঈশ্বরের শুভ নিয়মচক্র নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে, তাহা স্পর্শ করিবা মাত্র দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। চক্রের ঘর্ষণে উৎপীড়ক দলিত হয়, নিপীড়িত, দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্ম বিবাহ।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বিগত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অনেক গুলি কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার কথাগুলি এক একটী করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, সাধারণ সমাজের কোন কোন সভ্য বিবাহ রেজিষ্টরি করা ভাল বাসেন না; তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যখন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ, প্রচলিত অপৌত্তলিক হিন্দুরীতিক্রমে নির্ব্বাহ হয় না, তখন তাহা অসিদ্ধ। সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটী প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করা হিন্দুরীতি। সাধারণ সমাজ এই হিন্দুরীতি রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের বিবাহ অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বিবাহের সিদ্ধি এবং সন্তান সন্ততির দায়াধিকারে অব্যাঘাত এই জন্যই আইনের সৃষ্টি। তত্ত্বকৌমুদী যাহাই বলুন না, কিন্তু কোন ব্রাহ্ম সাধারণ সমাজের নূতন উদ্ভাবিত পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিয়া এবং ঐ অসিদ্ধ বিবাহ রেজিষ্টরি না করাইয়া সন্তান সন্ততিকে যে বিপদস্থ করিতে পারেন, আমরা তাহা বুঝি না, ফলতঃ আমরা এ কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।"

উদ্ধৃত অংশটী সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের মতে, "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন, হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটী প্রধান অঙ্গ। এই তিন অঙ্গ রক্ষা করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হিন্দুরীতি; এই হিন্দুরীতি রক্ষা না করিলে এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে বিবাহ অসিদ্ধ।

এই কথাগুলিতে আমরা আস্থা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কোন ব্রাহ্মবিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন থাকিলে অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেই যে তাহা সিদ্ধ হইল, ইহা কে বলিল? আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। স্বীকার না করিবার কারণ কি বলিতেছি।

ব্রাহ্ম বিবাহ রাজদ্বারে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া যখন আন্দোলন চলিতেছিল, তখন উক্ত বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেন যে উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ। নবদ্বীপ, বারাণসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের পণ্ডিতগণ এ কথা বলিয়াছিলেন। কেবল উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিবাহ নয়, তাঁহারা আদি সমাজের পদ্ধতিঅনুযায়ী বিবাহকেও স্পষ্টাক্ষরে অসিদ্ধ বিবাহ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। সেই সকল ব্যবস্থা প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে আমরা পুনর্ব্বার তাহা প্রকাশ করিতে পারি। বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় খ্যাতনামা পণ্ডিত, সকল প্রকার প্রণালীর ব্রাহ্মবিবাহকেই অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়াছিলেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ সকল প্রকার ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, "উল্লিখিত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতির কোনও পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শক্যাঙ্গের অর্থাৎ নান্দীমুখাদির পরিত্যাগ হয় এই হেতু ঐ বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না।" এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন

"উল্লিখিত ব্রাহ্ম বিবাহের কোনও পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদিগের মতে সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না।"

স্বেচ্ছাবশতঃ শক্যাঙ্গ অর্থাৎ কৃতসাধ্য যে অঙ্গ তাহা না করিয়া বিবাহ করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সমস্ত পণ্ডিতই এই কথা বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা ইত্যাদি না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বলেন, "লিখিত আধুনিক উভয় প্রকার পদ্ধত্যনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতে সিদ্ধ নহে।" শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন যে, "শাস্ত্রানুসারে এই উভয়বিধ বিবাহ সিদ্ধ হয় না, ও বৈধ হয় না।" পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "ব্রাহ্ম বিবাহের যে দুই পদ্ধতি প্রচলিত আছে তদনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকার্য্য হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "আমি উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। এই দুয়ের যে কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমার মতে সিদ্ধ ও বৈধ নহে।"

পরলোক গত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বারাণসী গমন করিয়া অগ্নিসংস্কারবিহীন বিবাহানুষ্ঠানের পক্ষে কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কাশাস্থ অধ্যাপকগণ প্রকৃত অবস্থা সকল জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা বারাণসী নিবাসী প্রসিদ্ধনামা হরিশ্চন্দ্রের গৃহে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া বিচার পূর্ব্বক ইহাই স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্ম বিবাহ কখন বৈধ ও সিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী, বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্ম বিবাহের অবৈধতাপক্ষে ব্যবস্থা প্রদান করেন। সে ব্যবস্থা আমাদিগের নিকটেই রহিয়াছে, আবশ্যক হইলে প্রকাশ করিতে পারি।

যখন দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়াছেন, তখন তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যে কোন্ সাহসে তাহাকে সিদ্ধ বলিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাপুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি কাশীর পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে যাহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে নিশ্চয় পতিত; এবং হিন্দু বিবাহের যে সকল অঙ্গ আছে, তাহার কোন একটি অঙ্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে কোন বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না।

আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে এ পর্য্যন্ত যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দু বিবাহ হইলেও, সে সকলই যে অবৈধ আমরা এ প্রকার কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না। যত দিন এ বিষয়ে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা উঠিয়া তাহার নিষ্পত্তি না হইতেছে, ততদিন নিশ্চিত রূপে কিছুই ঠিক হইতেছে না। এখন আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন নবদ্বীপ ও বারাণসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন অন্ততঃ ইহা বলিতেই হইবে যে উক্ত বিবাহের বৈধতা অনিশ্চিত ও সন্দেহের বিষয়। আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আদিসমাজের বিবাহ ও অন্য প্রকার কয়েকটী ব্রাহ্মবিবাহ যাহা রেজিষ্টরি করা হয় নাই, তাহা বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া রাজদ্বারে গণ্য হইবে; কিন্তু প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে এখন অন্ততঃ কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না।

রেজিষ্টরি করা বিবাহকে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক এবারেও নিরীশ্বর বিবাহ বলিতে ছাড়েন নাই। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, সে বিবাহকে কোন্ বিবেচনায় নিরীশ্বর বলা হইল, ইহার উত্তরে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম বিবাহ রেজিষ্টরি করিলে, রেজিষ্টরি মুখ্য কার্য্য, এবং উপাসনা গৌণ কার্য্য মাত্র। বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য রেজিষ্টরি করিতেই হইবে; উপাসনা কর আর না কর তাহাতে বিবাহের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কিছুই আসে যায় না। সুতরাং এ প্রকার বিবাহকে তিনি নিরীশ্বর বিবাহ বলা সঙ্গত মনে করেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক এস্থলে যার পর নাই ভ্রমে পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা নিশ্চয়ই মুখ্য। রেজিষ্টরি কর আর নাই কর, ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্ম বিবাহের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোন বিবাহে যদি ব্রহ্মোপাসনা না হয়, এবং তাহা যদি রেজিষ্টরি করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে বিবাহ রাজদ্বারে বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি সে বিবাহকে কেহ কি ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারে?

যদি কখন নাস্তিক প্রভৃতি মতাবলম্বীদিগের মধ্যে এ প্রকার বিবাহ ঘটে, তবে তাহাকে অবশ্য কেহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিবে না। আমরা বলি যে, ব্রাহ্মবিবাহের প্রধান অংশ, সার অংশ, মুখ্য অংশ, ব্রহ্মোপাসনা; রেজিষ্টরিই হউক আর যাহাই হউক, তাহা অবশ্য গৌণ। কোন একটী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল, কিন্তু রেজিষ্টরি হইল না। অবশ্য সকল ব্রাহ্মই তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন। কিন্তু মনে করুন, কোন একটী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল না, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক রেজিষ্টরি করা হইল। ইহা নিশ্চয়, কোন ব্রাহ্ম, কোন ব্যক্তিই, এই শেষোক্ত বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন না। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, রেজিষ্টরি না হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হইলে কখনই হয় না, তখন তর্কশাস্ত্রানুসারে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্ম বিবাহের অপরিত্যাজ্য মুখ্য অংশ।

আর একটী কথা। রেজিষ্টরি আইন হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মবিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি তখন ব্রাহ্মবিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই

আইনের প্রতীক্ষা করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ফলাফলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন আইন হইল, তখন আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহারা স্ব স্ব বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন। কিন্তু যদি অদ্যাবধি আইন না হইত তাহাতেই বা কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরের নামে বিবাহ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। রাজনিয়ম বিবাহের অনুকূল হয়, ভালই, না হয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব। ব্রহ্মের অপেক্ষা স্বার্থ যাহার অধিক প্রিয়, সে হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে আসিবে কেন? তবে যে স্থলে পাত্রী ধনবানের কন্যা সে স্থলে স্বতন্ত্র কথা। আমরা সর্ব্ব সাধারণ ব্রাহ্মের বিষয় বলিতেছি।

কিন্তু আদিসমাজের বিবাহের বিষয়েই বা কি? ব্রহ্মোপাসনা কি সে বিবাহের মুখ্য অঙ্গ? কখনই নহে। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক নিজেই বলিতেছেন যে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিকমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ হইলেই তাহা সিদ্ধ হয়। তিনিতো ব্রহ্মোপাসনা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বলিতেছেন না। তবে কি আমরা ইহাই বলিব যে, আদি সমাজের মতানুযায়ী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা গৌণকার্য্য মাত্র। মনে করুন একটি বিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহন, সপ্তপদীগমন ও বৈদিকমন্ত্রোচ্চারন হইল, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা হইল না। সে বিবাহ কি সিদ্ধ হইবে না? তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়েরই মতে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ ও বৈধবলিয়া গন্য হইবে। তবে সাধারণ সমাজের বিবাহ লইয়া এত টানাটানি কেন?

ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করার বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমরা আদিসমাজের উদ্বাহপদ্ধতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া বিবাহ ব্রত গ্রহণ বিষয়ে উহার কোন স্থানে কিছুমাত্র নাই। একটি স্থানেও দেখিলামনা যে, বর ও কন্যা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, তাহারা যাবজ্জীবন উদ্বাহ-ব্রত পালন করিবে। দুই একটি স্থলে কেবল বর, কন্যাকে "দেবকামা" ঈশ্বর নিষ্ঠ হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল? ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা কোথায়? আদিসমাজের যেমন একটি বিশুদ্ধ হিন্দুপদ্ধতি আছে, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের সেই প্রকার আর একটি আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারেও কয়েকটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নবীন বাবু আদিসমাজের পদ্ধতির ঐ অভাবটি বুঝিতে পারিয়া তাহা আপনার পদ্ধতিতে পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

এস্থলে আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি যে যখন আদিসমাজের বিবাহেই বিবাহের সিদ্ধতাজন্য ব্রহ্মোপাসনা অপরিত্যাজ্য মুখ্য অংশ হইল না, এবং যখন উক্ত পদ্ধতিতে কোন স্থলেই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিবাহব্রত গ্রহণ করা হয় নাই; তখন রেজিষ্টরি লইয়াই এত মারামারি কেন?

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যিনি মনে করেন রেজিষ্টরি করা না করা বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তিনি গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্টরি আইনের মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দু বিবাহে সম্প্রদানাদি কার্য্যের ন্যায় প্রণালী পরিশুদ্ধ ও অঙ্গপূর্ণ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই রেজিষ্টরি করিতে হইবে।"

রেজিষ্টরি করিতেই হইবে, না করিলে বিবাহ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইবে, এ কথা ঠিক নহে। রেজিষ্টরি লইয়া এত আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যদি একবার রেজিষ্টরি আইনটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এ কথা বলিতেন না। আমরা বিবাহ রেজিষ্টরি আইনের ১৯ ধারাটী উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকবর্গ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের কথার কোন মূল নাই।

19. Nothing in this Act contained shall affect the validity of any marriage not Solemnized under its provisions, nor shall this Act be deemed directly or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage; but if the validity of any such mode shall hereafter come into question before any court, such question shall be decided as if this Act has not been passed.

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রেজিষ্টরি করিলেই বিবাহ করা হইল। বাস্তবিক তাহা নহে। আইনের অভিপ্রায় এই যে, বিবাহানুষ্ঠান হইবার পূর্ব্বে সেই বিবাহকে রাজদ্বারে নিশ্চিতরূপে বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া গন্য করিবার জন্য পাত্র ও কন্যা তাহা রেজিষ্টরি করিয়া লইতে পারেন, আমরা উক্ত আইন হইতে নিম্নে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি দেখিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, রেজিষ্টরি করা বিবাহ নহে।

10 *Before this marriage is solemnized,* the parties and the witnesses shall in the presence of the Registrar, sign a declaration in the form contained in the second Schedule to this Act.

১০। বিবাহ সাধন হইবার পূর্ব্বে বিবাহার্থী উভয় ব্যক্তি এবং তিন জন সাক্ষী রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাৎ এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিয়াছেন, যে বিবাহ রেজিষ্টরি করা সমাজে প্রচলিত হইলে "তখন হইবে এই, আজ একটী যুবা কোন রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিছু দিন পরে আর একটী অপেক্ষাকৃত রূপবতী তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। যুবা ধর্ম্মনিয়মে নহে, মুখ্যত রাজনিয়মে বদ্ধ, সে নিয়ম ভঙ্গে পারলৌকিক

ভয় কি আসিবে? তিনি স্বচ্ছন্দে ছলে বলে পূর্ব্ব পরিণীত স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন এবং হিন্দু সমাজের চৌদ্দ পুরুষে যাহা কখন দেখে নাই সেই সকল লীলা দেখাইতে লাগিলেন।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা হিন্দু মতে বিবাহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোক কি এমন দেখা যায় না যে তাঁহারা অসচ্চরিত্র হইয়া কার্য্যতঃ স্ত্রী ত্যাগ করেন, অথবা আর একটী বিবাহ করিয়া বসেন? হিন্দু সমাজতো বহু বিবাহে আপত্তি করেন না, সুতরাং কার্য্যতঃ স্ত্রী ত্যাগ হিন্দু সমাজে অতি সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক বলিতে পারেন যে, যাহার ধর্ম্ম ভয় আছে, সে তেমন গর্হিত কাজ কখনই করে না। আমরা বলি যাঁহারা বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইবেন, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহাদের ধর্ম্ম ভয় আছে তাঁহারা কখনই তেমন গর্হিত কার্য্য করিবেন না। উভয় পক্ষেই সমান কথা হইল।

সমান কথাই বা কই? বিবাহ রেজিষ্টরি করিলে সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করা সহজ ব্যাপার নহে। অন্য বিবাহ করিলে আইনানুসারে সাতবৎসর কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হয়। হিন্দু মতে বিবাহে সে সকল কোন আপদ্ বালাই নাই। সুতরাং কেহ ইচ্ছা করিলেই অক্লেশে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আর একটী বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহ রেজিষ্টরিআইনানুসারেও স্ত্রীত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু আদালতে স্ত্রীর ব্যভিচার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে না পারিলে তাহা হইবার উপায় নাই। আমাদের বিবেচনায় ইহা অতি সুনিয়ম।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যে প্রণালীতে নাস্তিকেরা স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব? নাস্তিকেরা কখনই ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালীতে যোগ দিতে পারে না। তাহারা অবশ্য বিবাহ রেজিষ্টরি করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে রেজিষ্টরি করা ও ব্রাহ্মবিবাহপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ।

আমরা হৃদয়ের বিবাহ, সামাজিক বিবাহ ও রাজনিয়মানুসারে বিবাহের বিষয় যাহা বলিয়াছিলাম, আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ঠিক্ উত্তর হয় নাই। তিনি বীরের ন্যায় সদর্পে বাণত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যস্পর্শ করে নাই। না করিবারই কথা। তিনি লক্ষ্যটি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে উহা তাঁহার আক্রমণের অতীত।

তিনি বলিয়াছেন, "হৃদয়ের বিবাহ যে কি এতদ্দেশে তাহা প্রচলিত নাই। সুতরাং এস্থলে তাহা লইয়া বিচার চলিতে পারে না।" হৃদয়ের বিবাহের অর্থ আর কিছুই নহে, বর কন্যার মনোমিলন। এদেশে বিবাহ বিষয়ে অভিভাবকদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে কি না সে বিষয়টী আদবে দেখা হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে সে প্রকার হওয়া কখনই উচিত নহে; হইলে আমরা তাহাকে কখনই ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এখন আমাদের অভিপ্রায় স্পষ্টতর করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি।

ব্রাহ্মবিবাহ মাত্রেই তিনটি ভাব থাকা উচিত। প্রথম, বর ও কন্যা পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীস্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন; এই অংশটির নাম দেওয়া গেল হৃদয়ের বিবাহ। কিন্তু এই হৃদয়ের বিবাহ হইলেই কি সকল হইল? কখনই না। সামাজিক ভাবে বিবাহ চাই। মনে করুন, কোন অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে অকৃত্রিম ভাল বাসিলেন, মনে মনে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন। এমন সময় তাঁহাদের বলা হইল যে, তোমরা পুরোহিত প্রভৃতি ডাকিয়া সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ কর। তাঁহারা বলিলেন "সেকি, তাহা হইলে যে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে। আমরা যখন ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন পুরোহিত হউক আর যে হউক, কোন তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিলে ঈশ্বরের অপমান। ঈশ্বরের সাক্ষিতা যথেষ্ট হইল না, আবার মানুষের সাক্ষিতা চাই? আমরা যখন ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন আবার পুরোহিত বা সমাজের কোন ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ না করিলে, প্রকৃত বিবাহ হইল না, ইহা আমরা স্বীকার করি না।" সে পাত্র কন্যা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারেন "ঈশ্বরকে গৌণকল্পে রাখিয়া পুরোহিতের ("রেজিষ্ট্রারের") সাক্ষিতায় বিবাহসিদ্ধ করা হইতেছে। "এস্থলে স্বয়ং পুরোহিত ("রেজিষ্ট্রার") ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতেছে, সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।"

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় দেখুন যে কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করিলেই বিবাহ হয় না। সমাজ সে প্রকার বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করে না। পাত্রকন্যা নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে সমাজের লোক তাহাকে বিবাহই বলিবে না। সেই জন্যই আমরা বলি যে কেবল ঈশ্বরের সাক্ষিতাতে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয় না। মনুষ্যের সাক্ষীতা চাই। মনুষ্যের সাক্ষিতা ভিন্ন যখন কোন বিবাহই জনসমাজে বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন রেজিষ্ট্রারের সাক্ষিতাতেই এত আপত্তি কেন? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে মনুষ্যের সাক্ষিতা বিবাহ "সিদ্ধির নিদান।" তদ্ভিন্ন কোন বিবাহই সিদ্ধ হইতে পারে না। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি রামচন্দ্রের দলিল রেজিষ্টরি করার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই সংলগ্ন হইতেছে না।

আমরা আলোচনা দ্বারা দেখিলাম যে, আদি সমাজের

বিবাহ, কি অন্য যে কোন ব্রাহ্ম-বিবাহ রেজিষ্টরি করা না হয়, তাহার বৈধতা সন্দেহের বিষয়। রেজিষ্টরি করিলে যে ঈশ্বরের অপমান বা জনসমাজের কোন অনিষ্ট করা হয়, ইহা অতি অসার কথা। যাঁহারা অপক্ষপাতী হইয়া সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে যে ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করাই কর্ত্তব্য। রেজিষ্টরি করিলে "নিরীশ্বর বিবাহ" হয়, ইহা অতি অন্যায় ও অসার কথা।

ঊনচল্লিশটি বিশ্বাস।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। দিন দিন যে প্রকার অবনতির পর অধিকতর অবনতির দিকে উক্ত সমাজ ধাবিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে যথার্থই অত্যন্ত আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারকগণের জীবন সম্বন্ধে অধোগতি দেখিলে, আমরা অবশ্যই দুঃখিত হই; কিন্তু যদি দেখি যে, তাঁহারা কেবল নিজের অনিষ্ট করিতেছেন এমন নহে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে শতগুণ অধিক দুঃখিত হইতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় মধ্যবর্ত্তিতার মত তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের প্রচারিত থিইষ্টিক কোয়াটরলি রিভিউ নামক এক নূতন পত্রিকায় ব্রাহ্মের বিশ্বাস (The Brahmo's Creed) বলিয়া তাঁহারা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে ঊনচল্লিশটি বিশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে বিংশ বিশ্বাসটি এই " I believe Jesus Christ to be the Chief of all prophets and teachers" আমি বিশ্বাস করি যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর প্রেরিত ও গুরুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। খ্রীষ্টকে "ঈশ্বর প্রেরিত" সর্ব্ব প্রধান গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইল!! আমাদের সুস্পষ্টরূপ স্মরণ হইতেছে কেশব বাবু এক সময় বলিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে প্রতারক বলিয়া মনে করিয়াও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। কিন্তু আজ এ আবার কি দেখিতেছি! আমরা চিরকাল এই মনে করিয়া আসিতেছি যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মতামতের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

কেবল উহাই নহে। প্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইয়াছে। পঞ্চবিংশ বিশ্বাসটী দেখুন।

" I believe in the inspiration and truth-teaching power of some of the leaders of the Brahmo Samaj, and eminently of Keshub Chander Sen. &c,

আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রত্যাদেশে ও সত্য শিক্ষা দিবার শক্তিতে বিশ্বাস করি; এবং সর্ব্বাপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেনের এইরূপ শক্তি আছে বিশ্বাস করি।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে এই সকল কথা বাতুলের প্রলাপ তুল্য মনে করিয়া হাস্য করিতেছেন। আমরা তাহা করিতে পারি না, ব্যাপারটি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; হাঁসিবার বিষয় নয়। এখন কথা হইতেছে এই; হয়, আমরা বলিব কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্ম নহেন, নয় আমরা ব্রাহ্ম নহি। তাঁহাদের সঙ্গে আমরা আমাদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারি না। অন্য সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ গৌরব এই যে, ইহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে ব্যবধান নাই। ব্রাহ্মসমাজ জন্মদিন হইতে এই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে একটা মানুষ খাড়া করা হয়, তবে তাহাকে আর কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এক জন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন, যে মন স্বর্গে নরক সৃষ্টি ও নরকে স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে সেই কথা ঠিক খাটিয়াছে। মানুষ আপনার মনের দোষে ব্রহ্ম পূজার স্থানে নরপূজার আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে;—সত্য রাজ্যে অসত্যের কলঙ্ক অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

অনেকে আমাদিগকে উক্ত প্রবন্ধটি বিশেষরূপে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের এখন সে প্রবৃত্তি নাই। সমালোচনা আর কি করিব? এত কাল পরে কি ব্রাহ্মদিগকে এই বুঝাইতে হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন মানুষ দণ্ডায়মান নাই; যে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত, কোন মানুষের প্রতি মতামতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। পঞ্চাশৎ বৎসরের উন্নতি, এত বক্তৃতা, এত জ্ঞানালোচনা, এত উপাসনার পর কি ইহাই হইল? আমরা হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়াছি। বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিতে এখন প্রবৃত্তি নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সকলের এখন কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলুন যে, কেশব বাবুর ধর্ম্ম ও তাঁহাদের ধর্ম্ম এক নহে। জগৎকে এ কথা বিশেষ করিয়া জানান হউক। ব্রহ্মে যিনি বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মের যিনি পূজা করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। মানুষের প্রতি বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। শত শত কেশবচন্দ্র সেন যদি রসাতল যান, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লেশমাত্র বিচলিত হন না। আমাদের উপায়, গতি, মুক্তি, আরাধ্য, সুখ, সম্পদ সকলই ব্রহ্ম। তাঁহাকে লইয়া, তাঁহারই জন্য আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি।

যদি ভাই হইয়া আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিব, আর যদি তুমি আমার ও আমার ঈশ্বরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও, তবে, হে মানুষ! তুমি দূর হও। তুমি বড় লোক হইতে পার, তোমার অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আমার ঈশ্বরের মুখ ঢাকিবার;—তাঁহার সহিত অব্যবহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নষ্ট করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি যাহা দিতে পার না, তাহা কাড়িয়া লইও না।

উপসংহারকালে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি গুরুতর সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, আর কি না, তাহা এখন অন্য লোকের বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। সেই জন্য তাঁহারা এখন পরিষ্কার করিয়া লোককে বলুন যে, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি; কেশব বাবুর ধর্ম্ম যে তাঁহাদের ধর্ম্ম নহে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ স্পষ্ট করিয়া জগতের সম্মুখে ব্যক্ত করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

১। সচ্চরিত্র, উপাসনাশীল ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি প্রচারক বলিয়া নিযুক্ত বা প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

৩। প্রচারকগণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন:—(১) (অনিয়মিত) প্রচারক, (২) সম্মানিত (Honorary) প্রচারক, (৩) নিয়মিত (Ordinary) প্রচারক।

৪। যে সকল ব্যক্তি বিষয় কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অবকাশ মতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা অনিয়মিত প্রচারক নামে অভিহিত হইবেন।

৫। যে সকল ব্যক্তি প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারা সম্মানিত প্রচারক বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৬। যে সকল ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তাঁহারা নিয়মিত প্রচারক বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৮। অনিয়মিত ও সম্মানিত প্রচারকগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার প্রকাশ্য নির্দ্ধারণ দ্বারা প্রতি দুই বৎসরান্তে মনোনীত হইবেন।

৭। প্রচারক সভা বিবেচনামতে বিনা পরীক্ষায় অথবা আবশ্যক বোধ করিলে কোন প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাঁহাদিগকে অনিয়মিত ও সম্মানিত প্রচারক রূপে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিবেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

৯। প্রচারসভা নামে একটী সভার হস্তে, প্রচারার্থী সকল নির্ব্বাচন, তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রণালী, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নির্দ্ধারণ এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যক নিয়ম ব্যবস্থাপনের ভার থাকিবে, এই সভা সর্ব্বদা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

১০। যে বৎসর প্রচার সভা নিযুক্ত হইবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সেই বৎসর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সভা নিযুক্ত করিবেন।

১১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রচার সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

নিয়মিত প্রচারকদিগের শিক্ষা প্রণালী।

১২। দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রচারার্থীদিগকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দান করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে:—(১) যাহাতে তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন, (২) যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন।

১৩। প্রচারার্থীদিগকে অন্যূন এক বৎসর কাল ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে এবং অন্যূন এক বৎসর কাল প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

১৪। প্রচারার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষ জনকরূপে উত্তীর্ণ হইলে প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী (Probationer) বলিয়া নিযুক্ত হইবেন। প্রবেশার্থীদিগের কার্য্য, শিক্ষা ও চরিত্র সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে প্রচারক সভা তাঁহাদিগকে প্রচারক রূপে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাব করিবেন।

১৫। প্রবেশার্থী অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১৬। প্রচার সভা কোন ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাঁহার নিয়োগের নির্দ্দিষ্ট সময় প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন করিবেন। নিয়োগার্থী সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ ও আবশ্যক মতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ বিষয় স্থির করিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন দিবার এবং নিয়োগ করিবার দিবসের মধ্যে ন্যূন কল্পে দুই মাসের ব্যবধান থাকিবে।

১৭। আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কোন প্রচারককে কোন বিশেষ স্থান বা বিভাগের ভার নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রদান করিয়া তথায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৮। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি বা অনুমোদন ক্রমে নিয়মিত বা সম্মানিত প্রচারকগণ প্রচার ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর অন্যবিধ কার্য্যেরও ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯। চরিত্র দোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচার কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

২০। এ প্রকার নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত প্রচারকের আত্মসমর্থন জন্য যথোচিত সুযোগ প্রদান করা হইবে। কোন প্রচারকের পদচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরবর্ত্তী দুই অধিবেশনে সমর্থিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই দুই অধিবেশনের দ্বিতীয়টী, মূল প্রস্তাব যে অধিবেশনের দিবস গৃহীত হইবে, তাহার অন্যূন তিন মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

সংবাদসার।

বিলাতের সুবিখ্যাত পাদ্রি ডীন ষ্টান্‌লি সম্প্রতি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ত্রিত্ববিষয়ক মতসম্বন্ধে তাঁহার উপাসনালয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিনের মধ্যে তাঁহার মতে, পিতা ধর্ম্মের প্রাকৃতিক বিভাগ, পুত্র ঐতিহাসিক বিভাগ, এবং পবিত্রাত্মা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বিভাগ প্রকাশ করে। তিনি আরও বলেন যে, লোকের মত ও বিশ্বাস যাহাই কেন হউক না, তিনি যদি ন্যায়পথে চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার তিন ঈশ্বরকে সম্মান করা হয়। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজক খ্রীষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার সকলকে যুক্তিসঙ্গত আকার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অমূলক বিশ্বাস সকলের দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে উহা তাহারই এক প্রমাণ। ষ্টান্‌লি সাহেব শেষ কথাটী উত্তম বলিয়াছেন। মত অপেক্ষা চরিত্র ও জীবন যে অধিকতর মূল্যবান্ ইহা জগতে যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ইংলণ্ডে সুরাপান কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সম্প্রতি আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটিতেছে। সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে অহিফেন সেবন দিন দিন প্রবল হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে অন্য কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ইংলণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন। এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যত কৃতকার্য্য হউন আর নাই হউন, বিলাতি সুরাবণিকেরা যে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইতেছেন সে বিষয়ে আর লেশ মাত্র সংশয় নাই।

শ্রীযুক্ত ভয়সি সাহেব কেশব বাবুর খ্রীষ্ট বিষয়ক বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যিশুখ্রীষ্টের প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। যিশুখ্রীষ্টের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা ভাল বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ নহে। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইতে পারে না। দাম্পত্য কর্ত্তব্য, সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য, জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য পরিশ্রম ইত্যাদি গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে খ্রীষ্টের কোন উপদেশ নাই। কেশব বাবু যে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া উপধর্ম্মে পতিত হইতেছেন, ভয়সি সাহেব ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হইল যে তিনি কোন কোন বিষয়ে কেশব বাবর অভিপ্রায় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

সভার নাম।

১। এই সভার নাম "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ" হইল।

সভার উদ্দেশ্য।

২। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, নীতি, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রকার সত্যানুসন্ধান ও তাহার প্রচার করা, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিস্তার দ্বারা ঐক্য বন্ধন স্থাপন করা, পরস্পরের কি বৈষয়িক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করা, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সকল প্রকার দেশহিতকর (সমাজ হিতকর) কার্য্যের অনুষ্ঠান করা এই সভার উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

৩। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, জগৎ কারণ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলময়, নিত্য, নিয়ন্তা, নিরাকার, এক মাত্র, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ, পরম ন্যায়বান্, প্রেমময় ও পবিত্র। এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহার প্রতি প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কোন সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান, বা ঈশ্বরের সমান জ্ঞান, বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান না করা।

কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার না করা।

সভ্য হইবার নিয়ম।

৪। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক নহেন, এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যূন বার্ষিক ১৲ এক টাকা অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, তাঁহারাই এ সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া কোন প্রভেদ থাকিবে না।

সভ্যদিগের অধিকার।

৫। সভ্যেরা সমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং রহিত করিতে পারিবেন। সভায় কোন বিষয় প্রস্তাব করিতে এবং বিবেচ্য বিষয়ে মত দিতে পারিবেন।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৬। যদি কোন সভ্য এক বৎসরের দাতব্য দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে পরিশোধ না করেন, অথবা প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, অথবা চরিত্র

ঘটিত কোন অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের বিবেচনা মতে তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করা যাইবে।

সভার কর্ম্মচারী।

৭। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এক জন সম্পাদক এবং এক জন ধনরক্ষক থাকিবেন। ইঁহারা সভ্যদিগের দ্বারা বার্ষিক অধিবেশনে এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। বৎসরান্তে পুনরায় তাঁহারা মনোনীত হইতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেন। সম্পাদকের নিয়োগ "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের" ট্রষ্টীদিগের অনুমোদন সাপেক্ষ।

কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য।

৮। সম্পাদক সমাজের কাগজ পত্র, পুস্তকাদি ও দাতব্যের হিসাবাদি রক্ষা করিবেন; সভা আহ্বান করিবেন; সভার ধার্য্য বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবেন।

ধনরক্ষক সমাজের প্রাপ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন, ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন, এবং সাধারণতঃ সকল বিষয়ে সম্পাদকের সাহায্য করিবেন।

সভার অধিবেশন।

৯। প্রতি মাসে একবার এই সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যূন তিনজন সভ্য আবশ্যক বোধ করিলে বিশেষ সভা আহূত হইবে। অথবা কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে না। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন। সভাস্থ সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য্য হইবে। সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমান অংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন, সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সহিত এই সমাজের সম্বন্ধ।

১০। সামাজিক উপাসনা ব্রাহ্মদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, অতএব সকল ব্রাহ্মেরই রোগ বা বিপদ, অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে অপারক না হইলে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া উচিত।

"কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির" ব্রাহ্মসাধারণের উপাসনার জন্য ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পিত আছে। এই সমাজের সভ্যগণ উক্ত সমাজ মন্দিরে প্রতিদিন অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে সামাজিক উপাসনার জন্য মিলিত হইবেন।

তথায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক জন বা আবশ্যক হইলে ততোধিক সচ্চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে, আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন, এবং যতদিন তিনি বা তাঁহারা উক্তকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ততদিন ট্রষ্টীগণের অনুমতি লইয়া উক্ত মন্দিরের উত্তর খণ্ডে সপরিবারে বাস করিতে পাইবেন। কোন বিশেষ কারণে তাঁহার অনুপস্থিত ঘটিলে উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে একজন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই সমাজের সভ্যগণ ট্রষ্টডিডের প্রথম নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী স্থির করিবেন। উপাসনা কার্য্যের জন্য আচার্য্য, গায়ক, বাদক, ও গৃহ রক্ষকের বেতন এবং আলোক ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হইবে, সভ্যেরা তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। মন্দির সংস্কার অথবা বর্দ্ধিত করিবার আবশ্যক হইলে ট্রষ্টীগণ ও সভ্যগণ সমবেত চেষ্টাদ্বারা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সমাজ মন্দিরের অবস্থার উপর এই সমাজের সভ্যদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

উৎকল ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ১লা জুলাই উৎকল ব্রাহ্ম সমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৭টা সঙ্গীত।
৭টা—৯॥০ প্রাতঃকালীন উপাসনা।
উড়িয়া সম্পাদক মধুসূদন রাও কর্ত্তৃক।
মধ্যাহ্ন ১॥ টা হইতে ২ টা সারকথা পাঠ।
২টা হইতে ৩টা পাঠ ও ব্যাখান আচার্য্য
যদুমনি ঘোষ, ও বিপিন চন্দ্র পাল।
৩ টা হইতে ৪টা দেশহিতকর বিষয়ক
আলোচনা ও প্রার্থনা।
৬॥০—৯॥০ সঙ্কীর্ত্তন।
৯॥০—১০॥০ উপাসনা আচার্য্য যদুমনিঘোষ।

উৎসব উপলক্ষে তিনজন ব্রাহ্ম প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আপনার উপবীত ও একজন আপনার মালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিন জনই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইবেন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

বিগত ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার উৎকল ব্রহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।

১ম। এই বৎসরের জন্য বাবু যদুমণি ঘোষ আচার্য্য, বাবু মধুসুদন রাও সম্পাদক, ও বাবু দীনবন্ধু দাস কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হউন।

২য়। বাবু বিপিন চন্দ্র পাল সহকারী আচার্য্য নিযুক্ত হউন।

এই বৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হউক।

১ম—উড়িষ্যা প্রচার বিভাগ।

(ক) কটক—সাপ্তাহিক ও মাসিক উপাসনা, সাপ্তাহিক সঙ্গত সভা। মাসিক বক্তৃতা বাঙ্গালা, উড়িয়া ও ইংরাজি ভাষায়।

(খ) বালেশ্বর—আগামী বৎসর অন্ততঃ একবার প্রচারক প্রেরণ।

(গ) পুরীতে প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া হইবে।

২য় মান্দ্রাজ প্রচার বিভাগ।

আগামী শীতের সময় একজন সুযোগ্য প্রচারকের উপযুক্ত সভ্যকে মান্দ্রাজে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

কতিপয় সভ্য এই সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, তাঁহাদের পাথেয় সমাজকে বহন করিতে হইবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য অর্থ দান।

পূর্ব্ব বারের বিজ্ঞাপিত		১৬৬৫৯৷৷০
বাবু অমল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়,	রামপুরহাট	৫
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	১৫
,, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	বরিসাল	৩০
,, রামদাস সেন,	মাতলা	২০
,, বরদানাথ হালদার,	লক্ষীপুর	৬০
,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্লিডার,	হাইকোর্ট	১০০
,, বেনিমাধব রায়,	বান্দা	৩০
,, চন্দ্রকুমার রায়,	রামপুরহাট	৪
,, চণ্ডিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	সিকদারপুর	১
,, দ্বিজদাস দত্ত,	বালেশ্বর	৫০
,, দুর্গাচরণ লাহা,	কলিকাতা	৩০
,, দ্বারকানাথ দত্ত,	,,	২৫
,, ফনীন্দ্রমোহন বসু,	শ্রীপুর	১০০
,, গোপালনারায়ণ মজুমদার,	কলিকাতা	১
,, গোপালচন্দ্র দাস,	ভবানীপুর	১০
,, হরিলাল রায়,	কলিকাতা	১০
,, হরিদাস মিত্র,	,,	১০
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	২০
,, হরকালি দাস,	হাবড়া	৫
,, হরি দাস শ্রীমানি,	কলিকাতা	১
,, হরিশ্চন্দ্র ঘোষ,	ভবানীপুর	৫
,, হেমচন্দ্র পাল,	কলিকাতা	১
,, হৃদয়মোহন বসু,	শ্রীপুর	১০০
,, হরিনাথ দত্ত,	যশোর	৫
,, যদুনাথ রায়,	রামপুরহাট	৫০
,, যোগেন্দ্রনাথ দে,	বরাহনগর	৩৫
,, জয়পাল মিত্র,	হাবড়া	৫
,, জগৎহরি সেন,	ভবানীপুর	২
,, জগৎচন্দ্র সরকার,	,,	১০
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	মালদা	২০০
,, একটী বন্ধু,	,,	১০
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত,	কলিকাতা	১০০
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়,	রামপুরহাট	১
,, কেদারনাথ মিত্র,	কলিকাতা	১০
,, কুঞ্জবিহারী মল্লিক,	,,	৫
,, কেদারনাথ বসু,	ভবানীপুর	৫
একটী বন্ধু,	পুরী	৫০
বাবু কেশবচন্দ্র দাস,	ভবানীপুর	৫
,, লক্ষিনারায়ণ সেন,	,,	৫
,, লক্ষিকান্ত দাস, বিশ্বনাথ আসম		৫০
,, মথুরানাথ রায়,	কলিকাতা	১০
মাইট	ভবানীপুর	২
বাবু এন, সি বন্দ্যোপাধ্যায়	ভগলপুর	১০০
বাবু ললিতমোহন আঢ্য	তালতলা	২৫
,, ও, সি, মল্লিক	ভগলপুর	৫০
,, গোপালচন্দ্র দত্ত,	কলিকাতা	২
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস,	হাবড়া	২০
	মোট	১৭৮১৩৷৷০

বিজ্ঞাপন।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. July 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৫ম সংখ্যা। ১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের স্কন্ধে একটি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা একটি উপযুক্ত উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছেন, ততদিন কোন ক্রমেই তাঁহাদের নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি এবিষয়ে তদনুরূপ সাহায্য করিতে পারেন। কেহ যেন এ প্রকার মনে না করেন যে, আমি সামান্য লোক, আমার সামান্য ক্ষমতা, আমি কি করিব? চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারেন না, এ প্রকার লোকের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। সম্প্রতি বিলাতের একখানি পত্রিকায় আমরা একটি সুন্দর ঘটনার বিষয় পাঠ করিয়াছি। ঘটনাটি এই;—কোন উপাসনালয়ে এত অধিক লোক উপস্থিত হইতে লাগিল যে, স্থানের সমাবেশ হয় না। পাদ্রিসাহেব তাঁহার উপাসকমণ্ডলীকে বলিলেন যে অপেক্ষাকৃত একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না। এক দিবস পাদ্রি সাহেব বলিলেন যে, যদি প্রত্যেকে আপনার সাধ্যমত অল্প অল্প সাহায্য করেন, তাহা হইলেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; যদি প্রত্যেকে কয়েক খণ্ড করিয়া ইষ্টক দেন, তাহাহইলে অনায়াসে উপাসনা গৃহ প্রস্তুত হইয়া যায়।

অপর সকলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বালক এই কথা শুনিল। সে ভাবিল আমি উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ জন্য কয়েক খণ্ড ইষ্টক দিব। ইহা ভাবিয়া বালকটী একটী ক্ষুদ্র গাড়ী লইয়া কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে এক ইষ্টক নির্ম্মাতার নিকটে গিয়া বলিল, দেখুন, আমাদের পাদ্রি সাহেব বলিয়াছেন যে, অধিক লোক বসিতে পারে, এ প্রকার একটী বড় উপাসনা গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই জন্য যদি উপাসকমণ্ডলীর প্রত্যেকে কয়েক খণ্ড করিয়া ইষ্টক দান করেন, তাহা হইলেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমার পয়সা নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছয়খানি ইষ্টক দান করেন, তাহা হইলে আমি বড় বাধিত হই। আমি সে ইষ্টক কয়খানি লইয়া গিয়া আমাদের পাদ্রি সাহেবকে দিব। ইষ্টক ব্যবসায়ী বালকের সরলভাব ও উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ ছয় খানি ভাল ভাল ইষ্টক দিয়া তাহার ক্ষুদ্র গাড়ী বোঝাই করিয়া দিলেন। বালক সানন্দমনে পাদ্রি সাহেবের নিকট আসিয়া "এই আমার অংশ গ্রহণ করুন!" বলিয়া ছয় খানি ইষ্টক দিল। পাদ্রি সাহেব তাহার এই সরলউৎসাহ দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং এই কথা তাঁহার উপাসক মণ্ডলীর অপর সকলকে বলিলেন। বালকের সাধু দৃষ্টান্তে সকলের উৎসাহ এত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইয়া উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি কিছু করিতে পারেন না। অতি সামান্য ব্যক্তি;—নিতান্ত ক্ষুদ্র বালকদ্বারাও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা।

ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যমণ্ডলীর ভ্রাতৃসম্বন্ধে বিশ্বাস করেন; সেই জন্য সকল দেশের নর নারীকে তাঁহারা ভ্রাতা ভগ্নি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরের পবিত্র মানব পরিবারকে জাতিভেদদ্বারা ইতর বিশেষ করিয়া দৃষ্টি করেন না। সকল দেশের সাধুদিগকে তাঁহারা শ্রদ্ধা ও সমাদর করেন, এবং জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সেই সমাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয়। কি চৈতন্য কি ঈশা, কি মহম্মদ কি কনফুসা, সকলেই তাঁহাদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। রুচি ও ভক্তি অনুসারে কেহ এক জনকে অধিক সম্মান করেন কেহবা অপরকে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা একের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন না। যদিও কেহ নিজ ভক্তির প্ররোচনায় কোন সাধু বিশেষকে অধিকতর সমাদর করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে সেই ব্যক্তিবিশেষের পদানত করা ব্রাহ্মধর্মের উদারতার সহিত সমঞ্জস নহে। এই প্রকার একদেশদর্শনের দোষে জনসমাজ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, তাহা মনুষ্যবিশেষের পন্থাবলম্বন করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ভক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার আবর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায়। খৃষ্টের পন্থাবলম্বীরা এই প্রকারে পরি-

চালিত হইয়া জগতের অপর সকল লোককে ধর্ম্ম শূন্য ও সত্য হইতে বঞ্চিত জ্ঞান করেন; মহম্মদীয়েরাও অপর সকল সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন এবং ধর্ম্মহীন বলিয়া নির্য্যাতন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই দ্বিবিধ দোষ হইতে রক্ষা করিয়া উদারতার পথে লইয়া যান। তিনি যেমন সকল সাধুকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দেন; সেইরূপ কোন সাধুবিশেষের পন্থানুগামী হইয়া অপরকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করেন। যাঁহারা এই উদার পথ অবলম্বন না করিয়া সাধু বিশেষকে সকলের পূজ্য ও আদর্শ স্বরূপ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাকে বিনাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, অন্যকে আপনার পথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে। ইহা যেমন একটী মহদ্গুণ, সেইরূপ অবস্থা বিশেষে ইহা একটা প্রধান দোষরূপে পরিণত হয়। যখন মনুষ্য উদারতাদ্বারা অনুচালিত হইয়া প্রীতির অনুরোধে অন্যকে স্বীয় পথাবলম্বী করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার সেই কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়। যে আমার প্রিয় তাহাকে আমার সকল প্রিয় সামগ্রীর অংশভোগী করিতে স্বভাবতঃই মনের অনুরাগ হয়। ইহা প্রেম ও উদারতার লক্ষণ। কিন্তু আর এক প্রকারে মনুষ্য অন্যকে স্বীয় পথানুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মনুষ্য বল, অত্যাচার, শাসন প্রভৃতি দ্বারা কখন কখন অন্যকে স্বরুচির অনুগামী করিবার চেষ্টা করে। ইহার মধ্যে প্রেম নাই, উদারতা নাই, কেবল স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, শাসন, নিয়ম এই সমস্ত প্রধান উপায়। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল এইরূপে গঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ ও বিবাদ। মনুষ্যের অসহিষ্ণুতার জন্য অনেক সময়ে সত্যও লোকের নিকট অনাদৃত হয় এবং সাধুব্যক্তিদিগেরও অবমাননা হইয়া থাকে। একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে হয়ত একটী সত্য অনায়াসে প্রচারিত হইতে পারিত, কিন্তু মনুষ্য কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিল না। আপনার ইচ্ছার বেগ সংবরণ করিতে পারিল না, খড়্গ ধারণ করিল, অমনি তাহার সত্যপ্রিয়তার প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হইল এবং তাহার বাক্যের প্রতি অনাস্থা জন্মিল। কেবল প্রেম দ্বারা লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারা যায়। একটুকু প্রেম ও উদারতার অভাব হইলে আর কাহার হৃদয় অধিকার করা যায় না। সেরূপ লোক সত্য প্রচার করিতে কখনই সামর্থবান্ হইতে পারে না।

কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারউপদেশ অবহেলা করিয়া তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রে "ব্রাহ্মের বিশ্বাসের" যে একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা গতবারে তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ তালিকা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেখকের বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যে তাঁহার নিজের মত ও ব্রাহ্মসমাজের মত দুইটী স্বতন্ত্র কথা। যখন তিনি ব্রাহ্ম মাত্রের বিশ্বাস বলিয়া কতকগুলি মূল মত প্রকাশ করিতেছেন, তখন যাহা ব্রাহ্ম সাধারণের মত, কেবল তাহাই তন্মধ্যে সন্নিবেশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার নিজের অথবা দুই চারি জন ব্রাহ্মের মতকে সাধারণের মত বলিয়া প্রচার করা গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম সাধারণের বিশ্বাস কি, তাহা অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত অনুসন্ধান না করিয়া যদৃচ্ছা একটী তালিকা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্ম সাধারণকে জনসমাজের নিকট দায়ী করা হয়। উক্ত প্রস্তাবলেখক যদি এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত মত কতকগুলি ব্রাহ্ম বিশ্বাস করেন, তাহা সমগ্র ব্রাহ্মের মত বলিয়া সাধারণে প্রচার করা গর্হিত কার্য্য নহে, তাহা হইলে তিনি ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব অবগত নহেন। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মগণ ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাঁহারা ঐ সমস্ত মত বিশ্বাস করেন তাঁহারাও বলিবেন যে, উহা ব্রাহ্মসাধারণের মত বলা সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। আমরা এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। উক্ত বিশ্বাসাবলীর সংখ্যা নিরূপণ কার্য্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে যে প্রকার অনুকরণ করা হইয়াছে তাহা হাস্যজনক। খৃষ্টধর্ম্মে ৩৯টী বিশ্বাস সূত্র আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মেও ঠিক সেই উনচত্বারিংশ সূত্র নির্ণীত হইয়াছে। অষ্টত্রিংশ নহে, চত্বারিংশ নহে, ঠিক উনচত্বারিংশ! যেন একটী ন্যূনাধিক্য হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষতি বা অগৌরব হইত! আমাদের পাঠক বর্গ জানেন উক্ত উনচত্বারিংশ সূত্রের মধ্যে এই তিনটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথা;—

"২০। আমি বিশ্বাস করি যিশু খৃষ্ট সকল সাধু ও ধর্ম্মশিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম"।

"২১। সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ফলোপধায়িতায় আমি বিশ্বাস করি, এবং বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের বিশেষ ফলোপধায়িতায় আমার বিশ্বাস আছে।"

"২৫। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অধিনায়ক ঈশ্বরাদিষ্ট হয়েন এবং তাঁহাদের সত্য শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আছে এবং প্রসিদ্ধ রূপে কেশবচন্দ্রসেনের এই রূপ শক্তি আছে, আমি বিশ্বাস করি।"

বোধ হয় কয়েকজন ব্রাহ্মভিন্ন আর কেহ এই সূত্র ত্রয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আমরা ব্রহ্মসাধারণের নামে প্রকাশ্যে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাসূচক মতত্রয়ের প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে এই মতত্রয় এ পর্য্যন্ত পরিগণিত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে যে সাধারণের এবম্প্রকার সাম্প্রদায়িক মত হইবে তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। অদ্যাপি আদেশবাদ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে মতদ্বৈধ রহিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষ কি পরিমাণে আদিষ্ট অথবা উদ্বুদ্ধ তাহা নির্ণয় করা এখনো সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মভাব লইয়া কোন ধর্ম্মের মূলসূত্র সকল প্রণয়ন করিলে, তাহা কখনই সাধারণের গ্রাহ্য

হইতে পারে না। অদ্য একজন বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়া থাকেন, কল্য আর একজন বলিবেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তদপেক্ষাও অধিক, এবং পরশ্ব অন্যতর ব্যক্তি বলিবেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকক্ষ আর কেহই নহেন। আমরা কি ইহা লইয়াই বৃথা তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপ করিব? এই সকল ধর্ম্মাত্মারা আমাদিগকে যে, অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ, গ্রহণ ও জীবনে প্রতিপালন করি এই পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ তাহা নির্ণয় করা আমাদের কার্য্য নহে, সে অধিকার ঈশ্বরেরই আছে। মনুষ্য অপরকে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইবেই হইবে। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তিনি অন্তর্যামী নহেন, তিনি যে বিচার করিবেন তাহা প্রকৃতি, জাতীয় ভাব, বাল্যসংস্কার, নিজের ধর্ম্মের বিশেষভাব প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি যে, প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বাস ও শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যে প্রকার গুরুর নিকট অনুশিষ্ঠ হইয়াছেন, যে প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার রুচি সেইরূপ হইয়াছে। যিনি বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ঈশা ও পলের পক্ষপাতী হইবেন; যিনি নিরবচ্ছিন্ন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি আর্য্য ঋষি-গণের পক্ষপাতী হইবেন। ব্রাহ্মসমাজেই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে সাধারণের পূজ্য বলিয়া প্রচার করা যে কিরূপ অনিষ্টাবহ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। ধর্ম্মের মূলসূত্রে এরূপ সত্য সকল সন্নিবেশ করা উচিত যাহাতে সাধারণের কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই।

ধর্ম্মের উন্নতি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাস্তবিক উন্নতি হইতেছে কি অধোগতি হইতেছে? মনুষ্য সমাজ অগ্রসর হইতেছে কি পশ্চাদ্ গমন করিতেছে? কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান সম্বন্ধে জগতের উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাস আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে মনুষ্যের অধোগতি হইতেছে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা এই যুক্তি অবলম্বন করেন যে, অধিকাংশ জাতিই আদিম অবস্থাকে পবিত্রতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে। সত্য যুগকে সকলেই ধর্ম্মের আভরণে বিভূষিত মনে করে। সত্যযুগে অধর্ম্ম ছিল না, মনুষ্যের সহিত দেবগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন, এবং মনুষ্যের পাপ নিবন্ধনই সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ জাতিরই এইরূপ বিশ্বাস। তাঁহারা আরও বলেন যে সমাজ বন্ধন সম্বন্ধেও এইরূপ। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় অধিবাসীর অল্পতা, পরস্পর ভয় এবং সার্ব্বজনিক দরিদ্রতা নিবন্ধন, সমাজ রক্ষার জন্য ন্যায়ের উপরই সমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, যখন ধন ও অধিবাসীর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং শিল্পচাতুর্য্য ও বলবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ভয়ের ভাব হ্রাস হইয়া আইসে, তখন তাহার সঙ্গে পাপের স্রোতও প্রবল হয়, লোকে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে, সমাজবন্ধন বিলুপ্ত হয় এবং অন্য কোন জাতি আসিয়া তাহাদিগকে পদানত করে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রবিনা, মনুষ্য হৃদয়ে স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম ভাব নিহিত আছে তাহা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয় না, তদ্দ্বারা মনুষ্য চিরদিন অগ্রসর হইতে পারে না।

প্রথম যুক্তিটী নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। সত্যযুগ সম্বন্ধে মনুষ্যের এই বিশ্বাস যে কল্পনা নহে কে বলিল? সে সময়ের কি কোন ইতিহাস আছে? সত্যযুগ বলিয়া যে মনুষ্য সমাজের একটী সময় ছিল, এবং সে সময়ে যে সকলে ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ ত ঐ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই; এবং সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রকেই যে অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বিশ্বাস না করে তাহার পক্ষে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে? সত্যযুগ সম্বন্ধে যে-কিছু মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হোমর ও বর্জ্জিল, বাল্মীকি ও ব্যাস, যে দেবতার সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই কি বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্বরূপে গৃহীত হইবে? তাঁহারাও কবি ছিলেন। কবিকল্পনার উপর জন শ্রুতি স্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাকে কখন সত্যের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং তাহার উপর কোন গভীর যুক্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় যুক্তিটী আপাততঃ শুনিতে সঙ্গত বোধ হয় বটে। সকল পুরাতন জাতিরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, কিছুদিন জাতীয় ধর্ম্মভাব প্রবল থাকে এবং তৎকালে সেই জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে লোকের মন শিথিল হইয়া আইসে; প্রথমে বিলাস প্রিয়তা, ক্রমে পাপ আসিয়া সমাজের মূলক্ষয় করিতে থাকে। এবং তখন সেই জাতির উন্নতি ও প্রতাপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অন্য অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল জাতি আসিয়া তাহাকে পদানত করে। গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল দেশ পুরাকালে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের ইতিহাস ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু এ স্থলে একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বিশেষ বিশেষ জাতির উন্নতি বা অধঃপতন দেখিয়া সমগ্র জগতের উন্নতি বা অধোগতির বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যেক জাতির উন্নতি কালে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব যতদূর প্রস্ফুটিত হইয়াছে, জগতকে সেই পরিমাণে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেই জাতি পাপের স্রোতে ভাসমান হইতে পারে, নরকে পতিত হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী তাহার নিকট হইতে যে ভাব লাভ করিয়াছে তাহা আর কেহ অপহরণ করিতে পারে না। পৃথিবী যে জ্ঞানের পথে উন্নত হইতেছে

তাহা কি ভাবে? পুরাতন জাতিদিগের সঞ্চিত জ্ঞান কি সেই উন্নতির পক্ষে সাহায্য করে নাই? সেই সকল জাতির পরবংশীয়েরা ত আবার অজ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে? কত অসভ্য জাতি ত অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে? তথাপি কে অস্বীকার করিবে যে মনুষ্য সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে? ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল সুসভ্য জাতির চেষ্টায় জ্ঞানালোকের বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছে, কালে যদি সেই সকল জাতি বিলুপ্ত বা হীনপ্রতাপ হইয়া যায়, এবং নূতন জাতি আসিয়া তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি করে তাহা হইলে কি বলিব না যে জন সমাজ জ্ঞানের পথে উন্নত হইতেছে? সেই রূপ যদি ও অনেক জাতি ধর্ম্মের উচ্চ সোপান হইতে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা তাহাদের বিকাশের অবস্থায় যে সকল উচ্চ ধর্ম্মভাব জগৎকে দিয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা যে সমগ্র জগতের ধর্ম্মভাব উন্নত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য লোকে পাপ বলিয়া মনেই করিত না, প্রত্যুত অনেক সময় ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, এখনকার উন্নত ধর্ম্মের জ্যোতিতে তাহার মধ্যে কত বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা কি উন্নতির লক্ষণ না অধোগতির লক্ষণ? ফলতঃ কুসংস্কারে হৃদয় নিতান্ত বিকৃত না হইলে কখনই কেহ বলিতে পারেন না যে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে জগতের অধোগতি হইতেছে। যে স্বাভাবিক নিয়মে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

ধর্ম্মবীর ইগ্নেসিয়স।

ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ মধ্যে কলিশিয়ম্ (Colesium) সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্য। শিল্প ও বিজ্ঞান মিলিয়া পুরাতন জগতে কি সাধিত কীর্ত্তি সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে চাও, তবে রোমের এম্ফিথিয়েটরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আইস। এমন বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্যের আদর্শ, শুনিয়াছি, জগতে আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের লিখিতবিবরণ পাঠ করিলেও মন বিস্ময় পূর্ণ হয়। কিন্তু কলিশিয়মের শিল্পের বিষয় বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অনেকেই অবগত আছেন যে এই কলিশিয়ম্ রোমিয়গণেরপ্রমোদভূমি ছিল; এবং ইহাতে যে সকল দৃশ্য রোমের অভ্যুন্নতির সময়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে অভিনীত হইত, তাহা স্মরণে আসিলেও শরীর কম্পিত হয় ও মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার ও ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়া হৃদয় রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়। এই কলিশিয়মে অসংখ্য দাস দাসী তাহাদের রোমীয় প্রভুদিগকে আমোদ প্রদান করিবার জন্য শৃঙ্খলমুক্ত সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুগণ দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। এই কলিশিয়মের মৃত্তিকা নর রক্ত দ্বারা কোন দিন দিবারাত্র রক্তিম থাকিত; এবং এই কলিশিয়মে প্রাথমিক খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অনেকানেক সংখ্যক ব্যক্তি আপনাদের জীবন অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই মহাত্মাগণের মধ্যে কতিপয় প্রধান বীরপুরুষের জীবনী তত্ত্ব-কৌমুদীর পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

মহর্ষি ঈশা যখন শেষবারে জেরুসলমে যাইতেছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণের মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে ঈশার কথিত স্বর্গরাজ্যে এবার তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী "স্বর্গরাজ্যে" প্রবেশ করিবেন বলিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন, যে কে কোন্ স্থান অধিকার করিতে পাইবেন তাই লইয়া তাঁহারা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঈশা সমুদায় অবগত হইয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নিকটস্থ একটী শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন I say unto you unless you be converted, and become as little children, you shall not enter into the Kingdom of hieaven. Whosoever therefore shall humbule himself as this little child, he is the greater in the Kingdom of heaven." তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে পর্য্যন্ত শিশুর মত না হইবে সে পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি যে পরিমাণ এই ক্ষুদ্র শিশুটীর মত আপনাকে নম্র করিতে পারিবে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারই তত উচ্চ আসন পাইবার অধিকার। এই ভাগ্যবান শিশুটীর নামই ইগ্নেশিয়স্।

সেণ্ট ইগ্নেশিয়সের শৈশব সময়ের কোনও বিবরণ আমরা জানি না। প্রথমতঃ এণ্টিয়ক্ নগরীর বিশপরূপে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেণ্টপিটার এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা; এবং তৎসময়ে সমস্ত রোম রাজ্য মধ্যে এণ্টিয়কের মণ্ডলীই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। পিটার রোম নগরীতে আগমন করিলে পর সেণ্ট ইভোদিয়স্ এণ্টিয়কে তাঁহার স্থানে বরিত হন এবং তাঁহার পরেই ইগ্নেশিয়স্ এই পদ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে ট্রেজান রোম রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি দাসিয়েনের রাজা দেসিবিলাসকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ সমগ্র ভূভাগ আপনার করতলে আনয়ন করেন। পর বৎসর জিত দাসিয়ানগণের সহায়কারী পার্থিয়েন ও আর্ম্মিনিয়ান গণের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন; এবং এণ্টিয়ক নগরে পদার্পণ করিয়া, তাঁহার দেবদেবীর সমক্ষে যাহারা বলি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে তাহাদের সকলের প্রতি বিষম দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। ইগ্নেশিয়স্ তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন ও জলন্ত উৎসাহগুণে খৃষ্ট প্রচারিত সত্যের প্রতি এণ্টিয়কবাসীগণের এত আস্থা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, শত শত নরনারী আসিয়া তাঁহার মণ্ডলীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয়

সম্প্রদায়ের এই উন্নতি দেখিয়া পৌত্তলিকগণের চক্ষে কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল; এবং তাঁহাদের প্ররোচনায় ট্রজান ইগ্নেশিয়সকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইগ্নেশিয়াস্ ইচ্ছা করিলে সেখানে তখন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, এবং তাহাতেই তিনি সম্রাটের আজ্ঞা অবনত মস্তকে বহন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়া, আপনাকে অবাধে সম্রাটের সেনাগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইগ্নেশিয়াস্ তখনই সম্রাট্ সমক্ষে নীত হইলেন এবং তিনি এণ্টিয়ক নগর হইতে দেবদেবীর উপাসনা তুলিয়া দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন" এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। ট্রেজান গর্ব্বিতস্বরে সেই বৃদ্ধ অথচ নির্ভীক বিশপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "রে দুরাচার! কে তুই, যে এত স্পর্দ্ধার সহিত কেবল আমাদের আদেশ অবহেলা করিস এমন নহে, অপরকেও আমাদিগের আজ্ঞা অবমাননা করিবার জন্য প্রণোদিত করিতেছিস্?" বিশপ ধীরভাবে উত্তর করিলেন। "আমি দুরাচার নই। দুরাচারেরা নরকে যাইবে; খৃষ্টিয়ানদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমার ঈশ্বরকে আমি যতক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, ততক্ষণ আপনি আমাকে দুরাচার বলিয়া আহ্বান করিতে পারেন না। আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহার সেবকের দৃষ্টিতেও নারকীয় প্রেতগণ কম্পিত কলেবর হয়। আমার হৃদয়ে যিশু খৃষ্ট বাস করিতেছেন; তিনি এক মাত্র স্বর্গীয় প্রভু, এবং সমস্ত বিশ্ব সংসারের রাজা; তাঁহার দয়া আমার মস্তকোপরি থাকিলে আমি শয়তানের সমুদায় ক্ষমতা পদদলিত করিতে সমর্থ হই।"

সম্রাট বলিলেন—"কে সে, যে আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পারে?"

বিশপ উত্তর করিলেন—"যে ঈশাতে বিশ্বাস স্থাপন করে ও বিশ্বস্তভাবে তাঁহার কার্য্য করে।"

সম্রাট্—"তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না যে আমরাও আমাদের অমর দেবগণকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকে? তুমি কি দেখনা যে তাঁহারা আমাদিগকে কত সহায়তা করেন এবং তাঁহাদের সহায়তা বলে আমরা আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি?" ইগ্নেশিয়স্ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেনঃ—"আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। আপনারা যাঁহাদিগকে দেবতা বলিতেছেন, তাঁহারা নরকের সয়তান। প্রকৃত ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ং।" তিনিই এই আকাশ মণ্ডল, এই পৃথিবী ও এই সাগরের এবং যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ের স্রষ্টা। যিশুখৃষ্ট তাঁহার একমাত্র সন্তান এবং তাঁহাকেই আমি বিনীতভাবে ভজনা করি।"

সম্রাট্—"এই খৃষ্ট কে?—যাঁহার নাম তুমি এই মাত্র উচ্চারণ করিলে তিনি কি সেই খৃষ্ট যিনি পাইলেট কর্ত্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হন?"

বিশপ—"আমি তাঁহারই কথা কহিতেছিলাম।"

"তবে কি তুমি এই ক্রুশহত ঈশাকে তোমার হৃদয়ে ধারণা কর?"—সম্রাট্ ঈষদ্ উপহাস করিয়া এই কথা বলিলেন।

বিশপ এই প্রশ্নের অনুকূল উত্তর প্রদান করিলেন। সম্রাট্ কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া ইগ্নেশিয়সকে বন্দী করিয়া রোম নগরে লইয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমস্তপথ মানসিক সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া ইগ্নেশিয়স ১০৭ খৃঃ অব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে রোমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বহু দিনের সাধ ছিল যে পৃথিবীর অধীশ্বরী রোম নগরী দর্শন করিয়া নয়নযুগল তৃপ্ত করিবেন। আজ তাঁহার সেই আশা মিটিল। কিন্তু রোম দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল না। এই সমগ্র পৃথিবীর সুবিখ্যাত রাজধানীর চরম অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি রোমের জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মনোহর প্রার্থনার শেষ অক্ষর উচ্চরিত হইতে না হইতেই সেনাগণ তাঁহাকে লইয়া কলিশিয়মে উপস্থিত হইল।

কলিশিয়মে সেই সময়ে গ্লেডিয়েটরদিগের খেলা হইতেছিল। কলিশিয়ম লোকে লোকারণ্যময় হইয়াছে। লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইয়া, নর রক্তে আপনাদের চক্ষুর পিপাসা মিটাইতেছে। এক একটী করিয়া গ্লেডিয়েটার হত হইতেছে আর সেই লক্ষাধিক প্রাণীর সমবেত স্বরে রোমের গগন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত দর্শকবৃন্দ রক্তপান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এবং একটী দাস বিনষ্ট হইলেই "সকলে ইহার পর কে আসিবে"—এই চীৎকার করিতেছে। একটী হতভাগা বিনষ্ট হইল, সমস্ত দর্শক শ্রেণী একস্বরে, ভীষণ, উন্মাদ-সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল; এমন সময়ে ইগ্নেশিয়াস্ সেখানে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ চক্ষু যুগপৎ পূর্ব্বদ্বারের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং এক দল সেনা একটী শীর্ণকায় বৃদ্ধকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আনিতেছে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে আসিয়া ইগ্নেশিয়স দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিনিধি তাঁহার গম্ভীর মুখশ্রী, শুক্ল কেশরাশি, জীর্ণ হস্তপদ দেখিয়া কোমলভাবে বলিলেন "আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে তুমি এত উপবাস ও পথকষ্ট সহ্য করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে। এখন অন্ততঃ আমাদের দেবদেবীর সমক্ষে বলিদান করিতে স্বীকৃত হও এবং তোমাকে এই ভীষণ ও আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে ও আমাকে তোমার প্রাণনাশ করিবার কঠোর কর্ত্তব্যসাধন হইতে রক্ষা কর। ইগ্নেশিয়াস্ প্রশান্তভাবে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে বলিলেন, "তোমার মিষ্ট বাক্য দ্বারা তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে ও আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু জানিও যে এই অনিত্য জীবনের প্রতি আমার কোন মমতা নাই। আমি ইশার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। আমি কেবল তাঁহার জন্যই জীবন

ধারণা করি এবং আমার আত্মা তাঁহার নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়াছে। সমুদায় যন্ত্রণাকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি এবং তোমার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে আমি পদাঘাত করি।” এই সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া প্রতিনিধি আর আপনার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অমনি কর্ম্মচারীগণকে আজ্ঞা করিলেন “ইহার হস্ত পদ বন্ধন কর ও দুইটা সিংহকে ইহার উপর ছাড়িয়া দাও।” প্রণয়পাত্রের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কাহার না প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। যে ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসে তাঁহার মন কি ঈশ্বরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার সময় বিষাদ মেঘে আবৃত হইতে পারে? ইগ্নেশিয়সের অধরে হাস্য বিকশিত হইল। সহাস্য মুখে তিনি আপনার প্রাণ মন সমুদায় ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া গম্ভীরভাবে আপনার ভাগ্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুইটী গর্ত্তের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল এবং দুইটী ভীষণ সিংহ ময়দানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সহসা সমস্ত কলিশিয়মে প্রশান্ততা ও গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হইল। লক্ষাধিক প্রাণীর শ্বাস শব্দে যে স্থান মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কোলাহলময় ছিল, এখন সেখানে একটী সামান্য ক্ষুদ্র সূচী পতনের শব্দ পর্য্যন্তও শুনা যাইতে পারে। সেই লক্ষ প্রাণীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সকলে অনিমেষ লোচনে কলিশিয়মের মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ ভূমির প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেই বৃদ্ধ বিশপের ভাগ্যফল প্রতীক্ষা করিতেছে। সিংহদ্বয় গর্জ্জন পূর্ব্বক অগ্রসর হইল। এক মুহূর্ত্তে ইগ্নেশিয়সের আত্মা এই দুঃখ যন্ত্রণাময় পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তাঁহার দেহ ক্ষুধিত জন্তুদ্বয়ের উদরস্থ হইল—ধর্ম্মের এই বিশ্বাসী ভৃত্যের রক্তে প্রাঙ্গণ ভূমি অনুরঞ্জিত হইল। নৃশংস রোমিয়গণের চক্ষু পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু তাহারা জানিতে পারিল না যে এই ধর্ম্মবীরের প্রত্যেক রক্ত বিন্দু হইতে শত শত খৃষ্টিয়ান জন্ম গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাদের প্রতাপে রোমের চির আদৃত এপলো, ভিনাস প্রভৃতি দেবতাগণ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবেন।

কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ।

চারি পাঁচ বৎসর গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁহার অনেকবন্ধু কলিকাতা নগরে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের কতকগুলি দূষনীয় মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বসাধারণের নিকট সে সকল কথা নূতন; সুতরাং লোকে শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের কথার যাথার্থ্যের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সংশয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে দূষিত কুসংস্কার সকলের স্থান পাওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কথার মূলে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহারা অধিক করিয়া বলিয়াছেন। এ প্রকার সংশয়ের একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, শিবনাথ বাবু ও তাঁহার বন্ধু, কেশব বাবুদিগের যে সকল দূষনীয় মতের কথা বলিয়াছিলেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের সাক্ষ্য ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরদিগের নিজের লেখা হইতে তাঁহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ থাকিত না। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সে সংশয় দূর হইতে আরম্ভ হইল। কেশব বাবু প্রভৃতি নিজেই আপনাদের কুসংস্কারমূলক মত সকল প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। একেবারে সকল কথা বলা হইল না। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে প্রকাশ হইতে লাগিল। কখন স্পষ্ট করিয়া, কখন রূপক-দ্বারা অস্পষ্ট ভাবে, সাবধানে প্রকাশ করা হইতে লাগিল। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কেশব বাবুকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, “আমার এমন অনেক মত আছে যাহা অদ্যাবধি তোমাদিগকে বলি নাই। এখন বলিলে গ্রহণ করিতে পারিবে না। উপযুক্ত সময়ে বলিব।” কেশব বাবু তাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার মত বাহির করিতে লাগিলেন; এবং নিজের বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে মত সকলকে বর্দ্ধিত ও অনুরঞ্জিত করিতেও লাগিলেন। একদিন কেশব বাবু বলিলেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা সকল স্থানে বলিতে পারি না। যাহা প্রচারক কয়েক জনের নিকট বলিতে পারি তাহা হয়তো সঙ্গত সভায় বলিতে পারি না। আবার যাহা সঙ্গত সভায় বলিতে পারি, তাহা ব্রহ্মমন্দিরে বলিতে পারি না। আবার যাহা ব্রহ্মমন্দিরে বলিতে পারি, তাহা হয় তো টাউনহলের বক্তৃতায় বলিতে পারি না।” কেশব বাবু অল্পে অল্পে তাঁহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও সেই সকল ক্রমে ক্রমে প্রচার করিতে ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রে লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনায় তাঁহাদের জঘন্য দূষিত মত সকল সর্ব্বসাধারনের নিকট যে প্রকার প্রকাশ হইয়া পড়িল, এমন পূর্ব্বে কখন হয় নাই। সে ঘটনাটি কুচবিহারবিবাহ। বিশেষ বিধান, আদেশ, মহৎলোক প্রভৃতি মতের কথা তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলেন সত্য; কিন্তু পূর্ব্বে সকলে সে সকল মতের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। যাহা গোপনে অন্ধকারে ছিল, তাহা উজ্জ্বল দিবালোকে প্রকাশিত হইল। জগতের লোক দেখিয়া অবাক্ রহিল। কেশব বাবু ব্রহ্মমন্দিরের বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন যে, ঈশ্বর বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার হস্তে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বে, মধ্যবর্ত্তিতা সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ প্রকটিত হইল। রবিবাসরীয় মিরার স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, এদেশে কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বিশেষরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্যের বিশেষ ভার তাঁহাদেরই হস্তে, আর কাহারও হস্তে ইহা নাই। রবিবাসরীয় মিরার সুস্পষ্টরূপে বলিলেন যে, যাহাদিগকে

ভগবান্ বিশেষরূপে নিযুক্ত করেন নাই, তাঁহাদের এখানে আসিবার অধিকার নাই; "No admittance." লিখিয়া তাঁহারা অন্যলোকের আসিবার পথ বন্ধ করিয়াদিলেন।

টাউনহলে কেশব বাবু তাঁহার চিরঅবলম্বিত লুকোচুরি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নহেন। কেন না তাঁহার পাপ আছে। কিন্তু তিনি ভগবানের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন তিনি কিছুই করেন না, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিলেন এই, যে তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নহেন, অথচ তিনি সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ। সকল কথাই প্রকাশ হইয়া গেল।

যখন প্রথম সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবুদিগকে ছাড়িয়া নূতন একটি দল করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে মত ভেদ এত অধিক নাই যে, স্বতন্ত্র হইয়া একটি নূতন দল করা আবশ্যক হইতে পারে। তখন অনেকে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথা বলিবার দিন নাই। কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। অনেক প্রভেদ সত্বেও তাঁহাদের সঙ্গে আমাদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এখন তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" বলিয়া তাঁহাদের এক খানি নূতন ত্রৈমাসিক পত্রে তাঁহারা যে প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে আর আমরা মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা ও আমরা একধর্ম্মাবলম্বী। এত দিনের পর আমাদের জ্ঞাতিত্বপর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

মানুষ আপনার দুষ্কার্য্য সকল গোপন করিয়া রাখে। দেখা যায় যে, যদি তাহার মধ্যে দুই একটি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে অনেকসময় লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সকল কথাই বলিয়া ফেলে। কেশব বাবুরা কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণের নিকট লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়া ভাবিলেন আর লুকাচুরি করিয়া কাজ কি, এখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেও। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সব কথাই যে প্রকাশ হইয়াছে, এমন নহে। তাঁহারা যাহা পারেন নাই, তাহা বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে।

এখন যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে ব্রাহ্মসাধারণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের কর্ত্তব্য কি? আমরা পূর্ব্ববারেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মসমাজ সকল স্পষ্ট করিয়া জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করুন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কেশব বাবুদের ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে। যিনি মনে করেন যে, ভগবান্ বাছিয়া বাছিয়া কয়েক জন লোকের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দিয়াছেন; অপর কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, যিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কেশব বাবুর স্কন্ধে ভারতের ভার অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং অবনত মস্তকে তাঁহার অনুসরণ না করিলে পরিত্রাণ নাই; যিনি মনে করেন, যে কোন বিবাহ বাল্য-বিবাহ ও পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত হইলেও, যদি কেশব বাবু বলেন যে তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট তবে অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; যিনি মনে করেন যে যিশু খ্রীষ্টকে সর্ব্ব প্রধান গুরু বলিয়া স্বীকার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী অঙ্গ; যিনি মনে করেন যে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কগণের মধ্যে কেশব বাবুকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যাদিষ্ট ও উন্নত বলিয়া বিশ্বাস করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশ্বাস, আমরা তাঁহাকে কিছু বলিতেছি না। এখন আমরা ব্রাহ্মদিগকে বলিতেছি। সময়ে সময়ে মুসলমান খ্রিষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অনেক কথা বলা আবশ্যক হইবে; সুতরাং কেশব বাবুর শিষ্যগণকেও সময়ে সময়ে কোন কোন কথা বলিতে হইবে। কিন্তু এখন আমরা ব্রাহ্মদিগকেই বলিতেছি। ব্রাহ্মগণ এখন স্পষ্টাক্ষরে জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করুন যে, কেহ যেন কেশব বাবুদের প্রচারিত মতকে,— ধর্ম্মতত্ত্ব ও মিররের কথাকে তাঁহাদের কথা বলিয়া গ্রহণ না করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক পদার্থ, কেশব বাবুর ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অব্যবহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিনাশ করিয়া ফেলেন, কেমন করিয়া আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব, বুঝিতে পারি না। কেশব বাবু পূর্ব্বে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সত্য; এখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে আর ব্রাহ্ম বলিতে পারি না। তিনি মহা পুরুষ হইতে পারেন, প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ব্রাহ্ম নহেন। কেশব বাবু সম্বন্ধে এ সকল কথা বলিতে আমাদের যার পর নাই ক্লেশ হয়। কিন্তু কি করিব, সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে। কেহ যেন এমন মনে না করেন যে কেশব বাবুর অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হইবে। যিনি চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই চিরদিন সত্যকে ধারণ করিয়া আছেন। শত সহস্র কেশব বাবুর পতনে লেশমাত্র সত্যের হানি হইবে না।

এক্ষণে যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বীরের ন্যায় প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্যসাধন করুন। তাঁহাদের দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইবে। ভয় নাই, ভাবনা নাই।

সংবাদসার।

যে সকল ব্যক্তি নাটকাভিনয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, নানা কারণে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাহাদের অধোগতি হইবার সম্ভাবনা; এবং তাহা হইয়াও থাকে। আমাদের দেশে দিন দিন নাটকাভিনয় প্রবল হইতেছে। উহাতে যে, কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না আমরা এ প্রকার বলিতে পারি না। কিন্তু একটুকু উপকারের সঙ্গে যে অনেক অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে বিলাতের অবস্থা কতক

পরিমাণে এখানকার অনুরূপ। তথায় উক্তরূপ অনিষ্ট নিবারণ জন্য সম্প্রতি একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল পাদ্রি সাহেবেরা মনে করেন যে, নাটকাভিনয় দ্বারা জনসমাজের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, তাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ জন ধর্ম্মযাজক ও কয়েক জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী এ সভায় যোগ দিয়াছেন। সভার বাৎসরিক চাঁদা এক সিলিং অর্থাৎ আট আনা মাত্র। আমাদের দেশে এইরূপ কি ইহার অনুরূপ কোন সভা কি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না?

আমরা এক খানি বিলাতিপত্রে পাঠ করিলাম যে, তথাকার জনৈক পাদ্রি রেভেরেণ্ড সামুয়েল মার্টিন সাহেব এক দিন তাঁহার উপাসনালয়ে এই উপদেশ দিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারেন। এই উপদেশের পর একটী স্ত্রীলোক মার্টিন সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা; যার পর নাই সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহে অর্দ্ধ ক্রাউন (পাঁচ সিকা) আমার সম্বল; এবং আমার বয়স ষাট বৎসর হইয়াছে। আমার দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে?" কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া মার্টিন সাহেব তৎক্ষণাৎ হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কৃপা করিয়া এমন সদ্বুদ্ধি দান করুন যে, সে বৃদ্ধা বুঝিতে পারেন, যে কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সক্ষম হইবেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মার্টিন সাহেবের সহিত সেই বৃদ্ধা নারীর পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা আনন্দের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয় আমি কিছু কাজ পাইয়াছি। একটি অনাথ দরিদ্র বালক পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এসংসারে তাহাকে যত্ন করিবার কেহই ছিল না। আমি তাহাকে আমার ঘরে আনিয়াছি ও আমার রন্ধনশালায় খড় বিছাইয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলাম।" এই বালকটি বৃদ্ধার যত্নে পালিত হইয়া মানুষের মত হইল। ক্রমে তাহার একটি কর্ম্ম যুটিল। বৃদ্ধা মাতার ন্যায় তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন ও তাহার সকল প্রকার কার্য্য করিতেন। বালক তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। বৃদ্ধা আর একটি অনাথ বালককে ঘরে আনিয়া সেই রূপ মানুষ করিয়া তুলিলেন। ক্রমে একটি তৃতীয় বালকও জুটিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে তিনটি বালকই সৎ স্বভাবান্বিত যুবক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বৃদ্ধা মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে সমাহিত করিতে লইয়া গেলেন। মার্টিন সাহেব সমাধি স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সময়োচিত উপাসনা করিলেন। তিনটি যুবা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সেই বৃদ্ধা নারী প্রকৃত মাতার ন্যায়ই তাঁহাদের উপকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদিগকে চিরকাল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত; অথবা তদপেক্ষা জঘন্যতর অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইত।

যে রমণীর কথা বলা হইল তিনি লিখিতে পড়িতে প্রায় কিছুই জানিতেন না। জরা জীর্ণ শরীর, ও দরিদ্রতার কশাঘাতে সর্ব্বদা প্রপীড়িত ছিলেন; অথচ তিনি যে প্রকার মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কে বলিতে পারেন যে, আমার অবস্থা এত হীন যে, আমি ইহ সংসারের হিতসাধন জন্য কিছুই করিতে পারি না? "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভার অধিবেশন।

বিগত ২৯শে জুন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ অপরাহ্ণ সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্ব সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইলে, উপাসনা মন্দির সম্বন্ধীয় ট্রষ্ট ডিডের বিষয়ে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যে সকল মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন সহকারী সম্পাদক তাহা সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
" রামধন মজুমদার,
" কৈলাসচন্দ্র সেন,
" উমেশচন্দ্র সেন,
সরদার দয়াল সিং
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,
বাবু শশধর ভাদুড়ী,
" কেদার নাথ কুলভী,
" চন্দ্রশেখর ঘোষাল,
" রামচন্দ্র ঘোষ,

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ট্রষ্ট ডিডের পাণ্ডুলিপি ও তৎসঙ্গে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখনো অনেকগুলি পত্র পাইবার প্রত্যাশা থাকাতে, উক্ত বিষয়ের বিচার আপাততঃ রহিত থাকে।

সহকারী সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, বাবু পদ্মহাস গোস্বামীর মৃত্যু হওয়াতে অধ্যক্ষ সভায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বর্ত্তমান সভাদ্বারা মোহিনী বাবুর নিয়োগ দৃঢ়ীকৃত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায় চৌধুরির পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ট্রষ্ট ডিডের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষায় ট্রষ্ট ডিডের তাৎপর্য্য "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রে প্রকাশ করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু কুকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা, শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বিশ্বাসের স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র পঠিত হইল। উহাতে এই প্রকার লিখিতছিল যে, দরিদ্র এবং অনাথ ব্রাহ্মপরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য, ব্রাহ্মপরিবারদিগের সাহায্যকারী কমিটি (Brahma Family Relief Fund Committe) নামে একটী কমিটি সংস্থাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রস্তাব করিলেন যে এই প্রস্তাবটী সভা গ্রাহ্য করেন, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা উহার পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই প্রস্তাবমত কার্য্য হইলে, ব্রাহ্মগণ পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতা সত্বেও বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। দ্বারকাবাবুর মতে ব্রাহ্মগণ নিয়মিতরূপে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া যদি একটি প্রভিডেণ্ট ফণ্ড (Provident Fund) করিতে পারেন; তাহাতে প্রস্তাবিত উপায় অপেক্ষা অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড করিলে দুস্থ পরিবারদিগের সাহায্য হইবে, অথচ আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিস পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ব্যস্ত, সুতরাং দুস্থ পরিবারদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য একটি কমিটি হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের বিচার আপাততঃ রহিত থাকে। পণ্ডিত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন যে, এখনই কোন কোন অনাথ ব্রাহ্মপরিবারকে সাহায্য দানের অবশ্যকতা রহিয়াছে, সুতরাং এ প্রস্তাবটি এখন রহিত করা বিধেয় নহে। সকলে বিবেচনা করিলেন যে, সে সাহায্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপাততঃ এত বড় গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সন্ধ্যা প্রায় সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীআনন্দমোহন বসু,
সভাপতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

বিজ্ঞাপন অনুসারে বিগত ২৯এ জুন ১৮৭৯, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে এই সভার অধিবেশন হয়। নিম্ন লিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতি।
" " শিবচন্দ্র দেব, সম্পাদক,
" " দুর্গামোহন দাস,
" " গুরুচরণ মহলানবীস,
" " কালীশঙ্কর সুকুল,
" " উমেশচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক,
" " রজনীকান্ত নিয়োগী,
" " ভগবানচন্দ্র বসু,
" " চণ্ডীচরণ সেন,
" " ফণীন্দ্রমোহন বসু,
" " গণেশচন্দ্র ঘোষ,
" " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
" " হরকুমার রায়,
" " উমেশচন্দ্র বসু,
" " ভুবনমোহন দাস।

একটী সংক্ষেপ প্রার্থনার পর পূর্ব্ব সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপর সহকারী সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ সভার বিগত তিন মাসের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। উক্ত কার্য্যবিবরণ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, যে কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল তাহা গ্রাহ্য হয় এবং তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা অডিটারদিগের দ্বারা উপযুক্তরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবীসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত দাস গুপ্ত,
" " অম্বিকাচরণ সেন গুপ্ত,
" " নবকুমার সমাদ্দার,
" " শশীকুমার বসু,
" " অশ্বিনীকুমার গুহ,
" " রোহিণীকুমার গুহ,
" " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী,
,, ,, দ্বারকানাথ সরকার,
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু,
,, ,, তারণচন্দ্র সরকার,
,, ,, গুরুগোবিন্দ পাটাদার,
,, ,, হরিনাথ দাস,
,, ,, মনর্জা বুচিয়া পান্টালু,
,, ,, হলধর মল্লিক,
,, ,, রজনীকান্ত মল্লিক,
,, ,, রামধন মজুমদার,
,, ,, কেদারনাথ জোয়ারদার,
,, ,, হরিচরণ মজুমদার,
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র সান্ন্যা,
,, ,, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হরিপদ বসু,
,, ,, প্যারীলাল অধিকারী,
,, ,, তারিণীচরণ সান্যাল,
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী,
,, ,, গোপালচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হেমচন্দ্র
,, ,, বর্দেশ্বর সান্যাল,
,, ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, ,, মুকুন্দনাথ বসু,
,, ,, হরিচরণ সেন,
,, ,, দুর্গানন্দ সেন,
,, ,, মধুসূদন পাইন,
,, ,, মোহিনীমোহন বসু,
,, ,, শশীভূষণ বসু,
,, ,, লালনচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হীরালাল বসু।

শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত মহাশয়গণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীকান্ত রায়চৌধুরী,
,, ,, জগদীশচন্দ্র বসু,

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার পোষকতা করিলেন যে, মতসংগ্রহ জন্য সভ্যগণকে জ্ঞাপন করা হয় নাই বলিয়া, প্রচারকদিগের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপির বিচার অদ্যকার সভায় রহিত থাকে। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু বলিলেন যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিচার হইবে বলিয়া সংবাদ পত্রে তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দিয়া এখন অনায়াসে বলিলেন যে, তাঁহারা নিয়ম-প্রণয়ন জন্য সবকমিটীর নিকট হইতে উহা এখনও প্রাপ্ত হন নাই। এই দোষের জন্য, বর্ত্তমান সভা হইতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে দোষী স্থির করা হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ফণীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। অনেকতর্ক বিতর্কের পর সভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যান্য সভ্যগণ কোন দিকেই মত প্রকাশ করিলেন না। তখন পূর্ব্বকার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মহাস গোস্বামীর স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসুকে অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করা হয়।

ইহার পর শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা, ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বিশ্বাসের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র, সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। উহাতে এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, অনাথ দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সাহায্যের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হউক। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত পত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়।

সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরীর লিখিত একখানি পত্র পাঠ করিলেন। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, অথচ যাঁহাদের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই। প্রসন্নবাবু এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল মত সকল প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা উহা স্বাক্ষর করিয়া একসপ্তাহ মধ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন; এবং তাঁহাদের সেই সকল মতে বিশ্বাস থাকিলে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে বার্ষিক বা মাসিক চাঁদা দিলে সভ্য থাকিতে পারিবেন।

সভার মতে উক্ত প্রস্তাব অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল; কেন না সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মেই ইহা রহিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ইহার সভ্যদিগের বিশ্বাস ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে এবং আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহাদের নাম সভ্যশ্রেণী হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ভূমির পরিমাণ এবং অর্থের অবস্থানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের পরিমাণ ও আকার নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা এবং উক্ত মন্দির নির্ম্মাণজন্য অর্থব্যয় সম্বন্ধীয় সকল ক্ষমতা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে দেওয়া হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীআনন্দমোহন বসু—সভাপতি।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী অদ্যাবধি পঞ্জাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সকলে উপাসনার কার্য্য করা ভিন্ন, তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলায় কয়েকটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণজন্য অর্থ সংগ্রহ বিষয়েও তিনি কৃতকার্য্য হইতেছেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু মহাশয়কে, সাধারণব্রাহ্মসমাজ মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যের সমুদায় ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রষ্টডিডের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ পরামর্শ দান করিয়াছেন বলিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।
" " ক্ষীরদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, (পুরী)
" " শরৎচন্দ্র মজুমদার (নওগাঁ)
" " দ্বারকানাথ বসু।
" " রামচন্দ্র ঘোষ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আশা করেন যে, আর যে সকল মহাশয়ের নিকট উক্ত ট্রষ্টডীডের পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই বৃত্তান্ত গুলির প্রত্যেকটির নীচে লেখকের নাম থাকা উচিত ছিল। ভুল ক্রমে তাহা হয় নাই। না হওয়াতে কেহ কেহ বৃত্তান্তগুলির যথার্থ্য পক্ষে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম।

আগরা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষাল।
বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ, " " রমানাথ দাস।
বেরিলি, " " কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বহরমপুর, " " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ, " " যশবন্ত পুরুষোত্তম মনরিকর
দারজিলিং, " " ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।
ডেরাডুন, " " গোপালচন্দ্র সরকার।
ফরিদপুর, " " শশীভূষণ।
গৌহাটি, " " হৃদয়নাথ দাস।
হাজারিবাগ, " " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
জলপাইগুড়ি, " " নবীনচন্দ্র ঘোষ।
জামালপুর, " " আশুতোষ বসু
মতিহারী, " " রামলাল দত্ত।
বেহার (মুঙ্গের) ব্রাহ্মসমাজ, " " নবকুমার রায়।
মুলতান, " " লালা রলারাম।
নওগাঁ, " " পদ্মহাঁস গোস্বামী।
পাবনা, " " দ্বারকানাথ রায়।
পঞ্জাব (লাহোর) " " বেণীপ্রসাদ।
রামপুর হাট, " " যদুনাথ রায়
রাঁচি, " " ভি, কে, অথ্যায়েত।
সিলং, " " অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
উৎকল, " " যদুমণি ঘোষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯ এ জুন রবিবার অপরাহ্ন ৩ টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে এই সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেনঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন
" " উপেন্দ্রচন্দ্র বসু " " হরকুমার রায়চৌধুরী
" " ফণীন্দ্রমোহন বসু " " গণেশচন্দ্র ঘোষ
" " দুর্গামোহন দাস " " শিবচন্দ্র দেব
" " আনন্দমোহন বসু " " রজনীকান্ত নিয়োগী
" " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় " কালীশঙ্কর সুকুল
" " গুরুচরণ মহলানবিশ " " উমেশচন্দ্র দত্ত

ঈশ্বরের নিকট একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। তৎপরে সম্পাদক কর্ত্তৃক গত সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত তিন মাসের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে, বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল, যে পঠিত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়।

নববর্ষোপলক্ষে রচিত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

মন সাধে আজি নাথ, পূজব তবচরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপাগুণে॥
"জীবন প্রবাহ হায়, কাল সিন্ধু পানে ধায়,"
তব পদ তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে॥
দূর হরে চিন্তা ভয়, দূর হরে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে॥

প্রেরিত।

শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা, বৈকালে নগর কীর্ত্তন ও দরিদ্রদিগকে চাউল, পয়সাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ চন্দ্র

ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, তাঁহার জীবন্ত উপদেশও বক্তৃতাতে সকলে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

শিলাইদহের অতি সন্নিকটস্থ খুরশেদপুর গ্রামের বালকেরা বিগত পাঁচ বৎসর হইতে বাল্য ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছে। শিলাইদহের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব দেখিয়া বালকেরা প্রথমে ঐ আয়োজন করে—বৎসরের মধ্যে অন্য কোন দিনে ঐ সমাজের অধিবেশন হয় না—কেবল ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ সমাজের উৎসবের পরে ২।৩ দিনের মধ্যে ১ দিন অধিবেশন ও উৎসব হইয়া থাকে। বালকদের অনুষ্ঠানটী বড় আশাজনক; উঁহাদের উৎসাহ ও যত্ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী এই সমাজের সম্পাদক। সুরেন্দ্র শিক্ষিত, জ্ঞানবান্ এবং ইঁহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা দেখা যাইতেছে। এবার শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৯এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে উপস্থিত থাকিয়া উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং নীতিগর্ভ উপদেশে বালকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। বালকেরা ঐ ১৯ এ তারিখে বৈকালে নগর কীর্ত্তন করিয়াছিল এবং পর দিবসে দুঃখীদিগকে চাউল পয়সা বিতরণ করিয়াছিল। উঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া আশার উদয় হয়। জগদীশ্বর উঁহাদের ধর্ম্মজীবন বিধিমতে গঠন করুন।

একান্ত বশম্বদ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজসংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

ব্রাহ্ম গ্রাজুয়েট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মের প্রয়োজন। বেতন ৬০ টাকা। তাঁহাকে বাঙ্গালোরে কয়েকটী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও ৩ টী সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। প্রার্থীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান করিলে অপরাপর বিষয় জানিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴১০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	৷৷০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রকরণ সংগ্রহ ...	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷৷০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	১৲	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. July 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১ লা ভাদ্র, শনিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের থিয়িষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজে যে চারিটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটীতে প্রায় একই লোক ছিল। ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নের জনৈক পত্রপ্রেরক এই কথাটীর অসত্যতা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নরপূজা লইয়া যে প্রথম আন্দোলন হয়, বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার প্রবর্ত্তক। ইঁহারা চতুর্থ বা বিবাহের আন্দোলনভিন্ন আর কোনটীতেই যোগ দেন নাই। প্রত্যুত বিজয় বাবু দ্বিতীয় অর্থাৎ কতক্গুলি ব্রাহ্মিকার জন্য যবনিকার বহির্ভাগে আসন নির্দ্দেশের আন্দোলন এবং তৃতীয় অর্থাৎ ভারতাশ্রমসম্বন্ধীয় লাইবেল মোকর্দ্দমার আন্দোলনে কেশব বাবুর প্রকজন প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন। যদুবাবু দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন; তথাচ সত্যবাদী রিভিউ সম্পাদক বলিয়াছেন, যে কেশব বাবু ও তদনুবর্ত্তী প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে, যে কোন আন্দোলন উঠিয়াছে, তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহাতেই যোগ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, দুর্গামোহন দাস, ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান। ইহার মধ্যে কাস্তগিরী মহাশয় অন্য কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না, দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ বাবু প্রথম ও তৃতীয় আন্দোলনে কোন সংস্রব রাখেন নাই, কেবল মাত্র শেষ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। একথা সত্য হইলেও রিভিউ সম্পাদক বলেন যে, বিবাহ আন্দোলনকারীদিগের অধিকাংশ, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে একত্র মিশাইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন!!

তৃতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রবর্ত্তক সাপ্তাহিকসমাচার সম্পাদক বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরনাথ বসু, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কাঁশারীপাড়ার শ্রীস্বাক্ষরকারী এক ব্যক্তি। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যে যদুগোপাল বাবু, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। অবশিষ্ট ৩ ব্যক্তি বিবাহপ্রতিবাদে কোন বিশেষ সংস্রব রাখেন নাই। ইহার মধ্যে কেবল যদুগোপাল বাবু বা তাঁহার প্রিণ্টারের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, এবং আদালতে তিনি বা তাঁহার প্রিণ্টার ভিন্ন অপর কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রিভিউসম্পাদক এই ভাবে লিখিয়াছেন যেন বিবাহের সমস্ত আন্দোলনকারীরা আদালতে দাঁড়াইয়া অনুতাপ করিয়াছেন!!!

৪ র্থ বা বিবাহ আন্দোলনে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য। এই সভার সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসু, ৪ র্থ ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত কোন আন্দোলনে যোগ দেন নাই, বরং লাইবেল মোকর্দ্দমায় বিনা পয়সায় কেশব বাবুদিগের পক্ষে বারিষ্টার ছিলেন। ইহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বাবু শিবচন্দ্র দেব ও উমেশচন্দ্র দত্ত, সেইরূপ ৪ র্থ ভিন্ন অন্য কোন আন্দোলনে কোন সংস্রব রাখেন নাই, বরং লাইবেল মোকর্দ্দমায় ইহাঁরা দুই জনেই আশ্রমের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। ইহার ধনাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, সেইরূপ ৪ র্থ ভিন্ন কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন আশ্রমে ও নিকেতনে বাস করিতেছিলেন, এবং দ্বারকা বাবু ও দুর্গামোহন বাবু ভিন্ন সভ্যদিগের আর কেহ ৪ র্থ ভিন্ন পূর্ব্বোলিখিত কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। ইহার প্রচারকদিগের মধ্যেও বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভিন্ন আর কেহ প্রথম তিনটী আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। প্রতাপ বাবু কি এ সকল কথা জানিতেন না? অথবা সত্যপ্রিয়তার আতিশয্যবশতঃ তদ্বিপরীত কথা লিপিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

ধর্ম্মজীবনের অবস্থাত্রয়। (১)

ধর্ম্মজীবনে তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম অনুতাপ বা নিরাশার অবস্থা, দ্বিতীয় আশা ও আগ্রহের অবস্থা, তৃতীয় পূর্ণ বা মিলনের অবস্থা। এই তিনটীর মধ্য দিয়া যাঁহার জীবন এখনও গমন করে নাই, তিনি ধর্ম্মজগতের বহিঃপ্রদেশেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যাঁহার জীবন প্রকৃত অনুতাপের অগ্নিশোধিত হইয়া বিশুদ্ধীকৃত হয় নাই; যাঁহার আত্মা প্রথমতঃ আপনার হীনতা ও পাপকলঙ্ক দেখিয়া বিষাদ ও নিরাশাভরে নত হইয়া অবশেষে আশা ও আগ্রহদ্বারা উৎফুল্ল হয় নাই ও যিনি এই দুই

অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেই পরমাত্মার সহবাসে দিন রাত্রি থাকিতে শিক্ষা করেন নাই, তিনি এখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের অধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই। বাহিরের কার্য্য তিনি অনেক করিতে পারেন, ধর্ম্মের অনেক আড়ম্বর দেখাইয়া জগতের নিকট ধার্ম্মিকের সনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন, বিস্তর উপাসনা ও দীর্ঘকাল ব্যাপী ধ্যানের ভান করিতে পারেন, এমন কি তিনি সরলভাবে উপাসনার সময় চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে পারেন; কিন্তু অনুতাপের অগ্নি দ্বারা যদি তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধীকৃত না হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার জীবনের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা অনেক ব্রাহ্মের কথা জানি, যাঁহারা উপাসনায় সহস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সামাজিক উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাঁহারা দেশহিতকর ও অপরাপর হিতৈষিকঅনুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের চক্ষু, দুঃখী দরিদ্রকে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না, অথচ যাঁহাদিগের জীবনে ধর্ম্মের কোনও স্থায়ী মূলবদ্ধ আধিপত্য দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা অনুতাপের অগ্নিদ্বারা আত্মাকে বিশোধিত করিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করেন নাই। একদিনও ইঁহারা আপনাদিগের রাশি রাশি পাপ দেখিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের কৃপার অযোগ্য ভাবিয়া আত্মাতে গভীর বেদনা অনুভব করেন নাই, প্রকৃত ঈশ্বর উপলব্ধি যাহা, ইঁহাদিগের জীবনে এখনও হয় নাই, কিন্তু ইঁহারা কল্পনার স্রোতে ভাসমান হইয়া আপনাকে ও জগতকে ঠকাইতেছেন, ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়া যাইতেছেন। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকদিগের জীবন প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন যাহা,—যে জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অভিলাষ ও প্রত্যেক ইচ্ছার ভিতর দিয়া ধর্ম্মভাব অন্তঃসলিলের মত প্রবাহিত হইয়া সমুদায়কে তাহার স্বকীয় পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যদ্বারা পবিত্র ও সুন্দর করিয়া থাকে;—যে জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর রচিত; সেই জীবন কদাপি এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়া গমন না করিয়া সংগঠিত হইতে পারে না।

ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থা অনুতাপের অবস্থা। মানুষের যখন ধর্ম্মচক্ষু উন্মীলিত হয়, মানবাত্মাতে যখন ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করে, তখন মানুষের অন্তশ্চক্ষু স্বভাবতঃই আপনার জীবন ও আপনার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এবং তখন মানুষ আপনার রাশি রাশি পাপ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে তখন বর্ণনাতীত বেদনা উপস্থিত হয়। অশান্তির ঝড় উত্থিত হইয়া তখন তাঁহার আত্মাকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। চারিদিক তাঁহার চক্ষুতে তখন গাঢ় অন্ধকারময় প্রতীয়মান হয় এবং নিরাশা আসিয়া তাঁহাকে অশেষ ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে। সুখ একেবারে তাঁহার জীবন হইতে পলায়ন করে, সমস্ত জীবন তখন কেবল অশান্তি ও দুঃখের আধার হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যাঁহাতে তিনি অনুপম সুখ পাইতেন, এখন আর তাহা সে সুখ প্রদান করিতে পারে না। জীবনের প্রতি তাঁহার ঘোর ঘৃণা উপস্থিত হয় এবং তিনি আপনাকে পৃথিবীর কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া আপনার মুখের দিকে তাকাইতে আপনিই লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, এখন সেই প্রকৃতিকে দেখিলেই হৃদয়ে দুঃসহ শোকের ঝড় উত্থিত হয়। তিনি যে পাপদৃষ্টি দ্বারা আপনার চক্ষুকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, প্রকৃতির পবিত্র শোভা তিনি সেই পাপ চক্ষুতে দেখিবেন কেমন করিয়া? নরকে থাকিয়া স্বর্গের দিকে তাকাইতে তাঁহার সাহস হয় না। এই সুন্দর প্রকৃতি কেন বেশ ভূষায় সুশোভিত হইয়া আবার আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল? আমি যে পাপী, আমি যে নরকে রহিয়াছি, তাহাতে এই স্বর্গের শোভা দেখিব, আমার কি অধিকার? আমাকে ইহারা আবার সুখী করিতে আসিয়াছে। আমি যে ইহাদিগের ঘৃনার পাত্র, ইহারা কোথায় আমাকে বধ করিবে—ইহাদিগের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়াছি বলিয়া—না ইহারা আমাকে সুখী করিতে আসিয়াছে! আমি যে এই সৌন্দর্য্য রাশি ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছি, ইহাদের প্রতি তাকাইয়া আর আমি ইহাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারি না।" এই প্রকার চিন্তায় তখন তাঁহার মন একেবারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। তখন তিনি আর আপনার পরিত্রানের পথ খুঁজিয়া পান না। ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনা করিবেন?—ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে আর তাঁহার সাহস হয় না। ঈশ্বর তাঁহার নিকট "ভীষণং ভীষণানাং।" যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি এত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, যাঁহার নিয়ম গতজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে পদদলিত করিয়াছেন, যাঁহাকে এত অসন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইবে কেন? তিনি ভাবেন, যে পাপ করিতে করিতে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের দয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং তিনি কি সাহসে তাঁহার মলিন পঙ্কিল মুখ লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবেন? তৃণ হইয়া জ্বলন্ত পাবকের নিকট তিনি কেমন করিয়া গমন করিবেন? পূর্ণশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের জ্যোতিঃ তিনি ঘোর নারকী হইয়া দর্শন করিতে পারিবেন কেন? এই জন্য তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের দর্শন পাইতে তিনি ইচ্ছা পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নামে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঈশ্বরকে ডাকিতে তাঁহার সাহস হয় না। তাই তিনি আপনার আত্মাকে তখন একেবারে নিরাশার স্রোতে ভাসাইয়া দেন। ধর্ম্মের সুখ, পুণ্যের শান্তি, তিনি দেখিতে পান; কিন্তু আপনার দুষ্কর্ম্মদ্বারা আপনাকে সেই সুখ ও শান্তির অনুপযুক্ত করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ সিন্ধু আরো উথলিয়া উঠে। নিরাশা, ভয়, অশান্তি প্রভৃতি আসিয়া তখন তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রনা প্রদান করিতে থাকে, এবং তিনি আপনাকে এই সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করিয়া কেবল যে প্রকৃত আত্মত্যাগের সহিত তৎসমুদায়কে বহন করেন এমন নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরো গভীরতর যন্ত্রণাদ্বারা পীড়িত

হইলেও আপনার পাপের পূর্ণ শাস্তি হইবে না ভাবিয়া আরো অধিক কষ্ট পাইতে সংকুচিত হন না। অনুতপ্ত আত্মার যে কি ভয়ানক ক্লেশ, যাঁহারা স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, অপরের নিকট ইহা সহজে অনুভব সাধ্য নহে। জন বুনিয়ানের নিকট পাপের যন্ত্রণায় সমস্ত সংসার কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। পাপের চিন্তা সর্ব্বদা আসিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিত এবং তিনি প্রায়ই স্বপ্নে সূর্য্য-কিরণখচিত পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ একটী সুন্দরী নগরী দেখিতে পাইতেন, কিন্তু সেই পর্ব্বত ও তাঁহার মধ্যস্থলে অনুল্লঙ্ঘনীয় বরফরাশি বিদ্যমান থাকিয়া তাহার গতিরোধ করিতেছে ভাবিয়া তিনি একেবারে শোকে আকুল হইয়া উঠিতেন। মানসিক দুঃখে অবশেষে তাঁহার ক্ষীণশরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং বুনিয়ান উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন। অনুতাপের যন্ত্রণায় মানুষের এতদূর দুর্দ্দশা হইতে পারে, এবং এই অনুতাপ যাঁহার জীবনে হয় নাই "ধর্ম্ম জীবন" তাঁহার পক্ষে এখনও ভবিষ্যতের কথাই রহিয়াছে।

প্রবল তুফানের পর সমস্ত প্রকৃতিতে অতুলিত শান্তি বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে; অমানিশার গাঢ়অন্ধকারের পর উষার প্রশান্ত সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, এবং নিরাশার কুজ্ঝটিকার পরই আশার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া অনুতপ্ত আত্মাকে উল্লসিত করিয়া তুলে। আত্মা যখন অনুতপ্ত হইয়া আপনাকে মুক্তির অযোগ্য বিবেচনা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, তখন ঈশ্বর আপনি আসিয়া তাহার মধ্যে আপনার কোমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন। মানুষ জানিতেও পারে না সেই নিরাশান্ধকার ভেদ করিয়া কেমন করিয়া সহসা আশার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। ঈশ্বর আপনার অনন্ত দয়াদ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিরাশাবনত আত্মাতে আশার সঞ্চার করেন। প্রবল তুফানের পর আত্মাতে শান্তি বিস্তৃত হয় এবং ঈশ্বরের এই অপার করুণা দেখিয়া মানুষ আশ্বস্ত হইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে, সাধন করিলে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবে, অনুতপ্ত আত্মার মনে এত দিনে এই আশার উদ্রেক হয়; আর আত্মা সেই জন্য যত্ন করিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্ম জীবনের এই দ্বিতীয় অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই আত্মাতে প্রকৃত প্রেমের উদ্রেক হয়। ঈশ্বরের এত দয়া দেখিয়া আর আত্মা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রেমমুগ্ধ আত্মা স্বভাবতঃই তখন ঈশ্বরান্বেষণে ধাবিত হয়। এই অবস্থাই প্রকৃত প্রেম সাধনের অবস্থা।

এই দ্বিতীয় অবস্থা ধর্ম্ম জীবনে বড় বিষম অবস্থা। এই অবস্থাতে আত্মা ঈশ্বর লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং এই ব্যাকুলতা নিবন্ধন প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময় বিপথে গমন করে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই যোগী ঋষিগণ ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসারকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়গহ্বরে ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য গমন করিতেন। এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াই সন্ন্যাসীগণ নানা প্রকার ভীষণতম উপায় উদ্ভাবিত করিয়া আপনাদিগের শরীর মনকে ঈশ্বরলাভের আশায় অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে ক্লিষ্ট করিতেন; এবং এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই মার্টিন লুথার সংসারের সমুদায় মানসম্ভ্রম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কনভেন্টে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবনের এই দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মার ঈশ্বর লাভেচ্ছা এত বলবতী হয় যে, আত্মা উন্মত্ত প্রায় হইয়া কখনও শরীরকে ক্লিষ্ট করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে ভাবিয়া অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা দ্বারা আপনার দেহপাত করে, কখনও বা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে ভাবিয়া পিতা মাতার ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া সমস্ত পরিবারকে একেবারে নিরুপায় অবস্থায় সংসার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া এবং পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য, পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য এই সমুদায়কে পদদলিত করিয়া গভীরারণ্যে ঈশ্বরান্বেষণে প্রবেশ করে। আত্মার গভীর আগ্রহ এই অবস্থায় তাঁহাকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং ধার্ম্মিক অক্লান্তভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থাই আশা এবং আগ্রহ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ঈশ্বর প্রেমিক হইবার আগ্রহ জন্মে; এই অবস্থায় আত্মা ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে, কিন্তু এই অবস্থা অতিক্রম না করিলে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক হইতে পারে না। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিকগণ ধর্ম্মজীবনের তৃতীয় বা শেষ অবস্থায় উপনীত হন এবং সেই অবস্থায় থাকিয়া অনন্ত উন্নতির পথে আপনাদিগের আত্মাকে পরিচালিত করেন।

ধর্ম্ম জীবনের শেষ অবস্থা মিলনের অবস্থা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই আত্মা প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন সেই পরমাত্মার অনন্ত সত্তামধ্যে ক্ষুদ্র মানবাত্মা একেবারে ডুবিয়া যায়। তখন আর আত্মার সুখের সীমা কে করিবে? সমস্ত পৃথিবী তখন তাহার উপর অজস্র ধারে সুখও শান্তি বর্ষণ করিতে থাকে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়কে অনন্তের সত্তাদ্বারা পূর্ণ দেখিয়া ও সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসসুখ ভোগ করিয়া মানবাত্মা তখন ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি ও প্রেমদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই আত্মার এক মাত্র অভিলাষ হয় এবং ঈশ্বরেতেই তখন তাঁহার কেবল আনন্দ হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম তখন সুখের নিলয় হয় এবং ক্ষুদ্রমানবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। জলধীর সঙ্গে নদীর মিলন হয়। নদীস্রোত যেমন ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অনন্ত সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, মানবাত্মা হইতেও সেইরূপ প্রেমস্রোত নিসৃত হইয়া বিস্তীর্ণ হইতে হইতে প্রথমে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া অবশেষে অনন্ত ঈশ্বরে গিয়া পড়িয়া আহ্লাদে ঢেউ তুলিয়া নাচিতে থাকে। অনন্তের ক্রোড়ে আত্মা তখন দিন রাত্রি নিমজ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু মিসিয়া যায় না। তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া

স্বাধীনভাবে প্রেমে নৃত্য করিতে থাকে। এই অবস্থায় ধর্ম্মজীবন কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে! আত্মা ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে বাসিতে মানুষকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে, এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে, ধার্ম্মিকব্যক্তি দেশহিতকর ও মানবজাতির উন্নতিকারক কার্য্যসাধনের জন্য আপনার প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন। প্রেমে মত্ত হইয়া তিনি তখন কেবল স্বজাতি ও স্বদেশীয়-গণের হিতসাধনে রত থাকেন। দেশহিতকর কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার ললাটনির্গত ঘর্ম্মবিন্দু সমুদায় অনবরত পাদোপরি বর্ষিত হয়। সংকীর্ণতা তাঁহার হৃদয় হইতে তখন পলায়ন করে। "অয়ংনিজঃ অয়ংপরঃ" এই গণনা তখন তাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমস্ত বসুধাই তাঁহার কুটুম্ব হয়। নাস্তিক আস্তিক; ধনী নির্ধন; সুখী দুঃখী; অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক সকলেই সমানভাবে তাঁহার প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে। অনুদারতা তাহার হৃদয়ে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বদা তিনি জগতে প্রেমপ্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার অভিধান হইতে অপ্রেম, অনুদারতা প্রভৃতি শব্দ একেবারে উঠিয়া যায়, এবং জগৎকে ভাল বাসিয়া তিনি আপনাকে অনন্ত সুখসাগরে ভাসাইয়া দেন। তাঁহার তখনকার সুখের পরিমাণ কে করিবে? যে প্রকৃতি ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল, সেই প্রকৃতিই এখন তাঁহাকে অশেষ সুখ প্রদান করিতে আরম্ভ করে। পুষ্প রাশির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের সৌন্দর্য্যের আভা দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠেন। চন্দ্রমার সুধামাখাজ্যোতি দর্শনে তিনি আর হৃদয়ে আনন্দ ধরিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণেশ্বরের শোভার আভাষ রজতময়ী জ্যোৎস্নার মধ্যে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ আহ্লাদরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সমস্ত প্রকৃতি তখন ঈশ্বরের নাম তাঁহার কর্ণে বর্ষণ করিতে থাকে। নদী কল কলভাষে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধার্ম্মিককে সুখী করে। পক্ষীগণ কাকলিরবে ঈশ্বরের গুণ-গান করিয়া ধার্ম্মিকের হৃদয়কে সুখের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। সমস্ত প্রকৃতি একতানে ঈশ্বরের নামগান করিয়া ধার্ম্মিকের হৃদয়ে শান্তিবিধান করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক তখন অনন্ত সুখসাগরে ভাসমান হন, এবং স্বদেশের ও স্বজাতির হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে শান্ত মনে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও যীশুখৃষ্ট।

আজ কাল খৃষ্টীয়সম্প্রদায় ও কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই বিবাদ চলিতেছে যে কে যীশু খৃষ্টের প্রকৃত শিষ্য, কে তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রকৃতির সহিত সেই "মহাপুরুষের" প্রকৃতির অধিকতর সৌসাদৃশ্য আছে। খৃষ্টীয়ানেরা বলিতেছেন "আমরা চিরকাল আমাদের প্রভুকে পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, প্রতিদিন আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতে হইলে আমরা তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যাই, তাঁহার ক্রুশ আমরা আমাদের গৃহে, মন্দিরে, অলঙ্কারে অতিশয় ভক্তি সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ভক্তি ও বিশ্বাসে, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় আমাদিগের নিকট খৃষ্ট ও ঈশ্বর অভেদ, এবং আমরা উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতায় বিশ্বাস করি।" তদুত্তরে ব্রাহ্ম বলিতেছেন—"যথার্থই খৃষ্ট মনুষ্য নহেন, তিনি ঐশ্বরীয় ও মানবীয়প্রকৃতিজড়িত জীব; তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং অন্তেও থাকিবেন, লোকে যে তাঁহাকে জগতের পরিত্রাতা বলিয়াছে সে কথা যথার্থ; তিনি শেষ দিনে বিচারাসনসম্মুখীন বিশ্বাসী দিগকে পুরস্কার ও অবিশ্বাসীদিগকে দণ্ডবিধান করিবেন; ইব্রাহিমের পূর্ব্বে তিনি ছিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন, তিনি ও ঈশ্বর একই পদার্থ, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন; ঈশ্বরের প্রকৃতির এক অংশ মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। যত জীব মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করে খৃষ্ট তাহাদিগের আলোক, আমার খৃষ্ট অতিশয় মধুর, তিনি আমার হৃদয়ের উজ্জ্বলতম মণি, আমার কণ্ঠহার, তাঁহাতে আমি মধুরতা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি আমার প্রভু।" বাইবেলখৃষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ানের মধ্যে এই উনবিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর চরমভাগে এই প্রকার বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। উভয়েই রণভেরী বাদনদ্বারা ভারতবাসিদিগকে জাগ্রত করিতেছেন; ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ান বলিতেছেন—"ঐ দেখ বর আসিতেছেন! তোমরা সকলে প্রস্তুত হও, বেশভুষা কর, তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য মণি মাণিক্যখচিত আভরণ সকল পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হও, নির্ব্বোধ কুমারীগণের ন্যায় নিদ্রাভিভূত হইও না; দীপ সকল প্রজ্বলিত কর 'দেখ, কেহ ঘুমাইওনা, অচেতনে হারা হয়োনা নিধি!'

খৃষ্টসম্বন্ধে আমাদের ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ান ভ্রাতা যাহা বলিতেছেন, তাহা কতদূর ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। আমরা ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিব। প্রথমতঃ খৃষ্ট সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন কি না, দ্বিতীয়তঃ তিনি মৃত্যুর পর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন কি না; তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপের একাংশ মর্ত্তে খৃষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে কি না, চতুর্থতঃ খৃষ্টই একমাত্র ঈশ্বরভক্তি শিক্ষার আদর্শ কি না?

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বীজ মন্ত্র এই—"ব্রহ্ম বা একমিদ-মগ্রমাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ"—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন অন্য আর কিছুই

ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। এই বীজের মধ্যে তিনটী সত্য নিহিত রহিয়াছে, প্রথম, পরব্রহ্ম অনাদি ও অসৃষ্ট, দ্বিতীয়, আর কোন পদার্থ ও জীব অনাদি অথবা অসৃষ্ট নহে, তৃতীয়, পরব্রহ্ম সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্ব এই বীজে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। অতএব কোন জীব অথবা পদার্থ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত সমকালিক হইয়া বিদ্যমান ছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। খৃষ্টের যে সৃষ্টি হইয়াছে এ কথা কোন ব্রাহ্মই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে যদি বৃথা কুটতর্ক উত্থাপনদ্বারা বলা হয় যে খৃষ্টের জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং খৃষ্টও ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাহইলে সকল পদার্থ ও প্রাণী এইরূপ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। কারণ, ঈশ্বর সকল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার মূল, তবে খৃষ্ট ও একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ অথবা শিলাখণ্ডের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল এবং তাহার প্রাক্‌সত্তার গৌরব কোথায়? কিন্তু ঈশ্বর কি খণ্ড খণ্ড হইয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি তত্ত্ব কি বৈদান্তিক সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত সমান? ঊর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্র নির্গত হয়, সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মি বিকীর্ণ হয়, ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট পদার্থ সেরূপে নির্গত হয় নাই। অসৎ হইতে জগৎ সদ্ভাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ঈশ্বরের কণা বা অংশরূপে কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। অতএব খৃষ্টের প্রাক্‌সত্তা আর ঈশ্বরের সত্তা এতদুভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন কোন জীব বা পদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, খৃষ্টও সেইরূপ। খৃষ্টীয়ানেরা খৃষ্টের প্রাক্‌সত্তায় বিশ্বাস করেন বলিয়া যে তাহার একটা অলীক অর্থ সংঘটন করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে, এই অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় ঘৃণাকর।

দ্বিতীয়তঃ খৃষ্ট মৃত্যুর পর মনুষ্যকে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন, আমরা ব্রাহ্মের মুখে এ কথা আর কখন শ্রবণ করি নাই। এ প্রকার মতের খণ্ডন আবশ্যক নাই এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত মত ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল। মনুষ্যের পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া এ প্রকার মত প্রচার করেন, ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্যে ও একবাক্যে তাহার আচার্য্যত্ব অস্বীকার না করিলে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আরোপ করিবে। ইংলণ্ডের এক জন একেশ্বরবাদী এই সমস্ত মতের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের সমাজের একতা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং আমেরিকার কোন কোন সম্পাদক ব্রাহ্মদিগকে এক প্রকার খৃষ্টীয়সম্প্রদায়স্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ যদি মৃতবৎ নীরব থাকেন, তবে ইহার বিষময় ফল আমাদের পুত্র পৌত্রদিগকে আস্বাদন করিতে হইবে। এখনইত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এক প্রকার স্তম্ভিতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আর কিছু দিন এই প্রকার দুই চারিটী মত প্রচারিত হইলে এবং ব্রাহ্মগণ আর কিছু দিন এইরূপ নীরব থাকিলে, লোকে আর ব্রাহ্মসমাজের নাম উচ্চারণ করিবে না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজে কি এক জনও উৎসাহী, চিন্তাশীল ও সহৃদয় লোক নাই? এক জন আপনাকে ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য বলিয়া এই সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত ঘোষণা করিতেছেন, অথচ কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; ইহাকে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বল অথবা কোন আখ্যা প্রদান কর, কিন্তু পবিত্র, অসাম্প্রদায়িক, অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কোন ব্রাহ্মের প্রাণের সমান প্রিয় পদার্থ হয়, তিনি এ প্রকার না বলিয়া থাকিতে পারেন না। আর আলস্যের সময় নাই, নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার কাল নাই, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ এই দণ্ডে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে জগতের নিকট ঘোষণা করিয়া দিউন যে, ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের বিচারক আর কেহ নাই এবং যিনি ইহার বিরুদ্ধমত প্রচার করেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন! আর যত প্রকার মত ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে প্রচারিত হউক, আমরা কখন এ প্রকার আশঙ্কা করি নাই যে, ঈশ্বরের নিজস্ব অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের হস্তে অর্পণ করা হইবে। পাপীর বিচারের ভার একমাত্র পরমেশ্বরেরই হস্তে আছে, তিনি কোন মনুষ্যকে সে পবিত্র কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন নাই, এবং কখন করিবেন না। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল ও অপরিবর্ত্তনীয় মত, ইহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ও অপৌত্তলিকতা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপরাপর সকল মনুষ্যপ্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যদি এই মূল মতের কিছুমাত্র অন্যথা হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর অপরাপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পদবীতে অবতরণ করিবে। অতএব পুনর্ব্বার আমরা ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করুন। একজন ব্রাহ্ম একটী দূষনীয় মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই একজন ব্রাহ্ম এখনও জনসমাজের নিকট ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত আছেন, এবং অনেক স্থানে তৎপ্রচারিত মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া লোকে গ্রহণ করিতেছে। বিশেষতঃ যখন সাধারণ্যে এই মত ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজের নামে উহা প্রচারিত হইতেছে, তখন ব্রাহ্মগণ ইহার জন্য সাধারণের নিকট দায়ী এবং তাহার প্রতিবাদ করা ব্রাহ্মমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে, ব্রাহ্মসমাজের নামে আমরা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে ইহার প্রতিবাদের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি।

মানবপ্রকৃতি।

১

ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারের প্রতি ভালবাসা আসিয়া পড়ে। ভালবাসা পক্ষপাতী। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন, জগতে সুন্দর যাহা তাহাই

নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাব। সংসারে অপবিত্রতা কেন? দুঃখ কেন? পাপ কেন? অবিশ্বাস কেন? তিনি জানেন না কেন; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, প্রাণপণে যত্ন করেন, এ সকল যাউক। প্রার্থনায় ও কার্য্যে তাঁহার বল,, দোষ সংশোধনে তাঁহার প্রয়াস; দোষ কেন? এ প্রশ্নের বিচারে তাঁহার কিছু শৈথিল্য। তিনি সত্যের মূল পাইয়াছেন, জানেন সময়ে অজ্ঞানতা দূর হইবে। নাস্তিকের ব্যবহার অন্য প্রকার। তিনি অপবিত্রতা দেখাইয়া দেন, পাপ দেখাইয়া দেন, আর বলেন ঈশ্বর থাকিলে এ সকল কেন? সংসারের প্রকৃতি হইতে যুক্তিদ্বারায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। অনেক স্থলে ঈশ্বর নাই সিদ্ধান্ত প্রথমে, তদুপযোগী যুক্তির অনুসন্ধান পরে। বাহ্যজগতে অন্ধকার, সূর্য্যে অন্ধকার, হৃদয়ে আলোক। আলোক হৃদয়কে প্লাবিত করে, সংশয় পরাস্ত করে, পরকালের সংবাদ আনিয়া দেয়; নাস্তিক ইহা বিশ্বাস করেন না—তিনি বলেন আলোক নহে, অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ কে? তিনি। কোথায় আলোক? তিনিত অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখেন না। তবে কোথায় আলোক? চৈতন্য আলোক দেখিয়াছিলেন। সেণ্টপল আলোক দেখিয়াছিলেন। শত শত লোক, ইতিহাস যাঁহাদের পরিচয় লইবার অবসর পায় নাই, আলোক দেখিয়াছেন। নাস্তিক বলেন আলোক নহে, কল্পনা। হিউম বলেন বাহ্যজগৎ নহে, কল্পনা।

বিশ্বাসী সৌন্দর্য্য ভালবাসেন। তিনি বলেন মানবপ্রকৃতি সুন্দর, সুরভিত, সদ্‌গুণ পরিপূর্ণ, পাপরহিত; অসৎ প্রবৃত্তি মানুষের স্বোপার্জ্জিত; স্বাভাবিক নহে। নাস্তিক দোষ দেখেন। তিনি বলেন মানব প্রকৃতিতে আদরণীয় যাহা সে সমস্তই শিক্ষার ফল; জঘন্য প্রবৃত্তিতেই মানবপ্রকৃতি গঠিত; প্রকৃতি ঘৃণিতবৃত্তি ভিন্ন মনুষ্যকে আর কিছু দেন নাই; মনুষ্য ভাল যাহা পাইয়াছেন, অন্য স্থানে পাইয়াছেন, প্রকৃতির নিকট পান নাই। এক জন কেবল সৌন্দর্য্যই দেখিলেন। আর এক জন কেবল জঘন্যতাই দেখিলেন। উভয়েই ভ্রান্ত। ভ্রম অধিক কাহার?

আধুনিক নিরীশ্বর দার্শনিকদিগের মধ্যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক জন প্রধান। তাঁহার (Three Essays on Religion) নামক গ্রন্থে ভ্রম অনেক আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করা যে মিলের উদ্দেশ্য ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। (Essays on Naturo) নামক প্রবন্ধে মিল মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই এই প্রস্তাবের সূত্র। তাঁহার মতে মানবপ্রকৃতির নৈসর্গিক অবস্থাতে একটীও সদ্‌গুণ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; মনুষ্য স্বভাবতঃ পাপ প্রবৃত্তির ভাণ্ডার, কেবল সামাজিক শাসনে সদ্ভাবাপন্ন হইয়াছেন। কিরূপ উপকরণে মানব প্রকৃতি গঠিত, স্বভাবতঃ মানুষ কত দূর সৎ, কত দূর অসৎ, ইহা নির্দ্দেশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়। মানব প্রকৃতি যে অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু ইহাতে যে সৎপ্রবৃত্তি কিছুই নাই, যে পরিমাণে মানুষ সৎ সেই পরিমাণে তিনি ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতির বিরোধী, যে পরিমাণে তিনি বন্যজন্তু হইতে বিভিন্ন সেই পরিমাণে তিনি তাঁহার স্বীয় স্বভাবের অন্যথা করিয়াছেন, এ কথা কত দূর সত্য স্থির করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

মানবপ্রকৃতি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; বিবেচনা (Reason) ও প্রবৃত্তি (Instinct)। বিবেচনা ও প্রবৃত্তি এই দুই শব্দ সচরাচর নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; আমরা এস্থলে কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি সে বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। স্বভাবতঃ মনুষ্য কতকগুলি কার্য্যের প্রতি আসক্ত; এই আসক্তির নাম "প্রবৃত্তি।" ক্ষুধা হইলে, আহার করিতে হইবে এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; শরীরের সঙ্গে মনের এরূপ যোগ যে স্বতঃই আহারের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। এই ব্যাকুলতা, এই আকাঙ্ক্ষা "প্রবৃত্তি।" মাতাকে সন্তানবাৎসল্য কেহ শিখাইয়া দেয় নাই; তিনি সন্তানকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না; মাতৃস্নেহ "প্রবৃত্তি।" নবজাতশিশু মাতৃক্রোড় অধিকার করিলে তাহার অগ্রজ বালকের যে বিদ্বেষ, সে তাহা কাহারও নিকট শিক্ষা করে নাই; এ বিদ্বেষ "প্রবৃত্তি।" কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বুদ্ধি চালনা, যে জন্যই হউক, প্রবৃত্তির অন্যথা কার্য্য করা, অথবা যেখানে প্রবৃত্তির অভাব সেখানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা, "বিবেচনার" কার্য্য। আহার করা প্রবৃত্তির কার্য্য, পীড়িত অবস্থায় আহার না করা, অথবা উচিত অনুচিত স্থির করিয়া আহার করা বিবেচনার কার্য্য। যখন আহারে অনিচ্ছা, তখন শরীরপালনার্থ আহার করা বিবেচনার কার্য্য। বাসনা "প্রবৃত্তি;" বাসনার চরিতার্থতাসম্পাদন বিষয়ে কোন কারণে ইতস্ততঃ করা বিবেচনার কার্য্য। যখন হৃদয় বাসনাবিহীন, তখন নানা প্রকারে কর্ত্তব্যনিরূপণ করা যায়; এ বিবেচনার কার্য্য, প্রবৃত্তি ও বিবেচনাসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপ ঐক্যমত্য নাই। একের মতে যাহা প্রবৃত্তি, অন্যের মতে তাহা বিবেচনারই সৃষ্টি। যাহা হউক, যে গুলি প্রায় সকলেই প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, সেই গুলির আলোচনাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

কোন বস্তু বিশেষের ধর্ম্মসমষ্টির নাম তাঁহার প্রকৃতি। মানবহৃদয়ের ধর্ম্মসমষ্টির নাম মানবপ্রকৃতি। বিবেচনা মানবপ্রকৃতির এক অঙ্গ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না; কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকেই এটীকে ভুলিয়া যান, প্রবৃত্তি নিচয়কেই মানবপ্রকৃতি বলিয়া মনে করেন। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে চাহেন; অনেক সময়েই বিবেচনার জন্য তাহা পারেন না—ইতস্ততঃ করিতে হয়। অনেক বিষয়ে কেবল বিবেচনার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। মানুষের উন্নতির এক অর্থ প্রবৃত্তিকে বিবেচনার দ্বারা সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত করা; কিন্তু বিবেচনার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক; এই ক্ষমতার উৎকর্ষ অপকর্ষ মাত্র সময়সাধিত। অথচ অনেকে কেবল প্রবৃত্তি গুলিকেই মানবপ্রকৃতি বলিয়া ধরিয়া লন।

এ কথা সত্য যে অনেক সময়েই আমরা "প্রবৃত্তি বশতঃ" এই অর্থে "স্বভাবতঃ" এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া থাকি এরূপ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা পাঠক পরে বুঝিবেন; আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। ইহা নিশ্চিত যে বিবেচনা মানুষের একটী বিশেষ ক্ষমতা, মানবপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে বিবেচনাকে তাহার অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে অনেকের ভ্রম ঘটে। মিলও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; কারণ মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কেবল প্রবৃত্তির আলোচনায়; স্থানান্তরে বিবেচনাকে মানবপ্রকৃতির অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, বিচারে বিবেচনাকে গ্রহণ করেন নাই। বিবেচনা না থাকিলে মানুষ পশুতে প্রভেদ থাকিত না; মানবপ্রকৃতির দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া এই ক্ষমতার পরিচয় না লওয়া কত দূর ন্যায়সঙ্গত? দ্বিতীয়বারে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

১৫ই পৌষ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

মহাভারত বনপর্ব্বে দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠীরের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছে তাহা হইতে আমি একটী অংশ পাঠ করিতেছি।

যুধিষ্ঠীর এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে এই উপদেশ অতি মূল্যবান। আমাদের দেশে ধার্ম্মিকদের যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে বিনয় এবং নিরীহপ্রকৃতি প্রধান; বাস্তবিক এ দুইটী আবশ্যক, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবনের সহিত যদি তেজ না থাকে তবে ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। পৃথিবীর কোন বস্তুই তেজহীন নহে। জড় বস্তুর প্রত্যেককণায় এমন কি আমাদের দেহেপর্য্যন্ত তেজ রহিয়াছে; তেজ জীবনের পরিচালক, তেজ লোপ পাইলে মৃত্যু ঘটে। অতএব ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য যেমন এক দিকে বিনয় তেমনই অন্যদিকে তেজকে দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তেজ প্রাণ। আমরা তৃণের ন্যায় বিনয়ী হইব, কিন্তু বজ্রের মত তেজস্বী থাকিব। ধর্ম্মজীবনে জল এবং অগ্নির একত্রে সমাবেশ হইবে। আমি কোন স্থানে উপাসনা করিতেছি। আর যদি দেখি কোন পামর এক সতীর উপর আক্রমণ করিতেছে, তখন আমাতে যদি প্রকৃত তেজস্বীতা থাকে, আমি ঐ দুর্ব্বৃত্তকে বারণ করিব। এইরূপ তেজস্বীতা না থাকিলে ধর্ম্মলাভ হইবে না। অগ্নিতে যেমন পৃথিবীর জঞ্জাল ভস্মীভূত হয়, যথার্থ তেজস্বীতার প্রভাবে সমস্ত পাপ, নীচতা দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। তেজ পাবক; তেজ মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার করে। এই স্বর্গীয় তেজের প্রভাবে মহাপাপী পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের নামের হুঙ্কারধ্বনিতে আকাশমেদিনী বিদীর্ণ করে। ধার্ম্মিকের জীবন তেজহীন হওয়া অসত্য কথা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নামের মালা গলায় পরে, তাঁহার নাম জপ করে, সে তেজস্বীতা অবশ্যই লাভ করিবে। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছি, তাহা প্রচার করিতেছি; আমাদের বিশ্বাস এই, এই সত্য আশ্রয় করিয়া নরনারীর পরিত্রাণ হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই সত্যের অপলাপ করে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিব, অকুতোভয়ে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। ইহা তেজস্বীতার কার্য্য, এই জন্যই প্রধান পণ্ডিতেরা তেজস্বীতার এত প্রশংসা করিয়াছেন। তেজস্বীতা সকল ধর্ম্মের মূল। কেহ কেহ মনে করেন আমি যদি "ভাল মানুষ" বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, শিষ্ট নির্ব্বিরোধ স্বভাব এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া দশজনের সুখ্যাতি পাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা জগতে ধার্ম্মিক নাম লাভ করিব। এই প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মভাবে অনেকে পরিচালিত হইয়াছেন। আমরা এই কাল্পনিক ধর্ম্মভাব, অর্থ শূন্য "ভাল মানুষ" নাম চাইনা। আমরা সত্যের জয় ঘোষণা করিব এবং যখন যে অসত্য দেখিব তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব। আমরা সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইব।

এইজড় জগতে বায়ুর আন্দোলনে, প্রবল ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হয়, সমস্ত শৃঙ্খলা, শান্তভাব কোথায় চলিয়া যায়, চতুর্দ্দিক্ ভয়, বিভীষিকা আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়, প্রকৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে ভয় হয়, অজ্ঞ লোকে কত অমঙ্গল আশঙ্কা করে, কিন্তু এই প্রচণ্ড ব্যাপারের পরিনাম কেমন শুভ, ইহাতে পৃথিবীর বায়ু পরিষ্কৃত হয়, পৃথিবীর কত শত মঙ্গল সংঘটিত হয়, তাহাতে মনুষ্যের কল্যাণই হইয়া থাকে।

সেইরূপ যাঁহারা যথার্থ সত্য নিষ্ঠ, তাঁহারা যখন কোন অসত্য দেখিবেন, তাহার বিনাশসাধন করিবেন। অসত্য বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই জনসমাজের শৃঙ্খলা, শান্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিপর্য্যস্ত হইবে এবং ইহাঁদিগকে লোকে "ধর্ম্মবিরোধী" "পাষণ্ড" "নাস্তিক" প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিবে, আরও কত উপায়ে ইহাঁদিগকে মনুষ্য সমাজে হেয় করিবে, বিপদে ফেলিবে, তথাপি ইহাঁরা নিবৃত্ত হইবেন না। ইহাঁরা সত্যকে অপমানিত হইতে দিবেন না, কারণ তাঁহারা নিশ্চিত জানেন ইহার পরিণাম শুভ, ঈশ্বর এই ব্যাপারের অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই বিশৃঙ্খলা স্থলে নিয়ম, অশান্তির স্থলে শান্তি এবং অসত্যের স্থানে সত্যকে স্থাপন করিবেন। তাঁহারা এইরূপে বিনয় এবং সত্যকে রক্ষা করিবেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্য প্রচার করিবেন। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, পূর্ণন্যায়বান, তাঁহার নিকট এই সকল ব্যক্তির পুরস্কার। অন্যেরা বলিবে "এই ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচার করে না, কেবল "সত্য" "সত্য" বলিয়া চীৎকার করে, আন্দোলন করে," তাহাতে আমাদের ক্ষতি তাই।

আমরা আর্য্যসন্তান। প্রাচীন আর্য্যগণ,—আমাদের ঋষিগণ যে যুধিষ্ঠীরকে ধর্ম্মের জন্য এত সাধুবাদ দিয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠীর কি বলিয়াছেন? ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবে

তেজস্বীতাকে রক্ষা করিবে। ক্রোধ এবং তেজস্বীতা দুই ভিন্ন বস্তু, কি রূপে এই তেজস্বীতাকে ক্রোধ হইতে প্রভেদ করিব! তেজস্বীতা থাকিলে দাক্ষিণ্য থাকিবে, আর ক্রোধ অমঙ্গল আনয়ন করে।

আমরা অসত্যকে বিনাশ করিব। অসত্য রাক্ষসী, ইহা ধাম্মিকদের, ঋষিদের হৃদয়ের শোণিত পান করে। পাপ, সর্ব্বস্ব গ্রাস করে। আমরা এই অসত্যের উপর খড়্গহস্ত হইব। আমরা ধর্ম্মবীর, আমাদের হুঙ্কারে পাপ, অসত্য দূরে পলায়ন করিবে। অসত্যকে আমরা কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দিব না, ক্ষমা করিব না, কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও যদি মিথ্যা বলেন তথাপি আমারা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিব না। আমরা অসত্যের বিনাশ করিব। আমরা সেই অপরাধীর হিতকামনা করিব, তাহাকে প্রেম করিব, কিন্তু সেই অসত্যকে চূর্ণ করিব, কিছুতেই পরাংমুখ হইব না। এইরূপে সত্যনিষ্ঠা এবং তেজস্বীতাতে পূর্ণ হইলে আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষের উদ্ধার হইবে। ভারতবর্ষের পুণ্যভূমির প্রাচীন গৌরব রক্ষা পাইবে। আর্য্যজাতির সন্তান বহুকাল পরাধীন থাকিয়া নীচ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের আত্মাতে তেজস্বীতা নাই, ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহীর দ্বারে যাইয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করিব। আমরা বলিব হে ভারতবাসী এই পরব্রহ্মকে গ্রহণ কর, ইনি তোমাদের প্রাচীন দেবতা, ইহার উপাসনায় তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমাদের বহুদুঃখ; তোমরা পরাধীন, দরিদ্র, কুসংস্কার, কুৎসিত দেশাচারে তোমাদের মুখ মলিন। তোমরা তোমাদের সেই পৈতৃকসম্পত্তি পরব্রহ্মকে পূজা কর, ইহাঁর পূজায় তোমাদের সকল দুর্গতি বিনষ্ট হইবে, ইহাঁর প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে, তোমাদের সৌভাগ্য হইবে, গৌরবের মুকুট ঈশ্বর তোমাদের শিরে দিবেন। ইঁহার উপাসনার জন্য কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, ইঁহার সূর্য্য সকলের গৃহে আলো বিস্তার করে, ইহার জল সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, ইঁহার বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, ইহার ধর্ম্ম সেইরূপ, সকলের লভনীয়; ইনি সুলভ, সকলের আত্মাতে প্রকাশিত, ইহার উপাসনায় ভারতবর্ষ "পুণ্য ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। ইহার উপাসনাই সংস্থাপন করিব। অব্যবহিতরূপে ইঁহার পূজা করিয়া তেজে তেজস্বী হইয়া সমস্ত মানবাত্মা অমর হইবে এই সত্য ঘোষণা, ইঁহার পূজাপ্রচলনই আমাদের জীবনের ব্রত। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের নিয়তি, ইহাকে ছাড়িলে নানা কুসংস্কার আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কলুষিত করিবে। ইঁহার উপাসনা জন্য চন্দ্রের মধ্যে সূর্য্যালোক প্রতিভাত হওয়ার ন্যায়, কোন মনুষ্যের মধ্যে ইহাঁর ভাব প্রতিভাত দেখা আবশ্যক করে না। এক্ষণ ধর্ম্মযোদ্ধাগণ, অবতীর্ণ হউন। আমাদের দেহ ধর্ম্মযুদ্ধে খণ্ড খণ্ড হউক, তাহাতেও আমরা ভীত হইব না, আমরা আনন্দের সহিত ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিব। ব্রাহ্মসমাজে কোন অংশে যেন বিন্দুমাত্র অসত্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে ব্রতী হইয়াছি। আমরা ধর্ম্মবীর, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আমরা হুঙ্কারের উপর হুঙ্কার ছাড়িব, আমরা "সত্যমেব জয়তে" "সত্যমেব জয়তে" বলিয়া পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিব। আমরা ঈশ্বরের সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার উপাসনা প্রচলন করিব, সত্যকে মহিমান্বিত করিব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

১৬ই আষাঢ় ১৮০১ শক রবিবার।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

ধর্ম্মশাস্ত্রেরমধ্যে আমাদের দেশে স্মৃতিশাস্ত্র প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। স্মৃতি এক খানি গ্রন্থ নহে; অনেকের রচিত অনেক গুলি গ্রন্থ। যথা অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জন স্মৃতি শাস্ত্রকারকের নাম পাওয়া যায়; তাঁহারা তত প্রসিদ্ধ নন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই স্মৃতি কারকদিগের মধ্যে পরস্পর মতভেদ এবং অমিল দৃষ্ট হয়, ইহাতে নানা ব্যক্তি নানাবিধ সন্দেহ করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ হইবার কারণ এই হিন্দুসমাজ এখন যেমন মৃত, নির্জীব; পুরাকালে তেমন ছিল না। তখন আর্য্য সমাজের প্রাণ ছিল, গতি ছিল, সুতরাং সে সময়ে এক এক জন ব্যবস্থাকারক সময়ে সময়ে অভ্যুত্থান করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ধর্ম্মরক্ষার্থ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা সংযোজন করিয়াছেন। প্রকৃত মূলগত পার্থক্য ইহাদের মধ্যে কিছু নাই, কেবল সামান্য সামান্য বিধি ব্যবস্থাতেই পার্থক্য লক্ষিত হয়। এস্থলে আমি বৃদ্ধ গৌতম হইতে একটী উল্লেখ করিব।

"ত্রিদণ্ড ধারণং মৌনং জটাধারণমুণ্ডনং।
বল্কলাজিন সর্ব্বাগোব্রতচর্য্যাভিষেচনম্॥
অগ্নিহোত্রবনে বাসঃস্বাধ্যায়োধ্যানসংক্রিয়া।
সর্ব্বণ্যেতানিবৈমিথ্যা যদি ভাবন নির্ম্মলং॥
ক্ষান্তী দান্তী জিতক্রোধী জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়।
তমেব ব্রাহ্মনংমন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
নজাতিঃ পূজ্যতে রাজন্‌গুণাঃ কল্যাণ কারকাঃ।
চণ্ডালমপিবৃত্তস্থং তদ্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

এখন আমাদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের জানা উচিত, বৃদ্ধ গৌতম কোন জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি গুণকেই ব্রাহ্মণ বলিলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়ী ব্রতশীল, জিতাত্মা, জিতক্রোধ, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্ম এক, "ব্রহ্ম জানাতিতি ব্রাহ্মণঃ" "ব্রহ্মং জানাতিতি ব্রাহ্মঃ।" বৃদ্ধ গৌতম যে ভাবে "ব্রাহ্মণ" নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা "ব্রাহ্ম" নামকেও সেইভাবে গ্রহণ করিতে চাই। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ নাম এত আদরণীয় ছিল কেন? না ব্রাহ্মণেরা সদ্গুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা লৌকিকভাবে এই সকল গুণ গ্রহণ করিতেন না, পরিত্রাণ লাভের জন্য এইরূপ গুণাক্রান্ত হইতেন। আমরা "ব্রাহ্ম" নামটী এইরূপ উচ্চ স্থানে লইয়া

যাইতে চাই। যিনি যে দেশে এইরূপ গুণাক্রান্ত হইবেন তাঁহাকেই আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া সম্মান করিব। অনেকের সংস্কার এই, যিনি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন, তিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবেন, নানা প্রকার বাহ্যবাবুগিরি আয়ত্ত করিবেন। বাস্তবিকও ব্রাহ্মসমাজে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আর পূর্ব্বকালে সেই সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হইতেন যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়।

এস্থানে বর্ণ বা অবস্থার কথা নাই। ব্রাহ্মণ হওয়া কেবলই গুণের পুরস্কার, ধন বা পদমর্য্যাদার ফল নহে। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বড় লোক হইব, বড় লোকের সহিত পরিচিত হইব, সভ্যতা শিক্ষা করিব, তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। আমরা তদ্দ্বারা কেহ "ব্রাহ্ম" কি না তাহার বিচার করিব না। আমরা গুণদ্বারা, গুণের তারতম্য অনুসারে "ব্রাহ্ম" নাম দিব। আমরা কতদূর ব্রহ্মোপাসক, জিতেন্দ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেমিক, সাধু, জ্ঞানবান তাহা অন্যে বিচার করিয়া আমাদিগকে "ব্রাহ্ম" আখ্যা দিবে। আমরাও এই সকল গুণদ্বারা কে ব্রাহ্ম তাহা নির্দ্ধারণ করিব। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল গুণাক্রান্ত না হইলে তিনি "ব্রাহ্ম" হইতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ শাসন থাকা আবশ্যক; শাসন না থাকিলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়া অমঙ্গল আনয়ন করিবে। পুরাকালে বিশ্বামিত্র রাজাধিরাজ ছিলেন; তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য এত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন কেন? না ব্রাহ্মণ নামটী অতি উচ্চ ছিল পবিত্র ছিল। ব্রাহ্মণ বলিলে ব্রহ্মপরায়ণ, সর্ব্বজীবেদয়াবান, জিতরিপু, জ্ঞানীলোক বুঝাইত। বন্ধুগণ! আমরা গুণদ্বারা ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিব। আর্য্যসমাজে প্রাচীনকালে গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ নাম প্রদত্ত হইত। এক্ষণে আর তাহা নাই; সে কাল চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণকুমার সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও ব্রাহ্মণ সকলের সম্মানভাজন; আর এক শূদ্র জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ভক্ত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। আহা! আর্য্যসমাজের কি দুর্গতি ঘটিয়াছে! গুণের প্রতি উপযুক্ত সম্মাননা না থাকাতেই এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ শিশু; আমরা যেন শুদ্ধ নাম দেখিয়া শ্রদ্ধা সম্মান করি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অতি হেয় হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি প্রবঞ্চকের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইবে। আহা! বুদ্ধ গৌতম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কত উপাদেয়! নিয়ম রহিয়াছে তাহা কেহ প্রতিপালন করে না; সমাজ এত দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধ গৌতমের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, স্মৃতি শাস্ত্রের এক একটী শ্লোকেরমধ্যে কত রত্ন রহিয়াছে। গৌতমের এই সকল বচন আমরা গ্রহণ করিব। আমরা যদি জিতেন্দ্রিয় না হই, সমাজ কলঙ্কে ডুবিবে। আমরা যদি উপাসনা না করি, নাস্তিকতায় উপস্থিত হইব; এই রূপে সমাজ ছার খার হইবে। অতএব সাবধান! সকলে জিতেন্দ্রিয় হও, কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, প্রেমিক হও, জ্ঞানী হও, উপাসনাশীল হও, এবং এইরূপে ব্রাহ্মনামের উপযুক্ততা লাভ কর। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন তাঁহাদের প্রতি আমার বারম্বার নিবেদন এই; তাঁহারা যেন মনে না করেন, তাঁহারা কোন সভ্যসমাজে আসিয়াছেন, কেবল বাহ্যশোভা ও সুখসম্ভোগ করিবেন। তাহা নয়, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি তাহা নয়। যিনি চণ্ডাল তিনি চণ্ডালের মত থাকিবেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য আপনাকে নীচ মনে করিবেন না; কিন্তু দেখিবেন, তিনি কতদূর ঈশ্বরোপাসনা ও জীবনের পবিত্রতায় উন্নত হইয়াছেন। বন্ধুগণ! আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি; আমরা কতদূর ব্রাহ্ম হইয়াছি, না পূর্ব্ববৎ চণ্ডাল রহিয়াছি; তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনারা জাতীয় ব্যবসায় করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজকে যদি একটী সমাজরূপে পরিণত করিতে হয়, তবে ইহার মধ্যে দাস, প্রভু, প্রজা, রাজা সমাজের পক্ষে যাহা প্রয়োজন সকলই থাকিবে। অতএব বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা যেন বুদ্ধ গৌতমের উপদেশানুরূপ গুণের পরীক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করি। তাঁহার উপদেশ আমরা স্মৃতিপুস্তকে, গৃহের দেয়ালে লিখিয়া রাখিব। আমরা যেন প্রাণগত যত্নদ্বারা আমাদের আত্মার সদ্গুণ সকল লাভ করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মনামের অধিকারী হই। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, কটকে ছাত্রদিগের জন্য একটী উপাসনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ২৭এ জুলাই রবিবার ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। আমাদিগের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "ধর্ম্মশিক্ষা এবং ইহার উপযোগিতা ও গুরুত্ব" সম্বন্ধে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রায় ৩০।৩৫টী ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র ইহাতে যোগপ্রদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আজ প্রায় ৪ মাস হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য এই নগরে একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১২০টী ছাত্র হইয়াছে॥ বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে ইংরাজী ফার্ষ্ট বুক হইতে মরালক্লাসবুকপর্য্যন্ত এবং বাঙ্গলা বর্ণপরিচয়, পাঠ-মঞ্জরী ইত্যাদি পুস্তক পড়ান হয়। স্থাপয়িতাদিগেরমধ্যে অনেকেই বিনাবেতনে প্রত্যহ ৭॥ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে পড়াইয়াথাকেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, এবং যাহাতে তাহাদিগের কুসংস্কার দূরীভূত হইতে পারে তাহার জন্য প্রতিরবিবার ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে এই নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ভবানীপুর, বেহালা, ঢাকা, বারাশত, নেত্‌ড়া, কাঁকুড়া, গড়বেতা

প্রভৃতি স্থানেও ইহারই মধ্যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার সকল ব্রাহ্মেরই সাধ্যায়ত্ত এবং আমরা আশাকরি সকলস্থানের ব্রাহ্মেরাই এই উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিবেন।

এক্ষণে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরজন্য বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। অনেকগুলি বুদ্ধিমান ছাত্র উপস্থিত হইয়া থাকেন। বক্তৃতা ও উপাসনাদি প্রায়ই ইংরেজীতে হইয়া থাকে। এই উপাসনাসমাজটি হইতে আমরা বিশেষ মঙ্গলের আশা করি।

ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির যেমন একটি উপায় হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদিগের উন্নতিরজন্য প্রতি শনিবার সভা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমাসে চারিটি সভার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সভায় উপাসনা ও নারীজাতির উপযোগী ধর্ম্মোপদেশ হইবে। দ্বিতীয় সভাটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদিগেরদ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহারা তাহাতে বক্তৃতা ও তর্ক বিতর্ক করিবেন। চতুর্থ সভায় বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা এবং সামাজিক সম্মিলন হইবে।

কিছুদিন হইল বরাহনগর বালিকাবিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পুরস্কার দান হইয়াছিল। যে বালিকাটি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিল, তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহাকে কয়েকখানি পুস্তক ও অলঙ্কার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রাদ্ধক্রিয়ানামক পুস্তক ৫০ খণ্ড এবং বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তক ৫০ খণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসামাজে দান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পঞ্জাব হইতে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিবেন। লাল সিং নামক এক জন শিকবংশজাত ব্রাহ্ম তাঁহার সহিত প্রচারোদ্দেশে গমন করিবেন।

অমৃতসর নিবাসী সুবিখ্যাত সরদার দয়াল সিং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইলে আর এক সহস্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় নবগৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। এই শুভানুষ্ঠানউপলক্ষে আমাদের কয়েকজন বন্ধু তথায় গমন করিয়াছিলেন। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা ও আহারাদি হইয়াছিল।

গতবারের পত্রিকায় অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে লিখিত হইয়াছিল যে, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মেই ইহা রহিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ইহার সভ্যদিগের বিশ্বাস ও চরিত্রসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে" ইত্যাদি। এরূপ লেখাতে প্রকৃত নিয়মসম্বন্ধে কাহারও ভ্রম হইতে পারে, সেইজন্য এস্থলে আমরা নিয়ম পুস্তক হইতে নিয়মটি উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

"যদি কোন সভ্য প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, অথবা চরিত্রঘটিত কোন অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, সম্পাদক তাঁহার নিকট পত্রদ্বারা ও অন্যউপায়ে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্যঅনুসন্ধান করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহার মূলসত্যে অবিশ্বাস অথবা চরিত্রঘটিত দোষ প্রকাশ পায়, তাহাহইলে সম্পাদক তদ্বিষয় অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন। অধ্যক্ষসভা তাঁহার নাম রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তথায় তাঁহার নাম রহিত হইতে পারিবে।"

বিগত ২৫ শ্রাবণ, শনিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে "প্রকৃত উন্নতি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ২০০ দুইশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে ২০ জন স্ত্রীলোক। স্থানে স্থানে এই প্রকার বক্তৃতায় বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

সংবাদসার।

বাঙ্গালোরে খৃষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের এক সভায় শ্রীযুক্ত স্কডার সাহেব দেশীয়দিগেরপক্ষে পানদোষ হইতে বিরত থাকার আবশ্যকতাবিষয়ে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কেবল তাহাতেই বদ্ধ না থাকিয়া তিনি অবশেষে বলিলেন যে, যে সকল খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক দেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহাদিগকেও সুরাপানহইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইতে হইবে। এই শেষ কথাটি পাদ্রি মহাশয়দিগের ভাল লাগিল না; তাঁহারা সকলে অসন্তুষ্টভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাল না লাগিবারই কথা। যেখানে ধর্ম্মপ্রচারের অর্থ কেবল বাক্যের শ্রাদ্ধ, স্বার্থবিসর্জ্জন নহে, সেখানে ইহা ভিন্ন আর কি হইবে?

সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীরমণী রমাবাই তাঁহার ভ্রাতার সহিত আসাম গোয়ালপাড়ায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রমাবাই শ্রোতৃবর্গকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নারীজাতিকে সুশিক্ষা ও উপযুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি পুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত সকল দেখাইয়া তাঁহার কথা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহে যে বিষময়ফল সমুৎপন্ন হয়, ইহাও তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে রমাবাই এই প্রকার বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে যে অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। রমাবাইয়ের ভ্রাতাও অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি; তিনিও বৈদিক ধর্ম্ম ও তাহার অবনতির বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

এলাহাবাদে সম্প্রতি একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়েরই আলোচনা করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত একটি যথার্থ সদনুষ্ঠানের

চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার পিতৃমাতৃহীন, অনাথ হিন্দু বালক বালিকাগণের জন্য একটি আশ্রয়স্থান নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালক বালিকাদিগের উপায় আছে, কিন্তু হিন্দু বালক বালিকাদিগের জন্য কিছুই নাই। যাহাতে হিন্দু অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজেন্দ্রবাবু তজ্জন্য যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই রাজেন্দ্র বাবুকে যথোচিত সাহায্য দান করিবেন।

থিওডোর মনড নামক একজন বিলাতের সাহেব বলিতেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধি মন্দিরের উপর যেন এই কয়েকটি কথা খোদিত থাকে; "এইস্থানে প্রথম পাঠ সমাপ্ত।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের আয় ব্যয়ের সংক্ষেপ বিবরণ।

আয়।

সাধারণ আয়।

এককালীন দান	১১।৶৫	
বার্ষিক দান	১৬২।০	
মাসিক দান	৯৫৲	
ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অবশিষ্ট চাঁদা	৭৩।৶৫	
		৩১১৸৶১০

প্রচার কার্য্যের আয়।

এককালীন দান	৷৷৶০	
বার্ষিক দান	৩৲	
মাসিক দান	১৯৮৸৶০	
পাথেয়	৩৭৲	
		২৩৯৷৷/০

বিবিধ আয়।

তত্ত্বকৌমুদীর আয়	২১৯।৶০	
সমালোচকের পূর্ব্বের মূল্য	৬/১৫	
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	১৭৩ ৫	
		৪০১৸০
ঋণ গ্রহণ		৩০০৲
আয়ের সমষ্টি		১২৮৩৶১০
বাদ গত ডিসেম্বর মাসের অতিরিক্ত ব্যয়		৪৬৲১৫
	বক্রী	১২৩৭৶১৫

ব্যয়।

কার্য্যালয়ের ব্যয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	৪৮।/৫	
ঘরভাড়া	২।।০	
উপকরণ (আলমারি)	২৭।।০	
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	৩২।৫	
	১১০।।/১০	

বিবিধ।

মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়	৩২৬৸/১৫	
কাগজের মূল্য	১৩১।।০	
পুস্তক বান্ধাই	১৬৲	
		৫৭৮ ৶১৫
তত্ত্বকৌমুদীর ব্যয়		২৭১৸৶১০

প্রচারকার্য্যের ব্যয়।

প্রচারকদিগের ব্যয়	১৭৩।০	
ঐ পাথের	৫৮।৶১০	
পুস্তক ক্রয়	২০৲	
		২৫১৸৶১০
ব্যয়ের সমষ্টি		১২০২৸৶৫
স্থিত		৩৩।১০

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী,	কাছাড়	৩
,, কালীদাস ঘোষ,	কলিকাতা	১৷৶০
,, রূপচাঁদ মল্লিক,	বাগআছড়া	২
রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ,		১
বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
বাবু শ্যামলাল দাস,	কলিকাতা	১
,, ভুবনচন্দ্র বসু,	আজিমগড়	৩
,, কিশোরীমোহন রায়,	ময়মন সিং	১
,, জয়কৃষ্ণ ঘোষ,	বারুইপুর	১
,, কুঞ্জবিহারী দে,	কলিকাতা	৩
,, শিবচন্দ্র দেব,	কোন্নগর	৩
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ,		৩।/১০
বাবু জগচ্চন্দ্র দাস,	শিবসাগর	৬
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	ঢাকা ডাকমাশুল	৩০
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস,	হাবড়া	৩
,, প্রসন্নকুমার মিত্র,	কলিকাতা	২।০
,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,	গোয়ালন্দ	১।০
,, কেদারনাথ রায়,	সারা	৩
,, রসিকলাল নাগ,	সারা	৩
,, কেদারনাথ কুলভী,	বাঁকুড়া	১।।০
,, কালীপ্রসন্ন দে,	জামালপুর	১।।০
,, অশ্বিনীকুমার গুহ,	কলিকাতা	১
,, আশুতোষ বসু,	দার্জ্জিলিং	৪।০
,, শ্রীমতী এলোকেশী বসু,	জেজুর	১
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	এলাহাবাদ	৩
,, দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	সৈয়েদপুর	৩
,, হরিনাথ সিংহ,	ঐ	৩
,, গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	সারা	৩

,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ,	সৈয়েদপুর	৩
,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১৷৹
,, কৃষ্ণলাল বন্দোপাধ্যায়,	ঐ	১
,, মহিমাচন্দ্র বশাখ,	নাটোর	৩
,, রামদুর্লভ মজুমদার,	তেজপুর	৩
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে,	কলিকাতা	১৷৹
,, রামচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	২৷৹
,, গুনাভিরাম ঘটক,	মুঙ্গের	২
,, গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,	সম্বর	৩
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ,		৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্‌" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারন ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta, August. 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

এমন মনুষ্য নাই যাহার দোষ নাই; আবার এমন মনুষ্য নাই, যাহার গুণ নাই। উন্নতির বীজ প্রত্যেক আত্মাতেই নিহিত রহিয়াছে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। মানুষ যতই কেন হীন হইয়া যাউক না, তাঁহার ভিতরেও এমন অঙ্কুর আছে যাহাতে নিশ্চয়ই উপযুক্ত সময়ে স্বর্গের কুসুম বিকসিত হইবে। আমাদের পরিচিত একজন ডাক্তর একদিবস গভীর রাত্রে একটি নির্জ্জন স্থান দিয়া শিবিকা আরোহণে গ্রামান্তর হইতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে একটি টাকার বাক্স, হঠাৎ তাঁহাকে বহুসংখ্যক দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল। বেহারাগণ পাল্কি ফেলিয়া দূরে পলায়ন করিল। ডাক্তার মহাশয় পাল্কির ভিতর বসিয়া আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান, পাল্কির ভিতর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে দেখিল; দেখিয়া হঠাৎ সচকিত হইয়া ফিরিয়া সঙ্গীদের নিকট আসিল। আসিয়া বলিল "ভাই রে, ইহাঁকে মারা হইবে না; আমার একবার চক্ষের ব্যারাম হইয়াছিল; এই ডাক্তার বাবুর কাছে যাওয়াতে ইনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়া আমার চক্ষুটি রক্ষা করিয়াছেন, ইহাঁকে মারা হইবে না।" তাহার কথায় অন্যান্য দস্যুগণ নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবুর বেহারারা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া গেল। নরহত্যা যাহার ব্যবসায় তাহার হৃদয়েও কৃতজ্ঞতা!!!

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট, লিওনার্ড সাহেব কৃত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পুস্তক আলোচনা উপলক্ষে, উক্ত সাহেব কেশব বাবুর প্রতি আদি সমাজ পরিত্যাগ হেতু যে অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু উক্ত গেজেট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাবগতিক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক প্রকার চরমকাল উপস্থিত। এখন হয় ইহাকে খৃষ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে, নতুবা কেশবচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন ইহার গত্যন্তর নাই। গেজেট সম্পাদকের এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই মধ্যবর্ত্তিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই ভাবের মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টাশ্রিত না হউক, কেশবাশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই ব্রহ্মাশ্রিত থাকিয়া উপধর্ম্ম ও আবর্জ্জনার অতীত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা ও মধ্যবর্ত্তিতা মত প্রবর্ত্তনের মূল কারণ ব্রাহ্মেরা হইলে যথেষ্ট ভয়ের কারণ হইত। কিন্তু ইহার মূল কারণ স্বয়ং কেশব বাবু, তাঁহার প্রচারকগণ ও ২।৪ জন তাঁহার অন্ধ ভক্ত মাত্র।

বিলাতের খ্রিষ্টই বা ব্রাহ্মগণ যাঁহারা এতদিন কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন উক্তি প্রয়োগ করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা কেশব বাবুর দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সমূহ বিপদাশঙ্কা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার দূষণীয় ও অব্রাহ্মোচিত মতের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেশব বাবুর প্রাচীন ও বহু পরীক্ষাসহ বন্ধু রেভরেণ্ড ভয়সি তাঁহার খৃষ্ট বিষয়ক টাউন হলের সেদিনকার বক্তৃতাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ইহাকে উন্মত্তের প্রলাপোক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া খৃষ্টানেরাও খৃষ্টের প্রতি এতদপেক্ষা অধিকতর ভক্তি দেখাইতে পারে না। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন ও সুপরিচিত বন্ধু ফ্রান্সিস নিউম্যান ভয়সী সাহেবের ধর্ম্ম মন্দিরে "অন্ধ-বিশ্বাসের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনিষ্টকারিতা" বিষয়ে যে একটী সুন্দর সারগর্ভ ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কেশববাবুর অনধীত, দোষগুণবিচারাক্ষম, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকবর্জ্জিত অন্ধ বিশ্বাসকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক তাঁহার উপদেশ দিয়াছেন এবং চতুঃপার্শ্বহইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যেসকল আবর্জ্জনা ইহাকে সর্ব্বদাই বিকৃত করিতে আইসে তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিউম্যানের সেই বক্তৃতাটী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মবীর এনেষ্টেসিয়স।

এনেষ্টেসিয়স পারস্য দেশে মেজিয়ান বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন এবং তিনিও যথারীতি পৌত্তলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। খৃষ্টীয় ৬১৪ অব্দে যখন পারস্য দেশের অধিপতি খস্রু জিরুসলম অধিকার করেন, তখন এনেষ্টেসিয়স্ তাঁহার অধীনে এক জন সামান্য সৈনিক ছিলেন। জিরুসলমে খৃষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কথা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্পর্কীয় সমুদায় তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয় এবং ঈসার উজ্জ্বল জীবন ও প্রেম-পরিপূর্ণ ধর্ম্মমত দ্বারা তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয়, যে অল্প দিন মধ্যেই এনেষ্টেসিয়স সৈনিকের পদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে হিরাপলিস নগরীতে আসিয়া একজন সুবর্ণ বণিকের গৃহে বাসস্থান গ্রহণ করেন। এই সুবর্ণ বণিক খৃষ্টমতাবলম্বী ছিলেন এবং হিরাপলিসে আসিয়া অবধি এনেষ্টেসিয়াস তাঁহার সঙ্গে প্রতিদিন উপাসনা করিতেন। এই উপাসনা দ্বারা এনষ্টেসিয়সের ধর্ম্মপিপাসা অত্যন্ত বলবতী ও বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কিয়দ্দিবস পরে তিনি প্রকাশ্যরূপে দীক্ষিত হইবার জন্য হিরাপলিস পরিত্যাগ করিয়া জিরুসলামে গমন করেন। তথায় বিশপ মডেষ্টাস কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া কতিপয় দিবস প্রার্থনা ও উপাসনায় অতিবাহিত করেন এবং অবশেষে ৬২১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া জিরুসলামের নিকটবর্ত্তী একটী কন্‌ভেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই কন্‌ভেণ্টে দিন রাত্রি উপাসনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া এনষ্টেসিয়স ক্রমে সাত বৎসরকাল যাপন করিলেন। অবশেষে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁহার মন একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এনেষ্টেসিয়স্ আর কন্‌ভেণ্টে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কেবল নিজের ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহার মন তৃপ্তি লাভ করিল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং এনেষ্টেসিয়স্ কন্‌ভেণ্ট পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন। তিনি পালেষ্টাইনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া দিওসপলিস এবং গবিজিম প্রভৃতিতে ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবশেষে এনেষ্টেসিয়স্ সিছারিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই নগরীতে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে একটী দুর্গ সমক্ষে কতিপয় পারসিক পুরোহিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদিগের সহিত এনেষ্টেসিয়স্ ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হন। পুরোহিতগণ এনেষ্টেসিয়সের কুটিল তর্কজাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং এনেষ্টেসিয়সকে গুপ্তচর ভাবিয়া মাজিষ্ট্রেটকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। এনেষ্টিসিয়স মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে নীত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে গুপ্তচর বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস্ সাহসের সহিত উত্তর করিলেন "আমি গুপ্তচর নই। আমিও আপনার মত একদিন মেজিয়ান্‌দিগের অধিকার ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এখন খৃষ্টের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমি সংসারের তৎ সমুদায় মান সম্ভ্রমকে পরিত্যাগ করিয়াছি।" এই প্রকাশ্য অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়াই মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং এনেষ্টিসিয়স্ তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহারে সেই অন্ধকার কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া রহিলেন।

সিছারিয়া নগরীয় গবর্ণর এই সময়ে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট এনেষ্টিসিয়স্‌কে ধৃত করিয়াই তাঁহাকে বিচারার্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিন দিবস পরে গবর্ণর মারজাবিনিস্ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং এনেষ্টিসিয়স্‌কে তাঁহার সমক্ষে আনিতে আদেশ করিলেন। এনেষ্টিসিয়স্ স্পষ্ট ভাবে মারজাবিনিসের সমক্ষে আপনার ধর্ম্ম মত জ্ঞাপন করিলেন। মারজাবিনিস্ নানা প্রকার ধনমানের প্রলোভনে এনেষ্টিসিয়স্‌কে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টিসিয়াস্ ঘৃণার সহিত তাঁহার সমুদায় উপহার অগ্রাহ্য করিলেন। প্রলোভনে তাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়া এখন মারজাবিনিস ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাসকে জয় করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু এনেষ্টেসিয়স তাহাতে বিন্দু মাত্রও ভীত হইলেন না। মারজাবিনিস্ তখন ক্রোধান্ধ হইয়া একটী অপরাধীর গলার সঙ্গে তাঁহার গলা ও তাহার পার সঙ্গে এনেষ্টিসিয়সের পা বাঁধিয়া প্রস্তর বহন করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টিসিয়স্ অম্লানবদনে এই দণ্ড বহন করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকগণ তাঁহাকে অশেষ প্রকার অপমান ও যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাঁহার মস্তকে অযথা পরিমাণে ভার চাপাইয়া দিল, কেহ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর কেহবা পদাঘাত করিয়া দেশের কলঙ্ক বলিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। এনেষ্টেসিয়স তাঁহার প্রাণেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহ্য করিতে লাগিলেন। "যাঁহাদিগকে লোকে সত্যের জন্য নিন্দা করে, গালি দেয় এবং অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে তাঁহারাই ধন্য! কারণ তাঁহারা স্বর্গবাসের অধিকারী হইবেন।" এই উক্তি তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার অন্তরে বল বর্দ্ধন করিতে লাগিল। গবর্ণর দ্বিতীয়বার এনেষ্টিসিয়াসকে তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিয়া মেজিয়ানদিগের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আদেশ করিলেন। এনেষ্টেসিয়স্ ধীর ভাবে উত্তর করিলেন "এই সমুদায় মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আত্মা কলঙ্কিত হয়।" গবর্ণর রাজার নিকট তাঁহার বিষয় লিখিবেন বলিয়া এনেষ্টেসিয়সকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, এনেষ্টেসিয়স নির্ভীক অন্তরে উত্তর করিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা হয় লিখুন। আমি খৃষ্টীয়ান। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে আমি খৃষ্টীয়ান।" গবর্ণর এই উত্তর শ্রবণ করিয়াই এনেষ্টিসিয়স্‌কে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। ঘাতকগণ তাঁহাকে একটা বন্ধনীয় কাষ্ঠে বদ্ধ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তিনি দৃঢ় ভাবে বলিলেন, "কেন আমাকে বন্ধন

করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ! এক চুলও না নড়িয়া এই শাস্তি ভোগ করিবার যথেষ্ট বল আমার হৃদয়ে আছে। আমি খৃষ্টের জন্য কষ্ট পাওয়াকে একটী সৌভাগ্যের বিষয় এবং সুখের ব্যাপার মনে করি।" এনেষ্টেসিয়স্ অবিচলিত ভাবে অনেকক্ষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। অবশেষে গবর্ণর আবার রাজাকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু এনেষ্টেসিয়স এই সকল ভয়ে ভীত হইবার লোক ছিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রজ্বলিত ছিল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন "কাঁহাকে আমাদের ভয় করা উচিত! ক্ষুদ্র মনুষ্যকে, না অনন্ত ঈশ্বরকে! যে ঈশ্বর শূন্য হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন।" গবর্ণর তাঁহাকে অগ্নি, সূর্য্য, প্রভৃতির নিকট বলি প্রদান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স্ "আমি কখনও সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" এই উত্তর দিয়া অবিচলিত দণ্ডায়মান রহিলেন। গবর্ণর অগত্যা পুনরায় তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

এনেষ্টেসিয়স্ কারারুদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত হইল না। যত তিনি উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় আরও ধর্ম্মবল দ্বারা বলীয়ান হইতে লাগিল। উৎপীড়ন প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসীর হৃদয়কে পরাজয় করিতে কোন দিন সক্ষম হয় নাই, আজ তাহা এনেষ্টিয়সের হৃদয়কে জয় করিতে পারিবে কেন! এনেষ্টেসিয়াস সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণাকে প্রফুল্লনয়নে সহ্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মারজেবিনাস খসরুকে এনেষ্টেসিয়সের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। খসরুর আজ্ঞা পাইয়া তিনি দূত দ্বারা এনেষ্টেসিয়সকে কহিলেন "তুমি যদি কেবল কথায় একবার খৃষ্টধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস অস্বীকার কর, তবেই তোমার ইচ্ছামতে তুমি হয় রাজার অধীনে একটী অত্যুচ্চ পদ গ্রহণ করিতে পারিবে, না হয় পুনরায় কনভেণ্টে গমন করিয়া সন্ন্যাস জীবন যাপনে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে খৃষ্টকে উপাসনা করিতে পার, কেবল মাত্র একবার অন্ততঃ কথায় গুপ্তভাবে আমার সমক্ষে খৃষ্টের প্রতি তোমার বিশ্বাস অস্বীকার কর। ইহা করিলে তোমার নিজেরও কোনও অনিষ্ট হইবে না এবং খৃষ্টের প্রতিও কোনও অন্যায় করা হইবে না। "এনেষ্টেসিয়স্ দৃঢ়ভাবে বলিলেন "আমি কথায়, কি ভাবে, কি কার্য্যে কিছুতেই খৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিব না।" তখন গবর্ণর তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রাজাজ্ঞানুসারে এখন তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পারস্যে প্রেরণ করিতে হইবে। এনেষ্টেসিয়স্ বলিলেন "বন্ধন করিবার কোনও প্রয়োজন হইবে না। আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত উল্লসিত অন্তঃকরণে খৃষ্টের জন্য সমুদায় সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।" গবর্ণর এনেষ্টেসিয়াসকে রাজার নিকটে লইয়া যাইতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও একদল সিপাহিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা দুই তিন দিবস মধ্যে এনেষ্টাসিয়াসকে সঙ্গে করিয়া সিছারিয়া পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে পারস্যাধিপতি খসরু ইউফ্রেটিস নদীতীরে দাণ্ডাগারদ নগরীতে ছিলেন। দাণ্ডাগারদ হইতে ছয় মাইল দূরে বারশাকো নামক স্থানে পৌঁছিয়া সিপাহিগণ এনেষ্টেসিয়াসকে একটা অন্ধকার কারাগারে রুদ্ধ করিল এবং রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। পরদিন একজন রাজকর্ম্মচারী খসরুর নিকট হইতে আসিলেন এবং নানা প্রকার ধন মানের প্রলোভনে এনেষ্টেসিয়াসকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স ঘৃণার সহিত বলিলেন "আমার এই সামান্য উদাসীনের পরিচ্ছদই সংসারের জাঁকজমকের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। যে রাজা শীঘ্রই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শমন গৃহে গমন করিবেন, তাঁহার প্রদত্ত ধনমান আমার চক্ষে কোনও প্রলোভনের বস্তু নহে।' তৎপরদিবস সেই কর্ম্মচারী আসিয়া এনেষ্টেসিয়াসকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স ধর্ম্ম বলে বলীয়ান ছিলেন; তিনি অটলভাবে বলিলেন"মহাশয় আমাকে আর ঐ সব কথা বলিয়া কষ্ট পাইবেন না। আমার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বরের কৃপায় আপনি আমাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব অধিক হেঙ্গাম না করিয়া আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় তাহাই করুন।" রাজ-কর্ম্মচারী তখন এনেষ্টেসিয়াসকে প্রতিদিন বেত্রাঘাত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এনেষ্টেসিয়াস শান্তভাবে তিন দিন এই শাস্তি ভোগ করিলেন। চতুর্থ দিবসে বিচারক তাঁহার পায়ের উপর একটা অত্যন্ত ভারি কাষ্ঠখণ্ড চাপাইতে আজ্ঞা করিলেন, এনেষ্টেসিয়াসের পায়ের মাংস তাহাতে একেবারে পেষিত হইয়া গেল। কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস তাহাতেও আপনার ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে অনন্ত ধর্ম্মের স্রোত খুলিয়া হৃদয়কে সুখে আপ্লুত করেন, সে এই সমুদায় শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণায় ভীত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইবে কেন? এনাষ্টসিয়াস ধীর ভাবে এই শাস্তি ভোগ করিলেন, এবং তাহার অটলতা দেখিয়া বিচারকের মন দ্রবীভূত হইল। তিনি এনেষ্টেসিয়াসের বিষয় রাজাকে বলিতে দাণ্ডাগারদে গমন করিলেন। কর্ম্মচারী রাজসমীপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার এনেষ্টেসিয়াসকে কঠোর বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস্ প্রস্তরফলকের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমুদায় আঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। তৎপরে তাঁহার দুইহাত একটা বৃক্ষডালে বন্ধন করিয়া ও পদদ্বয়ের সঙ্গে দুইখণ্ড ভারি প্রস্তর সংলগ্ন করিয়া দুই ঘণ্টা কাল দোলাইয়া রাখা হয়। কিন্তু এই সমুদায়ের কিছুতেই এনেষ্টিসেয়াসের বিশ্বাস টলিল না। কর্ম্মচারী অগত্যা নিরাশান্তরে পুনরায় রাজসমীপে তাঁহার শেষ আজ্ঞা শুনিবার জন্য গমন করিলেন। খসরু এনেষ্টেসিয়াসকে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টেসিয়াসের সঙ্গে আরো ৬৩ জন খৃষ্টীয়ান সেই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন।

কর্ম্মচারী এনাষ্টসিয়াসের চক্ষুর উপর তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া ফাঁসি দিয়া মারিলেন এবং এনেষ্টেসিয়াসকে নানা প্রকার প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস কিছুতেই টলিলেন না দেখিয়া অবশেষে, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টে সিয়াস ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মরিয়াও এনেষ্টেসিয়াস আপন প্রভাব প্রকাশে ক্ষান্ত হইলেন না। এই রাজকর্ম্মচারী ও অপর কতিপয় ব্যক্তি অল্পদিন মধ্যেই খৃষ্টীয়ান হইলেন। ধর্ম্মবীরগণ মরিয়াও আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

প্রচারার্থ ভ্রমণ।

৪ঠা জুলাই শুক্রবার। মতিহারী হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া অদ্য রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের কর্ডমেলে যাত্রা করিলাম। আমি গাড়ির যে কামরায় উঠিলাম, সৌভাগ্য ক্রমে রাত্রির মধ্যে আর কেহ তাহাতে উঠিতে চেষ্টা করিল না, আমি তন্মধ্যে একাকী আধিপত্য করিতে লাগিলাম। যাঁহারা নির্জ্জন-প্রিয় তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সুযোগ যার পর নাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মাদৃশ জনের সেরূপ সুযোগের উপকার লাভ করা তাদৃশ সহজ নহে। নির্জ্জন সম্ভোগ পরম সৌভাগ্য বা নিগূঢ় তপস্যার ফল। যাঁহারা তাহা হইতে বঞ্চিত তাঁহারা সেই সুযোগে বহুকালের নিদ্রিত চিন্তা সমূহকে জাগ্রত করিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশকে সজন স্থান অপেক্ষাও জনাকীর্ণ ও কোলাহল পূর্ণ করিয়া ফেলেন। নির্জ্জনের জনাকীর্ণতা ও নিঃশব্দের কোলাহল সাধনেপ্সু আত্মার পক্ষে যার পর নাই বিরক্তি কর। তন্মধ্যে মায়ার সুবিস্তৃত রাজ্য ও তাহার কঠোর রাজশাসন দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়।

৫ই জুলাই শনিবার। অদ্য বেলা ৯টার পূর্ব্বে বাঢ় ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। বাঢ় হইতে আমার গন্তব্য প্রদেশের দিকে মেল যাইবার প্রচুর বিলম্ব থাকাতে বাজারে গিয়া স্নান ভোজন করিলাম। বাজার ষ্টেসনের সীমার অব্যবহিত সংলগ্ন। বাজারের দোকানে রন্ধনোপযোগী চাউল, ডাউল, ঘৃত, আলু প্রভৃতি উপকরণ এক প্রকার মিলিয়া থাকে। রন্ধনাদির সাহায্যের জন্য দুই চারি পয়সায় একটী লোকও উপস্থিত মতে পাওয়া যায়। আমি বাজারের একটী দোকানে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া ১২।৪০ মিনিটের ট্রেণে বাঢ় হইতে বাঢ় ঘাটে চলিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইন হইতে মজঃফরপুর (ত্রিহুত ষ্টেট্ রেলওয়ে) লাইনে যাইতে হইলে বাঢ়ঘাটে টিকিট পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বাঢ়ঘাট হইতে মজঃফরপুরের টিকিট লইয়া ফেরি ষ্টিমারে গঙ্গাপার হইলাম। বর্ষার সুবিস্তৃত গঙ্গা, তাহাতে আবার আড়াআড়ি পার হইতে হয়। পার হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল লাগিয়া থাকে। এখানে দুই খানি ফেরি ষ্টিমার উভয় লাইনের আরোহীদিগকে পারাপার করিয়া থাকে। বাঢ়ঘাটের আড় পারে আজিও একটী ষ্টেসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং শুনিলাম যে নির্দ্দিষ্ট হইবার আশু কোন উপায় নাই। স্রোতস্বতীর হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ষ্টেসনের স্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু আরোহীরা সর্ব্বকালে বাঢ়ঘাটের আড়পারে ষ্টিমার হইতে নামিয়াই রেলের গাড়ি প্রস্তুত দেখিতে পায়। সেইরূপ ত্রিহুত লাইনের রেলওয়ের আরোহীরাও গাড়ী হইতে নামিয়াই অব্যবহিত সন্নিধানে ষ্টিমার প্রস্তুত দেখিতে পায়। এরূপ ব্যবস্থাতে আরোহীদের কষ্টের যথেষ্ট অপনয়ন হইয়াছে, যদিও রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগের কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। মজঃফরপুরে পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। পৌছিবার পূর্ব্ব হইতে পথে মুষলের ধারে বৃষ্টি হইতেছিল, মজঃফরপুরে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই সেই বৃষ্টি সেখানে গিয়া উপনীত হইল। প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে ষ্টেসনে কোন প্রকার যানের বন্দোবস্ত করা থাকিবে, কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না; কেবল তত্রকার ষ্টেসন মাষ্টারের নামে মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে সেই সন্ধ্যায় সেখানে আমার জন্য দুইটা বইলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। মতিহারীর সম্পাদক মহাশয় যে সাম্পুনির বন্দোবস্ত করিয়া বইলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবার জন্য মজঃফরপুরের ষ্টেসন মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন সেই সাম্পুনি সেখানে কোন দৈব প্রতিবন্ধক বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারাতে তিনি টেলিগ্রামের ভাবার্থও বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি কিছুই করেন নাই। যাহা হউক আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে মতিহারী পাঠাইবার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রির সেই দুর্যোগে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইতে পারিল না; বন্দোবস্ত হইতে পারিলেও বাহির হইবার উপায় ছিল না। মজঃফরপুর হইতে মতিহারী প্রায় ৫৩ মাইল। এই ৫৩ মাইলের মধ্যে মজঃফরপুরের নিকট মাইল তিনেক ও মতিহারীর নিকট মাইল দুইয়েক, মোটে মাইল পাঁচেক আন্দাজ পাকা রাস্তা; তদ্ব্যতীত ৪৮ মাইল পথ সমস্তই কাঁচা রাস্তা। একে পথের কাদা তাহাতে সে রাত্রে এরূপ বন্দোবস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্ভাবনা ছিল, সাম্পুনিতে তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাম্পুনির বন্দোবস্ত সে রাত্রে কেন, কোন ভাল সময়েও সেখানে সহজে হওয়া দুর্ঘট। পূর্ব্ব হইতে যোগাযোগ না থাকিলে সাম্পুনি এখানে কখনই মেলে না। কেন না এখানে কি মতিহারীতে, ক্যারাগোল্ডা কি পুর্ণিয়ার মত ভাড়াটিয়া সাম্পুনি আদৌ নাই। তবে এখানকার অধিবাসীদের কাহারো কাহারো সাম্পুনি আছে; তাহারা তাহা ভাড়া দেয় না, কিন্তু ইচ্ছানুসারে কাহাকে কাহাকে তাহা ব্যবহার করিতে দেয়। সাম্পুনি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র ঘরের মত, উপরে ছাদ আছে নীচে বিছানা পাতিয়া উপবেশন বা শয়ন করিবার উপায় আছে। তাহা দুইটী বড় বড় চাকার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে স্প্রিং আছে। সাম্পুনির দুই পার্শ্বে ৬টী ফোকর আছে এবং রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রতি ফোকরে পরদা বা খড়খড়ি আছে। প্রয়োজনানুসারে সেই পরদা বা খড়খড়ি স্থানান্তরিত করিয়া বায়ু ও আলোক সম্ভোগ করা যায়। সাম্পুনিতে বোধ হয় যোড়া যোতা যাইতে

পারে, কিন্তু তাহাতে ঘোড়া যুতিতে কোথাও দেখি নাই, সর্ব্বত্রই দুইটী বইলে তাহা টানিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ইহার পশ্চাৎ ভাগে। সম্মুখ ভাগেও দুইটী কোকর আছে। উত্তর পশ্চিমে সাম্পুনির চলন নাই, কেবল বেহারের স্থানে স্থানে ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখানকার একা অতি জঘন্য, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের একার ন্যায় তাহাতে কোন স্প্রিং নাই, কয়েক গাছি মাত্র রজ্জুই তাহার প্রধান অবলম্বন। এখানকার একার আরোহীদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি উভয়ের কাহারো হস্তে নিস্তার নাই। একায় চড়া যাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যহেতু অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন আর সকলকে বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়দিগকে এতদারোহণে যাত্রা করিবার অল্প সময় মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণাক্রান্ত হইতে হয়। এক্কা গতিশীল হইলে আরোহীদের সর্ব্বাঙ্গকে এরূপ ভয়ানক ভাবে স্পন্দিত ও আন্দোলিত করিতে থাকে যে অল্পক্ষণের মধ্যে পেটের নাড়ী ভুঁড়ী পর্য্যন্ত দারুণ বেদনাগ্রস্ত হইয়া উঠে। ইহাতে একটীর অধিক লোক অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারে না। ইহাতে বসিয়া দুই হাতে দুই দিকের দড়ি গুলি শক্ত করিয়া না ধরিলে অন্তঃকরণে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, পশ্চাৎভাগে যে দড়ির পৃষ্ঠাধার আছে তাহাতে ঠেশ দিলে পৃষ্ঠের চর্ম্মটী সমস্তই উঠিয়া যায়। সাম্পুনির এক দোষ যে ইহা আস্তে যায়, কিন্তু ইহাতে শুয়ে বসে সুখে যাওয়া যায়, এক্কার কেবল এক গুণ যে ইহা সাম্পুনি অপেক্ষা শীঘ্র গমন-ক্ষম, তদ্ভিন্ন ইহার সমস্তই দোষ। যাহা হউক, যাহার এত নিন্দা করিলাম সেই একা না থাকিলে আমার মতিহারী যাওয়া হইত না।

বলা বাহুল্য যে, সে রাত্রে আমাকে ষ্টেসন মাষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ষ্টেসন মাষ্টার কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার রাজ বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কেশব বাবুর কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ করিলেন এবং বলিলেন যদি অত বড় লোক সামান্য রাজ্য সুখ দেখিয়া আপনার চিরসেবিত ধর্ম্ম ও বিশ্বাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন এবং ঈশ্বরের স্কন্ধে স্বীয় দোষ ভার চাপাইয়া আপনার দোষের ক্ষালন করিতে সঙ্কুচিত না হন তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশা কোথায়?

বিগত জুন মাস হইতে মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গায় বিস্তর ওলাউঠা হইতেছিল, এখনও তাহার বিরাম হয় নাই। শুনিলাম, সমস্ত মজঃফরপুর জেলায় ১১ হাজারের অধিক লোক এই সময়ের মধ্যে পীড়াক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে শুদ্ধ মজঃফরপুরে টাউনে ৪ হাজারলোক নাকি মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে।

শুনিলাম মজঃফরপুরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় তথাকার এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাবু মাধব চন্দ্র সেনের বাসায় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি খ্যাতনামা কার্কুড্ সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া তথাকার নগরবাসীদিগকে "সভ্যতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়া তাঁহার কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। তিনি আরো কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করিবেন। মজঃফরপুরে প্রায় ৩। ৪ শত বাঙ্গালী আছেন; অধিকাংশই নাকি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপর। ত্রৈলোক্য বাবু যত্নবান ও মাধব বাবুর সাহায্য প্রাপ্ত হইলে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করিলেও করিতে পারেন।

৬ই জুলাই রবিবার, প্রাতে ৬টার সময় একায় চড়িলাম, মাইল তিনেক গিয়াই কাঁচা রাস্তা পাইলাম। সহরের বাহির হইতে না হইতেই নীলকুটি। মজঃফরপুর হইতে ৯ মাইল গিয়া কাটীতে একটী প্রকাণ্ড নীলকুটি দেখিলাম। পরে ১৯ মাইল ষ্টোনের পর মতিপুরে আর একটী প্রকাণ্ড নীল কুটী দেখিলাম। মতিপুরে পৌঁছিতে বেলা ১০॥ হইল। সেখানে স্নান ভোজন করিলাম। পরে দুই প্রহর ১টার সময় মতিপুর হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় বারায় পৌঁছিলাম। এখানেও প্রকাণ্ড নীলকুটী। বারা মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল পথ। এ দিন এই ৩২ মাইল একাতে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ নিদারুণ বেদনাগ্রস্ত ও একটু জ্বরবোধও হইয়াছিল। বারার কুটীতে পৌঁছিয়া আর বসিতে পারিলাম না, একটী শয্যা লইয়া শয়ন করিবামাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িলাম! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে নীল কুটীর বাবুরা বাসায় আসিলেন। তাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল দেখিলাম। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনেকটা সংবাদ রাখেন। গতবৎসরে শিবনাথ বাবু যখন আসেন, অথবা তৎপূর্ব্ববৎসরে যখন অঘোর বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হন, তখন এই বাবুরা মতিহারীতে ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে ইহাঁদের অল্প আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মতিহারীর ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্টতা আছে।

কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ইহাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে ইহারা তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র, সানুকূল নহেন। কি আশ্চর্য্য এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই একমত দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম হিন্দু ও যবন, খৃষ্টান ও হিদান, মুসলমান ও কাফের নিতান্ত ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট না হইলে সকলেই এসম্বন্ধে একরায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেন, বোধ হয়, ঈশ্বর সকলের মুখ দিয়া তাঁহার স্বর্গীয় বাণী প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ বিধান স্বীকার করেন বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার প্রকাশ করেন, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা এই বিবাহের সর্ব্বব্যাপী প্রতিবাদ মধ্যে ঈশ্বরের শাসন নিনাদ উদ্যত বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইলেও তাহা শুনিতে পাইলেন না। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সমস্ত অপক্ষপাতী কণ্ঠ হইতে এই বিবাহ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা তন্মধ্যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় নিষ্পত্তি পাঠ করিতে অক্ষম হইলেন। যাঁহারা "মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বর" এবং "ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার হস্ত" দেখিবার মত এত সাড়ম্বরে ও সদর্পে পোষণ ও প্রচার করেন, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা বিগত প্রতিবাদের অশেষ

ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কেবল "অর্থ ও ঈর্ষার" মায়িক ক্রীড়া ভিন্ন আর কোন উচ্চতর স্বর্গীয় ভাব দেখিতে পাইলেন না।

বারা কুটীর বাবুদের সঙ্গে আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম ও উপবীত ত্যাগ, সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। মুঙ্গের নিবাসী আর্য্যধর্ম্মোৎসাহী বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন হরিদ্বার তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনিই এ অঞ্চলস্থ কয়েকটী লোকের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত করিয়া যান। মতিহারীতেও আমি ২। ১ জন লোকের মনে এমন কি এক'আদজন ব্রাহ্মের মনেও এ আন্দোলন দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণ বাবু মতিহারীর আর্য্য সমাজে, আর্য্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতা হইতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এ প্রশ্নকয়েকটী সম্বন্ধে আমি যেখানে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা পৃথক পৃথক রূপে না বলিয়া তৎসমুদায়ের সার মর্ম্ম এই খানেই বিবৃত করিলাম।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশ্ন এই যে, আর্য্য-ধর্ম্ম-দ্বারা ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন হইতে পারে কি না; যদি পারে তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে ইহা উক্ত হইয়াছিল যে আর্য্যধর্ম্ম ভারতকে সমুন্নত করিবার জন্য এক সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা ভারতে অনেক নিগূঢ় সত্য প্রচারিত হইয়াছে, অনেক বিশুদ্ধ নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক প্রকার সুন্দর সাধনপন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অনেক উন্নতিও হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আর্য্য-ধর্ম্ম দ্বারা ভারতের আংশিক মঙ্গল মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে এবং সেই পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধন করাই ইহার সাধ্য ছিল। এই আর্য্য-ধর্ম্মের সুবিস্তৃত একাধিপত্য সত্বেও ভারতের সেই আংশিক উন্নত অবস্থা অন্তর্হিত হইয়া দুঃখ দুর্দ্দশা পাপ ও অজ্ঞান ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; আর্য্যধর্ম্মের উপর ভারতের একান্ত নির্ভর সত্বেও, আর্য্য-ধর্ম্ম ভারতকে সেই অবনতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। যে ঔষধ পথ্যে ভারতের রোগ কিয়ৎ পরিমানে আরোগ্য হইতে না হইতে আবার ইহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ঔষধ পথ্যে এক্ষণকার এই রুগ্ন ভারতের চরমাবস্থায় কি ফল ফলিবে? এইজন্য হয় নূতন ঔষধ পথ্য, না হয় সেই পুরাতন ঔষধ পথ্যের মধ্যে নূতন উপকরণ প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পুরাতন ঔষধ পথ্যে ভারতের ধাতুকে আর উষ্ণ করিতে পারে না; বরং তদ্দ্বারা ইহার জীবনীশক্তি ক্রমেই ফুরাইয়া আসিবে। এক ঔষধে ফল না পাইলে ঔষধান্তর অবলম্বন না করা চিকিৎসা শাস্ত্রের নিতান্ত অনভিপ্রেত। পূর্ণমাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিতে করিতে যাহার নাড়ীত্যাগ হয়, আর্সেনিকে তাহার নাড়ীর পুনরুদয় করিতে পারে না, ঔষধান্তর প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

"আর্য্যধর্ম্মের মূলে এমন কি দোষ ছিল যাহার দ্বারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইল না, বরং পতন হইল?" ইহার উত্তরে দেখান গিয়াছিল যে ইহার মূলে ভেদজ্ঞান ছিল বলিয়া ইহা ভারতের আংশিক মঙ্গল মাত্র সংসাধন করিয়াই নিশ্চেষ্ট ও বিক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই ভেদজ্ঞান, যাহা আর্য্য-সমাজের সর্ব্বাঙ্গে প্রতিপ্রসূত হইয়া রহিয়াছে তাহাই অচিরাৎ তাহার মঙ্গলের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল, তাহাই শেষে তাহার পতনেরও কারণ হইয়াছে। আর্য্য-ধর্ম্ম প্রায় প্রথম হইতেই ভারতের সকল সন্তানকে জ্ঞান-ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও পদ সম্পদ সম্বন্ধে সমান অধিকার দেন নাই বরং অনেকের উন্নতির পথে, ভবিষ্যতের সুখের পথে অবিচলিত কণ্টক আরোপণ করিয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারা সেই কণ্টক অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিদারুণ পৌরোহিত্য পরাক্রমে তাহাদিগকে শাসন করিবার কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। এজন্য আর্য্যসমাজের অধিকাংশ শ্রেণী উন্নতিলাভের প্রধান প্রধান উপাদান আহরণ করিতে অসমর্থ হইয়া জড়প্রায় নিশ্চল রহিল, এবং শ্রেণীবিশেষ যে স্বল্পোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা উদার ও বিস্তৃত ক্ষেত্রের অভাবে আর বর্দ্ধিত হইতে পারিল না বরং হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অস্বাভাবিক ও বহু অনিষ্টের নিদান এই ভেদজ্ঞানটী লোকের মনে অন্যায়রূপে বদ্ধমূল ও সংস্কারবদ্ধ করিতে গিয়া অনর্থক বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; সেই আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিতে গিয়া আর্য্যসমাজের তৎকালীন নেতৃগণের স্বভাব ক্রমে অভ্যাসের দোষে একতা, ন্যায় ও প্রেমের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই স্বভাব ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সময়ে সমস্ত আর্য্য-সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপে ক্রমে আর্য্যসমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অপ্রেম ও বিদ্বেষের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল; এইরূপে উন্নতির পথও রুদ্ধ হইয়া আসিল। এই ভেদজ্ঞান হইতেই আর্য্যসমাজের পতনও সম্ভাবিত হইল। কয়েক জন মাত্র জ্ঞান ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও পদ সম্পদ লাভ করিতে অধিকার পাইল, অধিকাংশ লোক সে অধিকারে বঞ্চিত রহিল, যাহারা বঞ্চিত রহিল দেশের প্রতি তাহাদের মমতা জন্মিতে পারিল না। স্বত্বভোগ বা স্বত্বভোগের আশা হইতেই সেই মমতার সঞ্চার হয়, ক্রমে তাহা নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষণাতে পরিণত হইয়া থাকে, আর্য্যহৃদয়ে নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষণার বীজও রোপিত হইতে পারিল না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলে তাহাদের ক্ষতিলাভ রহিল না। এদিকে অনৈক্য ও বিদ্বেষ সমাজের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে লাগিল। গৃহবিচ্ছেদে কোন্ গৃহ রক্ষা পায়? ইহাতেই অর্য্যসমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যসমাজকে এই হীনাবস্থায় আনিয়াছে, সেই আর্য্যধর্ম্ম ভারতকে অধিকতর হীনাবস্থাতেই লইয়া যাইতে পারে; ইহাকে রক্ষা ও উদ্ধার করা ত দূরের কথা।

"ভেদজ্ঞানকে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রাণ কেন বলেন, আর্য্য-শাস্ত্র সমূহেত অভেদ জ্ঞানের অনেক উপদেশ আছে?" আছে সত্য! কিন্তু তাহা কোন্ গিরিকোটরে লিখিত হইয়া লোকের অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল, আর্য্য সমাজের মধ্যে সে সমস্ত সত্যের বীজ রোপিত হইতে পারে নাই, অথবা রোপিত

হইলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। ভেদজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। অভেদ জ্ঞান স্বীয় ভাবে আর্য্য সমাজকে গঠন করিতে কিছু মাত্রও সফল হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই এখন এই অভেদ জ্ঞান, ও সকল নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া অভ্যুদিত হইতেছে এবং পুরাতন আর্য্যসমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই পুরাতন আর্য্যসমাজের পুরাতন রোগের প্রকৃত ঔষধ পথ্য; কেন না ইহা "সকল নর নারীর সমান অধিকারের" উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভারত বহুকাল হইতে এই ঔষধ পথ্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

"যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আর্য্যধর্ম্মের এত আদর দেখিতে পাই কেন? প্রায় যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে' সেই খানেই আর্যসমাজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই আর্য্যসমাজেরই অভ্যুদয় দেখিতেছি; ইহা কেন হয়?"

পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিলেও সে পুনরায় পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইতে চাহে। যাহারা অন্ধকারে যাবজ্জীবন কাটাইয়াছে তাহারা সহসা সূর্য্যালোকে আসিতে চায় না। লোকে এতদিন অসত্যের অন্ধকারে বাস করিয়াছে, এখন সত্যের দিবালোকের মধ্যে অন্ধকার ও বিভীষিকা দেখিতেছে; এতদিন অসত্যান্নে উদর পূর্ত্তি করিয়াছে এখন সত্যান্নের স্বাদ গ্রহণে সহসা সমর্থ হইতেছে না। সত্যান্ন স্বভাবতঃ সুস্বাদু হইয়াও লোকের নিকট অভ্যাসের দোষে বিস্বাদু হইয়াছে, কিন্তু এভাব শীঘ্র চলিয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু আর্য্যসমাজের সভ্য হইতে হইলে, কিছু কিছু অর্থ সাহায্য ও সময়ে সময়ে আর্য্যসমাজে উপস্থিত হওয়ার অধিক বড় কিছু প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু জাতিভেদ স্বীকার করেন, এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ তিনি তাহার মতিহারীর বক্তৃতায় এই বিশ্বাস অতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন শুনিলাম। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার আর্য্যসমাজের কিছুমাত্র আশা দেখিতে পাই না। তাঁহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণেরাই" এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট" পন্থা (যজন যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা) পরিত্যাগ করিয়া কত প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, শাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অতি অল্প, তাহাদের মধ্যে সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা আরো অল্প; এবং এই শোচনীয় সংখ্যার মধ্যে প্রচারোৎসাহী কয়জন আছেন! যদি তাহা থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্থলে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অনাহুত ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইত না। যদি শ্রীকৃষ্ণ বাবু বা অন্য কোন অব্রাহ্মণ আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্য গুরুত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের আর্য্যধর্ম্মত্ব কোথায় রহিল! শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিধান" নিজে ভঙ্গ করিয়া, তাঁহার আর্য্যধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন।

শ্রীমদ্দয়ানন্দ স্বরস্বতী স্বামীজীর প্রচারিত আর্য্যধর্ম্মে জাতিভেদ নাই; তিনি সকল নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার আর্য্যধর্ম্ম অবতারণা করিয়াছেন; তবে তাঁহার আর্য্যধর্ম্ম কেন ভারতের ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম না হইবে? তদুত্তরে দেখান গিয়াছিল যে, যে ধর্ম্মকে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অবিধেয় করা যাইতেছে তাহা মহাত্মা রামমোহন রায়ের দ্বারা আর্য্যধর্ম্মেরই ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদের যে অভ্রান্ততা স্বীকার করেন, তখন তাহা স্বীকৃত হইত, স্বামীজী যে পূর্ব্বজন্ম ও জীবের যোনিভ্রমণ স্বীকার করেন, তখন তাহা অবিকল স্বীকৃত হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য-আলোকের প্রভাবে রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সেই স্থানে দাঁড়াইল না, আপনা হইতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মনাম গ্রহণপূর্ব্বক বর্ত্তমান স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম্মেরও সেই দশা হইবে। বঙ্গদেশের যে সময়ে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবপ্রদেশের এখন সেই অবস্থা। বঙ্গদেশ সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন পারিয়াছে; উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব এখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহসা ধারণ করিতে না পারিয়া, স্বামীর ধর্ম্মমতকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু আর ৫০ বৎসর অতিবাহিত হউক, পাশ্চাত্য প্রভাব বঙ্গদেশের ন্যায় সেখানেও বিকীর্ণ হউক, স্বামীজীর আর্য্যধর্ম্ম আপনা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইবে। স্বামীজী এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রামমোহনরায়। স্বামীজীর ধর্ম্ম তাহার চেষ্টাসত্ত্বও বঙ্গদেশে কেন প্রচারিত হইল না? এই জন্যে যে বঙ্গদেশে, তাহার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও অন্ধবিশ্বাস।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যে অন্ধবিশ্বাসকে অল্পে অল্পে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন তাহার প্রমাণস্থলে আমরা থিইষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউর ২ য় সংখ্যায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" প্রস্তাবের বিংশতি, এক বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি সূত্রের উল্লেখ করিতে পারি। বিংশতি সূত্রে প্রোক্ত হইয়াছে যে "আমি বিশ্বাস করি যীশু খৃষ্ট সকল সাধু ও ধর্ম্ম শিক্ষকদিগের রাজা।" শুদ্ধ এই সূত্রটী বিশ্বাস করিতে হইলে, হয় অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ যীশুখৃষ্ট ও সমস্ত সাধু ও ধর্ম্মশিক্ষকের ইতিহাস সমালোচনার সহিত পাঠ ও আলোচনা করিতে হইবে। সেই সমস্ত পাঠ করিতে হইলে কত ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে; কেবল ভাষা শিক্ষা নহে, সেই সমস্ত সাধুদিগের ইতিহাস পুস্তকের ঘটনাবলীর প্রত্যেকটীর যাথার্থ্যের বিহিত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি বিবিধ ভাষা শিক্ষা না করিয়া অনুবাদ পাঠদ্বারা সাধু ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনেতিবৃত্ত অবগত হই, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনুবাদ মূলের অবিকল অনুরূপ কি না, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ দেখিতে হইবে; যদি এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত

হয় তাহা হইলে মূল গ্রন্থ পাঠার্থ ভাষা শিক্ষা আবশ্যক হইবে। শুদ্ধ তাহা নহে, আবার উপমা ও তুলনা-দ্বারা জানিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে কে রাজা আর কে প্রজা, কে শ্রেষ্ঠ, কে অশ্রেষ্ঠ আর কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহার ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় এত দূর পর্য্যন্ত। যদি এত দূর পর্য্যন্ত না দেখিয়া শুনিয়া কেহ বিশ্বাস করেন, যে যীশু "সাধুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ," তাঁহার বিশ্বাস অবশ্যই "অন্ধ-বিশ্বাস" বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। বোধ হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যক্তি ইহা বলিবেন না যে ইহা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সহজসত্য বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, সুতরাং ইহা প্রমাণাভাবেও মান্য করিতে হইবে।

এক বিংশতি সূত্রে প্রোক্ত হইয়াছে যে "বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের বিশেষ ফলোপধায়িতাতে আমার বিশ্বাস আছে।" শুদ্ধ এই সূত্রটী বিশ্বাসভূমিতে স্থান দিবার জন্য, সকল দেশের, সকল কালের ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে হইবে নচেৎ অন্ধবিশ্বাসী হইয়া উপরিউক্ত কথায় আমাকে সায় দিতে হইবে। কয়জন ব্রাহ্ম প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মপুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন এবং উপমা ও তুলনা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে প্লেটো ও সক্রেতিস্, কনফুসা ও জোরেষ্টার, সোয়েডনবর্গ ও ম্যাডাম গায়েন, নিউম্যান ও পার্কর, মার্টিনো ও ইমার্সনের গ্রন্থাধ্যয়ন অপেক্ষা বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়ন অধিকতর ফলোপধায়ক?

পঞ্চবিংশতি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অধিনায়ক ঈশ্বরাণুপ্রাণিত; এবং তাঁহাদের সত্যপ্রচার করিবার ক্ষমতা আছে এবং কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বোপরি ঈশ্বরণুপ্রাণিত, এবং সত্যপ্রচারশক্তিসম্পন্ন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ যে ঈশ্বরাণু-প্রাণিত, ইহা এক জনকে বিশ্বাস করিতে হইলে, তাঁহাকেও সেইরূপ ঈশ্বরাণুপ্রাণিত হইতে হইবে নচেৎ অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা ঈশ্বরাণুপ্রাণিতদিগকে ঈশ্বরাণুপ্রাণিত ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন না। যীশু যখন তাঁহার প্রধানশিষ্য পিটরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কে তুমি জান?" তাহাতে পিটর উত্তর করিলেন "তুমি ঈশ্বরের পুত্র যীশু ত্রাণকর্ত্তা।" ইহাতে যীশু বলিলেন, রক্ত মাংস হইতে তুমি এ জ্ঞান লাভ কর নাই অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া তুমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তেমনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অণু-প্রাণিত না হইলে কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গের অণুপ্রাণনে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এক অণুপ্রাণিত দলে পরিণত হইলেন এবং যীশু যেমন পিটরের অণুপ্রাণনে বিশ্বাস করিতেন, তেমনি কেশব বাবু ও তাঁহার স্বগণকেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্যদিগের অনুপ্রাণনেও বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রোদ্ধৃত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কোন কোন অধিনায়ক ও কেশব বাবু কেবল মাত্র অনুপ্রাণিত রহিলেন না, কিন্তু সকল সভ্যই আনুপ্রাণিত হইয়া গেলেন!! কিন্তু সূত্র মধ্যে যখন অন্যান্য ব্রাহ্মের অনুপ্রাণন সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ নাই, তখন সেই ব্রাহ্মদিগের কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য নেতৃবর্গের অণুপ্রাণনে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না।

স্বতঃসিদ্ধ সহজ ব্রাহ্মধর্ম্মে এ সমস্ত জঞ্জাল আসিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানব প্রকৃতি।

২

প্রবৃত্তি মানব প্রকৃতির এক অংশমাত্র; বিবেচনা অপর অংশ। অথচ অনেকেই মানব প্রকৃতির স্থলে কেবল প্রবৃত্তি গুলির বিচার করেন। এ ভ্রম অস্বাভাবিক নহে। অনেকেই বলেন বিবেচনায় মনুষ্য যাহা করিতেছে সে স্বয়ং করিতেছে; বিবেচনার কার্য্যের সহিত তাহার প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করি-তেছে তাহাতেই কেবল মনুষ্য স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিতেছে; প্রবৃত্তির কার্য্য দেখিয়াই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ নির্ণয় করিতে হইবে। সুস্পষ্টরূপে বলিতে গেলে ইঁহাদিগের মত দাঁড়ায় এই:—আমি স্বয়ং এক, আমার প্রকৃতি আর এক; বিবেচনার দোষগুণ আমার নিজের, প্রবৃত্তির দোষ-গুণ আমার প্রকৃতির। প্রবৃত্তির দোষগুণ বিচার করিলেই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ বিচার করা হইল। আপাততঃ এই মত আমাদিগের আলোচ্য। মানবপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে বিবেচনারও আলোচনা করা আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব।

(১) যে উদ্দেশ্যে কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্করহিত গুণগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। একজন কবি যদি কোন বৃক্ষ বর্ণনা করেন, তিনি কেবল বৃক্ষের সৌন্দর্য্যের কথাই বলিবেন; সূত্রধার কেবল কাষ্ঠের গুণই দেখিবে। জ্যোতি-র্ব্বেত্তা চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইলেও হইতে পারেন; কবির নিকটে ছায়াপথ পথমাত্র। কোন বস্তুর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর লক্ষণগুলিরকথাও কিছু বলিতে হয় না। এ দুইয়ের কোন কারণেই বিবেচনাকে মানবপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত বিবে-চনার গূঢ় সম্বন্ধ।

(২) কোন শ্রেণীর পদার্থ, যে উচ্চতর শ্রেণী অথবা জাতির অন্তর্গত সেই জাতি সাধারণ গুণগুলি নিষ্প্রয়োজন। গোলাবফুল বর্ণনা করিতে কেহ বলেনা যে "গোলাবফুল গাছে হয়," "ফুল" এই শব্দটীতেই "গাছে হয়" বলা হইল; যে বালক "ফুল" শব্দেরও অর্থ জানেনা তাহার নিকটে "ফুল" কাহাকে বলে অগ্রে বুঝাইয়া দিয়া পরে "গোলাবফুল" কিরূপ বলিতে হয়। আম্রবৃক্ষ বর্ণনা করিতে গিয়া কেহ বলে না "আম গাছ মাটীতে জন্মে।" "গাছ" শব্দেই বুঝায় "মাটীতে জন্মে"; "বৃক্ষ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইলে

"মাটীতে জন্মে" বলিতে হয়। মানবচরিত্রের বিচারে প্রাণিসাধারণের যে গুণগুলি আছে সেই গুণগুলির বিষয় কিছু বলিতে হয় না। বিবেচনা এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। "প্রাণী" বলিলেই "বিবেচনা বিশিষ্ট" বুঝায় না। মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণী এই অমূল্য অধিকারে বঞ্চিত। ইতর জন্তুগুলির প্রবৃত্তি ভিন্ন যদি কিছু থাকে তাহাকে আমরা "বিবেচনা" বলিতেছি না; যে বুদ্ধিপ্রযুক্ত মনুষ্য প্রাণিমণ্ডলীর শীর্ষ স্থানের অধিকারী, তাহারই নাম "বিবেচনা।" যে বুদ্ধি প্রযুক্ত ইংরাজীতে মনুষ্যকে Rational Being বলে, তাহারই নাম "বিবেচনা।"

(৩) বিবেচনায়—কেবল যুক্তির বলে—আমরা যাহা করি তাহাকে আমরা "স্বাভাবিক" বলি না। এক জন আমার নিকটে কিছু অর্থ চাহিল; আমি মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির করিলাম ইহাকে অর্থ দেওয়া উচিত। তাহাকে অর্থ দেওয়া আমার পক্ষে "স্বাভাবিক" হইল না; যাহা করিতে, আমরা স্বতঃই ইচ্ছুক তাহাকেই "স্বাভাবিক" বলি। ঐই ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া যদি আমার দয়ার উদ্রেক হয়, যদি দয়া করিয়া আমি তাহাকে অর্থসাহায্য করি, তবে এই সাহায্য আমার পক্ষে "স্বাভাবিক;" এ ব্যক্তি ঋণশোধ করিতে পারিবে কি না এরূপ স্থির করিয়া টাকা দিলে, টাকা দেওয়াটা স্বাভাবিক হইল না, আমার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এইরূপ বিচার করা স্বাভাবিক হইল। আমি পাঠ করিতে ভাল বাসি, না করিলে কষ্ট হয়; এস্থলে পাঠ করা স্বাভাবিক; আমার পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে অগত্যা পাঠ করি, এস্থলে পাঠ করা স্বাভাবিক নহে, স্বার্থানুসন্ধান স্বাভাবিক। যাহা করিবার আর কোন কারণ নাই, কেবল করিলে আমার সুখ হয় অথবা না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহাই স্বাভাবিক; প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাহা করি তাহা স্বাভাবিক নহে, প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টামাত্র স্বাভাবিক। যুক্তির কার্য্য আমার "নিজের"; আমি বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি এই কার্য্য করিব কি না। প্রবৃত্তির কার্য্য "স্বাভাবিক," কারণ এস্থলে আমার স্বভাব আমাকে বলিতেছে "এ কার্য্য কর"—অন্য কোন কারণ নাই, আমার স্বভাবের উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া আমি ইহা করিলাম। যুক্তিতে যাহা করি সে স্থলে আমার প্রকৃতি নিরপেক্ষ; প্রবৃত্তি বশতঃ যাহা করি আমার প্রকৃতি তাহার পক্ষপাতী, কেবল প্রকৃতির অনুরোধেই তাহা করিলাম। যুক্তিতে যাহা করি সেস্থলে আমার প্রকৃতি নিরপেক্ষ। আমার প্রকৃতি বলিতেছে না "তুমি এই কার্য্য কর অথবা করিও না;" যুক্তিতে যাহা করি সে কার্য্য আমার "নিজের"; কিন্তু। এই জন্য বলিয়াছিলাম "বিবেচনা আমাদিগের নিজের" এ ভ্রম অস্বাভাবিক নহে। ভ্রমের মূল এখানে; এখানে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এখানে দার্শনিকের পদস্খলন হইয়াছে। যুক্তিতে যাহা করিলাম তাহা স্বাভাবিক বলি না এই জন্য যে এই কার্য্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি নাই; যে সকল কার্য্যের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আসক্তি আছে তাহাকেই আমরা স্বাভাবিক বলি। এই কার্য্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি নাই, এই অর্থে বিবেচনার কার্য্য আমার "নিজের"; কিন্তু বিবেচনা—সেই শক্তি যে শক্তির চালনার দ্বারায় আমি এই কার্য্য করিলাম, সেই শক্তি কোথায় পাইলাম? যে শক্তির বলে আমি কুপ্রবৃত্তির চাতুরী বুঝিলাম, যে শক্তির বলে আমি সর্ব্বদা যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে উপদেশ লাভ করিলাম, যে শক্তির বলে আমি বিপদ জাল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, আমি পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলে যে শক্তি আমাকে নিষেধ করিল, বলিল "ঐ দেখ উহারা মরিতেছে, তুমিও মরিবে, যাইও না," সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? কে আমাকে এ শক্তি দিল? মানবপ্রকৃতি। আর কত প্রাণী আছে, তাহাদিগের এই শক্তি নাই। মানুষ কি কুপ্রবৃত্তির প্রলোভনে বিবেচনাকে বিস্মৃত হয় না? হয়; কিন্তু এমন কোন মনুষ্য নাই যে বিবেচনার নিকটে কিছু পরিমাণে ঋণী নহে। যে কুপ্রবৃত্তির দাস, তাহারও হৃদয়ের এক পার্শ্বে পাপরাশির মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া বিবেচনার এক লেশ পড়িয়া রহিয়াছে; কারণ সে মনুষ্য। এক লেশ নহে; অন্যের বিবেচনার সহিত তুলনা করিলে তাহার এক লেশ; কিন্তু তাহার যাহা আছে সেও পর্ব্বত সমান। কয়জন লোক পরোপকার করে? তাহা বলিয়া পরোপকার বৃত্তি কি স্বাভাবিক নহে? বিবেচনার সম্যক্ বিকাশ কয়জনের হৃদয়ে হইয়াছে? তাহা বলিয়া কি বিবেচনা স্বাভাবিক নহে? সম্যক্ বিকাশ না হইয়াও যাহা আছে সে অনেক। রাশি পরিমাণেই হউক আর এক তিলই হউক, বিবেচনার সুফল অপরিমেয়।

অনেকে বলেন অসভ্য মনুষ্য পশু বলিলেই হয়, কেবল শিক্ষার বলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। কতকগুলি ব্যাঘ্র আনিয়া সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া যাউক না কেন? শিক্ষার বলে, সামাজিক শাসনে ইহারাও শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক। বিবেচনার অভাবে শিক্ষাই অসম্ভব। অভিধান হইতে "বিবেচনা" এই চারিটী অক্ষর উঠাইয়া দাও, "শিক্ষা" সামাজিক শাসন" "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য" "ধর্ম্মাধর্ম্ম" "হিতাহিত" এই বৃহৎ বৃহৎ শব্দগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে; ঐ একটী ক্ষুদ্র কথার অনুচর এই সকলগুলি কথা; ও গেলে এরা সকলেই যায়। পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা উচিত যে আমরা (Reason) শব্দের পরিবর্ত্তে বিবেচনা কথাটী ব্যবহার করিতেছি।

বিবেচনা কি কেবল মানব হৃদয়ে শিক্ষার উপযোগিতা সম্পাদন করে? যে শিক্ষা দিতেছে সে কাহার নিকট শিক্ষা পাইল? মানব প্রকৃতির নিকটে। মানবী প্রকৃতির গঠন এমনি যে বিবেচনা আপনা হইতে আসিয়া দেখা দেয়। যখন বিবেচনাকে দূরে রাখা আমাদিগের অভিপ্রায়, তখনও বিবেচনা আসিয়া পাপের পথে কাঁটাদেয়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি বিবেচনাকে দূর করিয়া দিতে পারি না। আমি পাপ পথে বিচরণ করি, পায়ে কাঁটা ফুটিতে থাকে; এই বেদনা সহ্য করা যাহার অভ্যাস হইয়াগিয়াছে, যাহার নিকটে এই বেদনা বেদনা বলিয়া বোধ হয় না সে ভয়ানক। আমার

নিষেধ, বিবেচনা শুনে না; আমি চক্ষুতে আবরণ দিতেছি, বিবেচনার কিরণজাল আবরণ ভেদ করিল। আমি বধির হইবার চেষ্টা পাইতেছি, বিবেচনার রব আমার কর্ণে পৌঁছিল; কি তাড়না! বিবেচনা আছে বলিয়াই পাপ আছে। বিবেচনা না থাকিলে মনুষ্য পশু হইত; পাপী হইত না। ব্যাঘ্র জীব বধ করে, ব্যাঘ্র পাপী নহে। বিবেচনা আছে বলিয়া পাপ আছে—ইহার অর্থ এই যে বিবেচনা আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, ভালমন্দ জ্ঞান আছে। বিবেচনাকে পায়ে ঠেলাই পাপ। বিবেচনার জ্যোতিঃস্বত্বেও অন্ধ হওয়া পাপ। আলোক না থাকিলে জগতে অন্ধ কেহ থাকিত না। সূর্য্য যদি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—নীল আকাশ হইতে যদি ঐ শুভ্র দাগটি মুছিয়া যায়—কেহ অন্ধ থাকিবে না।

কেবল সমাজ—কেবল মনুষ্যই মনুষ্যের শিক্ষক নহে। বাহ্য জগৎ, জীবনের ঘটনাবলী, ইহারাও উপদেষ্টা; ইহাদিগের উপদেশ লাভের ইন্দ্রিয় বিবেচনা। এ উপদেশ বড় সারবান্। নদীর জলে ভাসমান একটী শব—তাহার শিরে কাক, বক্ষে পিপীলিকা, চক্ষুর আঘাতে মুখ বিকৃত—এ কেমন উপদেশ? আমি ভাবিতেছিলাম কাহাকে ঠকাইয়া এক মুদ্রা লাভ করিব; আমারও কণ্ঠ গগন ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিল "শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ!" ঈশ্বর বার বার আসিয়া ফিরিয়া যাইতে ছিলেন———হৃদয় দ্বারে লেখা ছিল "(পরমেশ্বরের) প্রবেশ নিষেধ।" ঐ গলিত শবে কি ঔষধ আছে বলিতে পারি না—কথা তিনটী মুছিয়া গেল, পরমেশ্বরের জন্য হৃদয়ের দ্বার খুলিল। আমারও হৃদয়ের দ্বার খুলিল। ঐ শবের বক্তৃতা শক্তি চমৎকার!

——(১০ পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৮ই ভাদ্র, শনিবার জলপাইগুড়িতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী মুক্তকেশী, বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। ইনি অতি সদ্বংশজাতা; আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বিজয় বাবুর গুরুকন্যা। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২৩।২৪ হইবে। ইনি কাসিদার এক আফিসে কর্ম্ম করেন। পাত্র কন্যা উভয়েই শান্তিপুর নিবাসী। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য তথায় গমন করিয়া উপাসনা ও পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বিবাহটী তত্রত্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেনের যত্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চণ্ডী বাবু বিবাহ সভায় পাত্র কন্যাকে একটী সময়োচিত উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তদপেক্ষাও একটী প্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। জলপাইগুড়ির জনৈক ব্রাহ্মিকা পাত্র কন্যাকে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশের মধ্যে তিনি একটী সুন্দর উপমা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যেমন এক হাতে সংসারের কাজ চলে না, দুই হাত চাই; সেইরূপ এক জনে সংসার চলে না, স্ত্রী পুরুষ দুই চাই। আবার কেবল কাজ করিবার জন্যও নয়, পরস্পরের সাহায্যের জন্যও স্ত্রীপুরুষ দুই চাই। এক হাতে অসুখ হইলে যেমন অপর হাত তাহার সেবা করে, সেইরূপ স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের নিকট সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ির অনেক গুলি ভদ্রলোক বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

বিগত ৯ই ভাদ্র রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য জলপাইগুড়িতে "শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জাতীয় উন্নতি" বিষয়ে তত্রত্য নম্মাল স্কুল গৃহে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত ভদ্রলোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

বিগত ১১ ই ভাদ্র মঙ্গলবার সিলিগুড়িতে "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মের আবশ্যকতা" বিষয়ে তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল।

সয়েদপুরের ব্রাহ্মগণ একটী সুন্দর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ে ও পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিয়া দুই খানি পাশ লইয়াছেন। সয়েদপুর নেটিভ ইম্প্রুভমেণ্ট নামক সভায় যিনি বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উক্ত পাশ লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে তথায় গমন করিতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীতে এক জন ভৃত্য এবং দ্রব্যাদিও বিনা মাসুলে লইয়া যাইতে পারেন। উক্ত পাশে এই উভয় রেলের যে কোন ষ্টেশন হইতে যে কোন ষ্টেশনে যাওয়া যাইতে পারে, এবং বক্তৃতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র হিতসাধন করা যাইতে পারে। সম্প্রতি সয়েদপুরের বন্ধুদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এখান হইতে এক জন তথায় গমন করিয়া একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে যে এখন ধর্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা; তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে পাশের কথা উপরে বলা হইল, তজ্জন্য উত্তর বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ পাশ কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের জন্য নয়, সর্ব্ব সাধারণ সকলেরই জন্য। আমাদের বোধ হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলে তিনিও এইরূপ পাশ দিতে পারেন; এবং তাহা হইলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। রেলওয়ের শিক্ষিত কর্ম্মচারীগণ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমাদের জামালপুর ও মুঙ্গেরের বন্ধুগণ কেন এ বিষয়ে একটু যত্ন করিয়া দেখুন না?

প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়মের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে লাহোরের শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী পরামর্শ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। বাবু হরিনাথ মজুমদার এবং কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ট্রাষ্টডীডের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মত প্রেরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ নিবাসী শ্রীযুক্ত বুচিয়াপাণ্টালু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্ট হইয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, তিনি স্বয়ং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভায়, উক্ত সমাজকে যে কোন প্রকারে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র শনিবার মিরজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে থিইষ্টিক সোসাইটির অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়মহাশয় নীতিবিজ্ঞান বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভাটির কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইলে অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বিগত ৯ই ভাদ্র রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর প্রায় পঞ্চাশজন সভ্য, সিন্দুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়দিগের বরাহনগরস্থ উদ্যানে গমন করিয়া উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রীতিভোজনও হইয়াছিল। যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে আমরা সকলে অতি অন্যায়রূপে তাড়িত হইয়াছি; উক্ত দিবস সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। সুতরাং তাঁহারা ঐ দিনটি ঈশ্বরোপাসনায় যাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন। মল্লিকবাবুদের উদ্যানটি অতি মনোরম স্থানে সংস্থিত। প্রসন্নসলিলা ভাগিরথী দিবারাত্র উদ্যানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ধাবিত হইতেছে। এমন মনোরম নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

দারজিলিং পর্ব্বতে যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় সংবাদ আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তেন্দুক নাসক ভুটিয়া জাতীয় জনৈক ব্যক্তি, সমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রয়োজনীয় সমস্ত শালকাষ্ঠ দান করিয়াছেন; এবং তদ্ভিন্ন নগদ একশত টাকা দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কি এমন একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম নাই যিনি এই সকল সরল চিত্ত ভুটিয়াদিগের মধ্যে গিয়া পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ব-বাঙ্গালার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মদিগের অবিদিত নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালায় তাঁহাদ্বারা প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছিল। বিজয় বাবু সম্প্রতি পুনর্ব্বার কিছুদিনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করিয়া উক্ত প্রদেশের নানা স্থানে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ বেড়িয়া গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে কমিল্লা গিয়াছিলেন। শত শত লোক তাঁহার জলন্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যে বিজয় বাবু সুস্থশরীরে থাকিয়া সর্ব্বত্র সত্য প্রচার করিয়া এই হতভাগ্য দেশের অশেষ মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হন।

শিবনাথ বাবু হাইদ্রাবাদ (সিন্দুদেশে) ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বোম্বাই নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিন্ধুদেশে তিনি হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তত্রত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রত্যহ তাঁহার সহিত বিচার করিতে আসিতেন। শিবনাথ বাবু তাঁহাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকাতে প্রচার কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দ্দু এই তিন ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ হিন্দি ও উর্দ্দু না জানিলে চলে না।

স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য একটি সভাসংস্থাপনের কথা আমরা গতবারে পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। আমরা পুনর্ব্বার আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, উক্ত সভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। বিগত ১৬ই আগষ্ট বেথুন স্কুল গৃহে একটি অধিবেশন হইয়াছিল। "স্ত্রীলোকেরা কিরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন" এই বিষয়ে দুইজন মহিলা দুটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আর চারিজন মহিলা কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ের আলোচনায় শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি কমিটি হইয়াছে। কমিটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কার্য্য করিবেন; (১) মাসে অন্ততঃ দুইবার [illegible] পরিবার সকলের মধ্যে গমন করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞানশিক্ষা, প্রভৃতি সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবেন। (২) রোগীদিগের সেবা। (৩) পরিবার মধ্যে অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিতদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান। (৪) দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান। ইহাও স্থির হইয়াছে যে সভার অর্থদ্বারা উপকরণ সকল ক্রয় করিয়া প্রত্যেক সভ্যাকে দেওয়া হইবে। তাঁহারা তাহা হইতে শিল্প দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিলে তাহা বিক্রয় পূর্ব্বক নিরুপায় অনাথদিগের সাহায্যার্থ অর্থ দান করা হইবে। উক্ত সভায় প্রায় ত্রিশ জন মহিলা সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। বিগত শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে উক্ত সভার আর এক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৩৫ জন মহিলা, ১২ জন পুরুষ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র বালিকা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ও ডাক্তর মোহিনীমোহন বসু বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিলেন। জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ, প্রিন্স ইম্পিরিয়ালের মৃত্যু, দক্ষিণ আফ্রিকার বৃত্তান্ত, লণ্ডনের ন্যাসালাল অরফান হোমের সাম্বৎসরিক, আসাম অঞ্চলে রমাবাইয়ের ভ্রমণ ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা, পূর্ব্ববাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, উড়িষ্যার জলপ্লাবন বা জল বৃদ্ধি, লোকশিক্ষার জন্য ভারত সভা কর্ত্তৃক আহুত আলবার্ট হলের সভা, বিলাতে লালমোহন বাবুর যাত্রা ও তথায় ব্রাইট সাহেবকে সভাপতি করিয়া লালমোহন বাবুর বক্তৃতা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ে বলা হইল। মোহিনী বাবু শোণিতের বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইয়া গেলে ফটোগ্রাফ, ছবি, প্রভৃতি প্রদর্শন করা হইল। তদনন্তর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহ বিদ্যুৎ, কলের গাড়ির গতি প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইল। পরে সঙ্গীত ও পরস্পর কথাবার্ত্তা হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা, হজুরিমল্স্ ট্যাঙ্কলেন, ৫ নম্বর বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে একটি বিধবা বিবাহ হইয়াগিয়াছে। কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা, জাতিতে সৎগোপ। নাম, শ্রীমতী প্রবোধমোহিনী; পাত্র, বাগআঁচ-

ডার মল্লিক পরিবারের, নাম শ্রীযুক্ত নটবর মল্লিক। বিবাহ সভায় অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিতছিলেন।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে, অমৃতসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ ১৯০০ শত টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং স্বাক্ষর করান কার্য্য এখনও চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ১৩০০ টাকা এখানে প্রেরিত হইয়াছে; আর ১৩০০ টাকা শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। যমুনাবাই নাম্নী এক জন বিধবারমণী ১২৫ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সরদার দয়াল সিংএর ২০০০ টাকার মধ্যে ১০০০ পাওয়া গিয়াছে; আর ১০০০ শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কটক হইতে পুরী গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে এত লোক আসিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে কখন সেখানে এত বড় সভা দেখা যায় নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ডাক্তার বঙ্কুবিহারী গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত প্রণালীমতে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৯ শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ৮ টার সময় ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করা হয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদের উপাখ্যান ভাগ পাঠ করিয়া তদীয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল; উক্ত দিবস অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা এবং তৎ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হিন্দু সম্প্রদায়স্থ অনেকে শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

২১এ শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রিতে ইস্কুল গৃহে "আর্য্যধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সময়েও বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল।

২২এ শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ৭টার সময় সমাজ গৃহে উপাসনা এবং বক্তৃতা হয়; তৎকালে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

২৩এ শ্রাবণ পুনরায় ইস্কুল গৃহে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, সেই দিন নিতান্ত দুর্যোগ হওয়ায় বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করা হয়।

২৪এ শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে অত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দে মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার নামকরণ হয়। এই দিবস অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নগরসংকীর্ত্তন করা হয়। এই সংকীর্ত্তনে কালীগচ্ছ নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় যোগদান করাতে নিতান্ত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

১৩এ শ্রাবণ রাত্রি ৭ টার সময় কালীনাথ বাবুর বৈঠক খানাতে "ভক্তির মাহাত্ম্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, এই সময়ে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

বিজয় বাবু এখানে আরো অনেকবার আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার ভক্তির ভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এবং বক্তৃতার মাধুর্য্য দেখিয়া অনেকেই প্রীতি লাভ করেন।

বিজয় বাবু সম্প্রতি কমিল্লা গিয়াছেন।

২রা ভাদ্র,
ব্রাহ্মণবেড়িয়া। } শ্রীরামতনু গুপ্ত।

তত্ত্ব কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু	ভুবনেশ্বর গুপ্ত, দারজিলিং	৩
,,	কালীমোহন ঘোষ, দেরাহুন	৩
,,	বিপিনবিহারী বসু, এলাহাবাদ	৩
,,	যাদবচন্দ্র রায় শিববাটী	২।/১০
,,	দ্বারকানাথ রায়, মুলতান	৩
,,	বরদাকান্ত হালদার, লক্ষীপুর	৩
,,	দুর্গাদাস দত্ত, ধুবড়ী	৩
,,	কালীকুমার ঘোষ, কলিকাতা	১
,,	রাখালচন্দ্র রায়, বরিশাল	৩
,,	জগচ্চন্দ্র গুপ্ত, ঐ	৩
,,	সর্ব্বানন্দ দাস, ঐ	৩
,,	অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩
,,	ভগবতীচরণ দে, জামুলীয়া	৩৲
	ব্রাহ্মসমাজ দেরাহুন	৩
	সম্পাদক বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ	৩
	সম্পাদক হাজীপুর ব্রাহ্মসমাজ	৩৷৵১০

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১লা, আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩.

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, কিছু দিন হইল, আমরা বাল্যবিবাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র বাল্যবিবাহরূপ পাতক হইতে বিরত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন; এবং যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র উক্ত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই ঘটনা-টিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেশহিতকর যে কোন সদনুষ্ঠান হউক না কেন, আমরা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার হিতকার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য। শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক যে কোন বিষয়ে জগতের কল্যাণচেষ্টা দেখিলেই আনন্দ হয়। সেই জন্যই তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা ছাত্রদিগের এই শুভানুষ্ঠান সম্বন্ধে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিকে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল, সেইরূপ অপরদিকে উক্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে যে অভাব ও ত্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটির প্রধান দোষ এই যে, ইহা আংশিক সংস্কার। আংশিক সংস্কার বলিয়াই যে সম্পূর্ণ মন্দ, এমন আমরা বলি নাই। ভালর গতি; ভালর দিকে, মন্দের গতি মন্দের দিকে; আংশিক সংস্কারের গতি পূর্ণ সংস্কারের দিকে। একথা সত্য হইলেও আংশিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে, কিছু অনিষ্ট সংঘটিত হয় তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনে করুন যাঁহারা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া বাল্যবিবাহ হইতে বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি এক জন অষ্টবিংশতি বৎসর বয়স্কযুবক, অষ্টমবর্ষীয়া একটি গৌরীকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের দোষ তো ঘটিলই, আবার অসমবয়স্ক ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহের যে অবশ্যম্ভাবী দোষ তাহাও সংঘটিত হইল। কিন্তু ছাত্রদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রে এপ্রকার বিবাহে কিছুমাত্র নিষেধ নাই। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা হিন্দুসমাজের ভয়ে সম্পূর্ণরূপে সত্যপালনে সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রকার আংশিক সংস্কারে যোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে সম্পূর্ণ সত্য পালন করা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ; যাঁহারা জানেন যে লোকভয়ে কর্ত্তব্য হইতে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কার্য্য, তাঁহারা কখনই এই প্রকার আংশিক সংস্কারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। আমরা বলি যে, দুই খানি প্রতিজ্ঞা পত্র হউক; এক খানি যেমন আছে তাহাই, আর এক খানিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা হউক যে পুরুষ যেমন উপযুক্ত বয়স না হইলে বিবাহ করিতে পারিবেন না, সেইরূপ তিনি অপ্রাপ্তবয়স্কা কোন বালিকার সঙ্গেও বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইবেন না। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ঃক্রম হওয়া উচিত। "ছাত্রসভার জনৈকসভ্য," এবিষয়ে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যথা স্থানে তাহা প্রকাশ করিলাম।

ধর্ম্ম ও জনসমাজ।

১

আজ কাল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "ধর্ম্মহীন জনসমাজের সুশৃঙ্খলা থাকিতে পারে। কেবল নীতি ও রাজবিধির শাসনে জনসমাজ সুন্দররূপে চলিতে পারে। জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্ম্ম প্রয়োজনীয় নহে। যখন সামাজিকগণ অসভ্য ছিলেন, যখন উন্নত জ্ঞানের আলোক জনসমাজে প্রবেশ করে নাই, তখন ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। অদ্য উন-বিংশ শতাব্দীর উচ্চ জ্ঞানালোকের নিকট ধর্ম্মকে কেন আনয়ন কর? ধর্ম্মের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর ধর্ম্মের দ্বারা জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা পাইবে কি করিয়া? এখন এই সমুদায় কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষের রাজ্যে এস এবং সমাজনীতি বন্ধন দ্বারা জনসমাজকে গ্রথিত করিতে চেষ্টা কর। বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্মবৃক্ষ আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারেনা, শীঘ্রই অপরাপর কুসংস্কারের মত তাহারও পতন হইবে। তবে আর কেন একটী মূলহীন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাক? কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ কর, বিজ্ঞানের রাজ্যে এস, এবং জনসমাজকে নূতনবন্ধনে, সমাজবিজ্ঞানের ও রাজনীতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বন্ধন কর।" এই প্রকার আজ কাল আমাদের মধ্যে কেহ কেহ, ধর্ম্মকে চির দিনের জন্য জনসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে প্রয়াস পান।

ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে সমাজনীতি ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকিতে পারে। আমরা আজ এই প্রশ্নের যথাসাধ্য

মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। ইহাঁরা জড়বাদ হইতে এই সূত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্ম থাকিবে না, কারণ ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরকেই বিজ্ঞান যখন বিনাশ করিবে, তখন আর ধর্ম্ম কোথায়, কাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে? আমাদের বিশ্বাস যে অন্ততঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, ও কখনও বিরোধ হইবে না। প্রকৃত বিজ্ঞান যাহা, যে বিজ্ঞান প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত করিতেছে এবং নূতন নূতন কৌশলের পরিচয় সৃষ্টিতে পাইতেছে, সেই বিজ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরকে বিনাশ না করিয়া আরো মহীয়ান করিবে ও করিতেছে। যাঁহারা কোন অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকের উপর আপনাদের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া ভীত বা ত্রস্ত হইতে পারেন, কারণ বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে তল্লিখিত মত সমূহের বিনাশ সাধন করিতেছে ও আরো করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে এইরূপ কোন অভ্রান্ত পুস্তক নাই, ব্রাহ্মের ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার হৃদয় ও বাহ্যজগৎ। ইহাতে বিজ্ঞানের কোনও ক্ষমতা নাই যে একটী পরমাণুও পরিবর্ত্তিত করে। বিজ্ঞান যাহা আছে তাহাই প্রকাশ করে, নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা আমরা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান সময়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে মত আমরা অবলম্বন করিয়াছি, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বিজ্ঞানের উন্নতিতে এই মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অদ্য আমরা হয়ত ভাবিতেছি ঈশ্বর স্বহস্তে যুগপৎ মানুষ, পশু, পক্ষী এবং জড়জগৎ ও কীটাণু সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষপরে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে হয়ত বিশ্বাস করিব যে, ঈশ্বর প্রথমতঃ জড় পরমাণু সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে কীটাণু; কীটাণু হইতে ক্রমশঃ পশু, পক্ষী ও অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে আমাদের ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত দেখিতেছি, তাহার মূল কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক ও ধার্ম্মিক উভয়েই আপন আপন ন্যায্য অধিকার এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। ধার্ম্মিক এক খানি পুস্তকের উপর আপনার ধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন, এবং ঐ পুস্তকের একটী মত যদি বিজ্ঞান খণ্ডন করিতে পারে তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তিনি বিজ্ঞানের গতিরোধ করিবার জন্য উৎসুক। আর বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম পুস্তকখানিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াই মনে করেন, আর কোন্ ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সৌহার্দ্দ থাকিতে পারে না; এবং তিনি সেই জন্য ধর্ম্ম মাত্রেরই বিরোধী হইয়া উঠেন। প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে দিন দিন নূতন ও অদ্ভুত সত্যসমূহ প্রচারিত হইবেই হইবে। বিশ্ব রচয়িতার আশ্চর্য্য কৌশলের অন্ত মানুষ কখনও পাইবে না, এবং চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পুস্তকে, বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান যে, প্রকৃতির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যে সমুদায় উক্তি রহিয়াছে তাহাকে খণ্ডন করিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? প্রকৃতির নিয়মসম্বন্ধে যাহা কিছু, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করা উচিত। ধার্ম্মিক ভাবেন আমি প্রকৃতির রচয়িতাকে পাইয়াছি অতএব তাঁহার রচনাতে যে সমূহ কৌশল আছে তাহাও আমি জানিয়াছি। এই স্থানে ধার্ম্মিকের ভ্রম। এই স্থানে তিনি আপনার ন্যায্য অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন। আবার অপর দিকে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সমুদায় তথ্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। জগতের রচনাপ্রণালীতে যে সকল কৌশল আছে তাহাই প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তিনি সমস্ত জগতের কৌশলপ্রণালী প্রকাশিত করিতে গিয়া জগতের রচয়িতাতে সর্ব্বকৌশলের মূল যে জ্ঞান তাহার অভাব আরোপ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। অথবা ডাক্তার মার্টিনর কথায় বলিতে গেলে:—In going to make the universe *intelligible* he calls in question its *relation to intelligence.* যে রচনা প্রণালী বোধগম্য করিতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই রচনাপ্রণালী জ্ঞান ভিন্ন আর কিসের দ্বারা রচিত হইতে পারে? বৈজ্ঞানিক বলেন পরমাণুর যোগ বিয়োগে এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াছে, এবং এই যোগ বিয়োগ শক্তি পরমাণুর স্বতঃ অধিকার। কিন্তু পরমাণু লইয়াও ত তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জগতের একটী প্রাণীও ত তিনি রচনা করিতে পারিলেন না। জীবদেহ তন্ন তন্ন করিয়া বিভাজ্যপ্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কি কি পদার্থ কি কি পরিমাণে রহিয়াছে বিজ্ঞান নির্দ্ধারিত করিয়াছে, কিন্তু তবুও কেন বিজ্ঞান জীবনীশক্তি দিয়া একটী জীব প্রস্তুত করিতে এখনও সমর্থ হইল না? উদ্‌জান ও অম্লজান যথা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান ত জল প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, কিন্তু যে সমুদায় প্রকরণে জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা জানিয়াও কেন বিজ্ঞান সংযোজকপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সমুদায় প্রকরণদ্বারা এখনও একটী কীটদেহ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে পারিল না? ডাক্তার মার্টিনো বলেন;—"No organism can ever show you more than matter moved; and there is an impassable chasm between definite movements of definite cerebral atoms and the primary facts which I can neither define nor deny—*I feel pain or pleasure, I taste a sweetness, smell a rose-scent, hear an organ tone see red, together* with the no less immediate assurance they give—*therefore I exist*—it remains entirely and for ever inconceivable that it should signify a jot to a number of carbon and hydrogen, nitrogen and oxygen and other atoms how they lie and move, in no way can one see how from their concurrence consciousness can arise." বৈজ্ঞানিক সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিলেও জ্ঞান বা প্রাণদান করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ ঘটিয়াছে কেন? কারণ বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরকে জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে চান। জড়বাদী বলেন এই পৃথিবী জড় পরমাণু দ্বারা রচিত হইয়াছে, এই সকল পরমাণু ঘটনাক্রমে আসিয়া একে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছে। তুমি যে ঐ স্থানে আছ তাহাও ঘটনা স্রোতের অনুগ্রহে, আমি যে এই স্থানে আছি তাহাও ঘটনাস্রোতের অনুগ্রহে, নৈতিক শাসন বলিয়া একটা জিনিস এই জগতে নাই। সকলই ঘটনা স্রোতের শাসনে, ঘটনাক্রমে, সংঘটিত হইতেছে। এই জড়বাদ হইতে সমাজের কত অনিষ্ট হইবে আমরা ভাবিয়া শেষ করিতে পারি না। সে সকল বিষয় ভাবিতেও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জনসমাজে এই জড়বাদ প্রচলিত হইলে ইহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। জনসমাজের সুশৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পাপ ও স্বার্থপরতার বন্যা আসিয়া সমস্ত সমাজকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। জড়বাদের হস্তে যদি ধর্ম্মের বিনাশ হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজেরও বিনাশ সাধিত হইবে। জনসমাজ ধর্ম্ম-বিহীন কোনও দিন থাকিতে পারে নাই, আর আজ কি ধর্ম্মশূন্য জনসমাজ সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিবে?

কেহ কেহ এই উক্তির উত্তরে হয়ত বলিবেন, "কেন?—যাহারা নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরে বা ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারাও ত জগতে সমাজনীতি পরায়ণ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মিল বা কমটির মত লোক লইয়া সমাজ ত অত্যন্ত সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিতে পারে। যদি কোন সমাজের সভ্যগণের অধিকাংশ মিল বা কমটীর মত হন, তাহা হইলে ত সেই সমাজ বর্ত্তমান সময়ের সমাজ অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইবে। এই যুক্তির উত্তরে আমরা জেমস্ মিল, ও তাঁহার সুবিখ্যাত পুত্রের কথাই বলিব;—একটা ভাব যে কারণেই হউক একবার হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইলে সেই ভাবটীর জন্ম স্থান বা বিকাশের ইতিহাস নির্দ্ধারিত করিয়া তুমি তাহাকে পরিবর্ত্তন বা নাশ করিতে পার না। "You do not alter, much less destroy, a feeling or sentiment by giving its history: from whatever unexpected sources its constituents may be gathered, when once their confluence is complete the current they form runs on the same, whether you know them or not"—Quoted by Dr. Martineau—in p. 24 of his Lecture on Religion as affected by Modern-Materialism) এবং এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনেই অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপাদিত দেখিতে পাই। মিল বলিতেন যে সমুদায় নৈতিক ভাবের মূল সুখ ও দুঃখ, যে কর্ম্ম যত সুখ উৎপাদন করে সেইটী তত অধিক নৈতিক, আর যে কর্ম্ম যত দুঃখ উৎপাদন করে সেই কর্ম্ম তত হীননৈতিক। কিন্তু এই সমুদায় মত অবলম্বন করিয়াও মিল নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন যে, একটী পাপ কার্য্য আমাকে যত কেন সুখ আনিয়া দিক না, তথাপি তাহা সাধন করিবার সময় আমার হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মিল প্রভৃতি তাঁহাদের নৈতিক মত গঠিত করিবার পূর্ব্বেই নৈতিক চরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তিনি নাস্তিকতা ও হিতবাদ সম্বন্ধীয় মত সমূহ [illegible]চ নীতি পরায়ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনসমাজে ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে হিতবাদ, জড়বাদ, প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইবে, তখন মিল বা কমটীর মত চরিত্রবান লোক আমরা নাস্তিক জগতে দেখিতে পাইব না।

সহানুভূতি সমাজনীতির একটী উচ্চ ও প্রধান সূত্র। কিন্তু এই জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে সহানুভূতি সমাজে থাকিতে পারিবে না। নৈতিকশাসন যদি জগতে না থাকে, তবে বাহ্য জগৎকে আদর্শ গ্রহণ করিয়া মানুষের চরিত্র গঠিত করা উচিত। কিন্তু জড়বাদীর মতে বাহ্য জগতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? বাহ্য জগৎকে ত তিনি নির্দ্দয় (Pitiless) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তবে বাহ্য জগতের অনুকরণে মানব চরিত্র গঠিত করিলে সহানুভূতি তাহাতে কি প্রকারে স্থান পাইবে? বাহ্য জগৎ "নির্দ্দয়" "নির্ম্মম" "নিষ্ঠুর"—কিন্তু সহানুভূতির উৎপত্তি দয়া ও পরদুঃখ কাতরতা হইতে। এই অবস্থায় বাহ্য জগৎকে জীবনের আদর্শ করিলে মানুষের মনে সহানুভূতি পোষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হয়, যদি ধর্ম্মকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একের সাহায্য অন্যে করিবে না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই রুগ্ন ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে কেহ বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে না। তাহা হইলে, ভাইয়ের চক্ষুর জল দেখিয়া ভাই কাঁদিবে না। তোমার দুঃখে আমার কষ্ট হইবে না, আমার দুঃখে তোমার চক্ষে জল আসিবে না, এবং জন সমাজ হইতে সমাজনীতির অন্যতম প্রধান বন্ধন সহানুভূতি একেবারে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া জনসমাজকে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসাইয়া দিবে।

সহানুভূতি একটী মানব হৃদয়ের অতি উচ্চ ও মহৎ ভাব। এই ভাবের কার্য্য স্বার্থ ত্যাগ। কিন্তু জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে, ধর্ম্মকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দিলে, জনসমাজে আর প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনার চক্ষু শীতল করিতে পারিবে না। অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বার্থত্যাগ না করিলে কোন সমাজের লোক সেই সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না। জড়বাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? প্রকৃতিকে অনুকরণ কর; এবং জড়বাদীর চক্ষুতে দেখিতে গেলে আমরা প্রকৃতিতে কি দেখিতে পাই?—স্বার্থ ত্যাগের বিন্দু বিসর্গও জড় জগতে দেখিতে পাই না। সেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল অপরকে বিনাশ করিয়া আপনাকে স্থাপিত করা। জড়বাদীর মতে ইহা বাহ্য জগতের প্রধান নিয়ম। যে যে স্থানে আছে সকলেই সেই স্থান বল দ্বারা অধিকার করিয়াছে। সকলেই

অপরকে বিনাশ করিয়া তাহাদের বিনাশের উপর আপনার অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে। এই ছাঁচে মানব চরিত্র গঠিত হইলে, কে বলিবেন যে সমাজে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে? এবং ত্যাগ ভিন্ন জনসমাজ কিরূপে সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিতে পারিবে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দায়িত্ব।

চিন দেশীয় রাজবিধি অনুসারে কেহ মাতাপিতার উপর হস্ত উত্তোলন করিলে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কথিত আছে একদা একটী যুবক তাহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার বৃদ্ধা জননীকে অত্যন্ত প্রহার করে। যুবকযুবতী উভয়ে রাজ দ্বারে অভিযুক্ত হইল, এবং উভয়েই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কিন্তু ইহাতেই আহাদের দুষ্কর্ম্মের শাস্তির শেষ হইলনা। যুবকের মাতাপিতা ভাগ্যক্রমে কেহ জীবিত ছিলেন না; কিন্তু যুবতীর বৃদ্ধা জননী তথনও জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল, এবং তাঁহার উপর বেত্রাঘাত করিতে আদেশ প্রদত্ত হইল। এই যুবকযুবতীর নগরবাসী সমুদায় প্রজাবর্গ কিয়দ্দিবসের জন্য একটী বিশেষ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন, নগরের শাসন কর্ত্তা পদচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহার নিম্নস্থ সমুদায় রাজকর্ম্মচারির পদ ন্যূন করিয়া দেওয়া হইল। ইহারা সকলে এই দোষী যুবক যুবতীর জন্য এই দণ্ড ভোগ করিলেন। চিনদেশীয় রাজবিধি অনুসারে কেবল দোষী ব্যক্তিই শাস্তিভোগ করে না, তাহার পিতামাতা, ভাইভগিনি, আত্মীয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী, নগরের শাসনকর্ত্তা ও অপরাপর সমুদায় রাজকর্ম্মচারী তাহার চরিত্রের জন্য অল্প বা অধিক পরিমাণে দায়ী এবং ইহাদের সকলকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে, তাহার পাপের ফলভাগী হইতে হয়। এই প্রকার বিচার প্রণালীর কথা শুনিয়া হয়ত সভ্যজগৎ হাসিবেন, এবং চিনবাসীদিগকে অসভ্য বন্যজাতি বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন, কিন্তু এই বিচার প্রণালী দেখিয়া হাসিতে বা ঠাট্টা করিতে আমাদের সাহস হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত সমাজ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের রসনা এই প্রকার বিচার প্রণালী সম্বন্ধে উপহাস বা ঘৃনার স্বরে কোনও বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হয় না।

এই বিচার প্রণালী দেখিয়া আমরা উপহাস করি না কেন? কারণ ইহা অন্যায় হইলেও ইহার মধ্যে ঈশ্বরের নৈসর্গিক নিয়মের আভাষ দেখিতে পাই। বিশ্ব পিতা পরমেশ্বর যে নিয়মে এই জগৎকে শাসন করিতেছেন, যে প্রণালীতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান অহর্নিশি করিতেছেন, সেই নিয়মের,— সেই স্বর্গীয় বিচার প্রণালীর ছায়া এই চিনদেশীয় বিচার প্রণালীতে পড়িয়াছে দেখিতে পাই, এবং তাহা তেই উপহাস্য বা বিদ্রূপের স্বরে কোনও কথা তৎসম্বন্ধে উচ্চারণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। কি জনসমাজ কি আধ্যাত্মিক জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থান পর্য্যালোচনা করিবে, সেই খানেই দেখিতে পাইবে যে কেহ নিজের অপরাধের জন্য কেবল নিজে দণ্ড ভোগ করেন না। তাঁহার পাপপুণ্যের জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, ভাই বন্ধু, প্রতিবাসী, সকলে অল্প বা অধিক পরিমাণে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। তুমি মৃত জীবদেহ তোমার গৃহ প্রাঙ্গনে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে; স্বাস্থ্য রক্ষার এই নিয়ম ভঙ্গ করিবার জন্য কেবল তোমাকেই যে শাস্তি পাইতে হইবে এমন নহে; মহামারি উপস্থিত হইয়া তোমার পরিবারস্থ অনেককে গ্রাস করিবে; প্রতিবাসীদের কত গৃহ, কত পরিবার তোমার এই অপরাধের জন্য উৎসন্ন যাইবে, ও অবশেষে হয়ত এই মহামারি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে সংক্রামিত হইয়া কোটী কোটী নরনারীকে অকালে শমন ভুবনে প্রেরণ করিবে; এবং এই সমুদায় নরনারী তোমার পাপের জন্য দণ্ডভোগ করিবে। তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়া রোগাক্রান্ত হইলে, কিন্তু ইহাতেই তোমার পাপের শাস্তি হইল না। তোমার পুত্রপৌত্র তোমার দুষ্কর্ম্মের জন্য এই রোগের যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইবে। ইতিহাস খুলিয়া দেখ তাহার প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখিবে। মানুষ একটী অপকর্ম্ম করিলে তাহার তিন শতাব্দী পরে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত সেই অপকার্য্যের জন্য ফলভোগ করিতে হয়। ষোড়শ লুইর ন্যায় সচ্চরিত্র, দয়ালু রাজা পৃথিবীতে কয়জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কয়জন রাজা লুইর মত তাঁহার দেশকে ও তাঁহার প্রজাবর্গকে ভাল বাসিতে পারিয়াছেন? কয়জন প্রজাবর্গের জন্য এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? কিন্তু এত গুন থাকিতেও কেন লুই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন? লুই তাঁহার নিজের কোনও দোষের জন্য এই শাস্তি ভোগ করেন নাই। তাঁহার নিজ মস্তক দিয়া, তাঁহার পিতা ও পিতামহ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগন যদি অত্যাচারী না হইতেন, যদি পঞ্চদশ ও চতুর্দ্দশ লুই প্রজাবর্গের রক্তশোষন করিয়া আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তিচরিতার্থ না করিতেন, যদি তাঁহারা দয়ালু ষোড়শ লুইর মত ধার্ম্মিক, ষোড়শ লুইর মত হিতৈষী, ও ষোড়শ লুইর মত ভালমানুষ হইতেন, তাহা হইলে বিপ্লবের তরঙ্গে সমস্ত ফরাসিদেশ আলোড়িত হইত না;—তাহা হইলে পারিশের রাজপথ রক্তস্রোতে ধৌত হইত না, তাহাহইলে পারিশ বাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ কোমলপ্রাণা রমণীগণকে ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় নরমুণ্ডের ধ্বজা তুলিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে ও নরজরুৎ ভাজিয়া প্রফুল্ল মুখে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বিভিষীকা পূর্ণ অন্তরে চক্ষু মুদ্রিত করিতেন না, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান ষোড়শ লুইও এতদূর অপমানিত, এতদূর লাঞ্ছিত ও এই প্রকার নিষ্ঠুরভাবে অকালে মৃত্যুগ্রাসে

পতিত হইতেন না। দুই জনের অত্যাচারে, দুই ব্যক্তির পাপে, দুই জনের অপরাধে, সমস্ত ফরাসীদেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হইল, অসংখ্য নরনারী ঘোর যন্ত্রনা সহ্য করিয়া শমন ভবনে অকালে গমন করিল. অসংখ্য বিধবা ও অসংখ্য পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার সৃষ্টি হইল এবং মানবজাতির ইতিহাসে একটী গভীর কালিমাময় অধ্যায় রচিত হইল। আবার আমাদিগের দেশের প্রতি চাহিলে সেখানে কি দেখিতে পাও? এই যে আমরা বহু শতাব্দী হইল ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতেছি, ইহা কি আমাদের নিজের দোষে? এই যে দুঃখিনী ভারত শত শত বর্ষাবধি কেবল পর পদতলে দলিত হইতেছে ইহা কি তাহার নিজের দোষে? কে বলিবেন যে আমাদের দোষে আমরা এই কষ্ট পাইতেছি? কে বলিবেন যে আমাদের নিজের পাপের জন্য আমরা আজ এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতেছি? আমরা এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি আমাদিগের নিজের পাপের জন্য নহে, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপরাধের জন্য। ভারতের ব্রাহ্মণগণ যদি ক্ষমতাপ্রিয় না হইতেন; ভারতের যোগী ঋষিগণ যদি ভ্রান্ত ধর্ম্মের প্ররোচনায় সংসারপরিত্যাগ করিয়া হিমালয় কন্দরে জীবন যাপন না করিতেন। ভারতের রাজন্যবর্গ যদি ঈর্ষা ও দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ না করিতেন, তবে ভারতের এই দুর্দ্দশা ঘটিত না, তাহা হইলে পূর্ব্বের মত ভারত আজও জগতের আলোক হইয়া বিদ্যমান থাকিত, পুরাকালের মতও আজও সমস্ত সভ্য জগৎ ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া বিজ্ঞান দর্শন, গণিত, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, তাহা হইলে আজও ভারত সভ্য জগতের অধীশ্বরী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু ভারতের ক্ষমতাপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য অপরাপর সমুদায় লোককে জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, ভারতের ধার্ম্মিকগণ, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দৃষ্টপাতও না করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল আপনাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেই রত হইয়াছিলেন, এবং ভারতের রাজন্যবর্গ দ্বেষ ও ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া একে অন্যের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া স্বজাতির রক্তস্রোতে ভারতবক্ষকে ধৌত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই সমুদায় কার্য্যের জন্য আমরা আজ প্রায় সহস্র বৎসর পরে, পরপদদলিত ও জগতে পরাধীন নিস্তেজ জাতি বলিয়া ঘৃণিত ও পাপ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইয়া হাহাকার করিতেছি।

এক জন পাপ করিলে তাহার সম্পর্কীয় অপরাপর সকলে যেমন তাহার পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ একজন পুণ্যবান হইলে তাহার পুণ্যের সুখও সমস্ত সমাজ আস্বাদন করিয়া থাকে। অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রজনীতে যেমন একটী ক্ষুদ্র দীপালোক, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ভূমিকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ একটী সামান্য পুণ্য কার্য্যতে সমস্ত সমাজের মুখ উজ্জল করিয়া থাকে। গোলাপ ফুল এক স্থানে প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ নরনারী সকলে তাহার গন্ধে আমোদিত হয়, সেইরূপ পুণ্যবান লোকের পুণ্যের সুখও তাহার পার্শ্বস্থ সকলে ভোগ করিয়া থাকে। এক একটী পুণ্যবান ধর্ম্মাত্মার জীবন আজও সমস্ত মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। আজও অষ্টাদশ শত বৎসর পরে মহর্ষি ঈশার পুণ্য প্রভা কত নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের আলোক জ্বালিয়া দিতেছে; আজও অষ্টাদশ শত বর্ষ পরে অর্দ্ধ জগতের নরনারী মহর্ষি ঈশার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পুণ্যের আভাতেই আপনাদের হৃদয়ে পুণ্য সঞ্চার করিতেছে। সহস্রাধিক বৎসর হইল ব্রুটাস ও এরিষ্টাইডিস্ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাহাদের ন্যায়পরায়ণতা ও স্বদেশহিতৈষণা, কত শত সহৃদয় যুবকের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে! ষ্টিফেন ও ইগ্নেসিয়স্, পিটার ও পল, লরেন্সও এনেষ্টেসিয়াস্, মার্টিনা ও ভিভিয়ার মৃত্যুর পর কত যুগ, কত শতাব্দী চলিয়া গেল, কিন্তু আজও তাঁহাদের ধর্ম্মশূরত্বের দৃষ্টান্তে কত যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় বল সঞ্চারিত হইতেছে! সাবিত্রী, ও পদ্মিনী প্রভৃতি চিতোরের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণ আজও কত ভারতনারীর হৃদয়ে সতীত্বের ভাব প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন! হাওয়ার্ড ও উইলবার ফোর্স, এলিজেবেথ ফ্রাই ও সেণ্টকেথেরিন, আজও কত যুবক যুবতিকে পরহিতৈষণাব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন। আর আমেরিকা যে আজ এত উচ্চআসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, ইহা তাঁহার ষোড়শ শতাব্দীর অধিবাসীগণের পুণ্যবলে! আমেরিকাবাসীগণ আজ যে সভ্য জগতের শিরোভূষণ হইয়া বসিয়াছেন, দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল গৃহতাড়িত, অত্যাচারপীড়িত পিউরিটানগণ আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুণ্য ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণে।

মানুষ পাপ করিলে কেবল নিজে দুঃখ পায় না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতা পিতা, পুত্র কন্যা, ভাই বন্ধু সকলকে অল্প বা অধিক পরিমাণে দুঃখের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। আর পুণ্য করিলেও কেবল নিজে সেই পুণ্যের সুখ ভোগ করে না, ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় পরিবার সকলকে অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখী করে। ঈশ্বরের রাজ্যের এই বিচারপ্রণালী। নাস্তিক বা সংশয়বাদী এই প্রকার বিচারে অন্যায় দেখিতে পান। কিন্তু আমরা ইহাতে কেবল ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আরো অধিকতর জাজল্যমান দেখিয়া থাকি। মানুষকে পাপ হইতে বিরত করিবার জন্য ও পুণ্য কার্য্যে রত করিবার জন্য ঈশ্বর এত উপায় করিয়াছেন, কিন্তু অন্ধ নরনারী তাহা দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না। মানুষের দায়িত্ব যে কি ঘোরতর তাহাও আমরা এই বিচারপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মানুষকে তাহার দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর এত করিতেছেন কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিবে না। হে মানব! তুমি কি একবারও ভাবিয়া দেখনা, তোমার দায়িত্ব কত অধিক? একবারও কি চিন্তা করিয়া দেখনা, তোমার এক একটী ক্ষুদ্র কার্য্যের উপর কত লোকের সুখ দুঃখ অল্প বা অধিক নির্ভর করে? হায়!

তুমি যদি তাহা বুঝিতে তবে পৃথিবী স্বর্গ হইত। সকল মানুষই যদি আপনার দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া তদনুসারে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তবে পৃথিবী আজ স্বর্গধাম হইত। মানবসমাজ দেবসমাজের শোভা ধারণ করিত। মানুষ আপনার দায়ীত্ব কত ভাবিয়া দেখে না, তাই পৃথিবীতে এত পাপ, তাই পৃথিবীতে এত দুঃখ, তাই পৃথিবী কণ্টকাকীর্ণ।

দায়ীত্ব দুই প্রকার; সাধারণ ও বিশেষ। প্রত্যেক মানুষের উপর মানুষ বলিয়া একটী দায়ীত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দায়ীত্ব। যে মুহূর্ত্তে মানুষ পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মস্তকের উপর একটী ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষ বলিয়া মানুষের একটী সাধারণ দায়ীত্ব আছে। এই দায়ীত্ব সকলেরই মস্তকের উপর স্থিত। এই দায়ীত্ব মানব মাত্রেরই মস্তকে সমভাবে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন আবার প্রত্যেক মানুষের উপর বিশেষ বিশেষ দায়ীত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞান যত অধিক, যাঁহার অভ্যন্তরের আলোক যত অধিক, তাঁহার বিশেষ দায়ীত্বের ভার ঠিক সেই পরিমাণে অধিক। তুমি আমাঅপেক্ষা যে পরিমাণে অধিকতর তেজস্বী বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছ, সেই পরিমাণে তোমার এই বিষয়ে দায়ীত্বও অধিক এবং এইটী তোমার বিশেষ দায়ীত্ব। আমি তোমাঅপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক বাহুবল-প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বিষয়ে তোমা অপেক্ষা আমার দায়ীত্ব ঠিক সেই পরিমাণে অধিক এবং ইহা আমার বিশেষ দায়ীত্ব। এইরূপ সকল মানুষের সাধারণ ও বিশেষ এই উভয় প্রকার দায়ীত্বই রহিয়াছে, এবং যিনি আপনার এই উভয় প্রকার দায়ীত্ব হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য যত সচেষ্ট হন তিনিই জগতে তত বড় লোক, তত ধার্ম্মিক।

ব্রাহ্ম বন্ধু! তুমি কি ভাবিয়া থাক তোমার দায়ীত্ব কত? যে ঘোর কর্ত্তব্য তোমার মস্তকের উপর গর্জ্জন করিতেছে, তাহার প্রতি একবারও কি কর্ণপাত করিয়া থাক? তোমার বিশেষ দায়ীত্বের গুরুত্ব কত তাহা কি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ? ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রবেশ কর নাই, তখন তোমার মস্তকের ভার এত গুরু ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্ম হইয়া নিজের হাতে কি যে একটী বিশেষ গুরুভার তোমার মস্তকের উপর তুমি লইয়াছ ইহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়া থাক? যদি এই দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে এখনও না পারিয়া থাক, তবে বলিব হে ব্রাহ্ম! তুমি এখনও ব্রাহ্ম হও নাই, তবে বলিব হে ব্রাহ্ম! তোমার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে বিস্তারিত হইবে না। পূর্ব্বে ছিলে ভাল, যখন চোক্ ফুটে নাই। এখন চোক্ ফুটিয়াছে, চারি দিক্ দেখিয়াছ সত্য ধর্ম্মের আলোক পাইয়াছ, এখন তোমার মস্তকের ভার অত্যন্ত গুরু হইয়াছে। তোমার দায়ীত্বের বোঝা আরো ভারি হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে নিজে ভাল হইব, আর পরকে ভাল করিব; নিজে ধার্ম্মিক হইব, আর পরকে ধার্ম্মিক করিব। যে মুহূর্ত্তে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই এই অসংখ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন নরনারীর উদ্ধারের জন্য, এই পতিত জাতির উন্নতির জন্য সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ভারতের বিংশতি কোটী নরনারীর মুক্তির জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কালে ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, এবং এই গম্ভীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী না হইয়া কোনও ব্রাহ্ম অলস জীবন যাপন করিতে পারেন না। সকল ব্রাহ্মই প্রচারক, সকল ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দায়ী। কেবল নিজে ধার্ম্মিক হইলে হইবে না। এক দিকে নিজের জীবন সুন্দর করিতে হইবে, অপর দিকে পরের জীবন যাহাতে সুন্দর হয় তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। ব্রাহ্ম কি অলস থাকিতে পারেন? ব্রাহ্ম কি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারেন? হে ব্রাহ্ম! যদি অলস হও, যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে ইচ্ছা না কর, তবে জিজ্ঞাসা করি কেন চক্ষের জলে মাতার বক্ষ ভাসাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে? তবে জিজ্ঞাসা করি কেন পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে অসীম দুঃখে ভাসাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? যদি মাতা পিতার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুর পরিবর্ত্তে শতবিন্দু রক্ত আপনার দেশের উন্নতি সাধনে, মানব জাতির উন্নতি সাধনে ব্যয়িত করিতে পার, তবে তোমার কাঁদান সার্থক হইবে। তবে তোমার পিতাকে এত দুঃখ দেওয়ার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর যদি মিছামিছি মাতাকে কাঁদাইয়া থাক, যদি বৃথা অকারণে পিতাকে এত দুঃখ দিয়া থাক, তবে নিশ্চয় জানিও তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। চিরকাল তুমি ইহার জন্য কষ্ট পাইবে। যেমন এক দিকে সত্যের জন্য মাতা পিতার মুখাপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ, সেইরূপ অপর দিকে যদি নিজের ঘোর দায়ীত্ব বুঝিয়া অক্লান্ত ভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার, তবেই তোমার ব্রাহ্মসমাজে আসা সার্থক হইবে, তবেই তোমার জীবন ধন্য হইবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন!

মানবপ্রকৃতি।

৩

মানবপ্রকৃতির দোষগুণ নিরূপণ করিতে গিয়া সম্ভবতঃ যে সকল কারণে বিবেচনাকে গ্রহণ না করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে, গত বারে তাহার তিনটীর আলোচনা করিয়াছি। এ বিষয়ে আর একটী কথা বলিবার আছে।

(৪) মিল অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে জগতে স্রষ্টার বুদ্ধির নিদর্শন আছে। মনুষ্যের,—কেবল মনুষ্যের কেন, প্রাণিমাত্রেরই—মাতৃস্নেহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্রষ্টার অভিপ্রায়ের পরিচায়ক। যদি জগতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কিছু মাত্র চিহ্ন থাকে, তবে মনুষ্য যে বিবেচনার চালনা করিবে, মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বরের এ অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহি-

যাছে। যে সকল বিষয়ে ইতর জন্তুগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির দ্বারায় চালিত, মনুষ্য তাহাতে প্রবৃত্তির সাহায্য পান না— তাঁহাকে বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ঈশ্বর প্রবৃত্তির হস্তে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের ভার দেন নাই। প্রবৃত্তি প্রয়োজনসাধক—বিবেচনা প্রবৃত্তির নিয়ন্তা। অনেক স্থলে প্রবৃত্তির অভাব; কেবল বিবেচনাই মনুষ্যের নেতা। অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন, যখন ইয়ুরোপীয় নাবিকেরা বিজন দ্বীপে উপস্থিত হয়, কোন নূতন ফল খাইতে হইলে পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখে তাহাতে পক্ষির ঠোঁটের চিহ্ন আছে কি না—পক্ষিতে কখন বিষাক্ত ফল খায় না। এস্থলে পক্ষী মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ—পক্ষির যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যের তাহা নাই। প্রবৃত্তি পাখিকে বলিয়াছিল "ঐ ফল খাও," মনুষ্য প্রবৃত্তির নিকট কোন সাহায্য পাইলেন না, বিবেচনার পরামর্শে পাখির উপদেশ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর পক্ষিকে বিবেচনা দেন নাই, তাহাকে প্রয়োজনোপযোগী প্রবৃত্তি দিলেন; মনুষ্যকে বিবেচনা দিলেন, প্রবৃত্তি ক্ষীণতর করিয়া দিলেন। পশুকে কেবল খাদ্য আহরণ করিতে হয়; মনুষ্য আহরণ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করেন না, তাঁহাকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, খৃষ্টীয়ানদিগের মতে এটী ঈশ্বরের অভিশাপ; আমাদিগের মতে এটী বিবেচনার আনুসঙ্গিক আদেশ। এই আদেশ বিবেচনার উপযোগী; এই আদেশের গূঢ় মর্ম্ম— মনুষ্য নিজবলে আপনাকে উন্নত করিবে। যতদিন শিশুর হাঁটিবার শক্তি না হইল, মাতা স্নেহময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দিলেন; হাঁটিতে শিখিলে শিশুকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইল। ইতর জন্তুগুলির বিবেচনা নাই—তাহারা হাঁটিতে শিখে নাই; ঈশ্বর প্রবৃত্তির বলে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। মনুষ্যের বিবেচনা আছে—মনুষ্য হাঁটিতে শিখিয়াছে; ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বীয়শক্তি চালনা করিতে আদেশ করিলেন। মনুষ্য ঈশ্বরের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান; মনুষ্যের দায়িত্ব আছে। ইতর জন্তুগুলির বিবেচনা নাই; উহাদিগের দায়িত্ব নাই। মানুষের শারীরিক গঠন এমনি যে, শরীর রক্ষার্থেও বিবেচনার চালনা করিতে হয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে বিবেচনা দিয়া, মানব শরীরের সহিত তাহার যোগ সংস্থাপন করিয়াদিলেন। স্রষ্টার অভিপ্রায়সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি মানব প্রকৃতির সমালোচনা করিতে হয়— মিলের এই উদ্দেশ্য—তবে বিবেচনাকে বিচারে গ্রহণ করিতেই হইবে।

স্থূল কথা এই, মানবপ্রকৃতি কি পরিমাণে নীতির অনুকূল বা বিরোধী নিরূপণ করিতে হইলে, কেবল প্রবৃত্তির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা নিতান্তই ভ্রম। মানবপ্রকৃতির বিচারে যিনি বিবেচনাকে স্থান দিলেন না, তিনি মানুষ কাহাকে বলে বুঝিলেন না। মানবপ্রকৃতির মূলসূত্র বিবেচনা; এ সূত্র যিনি পাঠ করেন নাই, মানবপ্রকৃতি যে ভাষায় লিখিত তাঁহার সে ভাষার বর্ণ পরিচয় হয় নাই। যে নিয়ম সকলে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হইতেছে, সে সমস্ত নিয়মের সারসংক্ষেপ একটী কথা—উন্নতি। মনুষ্যসমাজের যে উন্নতি, তাহার মূল, বিবেচনা। যিনি সমাজের আদিম অবস্থা দেখিয়া মানবপ্রকৃতি নীচ সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি মানবপ্রকৃতির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যে নদী সুবৃহৎ প্রদেশের পিপাসা নিবারণ করিতেছে তাহার মূল সূক্ষ্ম, লক্ষে উল্লঙ্ঘনীয়। প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতির এক পার্শ্ব মাত্র; অপর পার্শ্ব রহিয়াছে। ধীরে ধীরে বিবেচনার শাসনে—যে সকল শিক্ষা বিবেচনার অনিবার্য্য ফল তাহাদিগের প্রভাবে, প্রবৃত্তির অপব্যবহার বিলুপ্ত হইতেছে। সভ্যতর জাতি অসভ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে, এক দেশের আলোক অন্য দেশের অন্ধকার দূর করিতেছে, এ সকলের বীজ মানবপ্রকৃতিতেই রহিয়াছে। পণ্ডিত শত মুখে বিবেচনার প্রশংসা করিয়া মানবপ্রকৃতির জঘন্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। একবার ভাবিয়া দেখ "বিবেচনা আছে বলিয়াই পাপ আছে," বুঝিতে পারিবে মানবপ্রকৃতি কি পদার্থ। বিবেচনার অশেষ গুণ সম্বন্ধে মত ভেদ নাই। তথাচ প্রস্তাবের পূর্ণতার অনুরোধে দুটী কত কথা বলা আবশ্যক।

দায়িত্ব বিবেচনার ফল; এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলা গিয়াছে অধিক নিষ্প্রয়োজন।

উন্নতির কারণ বিবেচনা। পশুগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এমন কোন জন্তু আছে কি না সন্দেহ যাহার কোন না কোন বিষয়ে নৈপুণ্য নাই। ইহাদিগের মধ্যে প্রশংসনীয় মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদিগের বুদ্ধিও কিছু আছে,—প্রয়োজন বুঝিয়া কাজ করে, প্রয়োজন সিদ্ধির সুযোগ অপেক্ষা করে। তবে মনুষ্য কিসে ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ইহাদিগের যাহা আছে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বাবুই চমৎকার কৌশলের সহিত কুলায় নির্ম্মাণ করে; চমৎকার! কিন্তু চিরকাল এক। চিরকাল বাবুই একই প্রণালীতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে, এ কৌশলের উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। মধুমক্ষিকা কেমন সুন্দর চাক নির্ম্মাণ করে; প্রতি ছিদ্রের ছয়টী পার্শ্ব যেন মাপিয়া আঁকা—কিন্তু চিরকাল এক। ইহাদিগের যে নিপুণতা তাহার পরিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই। মনুষ্যের পাত্রভেদে, কালভেদে বৈষম্য, বিষয়ভেদে প্রদেশভেদে বৈষম্য। কাশ্মীরি শাল বিলাতে হয় না; বিলাতের কল ভারতবর্ষে হয় না; তাজমহল, যাহাদিগের রচনা তাহাদিগের তুল্য শিল্পী এখন পাওয়া ভার। মক্ষিকাদিগের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই; সকলেই সমান দক্ষ, সকলেরই একই বিষয়ে দক্ষতা, চিরকালই তুল্য দক্ষতা। এ দক্ষতা প্রবৃত্তির ফল; প্রবৃত্তি ইহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায় ইহারা সেই দিকেই যায়— আপত্তি নাই, প্রশ্ন নাই। এমন সুন্দর করিয়া, এত যত্নের সহিত কেন মধুমক্ষিকা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে? প্রতি গৃহেরই ছয়টী ভিত্তি কেন? কোনটীর চারি কি কোনটীর পাঁচ পার্শ্ব হইলে কি গৃহ বাসোপযোগী হইত না? ছয়টী পার্শ্বেরই ঠিক তুল্য দৈর্ঘ্য কেন? এ কৌশল ইহারা কোথায় শিখিল? অন্য বিষয়ে ইহাদিগের কিছুমাত্র পারদর্শিতা

নাই কেন? কাহারও নিকট শিখে নাই, কিছুই জানে না; প্রবৃত্তি যাহা বলিতেছে তাহাই করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা নাই! যে বিষয়ে প্রবৃত্তির সহায়তা লাভ করিতেছে, তাহাতে মনুষ্যকে পরাজিত করিতেছে; যখন প্রবৃত্তির অভাব, তখন একেবারে জড়! হ্রাস বৃদ্ধি মনুষ্যের বিশেষ অধিকার; হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনার ফল, কেবল মনুষ্যই বিবেচনাসম্পন্ন। যে কোন বিষয়ে হউক, মনুষ্য স্বীয়শক্তিতে নৈপুণ্য লাভ করিতেছেন। বিবেচনার অভাবে উন্নতি অসম্ভব। বিবেচনাসত্বে উন্নতি না হওয়া অসম্ভব; বিবেচনা চাপিয়া রাখিবার বস্তু নয়।

বিবেচনার অভাবে উন্নতি অসম্ভব; অবনতিও অসম্ভব। উন্নতি, অবনতি, এই দুইটী শব্দ বিপরীত, অথচ মূলতঃ সম্বন্ধ। মধুমক্ষিকার কৌশলের উৎকর্ষ নাই, কিন্তু অপকর্ষও নাই। যে কারণে উৎকর্ষ নাই, সেই কারণেই অপকর্ষ নাই—বিবেচনার অভাব। তবে কি এ কথা সত্য যে বিবেচনাসত্বে উন্নতি না হওয়া অসম্ভব? কেন? অবনতিও ত ঘটিতে পারে? পারে। মানব চরিত্রের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ঠিক এক স্থানে স্থির থাকা অসম্ভব; অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, নচেৎ পশ্চাৎ গমন করিতে হইবে। যে সর্ব্বদা স্বীয় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখে, তাহার অধোগতি নিশ্চিত; যদি দৃষ্টি রাখে তবে তাহার উন্নতি অবধারিত। মানুষ এক ভাবে থাকিতে পারে না। অবনতিও ঘটিতে পারে; ঘটিয়াও থাকে; কিন্তু পরিণাম উন্নতি। অধোগতি অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এ জগতের নিয়ম উন্নতি। মনুষ্য সমাজে, কোন দেশে, উন্নতির স্রোত কিছুকাল রুদ্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু পুনরায় আসিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপন করে।

Vide P. 112. (১১২ পৃষ্ঠা দেখ)

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দির।

রবিবার ২২শে পৌষ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি ধর্ম্ম পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অন্বেষণ করেন, গ্রন্থপাঠ, সাধু সঙ্গ করেন, এইরূপ নানা উপায়ে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তিনি এক স্থানে উপদেশ পাইলেন "সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গমন কর।" তিনি তাহাই করিলেন। ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, ক্রমে বহু দূর গমন করিয়া একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, তথায় যাইয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া ধ্যান করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন "হায় আমি কি করিলাম।" এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তি তথায় উপবেশন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন কি জন্য ইনি খেদ করিতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি ঐ অরণ্যবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন বনে আসিলেন? খেদই বা করিতেছেন কেন?" ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আমি উপদেষ্টার বাক্যে বনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আমি একবার ধ্যান করি, কিন্তু বারম্বার আমার পরিবার, অট্টালিকা, বন্ধু বান্ধব মনে আইসে, আমার মনে সে সকল বস্তু রহিয়াছে, দূরে নহে। তুমি যদি ধর্ম্ম চাও সংসারে ফিরিয়া যাও, তথায় সত্য এবং ন্যায় রক্ষা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। আমি কেন যাইতেছি না, আমি আমার চিত্তকে সংযত করিয়া যাইব অন্যথা চিত্তের এ দুরবস্থা লইয়া যাইব না।" ধর্ম্মপিপাসু একথায় প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া আরও অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন এক তপস্বী বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি সেই তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! আপনি অশ্রুপাত করিতেছেন কেন?" তপস্বী বলিলেন "আমি এতকাল তপস্যা করিতেছি কিন্তু কি উপায়ে ব্রহ্মদর্শন করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহারও ধর্ম্ম পিপাসু আরও ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথন এক তপস্বী তাঁহাকে বলিলেন। "তুমি এই পথে গমন কর, শীঘ্রই ধর্ম্ম লাভ হইবে।" এইরূপে কতক দূর গমন করিয়া তিনি ঘোর অরণ্যে পড়িলেন, চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকার, হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। তখন তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন ঘোর দুঃখে পড়িলাম। বিপদ যখন উপস্থিত হয়, তখন করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর সহায় নাই। তাঁহার নিকট তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দুঃখী, বিপন্ন ধর্ম্ম পিপাসুর ক্রন্দনধ্বনি স্বর্গে আঘাত করিল, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই জন্য আমাদের দেশের ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলেন ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মস্তকের উপর এক আলোক প্রকাশিত হইল, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া তিনি বন উত্তীর্ণ হইলেন; তৎপর দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নদী! তখন তিনি অস্থির হইয়া ভাবিলেন কি করিবেন, পশ্চাতে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে অতি বিস্তৃত নদী। তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার মস্তকের উপরিস্থ আলো নদীর উপর দিয়া যাইতেছে, তিনি তাহার অনুসরণ করিলেন। তখন জল তাঁহার জানুর নীচে রহিল। তখন তিনি জল পার হইয়া দেখিলেন, এক প্রস্তর ফলকের উপর লিখিত রহিয়াছে "বিশ্বাসীরা এখানে উপস্থিত হইবেন।" এই আখ্যায়িকা দ্বারা উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিলাম। ব্যাকুলচিত্তে পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করিতে হইবে, পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের গুরু নাই। তিনিই আমাদের এক মাত্র উপদেষ্টা, তিনি ভিন্ন ভ্রান্ত মনুষ্যের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে, মনুষ্যের কথায় ভুলিলে ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে। পরমেশ্বর আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া যে পর্য্যন্ত পথপ্রদর্শন না করিবেন, আমাদিগকে এই সংসার অরণ্য হইতে মুক্ত হইতে অনেক বিড়ম্বিত হইতে হইবে। কিন্তু সেই স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হইলে আর আমাদের ভয় নাই, পরমেশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার উপদেশে চলিলেই পরি-

ত্রাণ, মনুষ্যের মুখে সত্য লাভ করিয়া চলিলে বারম্বার বিড়ম্বিত, প্রতারিত হইতে হইবে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাই। যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তজ্জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করি। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদেশ।

সমালোচনা।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা সমাজের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। উক্ত সমাজের তৎকালীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত বিবাহ সমর্থন করাতে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বেদীর কার্য্য হইতে অপসৃত করা হয়। কিন্তু এ বিষয় সমাজের ট্রষ্টীগণের বিচার্য্য বলিয়া তাঁহারা ট্রষ্টীদিগের মত গ্রহণ করেন। এই পুস্তক খানিতে সেই মতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন রায়, ও শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাসের মত পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ--

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক মহাশয়েষু—

বহুমান পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

আপনকার গত ২৯শে বৈশাখের পত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়, বাবু রামপ্রসাদ সেন এবং বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩০শে বৈশাখের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত মুদ্রিত কাগজাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম।

আপনাদিগের প্রধানতঃ দুই প্রশ্ন—

(১) যে ব্যক্তি পৌত্তলিক, কিম্বা পৌত্তলিকতার সহিত সংসৃষ্ট সে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারে কি না ?

(২) যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ, বিশেষ উপদেশ, এবং বিশেষ অণুপ্রাণনার নাম লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সাধারনের প্রচলিত ও পরিগৃহীত নীতির অন্যথাকারী কিম্বা প্রতিকূলবাদী হন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে স্থান পাইতে পারেন কি না ? এই দুই প্রশ্ন আপনাদিগের সকল প্রশ্নের সারমর্ম্ম।

প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমাদিগের সংক্ষেপতঃ এই বক্তব্য যে, পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মে নিত্য বিরোধ। সুতরাং যিনি স্বয়ং পৌত্তলিক, অথবা সমাজের অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত সংসৃষ্ট পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আচার্য্য হইবার অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেও আমরা ঐরূপ কথা বলিতেই বাধ্য। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনই পয়গম্বর, অবতার, ঈশ্বর প্রেরিত দূত, ঈশ্বরাদিষ্ট গুরু, মধ্যবর্ত্তী প্রভৃতির সহায়তা ও বিশেষ বিধানের বিরোধী। যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদিষ্ট কি উপদিষ্ট হন সুতরাং তিনি যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরের কথা ;—যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যজাতি বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে যে ধর্ম্ম ও যে নীতি অবলম্বন করে তাহা এক এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত দিব্যজ্ঞান আরও উচ্চতর নীতি ;—যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরানুগৃহীত গুরু দ্বারা সাধারণের জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য গূঢ় ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং সেই গূঢ় ধর্ম্মনীতি প্রচলিত ধর্ম্মনীতির বিরোধিনী হইলেও তাহা দেববাণী— অথবা যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে সাধারণ সাহিত্য যাহাকে মহানুভব ব্যক্তি বলে, মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা বিশেষ অর্থে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তিদিগের উক্তিই ধর্ম্মনীতি, তিনি পরম সাধু হইলেও অব্রাহ্ম,— অতএব পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কোনরূপে তাদৃশ ব্যক্তিগণের স্থান পাওয়া উচিত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের উপাসনায় সকলকে সমান অধিকার দেয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বিশেষ আদিষ্ট, বিশেষরূপে উপদিষ্ট কি অণুপ্রাণিত, বিশেষ বিধানে প্রেরিত কি পরিচালিত অথবা বিশেষ অর্থে মহাপুরুষ কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। এই সকল দূষিত মত যিনি ঘুণাক্ষরেও অনুমোদন করেন, তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে কখনই আচার্য্য কি উপদেষ্টার আসন পাইতে পারেন না।

ঢাকা,
১১ই ফাল্গুন।
১২৮৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ,
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের
অন্যতম ট্রষ্টী।
শ্রীরাধিকামোহন রায়।
শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

শিবনাথ বাবু হাইদ্রাবাদ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তত্রত্য শিখদিগের উপাসনালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এবং সকলে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ করিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে এবং সাধারণতঃ বিশ্বাস বিষয়ে বিচার হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় সম্প্রতি সপরিবারে মুলতান গমন করিয়া প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি তত্রত্য স্কুল গৃহে উর্দ্দু ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে এত লোক আসিয়াছিল যে, মুলতানে পূর্ব্বে কখন এ প্রকার দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মপরিবারদিগের মধ্যে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। একটি পরিবারে এক দিবস প্রায় ত্রিশ জন ভদ্র

মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কিছু দিন হইল অগ্নিহোত্রী মহাশয় জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের যে কার্য্য-বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—

গত ৯ই ও ১০ই ভাদ্র, রবিবার ও সোমবার সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নবসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা ও সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে সিলিগুড়ি নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, জলপাইগুড়ি নিবাসী বাবু চণ্ডীচরণ সেন, রঙ্গপুর নিবাসী বাবু জগন্নাথ সরকার, গোপালপুর নিবাসী বাবু কালীশঙ্কর দাস এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ যোগ দিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমাদের অতিশয় আনন্দের বিষয় যে এই ক্ষুদ্র সমাজটী এক বৎসর কাল নানা বিঘ্ন, বিপত্তি, দুর্দ্দৈব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সমাজের যেটী বিশেষ অভাবছিল তাহাও পূর্ণ হইয়াছে, ক্ষুদ্র সমাজটী স্থানীয় ব্রাহ্মগনের উৎসাহে ও যত্নে একটী নিজস্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে। উৎসবনিবন্ধন যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ হইল।

৯ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ৮॥ঘণ্টা পর্য্যন্ত কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় উপাসনা করেন।

১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় একটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইলঃ—এই গৃহ "সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহ" নামে আখ্যাত হইল, এই গৃহে প্রত্যেক দিবস অন্ততঃ প্রত্যেক সপ্তাহে এক মাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব মঙ্গলময়, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্রষ্টা, পরম পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবেক। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন কল্পিত দেবদেবির উপাসনা হইবেক না। এই গৃহে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ করা হইবেক না, এবং কোন প্রকার আহার পান করা হইবেক না। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন সূচক সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সঙ্গীত হইবেক না, এবং কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার উপহাস কি বিদ্রূপ করা হইবেক না। উল্লিখিতরূপে কেবল ঈশ্বর উপাসনার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়া পরমেশ্বরের কার্য্যে এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম। পরে কয়েকটী সঙ্গীত হইল।

অপরাহ্নে ২টার পর সহকারী সম্পাদক বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রার্থনা করিয়া সমাজের বার্ষিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু কালীশঙ্কর দাস মহোদয়গণ দয়া করিয়া যে যে পুস্তক সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিয়াছেন তন্নিমিত্ত উপরোক্ত মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের উপকার স্বীকার মানসে তাঁহাদিগের প্রদত্ত পুস্তক সকলের নাম উল্লেখ করিলেন। পরে কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সরকার ও বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহোদয়গণ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। আর একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা এই;—ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ক্রয় করিতে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং তন্নিমিত্ত তৎকালে যে যে বন্ধুগণ যে দান স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশ হইল।

বাবু	চণ্ডীচরণ সেন	২
,,	ক্ষেত্রমোহন দত্ত	॥০
,,	আনন্দচন্দ্র রায়	১
,,	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,,	জগন্নাথ সরকার নগদ	১
,,	ঐ ঐ মাসিক	।০

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় সায়ংকালীন উপাসনা করেন।

এই দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় এবং রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহ মহাশয়ের বাসায় প্রীতি ভোজন হয়।

পর দিবস সোমবার ১০ই ভাদ্র বর্ত্তমান উপাচার্য্য কৈলাসচন্দ্র সেন প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সরকার মহাশয় উপাসনা করেন এবং উপদেশ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়াছেন যে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া ব্রাহ্মগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিষয় কার্য্যে অনবকাশ বশতঃ এই দিবস ৯টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্য হয় না।

১২ই ভাদ্র বুধবার বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে আগমন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৭॥ টা হইতে প্রায় ১০ টা পর্য্যন্ত তিনি "বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা" এই সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও ধর্ম্মভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

বিনয়াবনত
কৈলাসচন্দ্র সেন
সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য।

প্রেরিত।

বাল্যবিবাহ ও ছাত্রগণ।

মহাশয়।

কিছুদিন হইল আপনার তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকায় কলিকাতা ছাত্র সভায় বাল্যবিবাহ নিবারণ অনুষ্ঠানের বিষয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—

১। ছাত্র সভা কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের

নিমিত্ত নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ইহার সভ্য হইতে পারেন। সুতরাং যে কার্য্য দ্বারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছাত্রসভা কখন প্রস্তুত হইতে পারেন না।

২। ছাত্রসভার সভ্য অধিকাংশ হিন্দু, প্রায় সকলেরই কর্তৃপক্ষ হিন্দু, মানবধর্ম্মসংহিতার যে শ্লোকের ছায়ায় সম্বদ্ধ হইয়া মহাপাপ বাল্যবিবাহ নিত্য বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, আজিও এই সকল হিন্দুরা সেই মহান্ অনর্থের মূল সেই শ্লোককে ঈশ্বর বাক্যবৎ সম্মান করিয়া, একাদশাধিকবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ অবৈধ বিবাহ বিবেচনা করেন। সুতরাং ইঁহারা ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন না।

৩।১৮৭২ সালের তিন আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যখন কেশব বাবু এতদ্দেশীয়া বালিকাদিগের বিবাহের প্রকৃত সময় অবধারণ করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন বিজ্ঞ ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর বালিকাদিগের বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই মতানুসারে উক্ত আইনে সাড়ে চৌদ্দ বৎসর বিবাহের ন্যূনকল্প কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যদি আবার, ছাত্র সভা ষোড়শ বৎসর নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে ঐ সভার উন্নত ও স্বাধীন মনা সভ্যদিগের মধ্যেও যে অনেকে তাহার অনুমোদন করিবেন তাহা বোধ হয় না।

৪। বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ছাত্র সভার যে একটি সাধারণ অধিবেশন হয় ঐ অধিবেশনে সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, কন্যার বয়ঃক্রম বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে অনেক তর্কের পর আপাততঃ প্রস্তাব স্থগিত রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।

৫। ছাত্র সভার অন্যূন বার জন সভ্য যদি তত্ত্বকৌমুদীর প্রস্তাবিত প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলেই সভার কার্য্যকারী সভা তাঁহাদিগের নিমিত্ত ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র লিখাইয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র সকলের জন্য হইতে পারে না।

৬। ইতিপূর্ব্বে একবার আমি আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কি না অবধারণ করিবার মানসে সভ্যদিগের অনেকের মত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সভ্যই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে চাহেন না, সুতরাং আমার বোধ হয় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র ছাত্র সভা হইতে না হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইলে ভাল হয়।

৭। যুবকের সহিত বালিকার বিবাহের অপেক্ষাকৃত অনিষ্টের বিষয়ে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। অনেক দিবস হইতে এই সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইলেও সভ্যদিগের ধর্ম্মভাবের বিরোধী না হইয়া অনিষ্ট নিবারণের উপায় স্থির করিতে পারি নাই বলিয়া প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই।

৮। বাল্য বিবাহ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মত আমাদিগের নিকট বিশেষ আদরণীয়। তাঁহারা এই ভয়ানক কুপ্রথা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের চিরবন্ধু প্রিয়তম কেশব বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া আপনাদিগকে সকল অসত্যের এবং সকল প্রকার কুপ্রথার, বিশেষতঃ বাল্য বিবাহের প্রকৃত শত্রু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী সাধারণ সমাজের সংবাদ পত্র, সুতরাং যদি তত্ত্বকৌমুদী ছাত্রসভাকে এই বিষয়ে পরামর্শদ্বারা সময়ে সময়ে সাহায্য করেন তাহা হইলে ছাত্রসভার সভ্যেরা আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রস্তাবের বিষয়ে এই কয়টি কথা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। এক্ষণে ছাত্রসভার সভ্যদিগের প্রতি কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা যে মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহার আংশিক সম্পাদনে তাঁহাদের বিশেষ গৌরব নাই। যদি দেশ হইতে মহাপাপ বাল্য বিবাহকে দূরীকৃত করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যতক্ষণ উহা সমূলে ভারতভূমি হইতে উৎপাটিত না হয় ততক্ষণ তাঁহারা যেন স্থির না থাকেন। এই পুরাতন কুসংস্কার দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, হয়ত সময়ে সময়ে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কিন্তু যদি সামান্য স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়া অবশেষে এই ভয়ানক অনিষ্টের উপর জয় লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের তাহা করা উচিত। দেশীয় প্রথার অনুরোধে, শাস্ত্রকারদিগের অনুরোধে, ভারত অনেক সহ্য করিয়াছে, অনেক সহ্য করিতেছে। বাল্যবিবাহ জাতিভেদ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি শত শত ভয়ানক জঘন্য প্রথা দেশ ছারখার করিতেছে। যে শাস্ত্রসমুদয় এক সময় ভারতভূমিকে জগতের উজ্জ্বল রত্ন ও সকলের আদর্শস্থান করিয়াছিল, কালভেদে ঐ সকল শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনের দোষে দেশ মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সহস্র সহস্র পাপে ভারত নিমগ্ন। অসত্যের উপর জয় লাভেই জ্ঞানের প্রধান গৌরব। জ্ঞানের প্রকৃত নাম সত্য। বিদ্যা সেই জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় বলিয়াই জগতে বিদ্যার এত আদর। সুতরাং যে বিদ্যার দ্বারা সত্যের প্রচার ও অসত্যের পরাভব না হইল, সে বিদ্যা অতি অকিঞ্চিৎকর। ইংরাজী শিক্ষা ভারতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, হিন্দু শাস্ত্রই এ দেশের এক মাত্র বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা বহু দিন পর্য্যন্ত দেশের রাজভাষা থাকিলেও (ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুস্তকের দ্বারা) ভারতবাসীদিগের জীবনের যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা, ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবাসীর মনের ভাব সকল এখন অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, এত দিনে ভারতের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত

হইয়াছে, এতদিনে ভারত জানিয়াছে যে, যে সকল প্রথা সনাতন আর্য্যপ্রথা ভাবিয়া চিরদিন সে যত্নে সমাজে পোষণ করিয়াছিল, সেই সকল প্রথাই তাহার অবনতির মূল। যে সকল শাস্ত্র তাহার পুরাতন সম্পত্তি জ্ঞানে সে এত আদরে রক্ষণ করিত, সেই সকল শাস্ত্র ভয়ানক ভ্রমে পরিপূর্ণ; যে ভাবকে সে প্রকৃত শান্তি বিবেচনায় এত দিন আগ্রহের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিল, সে ভাব বাস্তবিক শান্তি নহে, কেবল অবসাদ মাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে নিদ্রিত ভারত আজি জাগ্রতপ্রায়; সমস্ত জগৎ ব্যস্তভাবে কৌতূহলের সহিত তাহার জ্ঞান সঞ্চার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধপান করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে জ্ঞান সঞ্চারের চিহ্ন সকল প্রকাশ করেন, তখন যেমন তাঁহার হতাশ্বাস আত্মীয়গণ তাহার মুখের দিকে বাষ্পপূর্ণ লোচনে চাহিয়া থাকেন, অর্দ্ধ জাগ্রত ভারতের মুখ পানে সেইরূপ আগ্রহ, সেইরূপ আশাপূর্ণ লোচনে সভ্য জগৎ চাহিয়া আছে। কিন্তু যদি জ্ঞানৌষধ পান করিয়াও ভারত জাগ্রত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, যদি পূর্ব্বের ন্যায় বিষময় প্রথা, ভ্রমমূলক শাস্ত্র সকল আদরে পোষণ করে, তাহা হইলে ভারতের সুখসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তগত হইয়াছে বলিতে হইবে।

মনুর মত অগ্রাহ্য করিলে ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা হইল, এ কথা কেন স্বীকার করিব? মনুর সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। কে মনু? মনু ভারতের প্রধান ব্যবস্থাপক। তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হয় নাই ইহা বলিতে পারি না, বলিলে কৃতঘ্নতা হইবে। কিন্তু অপকারও বিস্তর হইয়াছে। দোষ মনুর নহে, দোষ মনুর পরবর্ত্তী স্থিতিশীল শাসনকর্তাদিগের। মনুর দূরদর্শীতা, প্রজ্ঞা, ও অন্য অন্য সদ্গুণের নিমিত্ত তাঁহাকে মান্য করি, কিন্তু শত অপকার চক্ষে দেখিয়াও তাঁহার মত লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্ম হইবে এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তাই বলি, আর কেন, মনুর দিন গিয়াছে, শাস্ত্রের দিন গিয়াছে, এখন যাহা কুরীতি বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে মনুর অনুরোধ শুনিয়া কাজ নাই, শুনিলে সকল প্রকার মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইবে।

ছাত্রসভার জনৈক সভ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সম্পাদক মহাশয়!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে হরিনামের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপাসনায় হরি, সংগীতে হরি, কীর্ত্তনে হরি, উপদেশে হরি। গত রবিবার ভাদ্রোৎসবের দিন ব্রহ্মনামের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র হরিনামই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাতঃকালে কেশব বাবু বেদীতে ছিলেন। তিনি হরির প্রতি অতি সম্মানসূচক ও চমৎকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। উপদেশের সময় বলিয়াছিলেন "ওরে হরি রে, একবার আয় রে, দেখে যারে, সন্ধ্যা ত হল রে, আমার কি গতি হবে রে" ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যাহ্ন কালে বঙ্গ বাবু উপাসনাকালে ব্রহ্মকে "লীলাময় হরি" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। এবার অনেকগুলি নূতন সংগীত রচিত হইয়াছে। একটী সংগীতে আছে:—

"আহা মরি মরি! কি শোভার সেই হৃদয় বৃন্দাবন,
ও তার স্বরূপ নাই জগতের মাঝে, অপরূপ অখিল পাবন।"

২টার পর বেদীর সম্মুখস্থ রেলের ভিতরে বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, গৌর গোবিন্দ রায়, অঘোর নাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রবেশ করিলেন। ভিতরে দুইখানা বনাতে মোড়া বেঞ্চ রাখা হইয়াছিল, সকলে তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র গেরুয়া বসন হাতে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া একে একে সকলকে গেরুয়া চাদর পারাইলেন এবং সকলকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন তৎক্ষণ বেদীতে উপবিষ্ট ছিলেন। বসন পরিধান কার্য্য সমাপ্ত হইলে কেশব বাবু দণ্ডায়মান হইয়া একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন ও একটী উপদেশ দিলেন। গেরুয়া পরিহিত প্রচারকদিগকে আচার্য্য ও অধ্যাপক বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, যিনি আচার্য্যের আচার্য্য তিনি তাঁহাদিগকে এই পবিত্র কার্য্যের ভার দিয়াছেন, কোন মনুষ্যের আহ্বানে তাঁহারা এই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। এই কার্য্যের জন্য দশজন চিহ্নিত আছেন, তন্মধ্যে এই চারিজন বিশেষরূপে চিহ্নিত হইলেন। ঢাকা হইতে আগত বঙ্গ বাবু ত্রৈলোক্য বাবু প্রভৃতির এবার কিছু হইল না।

জনৈক দর্শক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. Sep 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১৬ই, আশ্বিন বুধবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲

দুইটী পদার্থ আছে, একটী মনোহর, অপরটী ভীষণ ;—প্রাকৃতিক শোভা ও বিপদ। দুয়েরই এক ধর্ম্ম—অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতির মাধুরী দেখিয়া হৃদয় প্রশ্ন করে, এ রচনা কাহার? চন্দ্র কিরণজালে নীল আকাশ ভাসাইয়া দিতেছে, দেখিয়া হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, কাহার অঙ্গুলি একটী একটী পরমাণু দিয়া এই জ্যোতিঃ প্রস্রবন সৃজন করিল? সকলের হৃদয় জিজ্ঞাসা করে না, সকলের চক্ষুঃ নাই। দুঃখভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বিপুল সংসারে মনুষ্য একাকী, চারিদিক্ অন্ধকার, কোন দিকে পথ নাই; হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিল "পরমেশ্বর!" একটী অতি কোমল ভাবে হৃদয়কে সম্বোধন করিল, অপরটী দারুণ আঘাতে হৃদয়ের ছিদ্রে ছিদ্রে বেদনা ভরিয়া দিল, উভয়েই পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিল। মধুরসম্বোধন সকলের কর্ণে পৌঁছে না। ঘোর অন্ধকার সকলেরই হৃদয়ে আলোকের পিপাসা আনিয়া দেয়।

একটী আবরণ আছে, ঈশ্বরকে ভুলিলে গাঢ়তর হয়, ঈশ্বরকে ভালবাসিলে স্বচ্ছ হইয়া যায়। একটী একটী প্রলোভন হৃদয়কে বশ করিতেছে, একটু একটু করিয়া এই আবরণ ঘনীভূত হইতেছে। এক এক বিন্দু ঈশ্বরের প্রেম হৃদয়কে সিক্ত করিতেছে, এই আবরণ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, ক্রমে অধিক স্বচ্ছ হইতেছে। এই আবরণ মৃত্যু। সংসারের সুখে যে ডুবিয়া রহিয়াছে, শ্মশানের নামে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে; তাহার সুখ ত ফুরাইল! যে পরমেশ্বরের প্রেমে মত্ত সে শ্মশানের মধ্য দিয়া জীবনান্তর দেখিতে পায়। মৃত্যু মনুষ্যের চক্ষুঃ হইতে পরলোক লুকাইয়া রাখিতেছে। মৃত্যুর ছলনার পরম ঔষধ ঈশ্বরপ্রেম। এ ঔষধ যে সেবন করিয়াছে সেই জানে মৃত্যু কি, পরকাল কি, মনুষ্যের আত্মা কি। যে সত্য জানে এ অসত্যের সংসারে সে উন্মত্ত বলিয়া পরিচিত। জ্ঞানের অর্থ উন্মত্ততা!

ব্যক্তিগত ধর্ম্ম।

সচরাচর দেখা যায় মনুষ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দোষে সমাশ্রিত হইয়া থাকে। হয় মনুষ্য সংসারকে পাপাগার বলিয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে; নতুবা সংসারই সর্ব্বস্ব, জীবের হিতসাধন একমাত্র ধর্ম্ম এবং পরমার্থ বিষয় আলোচনা কেবল কল্পনা বৃত্তির চরিতার্থ সাধন বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই উভয় প্রকার মতই সংকীর্ণ ও অনিষ্টকর। সংসারত্যাগীর ধর্ম্ম কেবল স্বার্থপরতা এবং সংসারসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম কেবল পরোপকার এবং ইহলোকের ক্ষুদ্র সুখেতেই আবদ্ধ। সংসারত্যাগী ব্যক্তি যেমন কেবল পারলৌকিক কল্যাণের জন্য ইহলৌকিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, অপর ব্যক্তি সেইরূপ ইহলৌকিক কল্যাণের জন্য পারলৌকিক কর্ত্তব্য একবারে বিস্মৃত হয়। ইহার কোনটীই প্রকৃতধর্ম্ম নহে, কেবল ধর্ম্মের এক দেশ দর্শন ও একাঙ্গ সাধন মাত্র। যে সংসার সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে পাপের আগার বলা, আর সেই স্রষ্টাকে অদূরদর্শী অথবা পাপের স্রষ্টা বলা একই কথা। যাহারা সংসারে থাকিয়া দুষ্প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারে না, তাহারা কি অরণ্যে গেলেই তাহাতে সমর্থ হয়? মনেতেই ধর্ম্ম, মনেতেই পাপ; সেই মনকে যে বশীভূত করিতে পারে, সে যেথানেই থাকুক তাহার পক্ষে সেই স্থানই স্বর্গতুল্য। সংসার ত্যাগ করিয়াই বা কোথায় যাইবে? যদি অরণ্যে যাও সেই অরণ্যই যে আবার একটী সংসার হইয়া উঠিবে। যদি সংসার ত্যাগই ব্যবস্থা হইল, তবে সকলেরই পক্ষে তাহা ব্যবস্থা এবং তাহা হইলে সকলকেই অরণ্যে যাইতে হইবে। তবে এই সংসারের অট্টালিকা, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়স্বজন সকলই গেল, আমরা একে একে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, সকলই অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে আমরা সকলে বিচরণ করিতে লাগিলাম; অরণ্যই আবার সংসার হইল! ইহা অসম্ভব ব্যাপার। মনুষ্যের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মনুষ্য অরণ্যকে পরিষ্কার করিয়া নগর করিয়াছে, নগরকে ধ্বংস করিয়া অরণ্য করিবে না। মনুষ্যপ্রকৃতি সমাজপ্রিয়। এত কাল পর্য্যন্ত কত লোকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিল এবং দৃষ্টান্ত দেখাইল, কিন্তু তাহাদের সে উপদেশের কি ফল হইয়াছে? সংসারের ঐশ্বর্য্যবিষয়ে লোকে বিরাগী না হইয়া বরং তাহাতে আরও অনুরাগী হইতেছে; সংসারের শ্রী হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে; বিজ্ঞান সাহিত্য ক্রমেই উন্নত হইতেছে; সুখ ও কার্য্যসৌকর্য্যের নব নব উপায় সকল উদ্ভাবিত হইতেছে। তীব্র বিরাগী দেখিয়া স্বীয় শ্মশ্রু ছিন্ন করিতেছেন, দন্ত সংঘর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইবে, না ভগবানের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে?

বৈরাগী! তুমি যদি ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা দেখিতে পাইতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে আর সংসারকে অরণ্য করিবার ইচ্ছা তোমার মনে উদয় হইত না। ভগবানের শুভ ইচ্ছা তুমি বুঝিলে না, আপনার প্রবৃত্তিকেই তাঁহার ইচ্ছা মনে করিলে, তাঁহার পবিত্রসংসারকে পাপাগার মনে করিলে, সুতরাং তোমার দুঃখ কখন অবসান হইবে না এবং তোমার ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হইবে না।

কিন্তু প্রকৃত বৈরাগী স্থানেতে, অবস্থাতে ও কালেতে বৈরাগ্যের পরিমাণ করেন না। ধর্ম্মযাজকেরা অপ্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া জগতের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। আমরা সকলেরই মুখে শুনিতে পাই সংসার পাপ, মিথ্যা এবং তাহা ত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপদেশে লোককে যত পটু, কার্য্যকালে কেহ তিলার্দ্ধ অগ্রসর নহে। আচার্য্য উপদেশ দিবার সময় বৈরাগ্য ও অনিত্যতার বিষয় ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাঁহাকে কার্য্যকালে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী দেখিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও এই কপট বৈরাগ্যের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের সংগীত পুস্তক বৈরাগ্যের ও অনিত্যতার সংগীতে পরিপূর্ণ, তাহা লোকের মনে অপ্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব উদয় করিয়া দেয়, কিন্তু মানব প্রকৃতির বিপরীত বলিয়া কেহ তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে না। এই প্রকার শিক্ষার একটী মহৎ অনিষ্টকর ফল আছে। মনুষ্য যাহা অন্যায় ও পাপজনক জ্ঞান করে, তাহা অনুষ্ঠান করিলে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়। সর্ব্বদা যে সংসারকে পাপ বলিতেছি যদি তাহার সেবা করি, তাহাহইলে ধর্ম্ম জীবন স্ফূর্ত্তি পায় না। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যে সকল ব্রাহ্ম সংসারের অনিত্যতা অধিক ঘোষণা করেন, তাঁহারাই সংসারের বন্ধনে অধিকতর আবদ্ধ। সংসার মায়া বলিয়া তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু সত্যের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে তাঁহারা একপদ অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। সংসারকে তাঁহারা অনিত্য বলেন, কিন্তু সংসারের জন্য তাঁহারা সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হন না।

যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের বিশ্বাস ও কার্য্যে এক প্রকার সামঞ্জস্য থাকে, তাঁহারা যেমন সংসারকে পরিত্যজ্য জ্ঞান করেন, তদ্রূপ কার্য্যেতেও সংসারকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যদিও ভ্রমাত্মক, কিন্তু বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে। তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার উদাসীনের সংখ্যা জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। জগতের ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই এক জন উদাসীনের কথা শুনা যায়। তাঁহারা হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিজের পরিত্রাণের জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য সকল পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এরূপ একাঙ্গধর্ম্মসাধন যদিও সাধারণ জনসমাজের ধর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু সময়ে সময়ে এ প্রকার লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহারা জগতের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগত দোষকে আমরা ঐহিকতা শব্দে বাচ্য করিলাম। ঐহিকতাবাদীরা বলেন যে ইহজীবনই আমাদের সর্ব্বস্ব। এই জীবনের কথাই আমরা জানি, এবং ইহার উন্নতি সাধনই ধর্ম্ম। তাঁহারা পারলৌকিক বিষয়ের চিন্তাকে কল্পনা মনে করেন। তদ্বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই; সকলেরই এ সম্বন্ধে বিচিকিৎসা দেখা যায়, কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারেন না। এই প্রকার ভ্রমাত্মক পূর্ব্বপক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। মানবের শরীর যদি একমাত্র বিষয় হইত, তাহা হইলে আমরা এক দিন বলিতে পারিতাম, যে ঐহিক উন্নতি আমাদের পরাকাষ্ঠা। যদি তাহা হইত তবে মনুষ্যের শারীরিক সুখোন্নতি ব্যতীত আর কোন কার্য্য ও চিন্তার আবশ্যক হইত না। লোক বিজ্ঞানের আলোচনাতে শরীর ক্ষয় করিতেছে, নিশীথ চিন্তাতে কত তত্ত্বদর্শী শারীরিক সুখ ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়? মনুষ্য জড়ত্বকে অতিক্রম করিতে চায়; এবং যতই তাহাতে কৃতকার্য্য হয় ততই তাহার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই মনে করে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইতেছে। বস্তুতঃ জড়ত্বকে অতিক্রম করাই মনুষ্যত্ব এবং বিজ্ঞান ও পরমার্থ আলোচনা-দ্বারা সেই জড়ত্বকে অতিক্রম করা যায়। জড় মরণধর্ম্মাধীন, কিন্তু অধ্যাত্মজগতে অমৃতত্ব বাস করে। আমরা যে পরিমাণে জড়কে অতিক্রম করি, সেই পরিমাণে অমর হই। পূর্ব্বকালে দেবতাদিগকে অমরোপাধি প্রদান করিয়াছিল কেন? তাঁহারা জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া। শরীর যেমন জড়, শরীরের পুষ্টিসাধক উপকরণ সকলও সেইরূপ জড়, কিন্তু আত্মা অমর এবং তাহার পুষ্টিসাধক উপকরণ সকলও অমর। শরীরের উপকরণের শক্তির সীমা আছে, কিন্তু আত্মার উপকরণের শক্তির সীমা নাই। প্রেম যতই বৃদ্ধি করিবে ততই বৃদ্ধি হইবে; ন্যায়ভাব, পবিত্রতা, উদারতা, দয়া বৃদ্ধি করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। তবে সংসারের পরিমিত স্থান ও কালেতে আত্মাকে কি প্রকারে বদ্ধ করিবে? আত্মার সুখ পরিমিতস্থান ও কালেতে হইতে পারে না।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

অতএব আমরা দেখিলাম যেমন সংসার পরিত্যাগ করিয়া আত্মা সুখী হইতে পারে না, সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ থাকিয়াও আত্মার অনন্ত সুখস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। উদাসীনও যেমন একাঙ্গধর্ম্ম সাধন করেন, সংসারসীমাবদ্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ একাঙ্গ ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন। যখন এই উভয় সাধন সম্মিলিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইয়া থাকে। আত্মার যেমন কতকগুলি অভাব ও স্পৃহা সংসার ব্যতীত চরিতার্থ হয় না, সেইরূপ অপর কতিপয় ভাব ও শক্তি পরমার্থ বিষয় ভিন্ন অপর কিছুতে স্ফূরিত ও উন্নত হইতে পারে না। ঈশ্বরের ন্যায় কৌশলজ্ঞ আর কে আছে? তোমার আমার বুদ্ধি কি সেই পরম মঙ্গল কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? উত্তেজনাবশতঃ নিজ

রুচি ও প্রবৃত্তির বশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় কৌশলকে অবজ্ঞাজনিত অপরাধে কলঙ্কিত হইতে হয়। আমাদের প্রার্থনা এই হইবে যে "তব ইচ্ছাপূর্ণ হক এ জীবনে।"

ক্রন্দন।

ব্রাহ্মসমাজে ক্রন্দনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কপট-ক্রন্দনের কথা বলিতেছি না। যে ক্রন্দনে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না, পাপমলা প্রক্ষালিত হয় না, আত্মা পবিত্র হয় না, সে ক্রন্দনের কথা বলিতেছি না। হৃদয়ের গভীর অনুতাপ হইতে যে ক্রন্দন উত্থিত হয়, ঈশ্বরের অপারকরুণা হৃদয়ে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে পারিলে যে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, সেই ক্রন্দনের কথা বলিতেছি। একবিন্দু চক্ষের জল যে কি অমূল্য পদার্থ তাহা যাহার চক্ষে কখন জল পড়ে নাই সে কখন বুঝিতে পারে না। অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে ক্রন্দনের স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে। অনেক দিন হইল প্রেমনদী পরিশুষ্ক হইয়াছে। এত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া, লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিয়া এখন পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে লজ্জা করে। প্রেমের দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের জন্য প্রার্থনা করিতে ভয় করে। সত্য বটে, ধর্ম্ম-সমাজে প্রেমের অনেক অপব্যবহার হইয়াছে, সত্য বটে, মনুষ্য অনেক সময় প্রেমসাধন করিতে গিয়া সত্য ও পবিত্রতাতে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, প্রেম ও ভক্তির ভাবমাত্র লইয়াই উন্মত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি প্রেমভক্তি পরিহার করিতে হইবে? মনুষ্যের অসাবধানতা অথবা দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ অগ্নিদ্বারা লোকের কত সময় কত সর্ব্বনাশ হইয়াগিয়াছে, তাই বলিয়া কি বলিব যে অগ্নিতে মনুষ্যের অপকার হয়, অতএব অগ্নির প্রয়োজন নাই? মনুষ্য কত সময় অনবধানতাপ্রযুক্ত জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত নিষ্ঠুর দুরাচার জলনিমজ্জনদ্বারা কত নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছে বলিয়া কি জলকে অপকারী বলিয়া পরিহার করিতে হইবে? প্রকৃত প্রেম, ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রকৃত অনুরাগ না থাকে, তবে আর ধর্ম্ম কোথায়? প্রেম ভিন্ন ধর্ম্ম কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। নীরস ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্য অধিকদিন থাকিতে পারে না। যে ধর্ম্মে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, তাহা কখন মনুষ্যজীবনের সম্বল হইতে পারে না। যে উপাসনায় প্রাণ পরিতৃপ্ত না হয়, আত্মা শান্তি লাভ না করে তাহা লইয়া মনুষ্য কতদিন জীবিত থাকিতে পারে? একদিকে যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিতপ্রেম মনুষ্যকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না, অপরদিকে সেইরূপ প্রেমবিহীন কর্ত্তব্যজ্ঞান কখন আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। পবিত্রতা বিহীন অলসপ্রেম যেরূপ বিষবৎ পরিত্যজ্য, প্রেমবিহীন কার্য্যও সেইরূপ। প্রকৃত-কার্য্য ও প্রেম এই উভয়ের কখনই অসামঞ্জস্য হইতে পারে না। যেখানে দেখা যায় যে প্রেমের সহিত পবিত্রতা নাই বা কার্য্যের সহিত প্রেম নাই, নিঃসন্দেহই সে প্রেম প্রকৃতপ্রেম নহে এবং সে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞান নহে। যাহাকে প্রকৃতভাবে ভালবাসা যায়, তাহার অভিমত কার্য্য করিতে মন স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালবাসেন, তিনি কি কখন তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন? আমরা যে অনেক সময় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পাপপঙ্কবীতে পদার্পণ করি, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে মত্তহই, কার্য্যের স্রোতের মধ্যে পড়িয়া নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়ি, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে আমরা ঈশ্বরকে প্রকৃত ভাবে ভালবাসি না। প্রেম না থাকিলে সুমহৎ কার্য্যেরও কোন মূল্য নাই, আর প্রেমের সহিত অতি সামান্য কার্য্য করিলেও তাহা মনুষ্যের পরিত্রাণের পথে সহায় হয়। একব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে যদি সমাজ বা দেশের হিতকর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, অথবা অন্য কোনরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া স্বীয় যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করেন; আর কোন এক ব্যক্তি যদি প্রকৃত প্রেমের ভাবে পরিচালিত হইয়া অজ্ঞাতভাবে একজনমাত্র দুঃখীর অশ্রুজলমোচন করেন, অথবা কোন একটী সামান্যলোককে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্য নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইবে। ঈশ্বরকে লাভ করা, ইহ পরকালে তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং প্রেম বিনা সেই উদ্দেশ্য কখনই সংসাধিত হইতে পারে না।

আমাদের প্রকৃত প্রেম নাই। আমরা ঈশ্বরকে কি প্রকৃত ভাবে ভাল বাসি? কখনই না। তাহা হইলে আমাদের হৃদয় কখন তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারে ভুলিয়া থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে কখনই আমরা পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইতে পারিতাম না। আমাদের এই যে প্রেমের অভাব ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল এই যে, আমরা অত্যন্ত চিন্তাবিহীন; আমরা ঈশ্বরের স্বরূপগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি না। আমরা হৃদয়ে তাঁহার সত্তা স্পষ্ট অনুভব করিতে চেষ্টা করি না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রকৃত ভাবে দেখিতে পান, হৃদয়ে তাঁহার উজ্জ্বলসত্তা প্রকৃত ভাবে ধারণ করিতে পারেন, তিনি কখনই প্রেমে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের প্রেম উত্তেজিত করিবার কতকগুলি কারণ আছে। যাঁহারসহিত যত ঘনিষ্টসম্বন্ধ তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেমও সেই পরিমাণে প্রগাঢ়; যাঁহার সহবাসে আমাদিগকে সর্ব্বদা থাকিতে হয়, স্বভাবতঃই হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়; যিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন, আমরা তাঁহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না; যাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও পবিত্র তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; যাহা কিছু সুন্দর, মনুষ্য সহজেই তাহার পক্ষপাতী হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর; তিনি আমাদের স্রষ্টা, ইহজীবনের

রক্ষাকর্ত্তা ও অনন্তকালের আশ্রয়; তিনি সর্ব্বদা আমাদের নিকটতম হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমাদের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহারন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র আর কে আছে? তিনি নিরাকার হইয়াও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারভূত। তবে কেন হৃদয় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় না? যাঁহাহইতে আমরা এই দেহ মন, আত্মীয় স্বজন, সুখ সম্পদ সমস্ত প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহার প্রেম স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় না কেন? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যে কত নিকট, তিনি যে আমাদিগকে কত দূর ভাল বাসেন, তাঁহার স্বভাব যে কতদূর পবিত্র ও সুন্দর তাহা আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। গভীর চিন্তা ও সাধন-দ্বারা এইগুলি বিশেষরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে আমাদের অপ্রেম, অভক্তি দূর হইবে না, এবং অপ্রেম, অভক্তি দূর না হইলে আমরা কখনই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মবিবাহ।
(২)

ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করার বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক পুনর্ব্বার লেখনীধারণ করিয়াছেন। আমাদের যুক্তিগুলি যে নিতান্ত অসার ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মতবিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা প্রসিদ্ধকথা। তথাচ আমরা তাঁহাদিগের ব্যবস্থা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রভৃতি এখানকার মহামহোপাধ্যায়গণ; এবং কাশীর শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী, বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি চল্লিশ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন যে, কাশীর অষ্টবিংশতি জন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া মত দিয়াছিলেন; আমরা ত কোন ক্রমেই এ কথায় আস্থাপ্রদর্শন করিতে পারিতেছি না। ইহাতো অধিক দিনের কথা নয়, সে দিনকার কথা। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কাশী গিয়া প্রথমে কয়েক জন পণ্ডিতের নিকট ব্রাহ্মবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু পরে ইহা লইয়া সেখানে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধনামা হরিশ্চন্দ্রের ভবনে কাশীস্থ পণ্ডিতগণের প্রকাশ্য সভা হইয়া অনেক বিচারের পর ইহাই স্থির হয় যে, ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র একথা নিজে পত্র লিখিয়া কলিকাতার মিরার পত্রে, এবং বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের সেই সভার বিবরণ হিন্দি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া নানাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া উহার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। কাশীরাজ এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, যে সকল পণ্ডিত পূর্ব্বে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া এরূপ মত দিয়াছিলেন, কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক আমাদের বিষয়ে বলেন যে, আদিসমাজের বিবাহ যে সিদ্ধ তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবেন, যে আমাদের এই মত, যে আদিসমাজের বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ। উক্ত বিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমরা কোন মতই প্রকাশ করি নাই; বরং আমরা লিখিয়াছিলাম, "আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আদিসমাজের বিবাহ ও অন্যপ্রকার কয়েকটী ব্রাহ্মবিবাহ যাহা রেজিষ্টরি করা হয় নাই, তাহা বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া রাজদ্বারে গণ্য হইবে।"

সকল বিষয়েই সকলে মত দিতে পারে না। মত দিলেও তাহা সাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয় না। ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ ও সিদ্ধ কি না এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত ও বড় বড় ব্যবহারাজীবেরাই মতপ্রকাশ করিতেপারেন। অপর লোকের এ বিষয়ে জোর করিয়া একটা মত দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। যখন দেখা যাইতেছে যে, এ দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ তখন আমরা কোন্ সাহসে বলিতে পারি যে উহা বৈধ। এমন কতকগুলি পণ্ডিত থাকিতে পারেন যাঁহারা উক্ত বিবাহকে সিদ্ধ বলেন, তাহা হইলেও, সেরূপ স্থলে অপর লোকের নিঃসন্দেহ চিত্তে কোন মত না দেওয়াই ভাল। ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে এ বিষয়ে বাস্তবিক মতভেদ দেখা যায়। ষ্টিফেন সাহেব উক্ত বিবাহের বৈধতার পক্ষে। কিন্তু আবার পূর্ব্বতন আড্‌ভোকেট জেনারেল কাউই সাহেব স্পষ্ট করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ ও অসিদ্ধ। এমন বড় বড় লোকের মধ্যে যখন মতভেদ তখন অন্য লোকের জোর করিয়া একটা কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যে ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা রেজিষ্টরি করিলেও, ব্রহ্মোপাসনাই তাহার সার অংশ, কেন না রেজিষ্টরি না হইলেও, কেবল ব্রহ্মোপাসনা হইলেই ব্রাহ্মবিবাহ হয়। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হইয়া, কেবল রেজিষ্টরি হইলেই কোন বিবাহকে কেহ ব্রাহ্মবিবাহ বলিবে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাই উহার মুখ্য অংশ। নাস্তিকেরাও তো ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া কেবল বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইতে পারে? কিন্তু কে তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবে? আমাদের সহযোগী এ কথায় উত্তরে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মোপাসনার পরে কিম্বা পূর্ব্বে রেজিষ্টরি

করিয়া যদি বিবাহকে বৈধ ও সিদ্ধ করিয়া লইতে হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনা কি প্রকারে ঐ বিবাহের মুখ্য কার্য্য হইল আমরা তাহা বোধগম্য করিতে পারি না।" বিবাহ রেজিষ্টরি করা কেন? উহার আইনঅনুসারেসিদ্ধতা (legality) নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত করিবার জন্য। ইহা যখন হইল, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, যে আইন অনুসারে সিদ্ধতাসম্বন্ধে রেজিষ্টরি মুখ্য। কিন্তু বিবাহের ব্রাহ্মত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য। ধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিলে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য, এবং রাজনিয়মের দিক্ হইতে দেখিলে রেজিষ্টরি মুখ্য। অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনায় ব্রাহ্মবিবাহ হয় এবং রেজিষ্টরিতে আইনঅনুসারে সিদ্ধতার নিশ্চয়তা হয়। এ উভয় স্বতন্ত্র। রেজিষ্টরির এমন কোন রাসায়নিক শক্তি নাই যে, ব্রহ্মোপাসনার গুণ নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "সহযোগী আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত বিবাহ অবশ্য দেখিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও যখন বলিতেছেন যে, ব্রহ্মোপাসনা আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ নহে, তখন ইহাতে কেবল তাঁহার অসমসাহসিকতা ও অকুতোভয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।" আদিসমাজের বিবাহ আমরা দেখিয়াছি, এবং উহাতে যে ব্রহ্মোপাসনা আছে তাহাও জানি। তবে যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনা আদিসমাজের বিবাহের মুখ্য অঙ্গ নয়, তাহা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়েরই কথানুসারে। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ হইলেই হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ হয়। যখন আদিসমাজের বিবাহে ঐ সকলগুলি আছে; তখন উহা অবশ্য সিদ্ধ। আমরা এই কথায় বলিয়াছিলাম যে, তবে আদিসমাজের বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা বিবাহের সিদ্ধতাপক্ষে আবশ্যক হইল না; সুতরাং উহা একটী প্রধান অঙ্গও হইল না। যখন আদিসমাজের বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করা হইতেছে, তখন হিন্দুবিবাহের সিদ্ধতা জন্য যাহা অত্যাবশ্যক, আদিসমাজের বিবাহের সিদ্ধতাপক্ষেও তাহাই অত্যাবশ্যক হইবে। কিন্তু কে বলিবে যে হিন্দু বিবাহের সিদ্ধতাজন্য ব্রহ্মোপাসনা আবশ্যক? সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আদিসমাজের বিবাহেও ব্রহ্মোপাসনা অপরিত্যাজ্য ও অত্যাবশ্যক অংশ নহে। সহযোগী এ কথার কি উত্তর দিয়াছেন? আদিসমাজের বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা আছে বলিলে উত্তর হয় না। উহা যে বিবাহের সিদ্ধতা পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাই দেখাইতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন বিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হয়, তাহা হইলে কি সে বিবাহ অসিদ্ধ ও অবৈধ হইবে? কখনই হইবে না। তবে কেমন করিয়া বলিব ব্রহ্মোপাসনা প্রধান অঙ্গ?

সহযোগী বলেন, "যদি কর্ম্মীরা অগ্নিচয়ন করিয়া বিবাহ দিয়া তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, অথবা পৌত্তলিকেরা ঘটস্থাপন করিয়া বিবাহদিয়া পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, তবে কি সে সকল বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়? সেইরূপ রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে কিংবা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিলে তাহাকে কি প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।" ইহার অতি সহজ উত্তর। বিবাহ দুইবার করিতে হয় না। ঘট-স্থাপন করিয়া একবার ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আর একবার বিবাহের ন্যায়, রেজিষ্ট্রারের কাছে একবার ও ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক আর একবার বিবাহ করিতে হয় না। সহযোগীকে কে বলিল যে, ঐ প্রকার দুইবার বিবাহ করিতে হয়? বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট পাত্র কন্যাকে এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতে হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহাতে উক্ত বিবাহ নিষেধ হইতে পারে? বিবাহ আইনটী একবার ভাল করিয়া পড়িলে সহযোগীকে এই অসার কথাটী বলিতে হইত না। পাত্র কন্যার পরস্পর পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা একবার মাত্র, দুইবার নহে। রেজিষ্ট্রার তাহা শুনিলেই হইল।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, যদি কোন স্ত্রীলোক ও পুরুষ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া নির্জ্জনে পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে জন-সমাজ কখনই তাহাদিগকে বিবাহিত বলিবে না। বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। প্রকাশ্যরূপে সামাজিকভাবে বিবাহ করা চাই। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক ও পুরুষ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারে, যে "যখন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আমরা পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন আবার জনসমাজের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হইবে। যখন হৃদয়ে একবার বিবাহ হইয়াছে তখন প্রকাশ্যরূপে সামাজিকভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অন্যায়।" তত্ত্ব-বোধিনী সম্পাদক এই যুক্তিটি বুঝিতে পারেন নাই। আমরা রেজিষ্ট্রার, ও আদিসমাজের বিবাহের পুরোহিতের সঙ্গে তুলনা করি নাই। পুরোহিতের নাম করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, বিবাহের সাক্ষী দুই। ঈশ্বর ও জনসমাজ। সামাজিক ভাবে বিবাহ না হইলে জনসমাজ তাহাকে কখন বিবাহ বলিয়া স্বীকার করে না। যদি স্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোক ও পুরুষ নির্জ্জনে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পরকে হৃদয় দান করিলেই সমাজ তাহাকে বিবাহ বলিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহাকে বিবাহ বলা দূরে থাকুক, জনসমাজ স্ত্রী পুরুষের উক্ত রূপ মিলনকে ব্যভিচার বলিয়া ঘৃণা করে। আমরা কেবল হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি না, সকল সভ্যসমাজের কথা বলিতেছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সকল সভ্যজাতির মধ্যে পুরোহিত এক প্রকার সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরো-হিতের সম্মুখে বিবাহ হইলেই লোকে উহাকে সামাজিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিবাহের সাক্ষী দুই; ঈশ্বর ও জনসমাজ। নির্জ্জনে কোন স্ত্রী পুরুষ ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে সমাজ তাহাকে বিবাহ বলিবে না, ব্যভিচার বলিবে। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সামাজিকভাবে বিবাহ করিলে তবে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়। সেই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, বিবাহের দুই সাক্ষী, ঈশ্বর ও জনসমাজ।

ইহাই যদি হইল, কেবল ঈশ্বরের সাক্ষীতাতে যখন বিবাহ হয় না; তখন রেজিষ্ট্রারকে ডাকিলেই ঈশ্বরের অবমাননা হইবে, একথার অর্থ কি? মনুষ্যের সাক্ষীতা ভিন্ন যখন কোন বিবাহই বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন রেজিষ্ট্রারের সাক্ষীতাতে দোষ হইবে কেন? বোধ হয়, আমাদের সহযোগী এখন বুঝিতে পারিবেন যে "পুরোহিত বিবাহ-সম্পাদক এবং রেজিষ্ট্রার বিবাহের সাক্ষী স্বরূপ," একথা বলিলে আমাদের যুক্তির উত্তর হয় না।

আমাদের সহযোগী অনেক দিন হইতে এই সকল কথা বলিয়া আসিতেছেন। আমরা তদুত্তরে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এবং অদ্য যাহা বলিলাম, অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার যুক্তি গুলি সম্পূর্ণ অসার। কোন প্রকার দৃঢ়নিবদ্ধ পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে বিচার করিলেই তাহার অসারত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদ করিব কি না?

আমরা উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছি। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন যে, কেশব বাবুদিগের অন্যায়বাক্যের ও কার্য্যের প্রতিবাদ হয়। যদি কেশব বাবুরা কোন একটী অন্যায় কথা লিখিলেন, অমনি তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যদি তাহার প্রতিবাদ না হইল, তাঁহারা দুঃখিত ও আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রতিবাদ করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহারা আমাদের ছাড়িবেন না। কেশব বাবুদিগের অন্যায় মত সকল খণ্ডন করিয়া আমরা যদি তত্ত্বকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ করিতে থাকি, তাঁহাদের অন্যায় কার্য্য সকলের বিরুদ্ধে যদি বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করি, তাহা হইলে আমাদের প্রতিবাদপ্রিয় বন্ধুগণ আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। তাঁহারা ইহার ঠিক্ বিপরীত। তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বদাই বলেন, "কেশব বাবুদের কথায় আর কাজ কি? তাঁহারা যা করেন করুন, যা বলেন, বলুন। সে সকলের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রতিবাদ যাহা করিবার তাহা আমরা করিয়াছি। আর কাজ নাই। এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এখন আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাই; কেশব বাবুদের কথায় আর প্রয়োজন নাই

আমরা এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহার কথা শুনিব? কোন্ শ্রেণীর উপদেশ অনুসরণ করিব? আমরা কাহারও কথা শুনিতে পারি না। আমরা ক্রমাগত কেশব বাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি; আবার তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীনভাব অবলম্বন করাও উচিত মনে করি না। অসত্যনিরাকরণ, ও সত্যপ্রচার, এ উভয়ই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি দেখি কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ অসত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদি দেখি তাঁহারা ভ্রমপূর্ণ, কল্পিত মত সকলের দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিকৃত ও উপধর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা কখনই চুপ্ করিয়া থাকিতে পারি না: নিশ্চয়ই শতকণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে চীৎকার করিতে হয়। যাহাতে অসত্য ও কুসংস্কার ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসীমায় না আসিতে পারে;—যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন প্রকার কার্য্য ব্রাহ্মসমাজে তিলার্দ্ধ স্থান না পায়, প্রাণপণে এ প্রকার চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ আমাদের কার্য্য নহে। কেবল ধ্বংশ কর, নির্ম্মাণ করিও না, ইহা ভাল কথা নহে। এক দিকে যেমন ভাঙ্গিব, আর এক দিকে সেইরূপ গড়িব। আমরা নিজে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া যাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় অন্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারি, এমন যত্ন করিব। কেবল কেশববাবুদের কথা লইয়া দিন কাটাইলে চলিবে কেন? আমাদের হাতে অনেক কাজ; ক্রমাগত প্রতিবাদের অবকাশ কোথায়? সাধারন ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ভারতবর্ষে সত্যধর্ম্ম প্রচার করা,—হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। স্থপতি যেমন কেবল ভঙ্গ করে না, ভঙ্গ করিয়া আবার নির্ম্মাণ করে; আমাদিগকে ঠিক্ তাহাই করিতে হইবে। ক্রমাগত প্রতিবাদ করা ভাল নয়, আবার ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল নয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী গুজরাটে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তিনি তত্রত্য টাউনহলে 'ভারতের প্রধান অভাব" কি, এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাস্থলে কয়েক জন খ্রিষ্টীয় মহিলা, এক জন ইউরোপীয় পাদ্রি ও বহুসংখ্যক দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। গৃহ লোকে পূর্ণ; সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়া ছিল। বক্তৃতা শুনিয়া সকলে অপরিসীম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন। সেখানকার একজন গণ্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাইয়ের ভবনে তৎপ্রদেশীয় কতি-

পয় পণ্ডিতের সহিত শিবনাথ বাবুর সংস্কৃত ভাষায় কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। শিবনাথবাবু তাঁহার ১৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রে লিখিয়াছেন, "অদ্য প্রাতে সারাভাই মুহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা হইল। ধূপ গন্ধামোদিত উপাসনাগৃহে বৃদ্ধপিতা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী প্রভৃতি সমুদায় পরিবার যখন আসিয়া বসিলেন, তখন উপাসনা করিব কি, চক্ষের জল রাখা দুষ্কর হইল। মনে মনে বলিলাম, জগদীশ্বর! এই দৃশ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর। বাস্তবিক এ যাত্রা বাহির হইয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। বড় ইচ্ছা হয়, আমার অপেক্ষা ভাল লোক সকল এ দিকে মধ্যে মধ্যে আসেন। সারাভাই মহাশয় এক জন পরমভক্ত, পরমশ্রদ্ধেয়, গুরু তুল্য ব্যক্তি, সাধু পুরুষ। আমি ধর্ম্মপ্রচার করিব কি, ধর্ম্ম প্রচার যেন আমার তীর্থ যাত্রা হইয়াছে! যেখানে যাই আমা অপেক্ষা ভাল লোক দেখিতে পাই। একে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন, তাহাতে মূর্খ; নড়িয়া চড়িয়া বেড়ানই দুষ্কর। নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করি বলিয়া মুখ খুলিতেছি, এবং আপনাদের কাজ করিতেছি। ফল দাতা প্রভু, ফল বিধান করিবেন।" গুজরাটের কোন কোন সমাজ শিবনাথ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১৮০১ শকের ২রা ভাদ্র নওগাঁ (আসাম) ব্রাহ্মসমাজের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক নিম্ন-লিখিতরূপ প্রস্তাব করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। অদ্যকার অধিবেশনের দুইটি উদ্দেশ্য। ১ম এই ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মৃত পদ্মহাস গোস্বামীর নাম, নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংলগ্ন করিয়া চিরস্মরণীয় করা। নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের নিমিত্ত লাভজনক একটি সম্পত্তি উপার্জ্জন করা। নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ব্রাহ্মদিগের যে এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য।

এই সহরের মধ্যে যে প্রায় ১ বিঘা ভূমি আছে, তাহা সমাজ মন্দির হইতে প্রায় ৪০ গজ অন্তর। তাহাতে তিন ঘর দোকানী বাস করিতেছে ও কতক ভূমি শূন্য আছে। এবং ঐ জমিতে ফলবান কতক বৃক্ষও আছে। এই ভূমি কাএতা পট্টি ও সক বাজারের নিকটবর্ত্তী। ইহার বার্ষিক খাজানা ৩৷৷০ টাকা। দোকানীদিগের নিকট প্রাপ্য বার্ষিক খাজানা ও বৃক্ষাদির উৎপন্ন ৩০ টাকা। ইহা হইতে খাজানা বাদ দিলে ২৬৷৷০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এক্ষণ ভূস্বামী ঐ ভূমির ৩০০ টাকা মূল্য স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ক্রেতা অনেক থাকায় বোধ হয়, শতকরা ৩০ টাকা নিরিখেরও অধিক হইতে পারে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, ঐ ভূমি ক্রয় করিবার নিমিত্ত, মৃত পদ্মহাস গোস্বামীর বন্ধু ও ব্রাহ্মসমাজের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি বর্গের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হউক। ঐ ভূমি ক্রীত হইলে তাহা "পদ্মহাস সম্পত্তি" নামে অভিহিত হইবে। এবং তাহা নওগাঁ ব্রহ্মসমাজের সম্পত্তি রূপে গৃহীত হইবে।

এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর এই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইল।

সম্পাদক এই নগর, ও অন্য স্থান হইতে চাঁদা-দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করুন।

সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিম্ন-লিখিত মহাশয়গণের নিকট পত্র প্রেরণ করা হউক।

মেঃ ফুকন।
মেঃ বড়ুয়া।
বাবু মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ দীননাথ সেন।
„ লক্ষ্মীকান্ত দাস।
„ রামদুর্ল্লভ মজুমদার।
„ উদয়রাম দাস।
„ ব্রজনাথ বড়া।

কথিত বিষয়ের জন্য নিম্ন-লিখিত সমাজ সকলেও পত্র লেখা হউক।

সাধারণব্রাহ্মসমাজ।
ঢাকা „
কটক „
জলপাইগুড়ি „
ধুবড়ী „
শিবসাগর „
গোয়ালপাড়া „

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করান হউক, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া কবলার এক খণ্ড মুসাবিদা বা পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন। এবং স্থানীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া ও শরচ্চন্দ্র মজুমদারের সহযোগে ট্রষ্টী হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর, কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ট্রষ্টি মনোনীত করুন। তিনি যেন এই বিষয়ের জন্য সমাজকে সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান করেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ৪০৲ টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং বাবু উদয়রাম দাস ৩০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

এই সুযোগে নিম্ন-লিখিত মহাশয়গণকে নওগাঁ-ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত করার জন্য শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

বাবু রাজমোহন মহলানবিশ।
„ বামাপ্রসন্ন গুপ্ত।
„ মধুসূদন গুপ্ত।
„ রঘুনাথ বড়া।
„ নবকুমার বিশ্বাস।

ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্ব কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট, এই কার্য্য বিবরণ, তাঁহাদের অনুগ্রহে মুদ্রিত হইবার প্রার্থনায় প্রেরণ করা হউক।

শ্রীগুণাভিরাম শর্ম্মা।

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "প্রচারার্থ ভ্রমণ" স্তম্ভে আপনাদিগের প্রচারক মহাশয় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহযোগী সম্পাদক ও "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্র সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের হরিদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারসম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার বিধয়িণী কয়েকটী কথা লিখিলাম, আপনি আগামীবারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

তিনি লিখিয়াছেন যে "শ্রীকৃষ্ণ বাবু জাতিভেদ স্বীকার এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার আর্য্য সমাজের কিছুমাত্র আশা দেখিতে পাই না"। আমি বলি যাঁহার উপাসনাবলে ভারত এককালে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সভ্যতাদি দ্বারা অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তিনিই আর্য্যসমাজের আশাস্থল। ব্রাহ্মণগণকে উচ্চাসন দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আশা দুরাশা হইতে পারে না।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারদ্বারা ভারতের উন্নতি সাধন কল্পে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর অভিপ্রায়, যত্ন, চেষ্টা, ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই ভগবানকে সহায় করিয়া "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গত ফাল্গুন মাসের পত্রে "একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা—ভারতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎকার্য্য জন্য এক লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহার্থে প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানহইতে এতদর্থে সহানুভূতি ও উৎসাহকর পত্র এবং এককালীন ও বার্ষিকদান আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সৈয়দপুরের "উন্নতি বিধায়িনী" সভা তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষরূপে সহযোগীতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ভরসা করি তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে।

আবার লিখিয়াছেন সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণ প্রচারোৎসাহী ব্রাহ্মণ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে ঈশ্বরাদিষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্থলে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অনাহুত ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইত না। যদি শ্রীকৃষ্ণ বাবু বা অন্য অব্রাহ্মণ আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্য গুরুত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের আর্য্যধর্ম্মত্ব কোথায় রহিল? শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিধান নিজে ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আর্য্য ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন"।

ষড়গুণযুক্ত ব্রাহ্মণগণই যে আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নহে) ধর্ম্মোপদেষ্টা, অর্থাৎ যাজনক্রিয়া ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি, তাহা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্য কেহ ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে উদ্দীপনা করিতে পারিবে না, ইহা তিনি কোথায় বলেন না, এবং ইহা আর্য্যশাস্ত্র সিদ্ধও নহে। বিশেষতঃ তিনি দ্বিজাতি, সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা হয় নাই।

> সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতাদ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।
> শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংশজাঃ স্মৃতাঃ" ॥ মনুঃ ॥

কুল্লুক ভট্টাদি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এই তিন জাতিজ পুত্র। অনন্তরজ অর্থাৎ (শাস্ত্র বিহিত অনুলোম বিবাহ ক্রমে) ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মুর্দ্ধাভিষিক্ত) ও বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য) এই দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এক পুত্র, এই ছয় পুত্র দ্বিজ ধর্ম্মা। উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল।

> অধীয়ীর স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থাদ্বিজাতয়ঃ।
> প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥ মনুঃ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ণ পূর্ব্বক গৃহাশ্রমী পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণেই (জীবিকার্থে) করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। অতএব জীবিকার্থ ব্যতিরিক্ত বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপন, ব্যাখান করা অন্যান্য দ্বিজগণের অধিকার আছে।

> অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
> অনুব্রজ্যাচ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ মনুঃ ॥

আপৎকালে উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ের নিকট; যোগ্য ক্ষত্রিয়াভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। এরূপ পঠদ্দশায় গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলে কুল্লুকভট্ট ব্যাসবচনদ্বারা বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদিমাত্র করিবেন না।

ভারতবর্ষ যেরূপ সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতের ইহাপেক্ষা আর আপৎকাল কি হইবে? এরূপ সময়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য দ্বিজগণ অধ্যাপনোপজীবী না হইয়া অনায়াসে সাধারণের হিতার্থে ও ধর্ম্মের উদ্দীপনা জন্য বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি করিতে পারেন ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। আপৎকালে কেন, অনাপদ সময়েও মনু এতদপেক্ষা অতি উদার আদেশ করিয়াছেন। যথা—

> শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
> অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥
> স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যাধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
> বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥

অবরজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন, এবং শূদ্র, অন্ত্যজ, চণ্ডালাদির নিকটেও পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাহাও গ্রহণ করিবেন। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন অর্থাৎ রূপগুণশীলাদিযুক্তা স্ত্রীকেও গ্রহণ করিবে। এতদনুসারে পাঞ্চালরাজ জৈবিলি প্রবাহণের নিকট, শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ও শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্তগীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন, সূত নৈমিষারণ্যে ঋষি প্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকট পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারদ্বারা অনধিকার চর্চ্চা বা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই, ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের কিছুমাত্র অসারত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই। অধিক কি বলিব তাঁহার এতাদৃশ অধিকার থাকিতেও তিনি সাধারণতঃ বক্তৃতা ক্ষেত্রে কখনও উপদেষ্টৃভাবে ব্যাখান করেন না। "তোমরা এইরূপ কর" ইত্যাদি উপদেশ বাক্যের পরিবর্ত্তে তিনি বলেন "আমাদিগের এই রূপ করা উচিত," তবে সময়ে সময়ে উত্তেজনা কালে ব্রাহ্মণকে বা ক্ষত্রিয়কে "আপনারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করুন" এই রূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহা উপদেশের স্বরে নহে, অনুরোধ ও প্রার্থনা স্বরে কথিত হয়। পুরোহিত লক্ষ্মীপূজা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে যদি বলা যায়, মহশয়! পূজার সময় হইয়াছে পূজা করুন, এস্থলে পুরোহিতের নিকট প্রার্থনা বা অনুরোধ ভিন্ন উপদেশ বুঝায় না। মাতা নিদ্রিত, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যদি মাতাকে খাদ্য সামগ্রী দিবার জন্য জাগ্রত করি, তাহা কি মাতার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন, মাতাকে উপদেশ বা আদেশ করিতেছে বুঝাইবে? কখনই নহে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রচারপদ্ধতি সমাজের অনুকূল ও শাস্ত্রাদি বিহিত। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ (অব্রাহ্মণ হওয়াতে) ধর্ম্ম রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু "গুরু" ভাবে কোন স্থানে বক্তৃতা করেন না, সুতরাং এ গুরুদোষ তাঁহাতে আরোপ করিয়া লেখক সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যান্য প্রশ্নগুলি সময়ক্রমে "ধর্ম্ম প্রচারকে" সমালোচিত হইবে এজন্য আর অধিক বাহুল্য। এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারকগণ পরস্পর পরস্পরকে সুনয়নে দেখেন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

একান্ত বশম্বদ।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অন্তর্গত সমালোচনী সভা। } শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার। জনৈক সভ্য।

মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ।

সম্পাদক মহাশয়! গত বৈশাখ মাসের প্রথমে জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুর গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। গত পাঁচ মাসের মধ্যে উহার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে রবিবার রাত্রি ৭।।০ টার সময় উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উপাসনায় প্রায় ৩০ জন লোক নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেছেন। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে, প্রায় ৭।৮ জন প্রাচীন লোক সমাজে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা উপাসনা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহেশপুর থানার সব ইন্‌স্পেক্টার, মুসলমান হইয়াও উক্ত সমাজের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন করিতেছেন। সব ইন্‌স্পেক্টার সাহেব নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। তিনি সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ২ দুই টাকা করিয়া দান করিতেছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে ইনি কিছু দিন আমাদের এখানে স্থায়ী হইলে, ইহাঁ দ্বারা মহেশপুরের অনেক হিত সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আদিসমাজ, ভারতবর্ষীয়সমাজ ও সাধারণ সমাজ আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য মহেশপুর সমাজের উপাসকগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ আদিসমাজ ও ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার প্রতি পুত্রের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন। যাহাতে উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, সেই জন্য তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন রহিয়াছে, এমন কি শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু উৎকট পীড়া ও জরাভারাক্রান্ত হইয়াও মহেশপুর সমাজ পরিদর্শন করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটু সুস্থ হইলেই একবার যাইবেন বলিয়াছেন। বিগত আষাঢ় মাসে আদিসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিতে গিয়া উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা সমাজের বিস্তর উন্নতি করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপন্ন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এমন কি উহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিদ্বেষী প্রাচীন হিন্দুরাও পরিতুষ্ট হৃদয়ে গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসের শেষে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে মহেশপুর যাইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া উহার উন্নতি কল্পে বার্ষিক ৩ টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ ইতিমধ্যেই দুইটী মহৎ সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১ম তাঁহারা কতকগুলি হোমিওপাথি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া একটী দাতব্য ঔষধালয় খুলিয়াছেন। উহা দ্বারা মহেশপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের দুঃখী লোকদিগের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। ২য় তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে, ছাত্রীদিগকে সমাজ হইতে পুস্তকাদি দান করা হইতেছে। অর্থের অনটন হেতু উহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক অদ্যাপি নিযুক্ত করা হয় নাই। উপাসকগণই এক্ষণে অধ্যা-

পনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উপাসকগণ এক্ষণে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছেন, ঈশ্বর কৃপায় উহা স্থায়ী হইলে, তাঁহাদের দ্বারা মহেশপুরের অনেক কল্যাণ সংসাধিত ও সমাজও স্থায়ী হইতে পারিবে।

শ্রীকালাচাঁদ উকীল।

আঁধার হৃদয়ে পুনঃ প্রেম শশী উদিল।

১

দীননাথ! দেখা দিয়ে, কোথা গেলে চলিয়ে?
কেমনে ধরিব প্রাণ, তোমারে না হেরিয়ে?
নাহেরি'ও প্রেমমুখ, জীবনে কি আছে সুখ?
বিনা তব দরশন, কিবা ফল বাঁচিয়ে?
কিবা সুখ সংসারের ক্লেশ ভার বহিয়ে?

২

তব প্রেমমুখ শোভা কেন তবে দেখা'লে?
এমন করিয়ে মন কেন তবে ভুলা'লে?
আগে দিয়ে দরশন, মুগ্ধ করি' প্রাণ মন,
শোকের সলিলে শেষে কেন নাথ ভাসা'লে?
হৃদয় আঁধার করি' কোথা প্রভু লুকা'লে?

৩

কত দিন বসি' নাথ! তব পদ কমলে,
মোহিত হয়েছি পিয়ে প্রেমসুধা বিরলে.
এবে আমি দীন হীন, হারাইয়ে সেই দিন;
প্রেমের তরঙ্গ আর হৃদয় না উথলে;
মরুভূমি সম হিয়া পুড়ে শোক অনলে।

৪

পাইতাম কত সুখ তব মুখ দেখিয়ে;
ভাসিত আনন্দে মন, পাপতাপ ভুলিয়ে।
সংসারের অত্যাচার, উৎপীড়ন দুঃখভার
ভাবিতাম তৃণসম, তব বল লভিয়ে।
সে সুখের দিন এবে গেছে মোর চলিয়ে।

৫

তোমার করুণা ভাবি' প্রেমে মন মাতিত,
প্রেমের বারতা শুনি' সুখরসে ভাসিত।
তোমার দয়ার কথা, প্রচারিতে যথা তথা,
কতই বাসনা নাথ! মনে মনে হইত!
সেবিতে তোমারে, প্রাণ কত ভাল বাসিত!

৬

হেরিতাম বিশ্বে, তব সুনিপুণ রচনা,
অসীম মহিমা হৃদে নাহি হ'ত ধারনা;
অনন্ত গগন থালে, রবি শশী দীপ জ্বলে,—
তারকা মুকুতা মালা, কোথা তার তুলনা?
হেরিয়া আরতি গান গাইত এ রসনা।

৭

ধরাতল প্রকাশে সুধারসে ভাসিত,
কৌমুদী নিশায় নদী, তরু, লতা হাসিত;
সমীরণ সুশীতল, মাখি' পুষ্প পরিমল,
ধীরে ধীরে কত সুধা বরিষণ করিত!
বিহঙ্গ কাকলি কানে কত সুধা ঢালিত!

৮

কোমল কুসুমকুল তব প্রেমে হাসিত,
বায়ুভরে ঢলি' তব পদ তলে পড়িত।
এই যে ভুবনশোভা, কবিকুল মনোলোভা,
তোমার প্রকাশে আর (ও) কত শোভা ধরিত!
নিরখি' আনন্দনীর দুনয়নে ঝরিত।

৯

সত্যের আলোক যবে প্রকাশিলে হৃদয়ে,
হাসিল অন্তর; যথা দিনকর উদয়ে
হাসে নবরাগে ধরা, কুসুম সুসমা ভরা;
অজ্ঞান আঁধার দূরে পলাইল সভয়ে,
যবে আসি' অকিঞ্চনে দেখা দিলে সদয়ে।

১০

এ হেন অতুল সুখে কিছু কাল কাটিল;
ক্রমে ঘোর অহঙ্কার আসি' হৃদে পশিল;
ভাবিলাম, নিজ গুণে, লভিয়াছি তোমা ধনে;
"ধার্ম্মিক হয়েছি আমি"—পাপ মন ভাবিল;
আপনি অসার কত তাহা নাহি দেখিল।

১১

হৃদয় কোরকে কীট সেই দিন পশিল!
অহঙ্কার সনে আসি' শিথিলতা ধরিল।
তুমি যে কেমন ধন, না বুঝিল পাপ মন,
রাখিবারে হৃদিমাঝে, যতন না করিল।
অপ্রেম আঁধার তাই প্রাণমন ঘেরিল।

১২

পাষাণ হয়েছি এবে; প্রেমে মম গলে না;
উৎসাহ অনল আর অন্তরেতে জ্বলে না।
তব প্রেম গুণগানে, বাসনা না হয় প্রাণে,
প্রেম সুধাপানে, প্রাণ সুখরসে ভাসে না;
তোমারে সেবিতে নাথ! আর ভাল বাসে না।

১৩

রবিশশী তারা সেই সুশোভিত গগনে,
সুন্দর স্বভাবশোভা প্রকাশিত ভুবনে;
কিন্তু তারা শশী রবি, শোভন প্রকৃতি ছবি,
কিছুতেই ভুলা'তে না পারে মম নয়নে।
তোমারে হারা'য়ে নাথ! কিবা সুখ জীবনে?

১৪

আর কি এদাস তব দরশন পা'বে না?
দুঃখের রজনী মম প্রভাত কি হ'বে না?

আর কিহে এজীবনে, তবসনে সম্মিলনে,
মরমবেদনা মম দূরে চলি' যা'বে না?
অপরাধী বলি' পদে স্থান কিহে দিবে না?

১৫

তুমি যদি তেয়াগিবে, কোথা যা'ব বলনা!
কাহারে জানা'ব আর হৃদয়ের বেদনা?
অনন্ত করুণাধার! তোমা বিনা কেবা আর
পুরা'তে পারিবে মম অন্তরের বাসনা?
তোমারি বিরহে নাথ! সহি এত যাতনা!

১৬

এস তবে এস নাথ! ব'স হৃদি আসনে;
ছাড়িব না আর প্রভু! পূজিব হে যতনে।
চূর্ণ এবে অহঙ্কার, বুঝেছি বুঝেছি সার,
নিতান্ত অসার আমি তব দয়া বিহনে;
কোন গুণ নাহি নাথ! মম পাপ জীবনে।

১৭

এই যে নয়নে পুনঃ প্রেমধারা ঝরিল!
এই যে প্রকৃতি পুনঃ নব শোভা ধরিল।
আসিলে কি প্রাণাধার?—যাইতে দিব না আর।
তব দরশনে প্রাণ সব শোক ভুলিল!
আঁধার হৃদয়ে পুনঃ প্রেম শশী উদিল!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান।

পূর্ব্ববারে বিজ্ঞাপিত . ১৭৮১৩৷৷০

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস, রামপুরহাট ২
,, ,, প্রসাদদাস মল্লিক, কাঁশারীপাড়া ১০
,, ,, প্রহ্লাদচন্দ্র পাল, সিমলা ২
,, ,, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, মুরশিদাবাদ ৫
,, ,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ ৫
,, ,, রমানাথ আঢ্য, তালতলা ২৫
,, ,, রাধাগোবিন্দ চৌধুরী, কলিকাতা ১০
,, ,, রাজকুমার মল্লিক, ঐ ১
,, ,, রূপলালদাস, ঢাকা ২৫০
,, ,, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর ৫০০
,, ,, এস, এন, মিত্র ঐ ১০০
,, ,, শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, রামপুরহাট ২
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা ৫
,, ,, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৫
,, ,, একজন প্রকৃতবন্ধু, কুমারটুলি ২০০
,, ,, শিবচন্দ্রদাস, ভবানীপুর ৪
,, ,, সোনারামদাস, বিশ্বনাথ ২
,, ,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তালতলা ২৫
,, ,, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, সিকদারপাড়া ১০
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসু, মট্‌স্‌ লেন, কলিকাতা ২৫
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র বসু, কলিকাতা ২০
,, ,, বিপিনচন্দ্র দত্ত, মেদিনীপুর ২০০
,, ,, নবানচন্দ্র দে এণ্ড কোং, কলিকাতা ১০
,, ,, রজনীকান্ত ঘোষ, ঢাকা ৫০
,, ,, একজন বন্ধু, বাঁকিপুর ১০০
,, ,, শ্রীযুক্ত বাবু হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম কালিগঞ্জ ৫
,, ,, রামচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ১০০
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চি, সিরাজগঞ্জ ১০
,, ,, ললানচন্দ্র নিয়োগী ঐ ১০
,, ,, কৃষ্ণনাথ চন্দ্র ঐ ৩
,, ,, নন্দগোপাল ভাদুড়ী ঐ ১০
,, ,, রামলাল সাহা ঐ ১০
,, ,, নীলাম্বর ভুঁই ঐ ৩
,, ,, রজনীকান্ত মৈত্র ঐ ৫
,, ,, শম্ভুচন্দ্র নাগ ঐ ২০
,, ,, রাজকৃষ্ণ বিদ্যান্ত ঐ ২
,, ,, রজনীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৪
,, ,, রাধাগোবিন্দ রায় ঐ ৩
,, ,, মহেশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ ৩
,, ,, নবকুমার লাহিড়ী ঐ ২০
,, ,, কৃপাপাত্র দীন, মুদিয়ালি ১০

মোট ১৯,৬২৬৷৷০

তত্ত্ব কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার কাছার ৩
,, নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর ৩
,, উদয়রাম দাস, শিবসাগর আসাম ৩
,, তারকচন্দ্র সেন ঢাকা ৩
,, কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় ঐ ৩
,, বৈকুণ্ঠনাথ রায় ঐ ৩
,, ঈশ্বরচন্দ্র দাস ঐ ৩
,, গঙ্গাচরণ সরকার ঐ ৩
,, হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ৩
,, পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ৩
,, উমাপ্রসাদ বিশ্বাস ঐ ৩
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস ঐ ৩
,, কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৩
,, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ঐ ৩
,, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ঐ ৬
,, প্রসন্নকুমার রায় ঐ ৩
,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত দিনাজপুর ৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই অক্টোবর, রবিবার সার্দ্ধ দ্বিঘটিকার সময় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্য সকল হইবে। ১ম কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিজ্ঞাপনী পাঠ। ২য় সভ্য নিয়োগ। ৩য় প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়ম সকলের বিচার। ৪র্থ। অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপিস
১৩ মির্জাপুর ষ্ট্রীট
১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৯

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সম্পাদক।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্‌" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে-পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

বিক্রয়ার্থ।

জীবনআলেখ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত জীবনী।

মূল্য ॥০ আট আনা।

ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মজুমদার কোং, ও ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী ...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	১	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. Sep 1879.

৩২৪
তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১লা, কার্ত্তিক. শুক্রবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৲॥৹ মফস্বল ঐ ৩৲

এক দরিদ্রব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, দূরে কে আসিতেছে। ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে দেখিলেন যে, মহামূল্য অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুসজ্জিতা একটি স্ত্রীলোক রূপে আলো করিয়া তাঁহার গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে গাত্রো-থান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "আমি আপ-নার গৃহে বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ একথায় যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, এবং বাটীর সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যত দিন এই সুন্দরীনারী তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করি-বেন, সকলে যথাসাধ্য যেন তাঁহার পরিচর্য্যা করেন; কোন প্রকারে বিন্দুমাত্র যেন তাঁহার সেবার ত্রুটি না হয়। স্ত্রী-লোকটি ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন; তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

দুই এক দিন গত হইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের মত গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে আবার কে আসিতেছে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন যে, নিতান্ত কদাকারা, এক নারী আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা দর দর ধারে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ সভয়চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এখানে কেন?" স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তোমার গৃহে বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া বলিলেন "সেকি! তাহা হইবেনা। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, চলিয়া যাও।" স্ত্রীলোক বলিল, "আমি কখনই যাইব না। আমি তোমার গৃহে বাস করিব। তুমি আমার ভগিনীকে গৃহে স্থান দিয়াছ; আর আমাকে দিবে না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "কে তোমার ভগিনী?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল "যে সুন্দরীনারী দুই এক দিন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছে, সেই আমার ভগিনী।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "ইহা কখনই হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি সেই সুন্দরীনারীকে তথায় আহ্বান করিয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকে আপনি জানেন? এ বলিতেছে যে আপনি নাকি উঁহার ভগিনী। ও আপনার সঙ্গে আমার গৃহে থাকিতে চায়। সুন্দরী বলিলেন "ও যথার্থ্য কথাই বলিয়াছে। ও আমার ভগিনী; ও আমাকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না। যেখানে আমি যাই, ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। আমাকে যদি আপনার গৃহে রাখিতে চান, তবে আমার ভগিনীকেও রাখিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! তবে আপনি কে? সুন্দরী বলিলেন "আমার নাম সুখ এবং আমার ঐ ভগিনীর নাম দুঃখ। যে খানে সুখ যায়, দুঃখও সেখানে গিয়া উপ-স্থিত হয়। কেহ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।"

মহাত্মা বুদ্ধদেবের এই গল্পটি কেমন চমৎকার উপ-দেশপূর্ণ!

জনসমাজ ও ধর্ম্ম।

(২)

জনসমাজের হিতসাধন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্ম্ম যে নিতান্ত আবশ্যক, ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে এ কথা প্রচার করিতেছে। অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগের সুবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে, সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে যে ঘোরবিপ্লব হয়, তাহার তুলনা করিলে আমরা এ কথার যাথার্থ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই দুই বিপ্লব প্রায় একই কারণে সমুদ্ভূত। উক্ত উভয় বিপ্লবেই রাজকীয় অত্যাচারের বি-রুদ্ধে লোকে অস্ত্রধারণ করে, উভয় বিপ্লবই নিষ্ঠুর, ক্ষমতা-প্রিয় রাজার অত্যাচার নিবারণ ও প্রজামণ্ডলীকে তাহাদের ন্যায্য স্বত্ব প্রদান করিবার জন্য সংঘটিত হয়। কিন্তু এত সমতা থাকিতেও, মূলকারণে সৌসাদৃশ্য থাকিতেও এই দুই বিপ্ল-বের ফলের মধ্যে কি অসাদৃশ্য! কি বিভিন্নতা! এই যে প্রায় একি প্রকার কারণ হইতে সমুদ্ভূত দুটী মহাবিপ্লব, তন্মধ্যে কেন, একটীতে যে জন্য অস্ত্রধারণ করা হইয়াছিল তাহা লাভ করিয়া প্রজামণ্ডলী সুখী হইল, আর অপরটীতেই বা কেন এত বিষময় ফল প্রসূত হইল, এবং সমস্ত প্রজামণ্ডলী বিপ্ল-বান্তে অধিকতর কঠোর অত্যাচারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল? দুই বিপ্লব এক কারণে সমুদ্ভূত, কিন্তু তথাপি উভয়ের কার্য্য ও ফলে এত প্রভেদ কেন? তাহার মূল কারণ এই যে, একটীতে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য, আর অপরটীতে ধর্ম্মের অভাব। ইংলণ্ডের বিপ্লবকারীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উজ্জ্বল ছিল, তাই

তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনককার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘোরবিপ্লবের সময়ও ইংলণ্ডবাসীগণের হৃদয় হইতে দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি মহত্তর গুণসমূহ পলায়ন করে নাই। কারণ, তাহাদিগকে বলীয়ান ও রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্ম সেখানে বিরাজমান ছিলেন। আর ফরাসিগণ যে এত নিষ্ঠুরতা ও এত নির্ম্মমতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মভাবের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি উচ্চপ্রবৃত্তিসমূহও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাসের তুলনা করিয়া কে বলিবেন যে ধর্ম্ম না থাকিলে জনসমাজের উন্নতি হইতে পারে? কে বলিবেন যে, সমাজনীতি রক্ষার একমাত্র প্রধান ও কার্য্যকর উপায় ধর্ম্ম নহে? ইংলণ্ডে শতবৎসরকাল মধ্যে পার্লেমেণ্টের প্ররোচনায় যুদ্ধক্ষেত্রব্যতীত অন্যত্র শত ব্যক্তিও নির্ম্মমভাবে হত হইয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সময় ১৭৯২ খৃঃ অব্দের ২রা, হইতে ৫ ই সেপ্টেম্বরপর্য্যন্ত তিন দিবসের মধ্যে কেবল পারিসনগরে ১১০০০ নির্দ্দোষীপ্রাণীর বধ সাধিত হয়। রমণীগণ এই সকল হতভাগ্য মৃতলোকদিগের যকৃৎ ও মাংস সংগ্রহ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহা ভাজিয়া ভক্ষণ করে, এবং হত্যাকারীগণ প্রত্যেক নরমুণ্ডের জন্য এক একটী রৌপ্য মুদ্রা শ্রমের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে এই হত্যা কাণ্ডের সময়ে জনৈক দুরাত্মা সৈনিক, রক্তাক্তকলেবরে পারিস মিউনিসিপালিটীর মেয়র পিসনের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত্যর্থ গমন করিলে পর, তিনি তাহাকে ৫টী মুদ্রা প্রদান করেন; কিন্তু সে তাহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়া সেই মুদ্রা কয়টী দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, "মহাশয়! আমি কি পাঁচটী লোক মারিয়াছি যে আপনি আমাকে পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা দিলেন! আমি আজ সমস্তদিনে একা এই হস্তে দুইশত মস্তক ছেদন করিয়াছি।" মেয়র অগত্যা তাহাকে শতমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ কি? সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এলিসন বলেন যে, ধর্ম্মভাবের অভাবই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের মূল কারণ।

ধর্ম্মভিন্ন জনসমাজ থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্মকে কখনও কেহ জনসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইবে না। ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির অঙ্গ; মানব প্রকৃতিকে সমূলে বিনষ্ট না করিলে তন্নিহিত ধর্ম্মভাবকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা সংশয়বাদ, জড়বাদ, নাস্তিকবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মবিরোধীমত প্রচার করেন, তাঁহারা প্রচারব্রতে কৃতকার্য্য হইলে জনসমাজ কিয়দ্দিনের জন্য ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অশেষ দুঃখে ভাসমান থাকিবে; কিন্তু পুনরায় আবার প্রতিক্রিয়া আসিয়া এই সকল বিঘ্নকারী মত সমূহকে জনসমাজহইতে বিদূরিত করিবে এবং পুনরায় ধর্ম্মকে তাহার ন্যায্যঅধিকার প্রদান করিয়া জনসমাজের অশেষ দুঃখরাশি মোচন করিবে। মানুষ ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে আপনি কষ্ট পাইবে, এবং তাহার চেষ্টা ফলবতী হইলে, জনসমাজকে অশেষদুঃখ যন্ত্রনা ও অত্যাচারের স্রোতে কিয়দ্দিবসের জন্য ভাসিতে হইবে, কিন্তু কখনও ধর্ম্মভাব একেবারে উন্মূলিত হইবে না। কম্‌টীর দোহাই দিয়া অনেকে আজকাল সংশয়বাদ, নাস্তিকতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধর্ম্মকে জনসমাজ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু কম্‌টীর জীবন ও দার্শনিকমতসমূহ একটু পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, যে ধর্ম্মভাব মানব হৃদয় হইতে সহজে মুছিয়া ফেলিবার জিনিস নহে। কম্‌টী সমুদায় ধর্ম্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, কিন্তু এই সমুদায় করিয়াও শেষে তিনি করিলেন কি? না নূতন এক আশ্চর্য্য ও হাস্যজনক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। তিনি এক উপাস্য দেবতার সৃষ্টি করিলেন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি গড়িলেন এবং তাঁহার নিজের কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া এক আশ্চর্য্য পরলোক ও এক আশ্চর্য্য স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে মানবজাতিকে (Humanity) বসাইলেন। এই উপাস্য দেবতার অঙ্গের মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রধান হইলেন এবং তাহার নিম্নেই ভাবী বংশ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। উপাস্য দেবতা স্থিরীকৃত হইল; এখন ত এই অদৃশ্য দেবতার একটী চিহ্ন নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, তাহাও করা হইল। ত্রিংশৎ বর্ষীয়া রমণী ও তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের প্রতিমূর্ত্তি এই আশ্চর্য্য উপাস্য দেবতার আশ্চর্য্য বিগ্রহ হইল। কিন্তু এখানেই তাঁহার রচিত ধর্ম্মের সমুদায়সূত্রের শেষ হইল না। কেবল প্রধান উপাস্য দেবতা থাকিলে হইবে না, তাঁহার নিম্নস্থ প্রত্যেক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার (Guardian Angels) প্রয়োজন আছে। ইহাদিগকে কোথায় পাওয়া যাইবে? অধিষ্ঠাত্রীদেবতারও সৃষ্টি হইল। তাঁহার নিজের জীবনের তিন জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ম্মিতা হইলেন। প্রথম তাঁহার পত্নী, দ্বিতীয় তাঁহার মাতা, এবং তৃতীয় তাঁহার বাড়ীর চাকরাণী অতুলনীয়া সফি, (The incomparable Sophie) এবং এই তৃতীয় দেবতার বিশেষ গুণ এই যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিতা ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে "শেষ বিচার" (Judgment) আছে; কম্‌টীর ধর্ম্মতেও তাহা থাকা চাই। তাহা কি রূপ হইবে? না প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার নগরবাসী সকলে একত্রিত হইয়া বিচার করিয়া দেখিবেন, এই ব্যক্তি উপাস্য দেবতার অঙ্গীভূত হইবার উপযুক্ত কি না! এবং এই বিচার কম্‌টীর মতে খৃষ্টানদের শেষবিচারের স্থান অধিকার করিল।

এখন কম্‌টীর এই সকল পাগ্‌লামী দেখিয়া কে বলিবেন যে ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়হইতে সহজে মুছিয়া ফেলিবার বস্তু? মানব হৃদয়ে ধর্ম্মভাব চিরকাল ছিল চিরকাল থাকিবে। ইহাকে একেবারে বিনাশ করা কাহারো ক্ষমতার অধীন

নহে। তবে হয়তো কোন দেশে কিয়দ্দিবসের জন্য তাহাকে [illegible] অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া মানব সমাজকে দুঃখের স্রোতে ভাসাইতে পারা যায়, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাতে কেবল মানবসমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মভাবকে বিজ্ঞান কিয়দ্দিনের জন্য সমাজহইতে বিদূরিত করিতে পারে, কিন্তু একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে কখনও পারিবে না। মানবের মন অসহ্য কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেই করিবে। বিজ্ঞান যদি ধর্ম্মের সঙ্গে অসদ্ভাব রাখেন তবে তাহাতে ধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হইবে না। কেবল মানব সমাজেরই ঘোর অনিষ্ট হইবে; এবং বিজ্ঞান যদি আপনার ন্যায্য স্বত্ব উপলব্ধি করিয়া, ধর্ম্মের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলেন তবেই জনসমাজ অপ্রতিহতভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। হে বৈজ্ঞানিক! প্রচলিত ধর্ম্মের যে সমুদায় দোষ, যে সমুদায় কুসংস্কার তাহা তুমি বাহির করিয়া দাও, কিন্তু এই সব কণ্টকীবৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবৃক্ষকেও উৎপাটিত করিতে প্রয়াস পাইও না। তাহা হইলেই তোমার দ্বারা তোমার নিজের ও তোমার সমাজের,—সমস্ত মানব জাতীর মহান্ উপকার সাধিত হইবে।

ধার্ম্মিকের সুখ।

চৈতন্য হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। চৈতন্য এমন জ্ঞানী, এমন পণ্ডিত, এমন সদ্বিবেচক হইয়া, সামান্য লোকের মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নৃত্য করিতেন! সংসারের নরনারী এ রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হয় না। কেন যে চৈতন্য হরিনামে এত আকুল হইয়া কাঁদিতেন, কেন যে তাঁহার হৃদয়ে হরিনামশ্রবণে এত সুখ ও এত আহ্লাদের তরঙ্গ উঠিত, সংসারের লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সেই জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "কিসে চৈতন্যের এত আনন্দ হইল?" ভিক্ষুক যিনি, সংসারের সর্ব্ব প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত যিনি, তাঁহার এত আনন্দ হইল কিসে? যিনি স্নেহময়ীজননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, প্রাণসমাপত্নীকে যিনি জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছেন, রাত্রি প্রভাত হইলে যাঁহার অন্নের আয়োজন নাই, সেই চৈতন্যকে এত সুখী ও এত আহ্লাদিত দেখিয়া সংসারের নরনারী বিস্মিত হইল। সংসারের লোক বুঝিতে পারে না ধর্ম্মের এত সুখ কোথা হইতে আসে। ধার্ম্মিক চৈতন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও কিসে এত সুখী হইলেন, জগতের নরনারী তাহা অনুভব করিতে পারে না; তাই তাহারা ভাবে যে ধর্ম্মজগতে কেবল বিপদ, কেবল দুঃখ। জগতের চিন্তাহীন নরনারী বুঝিতে পারে না, মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, ধনসম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ধার্ম্মিক কিসে সুখী হইয়া থাকেন। কিন্তু একবার যিনি অনন্তের পূজা করিয়া সুখী হইতে পারিয়াছেন, জীবনে একবার যিনি সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপ উপলব্ধি করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে আপনার আত্মাকে ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন যে এ সংসারের সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মানুষ কি প্রকার ঈশ্বর প্রেমে সুখী হইতে পারে। যাঁহারা জীবনে একবারও ধর্ম্মের সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন; ধর্ম্মে কত সুখ তাঁহারাই জানেন। মহাত্মা পল, এইটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও, আমি আবার বলি ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।"

যেখানে উৎসাহ সেখানে সুখ। উৎসাহ থাকিলে মানুষ সুখী হয়। উৎসাহ কমিয়া গেলে মানবহৃদয়ে সুখের পরিমাণও কমিতে থাকে। যতদিন সংসারী আপনার সংসারের সুখ অন্বেষণ করে, উৎসাহ পূর্ণঅন্তরে ধনী যতদিন ধনের জন্য পরিশ্রম করেন, যশোলিপ্সু যশোমানের অন্বেষণে রত থাকিতে পারেন, তত দিন তাঁহারা এক প্রকার সুখ অনুভব করেন। কিন্তু যখনই অভিলাষ পূর্ণ হইল, যখনই ধনী ধনরাশি আপনার করতলস্থ দেখিতে পাইলেন, যখনই যশোলিপ্সুর প্রশংসা ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত হইতে আরম্ভ করিল, যখনই সংসারী আপনার ঈপ্সিত সুখ হস্তগত করিতে পারিলেন, অমনি তাঁহাদের সুখের নদীতেও ভাঁটা পড়িল। অর্থাৎ যদি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই না থাকে, তাহাহইলে উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখের স্রোতও বন্ধ হইয়া আসে। প্রেমে অতুলসুখ। যখন অনুরাগাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া দুটী হৃদয়কে বিগলিত করিয়া একত্র মিশাইয়া দেয়, যখন, থিওডোর পার্কার যেমন বলিয়াছেন, "দুই বক্ষে এক হৃদয় নাচিতে থাকে, এবং একই আত্মার ভাব দুই রসনা প্রকাশ করে; দুটী শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে যেমন এক হইয়া যায়," সেইরূপ যখন দুই মানবহৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া এক হইয়া যায়,—তখন মানুষ পার্থিব জগতের শ্রেষ্ঠতম সুখ ভোগ করে, কিন্তু প্রেম মানব হৃদয়ে যদি উজ্জ্বল উৎসাহাগ্নি প্রজ্জলিত করিতে না পারিত, তাহা হইলে প্রেমের এত সুখ কোথায় থাকিত? প্রাণের বন্ধুকে ভাল বাসিয়া কাহারও পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। প্রিয়তমাপত্নীকে বা প্রাণসমবন্ধুকে দেখিয়া কাহারও নয়ন সম্পূর্ণতৃপ্তি লাভ করে না। যত দেখে আরো দেখিতে চায়, যত ভাল বাসে তত আরো ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। এই অতৃপ্তিতেই সুখ। যেখানে তৃপ্তির পূর্ণতা নাই, সেখানেই উৎসাহ ও সেখানেই সুখ।

ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মের সুখের মত সুখ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? জগতে ধার্ম্মিকেরই কেবল কামনার শেষ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ মানুষকে ভাল বাসিয়া যখন মানুষের হৃদয় সহজে তৃপ্ত হয় না, তখন অনন্ত অসীম প্রেমময়ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ভালবাসিয়া মানবহৃদয়ে তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা কেমন করিয়া হইবে? ঈশ্বরপ্রেমী অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে যত দেখেন, আরও দেখিতে চান। ধার্ম্মিকের কামনা আছে, অথচ পূর্ণতৃপ্তি নাই; ধার্ম্মিক তাই জগতে এত সুখী। উৎসাহে সুখ। ধর্ম্মে মানুষ যত উৎসাহী হয়,

আর কিছুতে তত হয় না। নিতান্ত অলস যাহারা, হৃদয়ে যাহাদের বরফরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মনেও একবার ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া দাও, তাহাদের অন্তরাত্মার মধ্যেও সেই স্বভাবনিহিত ধর্ম্মভাবকে একটু দীপ্ত করিয়া দাও, আর দেখিবে যে, যে অনন্তকাল পূর্ব্বে অলস ও নিরুদ্যম ছিল, এখন তাহার জলন্তউৎসাহ দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ নরনারী, বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। "ধর্ম্মের নামে মানুষ যত মত্ত হইতে পারে, আর কিছুতে তত হয় না" ইতিহাস গম্ভীর ধ্বনিতে এই সত্য প্রচার করিতেছে। সন্ন্যাসী পিটার একাদশশতাব্দীতে ইউরোপের অধিবাসীগণকে যত মত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জগতে কি কেহ ধর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন এত লোককে কখনও এত মাতাইতে পারিয়াছেন? মহম্মদ তাঁহার শিষ্যগণকে ধর্ম্মের নামে যত মাতাইয়াছিলেন কোনও পার্থিব সেনাপতি তাহার অধীনস্থ সেনাসমূহকে কোনও পার্থিববস্তুর নামে এত মাতাইতে পারিয়াছেন? গুরুগোবিন্দ শিখদিগকে যত প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর কেহ ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কি কখনও লোককে এত প্রমত্ত করিতে পারিয়াছেন? আর মহাত্মা মুসা যে মুষ্টীপ্রমাণ, নগ্ন, অনাহারেক্ষীণ ইহুদীদ্বারা একটী মহান্ জাতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা কি ধর্ম্মোৎসাহের গুণে নহে? তাই বলি যে ধার্ম্মিকের সুখী হইবার যত কারণ আর কাহারও সুখী হইবার তত কারণ নাই।

জগতের অন্ধ নরনারী চারিদিকে সুখ সুখ করিয়া ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে ধর্ম্মভিন্ন কোথাও প্রকৃতসুখ পাওয়া যায় না। সত্য বটে, ধনে একটুকু ক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়। জ্ঞানার্চ্চনায় মানুষ এক প্রকার সুখী হইয়া থাকে। প্রেমেও সুখ আছে। কিন্তু ধর্ম্মের সুখ এই সর্ব্বপ্রকার সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনের সুখ সকলে ইচ্ছা করিলেই ভোগ করিতে পারে না, তুমি আমি সকলেই চেষ্টা করিলে লক্ষপতি হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে সংসারের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইতে পারি না। তুমি আমি সকলেই চেষ্টা করিলে মহাপণ্ডিত হইতে পারি না। মনে করিলে সকলেই কালিদাসের মত কবি বা নিউটনের মত বিজ্ঞানবিৎ হইতে পারে না। আর প্রকৃত প্রাণেরবন্ধু পাইয়া যে বিশুদ্ধ প্রণয়সুখ ভোগ করা, তাহা এই অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমার হয়তো পদাঘাত করে, আর তোমাকে যে ভালবাসে, তুমি হয়তো তাহাকে ঘৃণা কর, জনসমাজে অনেকস্থলে প্রেমের দৃশ্য ত এই প্রকার। প্রেমসুখ ভোগ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকলেই জগতের ধনসুখ, বা জ্ঞানসুখ, বা প্রেমসুখ ভোগ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই সকল প্রকার সুখ হইতে বিশুদ্ধতম ও উচ্চতম যে ধর্ম্মসুখ তাহা জগতের সমুদায় নরনারীর সাধারণসম্পত্তি। পরিশ্রম কর, সাধন কর, আর প্রার্থনা কর; প্রার্থনা কর আর সাধন কর; তাহা হইলেই সে সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

মানব প্রকৃতি।

৪

আমরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি যে, মানব প্রকৃতি কি পরিমাণে নীতির অনুকূল বা বিরোধী নিরূপণ করিতে হইলে, বিবেচনাকে মানব প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মানব প্রকৃতির মূলে বিবেচনার স্থান।

বিবেচনার পর আমাদিগের আলোচ্য প্রবৃত্তি। মানব প্রকৃতি বিবেচনার গুণের ভাগী কি না এই বিষয়ে মতভেদ। প্রবৃত্তির সম্বন্ধে মতভেদ অন্য প্রকার।

প্রবৃত্তি সমষ্টির নাম হৃদয়। এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রকৃতিতে কোন দুই শ্রেণীর পদার্থ স্পষ্টরূপে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। উভয় শ্রেণী মধ্যস্থলে পরস্পরকে সংস্পর্শ করে। একটী অল্পে অল্পে অন্যটীতে মিলাইয়া যায়,—মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া ক্রমে মিলাইয়া যায়। ঠিক এমন স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া দুরূহ যেখানে একটী শ্রেণী শেষ হইতেছে, অন্যটী আরম্ভ হইতেছে। একটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যটী আরম্ভ হয়। দুটী বিভাগ সুবিভক্ত নহে; দুটী বিভাগের মধ্যে এমন কতকটা স্থান রহিয়াছে যাহা উভয়েরই সহিত সসম্পর্ক। উদ্ভিদ ও প্রাণী এ উভয়ের বিভেদ কি? প্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করিলে এই স্থূল কথাও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। মানববুদ্ধি সূক্ষ্ম; ঈশ্বরের রচনা আরও সূক্ষ্ম। এমন প্রাণী আছে যাহা প্রাণী কি উদ্ভিদ্ বলিয়া উঠা ভার, এমন উদ্ভিদ আছে যাহা উদ্ভিদ কি প্রাণী বলিয়া উঠা ভার। উদ্ভিদ ও প্রাণী এ উভয়ে বিভেদ কি ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল। উভয়ের সন্ধিস্থল নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যখন প্রকৃতি মিশ্র ভাষায় আলাপ করে, উহার মাতৃভাষা স্থির করিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার হয়।

প্রবৃত্তি ও বিবেচনা উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে। বিবেচনা হৃদয়ের সীমায় প্রবেশ করে। ঐ যে ভাসমান শবের ইঙ্গিতমাত্র সুখস্বপ্ন পলাইল, এ বিবেচনার ফল। কল্পনা সংসারকে সুন্দরসজ্জায় সাজাইতেছিল, মনুষ্য অনিত্যতা বিস্মৃত হইতেছিলেন। শবের অঙ্গুলিস্পর্শে কল্পনার আবরণ মুছিয়া গেল, মনুষ্য দেখিলেন সংসারের নিম্নে লিখিত "সমাপ্ত"; ঈশ্বর লিখিয়া দিয়াছেন। বিবেচনার পরকালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল; হৃদয়ে ঔদাস্য আসিল। সংসারসুখে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও যে মৃত্যুর নামে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল না, তাহার কথা কি বলিব? এই বলিব যে তাহার হৃদয়ে পীড়া হইয়াছে; সংসার বিষে তাহার হৃদয় অবশ হইয়াছে। তাহার বিবেচনা তেজোহীন বলিলেও চলে। বোধ হয় যেন বিবেচনা ও হৃদয় মিলাইয়া গেল; এ ভ্রম। এস্থলে বিবেচনা ও হৃদয়ের কার্য্য পৃথক করা যায়; অনিত্যতা দেখাইয়া দিল বিবেচনা, ঔদাস্য আনিয়া দিল হৃদয়। বিরাগ অনিত্যতা উপলব্ধির ফল; অনিত্যতাজ্ঞান বিবেচনার কার্য্য, কিন্তু সেই জ্ঞান জন্য যে বিরাগভাব তাহা হৃদয়ের। এস্থলে কেবল সুলদর্শনের জন্য বোধ হয় যেন

বিবেচনা ও হৃদয় একই, কিন্তু এমন স্থল আছে যে খানে বিবেচনা ও হৃদয় বাস্তবিক একীভূত হইয়াছে।* মানব-প্রকৃতির এমন ধর্ম্ম আছে যাহা বিবেচনা ও হৃদয় উভয়ের উপকরণে গঠিত। এই ধর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি (conscience); ইহা বিবেচনা; কিন্তু হৃদয়ে ইহার স্থান। এ বিষয় পরে আলোচনা করিব।

বিবেচনার কতকটা অংশ হৃদয়ে আসিয়া পড়িল; তথাচ স্থলতঃ বলা যাইতে পারে যে প্রবৃত্তিসমষ্টির নাম হৃদয়।

হৃদয়ে বিচার নাই। মাতৃস্নেহ—বিচার নাই। সন্তান হেয়, সংসারে ঘৃণা, মাতার নিকটে ভালবাসা। "তোমার সন্তান সমাজের কলঙ্ক, দূর করিয়া দেও"; মাতা আরও ভাল বাসিলেন। ভালবাসার বিচার নাই। পুত্রের হৃদয় মাতার জন্য কাঁদে, বিচার করে না। পুত্র বলবান্, সাহসী, মাতা শক্তিহীন; তবুও পুত্র মাতার নিকটে অভয় লাভ করে। পীড়ায় শরীর শিথিল, বিজ্ঞ চিকিৎসক হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিলেন না; মাতা নিকটে আসিলেন, হৃদয় আশ্বস্ত হইল। সংসারে বড় উত্তাপ, কোন স্থলে একটু ছায়া নাই; কেবল ঘৃণা, কেবল নির্যাতন; মাতার নিকটে শান্তি। সমাজের সম্বোধন "পিশাচ"; মাতার হৃদয়ের সম্বোধন "প্রাণসম!" জীবনের সন্ধ্যা আগত। দুঃখে দিন গেল, আরও যদি দুই দিন বাঁচি দুঃখই মিলিবে। তবুও বাঁচিবার ইচ্ছা, বিচার নাই। হৃদয়ে বিচার নাই। মানবপ্রকৃতির যে অঙ্গ বিচাররহিত তাহার সমষ্টি হৃদয়। [illegible]

বিবেচনা মঙ্গলের নিদান, সকলেই স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন বিবেচনার সুফলের জন্য মানব প্রকৃতির কোন সুখ্যাতি নাই; এই মত পূর্ব্বে খণ্ডন করিয়াছি। প্রবৃত্তির সম্বন্ধে মতভেদ অনারূপ। এক পক্ষ বলেন প্রবৃত্তি হেয়, পাপজনক, বর্জনীয়; অপর পক্ষ বলেন, প্রবৃত্তি সৎ, আদরণীয়। মিলের মতে মানবচরিত্রে যত কিছু সদ্গুণ আছে তাহার একটীও প্রায় প্রবৃত্তির ফল নহে, প্রবৃত্তি পরাজয়ের ফল*; মিল প্রবৃত্তি নিয়মিত করিবার অর্থে "পরাজয়" শব্দ ব্যবহার করেন নাই; তিনি যে ভাবে কয়েকটী প্রবৃত্তির আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট বুঝাযায়; তাঁহার ইহা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে নীতির অনুরোধে প্রবৃত্তি বিনাশ করা আবশ্যক। তাঁহার মতে মনুষ্যে একটীও আদরণীয় ভাব আছে কি না সন্দেহ যাহা অশিক্ষিত মানব প্রকৃতির স্পষ্ট বিরোধী নহে†। ("শিক্ষিত" "অশিক্ষিত" অর্থ কি এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, পরে আরও বলিব।) মিল বলেন প্রবৃত্তি নীতির শত্রু। মানব প্রকৃতির প্রধান প্রধান প্রবৃত্তি গুলি আলোচনা করিলে স্থির হইবে এই মত কতদূর সত্য। মানব হৃদয় বড় আদরের সামগ্রী; বাস্তবিক কি ইহা পাপের প্রস্রবণ?

১। বাঁচিবার ইচ্ছা। কোন প্রবৃত্তি এত বলবতী নহে। ইহা কি নীতির বিরোধী? সভ্যসমাজের মতে আত্মহত্যা পাপ। হিন্দুসমাজ, ইউরোপীয় সমাজ, এবিষয়ে সকলেই এক মত।

২। বুভুক্ষা, শরীর রক্ষার উপায়।

৩। মাতৃস্নেহ। এটীর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলে ইহার অবমাননা করা হয়।

৪। স্নেহ, প্রণয়, সৌহৃদ্য প্রভৃতি।

৫। কাম (Sexual Instinct)।

৬। দয়া।

৭। সহানুভূতি, পরোপকারিতা প্রভৃতি।

৮। বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি।

৯। স্বার্থপরতা।

১০। ভয়।

১১। সত্য গোপন। বালকেরা ও প্রায় অসভ্যজাতি মাত্রেই অসত্যপ্রিয় এ বিষয়ে মিল অনেক বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা অনেক সময়ে অন্য প্রবৃত্তি অথবা ভাবের ফল। মিথ্যা কথা কখন স্বার্থানুসন্ধানের কখন ভয়ের ফল।

১২। ক্রোধ।

১৩। অহঙ্কার।

১৪। ক্ষমতাপ্রিয়তা।

১৫। অর্জ্জনস্পৃহা।

১৬। জিঘাংসা।

বুভুক্ষা, অর্জ্জনস্পৃহা, কাম, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সতত কুফল প্রসব করিতেছে; ইহার কোন্টী মূলতঃ নীতির বিরোধী? আহার করাই দোষ নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করা, অপহরণ করিয়া আহার করা, দোষ। অর্জ্জনস্পৃহা দোষ নহে, চৌর্য্য দোষ, কৃপণতা দোষ। সকলেই বিস্মৃত হয়েন যে স্বার্থপরতা মূলতঃ দূষনীয় নহে, স্বার্থপরতার অনুরোধে অন্যের স্বার্থনাশই দোষ; সাধারণতঃ স্বার্থপরতা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটী স্বার্থপরতা নহে, স্বার্থপরতার অপব্যবহার মাত্র। হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যিনি ঈশ্বরোপাসনা করেন তিনিও স্বার্থপর। অহঙ্কার, ক্রোধ, ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রভৃতি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে

* "হৃদয়" অনেক সময়ে অন্তঃকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি "নানা হৃদয়ের ধর্ম্মসমষ্টির নাম মানবপ্রকৃতি।" বস্তুতঃ হৃদয়—Heart, অন্তঃকরণ—Mind, হৃদয় অন্তঃকরণের অংশ।

*"Allowing every thing to be an instinct which any body has ever asserted to be one, it remains true that nearly every respectable attribute of humanity is the result not of instinct but of a victory over instinct &c." Three Essays on Religion, Second Edition. P. 46

† "The truth is that there is *hardly a single point* of excellence beloging to human character which is not *decidedly repugnant* to the untutored feelings of human nature" Ibid· 46 The italics are ours.

বিশেষরূপে আবশ্যক। অন্যের সহিত তুলনা করিয়া আপনাকে হীন দেখিলে আত্মোন্নতির চেষ্টা হয়, অহঙ্কারের জন্য। অত্যাচার ও অন্যায় নিবারণের এক বিশিষ্ট উপায় ক্রোধ; ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এটার সদ্ব্যবহার অপেক্ষা অপব্যবহার হয় ত অধিক। ক্ষমতাপ্রিয়তার অভাবে সমাজশাসন অসম্ভব হইত; কোননা কোন ব্যক্তির হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না, সমাজের উন্নতি হইত না। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার ন্যূনতা ঘটিতেছে ও ঘটিবে। মানব প্রকৃতিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা না থাকিলে কেবল কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে কোন ব্যক্তি কোন সমাজে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিত না, অসংখ্য বিপদের মুখে আপনাকে স্থাপিত করিত না; ক্ষমতাপ্রিয়তার বলে বিপদাশঙ্কা পরাজিত হয়। ইহার কি অপব্যবহার হয় নাই, হইতেছে না? হইয়াছে, হইতেছে। তাহাই বলিয়া এই প্রবৃত্তিই দূষণীয় নহে। মানবপ্রকৃতিতে এক শ্রেণীর প্রবৃত্তি আছে, সে গুলি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে আবশ্যক, কিন্তু সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পরিশোধিত হইবে। ক্রোধ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রভৃতি এই শ্রেণীর। বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি স্বার্থপরতার নানা আকার; ইহাদিগেরও সুফল আছে; কিন্তু অপব্যবহারই অধিক; ইহারাও উন্নতির স্রোতে শোধিত হইবে। এমন একটীও প্রবৃত্তি নাই যাহা কিছু পরিমাণে মঙ্গলের নিদান নহে। এমন দুই একটী প্রবৃত্তি আছে যাহার সদ্ব্যবহার অপেক্ষা অপব্যবহারই অধিক। একথা নিশ্চিত যে মনুষ্যসমাজে যে পাপরাশি দেখা যায় তাহা প্রবৃত্তিরই ফল নহে, প্রবৃত্তির অপব্যবহারের ফল।

যে প্রবৃত্তি গুলির কুফল কিছুমাত্র আছে, তাহাদিগের কথা বলা গেল। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের সুফলই প্রধান, কুফল আনুসঙ্গিক; এই কুফলের কারণ তাহাদিগের অপব্যবহার। মিল প্রবৃত্তিসমষ্টিকে নীতির শত্রু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; প্রবৃত্তিসমষ্টির মধ্যে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা, দয়া পরোপকারিতা, সহানুভূতি। যদি কেহ এ গুলিকে প্রবৃত্তি বলিয়া অস্বীকার করেন, তাঁহার ন্যায় লোকের কথা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রোজন! আর যদি স্বীকার করেন যে এগুলি প্রবৃত্তি, তবে তিনি স্বীকার করিলেন যে মানবহৃদয় দেবত্বের আবাস। কি আছে জগতে যাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষা মহত্তর? স্ত্রীহৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি অধিক বলবতী? স্নেহশূন্যমাতা আছে; চক্ষুঃহীন, মস্তিষ্কহীন, হস্ত পদহীন মনুষ্য আছে। মানবহৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি ভালবাসা অপেক্ষা অধিক বলবতী? এমন পিশাচ জগতে নাই যে ভালবাসার দাস নহে; যদি কেহ থাকে সে পীড়াগ্রস্ত, সে সুস্থ নহে। প্রাণের মূলে ভালবাসা, আশে পাশে পাপ। মানবপ্রকৃতির গূঢ়স্থানে ভালবাসা। এ ব্যক্তি দস্যু, হন্তা, পামর; এব্যক্তি পুত্র, এব্যক্তি পিতা, এব্যক্তি স্বামী, এব্যক্তি ভ্রাতা। ইহার হস্তে শোণিত, ইহার চক্ষে জল। ইহার বুদ্ধিতে নরক, হৃদয়ে স্বর্গ। এপিশাচ, এ দেবতা। উহার পিশাচত্ব মরণশীল, উহার দেবত্ব অমর। উহার দস্যুবৃত্তি কাড়িয়া লও, মরিল না; উহার পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাই ভগিনী কাড়িয়া লও, মরিল। এ দস্যুবৃত্তিতে বাঁচে না, ভালবাসিয়া বাঁচে। এ যে বাহুতে রক্তপাত করে, সেই বাহুতে পিতামাতাকে প্রণাম করে, স্ত্রীকে, পুত্রকে আলিঙ্গন করে। রক্তপাত না করিয়াও থাকিতে পারে; আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না. উহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; যে পাপের সাগরে এ নিমজ্জিত তাহাতে উহার দৈবত্ব মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। মানবহৃদয়ে আর সকলই মরণশীল, ঐ টুকু, ভালবাসাটুকু অমর। কয়জন আছে যে ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসার বশীভূত নহে? যে ক্রোধের জন্য, বিদ্বেষের জন্য, অর্থলালসার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহার প্রাণ খুলিয়া দেখ ভালবাসার সমুদ্র, ক্রোধের বিন্দু, বিদ্বেষের বিন্দু; এ ভালবাসিয়া বাঁচে, হিংসা করিয়া খেলা করে; ভালবাসা প্রাণ, হিংসা ক্রীড়া, হিংসা না করিলেও, রাগ না করিলেও, করিতে পারে, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ হইতে দূরে লইয়া অরণ্যে মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও, গাছপালা ভাল বাসিবে, পশু পক্ষী ভাল বাসিবে। কোন লোকের হৃদয় খুলিয়া দেখ, ভালবাসার সাগরের উপরে নিকৃষ্টভাব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কি নাই যাহার হৃদয় শুষ্ক, ভালবাসা রহিত? কেহ কি নাই যাহার হৃদয় পাপে ভরিয়াছে, বিষে ছাইয়াছে? আছে; সমাজে পিশাচ আছে; দেবতাও আছে। নিরো সমাজের; খ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, ইহারাও সমাজের। একেবারে পিশাচ দুই এক জন; সকলেরই হৃদয়ে দেবভাবের রাশি।

(ক্রমশঃ) —— Vide P. 272.

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সাধারণ অধিবেশন।

বিগত ৫ই অক্টোবর ১৮৭৯, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে মির্জাপুরষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একটী সাধারণ সভা হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু—সভাপতি।
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব।
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত।
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু।
,, ,, গুরুচরণ মহলানবীস।
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী।
,, ,, কৃষ্ণকুমার মিত্র।
,, ,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, ,, দুকড়ি ঘোষ।
,, ,, ফনীন্দ্রমোহন বসু।
,, ,, হরকুমার চৌধুরী।
,, ,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
,, ,, কালীশঙ্কর সুকুল।
,, ,, কেদারনাথ রায়।
,, ,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিগত সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ সভার নিম্ন লিখিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল:—

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৭৯ সালের জুলাই অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ. মন্দিরের একটী নূতন আদর্শচিত্র (plan) প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্রকে কমিটী হইতে অনুরোধ করা হয়। এই মহোদয় বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত চিত্র ও তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে মন্দিরের আভ্যন্তরিক পরিমাণ দীর্ঘে ৭৩ ফিট (শব্দশ্রবণের সুবিধা বিধানার্থ স্থলবিশেষে ৭৬ ফিট) এবং প্রস্থে ৪:।। ফিট হইয়াছে। এই দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু চিত্র সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচিত হওয়া আবশ্যক বোধ হওয়ায়, আপাততঃ (plinth) বুনিয়াদ পর্য্যন্ত গাঁথা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই কার্য্য সমাধা করিবার ভার অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। উক্ত বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া অল্প কাল মধ্যে আবশ্যক মত ইষ্টক ও চূর্ণ প্রভৃতি উপকরণ সংগৃহীত করিয়াছেন এবং রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি লোক জন ঠিক করিয়া বুনিয়াদ পত্তনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্যতর সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মন্দিরের ভূমি পরিমাণ, নক্সা ও এষ্টিমেটের জন্য সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক অনেক পরিশ্রম ও সময়ব্যয় স্বীকার করেন। অতএব মন্দিরের সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তজ্জন্য বাবু দীননাথ সেন, বাবু নীলমণি মিত্র ও বাবু ভগবানচন্দ্র বসুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। মন্দিরনির্ম্মাণ ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৫০০ টাকা স্বাক্ষরিত ও ১২৩৭।।৶০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৮৪০/১০ টাকা হস্তে স্থিত রহিয়াছে। বিল্ডিং ফণ্ডের সাহায্যার্থ অমৃতসরের সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিদিয়া মহোদয় নিজহইতে এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকজন প্রধান পদস্থ লোকের সহিত একত্র হইয়া অমৃতসর হইতে আর ১৩০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার সহকারী অনারারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর, অনারারি মাজিষ্ট্রেট মান মহম্মদ জান এবং অনারারি আসিষ্টাণ্ট কমিসনর আগা কালিব খাঁ বাহাদুরকে কমিটী হইতে আন্তরিক বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে। এত দূরস্থান হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁহারা যেরূপ সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আশার অতীত বলিতে হইবে। গয়ার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজবহির্ভূত ধর্ম্মোৎসাহী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য অর্থ দাতৃগণ ও অর্থসংগ্রাহক উভয়েই ধন্যবাদার্হ। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে আরও যে সকল উদার ও সদাশয় ব্যক্তি মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য অর্থদান ও অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কমিটী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যাহাতে তাহা অবিলম্বে সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে, তজ্জন্য কমিটী ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয় মাত্রেরই নিকটে বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের প্রার্থনা করিতেছেন। যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা যাহাতে শীঘ্র হস্তগত হয়, এবং আবশ্যক মত আরো অধিক টাকা যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার জন্য আমরা আশান্বিত হইয়া রহিয়াছি; ভরসা করি ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী বন্ধুগণ এ বিষয়ে আমাদিগের আশা পূর্ণ করিবেন।

ধর্ম্ম প্রচার—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইতিপূর্ব্বে ঢাকা হইতে এক মাসের অবসর লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন ও ইহার সন্নিহিত কয়েক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়া যান। গত আগষ্ট মাসে তিনি পুনরায় অবসর লইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত ত্রিপুরা জেলায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহার প্রচার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ এই:—

ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় সমাজের উপাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও স্থানীয় লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীনাথদেবের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন করেন। "আর্য্যধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বল" বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে বহু লোক উপস্থিত হন। তাঁহার উৎসাহে একটী নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহাতেও বহু লোক যোগদান করেন। কমিল্লার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ:—

১৩ ই আগষ্ট বুধবার—ধ্রুবের জীবনচরিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন, প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

১৪ ই আগষ্ট—স্থানীয় সমাজের সাংবৎসরিক উপলক্ষে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করেন, প্রতিবারে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

১৫ ই আগষ্ট „—পুরাণ হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎশ্রবণার্থ অনেক প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুগণও উপস্থিত হন।

১৬ ই „—গবর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেন, প্রায় ৪০০০ ছাত্র সমাগত হন।

১৭ ই „—প্রাতে 'যদুবংশের পতন' বিষয় বক্তৃতা করেন, ৫০০ শতেরও অধিক লোক উপস্থিত হন। রাত্রিতে সামাজিক উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৮ ই „—শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল সিংহের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন।

১৯ এ „—বিশ্বাস বিষয়ে বক্তৃতা করেন, প্রায় ৪০০ শ্রোতা উপস্থিত হন।

২০ এ ,,—বিশেষ উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ২১ এ আগষ্ট কমিল্লা পরিত্যাগ করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন দুই মাসের অবকাশ লইয়া দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। তিনি একটু সুস্থ হইয়াই স্থানীয় সমাজ ও নিকটবর্ত্তীস্থানে উপাসনা করিতেছিলেন। কটক সমাজের সম্পাদক তাঁহাকে উড়িষ্যায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি লইয়া ২২ এ জুলাই কটকযাত্রা করেন। কটকসমাজেও কয়েকটী পরিবারমধ্যে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা এবং জাতীয়প্রকৃতিবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। কটকের ছাত্রগণ একটী উপাসনাসভা স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তাহার সহকারিতা করেন এবং তদুপলক্ষে প্রারম্ভিক বক্তৃতাও করেন। তিনি কটক হইতে কেন্দারা পাড়ায় গমন করিয়া কয়েক স্থলে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। কেন্দারা পাড়া হইতে পুরীতে গমন করেন। পুরীতে প্রচারক মহাশয় ২৩ এ আগষ্ট দিবস ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন, ডাক্তার বঙ্কবিহারী গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরীতে পূর্ব্বে কোন সভায় এত শ্রোতা ও স্থানীয় প্রধান লোকের একত্র সমাগম হয় নাই। পুরী হইতে তিনি বালেশ্বরে গমন করিয়াছেন। তথায় দৈনিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া বিশ্বাস ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ২০ এ সেপ্টেম্বর তত্রত্য ইংরাজী স্কুলে বেদ ও উপনিষদ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, সভাস্থলে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মে মাসের শেষে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। তিনি বাঁকীপুর, আগরা, টুণ্ডলা প্রভৃতি স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা ও মন্দিরনির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ১১ই জুন লাহোরে উপস্থিত হন। লাহোরের মন্দিরে উপাসনা ও তত্রত্য বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংরাজী ও বাঙ্গলায় কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া অমৃতসরে যান। অমৃতসরেও তদনুরূপ কার্য্য করেন এবং তত্রত্য প্রধান লোকদিগের বিশেষ সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করেন। অমৃতসর হইতে পুনরায় লাহোরে আসিয়া কিছুদিন প্রচার কার্য্য করেন। তৎপরে মুলতানে গিয়া অবস্থিতি করেন। তথায় Lifting power of faith' বিষয়ে যে ইংরাজী বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে বহুলোক সমাগত হন এবং বক্তৃতাটী শ্রোতৃবর্গের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। তিনি তত্রত্যসমাজে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং আরো কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া হাইদ্রাবাদে গমন করেন। হাইদ্রাবাদে তিন নাবল রাও প্রভৃতি কয়েকটী ব্রাহ্মের ধর্ম্মানুরাগ ও সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। হাইদ্রাবাদে একটি শিখ উপাসনালয়ে হিন্দীতে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, তাহাতে শ্রোতৃগণ অভিনিবেশসহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করেন।

তিনি করাচীতে কয়েকদিন থাকিয়া বাষ্পীয়পোতযোগে ২৯এ আগষ্ট বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন। তথায় তিনি যে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে অনেক লোক ঔৎসুক্যসহকারে সমাগত হন এবং শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বোম্বাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ গমন করেন। তথায় ভোলানাথ সরাভাই নামে একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম বহুগোষ্ঠিসহিত তাঁহার উপসনায় যোগ দেন এবং বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই মহাত্মার ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তিনি যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এংফিনিষ্টন কলেজের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া শিক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, কলেজের অধ্যক্ষ তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনা সমাজের উপাসনার দিবসে তিনি উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আমেদাবাদ অবস্থিতিকালে বরদায় সার টি মাধবরাও তাঁহাকে রাজকীয় অতিথিরূপে আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বানে এবং বরদাসমাজের সভ্যদের অনুরোধে তিনি বরদায় গমন করেন এবং দুই দিন ইংরাজীতে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। সার মাধব রাও তাঁহার প্রতি যেরূপ সৌজন্য ও সমাদর করিয়াছেন, তাহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। অতঃপর সুরাটে গমন করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য এবং জলপাইগুড়িতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ২২এ আগষ্ট যাত্রা করেন। সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি ও সিলিগুড়িতে তিনি যে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন, তৎশ্রবণে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হন এবং সকলেই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন।

তত্ত্বকৌমুদী—এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গত ১লা শ্রাবণ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী অনেকসময় অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, ইহাঁর হস্তে পত্রিকা যেরূপ নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে, তাহা বিশেষ সন্তোষকর। তত্ত্বকৌমুদীর প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য একটী সব-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার সভ্য এবং নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক।

পুস্তক প্রচার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সমাজ অনেক গুলি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপাততঃ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। এ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মোন্নতিসাধক এবং ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা-জ্ঞাপক কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসুর

উপর এই কার্য্যের প্রধান ভার অর্পিত হইয়াছে। সম্পাদকের উপর আগামী বর্ষের ব্রাহ্মপঞ্জিকা (Brahmo Almanack) ইংরেজীতে প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক বিবরণ যতদূর সাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রস্তুত করিবার জন্য একটী সব-কমিটী স্থাপিত হয়; পূর্ব্ব ত্রৈমাসিক বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কমিটী ইতিমধ্যে মফস্বলের কয়েকটী সমাজহইতে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরাপর সমাজ তাঁহাদিগের প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ করিবেন আশা করা যায়।

পুস্তকালয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে এ পর্য্যন্ত ১১৭ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবচন্দ্র দেব ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ কিছু অর্থ সাহায্যদান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মা এফ ডবলিউ নিউম্যান ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৮ টাকা প্রেরণ করেন। এই টাকা পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ খণ্ড পুস্তক দান করিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে গৃহীত হইবে।

এজেণ্ট—নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্টের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেনঃ—

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—হাজারিবাগ।
মাধুরাও বিশ্বনাথ—সুরাট, পোষ্টমাষ্টার।
এম বুচিয়া পাণ্টালু—মান্দ্রাজ।
মহিপৎরাম রূপরাম ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল—আমেদাবাদ
নাগুভাই দাজীভাই পাটেল—বরদা
হরগোবিন্দ দ্বারকাদাস, ইন্‌স্পেক্টর—বরদা

পদ্মহাস এষ্টেট—নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ, পরলোকগত পদ্মহাস গোস্বামী মহাশয়ের স্মরণার্থ উক্ত সমাজের উপাসনাগৃহের সন্নিহিত ১৫০ বিঘা পরিমাণ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া 'পদ্মহাস এষ্টেট' নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে কয়েকজন ট্রষ্টি মনোনীত করিবার ভার দিয়াছেন।

গত ৩ মাসের মধ্যে যে সকল মহাশয়গণ ড্রাফ্‌ট ট্রষ্টডিড্‌ এবং প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদিবিষয়ক নিয়মাবলীসম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, পরে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা যাইবে।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে উপরিউক্ত কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পঠিত হইলে বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর প্রস্তাবে ও বাবু কেদারনাথ রায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে তাহা গৃহীত হইল।

বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, আয় ব্যয়ের হিসাবসহ সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য ও ঋণের হিসাব অধ্যক্ষ সভার প্রতি ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত করা হয়। প্রথম হিসাবে সমস্ত বৎসরের বিবরণ থাকিবে।

বাবু শিবচন্দ্র দেবের প্রস্তাবে ও বাবু দুকৌড়ি ঘোষের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে কয়েকজন ভদ্রলোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। আগামী বারে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইবে।

বাবু কেদারনাথ রায়ের প্রস্তাবে ও বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে বাবু হৃদয়মোহন বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলা হইল যে ভূমি, গৃহসামগ্রী ও বহিঃপ্রাচীরের ব্যয় ভিন্ন কেবল উপাসনাগৃহের জন্য প্রায় ১৫০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সভার গ্রহণ জন্য উপস্থিত করেন। এই নিয়মাবলীর যে পাণ্ডুলিপি হইয়াছিল তাহার কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তনের কারণ উল্লেখ করেন। প্রচারকদিগের শ্রেণী বিভাগ, অনেক সভ্যের মতে অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছেঃ—

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর ৩৫ শ নিয়ম, প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মের দ্বিতীয় নিয়ম হয়।

প্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য সব-কমিটী দুই বৎসরের জন্য হইবে—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ পোষকতা করিলেন এবং বাবু কালীশঙ্কর সুকুল সমর্থন করিলেন যে উক্ত সব-কমিটী এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। অধিকাংশের মতে এই সংশোধিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল এবং উমেশ বাবুর প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় উল্লিখিত নিয়ম কয়েকটীর মধ্যে অষ্টম নিয়মটী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসুর পোষকতায় এবং ৩৫শ নিয়ম বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল। অবশিষ্ট সকল গুলি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী)।

১। সচ্চরিত্র, উপাসনাশীল ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি প্রচারক বলিয়া নিযুক্ত বা প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

৩। প্রচারসভা নামে একটী সভার হস্তে, প্রচারার্থী সকল নির্ব্বাচন, তাঁহাদিগের পাঠ্য, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নির্দ্ধারণ এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যক নিয়ম ব্যবস্থাপনের ভার থাকিবে, এই সভা সর্ব্বদা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

৪। প্রচারসভা ২ বৎসরের নিমিত্ত সংগঠিত হইবে। যে বৎসর প্রচারসভা সংগঠন করিতে হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সেই বৎসর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সভা সংগঠন করিবেন।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রচারসভার সভ্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

প্রচারকদিগের শিক্ষা প্রণালী।

৬। দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রচারার্থীদিগকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দান করিয়া প্রস্তুত করা হইবেঃ—(১) যাহাতে তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন, (২) যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন।

৭। প্রচারার্থীদিগকে অন্যূন এক বৎসরকাল ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে এবং অন্যূন এক বৎসর কাল প্রচারব্রতে প্রবেশার্থী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

৮। প্রচারার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে উত্তীর্ণ হইলে এবং অন্য প্রকারে প্রচারসভার নিকট আপনাদিগের উপযুক্ততার পরিচয় দান করিতে পারিলে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের পর উক্ত সভা তাঁহাদিগকে প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী (Probationer) বলিয়া নিযুক্ত করিবেন। প্রবেশার্থীদিগের কার্য্য, শিক্ষা ও চরিত্র সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে প্রচারক সভা তাঁহাদিগকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাব করিবেন।

৯। প্রবেশার্থী বা শিক্ষাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান, তাহার পরিবর্ত্তন বা রহিত করা আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১০। প্রচার সভা কোন ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহার নিয়োগের নির্দ্দিষ্ট সময় প্রকাশ্যরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন। নিয়োগার্থী সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ ও আবশ্যক মতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ বিষয় স্থির করিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন দিবার এবং নিয়োগ করিবার দিবসের মধ্যে ন্যূনকল্পে দুই মাসের ব্যবধান থাকিবে।

১১। আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন প্রচারককে কোন বিশেষ স্থান বা বিভাগের ভার নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রদান করিয়া তথায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১২। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি বা অনুমোদন ক্রমে প্রচারকগণ প্রচারব্যতীত কল্যাণকর বা দেশহিতকর অন্যবিধ কার্য্যেরও ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩। চরিত্রদোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচারকার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

১৪। এ প্রকার নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত প্রচারকের আত্মসমর্থনজন্য যথোচিত সুযোগ প্রদান করা হইবে। কোন প্রচারকের পদচ্যুতিবিষয়কপ্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরবর্ত্তী দুই অধিবেশনে সমর্থিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই দুই অধিবেশনর দ্বিতীয়টী, মূল প্রস্তাব যে অধিবেশনের দিবস গৃহীত হইবে, তাহার অন্যূন তিন মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

১৫। বিশেষ স্থলে কার্য্য নির্ব্বাহকসভা প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগবিষয়ক নিয়মাবলীর প্রয়োগসম্বন্ধে ব্যতিক্রম করিতে পারেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন।

১৬। কার্য্যনির্ব্বাহকসভা অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদনক্রমে প্রচারসভা সময় সময় পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর সহিত অসংলগ্ন না হয়, এ প্রকার অবান্তর নিয়মসকল প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রীমহাশয় গত শুক্রবার কলিকাতা আসিয়াছেন। বোম্বাই হইতে আসিবার সময় তিনি জব্বলপুরে দুই দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেখানে ভারত সভার পক্ষ হইয়া তিনি এক বক্তৃতা করেন এবং বর্ত্তমান কালে রাজনৈতিক আন্দোলন যে একটী শুভচিহ্ন তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এখন বালেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সেখানে বেদ ও উপনিষদসম্বন্ধে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে বহু সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বালেশ্বর সমাজের সম্পাদক মহাশয়

আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে রামকুমারবাবুর অবস্থানে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

সিলং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের বাবু রজনীনাথ রায় এবং কলিকাতার বাবু রামচন্দ্র ঘোষ প্রচারপ্রণালীর নিয়মসম্বন্ধে মত পাঠাইয়াছেন।

কোন ভদ্রলোক আহামাবাদ হইতে বম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমনে এখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, শিক্ষিতগণ তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অতি অল্পকাল এখানে অবস্থিতি করেন। এই কালের মধ্যে সকলের মনে একটী গভীর তৃষ্ণার উদ্রেক করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সকলেই আশা করেন তিনি পুনরায় আগমন করিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা শান্তি করিবেন। তাঁহার স্বভাব সকলেরই চিত্তাকর্ষক; তিনি যুবকদিগের সহিত মিশিতে বিশেষ ভালবাসেন এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্যবোধ উদ্বোধিত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেঃ মহীপতরাম রূপরাম—আহামাদাবাদ।
মেঃ নাথুভাই ডোগিভাই পাতিত } বরদা
মেঃ হরগোবিন্দ দাস, দ্বারকাদাস }

যে সমুদয় ব্রাহ্মিকা বাহিরে বসিতে ইচ্ছা করেন, কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহাদের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কয়েকজন মহিলা নিয়মিতরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিতেছেন।

প্রেরিত।

উপাসনাপ্রণালী।

সাহেবেরা, খ্রীষ্টানেরা যাহা কিছু করেন, সে সকলই যে ভাল, সে সকলই যে অনুকরণীয়, সাহস করিয়া একথা বলিতে পারা যায় না। যাহা ভাল তাহার অনুকরণে কোন দোষ নাই সত্য, কিন্তু "এটী সাহেবেরা করেন" "ওটী আমার গুরু করেন" অতএব "উহা অবশ্যই ভাল, অনুকরণীয়" এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া বাস্তবিক কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী অনুকরণীয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার লোক আমাদের মধ্যে অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। অদ্য আমরা অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কোন কিছু না বলিয়া উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি, সাধণ ব্রাহ্মেরা এবিষয়ে একটুকু চিন্তা করিয়া বিহিত উপায় অবলম্বন করেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(১) সঙ্গীত। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে কোন্ সঙ্গীতটী কোন্ সময়ে গায়িতে হইবে তাহা গায়কদিগকে আদেশ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টানদিগের ভজনাতেও এই নিয়মটী প্রচলিত আছে এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই স্থান হইতেই এটা অনুকরণ করিয়াছেন। এ নিয়মটী বাস্তবিকই কি ভাল? ইহাদ্বারা গায়কদিগের ইচ্ছা ও রুচির কি বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না? ফরমাইস অনুসারে সঙ্গীত করা অপেক্ষা গায়কের নিজ ইচ্ছা ও মনের ভাবানুসারে সঙ্গীত করা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে? যদি বল, কোন্ সঙ্গীতটী কোন্ সময়ের উপযোগী তাহা গায়কেরা বুঝিতে পারেন, এই জন্য আচার্য্য তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু কথা এই, কোন্ সময়ে কোন্ সঙ্গীত উপযোগী, এজ্ঞান যাহার নাই তাহাকে উপাসনার সময়ে গায়ক রূপে নির্দ্দিষ্ট করা অপেক্ষা না করাই কি অধিকতর শ্রেয় নহে? যদি বল, যে সঙ্গীতটী হইবে উপাসকেরা সঙ্গীতপুস্তক দেখিয়া সেটী সহজে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য সঙ্গীতের প্রথমাংশটুকু কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে বলিয়া থাকেন, ইহা গায়কের স্বাধীনতা হরণ বা তাঁহার ইচ্ছা ও ভাবের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নহে। কিন্তু ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, ঐ কার্য্য ভারটী আচার্য্যের হস্তে না দিয়া গায়কের হস্তে দিলে কি সর্ব্ব দিক রক্ষা হয় না।

(২) গায়ক নির্দ্দেশ। যত নিস্তব্ধভাবে, যত গম্ভীর ভাবে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল, ফলপ্রদ। কিন্তু গায়কদিগের স্বরের যতই কেন একতা থাকুক না, দুই তিন জনে একত্রে গায়িলে কখনই সে ভাব রক্ষা হইতে পারে না। আদিসমাজে যখন বিষ্ণু একক গাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কত লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কত লোকের জীবন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন সেখানে ৩।৪ জনে একত্রে গাইয়া থাকেন সুতরাং তাহাদের চ্যাঁভ্যাঁয়ের জ্বালায় উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি উপাসনার সময় ৩।৪ জনের পরিবর্ত্তে এক জন ভাল গায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিলে কি ভাল হয় না?

(৩) সমস্বরে প্রার্থনা বা পাঠ। এ আবার কেন? পাঁচ জনে একত্রে সঙ্গীত করিলে যে দোষ, ইহাতেও ঠিক সেই দোষ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মনের একাগ্রতা ও স্থিরতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কখনই প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। আরও আশ্চর্য্য এই, প্রার্থনা বা পাঠের সময়ের মধ্যে উপাসকদিগকে দণ্ডায়মান হইতে হয়। ইহার কারণ কি? উপাসকদিগের তন্দ্রা বা নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেওয়াই কি ইহার উদ্দেশ্য? "খ্রীষ্টানেরা এরূপ করিয়া থাকেন, অতএব ইহা অবশ্যই ভাল" ইহাই কি ইহার স্বপক্ষে যুক্তি?

(৪) প্রার্থনা। উপাসনাকালীন আচার্য্যের প্রকৃত বা সরল প্রার্থনার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ আচার্য্য ও উপাচার্য্যেরা এরূপভাবে প্রার্থনা করেন যে, হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাদের

পাপের জন্য, অভাবের জন্য তাঁহারা সত্য সত্যই ঈশ্বরের নিকট রোদন করিতেছেন, কিন্তু একটুকু বিশেষ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সে প্রার্থনা হৃদয়ের প্রার্থনা নহে, তাহা কেবল "সাধা" প্রার্থনা মাত্র। এরূপ "সাধা" প্রার্থনার পরিবর্ত্তে সরলভাবে প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক আচার্য্য ও উপাচার্য্যের কি কর্ত্তব্য নহে?

(৬) সংস্কৃত শ্লোকপাঠ। উপাসনাকালে প্রায় সকল ব্রাহ্মসমাজেই ২। ৪টী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করা হয়। ইহার কারণ কি? সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ না করিলে ঈশ্বর কি আমাদের উপাসনা গ্রহণ করেন না? আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাঙ্গালা ভাষায় যেমন আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি এমন আর কিছুতেই নহে। তবে মিছামিছি আমাদের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক প্রবেশ করিয়া তাহাকে অধিকতর কঠিন করা হয় কেন? কেশব বাবু পূর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোকের মায়াত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আবার গ্রহণ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কৃত শ্লোকের গোঁড়া বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আর এ সকল বিষয় সম্বন্ধে অনুকরণ করিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় আমাদের উপরে কেহ রাগ করিবেন না।

উপসংহারে আমাদের প্রার্থনা এই, উপরে যে সকল বিষয়ের ত্রুটি প্রদর্শন করা হইল, তদ্বিষয় লইয়া সকল ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেন একটুকু চিন্তা করিয়া দেখেন।

যমুনীয়া
৬ঠা জুন ১৮৭৯

শ্রীভগবতীচরণ দে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু বেণীমাধব মল্লিক, ঢাকা	৩৲
,, রামরতন দত্ত, সয়েদপুর	৩৲
,, কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	১৲
কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজ	৩৲
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর	৩৲
মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ	৬৲
বাবু দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ	৩৲
,, হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ	৩৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৩৲
,, নলিনীসুন্দরী, ভবানীপুর	৪৷৹
,, ভুবনমোহন দাস, ঐ	৪৷৹
,, কুড়ণচন্দ্র মল্লিক, ঐ	১৲
,, প্রসন্নকুমাররায়চৌধুরী ঐ	৩৵৹
মিসেস উইল্স ঐ	২।৹
বাবু ফকিরদাস রায় ঐ	১৷৹
,, শ্রীনিবাস ঘোষ, ঐ	২।৹
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	১৲
,, K. M. Banerjya Esqr	২।৹
,, চারুচন্দ্র মিত্র, এলাবাদ	৬৲

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta October 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১৬ই, কার্ত্তিক শনিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲

একখানা অর্ণবপোত একদা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর দিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে একদিন অত্যন্ত সুবাতাস হওয়াতে কাপ্তেন সাহেব গণনা করিয়া দেখিলেন যে, জাহাজ দ্বাদশঘণ্টাকাল মধ্যে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বকার গণনা ভুল হইয়াছিল; ষাট মাইল অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক জাহাজ ৩০ মাইল বিপরীত দিকে গমন করিয়াছে। এক প্রবল অন্তঃস্রোত এই বিপরীত গতির মূলকারণ। বাতাস দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যে জাহাজ অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু অন্তঃস্রোত যে তাহাকে সর্ব্বদা বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছিল ইহা নাবিকেরা অনুভব করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম জীবনেও এইরূপ অন্তঃস্রোত ও সুবাতাসের সমাবেশ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন ব্রাহ্ম অনেক দিন কোন একটী প্রসিদ্ধ সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া অনেক দিন অনেক ভাল কাজ করিলেন। যেখানে যাও সেইখানেই তাঁহাকে ঘর্ম্মাক্তকলেবর দেখিতে পাইবে; উপাসনালয়ে তিনি সর্ব্বাগ্রে গিয়া উপস্থিত হন; বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখিবে তিনি স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য ও সমাগত শ্রোতৃবর্গকে যথাস্থানে বসাইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। এইরূপ যেখানে যাইবে, সেখানেই তাঁহাকে কার্য্যে রত দেখিবে। এই ব্রাহ্ম হয়তো মনে মনে ভাবিতেছেন তাঁহার ধর্ম্মজীবন বিশেষ উন্নত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক যখন তিনি আপনার জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তখন দেখিতে পাইবেন যে সেখানে কেবল পাপের জঘন্যতা ও নীচতা।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ গৌরব এই যে, ইহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে কেহ মধ্যবর্ত্তী নাই। ব্রাহ্মসমাজ জন্মদিন হইতেই এই মহান্ সত্য শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। মনুষ্য আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই বিশেষ গৌরব বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সময়ে সকল ব্রাহ্মের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত যাহাতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের মধ্যে মনুষ্য বিশেষকে আনিয়া উহার বিশুদ্ধতা বিনাশ করিতে লেশমাত্র কৃতকার্য্য না হন। তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক গত ১লা কার্ত্তিকের পত্রিকায় মধ্যবর্ত্তিতামতের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। অদ্বিতীয় ঈশ্বরই ইহার প্রাণসর্ব্বস্ব। অন্যান্য উপধর্ম্মের ন্যায় ইহা অবতারবাদ স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের ব্যবধানে কোন ব্যক্তিকেই আনয়ন করেন না। এই দীনহীন মনুষ্য স্বয়ংই সেই সর্ব্বাধিপতি মহান্ পুরুষের সন্নিহিত হইতে পারিবে, এই ভাবটিই এই ধর্ম্মের প্রাণ। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ" জ্ঞাতব্য একমাত্র ঈশ্বরকেই জান, এই ধর্ম্মের এই সার উপদেশ। কিন্তু আমাদের দেশের কি দুরদৃষ্ট! এই একেশ্বরবাদ অধুনাতন কালের নহে, ইহার বীজপুরুষ সরস্বতীতীরবাসী প্রাচীন মহর্ষিগণ। ইহা একটী জ্ঞানের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন ইহা ভারতক্ষেত্রে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন জনসাধারণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ কেবল সাধারণে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। সুতরাং কেবল ইহাঁদেরই জন্য তৎকালে পুরাণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন সর্ব্বসাধারণে জ্ঞান প্রচারের সময় উপস্থিত। অনেকেই সূক্ষ্মধর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রকৃত অবসর বুঝিয়াই এই বেদবেদান্তপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের পুনর্ব্বার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, এই অর্দ্ধশতাব্দির মধ্যেই ইহাতে পৌরাণিকভাব প্রবেশ করিল। যে খৃষ্ট মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে একেবারে ব্যবহিত করিয়াছেন, যিনি স্বয়ংই স্বহস্তে মনুষ্যের মুক্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি কোন কোন ব্রাহ্মের ইচ্ছা যে, সেই খৃষ্ট এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ স্থান পান। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই দলের অধিনায়ক।"

জগতে সুখের ভাগ অধিক না দুঃখের ভাগ অধিক?

ঈশ্বরের কৌশল ও ইচ্ছা বুঝিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই। তাঁহার জগৎকৌশল বিচার কে করিবে? তিনি স্রষ্টা আমরা সৃষ্ট, তিনি অনন্ত, আমরা অন্তবৎজীব,

আমরা পরিমিত সৃষ্ট, স্রষ্টার কৌশল কি প্রকারে সম্যক্ বুঝিব? যাঁহারা ঈশ্বরকে স্রষ্টা এবং আমাদিগকে তাঁহার সৃষ্ট জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, আমরা তাঁহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্রষ্টা স্বীকার করিয়াও জগৎকৌশলে জ্ঞান ও দয়ার সম্পূর্ণতা অস্বীকার করেন আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। জগতে সুখের ভাগ অধিক না দুঃখের পরিমাণ অধিক? আমরা অসঙ্কোচে ইহার উত্তরে বলি, সুখের পরিমাণ অধিক? দুঃখের সত্তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে দুঃখ কি প্রকার, তাহা প্রকৃত দুঃখ কি না এবং তাহার কারণ কি, তাহাও আমরা ক্রমে বিবৃত করিব।

স্থিরচিত্তে জগৎ কৌশল দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে স্রষ্টার অভিপ্রায় জীবের সুখ ও কল্যাণ। জগতে সৌন্দর্য্য এবং আমাদের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি; জীবের জ্ঞান এবং জগতে জ্ঞানের বিষয়; জীবের দয়া বৃত্তি এবং জগতে দয়ার পাত্র; জীবের প্রণয়ভাব এবং জগতে প্রণয়ের পাত্র এই সমস্ত যে মঙ্গলইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আর এক দিকে দয়া দেখ; আমরা কত সময়ে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাঁহাকে বিস্মৃত হই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন।

জগতে দুঃখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে দুঃখ কি প্রকার? কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে সংসার দুঃখের কারণ; আমরা তাহা বলি না। ইহা বলিলে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলভাবের অগৌরবই করা হয়। যদি সংসার দুঃখেরই আগার হইল, তবে ঈশ্বর সেরূপ সংসার সৃষ্টি করিলেন কেন? মনুষ্য সংসারে অসুখী হইবে জানিয়াও যদি তাহার প্রতিবিধান না করিলেন, তাহা হইলে হয় তাঁহার জ্ঞানের অভাব, নতুবা শক্তির অল্পতা অথবা দয়ার সংকীর্ণতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এ প্রকারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না। ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও দয়ার প্রমাণ না থাকিলেও তাহা স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়। কার্য্য দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও দয়া প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু মনুষ্যের দুঃখের সহিত পরমেশ্বরের অনন্তজ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দয়ার কি প্রকারে সমন্বয় হইতে পারে? এখন দেখা যাউক দুঃখ কি। বাহ্যবিষয়সম্বন্ধে মনের অবস্থা বিশেষকে দুঃখ বলা যায়। বাহ্যবিষয় মনকে যে পরিমাণে আসক্ত করে দুঃখের পরিমাণ সেই প্রকার হয়। তবে দুঃখ একটী আপেক্ষিক বিষয়। আমাকে যে পরিমাণে বাহ্য বিষয় আসক্ত করিবে আমি সেই পরিমাণে দুঃখ অনুভব করিব, তুমি যে পরিমাণে বাহ্যবিষয়দ্বারা আসক্ত হও তোমার দুঃখের পরিমাণ সেই প্রকার। বিষয় সুখেরও সেই প্রকার নিয়ম। অতএব এক জনের পক্ষে যাহা দুঃখ অথবা সুখ অপরের পক্ষে তাহা নহে। এক জন কৃপণের পক্ষে ধন সঞ্চয় করা সুখ, কিন্তু ব্যয় করা দুঃখ: কিন্তু এক জন বদান্য ব্যক্তির পক্ষে ইহার বিপরীত কার্য্যই সুখ অথবা দুঃখ। কেহ সামান্য কষ্টে ম্রিয়মান হয়, কাহারও ঘোর বিপদেও মন অটল থাকে; আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি সংসারের সামান্য ক্ষতিতে মুহ্যমান হয়, কিন্তু তপঃশ্রদ্ধানিরত ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি আনন্দ চিত্তে সংসারের তাবৎ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। নিন্দা প্রশংসায় কেহ হয়ত অবিচলিত থাকেন, কেহ হয়ত সামান্য নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, এবং প্রশংসা করিলে অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেহ আত্মীয়বিয়োগে আত্মহত্যা করেন, অপর ব্যক্তি অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্পন্দহীন থাকেন। মৃত্যুর স্মরণে কোন ব্যক্তির হৃৎকম্প হয়, কিন্তু অপরের পক্ষে মৃত্যুর কিছুমাত্র ভীষণতা নাই। এই সমস্ত ঘটনা জগতে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কেবল মনের আপেক্ষিক অবস্থামাত্র। বিধাতা মনুষ্যকে যে সমস্ত মহদ্গুণসম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে যে দেবপ্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্য আপনাকে সংসারের সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাতে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে যদি সেই প্রকৃতিকে হীনাবস্থায় লইয়া যায় তাহা হইলে সংসারের পরিবর্ত্তন তাহাকে বিচলিত করিবে সন্দেহ কি? আমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে পশুও হইতে পারি। আত্মার মহদ্গুণসকলকে বিকাশিত কর, লোকে যে অবস্থাকে দুঃখের অবস্থা বলে তুমি সেই অবস্থায় দুঃখ দেখিতে পাইবে না। আত্মার দেবপ্রকৃতিকে ম্লান করিয়া পশুভাব প্রবল কর, পদে পদে দুঃখ, পদে পদে ভয়, পদে পদে গ্লানি ভোগ করিবে।

জন ষ্টুয়াট মিল বলেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন তাহা হইলে তিনি সংসারে কষ্টের কারণ সকল কি দূর করিতে পারিতেন না? আমাদের শরীরকে তিনি ব্যাধিপ্রবণ কেন করিলেন? মৃত্যু যখন সকলেরই পক্ষে অপ্রিয় তখন মৃত্যুকে সম্ভব করিলেন কেন? তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সকলকে এপ্রকার করিয়াছেন যে মহামারী, ভূমিকম্প, ঝটিকা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া সহস্র সহস্র জীব বিনষ্ট হইতেছে; তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে এ প্রকার করিলেন কেন অথবা মনুষ্যকে তাহার উপর আধিপত্য করিবার শক্তি কেনই বা না দিলেন? অতএব হয় তাঁহার শক্তি পরিমিত নতুবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও দয়াময় নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃত দুঃখ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলনিয়মে দোষারোপ করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞান পরিমিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। বালক যেমন তাহার পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া তাঁহার কোন কোন কার্য্যকে নিষ্ঠুর মনে করে, কিন্তু যখন তাহার জ্ঞানোদয় হয় তখন সেই কার্য্যের সদভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়; আমরাও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কার্য্যের অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ জগতের সাধারণ নিয়ম যে পরমেশ্বরের মঙ্গলঅভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন না, কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই কেহ কেহ ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রতি সন্দিহান হন। এ সকল সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা যদি আরও নিগূঢ়রূপে বিবে-

চনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে যদি সাধারণতঃ পরমেশ্বর মঙ্গলনিয়মদ্বারা জগৎপালন করিতেছেন, তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহার বিপরীত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় কি? যদি বল তাহার মঙ্গল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদৃশীশক্তি ও তাদৃক্ জ্ঞান ছিল না। যে শক্তি জগতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য, যাঁহার এত শক্তি আছে তাঁহার কি আর কিঞ্চিৎ অধিক শক্তি থাকিতে পারে না? যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইল এবং ইঙ্গিতে ধ্বংস হইতে পারে, তিনি কি ইহার রক্ষার ভার লইতে পারেন না? যিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ তিনি কি জীবকেও পূর্ণ প্রকৃতি করিতে পারিতেন না? যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন তিনি কি আমাদিগকে চিরজীবী করিতে পারিতেন না? যিনি মৃত্যুর নিয়ম করিয়াছেন তিনি কি অমরত্বের নিয়ম করিতে পারিতেন না? যিনি রোগ নিবারণের ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি রোগ অসম্ভব করিতে পারিতেন না? তুমি বলিতেছ যে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নাই। জগৎকৌশল কি তাহাই প্রকাশ করিতেছে? জীবের অভাব ও জগতে তাহার প্রার্থিত বিষয়, জননী গর্ভে আমাদের উৎপত্তি, আমাদের অসহায় অবস্থা এবং মাতৃস্তনে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় ও মাতৃহৃদয়ে করুণা; আমাদের পরিণতাবস্থা ও জগতে তাহার আবশ্যক বিষয়; পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তি ও নানাবিধ ফল শস্য এবং তদুৎপাদক উত্তাপ ও রস সূর্য্য ও মেঘ, শিশির ও অন্ধকার—এইরূপ যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রতিক্ষণ নেত্রগোচর হইতেছে, ইহাও কি তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? জড়জগতে এই প্রকার দেখা যায়; আবার অধ্যাত্মজগতের বিচিত্র ব্যাপার সকল দেখ—আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, শোভানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা শক্তি এবং জগতে তাহার উপযুক্ত বিষয়—এই সকলও যদি স্রষ্টার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় তোমাকে আনিয়া না দিল তবে তিনি তোমার নিকট পরাস্ত হইলেন। তুমি বল সর্ব্বজ্ঞতা অস্বীকার করি না, কিন্তু সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁহার এত জ্ঞান দেখিতেছ তাঁহার আর একটু জ্ঞান যে থাকিতে পারে ইহা কেননা বিশ্বাস কর? তোমার জ্ঞান কি এত অধিক যে আর কিছু বুঝিবার অবশিষ্ট নাই, তোমার কি ভ্রম হইতে পারে না? তুমি তাঁহারই জ্ঞান লইয়া তাঁহার জ্ঞানের কি বিচার করিবে? তাঁহার নিকট মঙ্গলভাবের আদর্শ পাইয়া তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের কি বিচার করিবে? বিশ্বাস করিতে শিক্ষা কর। স্বর্গ মর্ত্তে অনেক ব্যাপার আছে যাহা তোমার বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের অতীত।

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে মনুষ্যকে পশুর ন্যায় করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনুষ্যকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন করিয়াছেন, তাহাকে নিয়তির অধীন না করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন; সেই জন্য মনুষ্য কখন কখন ভ্রমবশতঃ দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু একটী ভ্রম তাহাকে একটী সত্য শিক্ষা দেয়, একটী দুঃখ তাহাকে সুখের অসংখ্য উপায় বলিয়া দেয়। মনুষ্য যদি প্রকৃত পথ বুঝিতে পারে সে দুঃখকে কি গ্রাহ্য করে? উন্নত পবিত্র সুখ যে অন্বেষণ করে সে কি তৎসাধনকালের দুঃখকে দুঃখ মনে করে? পশুপ্রকৃতিকে যে জয় করিতে পারে নাই তাহারই দুঃখ, কিন্তু যিনি দেবপ্রকৃতির আভাস পাইয়াছেন, তাহার আর দুঃখ কোথায়? পশুপ্রকৃতির উপর জয়লাভ করিবার সময় কষ্ট ও দুঃখ হয়, কিন্তু সাধক তাহাতে ভীত হয়েন না, পক্ষান্তরে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করেন। আমি এক দিন রাত্রি জাগরণ করিতে পারি না, কিন্তু এক জন জ্যোতির্ব্বিৎ কত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত নিশীথের পর নিশীথ গ্রহনক্ষত্রের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি এক দিন নিরশন থাকিলে শরীর অবসন্ন হয়, কিন্তু তপস্বী ও ধর্ম্মার্থীরা সেই অবস্থায় কেমন প্রফুল্ল থাকেন? অতএব আমরা পশুপ্রকৃতিকে যত দমন করিতে পারিব, আমাদের দুঃখের পরিমাণ ততই হ্রাস হইবে এবং সুখের প্রস্রবণ ততই উন্মুক্ত হইবে। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এই যে আমরা পশুপ্রকৃতিকে জয় করিব, কিন্তু আমরা যদি তাহা না করিয়া কেবল দুঃখ ও ক্লেশের জন্য পরমেশ্বরকে দোষারোপ করি তাহা আমাদেরই অজ্ঞতা, এবং আমরাই সেই দুঃখের জন্য দায়ী।

প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের দুঃখের কারণ। বৎসরের ৩৬৫ দিবসের মধ্যে কয়দিন আমাদের সংসারে বাসের অনুপযোগী হয়? প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের জীবনের অনুকূল। ভূমিকম্প ও ঝটিকা, জলপ্লাবন ও মহামারী ঈশ্বরের কি মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে তাহা আমরা জানি না, বিজ্ঞান শাস্ত্র এই সকল ঘটনার অভিপ্রায় যত দূর স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ পায়। মনুষ্য ক্রমে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবিধান করিতে শিক্ষা করিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বিদ্যুৎকে বশীভূত করিয়াছে, ঝটিকার কাল গণনা করিতেছে, ব্যাধি সকলের অব্যর্থ ঔষধ সকল নিরাকৃত হইতেছে। যে সকল স্থানে ভূমিকম্পদ্বারা লোকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে, আমরা ইচ্ছা করিলেই সেই সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি। পরমেশ্বরের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শ্রবণ না করিয়া যদি আমরা সেই সকল বিপদজনক স্থানে বাস করি তজ্জন্য পরমেশ্বর দায়ী নহেন।

মনুষ্য মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু যদি সুখ ও উন্নতি, আনন্দ ও শান্তি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় এবং যদি তাহা ইহলোক ও পরলোকে সমানও হয়, তবে ইহলোকেই থাকি আর পরলোকেই থাকি তাহাতে কিছুই বিশেষ দেখা যায় না। ঈশ্বর-প্রাণ হইয়া যদি জীবন ধারণ করি তাহা হইলে স্থানের প্রভেদে আনন্দ ও শান্তির তারতম্য হইবে না। ইহ জীবনে যে আনন্দ ও শান্তি আরম্ভ হইল, এখানে তাহা কখনই পূর্ণ হইবে না, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য

আমাদিগকে জীবনান্তরে ও লোকান্তরে গমন করিতেই হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

শ্রীমদ্ভাগবত।

১

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত একটী অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর পদার্থ। ভাগবতগ্রন্থকার বাস্তবিক এক জন অতি গভীরহৃদয় লোক ছিলেন; তাঁহার দার্শনিক মত যত কেন ভ্রান্তিপূর্ণ হউক না, তিনি ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবনের অতি গভীরদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে অনুভব করা যায়, তাঁহার হৃদয় অতি গাঢ় সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। ফলতঃ ভাগবত একটী ভক্তিরসের সাগরস্বরূপ; ধীরশান্তমনে ভাগবত পাঠ করিয়া যান, দেখিবেন হৃদয় অভূতপূর্ব্বরসে আপ্লুত হইতে থাকিবে; গ্রন্থকারের ভাবতরঙ্গের অভিঘাতে পাঠকের হৃদয়েও তরঙ্গ উঠিবে, গ্রন্থকারের হৃদয়ের মধুরতা পাঠকের হৃদয়কেও মধুময় করিবে।

আমরা মধ্যে মধ্যে এই মনোহর উদ্যান হইতে কয়েকটী পুষ্প চয়ন করিয়া পাঠকদিগকে প্রীতি-উপহার দিব। অদ্য নিমিরাজার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক ও তৎসঙ্গে আমাদের কয়েকটী ভাব পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

সায়ম্ভুব মনুর বংশজ ঋষভ নরপতির এক শত পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমসকর ও ভাজন এই নয় জন মুনিব্রত গ্রহণ করেন। ইঁহারা পরমার্থতত্ত্ব ও সাধনবিষয়ে অতিশয় পারদর্শী হন; ইঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে অব্যাহত ভাবে জগতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহারা বিদেহরাজ নিমির সদনে উপস্থিত হইলেন। নিমি ব্রাহ্মণগণসহ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন; যোগীগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিধিমত তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন। বিদেহরাজ যোগীগণের পরমরমণীয়স্বর্গীয়কান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পারিষদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ভাগবত-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমি কহিলেন, 'যাহাতে তুষ্ট হইয়া ভগবান আশ্রিতদিগকে আত্মদান করেন আমাদের নিকট সেই ভাগবত ধর্ম্ম বর্ণনা করুন'। যোগীগণ এই প্রশ্নে পরম প্রীত হইলেন এবং প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভাগবতধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ভাগবতধর্ম্মের বিধি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এই কথোপকথনের সমুদয় কথা উদ্ধৃত করিব না; কয়েকটী কথামাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ কবি কহিলেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

"শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কিম্বা আত্মা দ্বারা, অথবা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করে তাহা ভগবান নারায়ণে সমর্পণ করিবে"। পাঠকগণ এই গভীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিবেন। সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরকে সমর্পণ করিতে হইবে, সমস্ত জীবন তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ভৃত্য হইতে হইবে। আমরা তো বলি আমরা তাঁহারই কার্য্য করি। মনুষ্যের যাবতীয় কর্ত্তব্য সমুদয়ই ঈশ্বরাভিপ্রেত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা কি বাস্তবিক তাঁহার সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করি? কেবল কার্য্য বিশুদ্ধ হইলে হইবে না, কেবল বাহ্যজীবন বিশুদ্ধ হইলে হইবে না, হৃদয়ে তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করিতে যত্নবান হইতে হইবে। ঈশ্বরের স্পষ্ট দাস হইয়া আমরা কিরূপে অন্য প্রভুর সেবা করিব? হৃদয় হইতে সংসারের আধিপত্য দূর করিতে হইবে; হৃদয় মধ্যে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত দেখিতে হইবে, এবং তাঁহার প্রীতিতে, তাঁহার সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া জীবনের সকল কার্য্য করিতে হইবে। প্রেমিক হৃদয়ও ইহাই চায়। যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে তাঁহার উচ্চতম বাসনা এই, চেষ্টা এই যাহাতে সমস্তজীবন সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরের হয়। তাঁহার বাহ্যজীবন পাপের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, "যে স্থান হইতে জীবন প্রবাহ সকল বহির্গত হয়" তিনি সেখানে ঈশ্বরের একাধিপত্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার হস্ত ঈশ্বরের কার্য্য করিবে, কিন্তু হৃদয় সংসারাসক্ত থাকিবে, তিনি ইহা সহ্য করিতে পারেন না। বাহ্যজীবন সদনুষ্ঠানপূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে আন্তরিক ঈশ্বরানুগত্যের অভাব দেখিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি কার্য্যের বিরোধী নহেন; অর্থোপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে সাংসারিকের সহিত, শুদ্ধনীতি-পরায়ণ ব্যক্তির সহিত বাহ্যতঃ তাঁহার কোন প্রভেদ নাই, তিনি এই সমুদয়কেই ঈশ্বরাভিপ্রেত, ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তি যে সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করে তিনি সে সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন না; তিনি সকল বিষয়েই প্রত্যক্ষরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে চান, এবং তাঁহার হস্ত দ্বারাই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন। সদনুষ্ঠান তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু, কিন্তু তিনি সৎকার্য্যের আধিক্যদ্বারা ধার্ম্মিকতার পরিমাণ করেন না: তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর-প্রীতি, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুগত্যদ্বারা ধর্ম্মজীবনের পরিমাণ করেন।

কবি পুনরায় কহিতেছেন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রানি রথাঙ্গপাণে
র্জন্মানি কর্ম্মানিচ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥

"এই নরলোকে ভগবান চক্রপাণির মঙ্গলকর জন্ম ও কর্ম্ম ও তদর্থক নাম ও গীত লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিবে ও নির্জ্জনে বিচরণ করিবে।" পাঠকগণ এই শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র গ্রহণ করিবেন। ভাগবতকার অবতারবাদী, তাই বলিতেছেন ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য যে সকল জন্মধারণ করিয়াছেন ও কার্য্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা গান করিবে। অবতারবিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অনুপম মঙ্গলভাবে প্রণোদিত হইয়া জগতে জন্মধারণপূর্ব্বক জগতের পরিত্রাণের জন্য নানা কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে সহজেই অনুভব করা যায়। আমরা অবতারবাদ মানি না, আমরা অবতারবাদের চিরবিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। কিন্তু এই মতের মধ্যে যে সত্যটুকু আছে তাহা কি আমরা ছাড়িতে পারি? আমাদের ঈশ্বর কিরূপ? তিনি কি জগৎসৃষ্টি করিয়া কতকগুলি অন্ধনিয়ম ও শক্তির উপর ইহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এরূপ বিশ্বাস একদিকে যেমন অযৌক্তিক—ঈশ্বরের পূর্ণভাবের বিরোধী, তেমনি আবার ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর; এরূপ বিশ্বাস যত দিন হৃদয়ে থাকিবে তত দিন হৃদয়ে গভীরপ্রেমের উদয় হওয়া অসম্ভব বোধ হয়। অবতারবাদের মধ্যে সত্য যেটুকু এবং যাহা আমাদিগকেও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা এই যে, ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন এমন নহে; তিনি সর্ব্বদাই জগতের জন্য কার্য্য করিতেছেন। এবিষয়ে অবতারবাদীর বিশ্বাস অপেক্ষা ব্রাহ্মের বিশ্বাস যে কেবল দার্শনিকভাবে বিশুদ্ধতর তাহা নহে, আধ্যাত্মিকভাবেও অনেক উচ্চতর। অবতারবাদী বলেন ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে জগতে জন্মধারণ করিয়া কার্য্য করেন; ব্রাহ্ম বলেন ঈশ্বর চিরদিন জগতের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন; আমরা দেখিতে পাই আর নাই পাই, তাঁহার মঙ্গলহস্ত জাতীয় ও ব্যক্তিগতজীবনে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; তিনিই পতিতজাতিকে উদ্ধার করিতেছেন, কলঙ্কপূর্ণ সমাজের কলঙ্ক ধৌত করিবার নানা উপায় বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেকের উন্নতির চিরসহায় হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন।

উক্ত শ্লোকটীর দার্শনিকভাগ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকভাগের বিষয় দুটী কথা বলিতেছি। প্রেমের সহিত সঙ্গীতের অতি নিকট সম্পর্ক; সঙ্গীত প্রেমিকহৃদয়ের স্বভাবজাত ফল, এবং সঙ্গীতই আবার হৃদয়কে বিগলিত করিয়া প্রেম-প্রবণ করে। হৃদয়ের শুষ্কতা, কঠিনতা দূর করিবার, সংসারদগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিবার, উদ্ধত হৃদয়কে বিনয়াবনত করিবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর অতি অল্পই আছে। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাদের পূর্ব্বসঙ্গীতপুস্তকের অভিধানপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোকটী দেখিয়া থাকিবেন; যিনি এই শ্লোকটী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তিনি গভীররূপে সংকীর্ত্তনের উপকারিতা অনুভব করিয়াছিলেন—

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে * * * সঙ্কীর্ত্তনং ॥

গ্রন্থকার আমাদিগকে ভগবানের কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিতেছেন। এরূপ সঙ্কীর্ত্তন আমাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল; মহিমাকীর্ত্তন সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী সঙ্গীত আছে তন্মধ্যে বাহ্যজগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্ণনাই অধিক; জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার মঙ্গলহস্ত যে সকল কার্য্য করিতেছে তাহার বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এরূপ বর্ণনা এরূপ কীর্ত্তনই সমধিক হৃদয় দ্রবকারক। নিজ জীবনে ঈশ্বরের অনন্তদয়া অনুভব করিলে হৃদয়ে যেরূপ উচ্ছ্বাস হয়, হৃদয়ের প্রীতি যেরূপ বর্দ্ধিত হয় আর কিছুতেই সেরূপ হয় না।

গ্রন্থকারের অপর দুটী কথার বিষয় আমরা কিঞ্চিৎ বলিব। গ্রন্থকার বলিতেছেন লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিবে। লজ্জা আমাদিগকে শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। সংসার খ্রীষ্টের সত্যপ্রিয়তাকে উপহাস করে। দুর্ব্বলহৃদয় সেই উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে মুখ লুকাইয়া রহিল, সংসারের বন্ধন কাটিতে পারিল না; ব্রাহ্ম তাহা উপেক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্মের দিকে আসিলেন; কিন্তু এখানেও তিনি লজ্জার আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না; তাঁহার স্বধর্ম্মীদিগের মধ্যেই এমন লোক আছেন যাঁহারা তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে উপহাস করেন, কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাসকে অতি সন্দেহের চক্ষে দেখেন। প্রেমিক হওয়া উচিত, ঈশ্বরকে প্রীতি করা উচিত ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু প্রেম পদার্থটী কি তাহা নিজের জীবনে অতি অল্পই অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং মানবজীবনে প্রেমের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন, ইহাকে অস্বাভাবিক বলেন। প্রেমোচ্ছ্বাস, প্রেমোন্মত্ততা তাঁহারা দেখিতে পারেন না। ভক্তি হৃদয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জীবনকে নিয়মিত করিবে, ইহা তাঁহারা অতিশয় আশঙ্কার চক্ষে দেখেন; ইহা তাঁহাদের নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ; জীবনকে ভক্তিস্রোতে ভাসাইয়া দিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ভয়। এই প্রকার লোকের উপহাস আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজেও আক্রমণ করে। এই প্রকার লজ্জা অতিক্রম করিবার জন্য অল্পবলের প্রয়োজন নহে। মনে করুন, আমার একটী গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে, সেটী প্রেম ও বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসপরিপূর্ণ; আমরা এরূপ হইতে দেখিয়াছি যে, পার্শ্ববর্ত্তীদিগের প্রকাশ্য না হউক আন্তরিক উপহাসের ভয়ে সেই সঙ্গীতটী গাওয়া হইল না, সুতরাং সেটী গান করাতে হৃদয়ের যে উপকার

টুকু হইত তাহাও হইল না। ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিকে চির-দিনই "বিলজ্জ" হইতে হইবে। ধার্ম্মিক হউন কিম্বা অধার্ম্মিক হউন কাহারো নিকট লজ্জিত না হইয়া হৃদয়ের স্বর্গীয় উচ্ছাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

শ্লোকটীর শেষ কথা "নির্জ্জনে বিচরণ করিবে।" যখন আত্মা নিয়মাধীন শুষ্ক কর্ত্তব্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সরস আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখনই নির্জ্জনতার সমধিক প্রয়োজন অনুভব করে। তখন আর নিয়মিত সাময়িক উপাসনাতে ইহা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কেবল উপাসনার সময়ে নহে, সর্ব্বদা হৃদয়নাথকে হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিব, তিনি হৃদয়ের প্রভু হইয়া আমার হস্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন, তিনি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমার ভ্রান্তি দূর করিবেন, আমাকে উৎসাহিত করিবেন এই বাসনা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ মধুময় জীবন লাভ করিতে হইলে দুই প্রকার নির্জ্জনতা আবশ্যক। প্রথমতঃ, নির্জ্জনে উপাসনার মধুরতা গভীররূপে অনুভব করিতে হইবে; এরূপ অনুভব করিতে হইবে যেন সেই আস্বাদন কার্য্যের সময়েও হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে। তাড়াতাড়ী শুষ্ক-ভাবে অথবা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র মধুরতা আস্বাদন করিয়া উপাসনা শেষ করিলে সংসার কোলাহল মধ্যে ঈশ্বরসহবাস লাভ এক প্রকার অসম্ভব এবং সম্ভব হইলেও তাহা হৃদয়-তৃপ্তিকর হয় না। উপাসনাকালে ঈশ্বর সহবাসের মধুরতা আস্বাদন করিলে হৃদয় সমস্ত দিন আয়াস ব্যতিরেকেই তাঁহার দিকে ব্যাকুলতার সহিত ধাবিত হইবে। এরূপ নির্জ্জন-সম্ভোগ দিনের মধ্যে একবার দুইবার হওয়া যথেষ্ট নহে; যত বার সম্ভব এই বিষয়ে সুবিধা অন্বেষণ করা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের নির্জ্জনতা এই, কার্য্যকালেও যাহাতে অনর্থক কোলাহলে হৃদয়ের স্থিরতা, গম্ভীরতা বিনষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত; যতদূর ধীর শান্ত ভাবে কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের গভীরতা অতি অল্প থাকে, আমোদ প্রমোদের আতিশয্য হইলে ইহার অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া যায়, অতএব সতর্কতার সহিত এরূপ আতিশয্য হইতে দূরে থাকা উচিত।

ঈশ্বরাদেশের অদ্ভুত রহস্য।

রবিবাসরীয় মিরার পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে "ডিভোশনাল" নাম দিয়া কতকগুলি উক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। পরমে-শ্বরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যে কথোপকথন হইয়া থাকে তাহাই ঐ সকল উক্তির আকারে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন পরমেশ্বরকে কি সংবাদ দিয়া-ছেন জানি না, কিছু দিন হইল পরমেশ্বর আমাদের প্রতি বিশেষ আক্রোশ প্রকাশপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিয়াছেন। আমরা "ওল্ড টেষ্টেমেণ্ট" নামক গ্রন্থে এবং কোরাণেই এরূপ ক্রোধের কথা পাঠ করিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালের মধ্যে পরমেশ্বরের এত রাগ আর দেখা যায় নাই। আমরা গত ২১ এ সেপ্টেম্বরের রবিবাসরীয় মিরার হইতে একটী অপরূপ ঈশ্বরীয় বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তৎপরে পরমেশ্বর সুমিষ্ট সম্বোধনে আশীষ পূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্যদিগকে বিদায় করিলেন এবং বলিলেন বিশ্বাস কর ও জীবিত হও।

তদনন্তর সহসা জগদীশ্বর এক প্রকাণ্ড বাত্যার ন্যায় পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িলেন এবং এক গভীর ও অন্ধকারপূর্ণ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেন;—সেখানকার ব্যাপার অতি বিভৎসজনক। দেখ, এই অন্ধকারগর্ত্তে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক গোপনে সম্মিলিত হইয়াছে এবং রাত্রিদিন খনন কার্য্যে ব্যস্ত আছে; অভিপ্রায় এই যে ঐ পর্ব্বত, তাহার উপরিস্থিত সমগ্র অধিবাসী সমেত পড়িয়া চূর্ণ হউক।

প্রতাপশালী মহারাজ তাঁহার রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত ঐ গুপ্ত শত্রুদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাদের প্রতি এইরূপ উক্তি করিলেন।

"ওরে পাষণ্ড, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, পানাসক্ত, কপট, সং-সারাসক্ত লোক সকল, সংশয়ী ও প্রবঞ্চক তোরা কম্পিত হ! কারণ আমি আজ তোদিগকে অগ্নিময় বাক্য সকল বলিব।

"তোরা চোরের ন্যায় আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিস এবং তোরা আত্মাসকলের বিনাশার্থে গুপ্ত ও ঘৃণিত ব্যবসায়ে রত আছিস। তোরা আমার পুত্র কন্যাদিগের হত্যাকারী এবং এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তোরা এই অন্ধকারগর্ত্তে অলক্ষিত ও অজ্ঞাত-ভাবে কার্য্য করিতেছিস।

তোরা কি ব্রাহ্ম? হাঁ তোরা আমার লোক বলিয়া পরি-চয় দিয়া থাকিস। তোরা ব্রাহ্মের আবরণ পরিয়াছিস এবং ভক্তের ভাব ধারণ করিয়াছিস? তোদের দলের মধ্যে আচার্য্য, প্রচারক, সাধু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছে। তোরা আমার প্রকৃত উপাসকদিগের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিস এবং আমার স্তুতি ও মহিমা গান করিয়া থাকিস। কিন্তু তোরা আমাতে বিশ্বাস করিস না। তোরা আমাকে দেখিস নাই এবং যাহারা দেখিয়াছে তাহাদিগকে উপহাস করিস। আমি তোদের প্রার্থনার সময় যখন সম্মুখে দাঁড়াই, তোরা বিরক্ত হইয়া বলিস 'আমরা তোমাকে জানি না'। তোদের মুখের প্রার্থনা তুষের ন্যায় উড়িয়া যায়, আমার কাছে পৌঁছে না। তোদের দৈনিক প্রণালীবদ্ধ প্রার্থনা (যাহা দশ কি পনর মিনিটের অধিক নয়) আমার বিরক্তিজনক, কারণ তাহাতে প্রকাশ পায়, তোরা আমার সঙ্গে থাকিতে কিরূপ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িস এবং প্রত্যহ আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিস। তোরা মুখে বলিস যে তোরা আমার বিশ্বাসী ও উপাসক; কিন্তু আমি যখন আমাকে দেখিতে ও আমার পরামর্শ শুনিতে বলি তখন তোরা হাস্য করিস। আমি প্রতিদিন তোদের অন্ত-

পান যোগাইয়াছি এবং আমি তোদিগকে যথাসর্ব্বস্ব আমার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তোরা সংশয়িতভাবে আমার সহিত বিতণ্ডা করিয়া বলিয়াছিস—আমরা তোমার পালনীরীতি বা বিধান মানি না। আমি তোদিগকে সম্পূর্ণরূপে আমার আজ্ঞার অধীন হইতে ও আমার আদেশ ভিন্ন কিছু না করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তোরা নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অনুসরণ করা শ্রেষ্ঠ বোধে তাহা করিস নাই। তোরা তোদের নিজের দেবতা। তোরা হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস না। তোরা যে কেবল আপনাদের আত্মাকে নষ্ট করিতেছিস তাহা নয়, অবিশ্বাস বিষপ্রয়োগ করিয়া তোদের প্রতিবাসীদিগেরও প্রাণ নষ্ট করিতেছিস। কত লোকে পূর্ব্বে আমাতে বিশ্বাস করিত এবং কেমন মিষ্ট প্রার্থনা করিত যাহা শুনিয়া আমি প্রীত হইতাম। কিন্তু হায়! কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ! তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস তোরা নষ্ট করিয়াছিস এবং তোরা দেশে অবিশ্বাসী ও পলায়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিস। ওরে কপটগণ! তোদের বিশ্বাসের ন্যায় তোদের চরিত্রও নিকৃষ্ট। তোরা গোপনে সুরাপান করিস এবং পশ্বাচারে আনন্দলাভ করিস। তোরা সুরা ও কুলটার নিকট বিক্রীত হইয়াছিস। তোরা মন্দিরে আমার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিস এবং প্রার্থনা শেষ হইলেই তোরা অগম্যস্থানে ও শৌণ্ডিকালয়ে পৈশাচ আচারার্থ গমন করিস। পানদোষ ও ব্যভিচারদ্বারা তোরা নিজ নিজ শরীর ও মন কলুষিত করিয়াছিস এবং এখনও তোদের অনুতাপের চিহ্ন দেখা যায় না। তোদের মধ্যে কেহ কেহ, যাহারা আজিও এতদূর যায় নাই, তাহারাও ইন্দ্রিয় সুখপ্রিয় এবং সুখাভিসক্ত হইতেছে এবং অপবিত্র হৃদয়ে স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিতেছে। তোরা বয়ে গিয়েছিস এবং আমার সমাজের অনেককে গোপনে বয়াইয়া দিতেছিস। যে স্থানে কার্য্যে কোন চরিত্র ঘটিত দোষ নাই সেখানেও আমি মহৎ বিপদ দেখিতেছি। যেখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত মিশিতে চাহিতেছে, আমি সেখানে ভাবী বিপদের বীজ নিহিত দেখিতেছি; বৈষ্ণব ও বামাচারীদিগের যেরূপ দশা ঘটিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তোদের আরও অনেক চরিত্রগত দোষ আছে; তোরা মিথ্যাবাদী, অসৎ, প্রতিহিংসাপ্রিয়, বিদ্বেষী ও নিন্দুক ইত্যাদি। এ সকলের জন্য তোদের কঠোরহৃদয়ে অনুতাপও নাই। এই কারণে আমি, তোদিগকে দমন করিব এবং ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত ও আধ্যাত্মিক এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগকে স্বতন্ত্র করিব। যে সকল পাপী অনুতাপিত কিম্বা যাহারা সবে উপাসকদলে প্রবিষ্ট তাহাদিগকে আমি তাড়াইব না বরং আমার আশীর্ব্বাদ তাহাদের প্রতি অর্পিত হইবে। কিন্তু তোরা, যাহারা ব্রাহ্ম বলিয়া ভাণ করিস, তোরা, কি স্থিতিশীল কি অগ্রসর, কি এদল কি ওদল, যে দলে থাকনা কেন, তোরা, যারা বড় পদে আসীন হইয়া নিজ অবিশ্বাসে উল্লাসিত আছিস, তোরা সাবধান। কারণ আমার প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের মানরক্ষার্থ কুলার বাতাস দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইবে, পাঠক ক্ষমা করিবেন। পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন এই সকল উক্তি যে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে তার প্রমাণ কি? "তোদের দলের মধ্যে আচার্য্য, প্রচারক, সাধু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছে" এই শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহাদ্বারা কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে? আদিসমাজে আচার্য্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছেন, কিন্তু প্রচারক নাই। তবে এরা কারা? উক্ত সংখ্যক রবিবাসরীয় মিরারখানি যখন আমাদের হস্তগত হয়, তখন আমরা এক এক পংক্তি পাঠ করিয়াছি এবং অট্টহাস্যে উদরের অন্ত্র পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়াছে। হাসিবার কারণ কি? আমাদের হঠাৎ একটী গল্প মনে পড়িয়াগিয়াছিল। সে গল্পটী গ্রীক পণ্ডিত ঈশপ প্রণীত গ্রন্থে আছে। গল্পটী এই; একবার এক গর্দ্দভ সিংহচর্ম্মদ্বারা আপনার শরীর আবৃত করিয়া মনে করিল, বনে যাই গিয়া বনবাসি জীবদিগকে সন্ত্রাসিত করি। এই ভাবিয়া গর্দ্দভরাজ পশুরাজ সাজিয়া বনে গমন করিলেন এবং তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা জীবদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। শৃগাল চতুর জীব, অবশেষে এক শৃগাল লক্ষ্য করিয়া দেখে যে সিংহ চর্ম্মের ভিতর দিয়া চারিখানি খুর প্রকাশ পাইতেছে। তখন সে অপর জীবদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় নাই উহাকে গর্জ্জন করিতে দাও, কারণ গর্জ্জন করাই সার, কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।" এই গল্পটী হঠাৎ মনে পড়াতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা গেল না। তদবধি যিনি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকেই ঐ গল্প শুনাইয়া বলিয়াছি গর্জ্জন করিতে দেও, ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু অনেক বন্ধুর ইচ্ছা যে এরূপ ঈশ্বর নিন্দার প্রতিবাদ হয়। ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক অবমানণা কি করা যাইতে পারে! বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিজের নামে যে কথা বলিতে সাহস করেন না এবং করেন নাই, ঈশ্বরের নামে সেই সকল অবাচ্য কুবাচ্য অবাধে বলিতে সাহসী হইয়াছেন, যাঁহারা ইহার প্রমাণ চান তাঁহারা কেশবচন্দ্রের "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" নামক বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত কয়েক পঁক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

Those who profess to be my enemies are advocating my cause, and going about preaching my ideas and principles. They hold in their hands my banners. * * * * There is no serious enmity, yet they will call themselves my enemies. so much the better, because those who would otherwise never accept my truths would readily grasp them ; &c.

তবে কেশবচন্দ্রের নিজ সাক্ষ্য অনুসারে আমরা শত্রু নই, আমরা তাঁহারই কার্য্য করিতেছি বরং তাঁহার কথা যাঁহারা শুনিত না তাহাদিগকে তাঁহারই অথবা ঈশ্বরের সত্য দিয়া আসিতেছি। এই ভাবের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত ঈশ্বরীয়

উক্তির তুলনা করুন। আমরা কি এই ভাবিব যে কেশবচন্দ্র যখন স্বয়ং থাকেন তখন অনেক ভদ্রলোক এবং যখন ঈশ্বরাক্রান্ত হন তখন অভদ্রলোক। অন্য কিছু ভাবিবার ত পথ নাই। হায়! হায়! গালি দিবার যদি এতই ইচ্ছা ছিল কেন নিজের নামে দেওয়া হইল না! হায় হায়! ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মুখে এরূপ নিন্দিত ভাষা কেন অর্পিত হইল! স্বয়ং পরমেশ্বর বলিতেছেন যে তিনি এ যাত্রা আমাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী স্বতন্ত্র করিবেন, আমাদিগকে তুলার ন্যায় বাতাস দিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে উড়াইয়া দিবেন। এই কি ঈশ্বরের উপযুক্ত বাণী? যাঁহাকে সাধুরা পাপীর পরিত্রাণার্থ ব্যস্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—যিনি ৯৯টী মেষ পরিত্যাগ করিয়া একটী বিপথগামীমেষের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হন, একি সেই ঈশ্বরের বাণী? কই আমরা ত এত বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যেও এরূপ রূঢ়, কর্কশ, অভদ্রভাষা ব্যবহার করিতে সাহসী হই নাই। অতি অশ্রাব্য পাপের কথা জানিয়া শুনিয়াও ত এরূপ জঘন্য ভাবে আক্রমণ করি নাই। ব্রাহ্মদিগের যদি চক্ষু থাকে দেখুন, পরম ভক্ত, পরম সাধক, পরম উদার, পরম সাধু কেশবচন্দ্র সেনের বিচারে আমরা (দলশুদ্ধ লোক) ইন্দ্রিয়াসক্ত, পানাসক্ত, সুরা ও কুলটার নিকট বিক্রীত। কেবল তাহা নহে আমাদের স্ত্রী কন্যা, ও ভগ্নী প্রভৃতিও কুলটা-শ্রেণীগণ্য, কারণ তাঁহারা যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের সহিত মিশিয়া থাকেন তাহাও নীচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া। হা! পরমেশ্বর তোমার নামে এমন নিদারুণ আঘাতও পাইতে হইল।

কেশববাবুর আদেশবাদের পরিণাম এই। কেশব বাবুর কেন, মহম্মদের আদেশবাদেরও এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল। মহম্মদ মক্কা নগরে বহুদিন অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুদিগের দৌরাত্ম্যে যখন প্রিয় মক্কা নগর পরিত্যাগ করিতে হইল তখন আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রতিহিংসার ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল; কিন্তু যে মুখে শিষ্যদিগকে ক্ষমা শিক্ষা দিয়াছেন সেই মুখে কিরূপে তরবার ধরিতে বলেন, অবশেষে তরবার ধারণ ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিলেন। মহম্মদের জীবনে আরও এইরূপ ভ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। এক দিন মহম্মদ জাইদ নামক তাঁহার পালিত পুত্রের গৃহে গিয়া হঠাৎ তাহার পরম রূপবতী রমণীর মুখ দর্শন করেন। মুখদর্শনে তিনি আনন্দ সূচক কয়েকটী কথা বলেন। জাইদ তখন ঘরে ছিল না, সে আসিয়া গুরুর উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় স্ত্রী অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু মহম্মদ তাহাকে পুত্র সম্বোধন করিতেন বলিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অবশেষে মহম্মদকে সেই স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দিয়া ঈশ্বরের এক বিশেষ আজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং মহম্মদ সুন্দরী জেনাবকে অন্যতম পত্নী রূপে পরিণত করিলেন। আর এক সময় এক দিন মহম্মদ তাহার এক পত্নীর গৃহে বাস করিতেছিলেন, সেই দিন তাঁহার সেই পত্নী নিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থানে গমন করিলেন, ঐই সুযোগ পাইয়া মহম্মদ মেরায়া নাম্নী দাস বালিকাকে নিজ পার্শ্বে আনয়ন করাইলেন। যখন তিনি মেরায়ার সহিত আমোদ প্রমোদে রত আছেন এমন সময় তাঁহার পত্নী উপস্থিত। এই বিষয় লইয়া তাঁহার পত্নীদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া পত্নীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং একাকী বহুদিন নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। প্রকেটের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ঈশ্বর মেরায়াকে সেই ভবনে আনিয়া রাখিবার আদেশ করিলেন। মহম্মদ যে কপট বা প্রতারক ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার বিষয়ে বলিবার ভাল বিষয় অনেক আছে তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল; কিন্তু আপনাকে পদে-পদে ঈশ্বরাদিষ্ট ভাবিলে মনুষ্য কিরূপ ভ্রমে উপনীত হইতে পারে তাহার প্রমাণস্বরূপ উপরি উক্ত ঘটনা গুলি উক্ত হইল।

সেণ্ট ইলিজিয়স।

প্রাচীনকালে সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ধন মানের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া, অনেকেই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সংসারপরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া ধার্ম্মিক হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যাঁহারা প্রলোভন পরিবেষ্টিত থাকিয়া, দৈনিক জীবনে সংসারের শত প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া জগতে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকতা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি তে এব ধীরা" বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও, যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকজীবনের আদর্শ, ব্রাহ্মের পক্ষে বড় উপাদেয়। ব্রাহ্মকে সংসারত্যাগী বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হয় না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মের প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহারা সমাজের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পাপকুসংস্কারসম্পন্ন মাতৃভূমির হৃদয় বিদারী ক্রন্দনধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করতঃ কেবল আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেই রত থাকেন, তাঁহাদের জীবন ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ হইতে পারে না। সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি সমুদায় স্নেহমমতা ভুলিয়া বনবাসী হইয়া কেহ কেবল পরমার্থ চিন্তায় আপনার জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, এবং তিনি আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হইতে পারেন, কিন্তু ঐইরূপ নিষ্ফল জীবন যাপন করিয়া তিনি কখনও ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রাহ্ম সংসারীধার্ম্মিক; বনবাসী বৈরাগীর জীবনের আদর্শে তিনি আপনার ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবেন কি বলিয়া? সংসারে থাকিয়া পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে যিনি আপনার জীবন নির্ম্মল রাখিতে

পারিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মজীবনের আদর্শস্বরূপে গৃহীত হইতে পারেন। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণের জীবনদ্বারা ব্রাহ্ম আপনার জীবন গঠন করিবার সময় অনেক উপকৃত হইতে পারেন। আমরা আজ তাই এই শ্রেণীর একটী মনোহর ধর্ম্মজীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিবার মানসে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল জীবনী এই তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকটিত করিয়াছি, দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর তাহার অনুরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অদ্য উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ইগ্নেসিয়স্ বা এনেষ্টেসিয়াসের মত ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ধর্ম্মবীর ইলিজিয়াসের জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ তাঁহার জীবন হইতে আমরা পূর্ব্বলিখিত জীবনীদ্বয় অপেক্ষা অল্প শিক্ষা লাভ করিব না।

সেণ্টইলিজিয়স ফরাসী দেশের অন্তর্গত কোন এক নগরে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনিও শৈশবাবস্থা হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মসূত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত হন। মানুষের জীবনের উপর শৈশবশিক্ষা ও মাতা পিতার দৃষ্টান্তের প্রভূত আধিপত্য। শৈশব অবস্থায় মানুষ যত অনুকরণপ্রিয় থাকে, জীবনের আর কোন সময়ে তত থাকে না। তাহাতেই মাতা পিতা সৎ হইলে শিশু সৎ হওয়া সম্ভব, এবং মাতাপিতা অসৎ হইলে শিশুর জীবনও যে কলঙ্কিত হইবে তাহা একরূপ নিশ্চয়। সৌভাগ্যক্রমে ইলিজিয়াসের মাতা পিতা উভয়েই অত্যন্ত ধার্ম্মিকছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মসূত্র পালন করা ইলিজিয়াসের পক্ষে শৈশবাবধিই অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। ইলিজিয়াস যৌবনাবস্থায় পাদক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সুবর্ণবণিকের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য এবো নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণকারের অধীনে শিক্ষানবিশের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য শ্রমশীলতা গুণে ইলিজিয়াস অল্প কাল মধ্যেই স্বর্ণকারের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহার সরলতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় পরিচিত সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। উপাসনালয়ে তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন এবং যেখানে যখন কোনও ধর্ম্মোপদেশ হইবার সংবাদ পাইতেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। বাইবেলের সূত্র সমুদয় তিনি তাঁহার স্মৃতিতে উজ্জ্বলঅক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিতে যৌবনকাল হইতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

ইলিজিয়াস্ একদা কোনও কার্য্যোপলক্ষে নিপার নদীতটে কোন এক নগরে গমন করেন; তথায় দ্বিতীয় ক্লোটোইবের কোষাধ্যক্ষ বাবার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। বাবা ইলিজিয়াসকে পারি নগরে লইয়া যান এবং রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। মহারাজ ক্লোটেইব ইলিজিয়াসকে একটী স্বর্ণরৌপ্যরচিত সুচারু সিংহাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করেন। ক্লোটেইব এই সিংহাসন প্রস্তুত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইলিজিয়াসকে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইলিজিয়াস্ রাজার পরিমাণানুরূপ দুই খানা আসন প্রস্তুত করিয়াছেন। ইলিজিয়াসের আশ্চর্য্য শিল্পচাতুর্য্য ও আশ্চর্য্যতর সততায় মহারাজ ক্লোটেইব অত্যন্ত মোহিত হন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আপনার টাকশালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। রাজদ্বারে এই প্রকার সম্মানিত হইয়াও ইলিজিয়াস্ সুবর্ণবনিকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। এই উচ্চপদে থাকিয়াও তিনি বহু মূল্য আসন প্রভৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া উপাসনালয়ের ব্যবহারার্থে তাহা বিনামূল্যে দান করিতে লাগিলেন। ইলিজিয়াস্ বাহিরের কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকিলেও অন্তর্জীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি কমে নাই। যখন তিনি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন তখনও তাঁহার সাক্ষাতে এক খানা ধর্ম্মপুস্তক সর্ব্বদা খোলা থাকিত। তাঁহার শয়নাগারের চারিদিকের দেয়ালে অনেক ধর্ম্মপুস্তক থাকিত, এবং প্রত্যহ প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর অনেকক্ষণ এই সমুদয় পুস্তক পাঠ করিতেন। সাধারণতঃ রাজন্যবর্গের অমাত্যগণমধ্যে আমরা কেবল অসদ্দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কিন্তু ইলিজিয়াস্ ক্লোটেইবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াও, অমত্যস্বভাবসুলভ সমুদয় চরিত্রদোষ হইতে আপনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা বাহিরের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, সাংসারিক কার্য্যে যাঁহাদের অনেক সময় ব্যয়িত হয়, গভীর আত্মচিন্তাই কেবল তাঁহার ধর্ম্মজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। ইলিজিয়াসও এই উপায় অবলম্বন করিয়াই রাজসভার সমুদায় কদাচারের মধ্যে থাকিয়াও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্লোটিইবের সভায় অল্পদিন থাকিয়াই, তিনি আপনার অবস্থার ভয়সঙ্কুলতা উপলব্ধি করিলেন, এবং তখন হইতে প্রত্যহ অতি কঠোরভাবে আপনার দৈনিক জীবনের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কয়েকদিবস রাজসভায় গমনকালীন তিনি অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কখনওবা কেবল জরির বা রেশমের পোষাক ভিন্ন আর কিছুই পরিতেন না। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি এই সমুদায় বস্ত্র দরিদ্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং অতি সামান্য বেশে রাজসভায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে এই সামান্য বেশে দেখিতে পাইয়া প্রায়ই নূতন নূতন মূল্যবান, স্বর্ণখচিত বসন প্রদান করিতেন, কিন্তু ইলিজিয়াস্ রাজসমীপ হইতে যাহা কিছু উপহার পাইতেন তৎসমুদায় অবিলম্বেই আবার নগরীস্থ দীন দরিদ্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। কেহ তাঁহার ঠিকানা, বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে "অমুক সড়কের অমুক দিকে যাইবে, এবং যেখানে দেখিবে যে বহুসংখ্যক গরিব লোক একত্রিত হইয়াছে, সেইখানেই আমার বাস জানিবে।"

ক্রমশঃ—

রবিবার।

প্রাতঃকাল।

জীবনের আর একটী সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই সপ্তাহ কাল আমি কোথায় ছিলাম? কাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি? এই সপ্তাহকাল আমি কি করিয়াছি? কি ভাবের দ্বারা আমি এই সপ্তাহকাল আমার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পরিচালিত করিয়াছি? কি বিষয় চিন্তা করিয়াছি? এই সমুদয় চিন্তার গতিই বা কোন্ দিকে ছিল? আমার প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে কি উদারতা, প্রেম ও ন্যায় পরায়ণতার আভাব ছিল? আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহা কি ন্যায়ানুমোদিত? আমি যে সকল ইচ্ছা করিয়াছি তাহা কি সাধুতাপরিপূর্ণ ছিল? আমার উদ্দেশ্যসমূহ কি সদ্ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল? আমার প্রত্যেকবাক্য কি সত্যানুযায়ী ছিল? আর প্রত্যেক কার্য্য কি কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে সাধিত করিয়াছি? হে ঈশ্বর! তুমি আমার হৃদয় জান, আমাকেও তাহা জানিতে দাও। তুমি যে নৈতিকসূত্র সমূহ আমার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছ, আমি তাহাদ্বারা আমার জীবনের গতসপ্তাহের ঘটনাবলি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমার সহায় হও। আমাকে দেখাইয়া দাও কোথায় আমি অবিশ্বাসীর মত কার্য্য করিয়াছি? আমাকে দেখাইয়া দাও আমি কি করিয়াছি যাহা করা উচিত ছিল না, আর কি করি নাই যাহা করা উচিত ছিল? দেখাইয়া দাও কি চিন্তা আমি হৃদয়ে পোষন করিয়াছি যাহা পোষন করা উচিত ছিল না, আর কি বিষয়ে চিন্তা করি নাই যাহা হৃদয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল।

আমি জীবনের আর একটী সপ্তাহে প্রবেশ করিয়াছি। এই সপ্তাহ আমার নিকট কি আনয়ন করিবে? অদ্যইবা আমার জীবনে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে? এই পর মূহুর্ত্তেই বা কি ঘটিবে কে বলিয়া দিতে পারে? পরমুহূর্ত্ত হইতে অনন্ত কালপর্য্যন্ত আমার চক্ষে গাঢ় অন্ধকারময়। কি দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভবিষ্যতের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে! হে সর্ব্বদর্শি ঈশ্বর! তুমি নিত্য আলোকের রাজ্যে বাস করিতেছ, তোমার চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তবে বল পিতা! তোমাভিন্ন আর কাহাকে আমি আমার জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিব? কে আর আমাকে রক্ষা করিবে? তুমি আছ পিতা! এই বিশ্বাসে আমি জীবন ধারণ করিব। তোমাকে যে আত্মসমর্পণ করে, তুমি তাহার জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিয়া থাক, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমি আমার জীবনকে পরিচালিত করিব। হে দৃষ্টি মনের অগোচর পরমেশ্বর! আমি প্রতিদিন আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় তোমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিব। আশীর্ব্বাদ কর, ঈশ্বর! যেন আমি সর্ব্বদা তোমাতে জীবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যেন তোমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করি। আমার বিবেক যাহা আজ্ঞা[illegible]বে আমার সমুদায় শক্তির সহিত তাহা সাধন করিব। এই বিশ্বাসের দ্বারা আমি জীবনকে পরিমিত করিব, যে তোমার আদেশ পালন করিবার জন্য, সংসারের সমুদায় সুখকে বিসর্জ্জন করা, যত প্রকারে আপনাকে সাময়িক সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারা যায় তত প্রকারে আত্মত্যাগ স্বীকার করা, আমার পক্ষে একমাত্র শ্রেয়। আমি জীবনের প্রতিক্ষণ তোমার সত্বা উপলব্ধি করিব। ঈশ্বর! তুমি আমার সহায় হও।

ব্রাহ্মসমাজ।

শিবসাগর হইতে বাবু অতুলচন্দ্র গুহ তাঁহার পরলোকগত পিতা বাবু শ্রীনাথ গুহের স্মরণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বাগআঁচড়ার বাবু নটবর মল্লিক তাঁহার বিবাহোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ হাইদরাবাদ হইতে এক জন ব্রাহ্ম ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ কুঁচবিহারের এক জন ব্রাহ্মবন্ধু ৮৲ টাকা দান করিয়াছেন ও বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৪৲ এবং বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ৩৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তথায় গমন করেন, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে ৬ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয় ও তৎপরে ১২॥০ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার পর ৩॥০ টা হইতে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান ও অন্ধ খঞ্জ আতুরদিগকে বস্ত্র দান করা হয়। অবশেষে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও ৬ টা হইতে ৬॥০ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, ৬॥০ টা হইতে প্রায় ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হয়।

বিগত ২০ শে অক্টোবর বাবু রঘুনাথ বড়া ও বাবু ব্রজনাথ বড়া নামক দুই যুবকব্রাহ্ম পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

২২ শে অক্টোবর বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়ার দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। উভয়কার্য্য উপলক্ষেই স্থানীয় সমাজের আচার্য্য উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং স্থানীয় দরিদ্র লোকদিগকে অন্ন ও অর্থ দান করা হয়।

বিগত ৬ই কার্ত্তিক মজিলপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। শাস্ত্রীমহাশয় ইতিমধ্যে বহড়ু প্রভৃতি কয়েক স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত ৮ই কার্ত্তিক হরিনাভিতে বিশেষ উৎসব হইয়া

গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রাতে উপাসনা ও মধ্যাহ্নে আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

চিন্তা।

'একটা পয়সা দাও!'—রাত্রি এক প্রহর, প্রকাশ্য পথ; চাহিয়া দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র বালিকা; পার্শ্বে এক ব্যক্তি শয়ান, জন কোলাহলের মধ্যে রাজপথের ধূলিতে শয়ান, অন্য স্থান নাই; উহার এ জগতে কাতর দেহ রাখিবার অন্য স্থান নাই, শরীর বিশ্রাম পিপাসু, এই কোলাহলের মধ্যে বিশ্রাম করিতে চাহিল, বাধা মানিল না। বালিকাটি দুই দিন সংসারে আসিয়াছে, দুই দিনেই সংসারকে চিনিয়া লইয়াছে, জানে যে ভিক্ষুকের রব সহজে কাহারও কর্ণে পৌঁছে না, চীৎকার করিয়া বলিতেছে 'একটা পয়সা দাও।' সংসারের সন্তাপ এই কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। বালিকাটি শ্রান্ত, নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছে, যাই একটু ঘুম ভাঙ্গিতেছে, অমনি বলিয়া উঠিতেছে 'একটা পয়সা দাও! নিদ্রার অবসর নাই। নিকটে কোন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রাসাদ; প্রাসাদ লৌহ রেলে পরিবেষ্টিত, যাহার আহার মিলিতেছে না তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য, পাছে ভিখারীর আর্ত্তনাদ আসিয়া বিলাসের পথে কাঁটা দেয় সেই জন্য, লৌহরেলে পরিবেষ্টিত। প্রাসাদ হইতে আলোক আসিয়া ইহাদের ছিন্ন বস্ত্র দেখাইয়া দিতেছে। বিলাসের ধ্বনি আসিয়া ইহাদের কাতর স্বরের সহিত মিশিতেছে। রাজপথে যে শরীর পাতিয়া দিল তাহার সম্মুখে ত্রিতল গৃহ মেঘস্পর্শ করিতেছে। ঐ গৃহে এক ব্যক্তি ঘুম হইল না বলিয়া সুরাপাত্র হস্তে লইল, তাহার নিশ্বাস আসিয়া এই বালিকার—পেটের জ্বালায় যে ঘুমাইবার অবসর পাইতেছে না তাহার—গাত্র স্পর্শ করিতেছে; ঐ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ঘুম ভাল লাগিল না বলিয়া পাপের আশ্রয় লইল; আর শিশু ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে হা অন্ন করিতেছে। সমাজ! চাহিয়া দেখ, এই দৃশ্য চাহিয়া দেখ। প্রাসাদ চূড়া চূর্ণ করিয়া দাও, আগে এই বালিকার শয়নগৃহ হউক।

তোমারই নাথ!

আর কোথা শান্তিবারি তোমাছাড়ি কোথা যাব,
এমন মধুরপ্রেম হায় আর কোথা পাব!
বসায়ে হৃদয়াসনে
অনিমেষ দুনয়নে
হেরিব ও প্রেমমূর্ত্তি, প্রাণ-মন জুড়াইবে,
অবিরল দুনয়নে প্রেম ধারা বরষিবে।

কার তরে এজীবন! তোমা বিনা কারে দিব,
প্রাণমন সব নাথ তোমাকেই সঁপে দিব,
এ হৃদয়,—প্রাণাধার!
পূর্ণরূপে অধিকার
কর আসি, এহৃদয়ে আর কিছু আনিব না,
সংসার বাসনা পানে আর ফিরে চাহিব না।

এ দুর্ব্বল দেহমন তোমার চরণপরে
অর্পণ করিব নাথ চিরজীবনের তরে,
আলস্য জড়তা ছেড়ে,
জীবন্ত উৎসাহভরে,
করিব তোমার সেবা, বৃথা কাজে যাইব না,
সংসার সেবায় আর কলঙ্কিত হইব না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।

২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।

৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।

৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।

৫। আচার্য্যের নাম।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।

৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।

৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷০	/০
Morning & evneing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta November 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩্

এক ব্যক্তি নদীপার হইতেছে। অনেক তরঙ্গ তুফান উত্তীর্ণ হইয়া যখনই ঘাটের নিকটে আসিল, অমনি কোন অদৃশ্য কারণে নৌকা ডুবিয়া গেল। আধ্যাত্মিক জগতে অবিকল এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। এক ব্যক্তি নানাপ্রকার সাধনদ্বারা অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিলেন, বহু প্রকার প্রলোভন ও বিপদের হস্তহইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন, লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইলেন, এমন সময়, কে জানে কি কারণে, হঠাৎ তাঁহার পতন হইল। লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। পতনের গূঢ় কারণ কেহ অনুধাবন করিতে পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক কি পতনের কোন কারণ নাই? অনেক স্থলেই এ প্রকার পতনের কারণ আধ্যাত্মিক অহঙ্কার। অনেক উন্নতি করিয়া শেষে যাঁহার উন্নতির জন্য অহঙ্কার জন্মিল, নদী পার হইয়া তীরের নিকট আসিয়া তাঁহার নৌকা ডুবিল। অনেক ব্রাহ্মেরই এই দশা ঘটে।

যেখানকার হিমালয় সেইখানেই থাকিবে, যেখানকার বিন্ধ্যাচল সেখানেই থাকিবে, হে মনুষ্য! তোমার ক্ষুদ্র হস্ত তাহাদিগের উপর যতই কেন লোষ্ট্রের আঘাৎ করুক না, তাহাতে পর্ব্বত লেশমাত্র বিচলিত হইবে না; তোমার হস্তই শ্রান্ত হইয়া পড়িবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছেন। তাঁহাদের আন্তরিক কামনা এই যে, উক্ত সমাজ যত শীঘ্র সম্ভব বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বরের ইচ্ছা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির মূল। তাঁহার ইচ্ছাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে। কাহার সাধ্য সে ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়? দুর্ব্বল, হীন, কীটানুকীট, পাপকলঙ্কিত মানুষ বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত করিবে? তোমার মস্তক দিয়া পর্ব্বতে আঘাত কর, পর্ব্বত কেশার্দ্ধমাত্র টলিবে না, তোমার মস্তকই চূর্ণ হইয়া যাইবে। গোপনে বা সংবাদপত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিরুদ্ধে যত কুৎসা প্রচার করিতে পার, কর। যদি নীচাশয় কুৎসাকারী, মিথ্যা দুর্নাম প্রচার দ্বারা সত্যের অপলাপ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই সংসার হইতে শান্তি ও পবিত্রতা বিদায় গ্রহণ করিত। চীৎকার পূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত কর, তোমার স্বর বায়ুতে বিলীন হইয়া যাইবে, ভগবানের সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছা তাহার কার্য্য উপযুক্ত সময়ে করিবেই করিবে। ফুৎকারে কখন গিরিশৃঙ্গ স্খলিত হয় না।

পরনিন্দা।

ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, "পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজনা"। আমরা বাল্যকাল হইতে পুস্তকে ও শিক্ষকের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে অন্যায় করিয়া কাহারও নিন্দা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। কিন্তু পরনিন্দারূপ দূষনীয় কার্য্য হইতে বাস্তবিক কি আমরা বিরত হইতে পারিয়াছি? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁহারা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সাবধান হইয়া বিচার করিয়া দেখেন যে, বাস্তবিক সে কথা সত্য কি না? কয়জন আছেন যাঁহারা যথেষ্ট প্রমাণদ্বারা দোষ প্রতিপন্ন না হইলে কাহাকেও দোষী বলিয়া প্রচার করেন না? সচরাচর আমরা কি করি? আমাকে এক জন আসিয়া বলিয়া গেল যে, অমুকের চরিত্রে এই দোষটী আছে। আমি শুনিয়া রাখিলাম। যখনি এক জন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, অমনি সেই কথাটী তাঁহার কর্ণে তুলিয়াদিলাম। তিনি আবার আর এক জনকে বলিলেন। এইরূপে কথাটী সমাজের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি প্রথমে দোষ ঘোষণা করিয়াছিল, সে হয়তো দোষের সত্যতা বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ বা কিছুমাত্র প্রমাণ না লইয়াই করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিও তাহাই করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে হয়তো এক জন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীর বিরুদ্ধে ভয়ানক কলঙ্ক বিঘোষিত হইল।

ব্রাহ্মগণ অন্যান্য বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নত হইতে পারেন; কিন্তু পরনিন্দাসম্বন্ধে তাঁহাদের বিবেক যে একান্ত মলিন ও জঘন্য অবস্থায় রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। পরের ধন চুরি করা যে মহা পাপ, তাহা আমরা বুঝি; কিন্তু পরের সুযশ বিনাশ করা যে তদপেক্ষা জঘন্যতর পাপ তাহা আমরা বুঝি না; অথবা বুঝিয়াও বুঝি না। তুমি

আমার বাক্স হইতে সহস্র মুদ্রা অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে; তাহাতে অবশ্য আমার ক্ষতি হইল। কিন্তু যদি তুমি মিথ্যা রচনা করিয়া অথবা বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই আমার সহস্র গুণ অধিক ক্ষতি করিলে। কেননা টাকা অপেক্ষা সুযশ সহস্র গুণ অধিকতর মূল্যবান পদার্থ।

মুখের কথা বাহির করিলেই হইল; সে কথার উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি না; যাহার বিরুদ্ধে কথাটী বলা হইতেছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার কিছু বলিবার আছে কিনা, সে ব্যক্তির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত কথা শুনা যায়, তাহা দুই দিকে ওজন করিলে কোন্ দিক্ ভারি হয়, ঐ সকল কিছুই দেখা হইল না; মুখের কথা বাহির করা হইল, অন্যায় পূর্ব্বক এক জন লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা হইল। এই প্রকার আমাদের বিবেকের অবস্থা। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে পারি, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনের শব্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতে পারি, ভাবের উচ্ছাসে নয়নজলে বস্ত্র ভিজাইতে পারি, অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া শত শত লোককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পারি, কিন্তু বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া, বিশেষরূপে প্রমাণ সকল পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তির দোষ ঘোষণা করা যে অন্যায়, এই সহজ কথাটী আমরা বুঝি না; অথবা বুঝিয়াও বুঝি না।

কিন্তু সকল স্থলেই কি আমরা অন্যের দোষ শুনিলেই তাহা বিশ্বাস করি; কিম্বা বিশ্বাস হউক আর না হউক, সেই কথাটী অপরের নিকট বলিতে ব্যগ্র হই? না, সকল স্থলে নয়। আমি যাঁহাকে ভাল বাসি, যাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করি না, এবং তাহা প্রচার করিবার জন্যও ব্যগ্র হই না। কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি আমি উদাসীন, অথবা যে আমার বড় অপ্রিয়, তাহার নিন্দা শুনিলেই তাহা বিশ্বাস করি, এবং উৎসাহসহকারে দশদিকে প্রচার করিতে আরম্ভ করি। বিবেক ম্রিয়মান হইয়া হৃদয়ের এক কোণে পড়িয়া থাকে, তাহার ক্ষীণস্বর নিন্দার কোলাহলে ডুবিয়া যায়।

ইংরেজীতে একটী কথা আছে যে, "ইচ্ছা চিন্তার জনক," (জননী)। এই কথাটীর যাথার্থ্যের প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। যেটী বিশ্বাস করিতে মনে মনে ইচ্ছা হয়, দেখা যায় ক্রমে সে বিশ্বাসটী আপনা আপনি হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তির নিকট আমার এক পরম শত্রুর নিন্দা শুনিলাম। শুনিয়াই মনে মনে বড় খুসি হইলাম, হয়তো শুনিবামাত্রেই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল; অথবা বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কথাটা সত্য হউক। যখন ইচ্ছা হইল, তখন আর কিছু বাকি রহিল না, বিশ্বাসও হইল। তখন যাহাকে দেখি, অতুল উৎসাহ সহকারে কথাটী শুনাইয়া দি।

কিন্তু মনে করুন, এমন এক ব্যক্তির নিন্দা শুনিলাম, যাঁহাকে আমি বড় ভাল বাসি। শুনিয়াই কি বিশ্বাস করিব? কখন না। যে ব্যক্তি নিন্দার কথা বলিল, তাহাকে সহস্র কূট প্রশ্ন করিব, যদি কিছু প্রমাণ প্রদত্ত হয়, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিব। এবং পরিশেষে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে আমার প্রিয় ব্যক্তি নির্দ্দোষী। কোন ব্যক্তির নিন্দা শুনিলে আমরা তাহার যে মীমাংসা করিয়া থাকি তাহা কয়েকটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে; সে ব্যক্তি আমার বন্ধু কি শত্রু, আমি তাহাকে ভালবাসি কি ঘৃণা করি, সে আমার দলের লোক, কি বিপক্ষদলের লোক; তাহার সহিত আমার কি পরিমাণে মতভেদ, এতগুলি বিষয়ের উপর সে ব্যক্তির চরিত্রসম্বন্ধে আমার বিচার নির্ভর করে, যে দিকে ভালবাসা, বিচারের তুলাদণ্ড সেই দিকে ভারি হইয়া পড়ে।

এক জন আসিয়া বলিল "মহাশয় শুনিয়াছেন, অমুক নাকি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে;" নিন্দিত ব্যক্তি যদি আমার অপ্রিয় হয়, তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে বলিব, "বটে, বটে, তার পর।" আর যদি সে ব্যক্তি আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হন, শুনিয়া মুখ একটু গম্ভীর করিব, ভ্রূকুঞ্চিত করিব এবং হয়তো বলিব, "না, এমন কি হইতে পারে।"

ন্যায়ের জ্ঞান যাহার উজ্জ্বল হয় নাই, তাহার ধর্ম্মশিক্ষার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। অপরের টাকা হাতে থাকিলেই যে কেবল তদ্বিষয়ে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব, এমন নহে, অপরের চরিত্র যখন আমাদের হস্তে, তখন তাহার দায়িত্বের গুরুত্ব সহস্রগুণ অধিক। আমরা অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছি। অধ্যাত্মযোগ, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ, আপনার অপেক্ষা জগৎকে অধিক ভালবাসা, ইত্যাদি অনেক বড় কথা আমাদের ওষ্ঠাগ্রে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মের সহজ কথাগুলি আজও আমরা ভাল করিয়া শিখিলাম না। মিথ্যা কথা কহিও না, অন্যায় করিয়া পরনিন্দা করিও না, প্রমাণ না লইয়া কাহাকেও দোষী বলিয়া স্থির করিও না, যাহার নিন্দা করিবে সে ব্যক্তির কি বলিবার আছে, অগ্রে শুন, এই সকল সহজনীতি আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। হায়! হায়! আমরা আকাশের চাঁদ ধরিতে চাই, কিন্তু জীবনের নিত্যকর্ত্তব্য পদতলে বিদলিত করি।

মৃত্যু।

মৃত্যুর নামে মানুষ মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ভীত হয়। মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। ধনী প্রাসাদে বসিয়া প্রমোদের স্রোতে ভাসিতেছেন: চারিদিকে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইয়া কর্ণবধির করিয়া তুলিতেছে, নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, গায়কগণ বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্তসঙ্গীতদ্বারা কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করি-

তেছে, নানা প্রকার নয়নতৃপ্তিকর ছবি চারিদিকে শোভা পাইতেছে, আর ধনী তাহার মধ্যে আত্মীয় বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া অধরে হাস্য বিকশিত করিতেছেন, হৃদয় তাঁহার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে, মুখচ্ছবিতে সেই আনন্দ প্রতিফলিত হইয়াছে, এমন সময় ধীরে ধীরে কে তাঁহার কর্ণে "মৃত্যু" এই কথাটী উচ্চারণ করিল, আর দেখ কোথায় পলায়ন করিল সেই আনন্দের আভা? হঠাৎ তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল, ধনীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। যশ মানের অন্বেষণকারী অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিয়া আপনার গৌরব প্রকাশ করিবার চেষ্টায় রত রহিয়াছেন, জগতের নরনারী একতানে তাঁহার প্রশংসা করিতেছে, তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে গগন কম্পিত হইতেছে, আর তিনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে কত সুখী ভাবিতেছেন, হৃদয়ে তাঁহার আনন্দ আর ধরে না, মুখমণ্ডলে সেই আনন্দ প্রতিভাত হইয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে গান করিল "শেষের সে দিন মন করহে স্মরণ;"—আর দেখ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ স্রোত বন্ধ হইয়া আসিল, মুখ মলিন হইয়া গেল এবং যশস্বী কম্পিত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের আলোচনায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছেন, শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, অহর্নিশ কেবল বিজ্ঞানেরই চিন্তা, কেবল বিজ্ঞানেরই আলাপ; কত সত্য স্বয়ং উদ্ভাবিত করিয়াছেন, এবং আরো কত সত্য উদ্ভাবিত করিবেন বলিয়া আশান্বিত হইতেছেন, প্রকৃতির গূঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার নিগূঢ় তথ্য, জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতেছেন আর ভাবিতেছেন এবার প্রকৃতির সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিব। তাঁহার হৃদয়ে কত আশা, কত আহ্লাদ, আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে;—একটী নূতন সত্য উদ্ভাবিতপ্রায় হইয়াছে আর অল্পদিন চেষ্টা করিলেই একটী গভীর প্রতিজ্ঞার মীমাংসা করিতে পারিবেন। আশায় তাঁহার অন্তর স্ফীত হইয়াছে এমন সময় কে বলিল "একদিন হবে জেন অবশ্য মরণ"—আর দেখ, বৈজ্ঞানিকের মুখমণ্ডল মলিন হইল। এইরূপ জগতে কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে, মৃত্যুর বিষয় ভাবিলে শরীর কম্পিত হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয় এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর নামে ভীত না হইয়া থাকিতে পারেন।

মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন? কেন মৃত্যুর নাম স্মরণে মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়, শরীর কম্পিত হয়, এবং হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে? কেন মানুষের নিকট মৃত্যু এত ভয় ও বিভীষিকা পূর্ণ?—মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কেননা মৃত্যু অপেক্ষা গভীরতর যন্ত্রণা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। মৃত্যু সংসারের সকল প্রকারের যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণা উৎপাদন করে, তাই মানুষের চক্ষে মৃত্যু ভয়ানকেরও ভয়ানক। মানুষ যন্ত্রণামাত্রকেই ভয় করে। সামান্য মস্তক বেদনার নামে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয়। শরীরের কোন অংশে একটী সামান্য বিস্ফোটক হইতে দেখিলে মানুষ কাঁদিয়া থাকে। যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে, সেই সামান্য যন্ত্রণার নামে যখন ভীত হয়, তখন যে মৃত্যুতে সমুদায় শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, শরীরের যন্ত্র সমুদায় শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে সেই যন্ত্রণাকে স্মরণ করিলে কি মানুষ ভীত হইবে না? সামান্য স্ফোটকের বাথায় মানুষ অস্থির হয়, সামান্য কণ্টকবিদ্ধ হইবার ভয়ে মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়, আর যে মৃত্যুযন্ত্রণা সমস্ত শরীরকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে সেই মৃত্যুযন্ত্রণার নামে কি মানুষ শান্ত থাকিবে? এক দিনের রোগে যাহারা আকুল হয়, দিনের পর দিন আসিবে ও চলিয়া যাইবে, মাসের পর মাস আসিবে ও চলিয়া যাইবে, কিন্তু যে রোগ একবার ধরিয়াছে তাহা আর যাইবে না এবং অবশেষে তাহার কঠোর পেশনে এই সোনার শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এই রোগের, এই যন্ত্রণার চিন্তায় কি তাহাদের মন সুস্থির থাকিবে? স্মরণ করিয়া কে নির্ভীক অন্তঃকরণে থাকিতে সক্ষম হয়?

কিন্তু মৃত্যু যে কেবল অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান করে ইহাই নহে—মৃত্যু যে কেবল শরীরকে পেশিত করে ইহাই নহে—মৃত্যু ভিন্ন মানুষের মনে আর এত গুরুতর আঘাত কে প্রদান করিতে পারে? মৃত্যু মানুষের মনে যে গভীর কষ্ট দিয়া থাকে, তাহার তুলনায় শারীরিক যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়ানক হইলেও তৃণবৎ। মৃত্যুমুখে নিপতিতপ্রায় ব্যক্তির মনের যে গভীর বেদনা তাহার তুলনায় শারীরিক কষ্ট, কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়াই যদি মৃত্যুর যন্ত্রণা এড়ান যাইতে পারিত তাহা হইলে মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করিত না। শারীরিক কষ্ট অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু মানসিক যে কষ্ট মৃত্যু দেয় তাহার পরিমাণ কে করিবে? এবং এই অপরিসীম মানসিক কষ্টের চিন্তায় কাহার হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? যে প্রিয়তমা পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া আজীবন সুখী হইয়াছি, যে প্রাণসম বন্ধুর বক্ষে মাথা লুকাইয়া দুঃখের সময় কাঁদিয়াছি ও সুখের সময় হাসিয়াছি, যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণের সুকুমার মুখ চুম্বন করিয়া আজীবন হৃদয়কে শীতল করিয়াছি—তাহাদের সহিত একদিনের জন্য নয়, দুই দিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইবে; আর প্রিয়তমার মুখশশী দেখিব না, আর প্রাণের বন্ধুর সেই সুখস্পর্শ দেহ প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব না, আর প্রাণের পুত্রকন্যাগণকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিতে পারিব না, এই চিন্তায়, এই ভাবনায় কোন্ মানুষের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে। যাঁহার সহিত আজীবন বাস করিলাম, যে প্রিয়তমা দুঃখের সময় তাহার অকৃত্রিম ভালবাসধারা এই হৃদয়ে সুখ বিস্তার করিয়াছিলেন, যে প্রাণবন্ধু সুখে দুঃখে সমভাবে জীবনের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের আর কখনও দেখিব না; এই কথা মনে পড়িলে

কে আপনার দুঃখ বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়? প্রাণের বন্ধু যাহার কথায় আজ কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষিত হইতেছে—আর কখনও তাঁহার অমৃতস্রাবী বাক্য শ্রবণ করিব না, এই সমুদায় ভাবিয়া কোন্ মানুষের হৃদয় গভীরযাতনা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে?--এবং যে কষ্টের যে যন্ত্রণার চিন্তায়, যে গভীর যাতনা কল্পনাতে ভাবিতেও হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই গভীর বর্ণনাতীত দুঃখ যে ঘটাইবে, তাহার বিষয় মনে হইলে কাহার না মুখ মণ্ডল হইতে রক্ত পলায়ন করিবে? এই গভীর বেদনা যে আনিয়া থাকে, এত দুঃখেতে যে মনুষ্যকে অবলীলাক্রমে ভাসাইয়া দেয়, সেই নিষ্ঠুর কালের বিষয় মনে করিতে কাহার না শরীর কম্পমান হইবে? এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা যে দেয় তাহার নাম শুনিলে কাহার না হৃদয় শুকাইয়া যাইবে? যে সংসারের প্রতিকূল ঢেউ আসিয়া পতিকে পত্নি হইতে, বন্ধুকে বন্ধু হইতে, পুত্রকে পিতা হইতে এক মাস বা দুই মাস, এক বৎসর বা দুই বৎসরের জন্য অন্তরিত করে, সেই সামান্য ঢেউ দেখিয়া যখন মানুষ ভীত হয়, এই সামান্য বিচ্ছেদের নামে যাহাদের মুখ মলিন হইয়া যায়; যে কাল একমাস বা এক বৎসরের জন্য নয় কিন্তু হয়ত অনন্ত কালের জন্য পত্নির বক্ষ হইতে পতিকে, বন্ধুর আলিঙ্গন হইতে বন্ধুকে, মাতার ক্রোড় হইতে পুত্রকে, ভ্রাতার নিকট হইতে ভগিনীকে, কাড়িয়া লইয়া যায় সেই কাল, সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুর স্মরণে কাহার হৃদয়ে না রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইবে? এক দিনের জন্য যাহাতে বিচ্ছেদ ঘটায় তাহার নামেই কাঁপিয়া থাকি আর যে হয়ত চিরকালের জন্য আত্মীয় স্বজনগণের ক্রোড় হইতে আমাদিগকে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবে তাঁহার স্মরণে কি আমাদের হৃদয় শুকাইয়া যাইবে না?

মৃত্যু মানুষকে এই সুন্দর প্রকৃতির ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়। তাহাতেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। জগৎস্রষ্টা মানুষকে সুখী করিবার জন্য যে সমুদায় বস্তু জগতে রাখিয়াছেন, প্রকৃতি তাহার মধ্যে একটী অতি প্রধান সুখের আকর। মানুষ প্রকৃতির মনোহর মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক সুখভোগ করিয়া থাকে। উষার প্রশান্ত মনোহারিতা, পুষ্প রাশির কোমল মধুরতা, মেঘমালার গম্ভীর সৌন্দর্য্য, বিদ্যুতের চঞ্চল আভা, এই সকল দেখিয়া মানুষ কত সুখী হইয়া থাকে? কিন্তু মৃত্যু মানুষকে এই বিমল সুখ হইতে বঞ্চিত করে; এবং এই কারণেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। যে মনোহর উষার মাধুর্য্য দেখিয়া কতবার সুখী হইয়াছি, সেই উষার সৌন্দর্য্য আর আমার নয়নযুগল তৃপ্ত করিবে না। উষা সুবর্ণবেশে পৃথিবীকে শোভিত করিবে, কিন্তু আমি আর তাহা দেখিব না। পুষ্পের কোমল সৌন্দর্য্য মনোরম সৌরভ আর ভোগ করিব না। পুষ্প আজ যেমন ফুটিয়াছে কালও তেমনি ফুটিবে, কিন্তু আমার চক্ষু আর ইহা দেখিবে না। চন্দ্রের রজতময়ী কিরণ আর এদেহ শীতল করিবে না; পক্ষান্তরে আবার পৌর্ণমাসি আসিবে, চন্দ্রমা আবার পক্ষান্তরে আকাশকে শোভিত করিবেন, কিন্তু আমার দেহ তখন পৃথিবীতে মিশাইয়া যাইবে। মেঘমালা আকাশকে আবার সুসজ্জিত করিবে, আবার আকাশে ইন্দ্রধনু ফুটিবে, আবার মন্দ মলয়পবন বহমান হইবে, আবার ফল ফুলময়ী লতিকা বায়ুর সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিবে, কিন্তু এ হতভাগার চক্ষু আর তাহা দেখিবে না, এই হতভাগার ত্বক্ আর মলয়ানীল সেবনে শীতল হইবে না। প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্য রাশি আবার পৃথিবীতে ঢালিয়া দিবে, কিন্তু আমিই কেবল তাহা ভোগ করিব না। এই চিন্তা মানুষকে বড় ব্যাকুল ও দুঃখিত, বড় শোকাতুর করিয়া তুলে। এবং এত দুঃখের, এত বেদনার, এত শোকের, এত হানির, এত বিচ্ছেদের নিদানভূত যে মৃত্যু সেই মৃত্যুকে মানুষ স্বভাবতঃই তাহার সর্ব্বসুখ হন্তা জ্ঞানে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

মৃত্যুকে মানুষ মাত্রই ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু নাস্তিক এবং পাপীদের নিকট মৃত্যু যত ভয়ানক তত আর কাহারো নিকট নহে। নাস্তিকেরা মৃত্যুর চিন্তায় কখন স্থির থাকিতে পারে না; এবং পাপে তাপে যাহাদের জীবন কলঙ্কিত, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে যাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, যাহারা এ জীবনের ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখকেই কেবলমাত্র সুখ বলিয়া ভাবিয়া থাকে, মৃত্যুর চিন্তায় তাহাদের যে যন্ত্রণা তাহার পরিমাণ কে করিবে? নাস্তিকের নিকট পরজগৎ অন্ধকারপূর্ণ, শূন্যময়; তাহার যত কিছু আশা ভরসা সকলই মৃত্যু সংহার করিয়া ফেলে, তাই নাস্তিক মৃত্যুর নামে এত ভীত হইয়া থাকে। নাস্তিকের যাহা কিছু সুখের দ্রব্য, যাহা কিছু আনন্দের বিষয়, তৎসমুদায় মৃত্যু এক মুহূর্ত্তে বিনাশ করিয়া ফেলে; এবং তাহার একমাত্র সুখ, তাহার একমাত্র আশালতাকে ছিন্ন করে যে মৃত্যু সেই মৃত্যুর নামে কি নাস্তিক ভীত হইবে না? সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাপিত হইলে আর নাস্তিকের চক্ষু সমীপে কোনও আলোক দীপ্যমান হইবে না; এই সংসারই কেবল তাহার চক্ষে আলোকপূর্ণ, আর ভবিষ্য জগৎ—ভবিষ্য জগতে নাস্তিক বিশ্বাস করে না;—মৃত্যুর পর যাহা কিছু তাহা নাস্তিকের চক্ষে অমানিশার গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ। এবং কে সুখের সহিত, কে শান্ত মনে, কে নির্ভীক অন্তঃকরণে আলোকের জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গাঢ়তম অন্ধকারজগতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? নাস্তিক পরজগতে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, ধর্ম্মের সুখ কাহাকে বলে জানে না; তাহার চক্ষুতে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাহা এই জড়জগতে, যাহা কিছু সুখ আছে তাহা এই সংসারের, এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, এক দিনের জন্য নয়, দুই দিনের জন্য নয়, কিন্তু চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি নাস্তিকের মনে বর্ণনাতীত ভীতি ও দুঃখের সঞ্চার হইবে না? নাস্তিকের মৃত্যুতে যত ভয় আর কাহার তত ভয় হয় না। মৃত্যু কত যন্ত্রণা মানুষকে দিতে পারে যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তবে এক বার একটী অধার্ম্মিক অবিশ্বাসী, নাস্তিকের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখ। সেই গভীর শোক ও নিরাশার পরিচায়ক দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তোমার হৃদয় পাষাণ হইলেও গলিয়া দ্রব হইবে। আমরা আর সকল কষ্ট সহিতে পারি,

কিন্তু হে ঈশ্বর! নাস্তিক হইয়া মরিব, এই চিন্তাও যে সহ্য করিতে পারি না; ইহার বিষয় ভাবিলেও যে হৃদয় দুঃখবেগে গলিয়া যায়।

মৃত্যু ভয়ানকের ভয়ানক, কিন্তু এই মৃত্যুর ভয় কি মানুষ এড়াইতে পারে না? ঈশ্বর কি কেবল আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যই মৃত্যু সৃজন করিয়াছেন? এই ভয়হইতে রক্ষা পাইবার কি কোনও উপায় তিনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই? প্রেমময় ঈশ্বর কি ভীতি সঞ্চার করিবার জন্যই কেবল মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন; আর সেই ভয়হইতে দুঃখী মানব সন্তান যাহাতে আপনাকে নিরাপদ রাখিতে পারে এরূপ উপায় কি তিনি বিধান করেন নাই? কোন মতে কি আমরা মৃত্যুর ভয় এড়াইতে পারি না? অবশ্য পারি, যে ইচ্ছা করে ও যত্ন করে সেই মৃত্যুর ভয় এড়াইতে পারে। মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে কেন? কারণ মৃত্যু মানুষের সুখ নাশ করে। মৃত্যু সংসারের সমুদায় সুখকে বিনাশ করে তাই মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে। মানুষ যদি এমন কোনও সুখের অধিকারী হইতে পারে, যাহার উপর মৃত্যুর আধিপত্য নাই, তবে সে কি কখনও মৃত্যুর নামে এত ভীত হয়? মানুষ যদি এমন সুখে আপনাকে সুখী করিতে পারে যে সুখের নিকট সংসারের সুখ তুচ্ছ ও হেয় এবং যে সুখ চিরকাল তাহার অন্তরে অমৃত বর্ষণ করে তবে কি মানুষ মৃত্যুর স্মরণে ভীত হয়? কখন না। এই সুখ কি? ধর্ম্মসুখ। মৃত্যু সংসারের সকল প্রকার সুখের শেষ করিয়া দেয়, ধনসুখবল, জ্ঞানসুখ বল, যশসুখ বল, প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ বল, সকল সুখেরই শেষ মৃত্যুর হাতে হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মসুখের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। আত্মা যত দিন থাকিবে, ধর্ম্মসুখও তত দিন থাকিবে। মৃত্যু আত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, তবে ধর্ম্মসুখকে বিনাশ করিবে কি বলিয়া। আত্মা যেমন অমর, ধর্ম্ম তেমনি অমর। ধর্ম্মসুখে সুখী হইতে পারিলে আত্মা অনন্তকাল সুখভোগ করিতে পারে এবং ইহাই আমাদিগের মতে স্বর্গভোগ।

জগতের অপর সকল লোক মৃত্যুভয়ে কম্পিতকলেবর হন, কেবল ধার্ম্মিকই মৃত্যুকে ভয় করেন না। ধার্ম্মিকের নিকট মৃত্যু, অন্তিম অবস্থা নয়; ধার্ম্মিকের চক্ষুতে মৃত্যু জীবনের শেষ অবস্থা নয়, মৃত্যু ধার্ম্মিককে মারিতে পারে না। ধার্ম্মিকের নিকট মৃত্যু কেবলমাত্র একটী পরিবর্ত্তনের অবস্থা। তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন, অনন্তকাল আত্মা উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে তাঁহার নিশ্চয়ধারণা, তাই ধার্ম্মিক মৃত্যুকে ভয় করিবার কোনও কারণ দেখেন না। ধার্ম্মিকগণ যদি মৃত্যুকে ভয় করিতেন, তবে ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধর্ম্মবীরগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অনুরঞ্জিত থাকিত না। ধার্ম্মিকগণ যদি নির্ভয় অন্তরে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে না পারিতেন, তবে ঈশা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ক্রুশবিদ্ধ হইতেন না। তবে ষ্টিফেন ইষ্টকাঘাতে প্রফুল্ল মনে কখনই মরিতে সক্ষম হইতেন না। তবে শিকগুরু বন্দু কখনই লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না, এবং সেণ্ট লরেন্স কখনই আগুনে ধীরে ধীরে আপনার দেহকে ভস্ম করিয়া, মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। ধার্ম্মিকেরা যে, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, ইহাতে কি তাঁহাদের নির্ভীকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না? ধার্ম্মিকগণ অম্লানবদনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারেন।

মৃত্যু যে কেবল ধার্ম্মিকদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না, ইহাই নহে, পরন্তু মৃত্যুর নামে অনেক ধার্ম্মিকের মন আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। দুই দিনের বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের আবাস স্থানে গমন করিতে কাহার হৃদয়ে দুঃখ বা ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে? বন্ধুদিগকে, আত্মীয় পরিবারকে ছাড়িয়া যাইতে ধার্ম্মিক ভীত বা দুঃখিত হন না। কারণ তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য নয়। তাঁহার বিশ্বাস যে দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ সকলেই এক ধামে মিলিত হইবেন। ক্ষণিকবিচ্ছেদে তিনি কাতর হন না, কারণ তিনি জানেন যে, এই বিচ্ছেদের পরই যে মিলন হইবে, তাহাতে দুঃখ থাকিবে না, তাহাতে আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকিবে না। তাই ধার্ম্মিক মৃত্যু চিন্তায় দুঃখিত না হইয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকেন; এবং এই কারণেই এক জন ধার্ম্মিক শুনিয়াছি আসন্নমৃত্যুর বিষয় স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার বড় আনন্দ হইতেছে যে একটী নূতন রাজ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিব।"

অতএব হে মনুষ্য! যদি মৃত্যুর ভয় হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা কর, যদি মৃত্যুকে শান্তভাবে, নির্ভয় অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে বিশ্বাসী হও, ঈশ্বরে নির্ভর কর, পরলোকে বিশ্বাস কর, ধর্ম্মের সুখ আস্বাদন করিতে শিখ। যদি মৃত্যুর ভয় এড়াইতে চাও, তবে হে মনুষ্য! ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

শ্রীমদ্ভাগবত।

(২০)

গ্রন্থকার পূর্ব্ব শ্লোকে যে নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন পর শ্লোকে তাহারই কয়েকটী ফল বর্ণনা করিতেছেন;—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈ।
র্হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"যিনি এরূপ আচরণ করেন তিনি প্রিয় দেবতার নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত হইয়া অলৌকিক ভাবে কখনো হাস্য করেন, কখনো রোদন করেন, কখনো উচ্চ শব্দ করেন এবং কখনো বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।"

প্রেমোন্মত্ততাসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অদ্য আর অধিক কিছু বলিব না; কেবল এই পর্য্যন্ত বলিব,

পাঠকগণ! নিজের হৃদয়ে এরূপ উন্মত্ততা অনুভব করিয়া না থাকিলেও ইহাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বা ভণ্ডতাপ্রসূত মনে করিবেন না। সংসারের অকিঞ্চিৎকর ধন মান লইয়া যখন লোক উন্মত্ত হইতে পারে, তখন ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে স্বভাবতঃ একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভক্তিসম্বন্ধে আমরা কিরূপ আচরণ করিব? ভক্তির আতিশয্য হইতে দেওয়া কি উচিত? কেহ হয়ত বলিবেন "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্," সুতরাং ভক্তিরও আত্যন্তিকতা দূষনীয়, হয়তঃ বলিবেন ভক্তির আতিশয্যে জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে! আমাদের এই বিষয়ে বলিবার এই, ভক্তির তো কথাই নাই, মানব প্রকৃতির কোন সদ্ভাবেরই আতিশয্য দূষনীয় নহে; ভক্তি, প্রীতি, দয়া, বিনয়, সরলতা, সত্য, ন্যায় এই সমুদয়ের আতিশয্য দূষনীয় ও নিবারণযোগ্য হইলে ধর্ম্ম সাধনের কোন অর্থ নাই,—অনন্ত জীবনের কোন মূল্য নাই; এই সমুদয়ের ক্রমিক উন্নতিতেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ভক্তির আতিশয্য দূষনীয়! অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির আতিশয্য আবার কিরূপে দূষনীয় হইবে? শ্রেষ্ঠতম প্রেমিকের প্রেম কোটী গুণ হইলেও যে তাঁহার অনন্ত প্রেমের প্রতিশোধ হয় না। তাঁহার অনন্ত প্রেম এবং আমাদের অনন্ত উন্নতির ক্ষমতা দেখিয়া তো স্পষ্ট রূপে ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের প্রেম অনন্তকাল বৃদ্ধি হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তবে ভক্তিদ্বারা অনিষ্ট হয় কখন? ভক্তি তখনই অনিষ্ট করে, যখন ভক্তি মানব প্রকৃতির অন্যান্য সদ্ভাব গুলিকে পদদলন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যখন ভক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথায় বধির হয়, বিবেকের আদেশ অবহেলা করে, যখন অস্বাভাবিক অন্ধতার সহিত বিশুদ্ধ গার্হস্থ্য প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে পদ-দলন করে তখনই ইহার দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট সংঘটিত হয়। অতএব আমাদিগকে এরূপ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে ভক্তির ক্রমিক উন্নতিতে কোন বাধা না জন্মে, যাহাতে ক্রমশঃ ইহার গভীরতা অনন্তকাল বৃদ্ধি হইতে পারে, অথচ হৃদয়ের অন্য কোন সদ্ভাবের উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

তৎপর যোগী আর একটী বিধি কহিতেছেনঃ—

> খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
> জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
> সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
> যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলি, জন্তু, দিক্, বৃক্ষ, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বরের শরীর ভাবিয়া প্রনাম করিবে।"

অনেকের কাছে এই শ্লোকটী অদ্বৈত মতাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে; যদি ইহার মধ্যে অদ্বৈত ভাব কিছু থাকে সেটুকু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য এবং ভাবটুকু আছে তাহা অত্যন্ত আদরনীয়। জগতের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ? ঈশ্বর জগতের প্রাণরূপে শক্তিরূপে প্রত্যেক পরমাণুতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা মানবাত্মার আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধসত্য; বিশুদ্ধ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মা স্বভাবতঃই এই সত্যে উপনীত হয়। বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান ও দর্শন এই মূল সত্যই সমর্থন করিতেছে। এক মহতী শক্তি সমুদয় শক্তির মূল শক্তি ও জগতের প্রাণরূপে জগত পরিচালিত করিতেছেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র স্পষ্টরূপেই এই মহান্ সত্য স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, জগতের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই—উচ্চতম ধর্ম্ম বিজ্ঞান এবং উচ্চতম জড়বিজ্ঞান উভয়ই উচ্চৈঃস্বরে এই শুষ্ক ও অসত্য মতের প্রতিবাদ করিতেছে। সুখের বিষয় যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়ে অতি উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। য়িহুদা ধর্ম্ম সম্ভূত খ্রীষ্টধর্ম্মই আমাদের মধ্যে উপরি উক্ত শুষ্কমত আনিয়াছে। গীতায় ভগবদুক্তিরূপে উক্ত হইয়াছেঃ—

> ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥৭।৭।

"যেমন মনি সকল সূত্রে গ্রথিত থাকে সেরূপ এই বিশ্ব সংসার আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।"

অন্যত্র—

> সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ্যং।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৩।

"সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রবণ, তিনি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

আমাদের আলোচ্য শ্লোকটীর সার এই, সকল পদার্থে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হইবে; যিনি সমস্ত জগৎকে এরূপ ঈশ্বরানুপ্রাণিত অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়াছে। আমরা কবে এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব!

এই সমুদয় সাধনের ফল পরশ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন।

> ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
> রণ্যত্রচৈষ ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃস্যু
> স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুগ্রাসম্॥

যেমন আহার কালে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবারণ হয় সেরূপ যিনি পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হন, তাহার যুগপৎ ভক্তি, ঈশ্বরানুভব ও অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

পরের শ্লোকটী উপরোক্ত শ্লোকটীর প্রায় পুনরুক্তি মাত্র।

> ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
> ভক্তির্বিরক্তি র্ভগবৎ প্রবোধঃ।
> ভবন্তিবৈ ভাগবতস্য রাজন্
> ততঃ পরাং শান্তি মুপৈতি সাক্ষাৎ॥

হে রাজন্! এইরূপে আনুগত্যসহকারে যিনি অচ্যুত ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎপর তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

গ্রন্থকার বলিতেছেন উপাসকের হৃদয়ে ভক্তি বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ প্রকাশিত হয়। নামকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনদ্বারা হৃদয় কিরূপে ভক্তি লাভ করে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে; রসস্বরূপ ব্রহ্মে আসক্তি জন্মিলে সাংসারিক সুখে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি জন্মে ইহাও বুঝা কঠিন নহে, কিন্তু ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে "ভগবৎ প্রবোধ" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এইটী বুঝা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কঠিন। আমরা এ বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। স্বীয় জীবনে যাহা অনুভব করি নাই তাহার ভাব স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে; বুদ্ধিদ্বারা তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এরূপ বুদ্ধিগত জ্ঞান নিতান্ত অস্পষ্ট এবং জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হয় না। পরব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হইলে কথঞ্চিৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে হইবে; আশা করি পাঠকগণ আমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন; পরমেশ্বরের প্রেম, পবিত্রতা হৃদয়ে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বে প্রেমিক ও পবিত্র হইতে হইবে। যখন মানব হৃদয় পবিত্রতার স্বর্গীয় আস্বাদন অনুভব করে, তখনই অনন্ত পবিত্রতা কি তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে; যখন চক্ষু প্রেমের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয় তখনই ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের কথঞ্চিৎ আভাস পায়। এতদ্বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নিউম্যানের কয়েকটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। ঈশ্বরের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা এবং তৎসম্ভূত প্রার্থনার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি কহিতেছেনঃ—

"By the continuance of such exercises, the fervency of desire gradually ripens into love, and love goes on heightening till at last the soul becomes conscious of it; and then the crisis is reached. I *believe* at last that the transition depends on the following principle:—no soul can possibly know that it loves God and not at once infer (whether aware or not of the mental process) that God loved it first: so powerful and clear is the direct perception that all our highest and best feelings are shadows of His: if therefore *we*, imperfect and puny, in truth love *Him* who is unseen and dimly known, how much more does *He*, who cannot overlook us, assuredly love *us*;—not indeed because we deserve it but because it is part of His own nature's perfection." "The Soul," p. 84.

অতঃপর বিদেহরাজ যোগীদিগকে ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে অন্যতম যোগী হবি উত্তম মধ্যম ও প্রাকৃত (অধম) ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন; আমরা এই বিষয়ে সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করিব না: এদ্বিষয়ে আমাদের সমালোচ্য অধ্যায়ের শ্লোক সমূহ অপেক্ষা ভাগবত গ্রন্থের অন্যত্র অনেক উৎকৃষ্টতর শ্লোক আছে, আমরা সে গুলির প্রতীক্ষায় রহিলাম। কেবল শ্রেষ্ঠভক্তের অটলতা ও শান্তিব্যঞ্জক তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছিঃ—

ত্রিভুবন বিভব হেতবেপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্ম সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবতঃ পদারবিন্দা
ল্লবনিমেষার্দ্ধমপি সবৈষ্ণবাগ্রাঃ॥

ত্রিভুবনের সম্পত্তি লাভ করিলেও যিনি অকুণ্ঠিত-হৃদয় থাকিয়া অজিতাত্ম দেবতাদিগের অন্বেষিত ভগবানের চরণারবিন্দ হইতে নিমেষার্দ্ধও বিচলিত না হন, তিনিই বিষ্ণূপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নিম্নোক্ত শ্লোকটীতে গ্রন্থকার সাকারবাদের শেষসীমায় অথচ আধ্যাত্মিক ভাবের অতি উচ্চ শিখরে উপস্থিত হইয়াছেন,—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা
নখমণি চন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্রইবোদিতেৰ্কতাপঃ॥

যাহারা ঈশ্বরকে পাপ্ত হইয়াছেন, বিশালক্রম (পাদবিক্ষেপ) ভগবানের চরণাঙ্গুলির নখমণির জ্যোৎস্নায় তাঁহাদের হৃদয়ে সংসার তাপ নিবৃত্ত হইয়াছে; তাহা আর কিরূপে সেখানে প্রভাব বিস্তার করিবে? চন্দ্র উদিত হইল কি আর কখনো অর্ক তাপ সঞ্চারিত হইতে পারে?

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধ
রিরব শাদভিহিতোপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতঃ প্রধান উক্তঃ॥

অবশভাবে ডাকিলেও যিনি পাপ বিনাশ করেন সেই হরি প্রণয়রূপ রসনা দ্বারা ধৃতপাদপদ্ম হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন তিনিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

চিন্তা ও প্রার্থনা।

রবিবার সন্ধ্যাকাল।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দেখি যে মানুষ দুর্ব্বল, মানুষ পাপ তাপে জর্জ্জরিত, শোক দুঃখে তাহার হৃদয় বিদারিত, সুখ সুখ করিয়া চীৎকার করিতেছে কিন্তু সুখ কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না, কিন্তু যদি তাহার পার্শ্বে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসির ছবি রাখা যায়, তাহা হইলে এই দুই চিত্রে কত বিভিন্নতা দেখিতে পাইব! ইহার একটী পৃথিবীর, অন্যটী স্বর্গের! একটী পাপ কলঙ্কিত অপরটী পুণ্যের আভায় জ্যোতিষ্মান। একটী শোক দুঃখে জর্জ্জরিত, অন্যটীর অধরে চিরহাস্য বিকশিত, একটী সুখের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ধাবিত হইতেছে, অন্যটী সুখের ভাণ্ডার আপনার করতলস্থ দেখিয়া শান্ত মনে বসিয়া তাহ

ভোগ করিতেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে মানুষ আর পাপ করিতে পারে না, ঘোর অমানিশার গাঢ়তম অন্ধকার তাহার নিকট দিবালোকের তুল্য, সে দিবসের সূর্য্যালোকে ভাই, ভগিনী ও প্রতিবাসীর সমক্ষে পাপকার্য্য করিতে যতদূর কুণ্ঠিত; গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন বনেও সে পাপ-কার্য্য করিতে তদপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত। কে আপনার পিতার সম্মুখে সূর্য্যালোকে পাপ কার্য্য করিতে পারে? কে আপনার পিতার চক্ষুর উপর অন্যায় ও লজ্জাকর কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম? মানব প্রকৃতিতে ইহা কখনও সম্ভবে না। যদি সামান্য পৃথিবীস্থ পিতার সমক্ষে আমরা পাপ করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে যিনি আমাদের জীবনদাতা, যিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, পরম ন্যায়বান, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর তাঁহার চক্ষুর উপর পাপ করিতে কে সাহসী হইতে পারে? অন্তর্দর্শী দেবতা যিনি, যিনি হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব ও মনের প্রত্যেক চিন্তাকেও দেখেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানিয়া কোন্ মনুষ্য, পাপকার্য্য করা দূরে থাকুক, পাপচিন্তা করিতে সক্ষম হইবে? পৃথিবীতে এত পাপ, কারণ পৃথিবীতে বিশ্বাসীর সংখ্যা কম। বিশ্বাসীর মত সুখী কে? সুখ প্রেমে। যেখানে উৎসাহ নাই, সেখানে সুখ নাই। কিন্তু বিশ্বাসীর মত এত প্রেম কাহার হৃদয়ে? বিশ্বাসীর উৎসাহের হ্রাস নাই। ভাল বাসায় তৃপ্তির শেষ নাই। অনন্ত দেবতাকে ভাল বাসিয়া কে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? সীমাবদ্ধ মনুষ্যকে ভাল বাসিয়া যে হৃদয় সহজে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না, সেই হৃদয় অনন্ত, অসীম, অজ্ঞেয় দেবতাকে ভাল বাসিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত কখনও তৃপ্তির শেষ লাভ করিবে না; সংসারের প্রতিকূল বাত্যায় হয়ত অনেক অনেক দুঃখ, দুর্দ্দশা আনিয়া ফেলিবে, কিন্তু তৎসমুদায় ধার্ম্মিক অম্লানবদনে তাঁহার প্রিয়দেবতার হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া সহ্য করিবেন, আর ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই বলিয়া তপ্ত হৃদয়কে মুহূর্ত্ত মধ্যে শান্ত করিবেন।

আমি কিরূপ বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি? আমার হৃদয়ে কি একরূপ দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস মূলবদ্ধ হইয়াছে? হায়! যদি তাহাই হইত তবে আর এ জীবন এত কলঙ্কিত কেন? তবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিলাম কেন? তাহা হইলে চরিত্রে বল নাই কেন? হে অন্তর্দর্শী দেবতা! তুমি দেখিতেছ আমার হৃদয় কত ক্ষীণ! তুমি দেখিতেছ, নাথ! কি ক্ষীণ বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার যত্ন করিতেছি। হে ঈশ্বর; হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নাই তাইত এত পাপ করি, তাইত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত শোক ভোগ করিয়া থাকি। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে আর পাপকার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত হইত না। যদি হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত তবে কি হে দেব! এই মন মুহূর্ত্তের জন্যও পাপ-চিন্তায় রত থাকিতে পারিত! বিশ্বাস থাকিলে যে তোমার সত্বা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি স্থানে উপলব্ধি করিতে পারিতাম। তাহা হইলে যে চন্দ্রে, সূর্য্যে, মেঘে, বৃক্ষপত্রে প্রত্যেক জীব জন্তুর মুখে, প্রত্যেক বালুকণাতে, প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুতে তোমার সত্বা দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলে হে দেব! অন্ধকারের মধ্যেও তোমার সত্বা অনুভব করিয়া আপনার পাপ মনকে স্তম্ভিত করিতে পারিতাম। তাহা হইলে যে আর পাপ করিতে পারিতাম না। বিশ্বাস ক্ষীণ, তাই দেব! চরিত্রের বল নাই, ইচ্ছার শক্তি নাই, শতপ্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রলোভনের সমক্ষে পরাস্ত হই। বিশ্বাসহীন বলিয়াইত হৃদয়ে এত দুঃখ, এত শোক, এত অশান্তি ভোগ করিয়া থাকি। হে অন্তর্দর্শী দেবতা! এত দিনে বুঝিতে পারিলাম যে তোমাতে দৃঢ়-বিশ্বাস না করিলে আর কিছুই হইবে না। তাই দেব, তোমার চরণে এই মিনতি করিতেছি তুমি আমার সহায় হও। আমি তোমার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিব, আর প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিব; তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর!

ব্রাহ্মসমাজ।

উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লিখিতং শ্রীনবীনবন্ধু ঘোষ পিসরে শ্রীযুক্ত রামকুমার ঘোষ সাকিম বাগুণ্ডী, থানা বসিরহাট, জিলা চব্বিশ পরগণা হাল সাকিম জলপাইগুড়ি কস্য ট্রষ্টডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতু জলপাইগুড়িস্থ উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় উপাসক ও সভ্যগণের সাধারণ সভাতে, সর্ব্ব সাধারণের সম্মতিমতে আমি বিগত ১২৮৫ সনের ১৯ এ আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭৮ সনের ২ রা জুলাই তারিখে উক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া, উক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে দখল প্রাপ্ত হইয়া, প্রাগুক্ত সমাজের সম্পাদকস্বরূপ, উক্ত সমাজের পক্ষে, প্রাগুক্ত সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে দখিলকার আছি; এবং ১২৮৫ সনের ১৯ এ আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭৮ সনের ২ রা জুলাই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে যে সমুদয় নূতন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জিত বা ক্রীত হইয়াছে, সেই সমুদয় সম্পত্তি উক্ত সমাজের পক্ষে সম্পাদক স্বরূপ আমার দখলে এবং স্বত্বাধি-কারে আছে। এবং বিগত ১২৮৫ সনের ২১ এ মাঘ, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যমণ্ডলী এবং উপাসকগণের সাধারণ সভাতে ইহা স্থিরীকৃত এবং ধার্য্য হইয়াছিল যে, আমার দখলে ও হস্তে ও সত্বাধিকারে উপরোক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, কিম্বা ভবিষ্যতে হইবেক, সেই সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যবহার জন্য, কলিকাতা নিবাসী আপনি শ্রীল শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টার এট্ ল, আপনাকে তৎসমুদয়ের ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হইবেক। এবং ১২৮৬ সনের ১৩ ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২৮ এ সেপ্টেম্বর তারিখে, পুনরায় উত্তর

বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের যে সাধারণ অধিবেশন হয় তাহাতে এই প্রকার ধার্য্য এবং স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে, আপনি শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টার এট্‌ ল, আপনাকে ও কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও অর্থাৎ তিন জনকে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হইবেক। অতএব পূর্ব্বোক্ত ১২৮৫ সনের ২১ এ মাঘ, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এবং ১২৯৬ সনের ১৩ ই আশ্বিন তারিখের উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের সাধারণ সভার নির্দ্ধারণানুসারে, আপনি শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু বারিষ্টার এট ল, এবং আপনি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, আপনি শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আপনাদের তিন জনকে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের এবং ব্যবহারের জন্য, উক্ত সমাজের সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আপনাদিগের হস্তে, দখলে ও স্বত্ব বিকারে অর্পণ করিলাম। আপনারা, কি আপনাদিগের মধ্যে কোন একজন, উক্ত সমাজের পক্ষে আবশ্যকানুসারে মোকদ্দমা দি ও আইন সঙ্গত সমুদয় কার্য্য করিতে, কি মোকদ্দমাদির উত্তর দিতে ও জানাইতে সক্ষম হইবেন

প্রথম নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উক্ত সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের নামে যে ১২ বিঘা জমীর পাট্টা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ১২ বিঘা জমীতে আমি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দখিলকার আছি, উক্ত জমির মধ্যে অধিকাংশ জমী, ব্রাহ্মগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ও বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য, ব্রাহ্মদিগের নিকট এবং বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট উপযুক্ত কর ধার্য্যে পত্তন করা হইয়াছে, এবং উক্ত ১২ বিঘা জমীর মধ্যে বক্রী জমী ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ এবং অনাথ বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য আমার খাস দখলে রাখা হইয়াছে। আপনারা কি আপনাদিগের মধ্যে কোন এক জন প্রাগুক্ত খাস দখলের জমী ও পত্তন করা জমী, উভয় প্রকার জমীতে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দখলিকার হইয়া খাস দখলের জমীতে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির নির্ম্মাণ ও ব্রাহ্ম সমাজের হিতার্থে আর যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করিতে পারিবেন; এবং যে সমস্ত জমী পত্তন করা হইয়াছে, সেই সমস্ত জমীর বাবত সেই সমস্ত জমীর প্রজা কি পাট্টাদারগণ হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যার্থে এবং হিতার্থে তাহার ব্যয় করিবেন। আর উচিত বোধ হইলে খাস দখলের জমী হইতে আর কতক জমীতে প্রজা পত্তন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আছে কি ভবিষ্যতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের দখলে ও অধিকারে থাকিবেক; কিন্তু উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণের কিম্বা উক্ত সমাজের পক্ষে কোন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকিলে সেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিকাংশের মতগ্রহণ না করিয়া আপনারা ঐ সকল সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা দান করিতে পারিবেন না। পরমেশ্বর না করুন যেন কখন উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব লোপ হয়; তবে যদি হয়, তাহা হইলে কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার মত গ্রহণ করিয়া আপনারা প্রাগুক্ত সভার অভিপ্রায়ানুসারে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন। এবং আবশ্যক হইলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায়ানুসারে (উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব লোপ হইলে) উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যার্থে ব্যয় করিতে পারিবেন।

তৃতীয় নিয়ম। ট্রষ্টডীডের প্রথম নিয়মোল্লিখিত ১২ বিঘা জমী মধ্যে, যে পরিমাণ জমী ব্রাহ্ম সমাজের খাস দখলে আছে সেই জমির কতকাংশে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন; এবং সেই গৃহ "উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ" নামে আখ্যাত হইবে। সেই "উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে" প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে "একমাত্র অদ্বিতীয় অনাদ্যনন্ত, সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান, পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। কোন স্বষ্টবস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ পরমেশ্বর জ্ঞানে কিম্বা পরমেশ্বরের সমান জ্ঞানে বা উহার অবতার জ্ঞানে এই গৃহে পূজিত হইবেনা। এবং ঈশ্বরভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন, যাহা কোন সম্প্রদায় পূজা করিয়া থাকে তাহা পূজিত হইবে না। এই গৃহে কোন অহিংস্র জীবের প্রাণ বধকরা হইবেক না। জীবন রক্ষার্থে বিশেষ আবশ্যক না হইলে এই গৃহে কোন প্রকার আহার পান করা হইবে না। এই গৃহে কেহ বাস করিতে পারিবেন না এবং এই গৃহে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবেক না। এই গৃহে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য কখন রাখা হইবেক না। এবং কোন ব্যক্তি এই গৃহে বসিয়া তাম্রকু চুরুট কিম্বা অন্য কোন বস্তু সেবন করিতে পারিবেন না। এই গৃহে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন স্রষ্ট জীব কি পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষদ্বারা পূজিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার প্রতি অবমাননা করা হইবে না, কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত কি অভ্রান্ত বলিয়া এই গৃহে স্বীকৃত কি সমাদৃত হইবে না, পক্ষান্তরে কোন পুস্তক যাহা সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার প্রতি

বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবেক না। এই গৃহে কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করা হইবে না। যাঁহারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ এবং অবস্থা নির্বিশেষে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং উদার চরিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সর্ব্ব প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতায় উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা এবং বক্তৃতা হইবেক।

চতুর্থ নিয়ম। এই গৃহে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া, একজন কি ততোধিক সচ্চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার মত গ্রহণ পূর্ব্বক কোন আচার্য্য কি সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। আচার্য্য নিয়োগ কি পদচ্যুতি সম্বন্ধে যদি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অনৈক্য হয়, তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে, সমুদয় সভ্যগণের বিবেচনার্থ এই বিষয় অর্পিত হইবে; এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতানুসারে আচার্য্য নিয়োগ কি পরিবর্ত্তন করা হইবে। তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই বিষয় মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় সভ্যগণের মতই প্রবল থাকিবেক। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের অভাব হইলে যে পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে এই সমাজের আচার্য্য স্বরূপ নিযুক্ত না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর কোন সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা কার্য্য বেদী ভিন্ন অন্য স্থানে বসিয়া সম্পাদন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম নিয়ম। এই ট্রষ্ট ডীড লিখা পড়া হইয়া রেজিষ্টরী হইলে পর উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যকে আচার্য্যপদে রাখিতে কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন; কিম্বা বর্ত্তমান আচার্য্য কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে নূতন আচার্য্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ নিয়ম। কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য না হইলে কোন ব্যক্তি এই উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাচার্য্য বা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি নাই বা যে সকল প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধমত পোষণ করেন, কিম্বা মধ্যবর্ত্তীত্ব, কি কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত স্বীকার করিয়া এক মাত্র ধর্ম্মগুরু কি অভ্রান্ত ধর্ম্মগুরু বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম মন্দিরের আচার্য্যের কার্য্য, কি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না।

সপ্তম নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নরনারী উভয়ের সমান অধিকার থাকিবেক। কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রকাশ্যস্থানে বসিয়া উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলে কেহ তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের বসিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিবে, সেই স্থানে কোন পুরুষের বসিবার অধিকার থাকিবে না। কোন স্ত্রীলোক উপাচার্য্যের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

অষ্টম নিয়ম। সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যে ৩০ টাকা আদায় হইয়াছে, সেই ৩০ টাকা এবং জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয় দ্বারা যে ২০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উক্ত বিশ টাকা মোট এই পঞ্চাশ টাকা এই ট্রষ্টডিড লিখা পড়া ও রেজিষ্টারী হইলে আপনাদের হস্তে অর্পিত হইবেক।

নবম নিয়ম। আপনারা ট্রষ্টীর কার্য্য করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে কি ট্রষ্টীর পদ পরিত্যাগ করিলে অথবা লোকান্তরিত হইলে কিম্বা কোন বিশেষ কারণে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে, মতদাতা (voting) সভ্যগণের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের মতে, ট্রষ্টী থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক, সাধারণ কিংবা কোন বিশেষ অধিবেশনে অধিকাংশের মতানুযায়ী এক অথবা অনধিক তিন জন নূতন ট্রষ্টী কি ট্রষ্টীগণ নিয়োগ পর্য্যন্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত সমাজের আচার্য্য এবং সম্পাদক এতদুভয়ের হস্তে থাকিবে।

দশম নিয়ম। নূতন ট্রষ্টী কিংবা ট্রষ্টীগণ সম্পর্কেও উপরিউক্ত সমুদয় নিয়ম অধিকার ও স্বত্ব খাটিবে।

উপরোক্ত মর্ম্ম মতে আপনাদিগের নিকট হইতে ১ টাকা বহার প্রাপ্ত হইয়া এই ট্রষ্টডিড স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লিখিয়া দিলাম।

রংপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় উক্ত সমাজের নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

১। এই সমাজ রংপুর ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইবে।

২। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধন; ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রকার সত্যানুসন্ধান ও প্রচার করা, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিস্তারদ্বারা ঐক্য বন্ধন স্থাপন করা, পরস্পর উন্নতির চেষ্টা করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। সকল প্রকার সামাজিক দোষের সংস্কার করা এই সমাজের উদ্দেশ্য থাকিবে।

৩। (ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য) ঈশ্বর জগৎ কারণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, পরিপূর্ণ, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, ন্যায়বান ও পবিত্র। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান না করা,

কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির এক মাত্র উপায় বা পথ বলিয়া স্বীকার না করা।

৪। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষের নান বয়স্ক নহেন, রংপুর ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত এক মত হইয়া তৎসম্পাদন জন্য মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ, জাতি বা জন্মস্থান বলিয়া সে অধিকারের কোন প্রভেদ থাকিবে না। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে স্থানীয় সভ্যগণের অন্তত: মাসে একবার উপাসনাগৃহে উপস্থিত হইতে হইবে। চরিত্রগত বিশেষ দোষে দোষী ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি স্পষ্টত: ভাবে বা কার্য্যত: ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যেবিশ্বাস অস্বীকার করিলে, চরিত্রগত কোন জঘন্য দোষে লিপ্ত প্রকাশ পাইলে অথবা বৎসরের শেষ তাঁহার দেয় সমস্ত চাঁদা অনাদায় থাকিলে সভ্যশ্রেণী হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

৫। কোন কারণ বশত: কেহ সভ্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইলে যে কারণে বহিষ্কৃত হইবেন, সেই কারণের প্রতিকার হইলে, যদি সভ্যগণ উচিত বোধ করেন, তবে তাঁহাকে পুনরায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

৬। এক জন সভ্যকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অন্য এক জন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিবেন। কেহ আপত্তি করিলে সভার বিবেচনাধীন থাকিবে।

৭। কএক জন সভ্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইবে। ইহাঁরা রংপুর ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক জন মেম্বর সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইবেন।

৯। সম্পাদক সমাজের কাগজপত্র, বহি, পুস্তকাদি এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

১০। সামান্য সামান্য কার্য্য সম্পাদকই নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, গুরুতর কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে সভা আহুত হইবে।

১১। বাৎসরিক আয় ব্যয়ের অর্থ সাম্পাদকের নিকট থাকিবে। সমাজের আবশ্যকীয় সামান্য সামান্য সামগ্রীও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। উপাসনাগৃহ অথবা তদ্রূপ অন্য কোন সম্পত্তি হইলে তাহার জন্য ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে হইবে। এবং ২৫ পঁচিশ টাকার অধিক সম্পাদকের হস্তে সঞ্চিত হইলে সভ্যগণের বিবেচনা মত রক্ষিত হইবে।

১২। ট্রষ্টি বা ট্রষ্টিগণের তত্ত্বাবধানে যে সম্পত্তি থাকিবে তাহা তিনি বা তাঁহারা সভার মতানুসারে প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩। সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মূল সভার অধীন থাকিবেন। মূল সভায় যাহা ধার্য্য হয়, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

১৪। সামাজিক উপাসনাকার্য্যনির্ব্বাহার্থ এক কি ততোধিক আনুষ্ঠানিক সচ্চরিত্র বক্তা ব্রাহ্মকে আচার্য্য নিযুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ সকল গুণবিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের অভাবে অন্য সচ্চরিত্র বক্তা ব্রাহ্মকে আচার্য্যের পদে নিযুক্তের বাধা হইবেক না।

১৫। কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু সভা উচিত বোধ করিলে সেই সকল ব্যক্তিকে পুনরায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৬। তিন মাসান্তর এক এক বার মূল সভার অধিবেশন হইবে। বৎসরান্তে সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে। ইহার মধ্যে আবশ্যক বোধ হইলে সম্পাদক অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিন জন কিম্বা মূল সভার পাঁচ জন সভ্য নাম স্বাক্ষর করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৭। সভ্যেরা যে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৮। সকল প্রকার সভার অধিবেশনে অধিকাংশের মতানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যা হইলে সভাপতি যে দিকে থাকিবেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত কয়েক পংক্তি নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে উৎকল ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র থিইষ্টিক রিভিউর দ্বিতীয় সংখ্যায় যে "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসাধারণের এই মত ইহা জনসাধারণে প্রচারিত হইলে, তাহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিহইতে চ্যুত করিয়া একটী ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত করা হইবে এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ঘোর অনিষ্ট হইবে। অতএব এই সভা সমস্ত জনসাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতেছেন যে, উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বিংশতমু, দ্বাবিংশতম, পঞ্চবিংশতিতম, ষট্‌বিংশতিতম মত এবং একবিংশতিতম মতের অপরার্দ্ধ এই সভা ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সভার মতে থিইষ্টিক রিভিউর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রোক্ত মতগুলিকে যাঁহারা ব্রাহ্মের বিশ্বাস বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রুর কার্য্য করেন এবং তাঁহাদের এই কার্য্যের সঙ্গে এই সভার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই।

শ্রীমধুসূদন রাও
সম্পাদক,
উৎকল ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় ডেরাডুন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় গিরিডি যাত্রা করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ; শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ; শ্রীযুক্ত বাবু সুন্দরীমোহন দাস পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে নবেম্বর মাসের জন্য পাস পাইয়া কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেছেন। কুমারখালিতে তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এবং তত্রত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য একটি সপ্তাহিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভায় উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ হইবে। কৃষ্ণবাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন চঁচুড়া, নৈহাটী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অদ্যাবধি দার্জিলিঙে বাস করিতেছেন। আগামী মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মদিগকে উপকৃত করেন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

বিগত ৩০ কার্ত্তিক বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষীয় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয়হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. November 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

নক্ষত্রগুলি কি করিতেছে? এ জগতে অনর্থক কিছুই নাই, বালুকণাও অনর্থক নহে, উহারও কার্য্য আছে। আমরা সকল পদার্থের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি না। অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদিগের নিকটে বৃথা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহাদের সার্থকতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ঐ যে তারাগুলি স্থিরভাবে জ্বলিতেছে, উহারা কিসের জন্য? উহারা মনুষ্যের আত্মাকে শিক্ষা দিতেছে। পৃথিবীতে আমাদের চারিদিকে যাহা রহিয়াছে সকলই সীমাবদ্ধ; সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ পদার্থ সকল দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, যে আধ্যাত্মিক জগতে সকলই অসীম, হৃদয় সেখানে প্রবেশ করিবার অনুপযোগী হয়। নক্ষত্রগুলির একটী কার্য্য এই সংকীর্ণতা, এই অনুপযোগীতা দূর করা। যাহার দূরত্ব আমাদিগের ধারণাশক্তির অতীত, কল্পনায় অপরিমেয়, সেই কিরণবিন্দুর দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে আমরা সীমা ভুলিয়া যাই, হৃদয় প্রশস্ত হয়, সাংসারিক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বিরাম লাভ করে, বাহ্যসম্পদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করে, অনন্তকালব্যাপী আত্মা অনন্ত সত্ত্বার চিন্তায় ডুবিয়া যায়। বাহ্য জগতের এক অংশে অনন্তের ছায়া প্রতিভাত, সে অংশ ঐ নীল আকাশ; যে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কেবল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর উজ্জ্বলতা দেখে, সে বালক, আকাশে যাহা দেখিবার আছে সে তাহা দেখিল না। ঐ অসংখ্য তারাগুলির মধ্যে কোন একটীর দিকে চাহিয়া অনন্যমনা হইয়া ভাবিতে থাক যাঁহার রাজ্যের এক কণা বুদ্ধির অতীত তিনি কি মহান্। অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইলে, চক্ষু নিমীলিত করিতে হয়, অথবা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় পরমেশ্বরের পবিত্র সত্বার অনুরূপ বলিয়া সূর্য্যকে উপাসনা করে। নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কোন বাহ্য পদার্থের উপসনা করা যে মূলতঃ দূষনীয়, আমরা এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছিনা; এ বিষয়ে আর একটী কথা বলিবার আছে। সূর্য্য তেজঃপুঞ্জমাত্র; যাহারা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উপাসনা করে, তাহারা কল্পনাতেও ঈশ্বরের প্রকৃতির কোমলভাব দেখে না। ঈশ্বর ন্যায়বান্; কিন্তু কেবলমাত্র কি তিনি ন্যায়বান্? তাহা হইলে পাপীর আশার স্থল থাকিত না, তাঁহার ন্যায় বিচারে পাপী আত্মা ভস্মীভূত হইত। কেবল রৌদ্রে বৃক্ষ শুকাইয়া যায়; বৃক্ষের জীবনের পক্ষে এক দিকে যেমন সূর্য্যের উত্তাপ অন্যদিকে তেমনি মৃত্তিকার রস আবশ্যক। মনুষ্যের আত্মার পক্ষেও সেইরূপ; একদিকে যেমন পরমেশ্বরের ন্যায়বিচার, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার দয়া আবশ্যক। তিনি পাপের দণ্ড বিধান করিয়া নিরস্ত হয়েন না, তাঁহার মধুর সান্ত্বনে তপ্তহৃদয় শীতল করেন। তাঁহার আশ্বাসবাক্যে যদি তিনি পাপীর সন্তাপ না নিবাইতেন তবে পাপী বাঁচিত না।

বিবেক পরীক্ষা।

মহাত্মা পিথাগোরাস তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান উপদেশ এইঃ—"তোমরা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবার 'আমি কি করিয়াছি?' 'কি প্রকারে তাহা করিয়াছি?' এবং 'কি করি নাই?' এই প্রশ্নত্রয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে।" ধর্ম্মার্থীর নিকট পিথাগোরাসের এই উপদেশটী বড় মূল্যবান। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীরই এই উপদেশটী জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত। আমরা সতত কুচিন্তাদ্বারা এত পরিচালিত হইয়া থাকি, আমাদের হস্ত কুকার্য্যে রত থাকিতে সতত এত ইচ্ছুক, যে এইরূপ করিয়া অতি সবাহিতভাবে প্রতিদিন জীবন পরীক্ষা না করিলে আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম জীবন গঠন করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে অন্তঃদৃষ্টিবিহীন ধর্ম্ম জীবনের কোনও অর্থ নাই। যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন, সেখানেই অন্তঃদৃষ্টি ও আত্মচিন্তা; এবং এই আত্মচিন্তারই অপর নাম 'বিবেক পরীক্ষা।'

ব্রাহ্ম সংসারীধার্ম্মিক। তাঁহাকে প্রতি দিন নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যদিয়া তাঁহাকে তাঁহার দৈনিক জীবন পরিচালিত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অতি

সমাহিত হইয়া আপনার চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের উপর যত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়, তত আর কাহার পক্ষে নহে। কার্য্যের বহুলতা ও ব্যস্ততানিবন্ধন ব্রাহ্মের পক্ষে সময় সময় অন্তঃদৃষ্টিহীন হওয়া যত সম্ভব, বৈরাগী ও বনবাসী ধার্ম্মিকদিগের জীবনে এইরূপ অন্তঃদৃষ্টিহীন হওয়া তত সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রাহ্মের পক্ষে প্রতিদিন বিবেকপরীক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

রোমানক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এই বিবেক পরীক্ষার নিয়মটী অত্যন্ত প্রচলিত। প্রত্যেক পাদ্রিকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একান্তে বসিয়া, আপন আপন বিবেক পরীক্ষা করিতে হয়, এবং ইহার সুফল এই দাঁড়ায় যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন আদর্শ অনুসারে উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

বিবেক পরীক্ষা দুই প্রকার হইতে পারে। একটী সাধারণ পরীক্ষা, অপরটী বিশেষ পরীক্ষা। একটী একান্তে বসিয়া সাধারণ ভাবে কি প্রকারে কি কার্য্য করিয়াছি এবং কি চিন্তা করিয়াছি এবং কি কার্য্য ও চিন্তা করি নাই এইটী ভাবিয়া দেখা, এবং কোনও ত্রুটি লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত অন্তরে ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করা। আর কোনও বিশেষ পাপের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলে, বা কোনও বিশেষ ভাবের দ্বারা হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিলে, বিশেষ ভাবে সেই পাপ বা সেই ভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া জীবন তাহা হইতে মুক্ত ছিল কি না, কিম্বা জীবনে সেই ভাব পরিণত করিতে পারা গিয়াছে কি না, এইটী পরীক্ষা করিয়া দেখা। সকলেরই সাধারণ ও বিশেষ এই উভয় ভাবে বিবেক পরীক্ষা করা উচিত। যাহার, কোনও বিশেষ অভ্যস্ত পাপ নাই তাঁহার পক্ষেও আত্মাকে কোন বিশেষ ভাবদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া অত্যন্ত উচিত। আমরা কতিপয় অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলাম এবং ইহাতেই যে ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া গেল এরূপ নহে। আজ যে স্থানে আছি কালি যদি তাহা অপেক্ষা উন্নত স্থান অধিকার করিতে না পারিলাম তবে আর আমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইল কোথা? কতিপয় সামান্য পাপের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিয়া কোনও ব্রাহ্ম ধার্ম্মিক হইয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পরিমাণই ক্রমিক উন্নতি, এবং ক্রমশঃ জীবনকে এইরূপ উন্নত করিতে চাহিলে বিশেষ ভাবে বিবেক পরীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন সাধারণ ভাবে বিবেক পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে সাধারণতঃ কোনও অন্যায় কায করিয়াছি কি না, সাধারণতঃ দৈনিক জীবনের মধ্যদিয়া অন্তঃস্রোতের মত ধর্ম্মভাব প্রবাহিত হইয়াছে কি না; সেইরূপ আবার দেখিব একটী বিশেষ ভাব সমস্ত দিন হৃদয়ে পোষিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছি কি না, কিম্বা কোনও বিশেষ পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি কি না; এবং এইরূপ সাধারণ ও বিশেষ ভাবে প্রতিদিন বিবেক পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মজীবন যে অতি সহজেই সংগঠিত হইবে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথার প্রতিবাদ করিবেন না।

অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে বিবেকপরীক্ষা করা উচিত। অনেক সময় আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে যে একটী অন্যায় কার্যের জন্য বিবেক ব্যথিত হইলে নানাপ্রকার ওজর দ্বারা আমরা তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাই। আমি একটী মিথ্যা কথা কহিলাম, বিবেক অমনি অশান্তির আধার হইয়া উঠিল, এবং এই অশান্তি নিবারণের জন্য আমি ভাবিতে লাগিলাম, 'না ইহাতে তত কিছু অন্যায় হয় নাই, আমি নিতান্ত অসাবধানতার সহিত ঐ কথাটী কহিয়াছি, ভাবিয়া বলি নাই। এই কথার ঐরূপ অর্থ নয়,' ইত্যাদি এবং এইরূপ চিন্তাদ্বারা ক্লিষ্ট বিবেককে শান্তনা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইলাম, ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, বিবেকের তেজস্বীতা কমিয়া আসিল এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতে বিবেক সত্যাচরণসম্বন্ধে একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। সাধারণতঃ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বিবেককে শান্তনা করিলেই ধর্ম্মজীবনের ঘোর অনিষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিদিন বিবেক পরীক্ষার সময় এইরূপ ওজর প্রভৃতি দ্বারা বিবেককে শান্ত করিতে চেষ্টা পাইলে যে কি অনিষ্ট হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিবেক পরীক্ষা করিলেই জীবনের অনেক দোষ যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে, এবং প্রায় প্রতিদিনই হয়ত বিবেক তজ্জন্য ক্লিষ্ট হইবে; সুতরাং এই অবস্থায় যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিবেক পরীক্ষা না করা যায় তাহা হইলে শীঘ্রই আত্মচিন্তায় বিবেকের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই অত্যন্ত নিরপেক্ষ হইয়া বিবেক পরীক্ষা করা উচিত।

বিবেক পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, তাহা হইলে মনের একাগ্রতা জন্মিবে, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসিয়া বিবেক পরীক্ষা করিলে নিরপেক্ষ থাকা সমধিক সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিবে। সুতরাং প্রতিদিন নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই ঈশ্বরের সত্তা প্রথমতঃ উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়া সকলেরই বিবেক পরীক্ষা করা নিতান্ত উচিত।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার।

জড়জগত ও জনসমাজে অতি সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে। জড়জগতের প্রত্যেক ঘটনা ভৌতিক বা রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক বল প্রভৃতি দ্বারা যেমন সংঘটিত হইয়া থাকে; জনসমাজের প্রত্যেক কার্য্যও সেইরূপ নানাবিধ সামাজিক বলের প্রয়োগে সাধিত হইয়া থাকে। জড়জগতে যেমন ঘাত প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে জনসমাজেও সেইরূপ রহিয়াছে। আবার জড়জগতে যেমন মহা অগ্নিকাণ্ড সকল, আগ্নেয় গিরির উৎপাত সংঘটিত হইয়া থাকে, জনসমাজেও সেইরূপ রাজনীতি, সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপ্লব সমূহ

উপস্থিত হইয়া সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলে। অসহনীয় রৌদ্র হইলেই তাহার পর ঝড় হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অত্যাচার একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিলেই সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় ও বিপ্লবের বন্যায় সেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কোথায় থাকে তখন রাজার সিংহাসন! কোথায় থাকে পৌরহিত্যের দুঃসহনীয় অত্যাচার! বিপ্লবের স্রোতে একেবারে ভাসিয়া চলিয়া যায়, এবং মানবপ্রকৃতি পুনরায় আপনার যথার্থ ও ন্যায্য স্বত্বের অধিকারিণী হইয়া সুখী হইয়া থাকে।

এই সকল বিপ্লবের মধ্যে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার যত স্পষ্টরূপে দেখিতে পারা যায় আর কিছুতে যেন তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কোনও সমাজ, রাজনীতি বা পৌরহিত্যের অত্যাচারপীড়িত হইয়া আপনার সমুদায় উচ্চ প্রবৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিতে লাগিল; স্বাধীনতা, আত্মাদরপ্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ কঠোরশাসনের লৌহমুদ্গরাঘাতে একেবারে পেশিত হইতে লাগিল। অত্যাচারের পর অত্যাচার মানব প্রকৃতির অন্তঃসার বিনাশ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্ম ও নীতি, অন্তঃসার বিহীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিল, ঈশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অমনি তিনি বলিলেন "এই পর্য্যন্ত তুমি যাইবে, এই সীমা আর অতিক্রম করিতে পারিবে না।" আর সমাজে অন্তঃসলিলের মত বিপ্লবের ভাব সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটু একটু করিয়া আপনাদের হীনাবস্থার প্রতি সামাজিকগণের দৃষ্টি খুলিতে লাগিল। বিন্দু বিন্দু, করিয়া বৈপ্লবিকবলসমূহ সামাজিকগণের হৃদয়ে একত্রিত হইতে লাগিল, এবং অবশেষে তুমুল বিপ্লাবক ঝড় উঠিয়া সমস্ত অত্যাচার ও সমস্ত অত্যাচারিগণকে উড়াইয়া লইয়া গেল। ঈশ্বরের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য ও ন্যায়ের রাজ্য আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং মানবপ্রকৃতি ঈশ্বরের মঙ্গলময় ছায়ার নিম্নে থাকিয়া অনন্ত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে চাহিলে বিপ্লবের বিবরণ পাঠ করা উচিত, তাই আমরা অদ্য জগতের একটী বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আজ প্রায় উনবিংশতি শত বর্ষ গত হইল আশিয়া মাইনরের জিহুদা প্রদেশে মহাত্মা ইশা জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। ইশার শিষ্যগণের অবিচলিত বিশ্বাস, অজেয় অধ্যবসায়, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অত্যাশ্চর্য্য আত্মত্যাগের গুণে খৃষ্টধর্ম্ম শীঘ্রই প্রতাপশালী হইতে লাগিল। ক্ষুদ্রচেতা রাজন্যবর্গ ও রোমের অধিপতিগণ নবাভ্যুদিত ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া ভীত হইতে লাগিলেন এবং নানা উপায়ে খৃষ্টিয়ানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। খৃষ্ট স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; এবং তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ক্রমে ক্রমে তাহার পদানুসরণ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরে মহাত্মা ষ্টীফেন আপনার ধর্ম্মমতের জন্য নির্ম্মমহৃদয় লোকদিগের হস্তে লোষ্ট্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ষ্টীফেনের মৃত্যুকালীন টারসাস নগরবাসী সলনামে একটী যুবক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সল তাঁহার স্বজাতীয়দিগের সহিত ষ্টীফেনের রক্তে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না, হত্যাকারীদিগের বস্ত্ররক্ষক হইয়া সেই হত্যাকাণ্ড শুষ্ক নয়নে দর্শন করিলেন। ক্রমশঃ সল খৃষ্টীয়ানদের একজন প্রধান উৎপীড়ক হইয়া উঠেন। কিন্তু শীঘ্রই তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে সল স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহাকে খৃষ্টীয়ানেরা পল বলিয়া অবিহিত করিলেন। পল ক্রমশঃ একজন সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে রোমের অধিপতি খৃষ্টীয়ানদিগকে খুব উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। পল ধৃত হইয়া রোমে গমন করেন। তথায় কারারুদ্ধ থাকিয়াও তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে রোমে খৃষ্টীয়ান সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং এই সমুদায় খৃষ্টীয়ানগণ অল্পদিন মধ্যেই রোমে একটী ভজনালয় ও একটী স্বতন্ত্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মণ্ডলীটী শীঘ্রই সেণ্টপলের উপদেশ ও তাঁহার উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইহার সভ্যগণ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন, এবং রোমের খৃষ্টমণ্ডলীও ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টীয়ানদিগের নিকট অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের আস্পদ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ রোমের বিশপ ও প্রচারকগণ নিকটস্থ পল্লিসমূহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতঃই এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী রোমের মণ্ডলীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ রক্ষা করিতে উৎসুক হইলেন, এবং ইহাদের বিশপ এবং পাদ্রিগণ, সমুদায় গুরুতর বিষয়েই রোমের প্রধান বিশপের উপদেশপ্রার্থী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে রোম অন্যান্য মণ্ডলীর উপর কোনও বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট, অপেক্ষাকৃত মূর্খ যেমন পণ্ডিতগণের পরামর্শ গ্রহণে প্রায় সমুদায় গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, পল্লিসমূহের খৃষ্টমণ্ডলীও সেই ভাবে রোমের মণ্ডলীর উপদেশ প্রার্থী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। কিন্তু মানুষ সর্ব্বদাই ক্ষমতাপ্রিয়। অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ অধিকার তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দাও, দেখিবে সে জোর করিয়া তোমার নিকট হইতে হস্ত প্রমাণ অধিকার কাড়িয়া লইবে। মানুষ ক্ষমতাপ্রিয় এবং রোমের বিশপগণও মানুষ, তাঁহাদের হৃদয়েও এই কুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল, অবসর বুঝিয়া প্রবল হইয়া উঠিল, এবং ক্রমশঃ অপরাপর খৃষ্টমণ্ডলী হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সমূহ একটী একটী করিয়া কলে কৌশলে গ্রহণ করিয়া আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সাধুবাক্য।

"লোকের প্রশংসার অনুরোধে কোনও কার্য্য করিবেনা, বিবেকের অনুরোধে সকল কার্য্য করিবে।" সেনেকা।

"যিনি আপনার সৎকার্য্যসমূহকে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিতে উৎসুক হন, তিনি ধর্ম্মের জন্য সেই সকল কার্য্য করেন না, লোকের প্রশংসার জন্য করিয়া থাকেন।" সেনেকা।

"যে ব্যক্তি বিবেককে বিনাশ করা অপেক্ষা আপনার সুখ্যাতিকে বিনাশ করিতে ভালবাসেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।" সেনেকা।

"আমি প্রশংসা লাভে সঙ্কুচিত হই না; ইহাকে সৎকার্য্য সাধনের অভিসন্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সেনেকা।

"যদি তুমি কেবল মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কার্য্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি ধার্ম্মিকের আসন হইতে চ্যুত হইলে।" ইপিক্‌টেটস।

"সৎকার্য্য করিয়া দুর্নামলাভও সুখের বিষয়।"

(সেনেকা)

"ইহা কখন ভুলিওনা যে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইয়াও জগতের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত থাকিতে পারা যায়।" (মার্কাস অরিলিয়াস)

"যাহা সুন্দর, তাহা আপনিই সুন্দর; মানুষের প্রশংসা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেনা।" (মার্কাস্ অরিলিয়াস্)

"দেবতা এবং মনুষ্য সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও জ্ঞানিব্যক্তি পাপকার্য্য করিতে পারেন না। কারণ শক্তির ভয় বা লোকলজ্জা নিবন্ধন তিনি পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকেন না। পাপের জন্য পাপকার্য্য হইতে তিনি বিরত থাকেন। এবং পুণ্যের জন্য পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকেন, স্বর্গলাভের জন্য নহে।" (সেনেকা)

"চক্ষুর পক্ষে দর্শন করিবার জন্য, এবং পদের পক্ষে ভ্রমণ করিবার জন্য পুরস্কার চাওয়া যেরূপ, মানুষের পক্ষে ধর্ম্মসাধন করিয়া পুরস্কারের প্রার্থী হওয়াও সেইরূপ।

(মার্কাস অরিলিয়াস্)

"দ্রাক্ষালতা যেরূপ আপনার উপযুক্ত ফল প্রসব করিয়া আর কোনও বস্তুর প্রার্থী হয় না, মানুষেরও সেইরূপ ধর্ম্মসাধন করিয়া কোনও পুরস্কারের প্রার্থী না হইয়া কেবল সেই সৎকার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

(মার্কাস অরিলিয়াস)

"শক্তি অন্বেষণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কর্ত্তব্যসাধন এবং সত্যাচরণ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" (মার্কাস অরিলিয়াস)

"আমি এন্টোনাইন্ তাই রোম আমার দেশ এবং আমি মানুষ তাই সমস্ত পৃথিবী আমার মাতৃভূমি।"

সেণ্ট ইলিজিয়াস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইলিজিয়াস পারি নগরে শীঘ্রই তাঁহার বদান্যতার জন্য এত বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন যে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক দীন দরিদ্র ভ্রমণ করিত এবং তিনি পথে যাইবার সময়ও দীন দরিদ্রদিগকে অর্থ ও আহারীয় দ্রব্যাদি দান করিতে করিতে যাইতেন। প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক তাঁহার গৃহে উদর পূর্ত্তি করিত এবং তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন। তাঁহার হৃদয় এত কোমল ছিল যে তিনি পরদুঃখ দেখিলে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং যে পর্য্যন্ত দুঃখীর দুঃখ মোচনে সমর্থ না হইতেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। যে সকল লোক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কারারুদ্ধ হইত ইলিজিয়াস প্রায়ই তাহাদের অনেককে স্বয়ং টাকা দিয়া কারামুক্ত করিতেন। ইলিজিয়াসের সময়ের লোকেরা দাস ব্যবসায়কে নিতান্ত ন্যায্য উপার্জ্জন বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু এইরূপ হীন নীতিপরায়ণ সমাজে থাকিয়াও, ইলিজিয়াসের হৃদয় দাসদিগের দুঃখে সর্ব্বদা কাঁদিত, কোনও দাস দাসী কোথাও বিক্রয় হইবে বলিয়া সংবাদ পাইলেই ইলিজিয়াস দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইতেন এবং আপনার টাকা দিয়া দাস দাসীদিগকে ক্রয় করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি কখনও কখনও একশত বা দুইশত দাসকে একসঙ্গে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের অভিরুচি অনুসারে যে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিত তাহাকে সেই কার্য্যোপযোগী, সমুদায় বস্তুর আয়োজন করিয়া দিতেন। কেহ দেশে যাইতে চাহিলে স্বয়ং তাহাকে ভাড়া দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিতেন, কেহ কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহিলে তাহাকে সেই ব্যবসায়োপযোগী সমুদায় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতেন এবং কেহ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহারও সমুদায় উপায় করিয়া দিতেন। জনৈক স্পেন দেশীয় দাস শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া ইলিজিয়াসের নিকট অনেক দিন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল, এবং ইলিজিয়াসের ধর্ম্মজীবন ও মনোহর উপদেশে তাঁহার এত ধর্ম্মানুরাগ জন্মিয়াছিল যে সে শীঘ্রই একটী কন্‌ভেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দাস এরূপ পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জীবন যাপনে তৎপর হইয়াছিলেন যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে তিনি একজন সেণ্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজদরবারের অসংখ্য প্রলোভন ও অসদ্দৃষ্টান্তে ইলিজিয়াসের ধর্ম্মজীবনে কোনও প্রকারে শিথিলতা ঘটাইতে পারে নাই। তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত না করিয়া কখনও বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেন না। কখনও কখনও বা রাজা কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধন নিমিত্ত বারবার তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে আসিতে অনুরোধ করিতেন কিন্তু ইলিজিয়াস কোনওক্রমেই প্রাতঃকালীন উপাসনাদি সমাধা না করিয়া

অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি প্রার্থনা না করিয়া রাজদরবারে যাইতেন না এবং দরবারহইতে আসিয়াই আবার প্রার্থনা করিতেন। ইলিজিয়াস অন্যন চল্লিশ বৎসর রাজদরবারে অবস্থিতি করেন, এই দীর্ঘ কাল মধ্যে একবারও তিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

ক্রমশঃ

গুরুপূজা।

এই উন্নত সময়ে যে গুরুপূজা প্রচার করিতে কেহ সাহস করিবে তাহা আমরা আশা করি নাই, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রচারে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সাহস ও অবিমৃষ্যবাদিতা ধন্য, এবং যে সমাজের লোকেরা সেই প্রচারকার্য্যে উৎসাহ দেন ও তদবলম্বী হন, তাঁহারা এই উন্নতসময় ও মার্জ্জিত সমাজের অবমাননা করেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন চিরকাল গুরুপূজা গঠনের জন্য লালায়িত এবং বিবিধ উপায়ে কতকগুলি লোককে তাঁহার সেবক করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন এখন নির্ভয়ে তাহা বলিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটী বিষয় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বিগত ২৭ নবেম্বরের ইণ্ডিয়ান মিরারের "ডিভোশনল" স্তম্ভে এই বিচিত্র গুরুপূজার মত প্রকাশিত হইয়াছে—

পরমেশ্বরের উক্তি।

"বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের একটী মত এই যে, কোন সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ অথবা ভক্তের কোন আচরণের বিচারদ্বারা তাঁহার অবমাননা করা বিধেয় নহে। আমি যাহাদিগকে ভালবাসি এবং জগতে উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করি, তাহারা জগতের বিচারের অতীত।

যে আমার প্রেমিক ভক্তদিগকে বিচার করে, সে ব্যক্তি আমার অবমাননা করে।

তোমরা আমার লোকদিগকে বিচার করিবে না; যেহেতু তোমরা তাহাদিগের আচরণের দোষ গুণ বিচার করিবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, কিন্তু তাহাদের যে সমস্ত সদ্গুণ আছে তাহাই কেবল গ্রহণ এবং তাহার মর্য্যাদা করিবে।"

"বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ" বলিয়া আজ কাল যে সমস্ত মত প্রচারিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মনীতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। উপরে যে "বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের" মতটী উদ্ধৃত করা হইল ইহা যে কেবল ইণ্ডিয়ান মিররের কোন লেখকের উক্তি তাহা নহে, ইহা ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে আর কোনভ্রম নাই এবং এই মত আর কখন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বে কেশববাবু এরূপ বিশ্বাস করিতেন না। যখন নরপূজার প্রথম আন্দোলন হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"আর যেন আমাকে অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে না হয়। এতাবৎকাল আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিলাম। মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। এ সময়ে কি তোমরা কিছুই বলিবে না?"

ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা শ্রাবণ ১৭৯১; ১০০ পৃঃ।

কুচবিহারে তাঁহার কন্যার বিবাহের পরও তিনি আর একটী পরীক্ষা দিয়াছেন। যখন ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহার কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহার সহকারীর সাহায্যে সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট স্বীয় দোষক্ষালনার্থ আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ভক্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য, সুতরাং তিনিও সংসারের বিচারের অধীন নহেন; কিন্তু কুচবিহার বিবাহের পর যখন ব্রাহ্মগণ তাঁহার বিচার করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা স্বীয় এজাহার দিয়াছেন।

আমরা বোধ করি কেশববাবুর প্রচারকগণও ভক্তশ্রেণীগণ্য সুতরাং তাঁহারাও ঈশ্বরব্যতীত আর কাহারকর্ত্তৃক বিচারিত হইবেন না; কিন্তু প্রচারকসভা তাঁহাদের সহযোগীদিগকে সময়ে সময়ে বিচার করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, মিরার, ধর্ম্মতত্ত্ব, স্বয়ং কেশববাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ যে কতবার বিচার করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য; এই ব্যবহারও অদ্যকার উদ্ধৃত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

উপরে আমরা যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলাম তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে, যে এই নূতন মতটী ব্রাহ্ম সমাজে কখনই প্রচারিত ও আদৃত ছিল না। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই উপাসক ও আচার্য্য সকলেরই ভ্রম ও দুষ্ক্রিয়ার বিচার হইবার ব্যবস্থা আছে। খৃষ্টীয় সমাজের ৩৯ ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে একটী সূত্রে আচার্য্যদিগের দুষ্ক্রিয়ার অনুসন্ধান ও বিচারের ব্যবস্থা আছে। এই পৌরহিত্যপ্রপীড়িত ভারতবর্ষেও অন্যায়াচারী পুরোহিতগণের দোষের বিচার হইবার বাধা নাই।

কিন্তু কি কারণে মিরার ভক্ত ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের বিচার ঈশ্বরের অনভিমত বলেন? একটী কারণ এই উক্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। আমরা এই মতকে জঘন্য গুরুপূজা ও নরপূজা বলিয়া জ্ঞান করি, এবং ইহা "বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ" হইতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক সকলেরই মাননীয় ও শ্রদ্ধেয়ব্যক্তি সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু যখন সেই ঈশ্বরপ্রেমিক কুক্রিয়ারত হয় তখন সে আর ঈশ্বরপ্রেমিক এবং লোকের শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র থাকে না, সুতরাং তাহাকে বিচার করায় ঈশ্বরের অবমাননা না হইয়া বরং ঈশ্বরের ইচ্ছারই অনুসরণ করা হয়। ব্রাহ্মসমাজে এই জঘন্য পৌরহিত্য প্রচার করিবার জন্য বিগত দ্বাদশ বর্ষ যথেষ্ট প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যের এমনি প্রভাব যে ব্রাহ্মসমাজ এখনও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা রক্ষা করিতেছেন, সকলের দুরভিসন্ধি পরাস্ত করিয়া সত্য ও পবিত্রতাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া-

ছেন। জড়জগৎসম্বন্ধে এই যুক্তির প্রবলতা আছে। আমি যদি একটী সুন্দর নবমল্লিকা দেখিয়া তাহার গুণবর্ণনা করি, কিন্তু একটী অপেক্ষাকৃত অসুন্দর পুষ্প দেখিয়া বলি যে ঈশ্বর কেন এমন কুৎসিত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। কিন্তু স্বাধীনপ্রকৃতি মনুষ্যসম্বন্ধে সে যুক্তি বিফল হয়।

ভক্তের সদ্গুণ সকল গ্রহণ করা কেনা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন? কিন্তু তাঁহার ভ্রম ও অসত্যকে গ্রহণ করে? যদি ভক্তের বিচার করা না হয় তবে তাঁহার ভ্রম ও সত্য উভয় গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু ভ্রমভাগ পরিত্যাগ করিয়া সত্যভাগ গ্রহণ করিলেই বিচার হইল। অসত্যকে পরিত্যাগ এবং পাপকে ঘৃণা করা ধর্ম্মনীতির প্রথমসূত্র। যিনি অসত্য প্রচার করিবেন অথবা পাপে নিমগ্ন হইবেন, তিনি ভক্তই হউন আর মহাপুরুষই হউন, লোকে তাঁহার বিচার করিবেই এবং জনসমাজে তিনি দণ্ডিত হইবেন।

চিন্তা।

পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও ভয় না জন্মিলে কেহ পাপহইতে মুক্তি পাইতে পারে না। যখন পাপকে দেখিলে হৃদয়ে ঘৃণাভাব উদ্দীপ্ত হয়, যখন পাপকে সাপের মত ভয় করিতে মন শিক্ষা করে, তখনই তাহার পক্ষে পাপ হইতে মুক্তি পাইবার সময় আসিয়াছে। আমার কি সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে? আমি কি পাপকে সাপের মত ঘৃণা ও ভয় করিতে শিখিয়াছি? তাহা হইলে আর এদুর্দ্দশা কেন? আমি পাপকে ভালবাসি। মুখে পাপকে ঘৃণা ও ভয় করি সত্য, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, আমার অন্তরে পাপের প্রতি গভীর ঘৃণা নাই। সাময়িক উত্তেজনায় অনেক সময় মনে হয় যে, আর পাপ করিব না, কিন্তু তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে না। তাই এই মুহূর্ত্তে প্রার্থনা ও অনুতাপ, পরমুহূর্ত্তে জীবন কলঙ্কিত। পাপকে যদি আমি প্রকৃতপক্ষে ভয় করিতাম, তাহা হইলে যাহাতে পাপপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা তাহা কখনও করিতাম না।

পাপের প্রতি হৃদয়ে গভীর ঘৃণা ও ভয় উদ্দীপ্ত করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রীতির ভাব উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে পাপের প্রতি কোনও দিন ঘৃণা জন্মিবে না। পাপ শারীরিক অনিষ্ট করে, পাপ মানসিক উন্নতির কণ্টক, পাপ মানুষকে অপদার্থ করে, তাই পাপকার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অভ্যস্ত দুষ্কর্ম্মের কঠোর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইতে পারিব না। এখানে হিতবাদী হইলে চলিবে না। পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে, কারণ পাপ সাধুতার শত্রু, ধর্ম্ম পথের কণ্টক। পাপকে পাপের জন্য ঘৃণা করিতে হইবে, তাহা হইলেই এই ঘৃণা ভাব স্থায়ী ও মূলবদ্ধ হইয়া হৃদয়ে থাকিবে। অন্যথা সাময়িক ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে, কিন্তু সেই ভাব কদাপিও দৃঢ়বদ্ধ হইবে না।

এখন পুণ্যের প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইবে কিসে? ১ম উপাসনা, ২য় পুণ্যচিন্তা ও পুণ্য কার্য্যে রত থাকা। যাহা কিছু পড়িব, যাহা কিছু আলাপ করিব, তাহা পুণ্যের বিষয় হইবে। আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। সেটী এই, যাহাতে মনে কুভাব উত্তেজিত করে তাহা হইতে দূরে থাকিব।

সুহৃৎ সমাগম।

১লা অক্টোবর, বুধবার। ১৮৭৯।

সন্ধ্যার সময় বন্ধুগণ সম্মিলিত হইলে একজন বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "জীবনে ধর্ম্মের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে অনেকেই বাসনা করেন, অতি অল্প লোকেরই সে বাসনা চরিতার্থ হয়। জীবনকে ধর্ম্মের মাধুর্য্যে আপ্লুত করিব, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে আমাদিগের দৃষ্টি অনুক্ষণ ঈশ্বরের দিকে আবদ্ধ রাখিব, এই আমাদের বাসনা। কতবার এই বাসনা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়ে বিলীন হইল, কতবার ঈশ্বরের ভাব মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তারকার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া লুক্কায়িত হইল। এ ভাব লইয়া ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সুখী হইতে পারে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকিতে পারি ইহাই আজ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।" কিঞ্চিৎকাল পরে অপর একজন বন্ধু বলিতে লাগিলেন,—"এই বিষয়টি আলোচনার জন্য আমিও আজ ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছি। ঈশ্বরকে হারাইয়া যখন প্রাণ চারিদিক শূন্য দেখিয়াছে, শুষ্কতায় প্রাণ যখন নীরস ও কঠোর হইয়াছে, আমার জীবনের সঙ্গী কয়েকখানি পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি শান্তি পাইয়াছি, হৃদয়ে সরস ভাবের আবির্ভাব অনুভব করিয়াছি। আমার সেই পুস্তক কয়েক খানির নাম শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ, প্রার্থনাগুলি, নিউম্যানের Soul, মার্টিনোর সংগৃহীত ইংরেজী সঙ্গীত পুস্তক এবং Handbook of Theistic Devotion। আর এক বন্ধু বলিলেন "The mind and Words of Jesus নামক একখানি পুস্তক কোন সময় হঠাৎ আমার হস্তগত হয়। পুস্তকখানি যখনি আমি পাঠ করি আমার মধ্যে নূতন রস, নূতন ভাব আনিয়া দেয়। আমি জীবনের কঠোরতার সময় তাহা পাঠ করিয়া সরসভাব লাভ করিয়াছি। পুস্তক পাঠ করিয়া যেমন উপকার পাইয়াছি, শুষ্কতার সময় উন্নত লোকদিগের সংস্পর্শে ও বন্ধুদিগের সহবাসে ও আলাপে অনেক সময় হৃদয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছি।"

পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাক্যাবসানে আর এক বন্ধু বলিলেন,—"যে সমুদয় পুস্তকের নাম করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরো কয়েকখানি পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। মিস কবের Alone to The Alone, এবং অপর একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক

Imitation of Christ পাঠ করিয়া অনেকের উপকার হইয়াছে। পুস্তক পাঠের একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করা বিধেয়। আমি কোনস্থানে বাসকালীন বিশেষ মনোনীত পুস্তক লইয়া কোন ভগ্ন অট্টালিকার নির্জ্জনস্থানে প্রবেশপূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ করিতাম; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটি পংক্তির ভাব সম্পূর্ণরূপ হৃদয়কে অধিকার করিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পংক্তি স্পর্শ করিতাম না। প্রায়ই এমন ঘটিত একটি পংক্তিমাত্র পাঠ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইত। এই উপায়ে আমার বড় উপকার হইয়াছে। জীবনে ধর্ম্মের স্থায়ীভাব আনিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। নিদ্রা হইতে জাগত হইয়াই অমনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিব, দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লইব; স্নান করি, আহার করি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিব। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ গৌরব। এইরূপে যদি কার্য্য ও বিশ্রাম সকল সময়েই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে যত্নবান হই, তবে দেখিতে পাইব দিন দিন তাঁহার জন্য আমাতে গভীর তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে।"

"ঈশ্বরের নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হইতে অভ্যাস করা উচিত। শত শত ভাই ভগিনী একত্রে সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদিগের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন, শত শত ভাই ভগিনী একসঙ্গে প্রেমপ্লাবনে স্নাত হইতেছেন, এই এক ভাব, ইহা সামাজিক। আর, লোক নাই জন নাই, সময় নাই, স্থান নাই, শব্দ নাই, কোলাহল নাই, শরীর নাই, শারীরিক প্রবৃত্তি নাই, অন্ধকার নাই, আলোক নাই, পৃথিবী, আকাশ, বিশ্ব কিছুই নাই, কেবল আমি এবং ঈশ্বর, কেবল পুত্র এবং পিতা, কেবল আত্মা ও পরমাত্মা, কেবল আমি তাঁহাতে তিনি আমাতে, এই আর এক ভাব, ইহা একাকী। ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণাকে বলবতী করিবার জন্য এইরূপে ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া কখন, কখন বা একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরের অনন্ত সত্তাতে জীবনকে নিমজ্জিত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

এইরূপে আলোচনা হইলে একজন বন্ধু আলোচনার সারাংশ এইরূপে বিবৃত করিলেন।

ঈশ্বরের ভাবে সর্ব্বদা প্রাণকে ডুবাইয়া রাখিতে হইলে ১ম ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ২য় উন্নত লোকদিগের ও ধর্ম্মপথের সহযাত্রীদিগের সহবাস ও তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ, ৩য় সকল সময়ে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে যত্ন করিতে হইবে।

সমাগত বন্ধুগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন আমরা অদ্য হইতে এই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিব।

অবশেষে একটি প্রার্থনা হইল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বন্ধুগণ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রার্থনা।

ধন্য দীনবন্ধু! তোমার পবিত্র মধুময় আবির্ভাবে চিরদিন এ অধীনকে কৃতার্থ কর. চিরদিন প্রেমিক সেবক করিয়া রাখ, তোমার সেবায় এ অসার পাপজীবন পবিত্র হউক, কৃতার্থ হউক।

প্রেমময়, তোমার মধুরপ্রেম ভিন্ন আর কিসে আমার অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিবে? দীনবন্ধু! তুমি আমার হৃদয়ের অবস্থা দেখিতেছ, আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই; প্রভো! তোমার প্রেমময় সুশীতল হস্তে আমার হৃদয় স্পর্শ কর, তোমার স্পর্শে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিবে।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

আমার হৃদয় অনুতাপের অশ্রুধারা পরিষ্কৃত হইয়া তোমার নিকট আসে নাই, তাই ইহা এত শুষ্ক, নির্জ্জীব। কবে আমার সংসারাসক্তি যাইবে, হৃদয় তোমার দিকে প্রবলপ্রেমে আকৃষ্ট হইবে, আমার সমস্ত জীবন পরিশুদ্ধ হইবে! তোমার নিকট যতক্ষণ থাকিব স্বর্গের আস্বাদন পাইব, হৃদয় কোমল থাকিবে, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলেই আবার তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন হইব, হৃদয়ের কোমলতা, স্বর্গীয় নির্ভর চলিয়া যাইবে। প্রভো! এমন কোন উপায় করিয়া দাও যাহাতে তোমা হইতে আমি আর বিচ্ছিন্ন না হই। আমার হৃদয়কে প্রেমে সবল কর, নতুবা বাহিরের উপায়ে কিরূপে তোমাকে হৃদয়ে রাখিব?

দীনবন্ধো! আমার হৃদয়ের দুর্দ্দশা তুমি দেখিতেছ; আমার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত; তোমা হইতে আমার হৃদয় কতদূর বিচ্ছিন্ন তাহা তুমি দেখিতেছ; দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার চরণতলে পড়িলাম, দীনবন্ধো! রক্ষা কর, এ দুর্দ্দিন দূর কর, হৃদয়কে সুস্থ সবল কর।

দয়াময়! আমার মনের এই ভাব কে দূর করিবে? আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত; হৃদয় শুষ্ক কঠিন। প্রেমের উৎস, ভাবের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, হৃদয় হইতে প্রেম প্রবাহিত হয় না; দীনবন্ধো! এই অবস্থা আমার পক্ষে মরণ; আমি এই মৃত অবস্থায় থাকিতে পারি না; দীনবন্ধো, প্রেমশূন্য জীবন ধারণ করিতে হইলে আমি জীবনের প্রত্যাশী নহি; তুমি হৃদয়ের দশা দেখ, তোমার প্রেমহস্ত হৃদয়ে স্পর্শ করাও, এই শুষ্ক প্রস্তরময় হৃদয় হইতে প্রেমবারি প্রবাহিত হউক।

আমার অন্তরের অন্তরে তোমার অধিকার স্থাপিত না হইলে কিরূপে আমার জীবন পবিত্র হইবে; অন্তর যদি তোমার জন্য ব্যাকুল না হয়, তবে বাহিরের উপায়ে তোমাকে কিরূপে লাভ করিব। যেখান হইতে জীবনপ্রবাহ সকল

বাহির হয়, প্রভো, সেখানে ধর্ম্মের বীজ, অনুরাগের বীজ রোপণ কর, আমার সমস্ত জীবন পবিত্র হইয়া যাক্।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, অত্রত্য দুই জন ব্রাহ্ম যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর উদ্যোগে গত ১লা অগ্রহায়ন, রবিবার, সিটীস্কুল ভবনে বালকদিগের নীতিশিক্ষার জন্য একটী রবিবাসরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন কিছু দিন পূর্ব্বে সৈদপুর হইতে এখানে প্রত্যাগত হন। তিনি সৈদপুর "নেটিব ইম্প্রুবমেণ্ট সোসাইটীতে" গত ১লা অগ্রহায়ন রবিবার "জাতীয় জীবন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বুধবার বাবু বিপিনচন্দ্র পালকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পুনরায় উত্তর বাঙ্গালাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবার উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক স্থানে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা।

বিগত ১১ই অগ্রহায়ন বুধবার সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক উপাসনা সমাজের যোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতঃকালীন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সায়ংকালীন উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণ অপরাহ্নে উপস্থিত থাকিয়া ভাবোন্মত্ততার সহিত অনেক সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে ন্যূনাধিক দুই শত লোক একত্রে প্রীতিভোজন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় যে কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধুর প্রচার বৃত্তান্তের বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাঁহারা দুইবার প্রচারার্থ বাহির হইয়াছিলেন। এবার ইঁহারা প্রথমে পোড়াদহে উপস্থিত হন। ইঁহারা দেখিয়া সুখী হইলেন "কাটদহ সভা" একটী নৈশ বিদ্যালয়, একটী বালিকাবিদ্যালয় ও পেনিব্যাঙ্ক সদৃশ একটী দোকানের দ্বারা তথাকার লোকদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। তথাকার কয়েকজন অধিবাসীর সহিত আলাপভিন্ন ইঁহারা তথায় আর কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপর ইঁহারা পুনরায় কুমারখালীতে উপস্থিত হন। পূর্ব্ববারে সেখানে যে ছাত্রসভা স্থাপন করিয়া আসেন, এবারে তাহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন। যাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ের ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় তদুপযোগী সাধনপ্রণালী স্থির করিলেন। তৎপর তত্রত্য সমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। দ্বিতীয় বারে ইঁহারা কুষ্টিয়া গমন করিয়া তথাকার অনেক ভদ্রলোক ও কৃষকদিগের সহিত আলাপাদি করেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম ইঁহারা সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ করিয়া আসিয়াছেন।

বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার এখানে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বয়স অনুমান ২৯ বৎসর, জাতিতে কায়স্থ; ইনি শিলিগুড়িতে ডাক্তারি কার্য্য করেন। কন্যার নাম শ্রীমতী অনুজ্ঞা নন্দিনী দেবী, বয়স অনুমান ২২ বৎসর, জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস বালি। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন।

গত ৭ই অগ্রহায়ন শনিবার আর একটী ব্রাহ্মবিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। বরের নাম বাবু বিপিনমোহন সেহানবীস, বয়স অনুমান ২৭ বৎসর, নিবাস রংপুর জেলায়; ইনি তথাকার গোবিন্দগঞ্জের সব-রেজিষ্ট্রার। কন্যার নাম শ্রীমতী ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী, বয়স অনুমান ২০ বৎসর, নিবাস লক্ষ্ণৌ। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

মহাশয়:—

গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখিলাম, "শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন" ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, "এ সংবাদ ব্রাহ্মসমাজের সংবাদস্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রকাশ পায় না যে কেশব বাবু যাহা প্রচার করেন তাহা আপনাদিগের মতে "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার" হইতেছে? তাহাই যদি হয় তবে আর কেশব সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তীতাবাদিত্ব ও গঙ্গাপূজাদির এত প্রতিবাদ কেন করেন? বড় দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও যে সকল লোক কার্য্যকর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ "দুই নায়ে দুই পা" দেওয়ার লোক আছেন। আমরা সময়ে সময়ে এরূপ অনেক কার্য্য দেখিতে পাই, যাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয়, কখনও প্রতিবাদ করিয়াও দেখিয়াছি, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সকল সময়ে মতি ঠিক থাকে না। আমাদিগের যাহা বারংবার মনে হয়, বুঝিবা তাহাই সত্য। আমরা মনে করি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদিগের প্রকৃতি অতিসাধু (too good)। কিসে কি হয় বুঝিতে পারেন না, এবং অনেক সময়ে কাল্পনিক উদারতার কালসর্পকে পুষ্পমালা বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজরূপ প্রভুর কার্য্য করেন। আমরা ইহাও মনে করি যে হয়তো সাধারন ব্রাহ্মসমাজে এমনও দুই এক জন লোক আছেন, যাঁহারা লোকচক্ষে ধূলি দেওয়ার জন্য এরূপ অসরল ব্যবহার করেন। মনে জানেন, তাঁহারা কেশবদিগের ঘোর বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এরূপ আত্মীয়তা না দেখাইলে বাহিরের লোকে বড় নির্দ্দয় ও কঠোরনিন্দাপ্রিয় বলিয়া ভাবিবে এজন্য জানিয়া শুনিয়া বাহিরে এরূপ ব্যবহার করেন। আমরা মনে করি ধর্ম্ম ও বিবেককে উপেক্ষা করিয়া এরূপ অনাবশ্যক উদারতা দেখান পাপ। তত্ত্বকৌমুদীতে আমারা মধ্যে মধ্যে এরূপ মতিভ্রম দেখিতে

পাই, দেখিয়া দুঃখিত হই এবং হতভাগ্য দেশ ও সমাজের জন্য ব্যথিত হই। আমার কথা অধিকতর পরিষ্কার করিবার জন্য আমি নিম্নে যে প্রশ্ন করিতেছি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার উত্তর দিলে বাধিত হইব।

(১) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপূজা, হরিনামপ্রচার, উনপঞ্চাশৎ মতপ্রচারাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য কি না?

(২) উক্ত সম্প্রদায়, ঐরূপ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া করিলে এবং প্রচার করিলে তাহারা অব্রাহ্ম কি না?

(৩) উহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার" বলিয়া যে ঘোষণা করে সেও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে কি না?

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, তত্ত্বকৌমুদীর লিখিত উক্ত কেশবচন্দ্র সেন যদি কুচবিহার বিবাহের কেশবচন্দ্র না হয়েন, আমার এই পত্র প্রকাশ করিবেন না। তাহা হইলে আগামীতে সে কথাটাও খুলিয়া বলিবেন। ঐ নামে আর কেহ ধর্ম্মপ্রচার করেন, আমরা জানি না।

ঢাকা
৬ অগ্রহায়ণ
১২৮৬। } বশংবদ
ব্যথিত

কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ ব্রাহ্ম কি না?

মহাশয়!

আজ কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ নানামত প্রচার করিয়া ব্রাহ্মনামের অধিকারচ্যুত হইয়াছেন; ন্যায়তঃ ইহাঁদিগকে আর ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, কোন সাম্প্রদায়িক নামে ইহাঁদিগকে অভিহিত করা উচিত।" ফলতঃ ইহাঁরা এত ভ্রমপূর্ণ মত প্রচার করিতেছেন ও এত দূর সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করিতেছেন যে হঠাৎ এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে, এবং আমার মনেও মধ্যে মধ্যে এরূপ সংস্কার হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সঙ্গীত বা উপদেশের মধ্যে এমন একটীও মত আছে বলিয়া বোধ হয় না, যাহা স্পষ্টরূপে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য-বিরোধী। এই সমুদয়ের মধ্যে অনেক ভ্রম, সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাওয়া যায় সন্দেহ নাই; এই সমুদয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ন্যায়তঃই সংগ্রাম করিতেছেন এবং হয়ত চিরদিনই করিতে হইবে; কিন্তু ভ্রমপ্রমাদ সকল ব্যক্তি এবং সকল সমাজ মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে; মূলসত্যে অবিশ্বাসী না হইলে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মনামের অনধিকারী হইতে পারেন না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এই কয়েকটীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যরূপে স্থির করিয়াছেন;—

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব
(২) পরলোকের অস্তিত্ব
(৩) উপাসনার আবশ্যকতা
(৪) কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় মনে না করা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ কি বাস্তবিক এই মত গুলির মধ্যে কোন একটী অস্বীকার করিয়াছেন? কোন একটীর বিরুদ্ধ কোন মত প্রচার করিয়াছেন? ইহাঁদের মধ্যে নানা ভ্রমপ্রমাদ সত্বেও ইহাঁরা এত দূর পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহাঁরা অনেক সময় অতি অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক ভাষা ও দূষিত কবিত্ব ব্যবহার করেন; তাহাতে সরলতাপ্রিয় ও ইহাঁদের সহিত অপরিচিত অনেক পাঠকের মনে ভ্রম জন্মে। যাহা হউক ইহাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সঙ্গীত কিম্বা উপদেশ এই সমুদয়ের মধ্যহইতে স্পষ্টরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যবিরোধী কোন মত বাহির করিয়া দিলে বাধিত হইব। আপনার পাঠকগণ আমার লেখা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমিও এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নহি। প্রশ্নটী ব্রাহ্মসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কলিকাতা জিজ্ঞাসু।
১৩ই অগ্রহায়ণ ১২৮৬।

একটী প্রস্তাব।

মহাশয়!

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেরূপ গৃহবিবাদ লাগিয়াছে তাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম পুনঃস্থাপনের জন্য একটী কোন বিশেষ উপায় গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। প্রেম অভাবে ব্রাহ্মসমাজের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বোধ হয় চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ কতদিন থাকিবে, আমি বলিব যতদিন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রেম থাকিবে। বাস্তবিক প্রেম ভিন্ন স্বাধীন লোকদিগকে আর কিছুই বাঁধিতে পারে না, এক করিতে পারে না। আজ ব্রাহ্মসমাজহইতে ভ্রাতৃপ্রেম বাহির করিয়া লও, কল্য ব্রহ্মমন্দির শূন্যগৃহ পড়িয়া থাকিবে। অতএব যে প্রেমের এত শক্তি, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তাহার অভাব পূরণ যে প্রথম কার্য্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন এই প্রথম কার্য্য কোন্ বিশেষ উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মসাধারণের চিন্তা করা উচিত। আমার বোধ হয় প্রত্যেক সমাজের অধীনে একএকটী সম্মিলনীসভা করিয়া তদ্দারা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

১। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে জানিয়া কেহ কাহাকে তাচ্ছিল্য করিবেন না

২। এক দিবসের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরকে নমস্কার করিতে হইবে।

৩। অন্ততঃ প্রতিবাসিদিগের প্রতি দিন একত্রে উপাসনা করিতে হইবে।

৪। ভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কাহারও সহিত নিকৃষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কিম্বা নিকৃষ্টরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৫। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, উচ্চজাতি ও নীচজাতি লইয়া কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকিবে না।

৬। ধর্ম্মবন্ধুদিগের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

৭। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে নিত্যপ্রেম সাধন করিতে হইবে। কোনক্রমে অপ্রেম প্রবেশ করিলে তাহা পরস্পরের চেষ্টাদ্বারা দূর করিতে না পারিলে সভার আশ্রয় লইতে হইবে।

৮। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পরের ত্রুটী, দোষ বা ভ্রম বন্ধুভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে তাহাতে ফল না হইলে সভার আশ্রয় লইতে হইবে।

৯। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে জাতিভেদ থাকিবে না।

১০। ভ্রাতাদিগকে সভার মীমাংসার অধীন হইতে হইবে।

১১। যাঁহারা সম্মিলনীসভার নিয়ম পালন না করিবেন তাঁহারা সভার সভ্য থাকিতে পারিবেন না।

১২। যাঁহারা সম্মিলনীসভার সভ্য নহেন, ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ কার্য্যে অথবা বিশেষ সভার সভ্য পদে তাঁহাদিগের নিযুক্ত হওয়া, সম্মিলনী সভার সভাগণ অনুমোদন করিবেন না।

১৩। সাধারণের উপকারের জন্য ও সভ্যগণের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যেক সম্মিলনী সভার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সভ্যের তালিকা কোন সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

এ নিয়মগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মের পালনীয়। কিন্তু এস্থলে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নিয়মগুলির যে পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা নহে। উপযুক্ত নিয়ম সন্নিবিষ্ট হইলেই হইল।

বালেশ্বর
৮ই অক্টোবর ১৮৭৮ } শ্রীরমানাথ দাস।

মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজবালিকাবিদ্যালয়।

সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ১০ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহাসমারোহের সহিত উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যশোহর জেলার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ ও ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ৪০ জন ছাত্রীর সকলকেই নানাপ্রকার অলঙ্কার, কাচের বাসন, চিরুণী, ছবি, পুস্তক ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইয়াছে। সভাস্থলে সম্পাদক যে কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা উহার কোন কোন অংশের উল্লেখ করিতেছি।

"গত ১লা আগষ্ট মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উপাসকের যত্ন ও উৎসাহে উক্ত বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয়টীর বয়স তিন মাস মাত্র হইয়াছে, ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় আশাতিরিক্ত উন্নতিলাভ করিয়াছে। ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক। বনগাম সবডিবিজনের স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগের মনে সমধিক আশা সঞ্চারিত হইয়াছে।"

উপসংহারকালে আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পুরস্কার উপলক্ষে নিম্নলিখিত সাহায্যকারী মহাশয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" " কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
" " কালীময় ঘটক।
" " কেদারনাথ রায়।
" " বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
" " রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।
" " নীরদচন্দ্র রায়চৌধুরী।
" " রাধাশ্যাম গুঁই।
" " যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " অভিলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" " গণপতি রায়চৌধুরী।

মহেশপুর
১৫ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } দর্শক
শ্রীকালাচাঁদ উকীল
মহেশপুর

হৃদয়ে থাক হে নাথ!

১

এ হৃদয় লয়ে নাথ কেমনে সংসারে যাই?
দুর্ব্বল নির্জ্জীব অতি বিন্দু অনুরাগ নাই,
সংসার মায়ায় নাথ প্রাণ মন ডুবাইব,
মুহূর্ত্তে তোমারে হায় একেবারে ভুলে যাব।

২

এই যে প্রেমের বিন্দু শোভিছে হৃদয়পরে,
যথা শিশিরের বিন্দু নবদুর্ব্বাদল শিরে,
কতক্ষণ আর ইহা হৃদয় উপরে রবে?
সংসারতপনতাপে মুহূর্ত্তে শুকায়ে যাবে।

৩

এই যে উৎসাহ কণা হৃদয়েতে রহিয়াছে ?
অনল কণার সম মিট মিট জ্বলিতেছে,
কতক্ষণ আর ইহা জ্বলিবেক এ হৃদয়ে ?
মুহূর্ত্তে সংসার বাত্ত ফেলিবেক নিবাইয়ে।

৪

তবে এ হৃদয় লইয়ে কেমনে সংসারে যাব ?
তোমারে ছাড়িয়া আর কত দিন কাটাইব ?
বুঝেছি বুঝেছি নাথ অপবিত্র সে জীবন,
যাহে চির বিরাজিত নহে তব সিংহাসন।

৫

প্রেমের নয়ন মেলি দিবা নিশি চেয়ে আছ,
অজস্র প্রেমের ধারা অবিরত ঢালিতেছে,
ও নাথ ! কেমন প্রাণে কেমন কঠিন প্রাণে
কাটাব জীবন আমি ভুলি তোমা হেন ধনে ?

৬

না না নাথ !
জীবন থাকিতে আমি কভু হেন ভাবিব না,
তোমারে ছাড়িয়া আর এ জীবন কাটাব না,
দেহ মন প্রাণ হিয়া সকল তোমারে দিব,
তব প্রেম সিন্ধুনীরে এ জীবন ডুবাইব।

৭

প্রাণ নাথ ! হৃদি মাঝে পাত তব প্রেমাসন,
বল, সদা হৃদয়েতে পাব তব দরশন,
বল নাথ হৃদি মাঝে হবে সদা প্রবাহিত
অতীব প্রবলবেগে পবিত্র প্রেমের স্রোত।

৮

নির্জ্জীব হৃদয়ে নাথ জ্বালাও উৎসাহানল,
আপনি আহুতি দিয়ে বাড়াও তাহার বল,
বল নাথ অনুক্ষণ থাকিবেক প্রজ্বলিত,
সংসারের বৃষ্টি বাতে হইবেনা নির্ব্বাপিত।

৯

তবে কি সুখের দিন আসিবে আমার নাথ !
প্রেমিক সেবক হয়ে থাকিব তোমার সাথ,
রহিব আশ্রয়ে তব নিরাপদে অনুক্ষণ,
প্রেম ভক্তি ভরে সদা সেবিব ও শ্রীচরণ ॥

দেখাদেও !

দেখা দাও, প্রাণনাথ ! হেরি ও বদনশোভা
নির্জ্জীব হৃদয়ে পুন আসুক নবজীবন,
হৃদয় কুটীর মম তোমা বিনা অন্ধকার,
আলোকিত হোক পেয়ে প্রেমালোক পরশন।

ক্ষণে ক্ষণে এ জীবনে হেরিয়া ও প্রেমমুখ
হৃদয় প্রফুল্ল হয়, জীবনেতে পাই বল,
পুন কাল মেঘ আসি ঢাকে ওই প্রেমানন,
আঁধার দুর্গতি মাঝে পড়িয়া হারাই বল।

তব সহবাস বিনা কেমনে হে প্রাণ নাথ
দুর্গম জীবন পথে করিব হে বিচরণ,
শোক দুঃখ যন্ত্রনায় হৃদয় দহিবে যবে
কে আর শান্ত্বনা বারি বরসিবে সেই ক্ষণ।

অগণ্য বিপদ দল ঘেরিবে আমায় যবে,
আঁধার দেখিবে আঁখি, হিয়া হবে ম্রিয়মান,
কে আর তখন আসি দেখাইবে জ্ঞানালোক,
দুর্ব্বল জীবনে মোর করিবেক বলদান।

তাই বলি, প্রাণ নাথ ! থাক হে আমার সাথ,
নিত্য এ হৃদয় মাঝে প্রকাশহে প্রেমানন,
তব মুখ নিরখিয়া, তব প্রেম কথা শুনি,
নির্ভয় আনন্দ মনে কাটাইব এ জীবন

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১।০	/০
Morning & evening meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কএকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. December1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১লা পৌষ সোমবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

মনুষ্য যখন দেখে তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করে না, তখন সে শপথ করে। সে মনে করে যে নিজের নামে অসত্য বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে বলিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে। হা! নির্ব্বোধ! সত্যের উপর ঈশ্বর যে তাঁহার মোহর অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, অসত্যের উপর সে মোহর নাই; তুমি লক্ষ লক্ষ বারও যদি ঈশ্বরের নাম দিয়া অসত্য প্রচার করিতে চেষ্টা পাও তাহা নিস্ফল হইবে। মোহর দেখিয়া লোকে সত্য চিনিয়া লইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব বলেন যে, "থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহা লইয়া কেহ কেহ অসার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।" ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার গ্রন্থ কত দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে লোকের ভ্রম দূর না হওয়ায় আমাদের সহযোগী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাৎও করিয়াছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে পরাঙ্মুখ এবং তাহারা উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে এখনও নিতান্ত অপরিপক। আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি ঐ মত সার পুস্তক কে প্রচার করিয়াছেন? কোন সমাজ কর্ত্তৃক যে উহা প্রচারিত হইয়াছে অথবা কোন প্রকাশ্য সভায় উহা গৃহীত হইয়াছে ঐ পুস্তকে তাহার কোন চিহ্ন নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার গ্রন্থেই কেবল এই মাত্র পাওয়া যায় যে উহা ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। তবে এখন হইতে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে যাহা মুদ্রিত হইবে তাহাই কেশব বাবুর সমাজের মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? আমাদের সহযোগীর ভাবে বোধ হয় ঐ পুস্তক খানি কেশব বাবু লিখিয়াছেন, নতুবা তিনি লোকের ধৃষ্টতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন কেন? কিন্তু কেশব বাবুর প্রচারিত তাবৎ মত যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত হয়, প্রতাপ বাবুর প্রচারিত মতও কেননা হইবে? তাঁহাদের নিকট প্রভেদ আছে, কেননা প্রতাপ বাবু প্রফেট নহেন, কিন্তু আমরা কেশব বাবুর প্রচারিত তাবৎ মতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি না।

প্রকৃত আত্মদর্শন।

১

মানুষ সচরাচর বহির্ব্বিষয় ও বহির্ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত। সে এই সকল বিষয় ব্যাপারের মধ্যে রুদ্ধ ও বদ্ধনেত্র হইয়া আছে। বাহিরের বিষয় সকল—বাহিরের ঘটনা সকল তাহার দৃষ্টিকে এত দূর আকৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে সে আপনার দিকে আপনার তাকাইবার অতি অল্পই সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্যমাত্রকেই এই বাহ্যসংসারসম্বন্ধে জাগ্রত কিন্তু আত্মসংসারসম্বন্ধে নিদ্রাভিভূত বলিয়াই বোধ হয়। মনুষ্য নানা বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছে, নানা তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে, বিদ্যার চর্চ্চাতে অভিনিবিষ্ট ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলনাতে অর্পিত রহিয়াছে, কিন্তু আপনার বিষয় অতি অল্পই আলোচনা করে। এ পৃথিবীতে আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল; এবং যাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আত্মালোচনাতে উপনীত হন এবং যাঁহারা আত্মালোচনাতে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লাভ করেন। আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে যাঁহারা আত্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহবাদে উপনীত হন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, লোকে বাহ্যজগতের মুখচ্ছবি অহরহঃ দর্শন করিতেছে অথচ আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না; এবং ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে যাঁহারা বাহ্য বিষয়ের নানা তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন তাঁহারা আত্মতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতে গিয়া নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহজালে জড়িত হইয়া শেষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন। আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে নানা ভ্রান্তি ও নানা সন্দেহ উত্থাপিত হয় বলিয়া অনেক মহানুভব ব্যক্তি আত্মপ্রশ্ন একেবারে পরিহার পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয় ও বহির্ব্যাপারে বদ্ধ থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। একে ত আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল, তাহাতে আবার ইহাকে একান্ত পরিহার করিবার চেষ্টারও নিতান্ত অভাব নাই।

ইহা অবশ্য সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে যদিও অতি পূর্ব্বকাল হইতে আত্মপ্রশ্ন উদয় হইবার পথে নানা বাধা ও বিঘ্ন, কিন্তু আমাদের মধ্যে আত্মালোচনার ঐকান্তিক অভাব নাই। ইহার প্রতিকূলে নানা আপত্তি, নানা প্রলো-

ভন ও নানা বাধা বিঘ্ন সত্বে একালপর্য্যন্ত মনুষ্য ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফল যতই শুভপ্রদ হউক না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ইহাদ্বারা প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ হয় নাই। বিবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্বই ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। জড়বাদ, মায়াবাদ, সন্দেহবাদ প্রভৃতি বিসম্বাদী মত সকল প্রকৃত আত্মদর্শনের অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। দর্শনশাস্ত্রের সমুদায় ভ্রম এই অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিবার সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া নানা মুনির নানা মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইলে এই সকল দার্শনিক মতভেদের তাদৃশ স্থল থাকিত না।

এই আত্মদর্শনের অভাব হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানামতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে পুস্তকবদ্ধ অভ্রান্ত শাস্ত্র বিশেষ আবির্ভূত হইয়া স্বাধীন মনুষ্য জাতিকে মতশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অন্তরেই সকলে অভ্রান্তশাস্ত্র, রত্নময় জ্ঞান দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষকে অভ্রান্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক রূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে স্বজাতীর উপর অনুচিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইত না, আপনার অন্তরের মধ্যেই নিত্য বর্ত্তমান অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক ও অভ্রান্ত নেতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই স্বর্গীয় হস্তে আপনাপন পোতের কাণ্ডার সমর্পণ করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া সুশাশিত রাখিবার জন্য মনঃকল্পিত ক্লেশ দুঃখের কালাগ্নিময় ভয়ানক নরক বা সুরা অপ্সরা পূর্ণ অশেষ সুখপ্রদ আরামময় স্বর্গের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না, আপনার অন্তর মধ্যে বিশুদ্ধ শাসনতন্ত্রের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য বিশেষকে মানবজীবনের পূর্ণ আদর্শ ও ঈশ্বরের বিশেষ অবতার স্বীকার করিয়া তাহাকে পূজার্চ্চনা করিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অভ্যন্তর মধ্যে পূজার্চ্চনার প্রকৃত বিষয় সন্দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়জাত বিমল প্রেম ভক্তি তদীয় চরণে নিয়ত উপহার দিতে সমর্থ হইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে, মনুষ্যাত্মাকে অশীতি কোটী যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিক্লান্ত ও উত্যক্ত হইতে হইত না, কিন্তু অনন্ত উন্নতির সহজ ও পরিষ্কার পথ সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়া নির্ভয় হইতে পারিত।

প্রকৃত আত্মদর্শন দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনাদ্বারা লাভ করা যায় না। দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা একমাত্র চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যোতি আত্মার যে সমস্ত বিভাগে পতিত হয়, এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা তাহার অন্তর্গত বিষয় সকল আত্মার জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক, সকল দিক্ আলোকিত করিতে পারে না, সুতরাং আত্মনিহিত অনেকানেক বিষয়, মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির অপ্রাপ্য ও অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মার সেই দিক্‌মাত্র আলোকিত করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছে, যে দিকের সঙ্গে এই পৃথিবীর অস্থায়ী ও সাময়িক সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মার যে দিক্ ঈশ্বর ও পরকালের দিকে, আমাদের সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি সে দিকে এরূপ ক্ষীণ মলিন ও অসম্পূর্ণ জ্যোতি বিস্তার করে, যে আমাদের চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টি সে দিকে কেবল নিবিড় কুজ্ঝটিকা বা অন্ধকারই দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা আত্মার এদিক্‌কে যে একেবারে অস্পৃশ্য রাখিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যুত দর্শন শাস্ত্রে ঐশ্বরিক ও পারলৌকিক আত্মতত্ত্বের ভূরি ভূরি মীমাংসা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সেই সমস্ত মীমাংসা দেখিয়া বোধ হয় যে মীমাংসকদিকের আদৌ প্রকৃত আত্মদর্শন হয় নাই, তদ্দ্বারা কেবল অন্ধকারকে গাঢ়তর অন্ধকার করা হইয়াছে। রামপ্রসাদ ঠিক্‌ই বলিয়াছেন "ষড়্‌দর্শন অন্ধগুল, দেয় লোকের চক্ষে ধূল।" বস্তুতঃ এই সকল দার্শনিক মীমাংসা দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরিক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আমাদিগের প্রাচীন যোগশাস্ত্র, ও আধুনিক তন্ত্র, ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং উইলিম ক্রুক্‌স প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জের বর্ত্তমান পরীক্ষা সকল, আত্ম-গর্ভ-নিহিত যে সমস্ত অলৌকিক ও অস্ফূর্ত্তপূর্ব্ব শক্তি নিচয়ের কথা ব্যক্ত করে, যদি তন্মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের আত্মচৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক দর্শনশাস্ত্র, আত্মার সে দিকের কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হয় নাই এবং কখনও যে প্রাপ্ত হইবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

পার্থিব সম্বন্ধ-জনিত দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা বিশেষে আত্মাতে যে সমস্ত স্থানীয়, সাময়িক, লৌকিক ও আকস্মিক ভাবান্তর বা অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তাহার অনুভব, চিন্তা ও আলোচনা প্রকৃত আত্মদর্শন নহে। প্রকৃত আত্মদর্শন তাহা, যাহাতে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যাহা কিছু সার্ব্বভৌমিক, নিত্য, মুখ্য তাহা এক সঙ্গে বা একত্রে প্রকাশ পায়। এরূপ আত্মদর্শন দার্শনিক চেষ্টার অতীত বিষয়। যখন মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশ পায়, অনন্তের বীজ দর্শন হয়, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার নিত্যযোগ, তাঁহার উপর অতিশয় নিত্য নির্ভর, তাঁহাতেই আত্মার নিত্যসম্বল ও নিত্য আরাম আবিষ্কৃত হয়, তাহার নিত্য কালের কামনা সকল, ভাব সকল, আশা সকল, স্ফূর্ত্তি পায়, ইহলোক ও পরলোকের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত হয়, তাহার জীবনের চরমাবস্থা ও পরিণামের ছবি উদ্দীপ্ত হয়, তখনই মানুষের প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ হয়। যেখানে প্রকৃত আত্মদর্শন, সেখানে সন্দেহ নাই, অবিশ্বাস নাই। প্রকৃত আত্ম-

দর্শনে জ্ঞান বিশ্বাস একত্র হয়। কেবল প্রকৃতআত্মদর্শনে কেন, যাবতীয় প্রকৃত দর্শনে জ্ঞান ও বিশ্বাস এক হইয়া থাকে। এ বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নহে, চাক্ষুস প্রত্যক্ষজনিত স্থায়ী ও অটল বিশ্বাস।

এই আত্মদর্শন চিন্তা ও আলোচনা বা দার্শনিক পরীক্ষার অধিগম্য নহে। ইহা সরল প্রার্থীর প্রতি ব্রহ্মকৃপার ফল। যখন সরল প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ব্রহ্মকৃপার আলোক অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়, তখনই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আত্মার অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হয়। প্রকৃত আত্মদর্শন, ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু ব্রহ্মাবির্ভাবের সঙ্গেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। উপরের লিখিত আত্মার সমস্ত বিভাগ একেবারে স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রথমে, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের ক্রোড়ে আত্মা, আপনার ক্ষুদ্র শিশুরূপ, সেই অনন্তের গর্ভে, এই অনন্তের ক্ষুদ্র বীজটী দর্শন করে, পরে আর আর সকলভাব সময়ে প্রকাশি হয়।

যে দিন আত্মা আপনার দিকে তাকাইয়া তন্মধ্যে সেই অনন্তের বীজ প্রথম দর্শন করে, সেই দিন হইতে তাহার প্রকৃত নবজীবন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে পার্থিবজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সম্বন্ধজনিত আত্মাসম্বন্ধীয় বাহ্য জ্ঞানও বিকশিত হইয়াছিল, কিন্তু যে শুভদিনে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, সে দিন আত্মার পক্ষে যথার্থই নতন জীবন। এ দিন হইতে একটী অভিনব পট আমাদের অন্তর মধ্যে খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক মনুষ্যকে এই শুভ দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে; দয়াময় ঈশ্বর প্রত্যেক লোকের জন্য অবসর অন্বেষণ করিতেছেন। বাহিক আত্মজ্ঞান দর্শন শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে দর্শন শাস্ত্রের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

ইন্দ্রধনু।

দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি; পৃথিবী বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে; জীবজন্তু প্রাণভয়ে কম্পিত হইতেছে। ধনগেল; মানগেল, প্রাণের প্রিয়তম বস্তু সকলই অন্তর্হিত হইল; নরনারী শোকে দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আকাশপানে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, তবুও বৃষ্টি থামিল না। মুষলধারে আকাশ ভাঙ্গিয়া জলধারা পতিত হইতেছে, মানুষের বাঁচা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে, আর মানুষ আপনার মধ্যে আপনি লুক্কায়িত হইতেছে। প্রলয় উপস্থিত। চারিদিকে কেবল জল। জলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল, এবার বুঝি আর সৃষ্টি রক্ষা পায় না। মানুষ মৃত্যু সন্নিকট জানিল। পৃথিবী ডুবু ডুবু, দিন অবসান প্রায়, এমন সময়ে পূর্ব্বদিক আলো করিয়া ইন্দ্রধনুর উদয় হইল, কোটী কোটী নরনারী একস্বরে হুঙ্কারধ্বনি করিয়া উঠিল, সে স্বর পৃথিবী কম্পিত করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে প্রধাবিত হইল। আনন্দ আর ধরে না; সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মুখহইতেই জয়ধ্বনি। এই মুহুর্ত্তপূর্ব্বে পৃথিবী রসাতলে যাইতেছিল, মানুষ গভীর আতঙ্কে কাঁপিতেছিল, পূর্ব্বগগনে ইন্দ্রধনুর উদয় হইবামাত্র জীবন পাইলাম বলিয়া চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল, পৃথিবী মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল।

চাহিয়া দেখ, পূর্ব্ব গগনে ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে, বহুকালের নানা প্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতাকাশে কত ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, কত ধর্ম্ম লুক্কায়িত হইয়াছে, কত বিপ্লব, কত প্রলয় মানব হৃদয় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, সত্যালোক তড়িতবৎ প্রকাশিত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশে লুকাইয়া গিয়াছে, ভ্রম, কুসংস্কার ও অসত্য, নিবিড় অন্ধকারে দেশের এক প্রান্ত হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; কে জানিত যে ঘন মেঘজাল বিদীর্ণ করিয়া সত্যসূর্য্য উদিত হইবে, কে জানিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘজাল পরমসুন্দর ইন্দ্রধনুরূপে পরিণত হইবে, কে জানিত কুসংস্কারাপন্ন, উপধর্ম্মের জঞ্জালে মোহাপন্ন ভারতভূমিতে সত্যালোক প্রতিভাত হইবে। যাহা মানববুদ্ধিতে অসম্ভব, তাহাই সম্ভব হইয়াছে, ঘোরান্ধকারাচ্ছন্নভূমিতে জ্যোতিষ্মান্, মনোরম বর্ণে রঞ্জিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষ মেঘবক্ষে ইন্দ্রধনুর উদয় দেখিয়া বৃষ্টির অবসান গণনা করে, কুসংস্কারে সত্যধর্ম্মের উদয় দেখিয়া মানবহৃদয় অসত্যের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব জানিয়া আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়াগেল এ নিয়মের ব্যতিক্রম মানুষ চক্ষে দিখিল না; ইন্দ্রধনু চিরদিনই মেঘাবসানের সময় জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে, সত্য আপনার বিপ্লবকারিণী শক্তি জগতের নিকট প্রমাণিত করিতেছে। হিমালয় সমান পর্ব্বত চলিয়া যাইবে, গিরিসমূহ স্থানচ্যুত হইবে, কিন্তু সত্যের এই অমানুষী শক্তি কখনও বিন্দুমাত্র টলিবে না। ব্রাহ্ম! সত্যের এই অজেয় ও অপরিবর্ত্তনীয় পরাক্রম দেখিয়া আশ্বস্ত হও, অল্পবিশ্বাসী, ক্ষীণবিশ্বাসী আর থাকিওনা; দেখিতে কি পাওনা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া অসত্যের রাজ্য আঘাতে আঘাতে ভিত্তিহীন করিতেছে? দেখিতে কি পাওনা, সত্যের প্রবল পরাক্রমে, তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত ভূমির ন্যায়, অসত্য দেখিতে দেখিতে কেমন তিরোহিত হইতেছে। তুমি দেখ, দেখিয়া সুযোগ থাকিতে থাকিতে অসত্যের মস্তকে আঘাত কর।

পাঠক! তোমার দিন কি অন্ধকারপূর্ণ? তোমার দিন কি বিষাদ কালিমায় কলঙ্কিত? তোমার দৃষ্টিসীমা কি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে লুক্কায়িত? তোমার দিন চলা কি ভার হইয়াছে? নিরাশার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া কি আশার জ্যোতি বিদ্যুৎ প্রমাণ প্রবেশ করে না? পাপের ভার কি এত হইয়াছে যে ঊর্দ্ধদিকে একবারও সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পার না? নিরাশ হইও না, আশার কথা শুন। আকাশে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া নাবিক যেমন ভীত হয়, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তেমনি ভীত হইয়াছ, বায়ুর প্রবল গর্জ্জন

শুনিয়া, উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকা দেখিয়া প্রাণে হতাশ হইয়াছ। বিশ্বাসচক্ষু ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ কর, ঐ দেখ মেঘের মধ্য দিয়া বিন্দু বিন্দু আলো বাহির হইতেছে, ঐ দেখ মেঘে মনোহর ইন্দ্র ধনুর উদয় হইয়াছে। তোমার দুঃখের দিন শেষ হইতে চলিল। মেঘ যত অন্ধকারপ্রতিবিম্ব, তত উজ্জ্বল,—পরীক্ষা যত কঠোর, আশাবাক্য তত মধুর। তুমি যত কেন হীন হও না, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রেম অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে। অতএব হে বিশ্বাসী! যখন অন্ধকার তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুন হইতে থাকিবে, তখন সবলে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কর; বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রাণে আশার ইন্দ্রধনু উদিত দেখিবে, দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, ঝড় নিস্তব্ধ হইবে, নিবিড় মেঘ জাল উড়িয়া যাইবে। তুমি আশাতে প্রদীপ্ত হইয়া বলিবে, হে ঈশ্বর! সুখে তোমার দয়া, দুঃখে তোমার দয়া।

সে দিনের কথাও ভাবিয়া দেখ যে দিন আকাশ নির্ম্মল, মেঘ শূন্য। যখন মেঘ আকাশে আর উড়িয়া বেড়াইবে না, আকাশ আর অন্ধকারে আবৃত হইবে না, তখন তোমার আর ইন্দ্র ধনুর প্রয়োজন হইবে না, ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্ত্বা তোমাকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। এখন দুঃখ না হইলে তুমি আশার কথা শুনিতে পাওনা, কিন্তু তখন তোমার প্রাণে সেই উজ্জ্বল আশা সর্ব্বদা অধিবাস করিবে যাহা কখনও অস্তমিত হয় না, যে আশার উজ্জ্বলকিরণ কোন ছায়াতে লুকায়িত হয় না। বিশ্বাসি! অনন্ত কালের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সেই অক্ষয় আশায় সঞ্জীবিত থাকিয়া তুমি জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে চাহিয়া থাকিবে, যত চাহিবে ততই উজ্জ্বল হইবে।

অতএব হে ব্রাহ্ম! ভারতাকাশে যে ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে তাহা দেখিয়া তোমার বিশ্বাস দৃঢ় কর, তোমার হৃদয়ে যে ইন্দ্রধনুর উদয় হইতেছে তাহাতে আশান্বিত হইয়া অগ্রসর হও। যে দিনে দুর্দ্দিনের বিভীষিকা থাকিবে না, সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

শ্রীমদ্ভাগবত।

৩

আমরা পাঠকদিগকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়ের শ্লোক গুলি একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে গৃহীত। অদ্য সেই একাদশ স্কন্ধ হইতেই ভক্তি বিষয়ক কয়েকটী শ্লোক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এই শ্লোক গুলি পরম ভাগবত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণরূপী ভগবানের উক্তি বলিয়া বর্ণিত। যিনিই বলিয়া থাকুন তাহাতে কিছু আসে যায় না; যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও আদরণীয়; এবং যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহা মনুষ্যের মুখ-বিনিসৃত হইলেও তাহা ঈশ্বর প্রেরিত, সন্দেহ নাই।

(১) ভক্তির আত্যন্তিক আবশ্যকতা :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা। ১১।১৪।১৯

হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্যধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপ, কিছুই আমাকে আমার প্রতি প্রবলা ভক্তির ন্যায় সাধন করিতে পারে না।

ধর্ম্মঃ সত্য দয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেত মাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতিহি॥ ১১।১৪।২১

ধর্ম্ম, সত্য, দয়া, বিদ্যা, তপস্যা এই সমুদয়, আমার প্রতি ভক্তি ব্যতিরেকে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপ পবিত্র করিতে পারে না।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যাবিনাশয়ঃ॥১১।১৩।২২

ভক্তি বিনা শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চিত্ত দ্রবীভূত হয় না, আনন্দাশ্রু বর্ষিত হয় না, এবং অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় না।

(২) ভক্তির আনন্দ।

ময্যর্পিতাত্মনঃসভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখংযত্তৎ কুতঃস্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥ ১১।১৪।১১

হে ভদ্র! যে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াছে সে আমাতে যে সুখপায় বিষয়ী ব্যক্তিরা সে সুখ কোথায় পাইবে?

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাঃসুখ ময়াদিশঃ॥ ১১।১৪।১২

আমার ভক্ত অকিঞ্চন, সমচিও, শান্ত, দান্ত, এবং আমাতে সন্তুষ্টচিত্ত; তাহার কাছে সমুদয় দিক্ সুখময়।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং নরসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবংবা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১১।১৩।১৩

ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি, আমার ভক্ত, আমাবিনা এই সমুদয় কিছুই চাহেনা।

বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কবিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥১১।১৪।২৩

আমার ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হয় ও তাহার মুখ হইতে গদ্গদ বাক্য বিনিসৃত হয়; সে কখনো অতিশয় রোদন করে, কখনো হাস্য করে, কখনো লজ্জারহিত হইয়া গান করে ও নৃত্য করে, আমার ভক্ত পৃথিবীকে পবিত্র করে।

(৩) ভক্তির পবিত্র কারিণী শক্তিঃ—

যথা সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়াভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥১১।১৪।১৮

হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি, কাষ্ঠ সমূহ ভস্মসাৎ করে, সেরূপ মদ্বিষয়াভক্তি সমস্ত পাপ দগ্ধ করে।

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগলভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥১১।১৪।১৭

আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট

মান হইলেও প্রবলা ভক্তির প্রভাবে বিষয়ে অভিভূত হইতে পারে না।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথাপস্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥১১।১৪।২৫

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারা আত্মা যত পরিশোধিত হয় ততই চক্ষু যেন অঞ্জনপ্রযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

যখন মনুষ্যের হৃদয়ের পবিত্রতা ও উদারতার প্রস্রবণ গুলি শুষ্ক হইয়া যায়, যখন সে আপনার কলঙ্কের ভারে আপনাকে অবনত দেখে, যখন তাহার নিজের পরাজয় ও যাহাকে আপনার শত্রু জ্ঞান করে, তাহার জয় হইতেছে দেখে, তখন সে তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিতে থাকে। আমাদিগের সহযোগী ধর্ম্মতত্ত্বসম্পাদক আজ কাল এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আপনাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া এবং আপনাদিগের প্রচারিত মতের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে না পারিয়া তিনি নীচভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহার নেতা, সভ্য, প্রচারক, এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অভিসম্পাৎ ও গ্লানির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাদিগের প্রতি "করে, চলে" প্রভৃতি ভদ্রসমাজ-নিন্দিত ভাষাপর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের সহযোগীর উক্তি গুলি এই;—

"ব্রাহ্মসমাজ যখন সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন আধুনিক সভ্যতার যে সকল দূষিত ফল তাহাও ইহাকে ভোগ করিতে হইবে। সাধন ভজন, বিশ্বাস, ভক্তি, পবিত্রতার প্রতি অন্ধ হইয়া যাহারা সামাজিকতার অনুরোধে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত যে অনেক থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু নূতন ধর্ম্মবিধানের জীবন থাকিতে এরূপ দুর্দ্দশা হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। যদি আমরা এই পাপস্রোতকে বাধা দিতে না পারি, তবে একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিব। যেখানে উপপত্নী ভদ্রমহিলার সঙ্গে একত্র পান ভোজন করে, বেশ্যা ও ব্যভিচারী প্রশ্রয় পায়, যেখানকার নেতৃগণ মিথ্যাকৌশলদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, প্রচারকগণ বেতনভোগী হইয়া মনুষ্যের অধীনে চলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিতচরিত্র জগন্মান্য সাধুগণের নিন্দা প্রচারিত হয়, যে সমাজ পান ভোজন, আহার পরিচ্ছদ ও বিবাহকে যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্যের উপর গণনা করে, যেখানে নীতির আদর্শ হীন মলিন, সেই সমাজ হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। যাঁহারা নূতন বিধানের যুগে বাস করিতেছেন, মুক্তিপ্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা ভদ্রমহিলাদিগকে ও আপনাদের ধর্ম্মজীবনকে দূষিত ব্যভিচারী সহবাস হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। সভ্যতার পরিচ্ছদধারী পাপ পিশাচ ও পিশাচী হইতে সাবধান।"

ধর্ম্মান্ধতা মনুষ্যকে যে কি পর্য্যন্ত অনুদার ও নীচ করিতে পারে তাহার প্রমাণের জন্য আর অন্যত্র গমন করিতে হয় না। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকবর্গ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অপদস্থ করিবার জন্য সময়ে সময়ে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। কেশববাবুর ন্যায় বিবেচক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এপ্রকার নীচ ব্যবহার কোন ক্রমেই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। আমরা উপরে যে লেখাটী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত কেশব বাবুর কোন সংস্রব না থাকিতে পারে, কিন্তু এইরূপ নীচ বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত অপবাদ ঘোষণার মূল যে তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যদিও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিত, তথাপি সাধারণে এই সমস্তের জন্য তাঁহাকেই দায়ী গণ্য করিবে, যেহেতু তাঁহার সমাজের পত্রিকা ও পুস্তিকাতে যখন তৎসমূহ প্রচারিত হইতেছে এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতেছেন না, তখন তিনি যে ইহাতে সংসৃষ্ট আছেন তাহা কে না বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আমরা কেবল এইমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কেশব বাবুকে দায়ী করিতেছি না, আমরা যে প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, কেশব বাবুর একটী "প্রচারক সভা" আছে, সেই সভার সভাপতি তিনি স্বয়ং এবং সম্পাদক বাবু গৌরগোবিন্দ রায়। ঐ প্রচারক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া কি অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা ১৬ ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিবেন। আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যেহেতু রাজধানীতে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের মধ্যে মত-ব্যতিক্রম এবং চরিত্র-দোষ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদিত হইয়াছে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে, তাঁহার আদেশে, আমাদিগের সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের সকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে এখন সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতে পারে।" * * * *

"আমরা অতি বিনীত ভাবে ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্যগণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদিগের সমাজের সার সার মত গুলি, যথা ঐশ্বরিক আবির্ভাবের বাস্তবিকিতা, বিধাতৃত্ব, প্রত্যাদেশ, দৈনিক উপাসনা, যোগ, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে যথাসাধ্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যান ধারণা উপাসনা বর্দ্ধন করিবেন। আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পবিত্র প্রিয়সমাজকে সকল প্রকার

সংশয়ী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী এবং উপহাসপরায়ণদিগের দূষণীয় প্রভাব হইতে সর্ব্বথা সযত্নে নির্ম্মুক্ত রাখেন। সামাজিক পবিত্রতার অত্যুচ্চ আদর্শে আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে উহা ঈশ্বর এবং আমাদিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব ঘৃণিত। ঈশ্বরের আদেশ এই, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্ব্বদা পবিত্রতম সম্বন্ধ অবস্থিতি করিবে, এবং যে কোন অবস্থা হউক না কেন অত্যল্প পরিমাণেও এরূপ স্বাধীনতা হইতে দেওয়া হইবে না যাহা আত্মার মঙ্গলের পক্ষে অহুপায়।"

* * * আগ্রহাতিশয় সহকারে আমরা দেশস্থ বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ধর্ম্মজ্যেষ্ঠগণকে নিবেদন করিতেছি যে নর নারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা তাঁহারা সাধ্যানুসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ শিক্ষা দেন।"

এই অনুষ্ঠানপত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু সাধারণব্রাহ্মসমাজ এই ঘোষণা পত্র প্রচার সময়ে বঙ্গীয়স্ত্রীসমাজ নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন এবং তাহা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত অপবাদ ও উক্তিগুলির প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহাদের প্রথম অপবাদ এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল অথবা কোন কোন সভ্য সামাজিকতার অনুরোধে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি আজ নূতন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আছেন, এবং কেবল তাহা নহে, ইতঃপূর্ব্বে উক্ত সমাজের পত্রিকায় তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের সুযশ ঘোষণা করা হইত। ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই দিবসে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে এই সামাজিকতাঅনুরুদ্ধ জনৈক ব্রাহ্ম যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কেশব বাবু প্রভৃতি তৎকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। অপরৈক সামাজিকতানুরুদ্ধব্রাহ্ম যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের তিন জনকে সপরিবারে স্বীয় ভবনে প্রায় এক বৎসর কাল আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং প্রচারকোষে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহের প্রশংসা বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির মুখে ধরিত না। কিন্তু ১৮৭১ সালের কথা এখন কি আর স্মরণ আছে?

আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, আমরা "চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত্ত;" কোন কোন ভদ্র ব্যক্তি ও মহিলার নামে গোপনে গোপনে দুর্নাম প্রচার করাও হইতেছে। এই নীচ জঘন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আর অধিক কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ঐ সকল অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কেবল দুই এক জন দায়িত্বহীন ব্যক্তির দ্বারাই ইহা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকগণ তাহা সপ্রমাণ করিবার সাহস না করিয়া গোপনে তাহা ঘোষণা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চরিত্রের যে কোন দোষ আছে তাঁহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন নতুবা আমরা তাঁহাদিগকে পরমর্য্যাদাপহারী কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করিব। আমরা দম্ভের সহিত বলিতে পারি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কদিগের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাহস ও অবমৃষ্যকারিতা মাত্র।

তৃতীয় অভিযোগ এই যে, আমাদের "নেতৃগণ মিথ্যা কৌশলদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে।" আমাদের নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহারাজীবী (Barristers and pleaders) ইহাই উক্ত অভিযোগের মর্ম্ম। এতৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদই আবশ্যক বোধ হয় না। এই উনবিংশ শতাব্দিতে এই ব্যবসায়কে যাঁহারা প্রবঞ্চনা ব্যবসায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা আপনারাই লোকচক্ষে নিন্দিত হইবেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে কখন এই ব্যবসায়ের নিন্দা ইঁহাদের মুখে শ্রুত হওয়া যায় নাই। যখন এক জন ব্যবহারাজীবী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের কাহার কাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার লইয়াছিলেন, তখন সেই প্রবঞ্চনাউপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেকের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই, এবং অদ্যাপিও তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ব্যবহারাজীবী আছেন তাঁহাদের অর্থসাহায্য লইতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না। হায়! বিদ্বেষবশতঃ মনুষ্য কত অসত্যই প্রচার করে!

আমাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ এই, আমাদের প্রচারকগণ বেতনভোগী হইয়া মনুষ্যের অধীনে চলে। কেশব বাবুর প্রচারকগণের সহিত আমাদের প্রচারকগণের এবিষয়ে যদি কোন প্রভেদ থাকে তাহা এই, যে তাঁহাদের প্রচারকদিগকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তাহাকে 'উপজীবিকা' বলা হয়, এবং আমাদের প্রচারকদিগকে যে সাহায্য করা হয়, তাহার নাম 'সাহায্য;' কিন্তু হৃদয়ের ভাবসম্বন্ধে কি কোন প্রভেদ আছে? "বেতনভোগী" একথা বলিতে কি লেখকের ওষ্ঠ ও লেখনী কম্পিত হইল না, হৃৎকম্প অনুভব হইল না? যে ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সংসারের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলী দিয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম প্রচারের জন্য আপনাকে ও পরিবারবর্গকে কষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি বেতন ভোগী? হায়! ধর্ম্ম! তুমি কি কেশব বাবুর সংস্রব পরিত্যাগ করি-

য়াছ? "বেতন ভোগী"! কলঙ্কীওষ্ঠকে স্থগিত কর। পাপ রসনায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ কর। আমাদের অন্যান্য প্রচারকেরা ধর্ম্মের জন্য বহুকাল হইতে প্রাণসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্যের অধীনে চলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিবেককে তাঁহারা কি জলাঞ্জলী দিয়াছেন? যে স্থানে ইঁহারা মনুষ্যের অধীনে চলেন অর্থাৎ বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন, সে স্থানে কেশব বাবুর প্রচারকেরা কেবল তাঁহাদের দৈবগুরুর আদেশে কার্য্য করেন।

আমাদিগের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ, আমরা সাধুনিন্দাকারী। যদি কেশববাবু ও তাঁহার প্রচারকদিগের দোষ গুণের বিচার করা মহাপরাধ হয়, তবে আমরা সে দোষে দোষী; কিন্তু তাঁহাদের পাপ সকলকে বিচার করিবার আমাদের অধিকার আছে, আমরা বিবেচনা করি। যদি তাঁহারা আমাদের বিচার না করিতেন, আমরাও তাহাদের বিচার করিতাম না। বিচার করিলেই বিচারিত হইতে হয়।

আমাদের বিরুদ্ধে অপর যে দুইটী অভিযোগ করা হইয়াছে, যে আমরা ধর্ম্মাপেক্ষা আহার বিহারকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি এবং আমাদের নীতির আদর্শ হীন, ও মলিন, আগামীতে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রচারার্থ ভ্রমণ।

গত ২৬এ নবেম্বর দুই প্রহর একটার সময় মেল ট্রেনে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তর বাঙ্গালা যাত্রা করি। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিয়া আমাদিগকে গোয়ালন্দ লাইনে পোড়াদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছিল। প্রায় ৫৷৷০ ঘটিকার সময় আমরা পোড়াদহ পৌঁছি। উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে লাইনে কোথাও যাইতে হইলে পোড়াদহ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের দামুকদিয়া ব্রাঞ্চ হইয়া যাইতে হয়। দামুকদিয়া পদ্মার পারে স্থিত। আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দামুকদিয়া পৌঁছি। দামুকদিয়া হইতে পদ্মা পার হইতে হয়। একখানা ফেরি ষ্টিমারে পদ্মা পার হওয়া যায়। পদ্মা পার হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট লাগিয়াছিল। বর্ষার সময় অন্যন দুই ঘণ্টাকাল লাগিয়া থাকে। পদ্মা পার হইয়াই সারাঘাট ষ্টেশন। সারাঘাট উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে লাইনের প্রথম ষ্টেশন। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আমরা সারাঘাট পরিত্যাগ করি। উত্তর বঙ্গের গাড়িগুলি সাধারণতঃ পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে লাইনের গাড়ির মত। তবে পূর্ব্ব বঙ্গের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি উত্তর বঙ্গ লাইনের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সুখপ্রদ। আমরা পরদিন প্রাতে ৮৷৷০ ঘটিকার সময় জলপাইগুড়ি পৌঁছি।

বৃহস্পতিবার ২৭এ নবেম্বর। জলপাইগুড়ি স্থানটী দেখিতে মন্দ নয়। গ্রাম্যজীবনসুলভ প্রাকৃতিক সরল সৌন্দর্য্যের সহিত নগরের পরিপাট্য ও ব্যস্ততার কথঞ্চিৎ সমাবেশ এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়িকে গ্রামও বলা যায় না, এবং নগর বলিলেও ঠিক বলা হয় না। গ্রাম্যনগরী বা নাগরিক গ্রামই ইহার যথার্থ অভিধান হইতে পারে। প্রকৃতির শোভা এস্থানে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে হিমালয় দৃশ্যমান। উত্তরদিকে, চাহিলে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা দেখিয়া মন গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। যেমন কবি লিখিয়াছেন, "উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি-তদুপরে," সেইরূপ জলপাইগুড়ি হইতে উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ, শৃঙ্গ তদুপরে, এই প্রকারে হিমালয় আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিম্নতর শৃঙ্গ সমূহ ঘনশ্যাম বর্ণে অনুরঞ্জিত, কিন্তু উচ্চতর শৃঙ্গসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলেই হিমালয়কে পককেশ গিরিরাজ বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। প্রাতঃকালে হিমালয়ের শোভা বড় চমৎকার হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন কোনও অদৃশ্য চিত্রকর ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া গিরিরাজের শৃঙ্গ ধবলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। হিমালয়ের দিকে চাহিলে আপনাআপনিই "চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার, শোভার আগার, বিশ্বসংসার" এই পদটী মনে পড়ে। এই চমৎকার দৃশ্য শত ধর্ম্মোপদেশের সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকলে তাহা দেখে না। মানুষ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান। সকলেরই যদি প্রকৃত চক্ষু থাকিত, তবে অনন্তজলধি, অসীমআকাশ অগণ্য নক্ষত্ররাজি, সুমহান্ গিরিশৃঙ্গ ও মনোহরপুষ্প দেখিয়া কেহ জগতে অধার্ম্মিক থাকিত না। সকলেরই যদি কান থাকিত, তবে নদীর কলকল ধ্বনি, বিহঙ্গের কাকলি ও মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া কে জগতে নাস্তিক, অবিশ্বাসী থাকিতে পারিত? প্রকৃতি শতমুখে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, কর্ণ থাকিলে কি কখনও মানুষ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত। মানুষ দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝেনা। তাই জগতে এত অধর্ম্ম এত পাপ, এত অবিশ্বাস। হিমালয় কি আশ্চর্য্য শিক্ষক? যদি কেহ ঈশ্বরের মহত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চায়, তবে যেন অসীম সমুদ্রে একবার ভাসে, নতুবা হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে একবার আরোহণ করে। হিমালয়কে দেখিলে মনে যুগপৎ শতভাবের উদয় হয়। একদিকে যেমন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য রচনা দেখিয়া প্রাণ মন স্তম্ভিত হয়, অপরদিকে আবার ভাবিতে ভাবিতে ভারতের দুঃখ গতি আসিয়া আপনি মনে পড়ে। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে রজতরঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভারাশি দেখিয়া "কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি, রোগশুষ্কমুখে হাসি রাশি ভরি, রূপের গরব করিস হায়," এই গানটী অনেকবার মনে পড়িয়াছে।

জলপাইগুড়িতে কার্য্যোপলক্ষে প্রায় দুই শতাধিক বাঙ্গালী

বাস করেন। এখানে পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেন। কিন্তু জজসাহেবের কাছারি রংপুর উঠিয়া যাওয়া অবধি অনেকে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৩০ ছিল। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে জেলের রক্ষকদিগের সহিত স্কুলের কতিপয় ছাত্রের ঘোর বিবাদ হয়। এই বিবাদ লইয়া কাছারিতে মোকদ্দমা হয়, ডাক্তার সাহেব জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট, সুতরাং ছাত্রেরা দোষী প্রমাণিত হয়। তদবধি ছাত্রসংখ্যা কমিতে আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭০ জন হইবে। এখানে ব্রাহ্মসমাজের যত্নে বহুদিন হইল একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইটী এখন ব্রাহ্মসমাজের হাতে নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন বিদ্যালয়টী তাঁহাদিগের আংশিক কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছেন। এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয় ও একটী গুরুট্রেনিং নর্ম্মাল স্কুল আছে।

জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা খুব ভাল নয়। বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ৭, তাহার মধ্যে ৪জন আনুষ্ঠানিক,সাধারণ লোকদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বড় বিশেষ সহানুভূতি নাই। ইহার জন্য সাধারণ ও ব্রাহ্মগণ উভয় পক্ষই আংশিক রূপে দোষী। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, তাঁহার স্বভাবের নম্রতা ও জলন্ত উৎসাহে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আশা করি তাঁহার যত্নে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে।

আমরা আসিয়া অবধি এখানে নবীন বাবুর বাসায় প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা হইয়াছে। শনিবার (২৯এ নবেম্বর) অপরাহ্নে সার্দ্ধ পাঁচ ঘটিকার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "জীবন না মৃত্যু" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ১২৫ জন স্থানীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন পণ্ডিত মহাশয় সামাজিক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সোমবার প্রাতে আমরা জলপাইগুড়ি পরিত্যাগ করিয়া শিলিগুড়ি যাত্রা করি।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ২৪ অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতার সহিত, ঢাকার ইষ্ট পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায়ের সহিত শুভ বিবাহ নিম্নপ্রকাশিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কুমারী হেমলতা বসুর সহিত শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের শুভ বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি।

শকাব্দাঃ ১৮০১। ২৪ অগ্রহায়ণ।

ঈশ্বর স্মরণ—কন্যাকর্ত্তা বেদির সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন, যথা

"সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব স্মরণ করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।"

অনুমতি গ্রহণ।

অনন্তর কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যা ভারার্পণ কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন।

সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যা ভারার্পণ কর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন।

সকলে—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভ কন্যাভারার্পণ কর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন।

সকলে—ওঁ স্বস্তি।

পাত্রের বরণ।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্লামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইমানি তৈজসানি প্রতিগৃহ্যন্তাং।

এই তৈজস সকল গ্রহণ করুন্।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য একাধিকাষ্টাদশ শততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্ব্বিংশতি দিবসে কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ মধুকুল্য গোত্রস্য হরিনারায়ণ দত্ত রায়স্য প্রপৌত্রং কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়স্য পৌত্রং শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়স্য পুত্রং মধুকুল্য গোত্রং শ্রীকালীনারায়ণ দত্ত রায়ং গৌতম গোত্রস্য গোবর্দ্ধন বসোঃ প্রপৌত্র্যাঃ গৌরহরি বসোঃ পৌত্র্যাঃ হরনাথ বসোঃ পুত্র্যাঃ গৌতম গোত্রায়ঃ শ্রীহেমলতা বসোঃ কন্যায়ঃ শুভভারমর্পয়িতুং এভিরর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

অদ্য একাধিক অষ্টাদশ শততম শকাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে, চতুর্ব্বিংশতি দিবসে, কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে, মধুকুল্য গোত্র হরিনারায়ণ দত্ত রায়ের প্রপৌত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়ের পৌত্র, শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়ের পুত্র, মধুকুল্য গোত্র কালীনারায়ণ দত্ত রায় আপনাকে গৌতম

গোত্র গোবর্দ্ধন বসুর প্রপৌত্রী, গৌরহরি বসুর পৌত্রী, শ্রীহরনাথ বসুর পুত্রী গৌতম গোত্রা শ্রীহেমলতা বসুর শুভ ভারার্পণার্থ এই সকল অর্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরত্বে বরণ করিতেছি।

বর—ওঁ বৃতোহস্মি।

বৃত হইলাম।

অনন্তর বর, অন্তঃপুরে নীত হইবেন এবং স্ত্রী-আচার প্রভৃতি হইবে।

ব্রহ্মোপাসনা—বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া আপনার সম্মুখবর্ত্তী স্থানের দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে এবং আচার্য্য সময়োপযোগী একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিবেন।

বরকন্যার সম্মতি জ্ঞাপন।

আচার্য্য—(বরকে সম্বোধন করিয়া) শ্রীমান্ কালীনারায়ণ! তুমি কি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই শ্রীমতী হেমলতাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

বর—প্রস্তুত হইয়াছি।

আচার্য্য—(কন্যাকে সম্বোধন করিয়া) শ্রীমতী হেমলতা! তুমি কি এই শ্রীমান্ কালীনারায়ণকে আপনার পতিরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

কন্যা—প্রস্তুত হইয়াছি।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধমর্চ্চিতমিমং সুবিদ্বাংসং সদ্গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ।

তোমার বিবহার্থ যথাবিধ অর্চ্চিত সুবিদ্বান্ সদ্গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে অর্চ্চনা বর।

কন্যা—সাদরমর্চ্চয়ামি।

সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি। এই বলিয়া পুষ্পস্তবক হস্তে অর্পণ করিবেন।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) ধর্ম্মেচ অর্থেচ জ্ঞানেচ ভোগেচ নাতিচরিতব্য স্তুয়ায়ং।

ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইহাঁকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি। ওঁ স্বস্তি।

অতিক্রম করিব না। স্বস্তি।

কন্যাভারার্পণ।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণহস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া) ওঁ তৎসদদ্য একাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্বিংশতি দিবসে মঙ্গলবাসরে বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ মধুকুল্য গোত্রস্য হরিনারায়ণ দত্ত রায়স্য প্রপৌত্রায় কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়স্য পৌত্রায় শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়স্য পুত্রায় মধুকুল্যগোত্রায় শ্রীকালীনারায়ণ দত্ত রায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় গৌতম গোত্রস্য গোবর্দ্ধন বসোঃ প্রপৌত্র্যাঃ গৌরহরি বসোঃ পৌত্র্যাঃ শ্রীহরনাথ বসোঃ পুত্র্যাঃ গৌতম গোত্রায়াঃ অরোগিন্যাঃ সুশীলায়াঃ সালঙ্কারায়া বাসসাচ্ছাদিতাঃ শ্রীহেমলতায়াঃ বসোর্ভারং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

একাধিক অষ্টাদশ শততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে মঙ্গলবাসরে বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মধুকুল্য গোত্র হরিনারায়ণ দত্ত রায়ের প্রপৌত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়ের পৌত্র শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়ের পুত্র মধুকুল্য গোত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম যথাবিধ অর্চ্চিত বর শ্রীকালীনারায়ণ রায় আপনাকে গৌতম গোত্র গোবর্দ্ধন বসুর প্রপৌত্রী গৌরহরি বসুর পৌত্রী শ্রীহরনাথ বসুর পুত্রী গৌতম গোত্রা অরোগিণী সুশীলা সালঙ্কারা বস্ত্রাচ্ছাদিতা কন্যা শ্রীহেমলতা বসুর ভার অর্পণ করিলাম।

বর—ইমং ভারং সাদরমহং গৃহ্লামি। ওঁ স্বস্তি।

আমি সাদরে এই ভার গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

কন্যাকর্ত্তা—অনন্তর বরকন্যার হস্তে পুষ্পমালাদ্বারা বন্ধন করিয়া দিবেন। (বরের প্রতি)

ধর্ম্মেচ অর্থেচ জ্ঞানেচ ভোগেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

পরে জামাতার দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া গ্রন্থিবন্ধন করিবেক। পরে কন্যাকে বরের বাম পার্শ্বে উপবেশন করাইবেক। পরে

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা।

বর। অদ্য একাধিক অষ্টাদশশততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্বিংশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মঙ্গল বাসরে আমি সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুস্থতায়, অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, জ্ঞানেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোন মতেই অতিক্রম করিব না।

কন্যা। অদ্য একাধিক অষ্টাদশশততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্ব্বিংশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মঙ্গলবাসরে আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গল সাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোনমতেই অতিক্রম করিব না।

ভর্ত্তা। (বধূর প্রতি) যদেতৎহৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং-

তব, যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। আবয়ো হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদিগের উভয়ের হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

বধূ। (ভর্ত্তার প্রতি) ঐরূপ বলিবেন।

বর কন্যা (উভয়ে সমস্বরে)—এই পবিত্র উদ্বাহব্রত পালনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

আচার্য্য—পবিত্র উদ্বাহ ব্রত পালনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

(বর কন্যার মাল্য বিনিময় ও সঙ্গীত।)

অনন্তর দম্পতী বেদির অভিমুখীন হইয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য বেদি হইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

অনন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা শেষ হইলে দম্পতী তদ্গতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিবেন:—করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গলসাধন করুন এবং তোমাদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃতধামের অধিকারী করুন।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। কিছুদিন হইল তাঁহারা কুষ্টিয়া গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে; এবং তত্রত্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সহিত যোগ দিয়াছেন।

বিগত ২৪ এ নবেম্বর সোমবার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নারেদ প্রার্থনা সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ২৬ এ কার্ত্তিক কালিগঞ্জে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী, এবং পাত্রী বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা। পাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী বিবাহোপলক্ষে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

আমরা পাঠকগণকে একটি উপাদেয় সংবাদ দিব। গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার, সমাজের উপাসনার পর উপাসনা গৃহের এক প্রান্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণার্থ যে একটি দানাধার স্থাপিত হইয়াছে তাহা খুলিয়া দেখা গেল যে তাহার মধ্যে কে ১০০০ সহস্র মুদ্রার নোট ফেলিয়া দিয়াছেন। দাতা কে জানিবার উপায় নাই। তিনি যিনিই হউন, আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসভা।

মাননীয় তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

বিগত ৮ ই ডিসেম্বর সোমবার দিবসে অত্রত্য বঙ্গবিদ্যালয়ে "ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসভা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও শ্রেষ্ঠতা এবং আর্য্য ধর্ম্মের (মুঙ্গের বাসীরা যাহাকে আর্য্য-ধর্ম্ম কহেন) সঙ্কীর্ণতা ও ভ্রম স্বীয় বক্তৃতায় উত্তমরূপে প্রদর্শন করেন। আর্য্যসভার দুই একজন সভ্যদ্বারা উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ হইলে উক্ত আর্য্য সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অযথারূপে আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণ শেষ হইলে নবাগত শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বাবুর যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনার্থ শ্রীকৃষ্ণ বাবুর যুক্তি সকল স্বীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেছিলেন, সেই সময়ে অনেক আর্য্য সভারসভ্য ও অন্যান্য হিন্দুশ্রোতৃবর্গ এতদূর অভদ্রতা প্রকাশ করেন, তাহা লিখিয়া কি প্রকাশ করিব? তৎপরে "গোলে হরিবোলে" সভাভঙ্গ হইল। মহাশয়! কিন্তু একটি বিষয় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে উপস্থিত মুঙ্গেরবাসী ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষসমর্থনার্থ একটি কথাও বলিলেন না।

মুঙ্গের একান্ত বশম্বদ
৯ ই ডিসেম্বর জনৈক দর্শক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু	রামচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২।০
„	বৈকুণ্ঠনাথ দাস	„	২
„	রাজমোহন দাস	„	৩
„	কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	„	২।০
„	ফণীন্দ্রমোহন বসু	„	২।০
„	প্রসাদ দাস মল্লিক	„	২।০
শ্রীমতী	রাধারাণী	„	৩।০
বাবু	অভয়দাস বসু	„	৩
„	হরমোহন সেন	„	২।০
„	ব্রহ্মমোহন সেন	„	২
„	ছকড়ী ঘোষ	„	২।০
„	গোপালচন্দ্র মল্লিক	„	২।০
„	অশ্বিনিকুমার গুহ	„	১।০
„	মহেন্দ্রনাথ মিত্র	„	২।০
„	নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	৩
„	মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	কলিকাতা	১
„	কালীকুমার ঘোষ	„	২।৵০
„	রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ		৩
„	অভয়াচরণ দাস	মতিহারী	২

বাবু	রাধাকান্ত ঘোষ	কলিকাতা	২৲
,,	আনন্দচন্দ্র সেন	রঙ্গপুর	৩৲
,,	দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
,,	সুন্দরীমোহন দাস	,,	২।০
,,	আদিত্যচরণ মল্লিক	,,	২।০
,,	উপেন্দ্রনাথ পাল	,,	১৲
,,	ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	২।০
,,	হরিচরণ সেন	,,	২।০
,,	বসন্তকুমার তরফদার	সিকারপুর	৩৲
,,	কালীপদ চট্টোপাধ্যায়	,,	৩৲
,,	নবদ্বীপচন্দ্র দাস	,,	৩৲
,,	কৃষ্ণচন্দ্র দাস	,,	৩৲
,,	দুর্গাচরণ চৌধুরী	,,	৩৲
,,	কালিপদ মুখোপাধ্যায়	,,	৩৲
,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৷৹
,,	দুর্গামোহন দাস	,,	৪॥০
শ্রীমতী	শ্যামাসুন্দরী	ত্রিপুরা	৬৲
বাবু	আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৲
,,	নবীনকৃষ্ণ পালিত	আকনা	৪॥০
,,	ভগবানচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২।০
,,	তিতুলাল মল্লিক	,,	১৲
,,	গুরুচরণ মহলানবিশ	,,	২।০
শ্রীমতী	মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী		৩৲
বাবু	গিরীশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	২।০

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা, } কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ১১ই জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যাবলী।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত ত্রৈমাসিক বিবরণ।
২। সভ্য মনোনয়ন।
৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

আগামী সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিবেচিত হইবে।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড।
২। ট্রষ্টিনিয়োগ।
৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধে নিয়মাবলী।

*** প্রত্যেক সভ্য যত জনকে এবং যাঁহাদিগকে ট্রষ্টিনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পূর্ব্বাহ্ণে তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠাইলে বাধিত হওয়া যায়।

সা, ব্রা, স, কার্য্যালয় ১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে আগামীমাঘোৎসবের সময় একখানি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন এই যে, কাহারও নিকট নূতন সঙ্গীত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
ইং জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা বর্ত্তমান মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২৲ এবং মফস্বলের জন্য ২।৶০ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত … … …	১৲	/০
পঞ্জিকা … … …	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী…	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী … …	৶০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট … …	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা …	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা … …	৴১০	…
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন … … …	।০	৴১০
শিশু পালন … … …	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ … …	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা …	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	২৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life … …	১॥০	/০
Morning & evneing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন … …	।০	/০

বিক্রয়ার্থ

জীবনআলেখ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত জীবনী।

মূল্য ॥০ আটআনা।

ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মজুমদার কোং, ও ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. December 1879

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

আমাদিগের সাম্বৎসরিক মহোৎসব নিকটবর্ত্তী। বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে, ব্রাহ্মের পক্ষে, মাঘের একাদশ দিবসের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই। যে দিন এই হতভাগ্য দেশের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রথম উন্মুক্ত হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অশেষ মঙ্গলের আকরস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে কৃতকার্য্য হন, সে দিনের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই। সম্বৎসরকাল হৃদয়ে যত আঘাত পাইয়াছি, যত দুঃখ যন্ত্রণা মস্তকে করিয়া বহন করিয়াছি, সকলই ভুলিয়াগিয়া যে দিন যুবা বৃদ্ধ বালক, দুঃখী ধনী, পণ্ডিত মূর্খ, নরনারী সকলে মিলিয়া এক মনে, এক প্রাণে, সকলের গতিমুক্তি, ইহকালপরকাল জীবনমরণের সম্বল পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রেমভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিব, সে দিনের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই! সাংসারিকতার তুষারবর্ষণে যাঁহাদের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, এই পবিত্র মহোৎসবের স্বর্গীয় উৎসানলের স্ফুলিঙ্গলইয়া তাঁহারা সেই নির্ব্বাপিত অগ্নি, পুনরুদ্দীপিত করুন। পরমেশ্বরের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত; "বিশ্বময় বিস্তার অবারিত তোমারি দুয়ার।" তথাচ স্থানবিশেষ তাঁহার দর্শন লাভপক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনুকূল। অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত হিমাচল শৃঙ্গে বা অসীমপ্রসারিত সুনীল সাগরবক্ষে চিত্ত সহজেই সেই অগম্য অপার মহান্ পুরুষেরদিকে ধাবিত হয়। যে স্থানে কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সে স্থানে পদক্ষেপ করিবামাত্র কি হৃদয় মহদ্ভাবে পূর্ণ হয় না? সেইরূপ যে সময়ে মানব জাতির প্রকৃত হিতকর কোন শুভানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সময়টি উপস্থিত হইলেই কি হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ ও অপূর্ব্ব উল্লাসের সঞ্চার হয় না? তাই মাঘ মাসের একাদশ দিবস আসিতেছে বলিয়া আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। সেই শুভদিন, আনন্দের দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হউন। দিন থাকিতে এমন করিয়া প্রস্তুত হউন, যে সে দিন কিছু সারধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। মাঘোৎসবের মাহাত্ম্য সকলে বুঝে না। বৎসরে বৎসরে এই মহোৎসবে যোগদিয়া কত দুর্ব্বল বল লাভ করে, ভীরু সাহস অর্জ্জন করে, হতাশ আশ্বস্ত হয়, মুমূর্ষু জীবন পায়! সেই জন্যই বলি দিন থাকিতে প্রস্তুত হউন। কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর কল্পতরু হইয়া উৎসবক্ষেত্রে অনেক অমূল্য ফল বিতরণ করিবেন। আলস্যে যেন তাহা কেহ না হারান। অমৃত ফল সংগ্রহের জন্য সকলেই প্রস্তুত থাকুন। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে, সহস্র উপায়ে যে শুভফল লাভ হয় নাই তাহা হৃদয়ের সহিত মাঘোৎসবে যোগ দিয়া পাওয়া গিয়াছে। আমরা সতৃষ্ণচিত্তে উৎসবউপলক্ষে মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; নানাস্থান হইতে, অতি দূরপ্রদেশ সকল হইতে বন্ধুগণ আসিবেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিব বলিয়া আশা করিতেছি।

আমরা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের নিকট বলি, "আমি মহাপাপী, আমি পাপ সাগরে ডুবিয়া আছি।" কিন্তু যদি কোন লোক আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে সামান্য কোন দোষের উল্লেখ করে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না; আমাদের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। প্রার্থনার সময় চীৎকার করিয়া বলি "আমি মহাপাতকী, ঘোরনারকী," কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সামান্য একটি নিন্দার কথা শুনিলে এমনি ভাব প্রকাশ করি যেন আমরা স্বর্গের দেবতা। যদি বাস্তবিকই আমি মহাপাতকী, ঘোর নারকী হই, তবে সামান্য একটি নিন্দার কথা শুনিয়া এত রাগ, এত চঞ্চলতা কেন? কোন সাধু ব্যক্তিকে এক জন আসিয়া বলিল "মহাশয়! অমুক আপনার বিরুদ্ধে এই নিন্দা করিয়াছে। সাধু শুনিয়া বলিলেন, "তাঁহাকে বলিও, যে তিনি আমার যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা সত্য হউক বা না হউক, আমার তদপেক্ষা গুরুতর দোষ আছে।" ঈশ্বরের নিকট সাধারণভাবে বলা যে আমি মহাপাপী, বা লোকের নিকট বিনয়প্রকাশ করিয়া বলা যে আমি বড় মন্দ লোক, ইহা অতি সহজকর্ম্ম। আপনাকে ভাল বলিয়া মনেমনে যাঁহার বিলক্ষণ অহঙ্কার আছে, সেও ঐ প্রকার বলিতে পারে ও সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে। আপনাকে পাপী বলিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে চীৎকার করিতে কষ্ট কি? লোকের নিকট আপনাকে সাধারণভাবে মন্দলোক বলিয়া পরিচয় দিতেই বা বাধা কি? এপ্রকার করাতে বরং সাধারণের কাছে বিনীত বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পাপের কথা উঠিলে আমাদের আর সে ভাব থাকে না। যেন এমন নিষ্কলঙ্কচরিত্র জগতে আর কেহ নাই, যেন স্বর্গ হইতে দেবতা নামিয়া আসিয়াছেন, এইরূপ ভাব

প্রকাশ করা হয়। কেহ সামান্য একটু নিন্দা করিলে আর রক্ষা নাই। অমনি মস্তিষ্ক আগুন হইয়া উঠিল। যদি বাস্তবিকই তুমি মহাপাপী তবে সামান্য একটু নিন্দা, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহাতে এত রাগ কেন?

নিন্দা সম্বন্ধে যেমন, প্রশংসাসম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রশংসা শুনিলে অনেকের পক্ষে আত্মদৃষ্টি স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে। প্রশংসা শুনিয়া কয়জন লোকের মন স্ফীত না হয়? প্রশংসা যে কি ভয়ানক পরীক্ষা তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না। ক্রমাগত আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া কোন কোন যথার্থ্য ভাল লোকের অধোগতি হইতে দেখা গিয়াছে। কেহ যখন আমার প্রশংসা করে, তখন কি আমি ভাবি যে বাস্তবিক আমি সে প্রশংসার যোগ্য কি না? ভাবিয়া, বিচার করিয়া তার পর কি মন তাহা গ্রহণ করে? না যখনই কেহ প্রশংসা করিল, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, শুনিয়াই হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। অনেক সময় কি এমন হয় না যে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছি যে, লোকে আমার যে প্রশংসা করিতেছে তাহা সত্য নহে; তথাচ তজ্জন্য আনন্দ হইতেছে। প্রশংসা এমনি মিষ্ট পদার্থ যে তাহা মিথ্যা হইলেও তাহাতে আনন্দ হয়। কেবল তাহাই নহে। অনেকসময় মিথ্যা প্রশংসাকে মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় না; হৃদয় ভ্রান্ত হইয়া উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। যেখানে আত্মাদর সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, সেখানে এপ্রকার ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরের মুখে প্রশংসার কথা ছাড়িয়া দেও। মানুষ কি অনেকসময়ই মনেমনে আপনার প্রশংসা আপনি করে না? আর, মিথ্যা প্রশংসা করিয়া তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না? অন্যে আমাদিগকে অল্পই ঠকায়; আমরা আপনাকে আপনি সর্ব্বদাই ঠকাইতেছি।

যতদিন মানুষ ধর্ম্মসাধনে অতুল আনন্দ অনুভব না করে, ততদিন তাহার অচ্যুতপদ লাভ হয় না। ধর্ম্মসাধন যদি তোমার পক্ষে কষ্টকর বিষয় হয়, তাহা হইলে তুমি যে অধিক কাল সে প্রকার সাধন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ। অসাধারণ দৃঢ়তাসম্পন্ন লোকই তাহা করিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে, যাহাদের পক্ষে, ধর্ম্ম সুখের বিষয় হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা, অধিক বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ সুখের প্রয়াসী। যেখানে একটু সুখ পায়, সেখানেই ধাবিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মে আন্তরিক আনন্দ না পাইবেন, তাঁহারা যে অধিক দিন এপথে বিচরণ করিতে পারিবেন এমন ভরসা হয় না, নানা প্রকার সুখের ভাণ্ডার খুলিয়া সংসার তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছে। এত সুখ ছাড়িয়া কষ্ট করিবার জন্য ধর্ম্মের পথে অধিক দিন থাকা কি সহজ? মানুষ স্বভাবতঃ সুখ ভালবাসে। যেখানে একটু সুখ পায় সেখানেই সে ধাবমান হয়। সেই সুখ যদি ধর্ম্মে পায়, তবে সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া যাবে কেন? কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর সংসারিকতার হ্রদে গিয়া নিমগ্ন হয়। কেন? এই জন্য যে ধর্ম্মে তাহারা সুখ পায় না; যেখানে সুখ আছে বলিয়া ভাবে, সেখানেই ছুটিয়া যায় "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" এবাক্যের অর্থ যে বুঝে নাই, ধর্ম্ম পথে চিরদিন স্থির থাকা তাহার পক্ষে দুষ্করকার্য্য।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী ততই তাহাতে উত্তাপ ও ঝটিকা, কিন্তু যতই ঊর্দ্ধে যাও, ততই শীতল ও স্থির। ধর্ম্ম সাধন ক্ষেত্রেও সেইরূপ; যত নিম্নতম প্রদেশে সাধক অবস্থিতি করেন, ততই উত্তাপ, চঞ্চলতা; কিন্তু যতই ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার গমন ততই শান্তমূর্ত্তি ও মনের শীতলতা। যত পৃথিবীর নিকট, ততই চঞ্চলতা ও উত্তাপ, যতই স্বর্গের নিকট ততই সৌম্যতা ও শীতলতা

স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন না করিলে ফললাভ করা কঠিন। মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, কেহ নির্জনসাধনপ্রিয়, কেহ উন্মত্ত হইয়া দশজনে মিলে সংকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন; কেহ কেবল দিবারাত্র ধ্যান, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি করিতে আনন্দ পান, কেহ মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনা করত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ভাল বাসেন, এইরূপ নানা প্রকৃতির সাধক দেখা যায়। অতএব সাধনের কোন একটী উপায় নির্দ্দেশ করিলে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী হইবে না, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার রুচি তাঁহাকে যদি সেই প্রকার উপায়ে সাধন করিতে দেওয়া যায়, তাঁহার আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়। আমরা সাধনকে বদ্ধভাবে আনয়ন করিতে গিয়া লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকি। কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট সাধন প্রণালীর অভ্যন্তরে আসিতে না পারেন, আমরা তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপে অনেকের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের আত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে দেন নাই।

নদীর স্রোত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়; মধ্যে মধ্যে তাহাতে এক একটী আবর্ত্ত দেখা যায়, কিন্তু সে আবর্ত্ত স্রোতকে বাধা দিতে পারে না। সত্যের স্রোত সেইরূপ আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি আবর্ত্ত দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি এক একটী আবর্ত্ত, অসংখ্য অসংখ্য লোক আপাততঃ ঐ সমস্ত আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। কিন্তু আবর্ত্তের উপর দিয়াও যেমন স্রোত বহমান হয় সেই রূপ এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্য দিয়াও সত্যের স্রোত প্রবহমান হইতেছে, তাহারা উহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না।

মনুষ্য যখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে না তখন মনুষ্যকে সহায় করে। এইরূপে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে অতীন্দ্রিয় অচিন্ত্য পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরু-

পথ করিতে না পারিয়া বিগ্রহ নির্ম্মাণ করে। আপনার উপাস্যদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে [illegible], কিন্তু যাহার বিশ্বাস ভক্তি নাই সে কি প্রকারে দেখিবে? চক্ষুদ্বারা স্থূল বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করিবার নহে, বিশ্বাস চক্ষুকে ভক্তি অঞ্জনে মার্জ্জিত করিলে তাঁহাকে দেখা যায়। যাহারা তাহাতে পরাঙ্মুখ তাহারা সোজাসুজি পথ ধরে, একটী বিগ্রহ বা একজন মনুষ্যকে অবলম্বন করে।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার।

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা মাত্রেরই আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত বলবতী। তুমি পাঁচ জন লোকের ন্যায্যস্বত্ব কাড়িয়া লইলে, আর দেখ, অজ্ঞাতসারে আর পাঁচ জন আসিয়া আপনাহইতে তোমার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া রোমের প্রধান বিশপের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ রোমের প্রধান বিশপ রোমের নিকটস্থ পল্লীসমূহে আপনাদের আধিপত্য একটুকু একটুকু করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্থানেই তাহার চরমসীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী, রোমের বিশপের মনেও সমগ্র খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের অধীশ্বর হইবার অভিলাষ জন্মিল। "রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী, আমি রোমের বিশপ, আমি সমগ্র খৃষ্টীয় মণ্ডলীর অধীশ্বর হইব না কেন? পৃথিবীর সমুদায় জাতি রোমের সম্রাটের পদতলে অবনত রহিয়াছে, আমি রোমের বিশপ, আমার পদসেবা সমগ্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায় করিবে না কেন?" এই সূত্রে রোমের বিশপের চিন্তা ও উদ্যম ধাবিত হইল, এবং শত শত উপযোগী ঘটনা আসিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিল।

তৎকালে রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী। ধনে বল, সভ্যতায় বল, জ্ঞানে বল, রোম জগতে তখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। রোমের সমাজ জ্ঞানী সমাজের অগ্রণী এবং রোমের বিশপগণ, রোমিয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, সুতরাং স্বভাবতঃই রোমের বিশপগণ সমগ্র খৃষ্টীয় মণ্ডলীর গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের জ্ঞানে ও ধর্ম্মোৎসাহে মোহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খৃষ্টীয়মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে রোমের চতুঃপার্শ্বস্থ খৃষ্টীয়ানগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উদীচ্যপ্রদেশ সমূহের জাতীয়চরিত্রে স্বানুবর্ত্তিতার ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজের উপর অবলম্বন করিয়া আপনাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে হয় আমরা জানি না। রাজনৈতিক একাধিপত্য, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের অন্তর্নিহিত স্বাবলম্বনের ভাব একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উদীচ্য সমাজের প্রথমাবস্থাবধিই স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গের অত্যাচারস্রোতে দেশ ভাসিয়াছে; সুতরাং অত্যাচারনিপীড়িত, উদীচ্যজাতি সমূহের চরিত্রে অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বানুবর্ত্তিতার অভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উদীচ্য প্রদেশের জাতি সমূহ অপরের উপর যেরূপ নির্ভর করিতে ভাবে, ও অপরের অধীন থাকিতে যেরূপ ভাল বাসে, প্রাচ্য প্রদেশের জাতি সমূহ সেরূপ অপরের হস্তে আপনাদিগকে পরিচালিত করিবার ভার কখনও দিতে ভাল বাসে না। এই উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ তাঁহাদের জাতীয়চরিত্রগুণে রোমের বিশপের ক্ষমতা স্থাপনের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাই প্রথমতঃ রোমের নিকটস্থ পল্লিসমূহের পদানুসরণ করিয়া রোমের প্রধান বিশপের সম্মান বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও সর্ব্ব প্রথমে কোনও প্রকার নির্ভর বা অধীনতার ভাব বিদ্যমান ছিল না। রোম সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, সুতরাং রোমের বিশপকেও উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ, আহ্লাদ সহকারে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই প্রকার সম্মান প্রদানের দ্বারা তাঁহারা রোমের প্রধান বিশপের কোনও প্রকার অধীনতা স্বীকার করিলেন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ সম্মান করে, সেইরূপ উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণও রোমের প্রধান বিশপকে সম্মান করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সদুপদেশ ও সৎপরার্মশ প্রদান করিয়া থাকেন, জ্ঞানী যেমন অপেক্ষাকৃত অজ্ঞব্যক্তিকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন, রোমের প্রধান বিশপও সেইরূপ উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়মণ্ডলীকে সময়ে সময়ে উপদেশ, পরামর্শ ও সৎশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল। ভ্রাতৃভাবে যে সমুদায় পরামর্শ প্রথমতঃ দেওয়া হইত, তাহা শীঘ্রই আদেশরূপে পরিণত হইল, এবং সমশ্রেণীস্থদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানই রোমের বিশপের চক্ষুতে রাজসিংহাসন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়মণ্ডলী ও তাঁহাদের বিশপগণের ঈর্ষাভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হউক, বা এক জন সামান্য সাংসারিক রাজার অধীনে থাকা অপেক্ষা এক জন ধর্ম্মযাজকের অধীনতা স্বীকার করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াই হউক, প্রাচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ রোমের বিশপের এই আধিপত্য বৃদ্ধির প্রতিবাদী হইলেন না। অপর দিকে আবার উদীচ্যপ্রদেশের খৃষ্টীয়ান সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহারা সকলেই রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রোম যাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাঁহারাই এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদে জয়ী হইলেন বলিয়া সকলে মনে করিতে লাগিল। ইহাতেও উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় রোমের প্রধান বিশপের ক্ষমতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

মানুষ আপনার দায়িত্ব বুঝে না। তাই সে নিজেও কষ্ট পায় ও অপরকেও কষ্ট দেয়। মানুষ যদি আপনার দায়িত্ব বুঝিতে পারিত তবে মানব জাতির ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা, শত শত হৃদয়বিদারক চিত্রে চিত্রিত থাকিত না। খৃষ্টীয়সম্প্রদায় আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিলেন না, আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সপ্তশত

বর্ষ একাধিক্রমে পৌরহিত্যের অত্যাচার সহ্য করিলেন। ঔদাসীন্য তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল হইল। যদি খৃষ্টীয়ানগণ আপনাদের কার্য্যের প্রতি উদাসীন না থাকিতেন, দুই একটী লোকের হস্তে, সমস্ত মণ্ডলীর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া আপনারা মণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে কখনও খৃষ্টীয় জগতে পোপের সৃষ্টি হইত না। তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও দেখিলেন না। রোমের বিশপের জ্ঞানের চাকচিক্যে অন্ধ হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না যে, যে ক্ষমতা তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্ষমতাই তাঁহাদের পদে দাসত্বের শৃঙ্খল প্রদান করিবে। খৃষ্টীয়ানগণ তাহা দেখিলেন না, কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে তাহা জাজ্জ্বল্যমান ছিল, এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ইতিহাসের দৃষ্টির অভ্রান্ততা প্রমাণ করিয়াছে। খৃষ্টিয়ানগণ আপনাদের কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আপনাদের মধ্যে পোপের সৃষ্টি করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছেন। এই অল্প দিনমধ্যে ব্রাহ্ম সমাজেও সমাজের উন্নতি ও অবনতির বিষয়ে সাধারণ সামাজিকগণের ঔদাসীন্যনিবন্ধন যে কুফল ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেই অবগত আছেন। ব্রাহ্মগণের যদি চক্ষু থাকে, তবে তাঁহারা খৃষ্টীয় সমাজের ইতিহাস দেখিয়া শিক্ষালাভ করুন। সময় থাকিতে তাঁহারা সাবধান হউন। যেন একটী বা দুইটী লোকের উপর সমস্ত সমাজ পরিচালনা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়া ও সর্ব্বসাধারণে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজেও তাঁহারা নিজের দোষে, পোপের সৃষ্টি না করেন।

পুরাকালে খৃষ্টীয়বিশপগণ, আপন আপন নগরীর সমৃদ্ধি অনুসারে সম্মানিত হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন সমগ্র রোম রাজ্যের মধ্যে, রোম, এণ্টিয়ক্ ও আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীই সর্ব্ব প্রধানছিল। কিয়দ্দিবস পরে সম্রাট্ কনষ্টেন্‌টাইন দি গ্রেট্, কনষ্টেণ্টিনোপল বা রুমনগরী স্থাপন করিলে, এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীও রোম প্রভৃতির সমকক্ষ হইয়া উঠে; সুতরাং এই সকলনগরে বিশপগণই এই সময় খৃষ্টীয়ান বিশপগণের অগ্রণীরূপে পরিগণিত হইতেন। কিন্তু শীঘ্রই রোমের ভাগ্য খুলিল। মহাত্মা মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মুসলমানগণ একহস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে অসি লইয়া সমগ্র পৃথিবীকে আপনাদের করতলস্থ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের জীবন্ত বিশ্বাস ও জলন্ত উৎসাহসমক্ষে হীনবল রোমসাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইতে লাগিল। একটী একটী করিয়া উদীচ্য প্রদেশীয় নগরী সমূহ রোমের হস্তচ্যুত হইয়া উন্নমান মুসলমানগণের করকবলিত হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ এণ্টিয়ক্, আলেকজাণ্ড্রিয়া, ও কনষ্টেন্‌টিনোপল বা রুম, মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইল, এবং রোমের বিশপ চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে দেখিতে পাইলেন যে, খৃষ্টীয় জগতে আর তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিযোগী নাই; খৃষ্টীয় জগতে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, সুতরাং তিনি নানা উপায়ে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। স্বভাবের নামই ধর্ম্ম?

প্রশ্ন। তাহার অর্থ কি? (৫)

উত্তর। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শৈত্য গুণ, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক উত্তাপ দানকরা, বৃক্ষের ধর্ম্ম ফলপুষ্প দানকরা। অসীম জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জন্তুকে একএকটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃজন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য সকলকেই একএকটী প্রকৃতি বা স্বভাব দান করিয়াছেন, এই স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব অগ্নিজল সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যেরও স্বভাব আছে। সেই স্বভাবই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। মনুষ্য কে এবং তাহার স্বভাব কি?

উত্তর। হস্ত পদ বিশিষ্ট শরীরকেই অনেকে মনুষ্য বলে, বাস্তবিক শরীর মনুষ্য নহে। শরীর জড় পদার্থ। পরমাণু-সমষ্টি। জড় ও চেতন ভিন্ন বস্তু। জড় চেতন হইতে পারে না, চেতনও জড় হইতে পারেনা। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াগিয়াছেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের বিকাশেই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, চেতনা আছে, তাহাই মনুষ্য। শরীর গৃহ, আত্মা গৃহী। শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। শরীর জড় পদার্থ সুতরাং তাহার ইচ্ছা নাই, স্বীয় ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। আত্মার ইচ্ছাতে কার্য্য করিয়া থাকে। ঘট ও জল পৃথক্ বস্তু, অথবা ঘট ও আকাশ পৃথক্ বস্তু, এজন্য ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও জল ও আকাশ নষ্ট হয় না, পৃথক হইয়া যায়। শরীর ও আত্মাও সেইরূপ। যাহাকে আমি বলি, তাহাকে আত্মা বলি। ঘট ও জলের ন্যায়শরীর ও আত্মা পৃথক্। শরীরের এক প্রকার স্বভাব আছে, আত্মার এক প্রকার স্বভাব আছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস প্রশ্বাস শোণিত সঞ্চারণ, অন্ন পরিপাক, পুষ্টিসাধন, বর্দ্ধিত হওয়া, দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ, রসাস্বাদন, স্পর্শ, এই সমস্ত শারীরিক স্বভাব। এস্বভাব স্থির থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবে। ইহার সামান্য ব্যতিক্রমেও নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণায় শরীর জর্জ্জরিত হয়। শারীরিক প্রকৃতিই শরীরের ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মলঙ্ঘনে শারীরিক পাপের উৎপত্তি, তাহার শাস্তি রোগ। প্রায়শ্চিত্ত ঔষধ সেবন। আত্মা চেতন, নিরাকার, তাহার স্বভাবও নিরাকার। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের কার্য্য সম্পন্ন হয়; শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, দয়া, প্রণয়, প্রেম, সদ্ভাব, অনুরাগ, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের

কার্য্যদ্বারা প্রেমের কার্য্য সম্পন্ন হয়। সত্যবাক্য, সত্যব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, সত্যচিন্তা, পবিত্রব্যবহার, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, ধৈর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ, ক্ষমা, বিনয়, মহত্ব, উদারতা, নিরহঙ্কারিতা, নিস্বার্থতা, সৎকার্য্যশীলতা, প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ইচ্ছার কার্য্য সম্পন্ন হয়। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি, ইচ্ছার কার্য্য। বিশ্বাস, ভক্তি, কার্য্য এই তিনটী মানবীয় ধর্ম্মের মূল। পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করা, তাঁহাকে ভক্তি করা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, ইহারই নাম ধর্ম্ম। সুতরাং স্বভাবের নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আর কিছুই নহে। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই তিনের সমভাবে উন্নতি হইলেই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। একটী কি দুইটী গুণের উন্নতিতে উন্নতি হয় না। শরীরের যদি একখানি হস্তই বর্দ্ধিত হয়, আর কোন অঙ্গের বৃদ্ধি না হয় তাহাকে উন্নতি না বলিয়া রোগ বলিয়া থাকে। অতএব জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই গুণত্রয়ের সমতাই মনুষ্যের স্বভাব। স্বভাব ও আত্মা পৃথক্ নহে। অগ্নি ও দাহিকাশক্তি পৃথক নহে। মনুষ্যের স্বভাবেই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। শরীর ও আত্মা পৃথক্ হইলে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ হইতে পারে না কেন?

উত্তর। সৃষ্টিকর্ত্তার অখণ্ডনিয়ম কেহ ভঙ্গ করিতে পারে না। পরমেশ্বর নিয়ম করিয়াছেন যে, যতদিন পৃথিবীতে বাস করিবে ততদিন আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইতে পারিবে না। মৃত্যুর পর আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইবে। পরমেশ্বর যতপ্রকার পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সকলকেই উন্নতিশীল করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুরই উন্নতি হইবে, কাহারই ধ্বংস হইবে না। শরীরের ধ্বংস হয় না। শরীরের বিয়োগ হয়। যে সকল পদার্থ সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই বিয়োগ হয়। যাহার সংযোগ নাই, তাহার বিয়োগও নাই। শরীর পরমাণু সমষ্টি। শরীর বিনষ্ট হয় না, বিযুক্ত হইয়া বিবিধ পরমাণুতে সম্মিলিত হইয়া যায়। মানবদেহের পরমাণু, বিয়োগের পর ধান্য গোধুমে পরিনত হইয়া পুনর্ব্বার মানবদেহে সমাগত হইয়া থাকে।

আত্মা চেতন, তাহা পরমাণু সমষ্টি নহে। সুতরাং বিনাশও নাই, বিয়োগও নাই। শরীর বিয়োগের পর আত্মা পৃথক্ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। পরকাল কাহাকে বলে?

উত্তর। বর্ত্তমান সময়ের পরসময়ই পরকাল। প্রাতঃকালের পরকাল অপরাহ্ণ। অদ্যকার পরকাল আগামী কল্য। কিন্তু সাধারনতঃ মৃত্যুর পর সময় পরকাল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। পরকাল ও পরলোক এক বা পৃথক্?

উত্তর। পর সময়ের নাম পরকাল; মৃত্যুর পর আত্মা যে স্থানে অবস্থিতি করিবে তাহারই নাম পরলোক।

প্রশ্ন। পরলোকে গৃহ অট্টালিকাদি আছে কি না?

উত্তর। নিরাকার আত্মার গৃহের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বরই আত্মার গৃহ, আশ্রয়।

প্রশ্ন। তবে কি পরলোকে কোন প্রকার স্থান নাই?

উত্তর। যাহা দৃষ্টির অগোচর, যাহা জীবিত মনুষ্যের জ্ঞানগোচর নহে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা অনধিকার চর্চ্চা। মনুষ্য পরলোক কল্পনা করিলে পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয়ই পরলোকে লইয়া যাইবে। যে যাহা দেখে নাই তদ্বিষয় কল্পনা করিতে পারে না। এজন্য অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিকগণ এবং অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোকের বর্ণনায়, উদ্যান, পুষ্করিনী, অট্টালিকা, সুরা, বেশ্যা, নৃত্য, গীত, প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সমস্তের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ভ্রমের কার্য্য আর কি আছে।

প্রশ্ন। তবে স্বর্গ নরক কি?

উত্তর। ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। স্বর্গ নামে কোন স্থান নাই। মনই স্বর্গ, মনই নরক। পাপজনিত আত্মগ্লানিই নরক। আত্মাই পুণ্য করে, আত্মাই পাপ করে। অতএব আত্মাই তাহার ফলভোগ করিবে। আত্মা নিরাকার, তাহার স্বর্গও নিরাকার, এজন্য আত্মপ্রসাদ স্বর্গ। নরকও নিরাকার, এজন্য আত্মগ্লানিকেই নরক বলা হইয়াছে। পাপ করিলে নিশ্চয়ই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহকালেই হউক কি পরকালেই হউক পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। পরমেশ্বর পাপীকে শাস্তি দেন কেন?

উত্তর। পরমেশ্বর পাপীর মঙ্গলের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করেন মঙ্গলের জন্য। পরমেশ্বর পিতামাতা, তিনি মঙ্গলের জন্যই শাসন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন। খৃষ্টানেরা বলেন পাপীর জন্য অনন্ত নরক। তবে আর মঙ্গলের জন্য শাসন কোথায়?

উত্তর। খৃষ্টানদের কথার তাঁহারা কি অর্থ করেন জানি না। কিন্তু অনন্তনরক একথা ঠিক নহে। পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ তাঁহাতে অমঙ্গলের লেশমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহা দ্বারা কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। মনুষ্য পরিমিত ক্ষুদ্রজীব, মনুষ্য যত পাপ করুক না কেন, তাহার সীমা থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং পরিমিত পাপের অসীম দণ্ড হইতে পারে না।

প্রশ্ন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়?

উত্তর। আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া আর পাপ করিব না এই প্রতিজ্ঞার সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উদ্ধারের জন্য সরল প্রার্থনা করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনুসংহিতাতেও লিখিত আছে "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তুসঃ॥" মনু ১১ অধ্যায় ২৩১ শ্লোক। পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে পাপহইতে মুক্ত হয়। আর পাপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে মন পবিত্র হয়।

প্রশ্ন। মুক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর। সর্ব্বপ্রকার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ পাপ অজ্ঞানতারূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করাই মুক্তি।

প্রশ্ন। কি কি উপায়ে ঈশ্বরের সহবাস লাভ করা যায়?

উত্তর। উপাসনাদ্বারা ঈশ্বরের সহবাস লাভ করা যায়।

প্রশ্ন। উপাসনা কাহাকে বলে?

উত্তর। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা।

প্রশ্ন। কি উপায়ে ঈশ্বরকে প্রীতি করিব এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।

উত্তর। প্রীতি ভক্তিভরে ঈশ্বরকে পূজা করিবে। আরাধনা, ধ্যান, স্তুতি, প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ, এই পঞ্চোপচারে ঈশ্বরকে পূজা করিবে।

ঈশ্বরস্বরূপের পূজাই আরাধনা। পরমেশ্বর, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ শান্তি অমৃতের আকর, মঙ্গলস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, নিরাকার, নিরঞ্জন, স্বতন্ত্র, অনুপম, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালক, সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, এক মাত্র তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন রাত্রি ছিলনা, দিবা ছিলনা, পৃথিবী ছিল না, আকাশ অন্তরিক্ষ, অগ্নি, জল, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কোন পদার্থই ছিল না। পরমেশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। তিনিই মূলসত্য, তাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রাণরূপে সর্ব্ব পদার্থেই ওতঃপ্রোতরূপে বাস করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, সমস্ত দেখিতেছেন, জানিতেছেন, তাঁহাকে কিছুই গোপন করা যায় না। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অসীম অনন্ত, বাক্য মনের অগোচর। তিনি স্বপ্রকাশ স্বয়ম্ভু, তিনি মনুষ্যের অন্তরে দর্শন না দিলে মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ। তিনি মঙ্গলদাতা, একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্র, সর্ব্বত্র জীবন্ত জাগ্রত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই রূপে প্রত্যেকস্বরূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিলেই আরাধনা হয়। বিশ্বসংসারে তাঁহার মহিমা দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার আরাধনা হয়।

ঈশ্বরকে চিন্তা করাই ধ্যান॥ পরমেশ্বর আমার অন্তরে বর্ত্তমান আছেন ইহা চিন্তা করিতে করিতে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা যায়। তখন অনিমেষনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকাই প্রকৃত ধ্যান।

অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করিলেই আপনা হইতেই স্তব করিতে ইচ্ছা হইবে। তাঁহার গুণকীর্ত্তন, মহিমাগানই স্তব, স্তব করিয়া শেষ করা যায় না।

স্তব করিতে করিতে মন যখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকিবে, সেই সময় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকা যায় না।

আত্মসমর্পণের পরই তাঁহার সহবাসে চিরকাল থাকিতে অভিলাষ হয়। ঈশ্বরের সহবাসে চিরকালই যোগের অবস্থা। এক দিনও যদি এই রূপে পূজা করা যায়, হৃদয় ভক্তিতে প্লাবিত হয়। তখন তাঁহার নাম স্মরণমাত্র, গানমাত্র প্রেমাশ্রুতে শরীর ভাসিয়া যায়।

প্রশ্ন। ঈশ্বর নিরাকার তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব?

উত্তর। ঈশ্বর নিরাকার আত্মাও নিরাকার। নিরাকার নিরাকারকে দর্শন করিবে। সে দর্শনও নিরাকার। আমার সুখদুঃখ, শোকযন্ত্রণা এ সমস্ত নিরাকার, অথচ ইহাদিগকে দর্শন করিয়া থাকি। জড়চক্ষুদ্বারা জড়বস্তু দর্শন করি, জ্ঞানচক্ষুদ্বারা নিরাকার জ্ঞানপদার্থকে দর্শন করি।

প্রশ্ন। ঈশ্বর নিরাকার তবে তাঁহার হস্ত, চরণ, মুখ এসমস্ত বলেন কেন?

উত্তর। নিরাকার ঈশ্বরের হস্ত নাই, পদ নাই, মুখ নাই, চরণ নাই। অথচ তাঁহার নিরাকার হস্ত আছে, নিরাকার পা আছে, নিরাকার মুখ আছে। তিনি দয়া করিয়া সমস্ত পালন করেন, এজন্য তাঁহার দয়াকে হস্ত বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তাঁহার স্থিতিকেই তাঁহার চরণ বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি আমাদিগের প্রজ্ঞাতে ও বিবেকে সত্য প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহার প্রকাশকে তাঁহার মুখ বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি জ্ঞানদ্বারা সমস্ত দর্শন করেন, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের জ্ঞানকে চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করি। ঈশ্বরের ভাবপ্রকাশের ভাষা না থাকাতেই মানবীয় সংজ্ঞাতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিতে হয়। ভাষার অর্থ যদি মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাতে ক্ষতি কি। হরিশব্দে বানর, সিংহ, এবং হরিশব্দে ঈশ্বর। একব্যক্তি হরি বলিয়া শব্দ করিলে, তখন বলিতে পারেন ও ব্যক্তি বনের সিংহকে সম্বোধন করিল। কিন্তু সে ব্যক্তি যাহাকে মনে করিয়া হরি বলিয়াছে তাহাই যথার্থ। ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে, আর কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। অতএব ভাষাদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। উপাসনার এক অঙ্গ প্রীতির বিষয় কিছু শুনিলাম, এখন প্রিয়কার্য্য কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর। পরমেশ্বর মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহাই প্রিয় কার্য্য। কর্ত্তব্য দুই প্রকার; বিধি ও নিষেধ। সত্য বাক্য বলিবে, সত্য ব্যবহার করিবে, পরোপকার করিবে, পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি করিবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে; ক্ষমা করিবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে ইত্যাদি বিধি।—মিথ্যা কথা বলিবে না, কপট ব্যবহার করিবে না, হিংসা করিবে না, দ্বেষ করিবে না, অহঙ্কার করিবে না, কটুবাক্য বলিবে না, পরনিন্দা করিবে না, পরস্ত্রী ও পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেনা; মনে মনে ব্যভিচার করাও পাপ, অতএব মনে মনে কামরিপুকে প্রশ্রয় দিবে না, আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করিবে না, পরিশোধের উপায় না থাকিলে ঋণ করিবে না, ঋণ করিয়া পরিশোধ না করাই চুরি, চুরি করিবে না, পরদ্রব্যে লোভ করিবে না, বৃথা ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না, কুসংসর্গে বাস করিবে না। ইত্যাদি নিষেধ। এইরূপে কর্ত্তব্য পালন করিলেই প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে।

প্রশ্ন। কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোনটী অকর্ত্তব্য তাহা কিরূপে জানিব?

উত্তর। পরমেশ্বর মানবজাতির একমাত্র গুরু। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন। মনু-

ষ্যের অন্তরে বিবেক নামে একটী বৃত্তি আছে। বিবেক আত্মার কর্ণ। পরমেশ্বর বিবেক কর্ণে কর্ত্তব্য সদসৎ জ্ঞান প্রেরণ করিতেছেন।

প্রশ্ন। আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন ইহার নাম কি?

উত্তর। ধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম, সত্য; তথাপি লোকে অনেক অসত্য, কুসংস্কারকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। এজন্য আমরা প্রকৃত সত্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি।

প্রশ্ন। কোন্ গ্রন্থে এ ধর্ম্ম লিখিত আছে?

উত্তর। সত্যধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ থাকিতে পারে না। যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে সে সমস্তই মনুষ্য লিখিত সুতরাং তাহাতে সত্য অসত্য উভয়ই লিখিত আছে। ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু মনুষ্য যখন সেই সত্য প্রকাশ করে তখন তাহা অসত্য মিশ্রিত হয়। কারণ মনুষ্য অপূর্ণ ও পরিমিত। অনন্তস্বরূপের পূর্ণভাব ধারণ করিতে পারে না। অনেকে আবার আপনার ক্ষুদ্র ভাবকে ঈশ্বরবানী বলিয়া প্রকাশ করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন গ্রন্থ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর স্বভাবে বর্ত্তমান। ঈশ্বরই এক মাত্র গুরু। প্রত্যেকে তাঁহার নিকট সত্য শিক্ষা করিবে, মনুষ্য ও পুস্তকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে না।

প্রশ্ন। কতদিন হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে?

উত্তর। যতদিন মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। কারণ মনুষ্যের স্বভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রশ্ন। তবে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশক বলেন কেন?

উত্তর। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত। কতকগুলি লোক সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিতেছিল, এজন্য তিনি প্রাচীন বেদ বেদান্ত উপনিষদ অবলম্বন করিয়া বিলুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনঃ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন সত্য প্রচার করেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি একটী নূতন সত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। বেদ উপনিষদ এবং অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্য সকল গৃহীত হইয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশক বলা উচিত নহে। যিনি যে পরিমাণে সত্য প্রচার করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত কি না?

উত্তর। কোন ব্যক্তি বিশেষকে একমাত্র গুরু বলিয়া স্বীকার করা দোষ। যাঁহার নিকট যে পরিমাণে সত্য শিক্ষা করি না কেন, প্রত্যেক মনুষ্যকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিব। কেবল মনুষ্য কেন, বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী নদী পর্য্যন্ত যেখানে সত্য শিক্ষা করিব তাহাকেই গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিব। ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিলে অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; পরমেশ্বরকে গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যেক নারীর অন্তরেই সত্য প্রকাশ করিতেছেন, এজন্য একস্থানে সত্য পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাভেস্তা এই সকল গ্রন্থকে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। এই চারিখানিই ঈশ্বরদত্ত, না একখানি কি দুখানি।

উত্তর। কোন গ্রন্থই ঈশ্বরদত্ত নহে। কারণ প্রত্যেক গ্রন্থেই অসত্য আছে। চারিখানি গ্রন্থ পাঠকরিয়া যাহা সত্য বুঝিবে তাহাই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে, কোন গ্রন্থকে ঈশ্বরদত্ত বলিবেনা।

প্রশ্ন। যদি কোন মনুষ্য আপনার লেখাকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহা গ্রাহ্য কি না?

উত্তর। মনুষ্য যাহা লিখিবে কি বলিবে তাহা তাহার নিজের কথা, তবে তাহার মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। আরও দেখিবে, সেই সত্য নূতন না পুরাতন। যদি নূতন সত্য না হয় তবে সে লোককে অসত্য প্রকাশক মনে করিবে। কারণ ঈশ্বর যাহা প্রকাশ করিবেন তাহা নূতন হইবে। কোন গ্রন্থের বা মনুষ্যের কথাকে ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এজন্য সে বাক্যকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে।

গ্রন্থের সত্য পুরাতন, ঈশ্বরের সত্য নূতন। অতএব যখন সত্য গ্রহণ করিবে, তখন বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাতকরিও।

প্রশ্ন। সাধু ভক্তির অর্থ কি?

উত্তর। সচ্চরিত্র ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই সাধু। তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা তাঁহাদিগের সহবাসে থাকা কর্ত্তব্য কার্য্য। এস্থলে একটী কথা মনে করিতে হইবে যে, আমি যাহাকে সাধু বলিতেছি, অন্য লোক তাহাকে অসাধু বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে। অতএব ব্যক্তিবিশেষকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। যিনি যাহাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিবেন তিনি আপনা হইতেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিবেন। মনুষ্য বিশেষকে সাধু বলিয়া ঘোষনা করিলে দুর্ব্বল মনুষ্যের মস্তক ঘুরিয়া যায়। ভাক্ত সাধুধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া তরঙ্গরঙ্গিনীর মধ্যে ক্রীড়া করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনে আরোহণের অভিলাষে অধঃপতিত হয়। অতএব সৎগুণের মর্য্যাদা রক্ষা কর, কিন্তু অন্যায় প্রসংসা করিয়া মনুষ্যের অনিষ্ট করিও না। গুণবানের প্রশংসা না করা যেমন পাপ, নির্গুণের প্রশংসা করা সেইরূপ অন্যায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন তীর্থ আছে কি নাই?

উত্তর। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মের তীর্থ। কোন স্থানকে, কোন জীবকে ব্রাহ্ম অপবিত্র মনে করেন না। কারণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের বাস। সর্ব্ব স্থানে সকল জীবকে তীর্থরূপে দর্শন করিলে ব্রাহ্মের জীবন সার্থক হয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ মানেন না কেন?

উত্তর। পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই অন্তরস্থ দেবতা। তিনি জাতিভেদ করেন নাই। মনুষ্য মনুষ্যকে অপবিত্র ও হীন মলিন মনে করিলে

অপরাধী হয়। ঈশ্বর যখন চণ্ডালের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তখন তুমি কে যে চণ্ডালকে ঘৃণা করিতে পার। মনুষ্য মাত্রই এক মানবজাতি। মানবজাতির মধ্যে স্ত্রীপুরুষ, কেবল এই মাত্র প্রাকৃতিক ভিন্নতা, আর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব জাতিভেদ করিবে না এবং জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত প্রভৃতি ধারণ করিবে না। যাহারা জাতিভেদ অস্বীকার করিয়াও উপবীত ধারণ করে তাহারা কপটাচারী। জাতির মান্য না করিয়া গুণের মান্য কর।

প্রশ্ন। মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। জ্ঞানবান্, ঈশ্বরপরায়ণ, উপাসনাশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পূতচরিত্র, সর্বদর্শী, সৎকর্মশীল, উৎসাহী, ধীর, বীর, ক্ষমবান, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বজীবহিতৈষী, ধার্ম্মিক পুরুষই মানবজাতির শ্রেষ্ঠভূষণ।

প্রশ্ন। কোন্ মনুষ্য ব্রাহ্মের আদর্শ?

উত্তর। কোন মনুষ্য ব্রাহ্মের আদর্শ নহে। এক মাত্র পূর্ণ মঙ্গল সত্যসুন্দর ঈশ্বরই ব্রাহ্মের আদর্শ। অনন্ত উন্নতি ও ঈশ্বর লাভই ব্রাহ্মের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য মনুষ্য-স্বভাব, সেই স্বভাবেই ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রার্থনার মুল্য কি!

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

মানবের মন কি জলের ন্যায়? জলের সহিত তুলনা করি কেন? ইহার কারণ আছে। সরোবরের জলে দেখিতে, পাই যে, যদি সুস্থির জলরাশির মধ্যে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করি তাহা হইলে সেই প্রস্তরপাতনিবন্ধন জলরাশির অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা কেবল সেই মুহূর্ত্তে বা সেই স্থানে বদ্ধ থাকে না। তন্নিবন্ধন যে তরঙ্গমালা উদিত হয় তাহা তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী এইরূপে চারিদিকে বহুদূর ব্যাপী তরঙ্গমালা বিস্তার করে। কোথায় একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড যেই পড়িল, অমনি নিমেষে অদর্শন হইয়া গেল; কিন্তু সে যাইবার সময় সরোবর যুড়িয়া আপনার গমনের প্রমাণ রাখিয়া গেল। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মানবের মনের ভাবও যেন এই প্রকার। মানব মনে ভাল মন্দ যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সেই মুহূর্ত্তে বা সেই অল্প পরিসর ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকে না। সেই ঘটনানিবন্ধন মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা যেন গূঢ়রূপে সমুদয় মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে আমরা কি দেখি? একটী নূতন সত্য যখন অধিগত করা যায়, তখন কি সেই বিশেষ সত্যটী মাত্র আমাদের লাভ হয়, না তাহার অধিক কিছু থাকে? একটী নূতন সত্য শিখিলে যে কেবল একটী মাত্র সত্য লাভ হইল তাহা নহে, কিন্তু সেই একটী গ্রহণ করাতে আর দশটী সত্য গ্রহণ করিবার উপযোগী মানসিক শক্তি বিকসিত হইল। এই মানসিক শক্তির বিকাশকেই ব্যুৎপত্তি বা বিদ্যা বলে। বিদ্যার জন্য শাস্ত্র পাঠের আদর। যদি বিদ্যা না জন্মে তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। আমি এক জন লোকের কথা জানি, যাঁহাকে সর্ব্বদাই অধ্যয়নে রত দেখি। তাঁহার গৃহে যাই দেখি তিনি পড়িতেছেন; কর্ম্ম স্থানে যাই দেখি তিনি পাঠে ব্যস্ত; পথে ঘাটে, রেলের গাড়িতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাঁহার হস্তে এক খানি না এক খানি গ্রন্থ দেখা যায় না। এ দিকে কর্ম্ম স্থানে ২০০ শত টাকা বেতন পাইতেন, ১৫০ শত হইল, দেড় শত টাকা হইতে এক শত হইল; অবশেষে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন তাড়িত হইলেন। ইহা দেখিয়া কি বলিব? বলিব যে তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিদ্যা জন্মে নাই, পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

বিদ্যার দ্বারা যেমন পাঠের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ হৃদয়ের বিকাশ ও উন্নতি দ্বারা সদনুষ্ঠানের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। একজন দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দিলাম, ইহার ফল কেবল সেইদিন ও সেই মুহূর্ত্তে বদ্ধ নয়। সেই একটী দয়ার কার্য্য দ্বারা আমার মন আর একটী দয়ার কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইল। বিবেকের অনুসারে একটী কার্য্য করিলাম, তাহার ফল কেবল একটী সৎকার্য্য নয় কিন্তু তদ্দ্বারা আমার মন আরও দশটী স্থলে বিবেকের অনুরূপ কার্য্য করিবার বল প্রাপ্ত হইল। যদি হৃদয়ের এইরূপ বিকাশ ও উন্নতি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে সদনুষ্ঠান ব্যর্থ হইল বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ কোন লোক দেখা যায়, যিনি সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে ব্যস্ত, দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলিতেছেন, অনাথ অনাথার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন অথচ স্ত্রীপুত্রের প্রতি নৃশংসতাচরণ করিয়া থাকেন, প্রতিদিনের ব্যবহারে বিলক্ষণ স্বার্থপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রতিবেশীর প্রতি পরুষ ব্যবহার করিতে তিনি মনে ব্যথা পান না; লোককে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়া দুঃখিত হন না। যদি এরূপ দেখি তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিব যে তিনি সদনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

ভাল বিষয়ে যেরূপ, মন্দ বিষয়েও সেই রূপ। পাপ কার্য্যের ফল যদি সেই দিনে ও সেই মুহূর্ত্তে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আমাদিগকে এত শোক করিতে হইত না। একবার কাহারও প্রতি অপবিত্র ভাবে দৃষ্টি করিলাম, একটী মিথ্যা কথা বলিয়া কোন কার্য্য উদ্ধার করিলাম, তাহার পর দণ্ডেই আমার মন যেমন ছিল তেমনি হইল, যদি এরূপ হইত তাহা হইলে পাপ এত সর্ব্বনাশের বস্তু হইত না। কিন্তু পাপের ফল সেই ক্ষুদ্র পরিসর ভূমিতে থাকে না। একটী পাপকার্য্য করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটে। প্রথমতঃ মানসিক বল কমিয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। একটী পাপপ্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হইলে আর দশটীকে বাধা দিবার বল নষ্ট হয় এবং পাপ আত্মার পক্ষে অপ্রিয় না থাকিয়া প্রিয় হইতে আরম্ভ হয়। যেমন শাস্ত্র পাঠ অপেক্ষা বিদ্যা গুরুতর, সেইরূপ কোন বিশেষ পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপাসক্তি

গুরুতর। এক ব্যক্তির পাপের প্রতি আসক্তি নাই, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ কোন দুষ্কার্য্যে পড়িয়া গিয়াছে; আর এক জন ঘোর আসক্ত কিন্তু সুবিধা বা সুযোগের অভাবে কার্য্যে পাপাচরণ করিতে পারিতেছেন না; এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অতএব আত্মার দুর্ব্বলতা এবং পাপাসক্তি দ্বারাই পাপের গুরুত্ব পরিমাণ করিতে হয়। প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ পাপকার্য্য দ্বারা সেই দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি জন্মে বলিয়াই তাহা এত শোচনীয়। বিদ্যার দ্বারা যেমন পাঠের মূল্য নির্ণয় হয়; সহৃদয়তা দ্বারা যেমন সদনুষ্ঠানের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়; আত্মার দুর্ব্বলতা এবং পাপাসক্তিদ্বারা যেমন পাপের গুরুত্ব স্থির করিতে হয়, সেইরূপ প্রার্থনাশীলতা বা ঈশ্বরপরায়ণতার দ্বারাই প্রার্থনার মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। আমরা একটী প্রার্থনা করিলাম, তাহার ফল যে সেই সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ থাকে তাহা নয়, কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করে, আত্মাকে ঈশ্বরমুখীন করিয়া দেয়, ঈশ্বর পরায়ণতার বৃদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করে; যেমন বই পড়িয়াও অনেকে মূর্খ থাকে, সেইরূপ প্রার্থনার উপর প্রার্থনা করিয়াও অনেকে ঈশ্বরপরায়ণ হয় না। ঈশ্বরপরায়ণতা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া বলা উচিত। কিন্তু ভাষাদ্বারা এরূপ গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সকলের বর্ণনা করাই দুষ্কর, তথাপি সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, সূর্য্য-মুখী ফুল যেমন সূর্য্যের দিকেই মুখ করিয়া থাকে, সেই রূপ যাহার প্রাণটী ভিতর হইতে সর্ব্বদা বল ও পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরমুখীন হইয়া আছে, তাহাকে বলি ঈশ্বর পরায়ণ লোক। এরূপ লোক ভক্তনামলোলুপ নয়, আড়ম্বর আস্ফালনে জগৎকে কম্পিত করে না; ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ পরিয়া জনসমাজে বাহির হয় না; কর্ত্তব্যসাধনের জন্য পরের মুখাপেক্ষা করে না। যদি দেখি একজন লোক প্রার্থনাতে খুব পটু, দশবৎসর দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে ক্রটী করিতেছে না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাহার আদর নাই; সত্য গোপন ও অসত্য প্রখ্যাপন করিতে সঙ্কোচ নাই; নিন্দাপ্রচারে মহা আনন্দ, লোকের মানসম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য নাই; গোপনে অপবিত্রতাতে বিলক্ষণ রুচি আছে; তাহা হইলে বলিব, এক এক জন অনেক পড়িয়া শুনিয়াও যেরূপ মূর্খ থাকে, এই হতভাগ্য সেই রূপ এতদিন উপাসনা, প্রার্থনা করিয়াও অপ্রেমিক রহিয়াছে। আমরা উপাসনা অথবা প্রার্থনা করিবার সময় ঈশ্বরপরায়ণতা জন্মিল কি না এ প্রশ্ন মনে রাখিতে যেন বিস্মৃত না হই। যে প্রার্থনা চরিত্রে সুফল প্রসব করে না তাহার মূল্য নাই। এরূপ প্রার্থনাতে মানুষ ভুলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর ভুলিবেন না।

বিগত বৎসর মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যেরূপ সভা হইয়াছিল, এবারেও সেই প্রকার সভা অবশ্য আহূত হইবে। হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে যেরূপ প্রকাশ্যসভা হইয়া থাকে, রাজা রামমোহন রায়ের জন্যও সেইরূপ সাম্বৎসরিক সভা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা ভরসা করি রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় নানা স্থানহইতে ব্রাহ্ম ও অপর সাধারণ বহুসংখ্যক লোক আসিয়া গত বৎসরের ন্যায় সমবেত হইবেন। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন সংস্থাপন করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে বিগত সর্বের সভায় কিছু বলা হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তদ্বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টাও করিতেছিলেন। যাহাতে বঙ্গবাসী সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাদের সাধারণ হিতকারী রামমোহন রায়ের স্মরণার্থচিহ্ন সংস্থাপন উদ্দেশ্যে একত্র হইতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টা করা হইতেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কোন কোন সভ্যকে ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয় বলা হয়। তাঁহারা প্রস্তাবিত বিষয় সংসাধন করিতে ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতি শীঘ্রই একটী উপযুক্ত সভা আহ্বান করিবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কৃতসংকল্প হন। এমন সময় কেশব বাবু হঠাৎ আলবার্ট হলে গত বৃহস্পতিবার উক্ত উদ্দেশ্যে একটী সভা করেন। সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ বা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। সভার বিজ্ঞাপনও উপযুক্তরূপে দেওয়া হয় নাই; সুতরাং সভায় দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রায় কেহই ছিলেন না, এবং লোক সংখ্যাও ৭০।৮০ জন মাত্র হইয়াছিল। কমিটিতে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেওয়া হইয়াছে, অথচ তাঁহার অনুমতি লওয়া অথবা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রবাবু পত্র লিখিয়া কমিটি ত্যাগ করিয়াছেন। নববিভাকর যথার্থই বলিয়াছেন "রামমোহন রায়ের কীর্ত্তির মহত্ব ও তাঁহার স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতার গভীরতা এরূপ সামান্য সভায় প্রকাশ পায় না।" গত বৎসর ব্রাহ্মগণ যে সভা করেন, তাহাতে প্রায় এক সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন; কেবল কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারকগণ উপস্থিত হন নাই। কেশব বাবুর তাড়াতাড়ি এরূপ সভা করিবার অভিপ্রায় কি, আমরা বুঝিলাম না। রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং উপযুক্ত আয়োজন করিয়া সভা আহ্বান করিলে ৪।৫ সহস্র লোক সমাগত হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণচিহ্ন সংস্থাপন জন্য সকল শ্রেণীর লোক লইয়া একটী জাতিসাধারণ সভা আহূত হওয়া আবশ্যক। মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মদিগের যে সভা হইবে তাহাতেও অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হউক। পরিশেষে এই কয়েকটী কমিটী একত্র হইয়া কার্য্য করিতে পারেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে মফস্বল সমাজ সকলের প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রকাশ করিবার

জন্য অনেক দিন হইতে তত্ত্বকৌমুদী ও ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়নে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত অনেক গুলি সমাজ তাঁহাদিগের বিবরণ প্রেরণ করিতে আলস্য করিতেছেন। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, অতি শীঘ্র তাঁহারা উক্ত বিবরণ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন। যে সকল সমাজ আমাদিগের প্রার্থিত সংবাদ সকল প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিলাম। আহমদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ; বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ; মধ্যআসাম উপাসনা সমাজ; হুগলি ব্রাহ্মসমাজ; সিলং ব্রাহ্মসমাজ; বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ; উৎকল ব্রাহ্মসমাজ; দাক্ষিণাত্য (মান্দ্রাজ) ব্রাহ্মসমাজ; উত্তরবঙ্গব্রাহ্মসমাজ; (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ; সুরাট প্রার্থনাসমাজ; মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ; কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ; সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ; দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

পুনা প্রার্থনাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু আনন্দচন্দ্র রায় শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইউনিটেরিয়ান প্রচারক ডাল সাহেব ব্যাঙ্গালোরে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় তত্রত্য সমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৭০ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব উপলক্ষে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ছুটি পান, এ জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যাঙ্গালোরে কাণ্টনমেণ্টে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে ডিসেম্বর এতদুদ্দেশে একটি প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। ৩২ জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের সহিত যোগ দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বরিসাল সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গমন করাতে বরিসাল সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শনিবার; ১৩ ডিসেম্বর; অপরাহ্ন ৪৷০; ব্রাহ্মিকাসমাজ।
রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৪৷৷; সামাজিক উপাসনা।
সোমবার, ৫৷৷টা; পুরাণ পাঠ।
মঙ্গলবার; ৫৷৷টা; বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী পাঠ ও সামাজিক সম্মিলন।
বুধবার; ৭৷৷টা; বিশেষ উপাসনা।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

৫ই মাঘ; (১৮ই জানুয়ারি) রবিবার; রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।
৬ই ঐ; (১৯ ঐ;) সোমবার; বালকদিগের উপাসনা সভা।
৭ই ঐ; (২০ ঐ) মঙ্গলবার; ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজ।
৮ই ঐ; (২১ ঐ) বুধবার; ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজ।
৯ই ঐ; (২২ ঐ) বৃহস্পতিবার; থিইষ্টিক সোসাইটি।
১০ই ঐ; (২৩ ঐ) শুক্রবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা।
১১ ঐ; (২৪ ঐ) শনিবার; মাঘোৎসব; প্রচারক নিয়োগ ও প্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।
১২ ঐ; (২৫ ঐ) রবিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন; প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে উপাসনা।
১৩ ঐ; (২৬ ঐ) সোমবার; কথোপকথন।
১৪ই ঐ; (২৭ ঐ) মঙ্গলবার; সামাজিক সম্মিলন ও প্রীতিভোজন।
১৫ ঐ; (২৮ ঐ) বুধবার; উদ্যানে উপাসনা।

সঙ্গীত।

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

"জীবন্ত ঈশ্বর এইত বর্ত্তমান। এযে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান।
এইত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রতপ্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়; এইত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ প্রধান।

এইত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন, এইত দয়াল প্রভু হৃদয় রতন; প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান (তাঁর)।

এইত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন, সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন; কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।

স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ, প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন; দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন; হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

"কাল রাত্রি পোহাইল উদিল সুখ তপন";
আর কি ভারত যুবা থাকে ঘুমে অচেতন।
দুঃখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত হয়, থাকে হয়ে অচেতন;

অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে
কোটী কোটী নারী নরে উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ি ভারত ললনা ;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখী মত,
দারিদ্র দুর্দ্দশা ক্লেশ কত যে করে বহন ;
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হয়ে বিচেতন ;
করোনাহে অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে উঠহে মেলি নয়ন।

প্রেরিত।

ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট "রাধানগরস্থ রাজা রামমোহন রায়-পুস্তকালয়ের" প্রার্থনা।

মহাশয় !

খানাকুল—কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ উক্ত রাজার জন্মভূমি রাধানগরে যে সাধারণ পুস্তকালয় ছিল, তাহা উল্লিখিত পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু, তাহার উন্নতির অভাবস্বরূপ অবশ্য প্রতিবিধেয় কয়েকটী অন্তরায় নিরাকৃত হয় নাই। সাধারণ 'ব্রাহ্ম সমাজের' উপর অনেক প্রত্যাশা করা যায়, এজন্য আমাদের নিবেদন আপনাকে প্রেরণ করিতেছি ; কৃপা করিয়া মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব।

১। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপয়িতা মহাত্মা রাজার স্মরণার্থ তাঁহার জন্মভূমি রাধানগরে স্থায়ীচিহ্ন স্বরূপ কোনও কার্য্য করা কর্ত্তব্য ; অর্থাভাব বলিয়া এ অঞ্চলে ঐরূপ কার্য্য হইবার বাধা হইতেছে নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। সাধারণের যথাসাধ্য কিছু কিছু আনুকূল্য পাইলে, আমরা একটী সমাজগৃহ প্রস্তুত করিতে পারি।

২। ব্রাহ্মসম্পাদিত সংবাদপত্র, পুস্তক বা সাময়িক পুস্তিকাদি, আমাদের পুস্তকালয়ে নাই। ব্রাহ্মগণ, অনুগ্রহ করিয়া, বিনামূল্যে আমাদের দীন পুস্তকালয়ে প্রদান করিলে, আমরা চরিতার্থতা লাভ করি।

৩। প্রচারক মহোদয়েরা নানা স্থানে গমন করেন ; মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। যদি মধ্যে মধ্যে প্রচারক মহাত্মারা এপ্রদেশাভিমুখে আগমন করেন, তবে তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ভার অনিষ্পাদিত অবস্থায় থাকিতে পারে না। প্রচার কার্য্যোপলক্ষে, এখানে তাঁহারা ভ্রমণ করিতে আসিলে, এই স্থান প্রচারের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, তাহা বুঝিতে পারেন।

১৩ নং ভুবন বাড়ুয্যের লেন
চোরবাগান।
১৪ ই পৌষ ১৮০১

নিবেদক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।
উল্লিখিত পুস্তকালয়ের
অবৈতনিক সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে। ইতি।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আগামী ১১ই জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যাবলী।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত ত্রৈমাসিক বিবরণ।
২। সভ্য মনোনয়ন।
৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সম্পাদক।

আগামী সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিবেচিত হইবে।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড।
২। ট্রষ্টিনিয়োগ।
৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধে নিয়মাবলী।

*** প্রত্যেক সভ্য যত জনকে এবং যাঁহাদিগকে ট্রষ্টি-

নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠাইলে বাধিত হওয়া যায়।

সা, ব্রা, স, কার্য্যালয় } শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর } সম্পাদক।

কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে আগামীমাঘোৎসবের সময় একখানি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন এই যে, কাহারও নিকট নূতন সঙ্গীত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা }

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, } সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।
ইং জুলাই ১৮৭৯। }

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২৷০ এবং মফস্বলের জন্য ২৸৵০ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় } শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট } সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ }

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/০
পঞ্জিকা	।০	‌৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	৷০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷০	/০
Morning & evneing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, December 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১লা মাঘ বুধবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩।০ মফস্বল ঐ ৩

আমাদের একটী গল্প বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। এক সময় কোন পল্লীগ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দুই সম্প্রদায় কবিওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এক সম্প্রদায়ের গান শেষ হইয়া আর এক সম্প্রদায় যখন গান আরম্ভ করিল, তখন একে একে দর্শকগণ চলিয়া যাইতে লাগিল; অবশেষে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর লোক ও গৃহস্থের পরিবার পরিজনগণ ভিন্ন কেহ রহিল না। ক্রমে গৃহস্থের পরিজনগণও একে একে সরিয়া পড়িল, এবং এদিকে ওদিকে নিদ্রার ব্যবস্থা করিল। অবশেষে বহুক্ষণ পরে কবিসম্প্রদায় শয্যার পার্শ্বে গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, আমাদের জয় হইয়াছে"; যাহাদের জয় পরস্পরের বিচার করিবার কথা, তাহারা যখন নিদ্রিত, তখন সে হতভাগ্য ব্যক্তিদের দোষ কি! কাজেই আপনাদের জয় আপনারা ঘোষণা করিতে হয়। আমাদের অপরপক্ষীয় বন্ধুরা সেইরূপ নিজেদের পত্রেই নিজেদের জয়ঘোষণা করিতেছেন। দেশের লোকের এমনি অবিচার, তাহারা যেন নিদ্রিত; বন্ধুরা এত পরিশ্রম, এত উৎসাহ, এত বাগ্মিতা, এত কার্য্যকৌশল দেখাইতেছেন তবু দেশের লোক "তাঁহাদের জিত" একথা বলে না; কাজেই বন্ধুদিগকে বার বার বলিতে হইতেছে "আমাদের জিত!" সেই জন্য তাঁহাদের ইংরেজী বাঙ্গালা সমুদয় পত্রে কেবল এই রূপ উক্তি সকল দৃষ্ট হইতেছে; "কে বলে আমাদের দল কমিয়াছে, আমাদের দল বাড়িতেছে, অতএব আমাদের জিত; আমাদের প্রচারযাত্রায় কুতর্কী লোকও লুকাইয়া যোগ দিয়াছে, কত লোক পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে, অতএব আমাদের জিত; বর্দ্ধমানের রাজা ৫০০ শত টাকা আমাদিগকে দিয়াছেন, অতএব আমাদের জিত; প্রচার যাত্রার ব্যয়বাদে আমাদের টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, অতএব আমাদের জিত; grand things are contemplated; এবার আমরা খুব জাঁকাইয়া উৎসব করিব, অতএব আমাদের জিত"। আচ্ছা বেশ, আমরা হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিতেছি এযাত্রা তাঁহাদের জিত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হার! ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট? ফল কথা এই, আমাদের বড় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। কাহারদ্বারা কতদূর সত্য প্রচার হইতেছে তাহা না দেখিয়া এখন আমাদের স্বীয় স্বীয় দলের হার জিতের ভাবনাতেই ব্যস্ত হইতে হইতেছে; কার দলে কত লোক, সেই জন্য অস্থির হইতে হইতেছে। একথা আজ ব্রাহ্মদিগের মুখ হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না যে, কোন ব্যক্তির বা কোন দলের হার জিত বুঝি না, আমরা জিতিলে যদি সত্যের পরাজয় হয়, তবে বলি আমরা হারি এবং সত্যের জয় হউক। আমারও জয় চাইনা, তোমারও জয় চাই না; আমাদের জয় না হইয়া ঈশ্বরের জয় হউক।

আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ অনুষ্ঠানবিহীন বিশ্বাসকে আর ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন না। তাঁহারা আর বড় অনুষ্ঠানের পক্ষ সমর্থন করেন না। আমরা বিশ্বাসবিহীন অনুষ্ঠানকে যেমন ঘৃণা করি, অনুষ্ঠানবিহীন বিশ্বাসকেও সেই রূপ ঘৃণা করি। উভয়ই আত্মার শোচনীয় অবস্থার পরিচায়ক। ধর্ম্ম যদি কেবল বক্তৃতা ও বিশ্বাসের ব্যাপার হইত তাহা হইলে তাহার মর্য্যাদা থাকিত না। কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ, ধর্ম্ম জীবন। অনুষ্ঠানবিহীন ধর্ম্ম, জীবনশূন্য দেহস্বরূপ। আমি সত্যে বিশ্বাস করি, কিন্তু সত্যপালন করি না, পবিত্রতাকে ভাল বলি, কিন্তু অপবিত্র জীবন যাপন করি, ইহার অর্থ এই যে আমি সত্য ও পবিত্রতার মর্য্যাদা জ্ঞাত নহি, তাহাতে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নাই। আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তাঁহাকে কখন স্মরণ করি না; সে বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি ও ভক্তের এক নূতন বিধ অর্থ হইয়াছে। যে কতকগুলি বাঁধাবুলি অভ্যাস করিতে পারে যথা শ্রীচরণ, ভক্তবৎসল, দয়াল ইত্যাদি এবং যে খোল করতাল সহকারে চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহার জীবন যে প্রকার হউক না কেন, সে ভক্ত এবং এই প্রকার কার্য্য করার নাম ভক্তি। আমাদের একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল; একদা এক জন ব্রাহ্ম প্রার্থনা কালে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন ভ্রাতা আমার স্কন্ধে পা রাখিয়া স্বর্গে উঠিতে পারেন, আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। তাঁহার এই কথা শুনিয়া অনেক ব্যক্তি ঐ রূপ প্রার্থনার অনুকরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা আপনাদের অবস্থা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া প্রার্থনাটী অম্লান বদনে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপ অনুকরণ-

প্রিয়তা আজ কাল ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর এক প্রকার ভক্তি দেখা যায় তাহা বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হয় না। এই প্রকার ভক্তিপথাবলম্বীরা কেবল উপাসনা মাত্র ধর্ম্ম মনে করেন। আমরা এ ভক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ভক্তি বলিতে পারি না। ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী মাত্রেরই ভক্তি আছে; হিন্দু ও মুসলমান, বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয়ান কেহই ভক্তিহীন নহে; কিন্তু যে জন্য তাহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারি না, প্রাগুক্ত ভক্তিপথাশ্রয়ী ব্রাহ্মদিগকেও আমরা প্রকৃতার্থ ব্রাহ্ম বলিতে পারি না।

বৈরাগ্য।

দুই প্রকারে মনুষ্য বৈরাগ্যসাধন করে। কতকগুলি লোক বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া থাকেন; আহার পরিচ্ছদ বিষয়ে নিয়ম এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এই সমস্ত তাঁহাদের বৈরাগ্য অভ্যাসের উপায়। আর কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা বৈরাগ্যকে সাধনের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত, সত্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত, এবং তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বরভক্তি সঞ্চার হইলে বৈরাগ্যের ভাব আপনা আপনি উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রথম উপায়ে বৈরাগ্য সাধন করেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। অভ্যাস ও সাধনদ্বারা বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যায় না। কেবল কতকগুলি বাহিরের বিষয় ছাড়িলেই বৈরাগ্য লাভ হয় না। কত লোক কৌপীনধারী অথচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচ বিষয়ে আসক্ত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা এই প্রকার বৈরাগ্যের বেশধারীর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইহারা প্রকৃত বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করিতে না পারিয়া কেবল বৈরাগ্যের বেশমাত্র লইয়া থাকে। মনঃসংযম ও কুপ্রবৃত্তিকে বশীভূত করা, নীচ অনিত্য বিষয়হইতে মনকে উচ্চ বিষয়ে লইয়া যাওয়া, মনের রুচিকে উচ্চ বিষয়ের স্বাদগ্রাহী করা, এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ নাই। সংসারের বিষয়সম্ভোগ দ্বারাতে পরমার্থের হানি হয়, এরূপ জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি সংসারত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হয়েন, তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনমাত্র করেন।

ব্রাহ্মসমাজে একটী প্রবৃত্তি ক্রমে প্রবল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,সমস্ত পুরাতন বিষয়কেই নূতন ভাব ও অর্থ দিয়া আমরা লইবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিবেচনা করি না যে সকল পুরাতন বিষয়ই চেষ্টা করিয়া রক্ষা করা যায় না। বৈরাগ্য সেই প্রকার একটী বিষয়। আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্য সংসারত্যাগের মত। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, আহার, পরিচ্ছদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ফকির হওয়াই আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্য। বৈষ্ণবেরা প্রথমে এই পথাশ্রয় করিয়াছিলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়দের মধ্যেও এইরূপ বৈরাগ্যভাব দেখা যায়। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবের নিয়মে আবার নিজ অবস্থা পুনর্গ্রহণ করে। এখন বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে প্রাচীন বৈরাগ্য অকৃত্রিম অবস্থায় দেখা যায় না। মনে এখন বৈরাগ্য নাই, বৈরাগ্য এখন কেবল বেশে দেখা যায়। প্রাচীন বৈরাগ্যপথ যে অস্বাভাবিক, তাহার আর প্রবলতর প্রমাণ কি চাই? বস্তুতঃ আমরা কেহই বৈরাগ্য পথাশ্রয়ী নহি এবং সে পথকে শ্রেয় জ্ঞানও করি না। আমরা অভাবাত্মক ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ভাবাত্মক ধর্ম্মসাধনকে প্রশস্ত পথ মনে করি। চৈতন্যের শিষ্যেরা অভাবাত্মক সাধনপথ অবলম্বন করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু চৈতন্য স্বয়ং ভাবাত্মক সাধনপথাশ্রয় করিয়া জগৎকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা ভাবাত্মক সাধনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান করিয়া থাকি। কোন একটী কৃচ্ছ্রসাধন করিলে যে ধর্ম্মসাধনের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মভাবের উত্তেজনায় মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন করে এবং সেই ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরানুরাগ মহামূল্য বস্তু, কিন্তু সেই কৃচ্ছ্রের মূল্য এক কপর্দকও নহে। কৃচ্ছ্র দুই দিনে, বাহ্যচিহ্ন মাত্র প্রাণ বিহীন শবের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ চিরজীবন্ত, চিরসুন্দর বস্তু।

জড়বাদ ও জনসমাজ।

জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন যে ভৌতিক জগতে যেমন বায়ু, সৌর জগতে যেমন সূর্য্য, জীবজগতে যেমন প্রাণ, সেইরূপ জনসমাজের পক্ষেও ন্যায়। এই ন্যায়ভাবকে উন্মূলিত করিলে,কিম্বা মানব হৃদয়ে উহাকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া রাখিলে, জনসমাজের শৃঙ্খলা কদাপি রক্ষিত হইতে পারে না। এই ন্যায়ের ভাব আজ মানব হৃদয় হইতে বিনষ্ট হইয়া যাউক, কাল দেখিবে এই সমাজের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচারে, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচারে, সমস্ত সমাজে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। মানুষ আর সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে না। এই যে নর নারী আজ কত শত সুন্দর নগর, সুন্দরতর পল্লী রচনা করিয়া একত্রে বাসকরিতেছে, আর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পরের অশেষ সুখ বিধান করিতেছে, 'ন্যায়' এই কথাটীকে তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, আর কাল দেখিবে এই সুন্দর নগরী, এই মনোহর পল্লীসমুদায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। মোকসক্যল রাজা সামান্য একটী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া নির্জ্জনে থাকিয়া মাসাবধি কাল কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনে দিনাতিপাত করিতেছেন, আর ব্রুটাস ন্যায়ের অনুরোধে ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অম্লান বদনে আপনার পুত্রগণকে বিদ্রোহিতাচরণ নিমিত্ত বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, এ হৃদয়স্পর্শি দৃশ্য দেখিয়া কাহার না চক্ষু জুড়ায়। মানুষের এই মহত্ত্ব দেখিয়া কাহার না প্রাণ শীতল হয়!

হিতবাদী, সংশয়বাদী ও জড়বাদীগণ পর্য্যন্ত এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন! সংশয়বাদীগণের প্রধান গুরু মিল স্বয়ং ব্রুটাসের এই কার্য্যকে অত্যন্ত প্রশংসার্হ বলিয়া "ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "The action of Brutus in sentencing his son was right, because it was executing a law essential to the freedom of the country, against persons of whose guilt there was no doubt. It was admirable because it evinced a rare degree of patriotism, courage and self-control" মিল স্বয়ং যে কার্য্যের এরূপ প্রশংসা করিলেন, যে দৃশ্য দেখিয়া মিলের হৃদয় দ্রব হইল, সে দৃশ্য ন্যায়ভাব বিহীন সমাজে কদাপি অভিনীত হইতে পারে না। ন্যায় ভাব যদি মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে নরসমাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুসমাজে পরিণত হইবে, এবং জড়বাদ প্রচলিত হইয়া ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইলে এই রূপই সমাজের অবস্থা ঘটিবে। জড়বাদীর মত গ্রহণ করিয়া জড়জগতের আদর্শে মানবচরিত্র রচিত হইলে ন্যায় সেখানে কোনও মতে স্থান পাইতে পারে না। জড়বাদীর চক্ষে জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কি আমরা সেখানে ন্যায়ের আদর্শ দেখিতে পাই? ন্যায় কাহাকে বলে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যথার্থ প্রাপ্য স্বত্ব প্রদান করাই ন্যায়ের আদেশ। জড়বাদীর চক্ষুতে দেখিলে আমরা জড়জগতে কি দেখিতে পাই? একের অধিকার অপরে গ্রহণ করিতেছে, এক জনকে বিনাশ করিয়া তাহার বিনাশের উপর দ্বিতীয় জন আপনার অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে; বলবান দুর্ব্বলকে বিনাশ করিতেছে; জড়বাদীর চক্ষে জড়জগতে কেবল নির্ম্মমতা, কেবল আত্মস্থাপন, (self-assertion) কেবল পরকে বিনাশ করিয়া নিজের উন্নতি সাধন, কেবল স্বার্থপরতা, কেবল আত্মম্ভরিতা, এবং এই রূপ বাহ্যজগতের ছাঁচে গঠিতচরিত্রে ন্যায়পরায়ণতা কেমন করিয়া স্থান পাইবে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এই জনসমাজের কল প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অনবরত চলিতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সমাজের অসংখ্য নরনারী চারিদিকে কার্য্য করিয়া ঘুরিতেছে। এই কলের বাষ্প কোথা হইতে আসে? এই যে কল চলিতেছে, এ কলে কে এই বলরাশি অনবরত সঞ্চারিত করিতেছে? আশা। আশা এই অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আছে, তাই বার বার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও তাহারা অবিশ্রান্ত ভাবে আপন আপন কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়াস পাইতেছে। সকল প্রকার উদ্যম, সকল প্রকার কার্য্যের মূল, আশা। আশা না থাকিলে মানুষ পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ শিলা খণ্ডের ন্যায় এক স্থানে বসিয়া থাকিত। আশাই এই সমস্ত জগৎকে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু জড়বাদীর অভিধানে কি আশা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? ঘটনা স্রোতের লীলাপুত্তলি যাহারা, তাহাদের মনে আবার আশার উদ্রেক হইবে কোথা হইতে? আমি বর্ত্তমান সময়ে একটা অনুকূল ঘটনা স্রোতের অনুগ্রহে হয়ত এখানে আছি, এবং কে বলিতে পারে যে পর মুহূর্ত্তে আর এক প্রতিকূল স্রোত আসিয়া আমাকে এক মহা কষ্টপ্রদ অভিনব স্থানে লইয়া যাইবে না? হে জড়বাদি! যদি আমি ঘটনাস্রোতেরই লীলা পুত্তলী হইলাম, যদি আমার নিজের ক্ষমতা, নিজের বল ও আমাপেক্ষা এক জন মহত্তর আত্মার বল, যে বলের উপর নির্ভর করিয়া আমি আমার শুভ সংকল্প একদিন না একদিন সাধিত করিতে পারিবই পারিব, এই সমুদায় যদি কল্পনা হইয়া যায়, তবে বল হে জড়বাদি! কি আশায় বুক বাঁধিয়া আমি জগতে কার্য্য করিব? আমি যে আমার শরীরের রক্ত জল করিব সমাজের হিতসাধনের জন্য, সে কি আশার উপর নির্ভর করিয়া? এই যে দেশের উপকার করিবার জন্য তুমি লোককে প্রণোদিত করিতেছ হে দেশহিতৈষী জড়বাদি বন্ধু! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যদি তাহারা নিশ্চয় করিয়া, একথা জানিতে না পারে যে এক দিন না এক দিন, তাঁহাদের এই পরিশ্রম ও যত্ন অভিলষণীয় ফল প্রসব করিবেই করিবে, তাহা হইলে কি তাহারা কখনও তোমার কথায় দেশের উপকার করিতে সচেষ্ট হইবে?—এবং নৈতিক শাসনবিহীন জগতে কে একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন যে আমি আজ সৎকার্য্যের জন্য যে রক্ত বিন্দু ব্যয়িত করিতেছি তাহার ফল একদিন ফলিবেই ফলিবে? শুভসংকল্পের সহায়, পরম ন্যায়বান, মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান, এক শ্রেষ্ঠতম পূর্ণ পুরুষ যদি এই জগতের শাসনকর্ত্তা না হন, তাহা হইলে কে আশায় বুক বাঁধিয়া আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের মঙ্গল করিতে প্রবৃত্ত হইবে? ইতিহাস যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহারা সংসারে সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া, অক্লান্তভাবে খাটিয়া সবল শরীরে কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য অস্থি চর্ম্ম সার করিয়াছেন, যাঁহারা অম্লান বদনে আপনার প্রাণ হাসিতে হাসিতে স্বদেশের উন্নতির জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন—তাঁহারা কি কখনও নৈতিক শাসনে বিশ্বাস না থাকিলে এরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন? আজ যদি মানুষ এটী স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারে যে ধর্ম্ম ও নীতি অর্থশূন্য বাক্য, ঈশ্বর কবির কল্পনা, শুভসংকল্পের কেহ সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা নাই, তাহা হইলে কাল দেখিবে এই সমাজের কল একেবারে স্তম্ভীভূত হইয়া যাইবে; মানুষের উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি একেবারে আমূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম ভাব, তাহা জীবনে ধর্ম্মের প্রতি প্রেমেই প্রকাশ পাউক, আর ভয়েই প্রকাশ পাউক, একবারে হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইবে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে, সৎসাহস, উদ্যম, উৎসাহ, কার্য্যশীলতা, আশা প্রভৃতি সহমরণ গমন করিবে।

জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে এবং ধর্ম্ম সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইলে, সমাজ নীতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন নীতি থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম না

থাকিলে নীতি অর্থশূন্য বাক্য হইয়া পড়ে। জড়বাদীগণ বিবেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা আবার বিবেককে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া কিরূপে গ্রাহ্য করিতে পারেন?—এবং কে বলিবেন যে বিবেক না হইলে নীতির কোনও অর্থ থাকে? জড়বাদী হয়ত বলিবেন, কেন যাহাতে সমাজের উপকার হয়, তোমার নিজের উপকার হয় তাহাই নীতি এবং তদনুরূপ তুমি তোমার কার্য্যকে পরিমিত কর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এইটী সমাজের হিতকর, মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাকে এইটী করিতে হইবে একথা কে বলিল? আমি আমার নিজের সুখ ছাড়িয়া তোমার সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে বাধ্য কেন?

কেশব বাবুর প্রতি ঈশ্বরবাণী।

বিগত ৭ই ডিসেম্বরের মিরার পত্রিকায় যে একটী ভয়ানক মত প্রচার করা হইয়াছে, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করা এবং তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন পরমেশ্বরের মুখদিয়া আজ কাল তাঁহার কল্পিত অনিষ্টকর মত সকল ঘোষণা করাইতেছেন। এত দিন তিনি স্বমত বলিয়া ঐ সকল প্রচার করিয়া দেখিলেন যে লোকে তাহার প্রতিবাদ করে, সেই জন্য তিনি এই নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কত নির্ব্বোধ ব্যক্তি ইহাদ্বারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এখন আর ঈশ্বরের নামদিয়া অসত্য প্রচার করিবার সময় নাই। এবার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, কেশব বাবুর সহিত তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধ কি প্রকার। ঈশ্বরের মুখে ইহার এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। "কোন আচার্য্য আমাব্যতীত অন্য কাহার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন না, উপাসক মণ্ডলীর নেতৃগণ অস্মদ্ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অতএব তোমাদের আচার্য্য আমার নিকট হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞান করিবে। বিশ্বাসের সহিত তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবে এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিবে।"

এখন আর বাবু কেশবচন্দ্রের শিষ্যদিগের গত্যন্তর নাই। এত দিন তাঁহারা এই সকল কথা তাঁহার কথা বলিয়া শ্রবণ করিতেন এবং কেহ বিশ্বাস করিতেন, কেহ করিতেন না; কিন্তু এখন পরমেশ্বর স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন যে, কেশব বাবু তাঁহার আদেশে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার দূত, অতএব তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলে পরমেশ্বরের কথা অগ্রাহ্য করা হইবে। পূর্ব্বে কেহ তর্ক করিতে পারিতেন যে, কেশব বাবু অন্যায় কথা বলিলে তাহা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু কেশব বাবু এখন সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন; এখন হয় তাঁহার সকল কথা বেদবাক্য জ্ঞানে বিশ্বাস কর, নতুবা তাঁহাকে পরিত্যাগ কর, এই উভয়ের অন্যতর পন্থা ব্যতীত আর উপায় নাই। তিনি ভ্রমে পতিত হইলেও কাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই; তিনি প্রবঞ্চক, অসত্যপরায়ণ, অসচ্চরিত্র হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার দুইটী স্বরূপ ও ক্ষমতা আছে। যখন তিনি গৃহে থাকেন তখন তাঁহার গার্হস্থপ্রকৃতিসম্বন্ধে অপরাপর লোকের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিবার অধিকার আছে; কিন্তু যখন তিনি আচার্য্যপদে অধিরূঢ় হইয়া যে কার্য্য করেন, অথবা যে উপদেশ দেন, তখন কাহারও কোন বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা মিরারের ঈশ্বরবাণী এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"With his unofficial position Heaven has nothing to do. If he is a bad man at home, unprincipled, selfish, ambitious, angry, deceitful, jealous, untruthful, you will not surely imitate his vices * * * His official position is different, when he ministers to your spiritual wants and offers his prayers and directs your missionary movements and otherwise renders services for your spiritual improvement, then bow to him as your minister, and let the whole congregation adopt and follow his teachings. * * * Elsewhere he may be treated as others; but in his official capacity he must as an ordained minister command the allegiance of all members of his congregation."

If ever we think him mistaken in these important matters connected with his official position, shall we not try to convince him of his errors and dissuade him from his path?

It may be you are mistaken and not he, in those particular instances. Therefore by your remonstrances you may run the risk of tempting your minister to disobey me and transgress my will. Where he has received my command, he shall stand unmoved like a rock amid the allurements, calumny, and antagonism of the world and faithfully do my will. If you have anything to say against him come and tell me. * * *"

কেশব বাবুর সহিত বারান্তরে ঈশ্বরের যে প্রকার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার শিষ্যদিগকে তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে; যে বার কেশববাবু স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী কোন কোন ব্যক্তিদ্বারা আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের নিকট কোন বিষয় জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তুমি কে যে তাহারা তোমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভর করে, তুমি তাহাদের মুখ পাত্র হইয়া কেন আসিয়াছ? তাহাতে কেশব বাবু এই উত্তর দেন;

" Lord ! I am one of their ministers *appointed by them to minister to their spiritual wants* and *preach weekly sermons* for their enlightenment. Therefore I believe they have deputed me just as a congregation would appoint their minister to pray for them."

" yes ; I would admit you as a minister. "

Indian Mirror 6 July 79.

কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত, কিন্তু এবার বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান বাক্যে যথেষ্ট বিরোধ দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এখনও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি অদ্য এক কথা বলেন, কল্য আর এক কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে একটী উপদেশ দিতেছি; তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ছাড়িয়া দিয়া কিছু দিন আপনার অন্তরাত্মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করুন। ঈশ্বরের আদেশ অন্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া যে বিবেক ও ধর্ম্মভাব পাইয়াছেন, তাহার আলোকে কার্য্য করুন এবং সে কার্য্য যখন শেষ হইবে তখন যেন নূতন আদেশের অন্বেষণে বাহির হয়েন। আমরা আশা করি এই সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য ব্রাহ্মগণ সাধারণে প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মতকে লোকচক্ষে অনিন্দনীয় রাখিবার চেষ্টা করিবেন। অনেক শিক্ষিতলোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপরাপর উপধর্ম্মের ন্যায় কুসংস্কার মিশ্রিতধর্ম্ম মনে করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের সেরূপ মনে করিবার কারণ আছে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে তবে ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে এই সমস্ত মত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করুন।

ইহার পর আর কিছুই বলিবার অবশিষ্ট নাই। কিন্তু আমরা দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; প্রথম, যে ব্যক্তি অসত্যপরায়ণ, প্রবঞ্চক, অসচ্চরিত্র সে কি প্রকারে আবার সেই অবস্থায় সত্য, প্রেম, পবিত্রতাবিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা মনুষ্যকে জ্ঞাপন করিতে পারে? তাহার কি অসৎকার্য্যের স্থান পরিত্যাগ করিয়া বেদীতে উঠিলেই আত্মা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং আবার বেদীহইতে অসৎকার্য্যক্ষেত্রে আসিলেই সে প্রকৃতি থাকে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যদি আচার্য্য ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার শিষ্যও পাইতে পারেন; তবে যদি শিষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া বুঝিতে পারেন যে আচার্য্য ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাহইলেও তিনি কি বলিবার অধিকারী নহেন? পাঠকগণ এই বিষয়ে বিশেষ রূপে চিন্তা করেন আমাদের ইচ্ছা। আমাদের বোধ হয় এত দিনের পর আচার্য্যের মত ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে কাহার কিছু বলিবার পথ একেবারে বন্ধ করা হইল। আর তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিবার অবশিষ্ট কি রহিল?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

পূর্ব্বকালের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে হীন ছিলেন না; উপনিষৎ শাস্ত্রে অদ্যাপি তাঁহাদের যে সকল উক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, সে সকলের গভীরতা, আধ্যাত্মিকতা, ও সারবত্তা অনুভব করিয়া সময়ে সময়ে চকিত হইতে হয়; এরূপ উক্তি সকল যাঁহাদের মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছিল, তাঁহারা যে ব্রহ্মের স্বরূপাদিসম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিবে? উপনিষৎ শাস্ত্রে যে কেবল জ্ঞানাঙ্গের উচ্চ কথা সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ নয়; পরব্রহ্মের উপাসনা এবং ঈশ্বরপ্রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ সকলও প্রকাশিত আছে। ঈশ্বর জীবের উপাস্য এ উপদেশ তাঁহারা বার বার দিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে ঈশ্বরকে পুত্র কলত্র, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে প্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, যাঁহারা উপাসনা তত্ত্বের উচ্চ অঙ্গ সকল সাধন করিয়াছিলেন, তাহারা সেই ধর্ম্মসাধনকে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন কেন? আমরা অদ্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া উপাসনামন্দিরে আসিয়া সমস্বরে পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতেছি, এবং কেবল তাহা নহে, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরন করিয়া আপামর সাধারণ সকলকে সেই ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাঁহারা যে কখনও এরূপে ধর্ম্মকে সামাজিক বস্তু করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা এরূপ প্রয়াস করেন নাই কেন? আর আমরাই বা করিতেছি কেন? যদি ধর্ম্ম সাধনের জন্য দলবদ্ধ না হওয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? আর একা বসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে কি উপাসনা হয় না, একা একা বিক্ষিপ্তভাবে ধর্ম্মসাধন করিলে কি ঈশ্বর তাহার ফলবিধান করেন না? তবে আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাস্থানে আসি কেন? কেহ কেহ সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিতেছেন কেন? আমাদের ধর্ম্ম সন্ন্যাসী, উদাসীন, অরণ্যচারী মুনির ধর্ম্ম হয় নাই কেন? এই প্রশ্ন করিলেই অনেকে হয়ত বলিবেন মনুষ্যের পক্ষে সমাজবদ্ধ হওয়া আবশ্যক নতুবা মনুষ্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। যদি আমরা সমাজবদ্ধ না হইব তবে আমাদের দয়া, প্রীতি, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি দেওয়া হইল কেন? ইত্যাদি। এসকল পুরাতন কথা, প্রাচীন যুক্তি; ইহা আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। প্রাচীন হইলেও ইহার মধ্যে অমরসত্য নিহিত আছে। আমি কিন্তু আর এক দিক্ দেখিতেছি। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি ঈশ্বর আমাদের হস্তে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহার অর্থ কি এই, যে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে একখানি হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে ধরিয়াছেন? তাহা নয়। ঈশ্বরের হস্তের একটু নিগূঢ় অর্থ আছে। ধর্ম্মসমাজের দ্বারা

প্রত্যেক উপাসকের আধ্যাত্মিকসম্বন্ধে কিরূপ উপকার, তাহা যদি অনুভব করিয়া দেখি, তাহা হইলে এই কথার অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইব। মানুষ যখন সরল প্রাণে, অকপটচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তখন যে পরিমাণে তাহার সরলতা ও ঐকান্তিকতা, সেই পরিমাণে সে ঈশ্বরের কৃপার আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তির আবির্ভাব হয়। এবিষয়ে প্রদীপের সহিত মানবাত্মার তুলনা হয়। এমন প্রদীপ নাই, যাহার শিখার চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করিয়া থাকে না। যে প্রদীপের শিখা যত সতেজ ও যত প্রবল তাহার চতুর্দ্দিকে তদনুরূপ বায়ুর গতি। যদি বিংশতিটী প্রদীপকে এই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সকল শিখা একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই মিলিত শিখাটী একটী প্রকাণ্ড মশাল বা তদপেক্ষা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হইবে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুর প্রবল আবর্ত্ত আপনারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। সেইরূপ আমরা দশজনে যখন দশস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের পূজা করি, এবং ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের কৃপা, শক্তি ও পবিত্রতার আবির্ভাব সে পরিমাণে লক্ষ্য করিতে পারি না, সেই দশ জন একত্র হইলে যেরূপ করিতে পারি। কোন ধর্ম্মসমাজ মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা ও শক্তির যখন এইরূপ আবির্ভাব হয়, তখন সেই কৃপা ও শক্তি পথপ্রদর্শকের ন্যায় হইয়া দুর্ব্বল অধিকারীদিগের আত্মাতে আশা, বিশ্বাস, বল ও আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে; অর্থাৎ সমগ্র ধর্ম্মসমাজটীর ধর্ম্মভাব যেন ঈশ্বরের হস্তস্বরূপ হইয়া দুর্ব্বল মানবের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যায়। আমি অনেকবার অনুভব করিয়াছি যে, আমি আমার ধর্ম্মবন্ধুদের ধর্ম্মভাবের জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিষ্মান হইতেছি। এই কারণে আমার ধর্ম্মবিশ্বাসসম্বন্ধীয় একটী প্রধান মত এই, যে যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকিব বা অন্য কোন কারণে বিপন্ন না হইব, ততক্ষণ পারতপক্ষে নিকটে উপাসনার স্থান থাকিলে তাহাতে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে যোগ দিতে ক্রটী করিব না। এমন অনেক সময় হইয়াছে, যখন সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা স্থানে গিয়াছি অথচ কোন উপকার বোধ হয় নাই; উপাসনা, সংগীত প্রভৃতি নিতান্ত প্রাণবিহীন ও নীরস হওয়াতে এক একবার এরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, উপাসনা স্থানে আশার ফল কি? কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ না করার ফল এই ফলিয়াছে যে, এক দিন দেখি হঠাৎ এরূপ ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইল, যে আমাদের হৃদয়ের অভাব পূর্ণ হইয়া গেল। এক দিন যেন বন্যার জল আসিয়া আমাদের খানা খন্দ পূর্ণ হইয়া গেল। যদি তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে ত সুদিনের দিন সে সুফল লাভ করিতে পারিতাম না। এই আধ্যাত্মিক যুক্তির জন্য ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সমাজের অঙ্গ হইয়া থাকা, আধ্যাত্মিক যোগে তোমাদের সহিত যুক্ত থাকা ও তোমাদের উপাসনা স্থানে উপস্থিত হওয়া আমার দুর্ব্বল আত্মার পরিত্রাণের পক্ষে আবশ্যক মনে করি। আমি যদি তোমাদের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করি তাহা হইলে ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ হস্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

এইত গেল দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার অনুকূল যুক্তি; ইহার প্রতিকূল যুক্তিও আছে এবং সে জন্য পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জনসমাজ মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে কয়েক প্রকার অপকার হয়, আমি একে একে সে গুলির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ সমাজমধ্যে থাকিয়া আমরা যখন ধর্ম্মসাধন করি, তখন সভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আর দশ জন লোকের মুখের প্রতি থাকে। আমরা কিরূপ ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি করিতেছি, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অপরে আমাদের ধর্ম্মোন্নতিসম্বন্ধে কি বলিতেছে এ চিন্তাও অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই রূপ অবস্থায় আত্মা বাস করিতে করিতে যদি অসাবধান হয়, তাহা হইলে আর এক প্রকার ভয়ানক ভ্রান্তিতে পতিত হয়। অবশেষে আমি ভক্ত হইলাম কি না এ চিন্তা অপেক্ষা লোকে আমাকে ভক্ত বলিল কি না, এই দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িয়া যায়। তখন লোকে যত্ন পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিতে থাকে, যাহা করিলে ভক্ত, সাধক, প্রেমিক, বিশ্বাসী প্রভৃতি নাম উপার্জ্জনের পক্ষে সাহায্য হয়। এরূপ লোক যদি হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকে তাহা হইলে ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবেশন, স্বপাক সাত্বিক আহার, প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বরে রত হইবে, যদি অন্য সমাজস্থিত হয়, তাঁহাদের ধার্ম্মিকদের সজ্জা পরিধান করিবে। এই বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা একবার জন্মিলে লোকের অন্তঃচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়। তাহারা বাহিরে এই অনুষ্ঠানগুলিকে ঈশ্বরের সেবাস্থানে আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখে এবং ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহা প্রায় এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথার মধ্যে হইয়া পড়িতেছে যে, যেখানে শত শত ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক, যেখানে যত আস্ফালন, সেখানে অন্তরে অন্তরে তত নীতিসম্বন্ধে দূষিতভাব।

সমাজের মধ্যে ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, সাধকেরা আদর্শহীন হইয়া যায়। আমি জগতের সাধু ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ, প্রেমের পথ ও পবিত্রতার পথই ইহকাল, পরকাল সকল কালের পক্ষে শ্রেষ্ঠপথ; কিন্তু আমি সর্ব্বদা কি দেখি? আমি দেখিতে পাই জগতে অসত্যাচরণ করিয়া লোকে আপাততঃ জয়যুক্ত হয়, অন্যায় ব্যবহারদ্বারা ধন মান উপার্জ্জন করিয়া সুখে থাকে, ক্ষমা ও প্রীতিপ্রদর্শন করিতে গেলে তাহাকেই অধিক পীড়ন করে, এবং নীচ ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অপবিত্র চরিত্র হইয়াও ধনে মানে দশজনের মধ্যে এক জন হইতে পারে। প্রতিদিন আমার বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধ ঘটনা দর্শন, অথচ পণ্ডিতদিগের উপদেশের প্রতি অটল আস্থা থাকিবে ইহা এক প্রকার দুর্ঘট। এই কারণে আমরা কখনও সত্য ব্যবহার করি, কিন্তু বিপদে পড়িলে সত্যের দ্বারা অসত্যকে পরাজিত করিতে না গিয়া সত্যদ্বারাই অসত্যকে পরাজিত করি-

বার প্রয়াস পাই, সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা না করিয়া অসাধুতা দ্বারাই অসাধুতাকে পরাজিত করিবার প্রয়াস পাই। সাধুরা বলিয়াছেন, শত্রুকে প্রীতি কর; জগৎ বলিয়া দেয়, কিন্তু সময় বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সাধুরা বলিয়াছেন সদা সম্পূর্ণ অখণ্ড সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জগত বলিয়া দেয় কিন্তু বিপদে পড়িলে সত্য গোপন বা অসত্য স্থাপনও চলিতে পারে। এই রূপ সকল বিষয়ে একটী "কিন্তু" আসিয়া চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে হীন করিয়া দেয়।

সমাজমধ্যে ধর্ম্মসাধনের তৃতীয় বিপদ এই যে, আমরা অজ্ঞাতসারে চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের অনেক প্রকার মানসিক ভাব ও ভ্রান্তি সংক্রামক রোগের ন্যায় উপার্জ্জন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। জাতিভেদ কিছু নয়, ইহাত অনেক দিন বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি প্রথম প্রথম একজন নীচশ্রেণীর লোক অন্ন জল লইয়া উপস্থিত হইলে যেন একটু সংকোচের ভাব উপস্থিত হইত, এই সংকোচের ভাবটী সমাজ হইতে সংক্রান্ত কুসংস্কারের ফল মাত্র; পত্নীর মুখ যদি দুই জন দশজন বা সহস্র জন লোকে দেখে তাহাতে লজ্জা পাইবার কিছু নাই, ইহা অনেকে যুক্তিতে বুঝিয়াছেন তথাপি তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিনীকে দশ জনের নিকট লইতে শঙ্কা হয়। ইহাও সমাজের সংক্রান্ত কুসংস্কারের ফল। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের ব্যবহার দেখিলেই এটী ধরা পড়ে। তাঁহাদের দেশে অবরোধ প্রথা কোন দিন নাই সুতরাং তাহাদের এরূপ সঙ্কোচের ভাবও নাই। উক্ত উভয় বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্মমত প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক কুসংস্কার, ও ভ্রান্তবিশ্বাস লাভ করিয়া থাকি। যে গুলি মনের সহিত এরূপ সংজে বর্দ্ধিত হয়, আত্মার প্রকৃতির সহিত এরূপ মিশিয়া থাকে যে সেগুলিকে আবিষ্কার করাই অনেক কঠিন হইয়া পড়ে।

দল বাঁধিয়া ধর্ম্মসাধনের চতুর্থ বিপদ এই যে, সত্যের অপেক্ষা নিজ দলের প্রতি অধিক প্রীতি জন্মিয়া যায়। তখন নিজ দলের মান রক্ষা বা গৌরব বৃদ্ধি করা এত প্রার্থনায় বিষয় হইয়া পড়ে, যে লোকে সে জন্য সত্যের অপলাপ বা অসত্যের ঘোষণা করিতে আর কুণ্ঠিত হয় না। একা একা থাকিলে সে ব্যক্তি যে কথা গোপন করিত না, কিম্বা যে কথা বলিত না, এখন তাহা গোপন করা বা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করে এবং বলিয়া কর্ত্তব্যপালন করিলাম বলিয়া বিবেচনা করে। অপরে কেহ যদি কোন মত বা কার্য্যের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া নিজ দলের অনুষ্ঠিত আচরণের পক্ষসমর্থনার্থ ব্যস্ত হয়। অসত্য সত্য বলিয়া জগতে প্রচার হইয়া যায়, ইহাতে তাহার প্রাণে তত লাগে না, নিজ দলের কোন ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে ইহা যত লাগে। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা উপনীত হন, তাঁহাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি?

পঞ্চমতঃ প্রণয় অতি পবিত্র বস্তু হইয়াও যেমন কোন কোন কলুষ হৃদয়ে ঈর্ষা ও হিংসার আকার ধারণ করে, তেমনি নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও চিন্তাহীন ব্যক্তিও দলাদলির চক্রে পড়িয়া গেলে তাঁহার নিজ দলানুরাগ অপর দলের প্রতি বিদ্বেষের আকার ধারণ করে। তখন তিনি অপর দলের অনিষ্টে আনন্দিত হইতে থাকেন, তাঁহাদের কোন কুৎসা পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে; বদ্ধপরিকর হইয়া সেই নিন্দা প্রচারে মহা উল্লাস উপস্থিত হয়, এবং সেই কথা যেমন মিষ্ট লাগে এমন আর কোন কথা মিষ্ট লাগে না। অপর দলের কোন হানি হইয়াছে শুনিলে প্রাণ পুলকিত হয় এবং লাভের সংবাদ শুনিলে চিত্ত কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়। দলাদলি সকল বিভাগেই হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মসমাজ মধ্যে স্বদলপ্রিয়তা উপস্থিত হইলে, আর একটী সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায়। ধর্ম্মদল সকল অনেক সময় হৃদয়স্থিত বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে ধর্ম্মোৎসাহ বলিয়া মনে করে। বিদ্বেষবশতঃ যে বৈরনির্যাতনস্পৃহার উদয় হইতেছে, তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, এবং এরূপ লোক ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য জ্ঞানে, স্বতঃপরতঃ বিপক্ষদলের হানির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার পথে ষষ্ঠ বিপদ এই যে, মনুষ্য নিজ দলের নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বলিদান দেয়। নিজ দলের মত ও রুচিকে ছাড়িয়া আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। যে চিন্তাটুকু নিজ দলের চিন্তার বিরুদ্ধ, সে টুকু হয় লুকাইয়া রাখে, না হয় অল্পে অল্পে তাহার গলে ফাঁসি দিয়া তাহাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করে। এইরূপ আপনার আত্মাকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পিটিয়া কোন প্রকারে নিজ দলের অনুরোধে, কোন পথকে সত্য জানিয়াও আচরণে সামর্থ পায় না, এবং কোন ব্যবহারকে নিষিদ্ধ জানিয়াও তাহা হইতে বিরত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বিপদ স্মরণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই ধর্ম্মপথ বাস্তবিক শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এত প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যিনি আপনার আত্মার প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত সাধুপুরুষ। আমাদের আত্মার কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য ধর্ম্মসমাজ চাই, অথচ এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া চাই। ইহার উপায় কি? পণ্ডিতেরা সে উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানকে মার্জ্জিত কর। ইহার অর্থ এই, ধর্ম্মপথকে কখনই বিশ্রাম বা নিশ্চিন্ততার পথ মনে করা উচিত নয়। অলস, চিন্তাহীন বা অর্দ্ধনিদ্রিত ভাবে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। পরিত্রাণের জন্য যেমন নির্জ্জন হইতে সজনে যাওয়া উচিত, ধর্ম্মরাজ্যের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য আবার সজনের মধ্যে নির্জ্জন হওয়া কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আত্মার দৃষ্টি সর্ব্বদা অন্তরের দিকে স্থির থাকা উচিত। এতদ্ভিন্ন যে সকল সাধু ব্যক্তির আত্মদর্শনের শক্তি আছে, বা সেই শক্তির উদ্রেক করিবার সামর্থ আছে, তাঁহাদের

গ্রন্থাদি পাঠ বা তাঁহাদের সহবাস করা কর্ত্তব্য। সুতীক্ষ্ণ, সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি ব্যতিরেকে চিন্তাবিহীন লোকের ধর্ম্মপথে নিরাপদে থাকা বড় কঠিন। এ পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়াছেন।

---

২৭ শে আশ্বিন ১৮০১ শক রবিবার।

পূর্ব্ববাঙ্গ'লা ব্রাহ্মসমাজ—বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ২২ শ্লোকঃ।

"নাহোরাত্রির্ন নভোন ভূমির্বাসীত্তমোজ্যোতিরভূন্নচার্য্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥"

যখন দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, দ্যুলোক ছিল না, ভূলোক ছিল না, অন্ধকার ছিল না, জ্যোতি ছিল না, কিছুই ছিল না; শ্রোত্রাদিদ্বারা কিম্বা বুদ্ধ্যাদি দ্বারা উপলভ্য এসব কোন পদার্থই ছিল না। কেবল এক মাত্র প্রধান পুরুষ পরব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেন।

উপনিষদে লিখিত আছে, "ইদং বা অগ্রে নৈবকিঞ্চদাসীৎ। সদেব সৌমোদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥"

"সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ॥"

ইহার পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, হে সৌম্য! কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি মহান্, অরহিত আত্মা, অজর অমর অমৃত অভয়।—

তিনি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সমস্তই সৃজন করিয়াছেন। যখন দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, আকাশে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রবৃন্দ ছিল না, অন্ধকারও ছিল না, আলোকও ছিল না, সে অবস্থা কি প্রকার তাহা চিন্তা করিয়াও বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম আপনিই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এ ভাব এ চিন্তা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। সেই জ্ঞানময় প্রধান পুরুষের ইচ্ছা হইল, তিনি সমস্তই সৃজন করিলেন।

প্রথমে তিনি মহত্তত্বের সৃজন করিলেন তাহা হইতে অহঙ্কার সৃজন করিলেন, সত্ব, রজ, তমো, এই ত্রিগুণ অহঙ্কারের প্রকৃতি। এই গুণত্রিতয় প্রধান তত্ব দ্বারা আবৃত। ঐ ত্রিভুবন হইতে সর্গতন্মাত্র, ভূতাদি পরমাযু সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ লক্ষণ আকাশকে সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র আকাশ ভূতাদি দ্বারা আবৃত হইল। আকাশ করিয়া পরস্পর্শতন্মাত্র সৃজন করিলেন। সেই স্পর্শ হইতে কেবল বায়ুকে সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র আকাশ স্পর্শমাত্র বায়ুকে আবরণ করিল। এই বায়ু হইতে সৃজনের পর রূপমাত্র সৃজন করিলেন। বায়ু হইতে জ্যোতির উৎপত্তি হইল, এই জ্যোতিরই রূপমাত্র গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ু রূপমাত্র জ্যোতিকে আবরণ করিল। জ্যোতি সৃজনের পর রসমাত্র সৃজন করিলেন। এই রসমাত্র হইতেই জলরাশির উৎপত্তি হইল। রূপমাত্র জ্যোতিঃ রসমাত্র জলরাশিকে আবরণ করিল। জলের পর গন্ধমাত্র সৃজন করিলেন; এই গন্ধমাত্র হইতেই ভূতসংঘাত পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত জড়পিণ্ডের সৃজন হইল। এই গন্ধমাত্র ভূতরাশি রসমাত্র জলরাশিতে আবৃত হইল।

নারিকেল ফলের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে ক্রমে উপরিভাগে কাঠিন্য লাভ করিল।

এইরূপে পৃথিবী শস্য ধারণের উপযুক্ত হইলে প্রথমে তাহাকে পর্ব্বতদ্বারা স্থিরীভূত ও বিচিত্র সম্পন্ন করিলেন। পরে বিবিধ তৃণ বনস্পতি বৃক্ষ লতা গুল্ম ওষধি প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে ফলে ফুলে খাদ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাহার পর কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি জল জন্তু, স্থলজন্তুদিগকে সৃজন করিলেন। যখন পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে মানবজাতির বাসোপযুক্ত হইল, তখন তিনি নরনারীকে সৃজন করিলেন। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে।

প্রথমে কত জন স্ত্রীপুরুষ সৃজন করিয়াছিলেন তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। অন্যান্য প্রাণীর যাহা প্রয়োজন পরমেশ্বর তাহা তাহাদিগের শরীরেই দান করিয়াছেন, যথা শীত নিবারণের জন্য লোম, উড়িবার জন্য পাখা এবং প্রয়োজন সাধনের জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান। কিন্তু মানবজাতিকে সেরূপে সৃজন করিলেন না। মানবের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কুরিত করিয়া রাখিলেন এবং স্বয়ং গুরু হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। মানব প্রথমে উলঙ্গ, শীত উপস্থিত হইল, কি করিবে জানে না; চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কে যেন তাহার প্রজ্ঞাতে বলিয়া দিলেন হে মানব! ঐ বল্কল, কিম্বা ঐ পশুর চর্ম্ম পরিধান কর। যখন বল্কলে হইল না, তখন ঈশ্বর কার্পাসের বৃক্ষ দেখাইয়া দিলেন এবং মাকড়সাকে তাহার সম্মুখে আনিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলেন কিরূপে বস্ত্রবয়ন করিতে হয়। মানব বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিল। ক্ষুধার সময় ঈশ্বর প্রাথমিক মনুষ্যকে বন্যফল মূল ও পশুমাংস দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইলে ধান্য, গোধূম প্রভৃতি দেখাইয়া দিলেন। মানব প্রথমে সন্তরণদ্বারা নদীপার হইত, পরে ভেলা করিল, তাহার পর ছোট ডোঙ্গা নৌকা ক্রমে ক্রমে বড় বড় নৌকা ও জাহাজ প্রভৃতি রচিত হইল। এইরূপ মনুষ্য সৃষ্ট বস্তুর তত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইল, পরমেশ্বর তাহার প্রজ্ঞাতে জ্ঞান বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রকাশ করিলেন। পীড়া হইল মনুষ্য প্রজ্ঞাতে ঈশ্বরের উপদেশ পাইয়া ঔষধ আবিষ্কার করিল। মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পুরুষকে পূজা করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ব্যাকুল হইল, পরমেশ্বর মানবের বিবেকে স্বীয় মহান্ ভাব ও অনন্ত ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রথমে স্বীয় ভ্রমে ক্ষুদ্র বস্তুকে মহান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পরে বিবেকের নিকট এবং প্রজ্ঞার মধ্যে ক্রমেই সত্য লাভ করিয়া মোহ অজ্ঞানতাও অসভ্যতা হইতে মুক্ত হইল; অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইল। আদিকাল

হইতে ঈশ্বর মনুষ্যকে শিক্ষা দান করিতেছেন। মনুষ্য তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে চাহিলেই তিনি শিক্ষা দান করেন।

এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা আধুনিক পঞ্চাশ বৎসরের নহে। ইহা মনুষ্যের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম; যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। ইহাকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি। ভারতবর্ষে এ ধর্ম্ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেহ নূতন প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়কে এ ধর্ম্মের প্রকাশক বলা যায় না। তিনি এ ধর্ম্মের এক জন প্রচারক মাত্র। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ বিবেকের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল সত্য লাভ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই রামমোহন রায় পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন নূতন সত্য আবিষ্কার হয় নাই। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ জেন্দাভেস্তা প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু একটীও নূতন সত্য আবিস্কৃত হয় নাই। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের বিবেক ও প্রজ্ঞাতেই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই মনুষ্যের একমাত্র গুরু। মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট যে সকল সত্য শিক্ষা করেন, তাহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য অসত্য, বিদ্যা অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ উভয়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এজন্য উপনিষদে লিখিত আছে অপর ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথপরাযয়া তদক্ষরামধিগম্যতে।"

ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমস্ত অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহাদ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ বিবেকের মধ্যে যে সকল ঐশ্বরিক সত্য লাভ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, প্রভৃতি নামে অভিহিত। তবে তাহা অসত্য কেন? না সে সমস্ত গ্রন্থে সত্য অসত্য, বিদ্যা অবিদ্যা শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ উভয় আছে। এ জন্য সে সমস্তকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা যায় না। এইরূপ কোরাণ, বাইবেলেও সত্য অসত্য উভয়ই আছে। মনুষ্য পরিমিত; সে সমস্ত জ্ঞান, ঈশ্বরের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া স্বীয় হৃদয়ের পরিমিততা প্রযুক্ত সত্যের সহিত অসত্য, বিদ্যার সহিত অবিদ্যা প্রবেশ করাইয়া থাকে।

অতএব কোন মনুষ্যকে গুরু বলা উচিত নহে। গুরু কেবল একমাত্র ঈশ্বর। যে মনুষ্য যে পরিমাণের নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিব। কিন্তু হৃদয়ের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিব না। মনুষ্য সহস্র উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু ঈশ্বর শিক্ষা না দিলে মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; এজন্য দেখা যায় অনেকে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। হৃদিস্থ হৃষিকেশ শিক্ষা না দিলে মনুষ্য এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজে নূতন সত্য আবিষ্কার না হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। অতএব প্রত্যেক নর নারী নূতন সত্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট আকুল মনে প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা নূতন সত্য লাভ করিব। নূতন সত্য পাইলে ব্রাহ্মসমাজ শান্তি নিকেতন হইবে, বিবাদ বিষবাদ চলিয়া যাইবে। আর দলাদলি, গালাগালি, থাকিবে না। হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! হে ব্রাহ্মিকাভগ্নীগণ! যত দিন আপনারা প্রত্যেকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরের নিকট নূতন সত্য লাভ না করিবেন ততদিন আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন না। তপস্যা ভিন্ন ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত যোগ হয় না। কেবল বহির্বিষয় লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে কেন? একবার অন্তর পথে প্রবেশ করিয়া রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনের তলে উপবেশন করুন দেখিবেন, হৃদয় স্বর্গের ভাব ধারণ করিবে। হিংসা দ্বেষ থাকিবে না। অহঙ্কার, যশোলিপ্সা, অসত্য প্রতারণা, আত্ম পূজা, কাম ক্রোধ লোভ মোহের পরাক্রম এই সমস্ত মহাপাপ অন্তর হইতে পলায়ন করিবে। পরম গুরু পরমেশ্বরের নিকট একটীও সত্য লাভ করিলে আর জীবনে দুর্গতি থাকে না। ঈশ্বর যে সকল সত্য একবার কোন হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সত্য লইয়া যদি বল আমি ঈশ্বরের নিকট নূতন সত্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে তুমি ভয়ানকরূপে স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছ এবং প্রতারিত করিতেছ। "অনন্ত ঈশ্বর একবার যে সত্য প্রকাশ করেন তাহা আর দ্বিতীয় বার প্রকাশ করিতে হয় না। অতএব শরীর মন পবিত্র কর ভক্তি ভাবে নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের নিকট সত্য ভিক্ষা কর, নিশ্চয়ই নূতন সত্য পাইবে, জগতের জন্য যখন যে নূতন সত্য প্রয়োজন তিনি তখনই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। এখন সেই সময় উপস্থিত। কারণ পুরাতন সত্য সমূহে আমাদিগের অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে না। ঈশ্বর নানা উপায়ে সত্য শিক্ষা দেন। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র মণ্ডলে বৃক্ষ লতা ঔষধ বনস্পতিগণ নদী পর্ব্বত পশু পক্ষি, সাগর ইহার প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যদিয়া শিষ্যের বিবেকে সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব যখন যাহার মধ্যদিয়া সত্য শিক্ষা করিবে তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে।

পরমেশ্বর মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিশ্রাম করেন না। সর্ব্বদাই সকলের হিতের জন্য ব্যস্ত। অতএব সম্পূর্ণ তাঁহাকেই গুরু বলিয়া সম্বোধন কর, অভ্রান্ত অদ্বিতীয় জগদ্গুরুর পবিত্র মঙ্গলচরণে ভক্তিভাবে বার বার প্রণাম কর।

আর্য্যঋষি মুনি প্রভৃতি সত্যের আবিষ্কারক মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অভিবাদন কর। কিন্তু তাহাকেও গুরুপদে অভিষিক্ত করিও না। অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে স্কন্ধে লইয়া উভয়েই কূপে পতিত হয়, ভ্রান্ত মনুষ্য মনুষ্যের গুরু হইলে উভয়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়। যিনি আদিকাল হইতে মানবজাতিকে সত্য শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই মানবের চির গুরু তাঁহার চরণে অবনত মস্তকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

সংসারের সেবায়—তোমার পবিত্রধর্ম্মের অভাবে দেখ আমার জীবন কি হইয়াছে; আমার হৃদয়ে বল নাই,—সদ্ভাব নাই, জীবন অসার, সৌন্দর্য্যশূন্য, সুখশূন্য। প্রভু! আমাকে তোমার পথে আন। আমাকে বলীয়ান কর। সেদিন শীঘ্র আন যে দিন আমার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের আধার হইবে, স্বর্গীয় সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইবে, তোমার সেবায় আমার সমস্ত জীবন ডুবিয়া যাইবে।

তুমি কি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার দুঃখ যন্ত্রণা ও সংগ্রাম দেখিতেছ? হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর, যেন তোমার প্রেমের আলোকে সকল দেখিতে পাই। দীননাথ! যখন তোমার নিকটে আসি তখন হৃদয় বিগলিত হয়; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটী সহানুভূতির ও শান্তির রশ্মি দেখিতে পাই। প্রভু, তুমি কি এই রূপে আমাকে শান্তি দিতে চাও? আমার দুঃখের অবসান হইবে, না তুমি দুঃখ দ্বারাই আমাকে সবল করিবে।

এই মলিন জীবন লইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার ভিতরে সৌন্দর্য্য নাই, বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, অতি মলিন আর সহ্য হয় না। হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া দাও, চিরপ্রেমিক করিয়া রাখ। প্রেমের জন্য যদি জীবন যায় তাহাও ভাল, তথাপি আমি শুষ্ক কঠিন শ্রীহীন হইয়া থাকিতে পারি না; দীনবন্ধু! আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব হউক; অনন্ত প্রেমের তৃষ্ণা আমার হৃদয়ে আনিয়া দাও, তোমার স্বর্গীয় বিধি এজীবনে পূর্ণ হউক।

সৎ সংকল্পের চিরসহায় ও সত্যের চিরআশ্রয় পরমেশ্বর! তোমার ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া আমরা কি লক্ষ্য বিস্মৃত হইলাম, আমরা কি সত্যের জয় পরাজয় অপেক্ষা নিজ নিজ দলের জয় পরাজয় লইয়া অধিক ব্যস্ত হইলাম, প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণতার প্রচার বিস্মৃত হইয়া কি কেবল প্রচারের আড়ম্বর ও জাঁক জমকদ্বারা লোকদিগকে চকিত করাই কি প্রার্থনীয় মনে করিলাম! তুমি আমাদের অন্ধবুদ্ধির পক্ষে আলোক হও এবং আমাদিগকে এই মহাভ্রম হইতে রক্ষা কর। হে বিধাতা, জয় যদি কাহারও হওয়া আবশ্যক হয়, তবে তোমার জয় হউক। ভ্রান্তিবশতঃ যাঁহারা অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি সুপথে আনয়ন কর এবং তাঁহাদের প্রচারিত অসত্য সকলকে পরাজিত করিয়া সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত কর।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৫ই মাঘ, রবিবার, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে। ব্রাহ্মগণ ও অপর সাধারণ সকলে যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হইবেন।

সভার কার্য্য প্রণালী।

১। সঙ্গীত।

২। সভাপতি নিয়োগ।

৩। সভার উদ্দেশ্য বর্ণন। রাজা রামমোহন রায়কে সাধারণ ভূমি করিয়া ব্রাহ্মগণের সম্মিলনবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

৪। রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি ও মহত্ত্ব বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

৫। রাজা রামমোহন রায়ের কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন উদ্দেশ্যে দেশস্থ সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকের নিকটে গিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা একটি সর্ব্বসাধারণের সভা আহ্বান করাইবার জন্য, কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিবার প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পোষক—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

৬। সঙ্গীত।

সভাভঙ্গ হইলে ব্রাহ্মগণ আদিব্রাহ্মসমাজে গিয়া সমস্বরে "জয়দেব জয়দেব" এই বন্দনা গান করিবেন।

নিম্নপ্রকাশিত পরিবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে।

৫ই মাঘ, রবিবার; রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা ও সায়ংকালীন উপাসনা।

৬ই মাঘ, সোমবার; বালকদিগের সভা।

৭ই মাঘ, মঙ্গলবার; থিইষ্টিক সোসাইটি।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংরেজী বক্তৃতা)

৮ই মাঘ, বুধবার; ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গ নারী সমাজ।

৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা।

১০ই মাঘ, শুক্রবার; ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজের উৎসব।

(বাবু আনন্দমোহন বসুর ইংরেজী বক্তৃতা)

১১ই মাঘ, শনিবার; সমস্তদিনব্যাপীউৎসব; প্রচারক নিয়োগ, এবং প্রচারকগণ ও অপরাপর ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।

১২ই মাঘ, রবিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা। (সভাপতির বক্তৃতা) প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে উপাসনা।

১৩ই মাঘ, সোমবার; কথোপকথন ও প্রীতিভোজন।

১৯ মাঘ, রবিবার; উদ্যানে উপাসনা।

বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহের পদ্ধতি তত্ত্বকৌমুদীতে

প্রকাশ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার স্থানাভাব। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে এক খানি প্রেরিতপত্র দেখিতে পাইবেন। বাবু ভগবতীচরণ দেও এসম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি অন্য এক বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও যাহা বক্তব্য আছে, আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিগত ১লা পৌষের পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজ" স্তম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহ যে প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উক্ত প্রণালীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, ভরসা করি আপনার পত্রিকায় স্থান পাইতে পারিব। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি কয়েকটী প্রণয়ণ করেন; তাহার মধ্যে যে বিবাহানুষ্ঠান প্রণালী আছে, তাহাকেই কিছু সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া কেশব বাবু নিজ সমাজের বিবাহানুষ্ঠান পদ্ধতি করেন। কিন্তু অদ্যাপি ব্রাহ্ম সাধারণের সর্ব্ববাদীসম্মত কোনও প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণীত হয় নাই, সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক চিন্তাশীল ব্রাহ্ম এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিবাহপ্রণালীসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ও অভিরুচি প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঐ গুলিকে সংগৃহীত করিয়া একটী অভিনবপ্রণালী প্রণয়ন করেন, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

প্রথমতঃ। বিবাহ প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দেশে হিন্দুসমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় থাকার কারণ এই যে, সংস্কৃত এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাষা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে দুই একটী স্তোত্র পাঠ ভিন্ন, উদ্বোধন, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, উপদেশ বক্তৃতা প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালায় হইয়া থাকে। অবশ্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই রূপ লিখিতেছি। অতএব উপাসনা গৃহেও ধর্ম্মালোচনায় যে যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ভাষায় ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি সকল প্রণীত হইলে দোষ কি?

দ্বিতীয়তঃ। পুণ্যাহ, ঋদ্ধি স্বস্তি বলিবার, অর্ঘাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবার, এবং স্ত্রীআচারের প্রয়োজন কি? আর ব্রাহ্ম বিবাহে কি প্রকার স্ত্রীআচার হইয়া থাকে? আমার বোধ হয় এগুলি কেবল প্রণালীর আতিশয্য।

তৃতীয়তঃ। কন্যাভারার্পণের কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; প্রত্যুত এটী একটী কুসংস্কার জড়িতভাব বলিয়া বোধ হয়। যে কন্যা অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ে বরের সমান অধিকার লইতেছেন; অর্থাৎ যিনি সভাস্থলে প্রকাশ করিতেছেন, অমুককে আপনার পতি রূপে বরণ করিতে "প্রস্তুত হইয়াছি" "সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি" "ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞান ভোগে আমি ইহাঁকে অতিক্রম করিব না" এবং "আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করিলাম" তাঁহার আবার "ভারগ্রহণ" কিরূপ? বর যেমন "প্রস্তুত হইয়া" ধর্ম্ম ইত্যাদিতে অতিক্রম না করিয়া" প্রতিজ্ঞা করিয়া, এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক "তাঁহাকে" "বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ" করিতেছেন; তিনিও ঠিক সেই প্রকারে বরকে "বৈধপতি রূপে গ্রহণ" করিতেছেন। তবে কে কাহার ভার লইবেন? যদি বরকে কন্যার ভার লইতে বাধ্য করা হয়, তবে কন্যাকেও বরের ভার লইতে বাধ্য করা উচিত। সমান অধিকার প্রাপ্ত এক ব্যক্তি অপরের ভার লইতে পারেন না। শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতের শিক্ষার ভার, ধনী ব্যক্তি নির্ধনের ভরণপোষণের ভার, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর লালনপালনের ভার লইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ সমান অধিকার প্রাপ্ত বর কন্যার কি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ভারার্পণ হাস্যজনক ও অর্থহীন।

চতুর্থতঃ। বর ও কন্যাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান হইয়াছে যে, "ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে, ও ভোগে" তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। "অর্থে ও ভোগে" অতিক্রম না করিতে পারেন, কিন্তু "ধর্ম্মে" ও "জ্ঞানে" কেহ কাহাকে অতিক্রম করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা কি কেহ পালন করিতে পারেন? নানা কারণবশতঃ একের ধর্ম্মভাব, কি জ্ঞানার্জ্জন অপরাপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন নাই, অতএব এপ্রকার অর্থহীন প্রতিজ্ঞা করাইবার প্রয়োজন কি? প্রত্যুত ইহা দূষ্য ও পাপাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চমতঃ। একটী সার্দ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার কি এপ্রকার মানসিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ হইয়াছে যে, তিনি আপনার ভাবী জীবনের জন্য কতকগুলি অতি গুরুতর অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ হন, এবং একটী পুরুষকে নিজ বৈধপতিরূপে অর্চ্চনা ও গ্রহন করিতে পারেন? মানসিক শক্তি বিকাশের কালসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত প্রকার প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ষোড়শ বর্ষই ন্যূনকল্প সময় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশবর্ষের পূর্ব্বে ঐ কাল আরম্ভ হইবার প্রমাণ কচিৎ দৃষ্ট হয়। সুতরাং একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান, ও পতিনির্ব্বাচনের ভার দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। যাহার হিতাহিত জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় নাই, তাহার যে এমন একটী গুরুতর বিষয়ে স্বীয় নির্ব্বাচন শক্তিরও সম্যক্ বিকাশ হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং এরূপ অবস্থাপন্না কন্যাকে "পতিরূপে বরন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি," "সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি" ও "আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ইত্যাদি" অঙ্গীকার ও অনুমোদন সূচক বাক্যগুলি পিতা মাতা বা বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে বলান কি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য? প্রত্যুত ১৪ বৎসরের ৬ মাস নূন বা ৬

মাস অধিক বয়স, এই উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য। ব্রাহ্মগণ যদি আপনাদের কন্যাগণকে স্বাধীনভাবে বর নির্ব্বাচন ও বরণ করিবার অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে অন্যূন ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাগণের বিবাহকামনা পরিত্যাগ করুন; এবং এই কালের মধ্যে যাহাতে তাহাদের মানসিক শক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ বিকাশ ও সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হউন। বিবাহই পার্থিব জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অনুষ্ঠান, অতএব ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠানের কি প্রকার প্রণালী প্রচলিত হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

দারজিলিং।
১৩ ই পৌষ ১২৮৬। } শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে। ইতি।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২॥৵ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴
বার্ষিক রিপোর্ট	৷৵০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৷৵০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৷৵০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & evening meditations	৷৵০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, December 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

কোন বন্ধুর চরিত্র কলঙ্কিত দেখিলে আমাদের কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা যে শোচনীয় ইহাই প্রকাশ পায়। সচরাচর কি করা হয়? যখনই কোন বন্ধুর চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হয়, অমনি তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা আরম্ভ হয়। অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ চলিতে থাকে, অথচ কেহ সাহস করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাকে তাঁহার দোষের কথা বলিয়া উহা সংশোধন করিবার উপদেশ দিতে অগ্রসর হন না। ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও নীচ ব্যবহার তাহা কে না বুঝে, অথচ অনেকেই এই প্রকার করিয়া থাকেন। এই প্রকার জঘন্য ব্যবহার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব থাকিলে কখনই এ প্রকার ঘটিতে পারে না। দোষী,—অপরাধী ব্যক্তিকে কৃপা-পাত্র বোধে তাহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলে কখনই এমন হয় না। সূর্য্য চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে দেশের লোক আহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেবারধানায় প্রবৃত্ত হয়, এবং গ্রহণ মুক্তি হইলে স্নান করিয়া আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে করে। কোন ভ্রাতা পাপরাহুগ্রস্ত হইলে তদনুরূপ কার্য্য করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত তিনি পাপমুক্ত না হন ততদিন আমাদের কখনই উদাসীন থাকা বিধেয় নহে, তাঁহার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব, এবং তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক দেখিলে পর আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত জ্ঞান করিব।

হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস হইতেই কবিতার জন্ম হয় সকলেই জানেন। কবি কোন ঘটনা বা পদার্থ দেখিলেন, অপর শত শত ব্যক্তিও তাহা দেখিল কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা তাঁহার মনে হঠাৎ এক প্রকার ভাব ও চিন্তার উদয় করিয়া দিল। সেই ভাবের ভারে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; সেই ভাব স্রোত তাঁহার সমুদায় চিত্ত ক্ষেত্রকে যেন ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; চিন্তা সকল সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া উদিত হইতে লাগিল; কল্পনা সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া নানাবিধ ছবি উপস্থিত করিতে লাগিল। অবশেষে কবি কাগজ কলম লইলেন, শব্দ সকল সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে বসিতে লাগিল, চিন্তা সকল স্বীয় শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল; কল্পনা নিজ মনোহর চিত্র সকল বিস্তার করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে একটী অতি সুন্দর ও মনোহর পদ্য রচিত হইল। কিন্তু আর এক প্রকারেও কবিতা রচিত হইয়া থাকে। মনে কর কোন বিষয়ে একটী পদ্য লিখিবার ইচ্ছা করিতেছি, হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই। কাগজ কলম লইলাম, নির্জ্জনে বসিলাম, অঙ্গুলি দংশন আরম্ভ করিলাম, চিন্তা ও কল্পনাকে সুন্দর সুন্দর রঙ্গ আনিতে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ গেল। প্রথম দশ পঁক্তি হয়ত কেবল চতুর্দ্দশাক্ষর যোজনা মাত্র হইল, কিন্তু দশ পঁক্তি শেষ না হইতে হইতে হঠাৎ হৃদয়ের কোন নিভৃত দ্বার খুলিয়া যেন ভাবস্রোত হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। ফ্রাঙ্কলিন রেশম নির্ম্মিত ঘুড়ী তুলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেমন বিদ্যুতের শিখা নামিয়া আসিয়াছিল সেইরূপ মনের সূত্র ধরিয়া স্বর্গীয় অগ্নির শিখা যেন মনের মধ্যে পতিত হইল। অমনি লেখনী নৃত্য নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইল, চিন্তা ইন্দ্রজালিকের ন্যায় নিজ কন্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সত্য বাহির করিয়া দিতে লাগিল। কল্পনা সরোবরের পদ্ম, রমণীর চক্ষু, আকাশের তারা, সমুদ্রের ফেণা সব একত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর মনোহর কবিতা লিখিত হইল।

কোন কবি যদি এরূপ বলেন,—যখন আপনাআপনি ভাবোচ্ছ্বাস হইবে তখনই লেখনী ধারণ করিব; অগ্রে ভাবোচ্ছ্বাস তৎপরে কাব্য তাহা হইলে তাঁহাকে কাব্য রচনার আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস কবে হইবে, কখন হইবে, কিরূপে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ম এই, তিনি লেখনী ধারণ করিয়া উপবেশন করুন, চিন্তা ও কল্পনাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন ভাবের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িবে। পূর্ব্বোক্ত কবির ন্যায় অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিও মধ্যে মধ্যে এক প্রকার ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা সচরাচর বলিয়া থাকেন অগ্রে ঈশ্বর প্রীতি পরে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। অগ্রে ঘোড়া পশ্চাতে গাড়ি। অগ্রে গাড়ি পশ্চাতে ঘোড়া এরূপ নিয়ম কোথাও নাই। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে কি কথা

বলে? আমরা কি এরূপ কখনও দেখি নাই যে রুক্ষ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন হইয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করা গেল, প্রথম প্রথম তত তৃপ্তি বা আনন্দ সম্ভোগ করা গেল না, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ও ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ হৃদয়ের কোন দ্বার খুলিয়া ভক্তিস্রোত হৃদয়কে সক্ত করিয়া ফেলিল।

উৎসব।

এখনও আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবের শেষ হয় নাই; এখনও উৎসবের তরঙ্গ আমাদের হৃদয় মনকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। এই মহোৎসবের প্রকৃত ব্যবহার জানিলে ইহা হইতে আমরা আশ্চর্য্য উপকার লাভ করিতে পারি। আমাদের উৎসব বাহিরের নহে, অন্তরের। বাহিরে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অন্তরের ভাবের প্রকাশ মাত্র। কেবল বাহ্যাড়ম্বর যে উৎসবের সর্ব্বস্ব, তাহার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। ব্রাহ্মের উৎসবও আধ্যাত্মিক উৎসব। আমরা পুষ্পপত্রে আলোকমালায় আমাদের গৃহ সজ্জিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তরেই উৎসবের প্রকৃত স্থান। পরমেশ্বরই উৎসব করিবার বিষয়। তাঁহাকে লইয়াই উৎসব। যিনি এই কথাটি না বুঝিলেন, তিনি উৎসবের কিছুই বুঝিলেন না, যিনি কেবল বাহিরের আমোদেই বদ্ধ থাকিলেন, তাঁহার পক্ষে মাঘোৎসব বৃথা হইল। সেই জন্য আমরা মাঘোৎসবকে যার পর নাই গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করি। যে গুরুতা কিছুতেই দূর হয় নাই তাহা মাঘোৎসবে হইবে, যে নিরাশ আত্মা কিছুতেই আশা পায় নাই, সে মাঘোৎসবে আশা পাইবে, যাহার হৃদয়ের গভীর দুঃখ আর কিছুতেই নিবারণ হয় নাই, সে মাঘোৎসবে সান্ত্বনা পাইবে, যে আপনার পাপ প্রবৃত্তিকে সংযম করিবার বল আর কিছুতেই লাভ করিতে পারে নাই, সে মাঘোৎসবে তাহা লাভ করিবে, এই আমাদের আশা, এই আমাদের কামনা। যিনি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া এই মহোৎসবে যোগ দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য মঙ্গল লাভ করিবেন। এই উৎসব ব্রাহ্ম মাত্রেরই পক্ষে শুভ দিন, আনন্দের দিন। কিন্তু যিনি সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন জন্য শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয়ের প্রিয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে লেশ মাত্র ত্রুটি করেন নাই; যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় স্বজনের তিরস্কার, বন্ধুগণের অবমাননা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি পৌত্তলিক সমাজ হইতে দূরীভূত হইলেন, অথচ আপনার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকে ছাড়িলেন না, যিনি ভগবানের আদেশে লোক নিন্দা, অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান উৎসব যেমন আনন্দের ব্যাপার, এমন আর কাহারও পক্ষে নহে। কৃপাসিন্ধু উৎসবের দরবারে তাঁহার কর্ত্তব্যশীল অনুগত পুত্রকে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। ধূলিমুষ্টি ত্যাগ কর, স্বর্ণমুষ্টি পাইবে; সংসারের সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতা খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হও, অমূল্য চির সম্পত্তি লাভ করিবে। উৎসব ক্ষেত্রে কৃপাময় ঈশ্বর কল্পতরু হইয়া ধন রত্ন বিতরণ করিতেছেন। যে ভিক্ষুক বেশে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকেই দয়াময় দয়া করিবেন। এখানে দরিদ্রের বড় আদর। আমাদের ঈশ্বর গরিব দুঃখীকে যেমন ভাল বাসেন এমন আর কে ভাল বাসিতে পারে? আমরা বড় গরিব; পৃথিবীর ধনীদের দ্বারে আমাদের আদর নাই। কিন্তু যাঁর মত ধনী জগৎসংসারে আর কেহ নাই, তিনি নিজ হস্তে কাঙ্গালের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। এস ভাই সকলে আমরা তাঁহার চরণে কাঁদিয়া পড়ি, সকল দুঃখ নিবারণ হইবে, চিরদরিদ্রতা দূরে যাইবে।

মাঘোৎসবে ব্রাহ্ম মাত্রেরই অতুল আনন্দ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের বিশেষ আনন্দ। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা তাঁহাদের নূতন উপাসনা মন্দিরে উৎসব করিতেছেন। তাঁহারা অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইয়া এত দিন পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন; কৃপাসিন্ধু তাহাদিগকে মস্তক রাখিবার স্থান দিলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা কোথায়! তাঁহারা নূতন গৃহে আনন্দে আনন্দময়কে ডাকিতেছেন। কে ভাবিয়াছিল যে এত অল্প দিনের মধ্যে আমরা নূতন গৃহে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইব? কে ভাবিয়াছিল আমরা দরিদ্র অসহায় হইয়া এক বৎসর কাল মধ্যেই আমাদের উপাসনালয়ের চতুঃপ্রাচীর সংগঠন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইব? আমাদের মধ্যে অনেকে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু মনুষ্যের নিকট যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের নিকট তাহা সম্ভব। তাঁহার কৃপায় সকলই হয়। ধন্য দয়াময়! ধন্য অসহায়ের [illegible] ঈশ্বর! তোমার কর্ম্ম তুমি করিতেছ আমরা [illegible] অন্ধ হইয়া বলি, "আমি করিতেছি"। তুমি উৎসবের [illegible] সকল ভাই ভগিনীকে প্রদান কর। আমরা সকলে কৃ[illegible] হই।

ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের যোগ।

ব্রাহ্মসমাজের এমন এক দিন ছিল যখন দশজন ব্রাহ্ম দশদিক হইতে উপাসনার্থ সপ্তাহান্তে সম্মিলিত হইতেন এবং উপাসনা শেষ হইলেই আবার দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেন। একস্থানে সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করিতে আসা ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন প্রকার বন্ধন বা সম্বন্ধ ছিল না। অনেক সময় দশ মাসেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত আলাপ হইত না, কোন প্রকার পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইবার ইচ্ছাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই,

সে চিন্তাও তাঁহাদের মনে ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে স্বীয় স্বীয় কুলাগত প্রথার অনুবর্ত্তন করিতেন; সকল প্রকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক রীতি অনুসারেই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই আর এক প্রকার ভাব ধারণ করিতেছে, এখন ব্রাহ্মসমাজ বলিলে এরূপ অসম্বদ্ধ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি বুঝায় না। আমরা এক্ষণে আদান প্রদানাদি দ্বারা পরস্পরের সহিত নানা প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেছি; রক্তের সংস্রব দ্বারা পরস্পরের নিকটস্থ হইতেছি; আমরা সকল প্রকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, এবং অনেকাংশে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর যোগে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছি।

এখন প্রশ্ন এই, এ যোগ কি প্রকার? আমরা জড় জগতে সচরাচর তিন প্রকার যোগ দেখিতে পাই। প্রথম সূত্রধর যখন বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডকে করাত করিয়া দ্বিভাগ করে তখন সেই অর্দ্ধবিভক্ত বৃহৎ কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে কখনও এক খণ্ড কখনও বা দুই খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপে প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডকে সংস্কৃতে কীলক বলে। আমরা এইরূপে প্রবিষ্ট কীলকদ্বয়ের কেমন ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাই। নাড়া দি দুইখানি এক সঙ্গে নড়ে, টানিতে যাই দুইখানি এক সঙ্গে উঠে, বসাইয়া দিই দুইখানি একসঙ্গে বসে বোধ হয় সেই দুইখানি মিলিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে। এই এক প্রকার যোগ। গৃহনির্ম্মাণের সময় ইষ্টকে ইষ্টকে আর একটী তৃতীয় পদার্থের দ্বারা যখন যোড়া দেওয়া যায় তখন আর এক প্রকার যোগ। ভগ্ন করি দুইখানি এক সঙ্গে ভগ্ন হয়, টানিয়া ফেলি দুইখানি একসঙ্গে পতিত হয়; যেন দুইখানি ইট এক হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার যোগ আছে, পাষানের পরমাণুতে পরমাণুতে যে যোগ। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে সকল পরমাণু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন আছে, কেন্দ্রের দিকে তাহাদের যত গতি হয় ততই তাহাদের বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাকে। সুতরাং এক কেন্দ্রের দিকে গতি নিবন্ধন যে যোগ তাহা তৃতীয় প্রকার যোগ। এখন বিবেচনা করা যাউক এই সকল যোগের মধ্যে প্রভেদ কি? কীলকদ্বয়ের যে যোগ তাহা নিতান্ত ক্ষণিক। সে দুইখণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে এমন কিছু নাই যদ্দারা তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ রাখে, তবে যে তাহারা একত্র সম্বদ্ধ আছে তাহা কেবল বাহিরের পদার্থের বলে, সে বল দূর কর অমনি দুইখণ্ড কাষ্ঠ দুইদিকে পতিত হইবে। মনুষ্য সমাজ মধ্যেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য কারণবশতঃ এক প্রকার ক্ষণিক ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইতে পারে। মনে কর কোন গ্রাম যদি হঠাৎ সৈন্যদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই। আমরা দেখি যে সেই প্রবল শত্রুর ভয়ে এক গ্রামের লোক এক প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হয়, এক প্রাঙ্গণের লোক এক গৃহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই ঘরে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ স্ত্রীলোক, ধনী দরিদ্র সকলেই প্রাণ ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহাদের শত্রুতা থাকে না, জাতিবৈর থাকে না, ধনের অভিমান থাকে না। কেমন বন্ধুতা, কেমন যোগ। কিন্তু এই যোগের অসারতা কখন প্রমাণিত হয়? যখন শত্রুদল চলিয়া যায় বা পরাজিত হয় তখন ঘরের লোক প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়ে, প্রাঙ্গণের লোক আবার সমগ্র গ্রামে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তাহাদের ক্ষণিক বন্ধুতা পুনরায় শত্রুতাতে পরিণত হয়, তাহারা পুনরায় স্বীয় স্বীয় পদ, জাতি ধনমান প্রভৃতি লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে। দ্বিতীয় প্রকার যে যোগ, তাহাও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট নয়। দুইখানি ইট যখন একটী তৃতীয় বস্তু দ্বারা গ্রথিত হয় তখনকার যোগ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং স্থায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে তৃতীয় বস্তু ইষ্টকদ্বয়ের অন্তরের কোন পদার্থ নহে, সুতরাং ইষ্টকদ্বয়ের বিভিন্নতা তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশিত থাকে এবং একটু প্রবল ভাবে আঘাত করিলে দুইখানিকে স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়। সেইরূপ জনসমাজেও কখন কখন একটী দেশহিতকর লক্ষ্য ধরিয়া কতকগুলি পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়া থাকে। অন্ধ ও আতুরদিগের নিমিত্ত অনাথ নিবাস করিতে হইবে, দরিদ্র ও নিরন্ন ব্যক্তির সাহায্যের উপায় করিতে হইবে, ইত্যাদি লক্ষ্য ধরিয়া অনেক সভা হইয়া থাকে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক একত্র মিশিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল মাত্র পরোপকার মানসে যে বন্ধন হয়, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের নিজের প্রাণের টান থাকিবার বিশেষ কারণ নাই সে বন্ধন আশানুরূপ দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। আমরা পরোপকার ততক্ষণ করিতে পারি, পরোপকারার্থে ততক্ষণ এক সঙ্গে মিলিতে পারি, যতক্ষণ আমাদের চেষ্টা সফল হইবার আশা থাকে, কিম্বা যতক্ষণ তজ্জন্য আমাদিগকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। কিন্তু আমরা ধর্ম্ম সমাজে যে যোগ প্রার্থনা করি তাহা অন্য প্রকার। এই যে আমরা ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিতেছি, এই যে নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই যে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে বদ্ধ হইতেছি এ বন্ধন কিরূপ? আমি সকলকে আপন আপন মনে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রতি শত্রুতাই কি আমাদের এত গুলি লোকের একত্র মিলিত হইবার কারণ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে আমাদের দল কখনই স্থায়ী হইবে না। যাহাদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এই সম্বন্ধ, তাঁহারা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, অথবা তাঁহাদের শত্রুতা যখন শিথিল হইবে তখন আমাদেরও বন্ধন রজ্জু শিথিল হইয়া যাইবে। যদি আমরা কেবল পরোপকারের জন্য মিলিত হইয়া থাকে; ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অপরের উদ্ধার করিব, অন্ধকার দেশে আলোক বিস্তার করিব, অধার্ম্মিক জগৎকে ধর্ম্ম দিব, মূর্খদিগকে জ্ঞানের পথ দেখাইব, এইরূপ অভিমান যদি আমাদের বন্ধনের মূলে থাকে তাহা হইলেও বলিতেছি আমরা ধর্ম্ম জগতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইব না। যে নিজের প্রাণের ক্ষুধায় কাঁদে না, নিজের পিপাসায় ব্যাকুল

হইয়া ধর্ম্মসমাজে প্রবিষ্ট হয় নাই তাহার ধর্ম্ম প্রচার কেবল অহঙ্কার ও দম্ভের কারণ হয়। দেখ, আমরা কেমন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, দেখ আমরা কেমন দুর্গ জয় করিয়া আসিতেছি, দেখ, ভ্রান্ত জগৎকে কেমন সুপথ দেখাইতেছি, এই রূপ অভিমান হৃদয়কে অধিকার করে। পরোপকার সাধন করা যে ধর্ম্ম প্রচারের লক্ষ্য তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অবশিষ্ট এক মাত্র যোগ আছে। সেটী এই, আমাদের মধ্যে সেই কয় জন ব্যক্তিই বাস্তবিক দৃঢ়যোগ যুক্ত হইবেন, যাঁহারা বাহিরের কোন কারণ বশতঃ নয়, কিম্বা পরোপকার বুদ্ধিতে নয়, কিন্তু নিজ প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন; যাঁহারা পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জের ন্যায় অনিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির উপায় জানিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান সকলে যোগ দিয়া থাকেন। এইরূপ লোকই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিবেন, দুর্ব্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিরা স্খলিত হইতে থাকিবে, পরোপকার পরায়ণ ব্যক্তিরা ভঙ্গ দিবেন, কিন্তু ঈশ্বরের মুক্তিপ্রার্থী সন্তানেরা কখনই তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা যাই বা কোথায়? প্রাণের যে পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মদের সহিত মিশিয়াছি, বিশ্বাস করি এই আশ্রয় ভিন্ন এ পিপাসা শান্তি হইবে না। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই প্রকার যোগ নিত্য নিত্য দৃঢ় হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা।

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্মত্বংবিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"
"যন্মনসান মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বাক্য দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

মন দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মনন জানেন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

মনুষ্য পরিমিত বস্তুতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ও অনন্ত প্রভাব বাল্যকাল হইতে মনুষ্যের মনে কার্য্য করিয়া থাকে। অনন্তত্ব উপলব্ধি শৈশবাবস্থা হইতেই আরম্ভ হয়। এ জন্য দেখিতে পাই কোন শিশুর নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটী খাদ্য বস্তু অথবা ক্রীড়ন বস্তু উপস্থিত করিলে সে বৃহৎটীর জন্যই লালায়িত হয়। শিশুকে কেহ শিক্ষা দেয় না তথাপি তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র বস্তুতে সন্তুষ্ট নহে, বৃহতের জন্যই ব্যস্ত।

পরমেশ্বর মহান্ অনন্ত এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে স্বাভাবিক। সভ্য অসভ্য যে কোন নরনারীকে ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ঊর্দ্ধে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সত্তা নির্দ্দেশ করিবে।

পরিমিত পদার্থে মনুষ্যের যেমন তৃপ্তি নাই তদ্রূপ মনুষ্য তাহাতে নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতা মাতার প্রতি নির্ভর করে, পিতা মাতাই শিশু সন্তানের সর্ব্বস্ব। শিশু অল্প মাত্র ভয়প্রাপ্ত হইলে অমনি জননীর ক্রোড়স্থ হইয়া ভয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস যে পিতা মাতার নিকট সকল ভয় পরাস্ত হয়। কিন্তু বালকের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন পিতার মাতার শক্তির সীমা দর্শন করে তখন তাহার চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হয়। অত্যন্ত পীড়ার যন্ত্রণা সময়ে পিতা মাতা স্বীয় প্রাণগত যত্নে কিছুমাত্র সাহায্য দানে সক্ষম হইতেছেন না, বরং অশ্রুপাতে তাঁহাদিগের হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে, ঘোর-বাত্যা উপস্থিত হইল গৃহপাতে বৃক্ষপাতে কত শত সহস্র পশু পক্ষী মানবের মর্ত্ত্যজীবন নিঃশেষিত হইল দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে পিতা মাতার চক্ষু স্থির, তাঁহারা সভয়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক "প্রভো রক্ষা কর প্রভো রক্ষা কর" পুনঃ পুনঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বালকের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তখন বালক বুঝিল পিতা মাতাই সর্ব্বস্ব নহেন, তাঁহাদিগের শক্তিও অসীম নহে; যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা মাতা তিনিই সর্ব্বস্ব তাঁহারই শক্তি অসীম। সেই সময় বেদ পুরাণ বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল বিশ্বপাত পরমেশ্বরই মহান্. তিনি অনন্ত জ্ঞানময়, সত্য সুন্দর মঙ্গল, তাঁহাতে নির্ভর কর সকল অভাব সকল ভয় দূরীভূত হইবে তিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। বালকও ব্রহ্মার্পিতচিত্ত হইয়া নির্ভয়ে সদানন্দে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলে।

মনুষ্য ক্ষুদ্র বিষয়ের উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। উপাসনার অর্থ সমীপে উপবেশন অথবা সহবাস, মনুষ্যের যেরূপ সহবাস তাহার জীবনের অবস্থাও সেইরূপ। পরিমিত পদার্থের উপাসনায় মন অপরিমিত বিষয় লাভে সক্ষম হয় না। বস্তুতঃ যে বস্তুতে যে গুণ নাই [illegible] সহবাসে কি আলোচনায় সে গুণ লাভ করা য[illegible] শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খাদ্য বস্তু ও পানীয় আছে, তদ্দ্বারা শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। শরী[illegible] ঘন বস্তুর অভাবে ক্ষুধা হয়, তরল বস্তুর অভাবে তৃষ্ণা হয়। সুতরাং সেই সকল বস্তু প্রদান করিলেই অভাব দূর হইয়া যায়। কিন্তু মানসিক অভাব জড় বস্তু দ্বারা কখনই দূরীভূত হইতে পারে না। মানসিক অভাব—চেতন নিরাকার বস্তুর অভাব, নিরাকার চেতন পদার্থ দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইবে।

পরমেশ্বর, আমাদিগের যে বস্তু যত প্রয়োজনীয় তাহা তত নিকটবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, পিপাসা নিবারণের জন্য জল, এই সূর্য্যচন্দ্র অগ্নি মেঘ প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে। ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু সকলেরই সমান অধিকার। কারণ ইহার অভাবে মানব দেহ

সুরক্ষিত হয় না। যিনি শরীর রক্ষার জন্য এত আয়োজন করিয়াছেন তিনি কি আত্মার জন্য কিছুই করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। শারীরিক অভাব জড় পদার্থ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় কিন্তু আত্মার অভাব জড় বস্তু দ্বারা সম্পন্ন হয় না, এজন্য পরমেশ্বর স্বয়ংই আত্মার অন্নপান হইয়া প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। মন প্রাণ বিশুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত হইলেই তিনি হৃদয় মধ্যে সুপ্রকাশিত হয়েন। তাঁহার সহবাসেই আত্মার অনন্ত উন্নতি। ব্রহ্মোপাসনাই মানবাত্মার উন্নতির এক মাত্র উপায়। সত্য সুন্দর মঙ্গল ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া পরিমিত পদার্থের উপাসনায় মানসিক অভাব দূর হয় না। শরীর জড়জ, বস্তুতে মানসিক কোন গুণই বর্ত্তমান নাই। কোন দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মাতৃ বিয়োগ হইলে, তাহার মাতার অভাব দূর করিবার জন্য যদি কাষ্ঠ পাষাণ কিম্বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী বৃহৎ পুত্তলিকাকে মাতৃ বেশে তাহার নিকট উপস্থিত কর, এবং পুত্তলিকার স্তন্য পানে শিশুকে নিযুক্ত কর, শিশু সরল অভ্রান্ত বিশ্বাসে পুত্তলিকার স্তন পান করিবে, কিন্তু এক বিন্দুও দুগ্ধ পাইবে না; তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হইবে না। বরং ক্রমে তালু শুষ্ক হইবে এবং সে অকালে মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হইবে। সেইরূপ যদি কেহ সরল অভ্রান্ত বিশ্বাসে সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে তাহাতে কখনই আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হইবে না। বরং ক্রমে ক্রমে আত্মা শুষ্ক হইয়া যাইবে। আমার বিশ্বাস বলে বস্তুর গুণান্তর হইতে পারে না। অমৃত বিশ্বাসে বিষপান করিলে কি শরীর বিষাক্ত হইয়া নষ্ট হইবে না? অবশ্যই হইবে।

সৃষ্ট বস্তুর উপাসনায় আত্মার অভাব দূর হয় না। কিন্তু ভক্তিভাব চরিতার্থ হইতে পারে। ভক্তি বিশ্বাসের অধীনা, বিশ্বাস অন্ধ হইয়া যদি ভক্তিকে বিপথে লইয়া যায়, ভক্তি সেই পথেই যাইবে, বিচার করিবে না, একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। আমাদিগের বালিকা নববধূ যেমন ভাল মন্দ জানে না কেবল ভর্ত্তার অনুশাসন পালন করে, ভক্তি ও সেই নববধূর ন্যায় অতি লজ্জাশীলা, লজ্জাবতী লতার ন্যায় কোনব্যক্তির স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়। ভক্তি বিশ্বাস মহাশয়ের সতী স্ত্রী, ভক্তি মুহূর্ত্ত কালও স্বামী হীন থাকিতে পারে না, স্বামী অন্ধ হইলে ভক্তি প্রাণ পণে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। এই জন্যই সৃষ্ট বস্তুর উপাসনায় ভক্তিভাব চরিতার্থ হয়, কিন্তু মানবাত্মা অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়।

মনুষ্যের প্রকৃতিও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মনুষ্য অসভ্য অবস্থায় অজ্ঞানতা বশতঃ সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে; ক্রমে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানময় ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং ইতিহাস উক্ত বাক্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। আর্য্যগণ প্রথমে জড় প্রকৃতির পূজা করিতেন ক্রমে তাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবত্ত হন। খৃষ্টান মুসলমান সর্ব্ব সম্প্রদায়েই জনগণেরই এক প্রকার অবস্থা।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা।

পরমেশ্বরকে হৃদয় মন্দিরে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তবকরা প্রার্থনা করা আত্মসমর্পণ করা প্রণাম করা, তাঁহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া, তাঁহার প্রেমে বিগলিত হওয়া, ইহাকেই প্রীতিকরা কহে।

নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে দর্শন করিব? আমাকে আমি যে ভাবে দর্শন করি ঈশ্বরকে তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট দর্শন করিব। মনুষ্যের শরীর জড়, জীবাত্মা নিরাকার। নিরাকার জীবাত্মা দৃষ্টি গোচর নহে, তথাপি আমিত্ব জ্ঞান প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বর্ত্তমান। আমি আছি, আমি বলিতেছি, করিতেছি, যাইতেছি ইহা স্বাভাবিক জ্ঞান। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না। জীবাত্মা নিরাকার, তাঁহাকে কিরূপে দৃষ্টিগোচর করিব? আমার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, প্রণয়, ইষ্টনিষ্ঠা, প্রভৃতি সমস্ত আত্মার ভাব অভাব এত স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে অন্য কোন বাহ্য বস্তু ততোধিক প্রতীত হয় না। জ্ঞান চক্ষুতে দর্শন ভিন্ন ঐ সমস্ত গুণের সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যে চক্ষু দ্বারা নিরাকার জীবাত্মাকে দর্শন করা যায়, সেই চক্ষু দ্বারাই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। ব্রহ্ম দর্শনে আত্মা কৃতার্থ হয়, অত সুন্দর আর কিছু নাই। ব্রহ্ম শোভার আঁকর সুখ ও শান্তির প্রস্রবণ। সে শোভা দেখিলে বাস্তবিকই মন আর অন্য দিকে যাইতে পারে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে কেবল সেই সত্যসুন্দর-মঙ্গল পুরুষের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। বাক্য দ্বারা এ শোভার বর্ণনা করা যায় না। সুগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া কিম্বা অতি সুমিষ্ট বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া মনুষ্য তাহার বর্ণনা করিতে পারে না। গোলাপের গন্ধ কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ কর, মধুর আস্বাদন কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে মধু পান কর, নতুবা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। ব্রহ্ম দর্শন যত অধিক হইবে আত্মা ততই পুষ্টি লাভ করিয়া উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাঁহার শোভায় বিমুগ্ধ হইলে তখন তিনিই যে এক মাত্র হৃদয়ের আরাম স্থান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই প্রাণারাম হৃদয় রঞ্জনের জন্য প্রাণ মন সর্ব্বদা লালায়িত থাকিবে।

তিনি জীবনের সর্ব্বস্ব হইলে সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে অভিলাষ হইবে। যাহা কিছু সৎকার্য্য সাধু কার্য্য যাহা মঙ্গলকর কল্যাণকর তাহাই তাঁহার কার্য্য জানিয়া প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। প্রজ্ঞাতে বিবেকে তিনি যে সকল আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা পালন করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা কঠোর কর্ত্তব্য সাধন নহে। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত সুখ শান্তি লাভ করিয়া আনন্দিত হইবে। তিনি সকল কার্য্যের সহিত সুখের যোগ করিয়া রাখিয়াছেন। আহার করা শারীরিক কর্ত্তব্য পালন। এ জন্য প্রত্যেক খাদ্য বস্তুর মধ্যে কত প্রকার রসের সংযোগ করিয়া রাখিয়া-

ছেন। এক প্রকার বস্তু ভক্ষণে যদি অরুচি হয় তজ্জন্য কত প্রকার ফল, কত প্রকার মূল, কত প্রকার মিষ্টতা প্রত্যেক বস্তু স্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। এইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। কর্ত্তব্য ও এক প্রকার নহে। বিবিধ কর্ত্তব্য যাহার যে বিষয়ে রুচি হয় তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করুন।

রোগ মুক্ত না হইলে যেমন শরীরের উন্নতি হয় না তদ্রূপ আত্মা পাপ মুক্ত না হইলে পরিত্রাণ না পাইলে উন্নতি লাভে সক্ষম হয় না। দয়াময় ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যকে আর কেহ উদ্ধার করিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ জড়, জ্ঞান নাই চেতনা নাই, তাহার পূজায় মনুষ্য পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের আকার নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মিত হইতে পারে না। মনুষ্য যে সকল প্রতিমার পূজা করে তাহা মনুষ্যের প্রতিরূপ। সেই প্রতিমাকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইয়া তিনি ঐ প্রতিমার মধ্যে আছেন, তবে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছ কেন, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে ঐ প্রতিমার মধ্যে বদ্ধ মনে করিতেছ কেন? সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বত্র পূজা কর যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, সর্ব্বত্র স্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন কর সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর। তিনি প্রত্যেক নর নারীর শরীরের মধ্যে আত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী রূপে বাস করিতেছেন, তবে প্রত্যেক নর নারীকে প্রতিমা রূপে পূজা কর না কেন? জীবন্ত প্রতিমা আহার বিহার করিলে দেখিয়া আরও সুখী হওয়া যায়। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা কোন স্থানে, কোন দেশে, গ্রামে, নগরে বা কালে বদ্ধ নহে। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদেশীয় নরনারী তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাঁহার উপাসনাতেই জীবের মঙ্গল, তাঁহার উপাসনা দ্বারা ইহকাল পরকালের কল্যাণ হয়।

পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব।

যাঁহার কৃপা পরিত্রাণার্থী জীবের সহায় হইয়া তাহার প্রার্থনাকে পূর্ণতা প্রাপ্ত করে যিনি সকল প্রকার সাধু সংকল্পের চির সহায় সেই সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের কার্য্য এবার অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা উৎসবের আয়োজন কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা বিদেশ হইতে উৎসবে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন সকলেই এবার প্রচুর পরিমাণে সুফল লাভ করিয়াছেন। কিরূপ আনন্দ ও পবিত্র উৎসাহের সহিত উৎসব কার্য্য সমাধা হইয়াছে তাহা বাক্যে বর্ণন করা দুষ্কর। যাহা হউক। আমরা যথা সাধ্য তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিগত ৪ ঠা মাঘ হইতে আমাদের পঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রিকায় যে কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় অবিকল সেই প্রকারেই কার্য্য হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত ১৪ ই মাঘে সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশন এবং ১৮ ই ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছিল। কার্য্য প্রণালীর বর্ণিত বিশেষ বিশেষ কার্য্য ব্যতিরিক্ত প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েক দিবসের কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে প্রকটন করিতেছি।

শনিবার ৪ টা মাঘ—অদ্য রাত্রি বেনেটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে উৎসবের উদ্বোধন জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনা কালে বেদী হইতে যে উপদেশটী প্রদত্ত হয় তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগীও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কি ভাবে ব্রাহ্মদিগের এই উৎসবে যোগ দেওয়া উচিত তাহার আলোচনা করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল। এ উপদেশের সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। উপদেশ ও প্রার্থনার পর উপাসকগণ যখন সমস্বরে সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া উপাসনা গৃহ কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তখন উৎসবের পবিত্রভাব উপাসকগণের মনে আবির্ভূত বোধ হইতে লাগিল। উপাসনা শেষে সকলে আশা পূর্ণ অন্তরে গৃহে প্রতি গমন করিলেন।

রবিবার ৫ই মাঘ—অদ্য প্রাতঃকালে ৮টা না বাজিতে বাজিতে উপাসকগণ আবার বিশ্বাস আশা ও প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে উপাসনা ভবনে সম্মিলিত হইলেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ঈশ্বরের উৎসব যে কেবল মাত্র এক দেশে এক জাতি অথবা ইহকাল মধ্যে বদ্ধ নয়, ইহকালবাসী পরকালবাসী সমুদয় ঈশ্বর প্রেমিক ও ঈশ্বর পরায়ণ নরনারীর আত্মা তাঁহার পবিত্র চরণ আবেষ্টন করিয়া নিত্য উৎসবে নিযুক্ত আছেন এই বিষয়টী তিনি অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে পাঁচ ছয় শতাধিক লোক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার সম্মুখে উক্ত মহাত্মার প্রস্তর খোদিত অর্দ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত; ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পরিপূর্ণ; এরূপ বৃহতী সভা যেন অর্দ্ধ রাত্রির ন্যায় নিস্তব্ধ, এমত সময়ে সংগীত বেদী হইতে রামমোহন রায়ের রচিত সংগীত ধ্বনি উত্থিত হইল। গায়কেরা "কি স্বদেশে কি বিদেশে"—এই সংগীতটী গান করিলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন।

তদনন্তর পণ্ডিত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রাম মোহন রায়ের কীর্ত্তি ও মহত্ব সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। রামমোহন রায় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে যে প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা, জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি সদ্গুণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন, তিনি

কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু সাহিত্য ব্যাকরণ, খগোল ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যা ও তিনি সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রচার করেন এবং সহমরণ প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারণ করেন, এই সমস্ত উক্ত বক্তৃতায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের উদ্দেশে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে তিনি রামমোহন রায়ের কতকগুলি কীর্ত্তি এবং তাঁহার স্বাভাবিক মহত্বের পরিচায়ক দুই একটী আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে রামমোহন রায়ের কিরূপ অধ্যবসায় ছিল তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই উদাহরণ দিলেন ;—একদা রামমোহন রায় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি অধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং দিবা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অধ্যয়নে এরূপ নিমগ্ন ছিলেন যে বাটীর সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলেন কিন্তু তিনি আপনার পাঠ সমাপ্ত না করিয়া উত্থান করিলেন না। সকলে উদ্বিগ্ন ; ভোজনের কাল অতীত হইল, কেহ সাহস করিয়া তাঁহার পাঠ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। পাঠ সমাপন হইলে তিনি তৃতীয় প্রহরের পর মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। অপর এক সময় কোন অধ্যাপক তাঁহার নিকট কোন বিষয় বিচারার্থ উপস্থিত হইলেন। যে শাস্ত্র লইয়া বিচার হইবে রাম মোহন রায়ের তাহা অধীত ছিল না, তিনি পণ্ডিতের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে পরদিবস বিচার হইবে ; ইত্যবসরে তিনি ঐ গ্রন্থ আনয়ন করিয়া রজনীর মধ্যে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস অধ্যাপক উপস্থিত হইলে, বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন যে অধ্যাপক তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি তর্ক শাস্ত্রে কেমন সুনিপুণ ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প উল্লেখ করা হইয়াছিল। একদা কোন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে তাঁহার উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যখন আপনার উত্তরীয় রাখিয়া পুষ্প চয়ন করিতে ছিলেন, রামমোহন রায় সেই বস্ত্র খানি লুক্কায়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়নের পর উত্তরীয় না পাইয়া মহা গোলোযোগ, করিতেছেন এমন সময়ে রামমোহন রায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ তাঁহার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া উত্তরীয় প্রত্যর্পণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনি এখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "তুমি আমার বস্ত্র আমাকে দিলে তাহাতে আমি আবার সন্তুষ্ট হইব কি?" রামমোহন রায় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি এই পুষ্প কাহাকে দিবেন"? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "ভগবানকে দিব।" রামমোহন রায় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পুষ্প কাহার"? ব্রাহ্মণ বলিলেন "ভগবানের।" রামমোহন রায় তখন বলিলেন, "ঠাকুর যদি ভগবানের পুষ্প তাঁহাকে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তবে আপনার উত্তরীয় আপনাকে দিলাম আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না কেন"? বক্তা আর একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। কলিকাতায় কোন বণিক সাহেবের গৃহে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন এবং সেখানে একটী সভা হইত, ঐ সভায় রামমোহন রায় যাহারই সহিত কোন তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন তিনিই অবশেষে বলিতেন যে "আমি এই বিষয় চিন্তা করিয়া পরে উত্তর দিব।" এক জন সুদক্ষ সাহেব বলিয়াছেন যে রামমোহন রায়ের তর্ক শক্তি এমনি প্রবল যে কেহ তাঁহার সহিত তর্কে জয়ী হইতে পারিতেন না। বক্তা, মিস কার্পেণ্টারের গ্রন্থ হইতে আর দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সভার বিচারার্থ এই প্রস্তাব অর্পণ করিলেনঃ—

"অদ্য আমরা এই সভায় সমবেত হইয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের একটি স্মরণার্থ চিহ্ন সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক ; এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উহার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন আমরা তাহাতে আমাদিগের সন্তোষ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি ও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিগকে লইয়া উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে একটি সর্ব্ব সাধারণের সভা আহ্বান করেন"।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলে পর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্ত বলিলেন যে এই নগরে ইতিমধ্যে এই মহৎ কার্য্যের উদ্দেশে যে সভা হইয়াছিল অদ্যকার সভা তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া কার্য্য করেন ইহা বাঞ্ছনীয়। তদনন্তর আর দুই তিন জন বক্তা নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর সভাস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলী একবাক্যে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং তদনন্তর এই ব্রহ্ম সংগীতটী গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল—"বিগত বিশেষং জনিতা শেষং" ইত্যাদি। সভা ভঙ্গ হইলে পর ব্রাহ্মগণ আদি সমাজে গিয়া সমস্বরে "জয়দেব" বন্দনা করিলেন।

৬ই মাঘ বালকদিগের উৎসব।

ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী আশা স্বরূপ বালক বালিকাগণ অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রূপ উদ্যানে অভিনব বিকশিত কুসুমাবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করত সকলের আনন্দ সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। কি মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহারা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল? ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগের প্রতি কি প্রকার সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে তাহারা কি তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিল? কিন্তু ব্রাহ্মগণ তাহাদিগের উৎসাহকর সহাস্য প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়া আশা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইলেন, তাহাদের মুখ জ্যোতিঃ যেন ভারতের অন্ধকার দূর করিয়া দিল ; ব্রাহ্মমন্দিরের চতুর্দ্দিক হইতে যেন পবিত্রতার সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তর তাহাদের সুকোমল কণ্ঠ হইতে এই কোমল কবিতা ও সংগীত ধ্বনি উত্থিত হইয়া সকলের মন মুগ্ধ করিল।

গাথারসুর।

বালক। শুন ভগিনি! সুখের কাহিনী, ভারত রজনী প্রভাত হল।

বালিকা। চল ভাই সবে, আনন্দরবে সুখের সংগীত গাইছে চল॥

বালক। অজ্ঞান আঁধার, ঘুচিল এবার, শুভ সমাচার শুনলো কাণে,

বালিকা। ভাই কি শুনালে নিদ্রা ভাঙ্গালে আনন্দ দিলে বড়হে প্রাণে,

বালক। সাধে কি ডাকি, মোরা একাকী, কেমনে কাজে যাইব বল।

বালিকা। হয়ে সঙ্গিনী যতেক ভগিনী যাইব মোরা নির্ভয়ে চল।

বালক। ভাই বুনে মিলে, সবে খাটিলে, ঈশ্বর কৃপায় সুদিন আসিবে।

বালিকা। করুন হে ঈশ্বর, আসুক সত্বর, দেখিয়া নয়ন জুড়াই হে সবে।

বালক। ভগ্নী থাকিতে, কেন জগতে একাকী বসে করিব ক্রন্দন।

বালিকা। ভাই কেঁদনা, দুঃখ করনা, আর রব না ঘুমে অচেতন।

বালক। বাড়িল বেলা, করনা হেলা, উঠ ভারতের যতেক নন্দিনী।

বালিকা। এই যে উঠেছি, চক্ষু খুলেছি ভেয়ের পাশে, এল ভগিনী।

বালক। চলরে এখন, হয়ে এক মন, ডাকিব গিয়ে লোকের দ্বারে।

বালিকা। ব'লব ঘুমায়ে, অলস হয়ে, থেকনা সবে এই প্রকারে।

বালক। দেশের সুজন, আছ যত জন, জাগো গো জাগো, বলি ডাকিয়ে।

বালিকা। ভারতনারী, নয়নবারি, ফেলিছে ঘরে দেখ চাহিয়ে।

বালক। কোথাহে ঈশ্বর, কৃপার সাগর, ভাই ভগ্নীদের এই প্রার্থনা।

বালিকা। করুণা কর, দুর্গতি হর ঘুচাও নারীর দুঃখ যাতনা।

(সমস্বরে সংগীত)

জয় জয় জগদীশ জগতের আদি কারণ।

তোমারি কৃপার বলে, হে পিতা সংসার চলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, আছে বিশ্ব ভুবন।
তোমারি কৃপা বিধানে, অমৃত জননী স্তনে,
মায়ের কোমল প্রাণে দিলে স্নেহ রতন।
তব কৃপা অবতরি, পিতার হৃদয়োপরি,
যতন আকার ধরি, করিতেছে পালন।
ভাই ভগ্নী কর যুড়ি, বিনয়ে প্রার্থনা করি,
সতত সুমতি করি রেখহে চিরদিন।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব,
তোমার পথে চলিব এই মনে আকিঞ্চন।

৭ই মাঘ। সায়ংকালে থিইষ্টিক সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "বর্ত্তমান মহৎ সঙ্কট ও তাহার সুমহৎ ফল" এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন রোগীর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া সময়ে সময়ে যেমন এক প্রকার সঙ্কটের অবস্থায় উপনীত হয়, যখন মানবের জীবন ইহকাল ও পরকাল মধ্যে সন্ধিহান অবস্থায় দোলায়মান থাকে, বর্ত্তমানের চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মানসিক ভাবকে সেই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অবিশ্বাসের প্রকোপ বাড়িতে বাড়িতে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, যখন এক দিকে ধর্ম্মের উচ্ছেদের আশঙ্কা অপর দিকে বিশ্বাস ও আশার পূর্ণ সঞ্চারের সম্ভাবনা। এই অবস্থা দেখিয়া অবিশ্বাসী ও অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিরা গেল গেল এই বার ঈশ্বর নাম জগত হইতে উঠিল বলিয়া আতঙ্কে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই রোগের প্রকোপের মধ্যেই শান্তি ও স্বাস্থ্যের বীজ নিহিত দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। রোগ যেমন স্বাস্থ্য স্থাপনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই সময়ের দুর্জ্জয় অবিশ্বাসও বিশ্বাসের পুনঃ স্থাপনের সুচনা মাত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে রোগের মধ্যেই আরোগ্যের চেষ্টা নিহিত থাকে, সেইরূপ মানব সমাজতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিও জানেন, যে দেশব্যাপি অবিশ্বাস অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বাসের আলোক ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছে। মানব প্রকৃতি যদি মানব প্রকৃতি থাকে তবে তাহা অচিরাৎ প্রজ্জ্বলিত হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮ই মাঘ। অদ্য ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মিকাগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমাজ মন্দিরে সমাগত হইলে পর পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

অপরাহ্নে বঙ্গনারী সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু একটী প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর কয়েক জন মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

আমরা নিম্নে শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ীর প্রবন্ধটি সাদরে প্রকাশ করিলাম।

নূতন বৎসরে, নূতন উপাসনা মন্দিরে আজ সকলে সমবেত হইয়াছেন। ব্রহ্মের মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। দেশ বিদেশ নানা স্থান হইতে বন্ধুবর্গ ও ভগিনীগণ উপস্থিত; জননীর গৃহ আজ পূর্ণ; এ ঘরের শোভা দেখে কে? উৎসবদিবসে বরণীয় দেবতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। "মা" স্বয়ং সন্তানদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন বলিয়া উপস্থিত। যে জননীর জননীর পূজা করিব বলিয়া এই গৃহে সকলে মিলিত হইয়াছি তাঁহার জন্য আমাদের হৃদয়-আসন পাতিয়া দিই। ভক্তিফুলে তাঁহার অর্চ্চনা করি। "এসো, কন্যা আমার নিকট এসো পৃথিবীর কোথায়ও তোমার মস্তক রাখিবার স্থান না থাকুক, আমার গৃহে অনেক স্থান, আমার ভাণ্ডার চির পূর্ণ। এখানে আসিলে তোমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে, ব্যথিত মস্তকের বেদনা আর

থাকিবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া যে চক্ষু-দীপ্তিহীন হইয়াছে তাহাতে পুনরায় জ্যোতিঃ দেখা দিবে। চিন্তায় যে দেহ ক্ষীণ হইয়াছে আমার গৃহের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে তাহা সবল হইবে। আর দুর্ভাবনা থাকিবে না, আর কাঁদিতে হইবে না। মাতা অদ্য এই আশ্বাস বাক্যে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। এসো বোন এসো প্রাণকে শীতল করি। পাপমলায় যে আত্মা মলিন হইয়াছে তাহাকে পবিত্রতার জলে ধৌত করি। বিষাদের অশ্রুতে যে মুখ শুষ্ক তাহাকে আজ পুণ্যের আলোকে প্রফুল্ল করি। জননীর প্রদত্ত পুণ্য শান্তি লইয়া যেন গৃহে যাইতে পারি। ধনের প্রয়োজন নাই, বিদ্যা নাই, বড় উপাধি নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। এ গৃহের জননী মূল্যবান বসন ভূষণ চাহেন না; কাহার সৌন্দর্য্য আছে কাহার নাই আমাদের মাতা তাহা দেখেন না, কিন্তু ভগ্ন আত্মারূপ বলীই তাঁহার গ্রাহ্য, ভগ্ন ও অনুতপ্ত আত্মাকে তিনি কখন তুচ্ছ করেন না।

ভগিনি! মাকে দেখিয়া প্রফুল্ল হও। এসো বন্ধু! সেই পরম বন্ধুর চরণে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সহবাস উপভোগ করি। মাতৃহীন! এসো পরম মাতাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা বলিয়া এই শোক ভারাক্রান্ত মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপিত করি। সেই পরম জননী ভিন্ন মাতৃহীন সন্তানের অশেষ দুঃখ নিপীড়িত শোকদগ্ধ হৃদয়ের আর বিশ্রাম স্থান কোথায়? এসো মাতঃ! ক্রোড় শূন্য করিয়া তোমার সন্তান চলিয়া গিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু যিনি অন্তরের অন্তরে থাকিয়া প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গণনা করিয়া থাকেন, তোমার ম্রিয়মাণ মস্তককে তাঁহার দিকে উত্থিত কর শান্তি পাইবে।

ধনী দারিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, সুখী দুঃখী এসো সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে সেই মাতার স্তুতি গানে প্রবৃত্ত হই। ভক্তির সহিত প্রীতির সহিত সেই পরম দেবের আরাধনা করি। পুণ্য শান্তি লইয়া নববর্ষে পবিত্রতার বস্ত্র পরিহিত হইয়া পুণ্যের মুকুটে শোভিত হই। যাঁহাকে ডাকিলে শোকার্ত্তের শোক নিবারণ হয়, অতিশয় দুঃখী আপন যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যায়, পাপ রোগ জর্জ্জরিত সংসার মরুভূমিতে তৃষিত চিত্ত যাঁহার শান্তি সলিলে অবগাহন করিলে সুস্থ হয় সেই সর্ব্বারাধ্য দেবদেবের চরণে আমরা ভক্তির সহিত প্রণত হই। এই শুভদিনে শুভ সময়ে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হৃদয় মন্দিরে হৃদয় দেবকে অধিষ্ঠিত করিয়া একান্ত মনে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হই। জননী তুমি ভিন্ন ব্রাহ্মদের আর কে আছে। আপনার লোক যাহাদিগকে বিদায় দিল, বন্ধু যাহাদের বন্ধু না হইয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল—গৃহ তাড়িত আত্মীয় স্বজন বঞ্চিত নিরাশ্রয় পথিক সকল তোমার কাছে না যাইয়া কোথায় যাইবে? সংসারের প্রচণ্ড বাত্যা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অপবাদ, নিন্দা কলঙ্কের হস্ত হইতে তোমার নিরাশ্রয় কন্যাদিগকে উদ্ধার কর। জগদীশ! বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ কন্যার ন্যায় বিপন্ন কে? হিন্দু-সমাজ বিধর্ম্মী বলিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা শূন্য। কেহবা তাহাদের অপবাদ ঘোষণা করে। কাঁদিব কার কাছে জগদীশ! যখন ভাই স্নেহ দিতে কুণ্ঠিত, বন্ধু সহানুভূতি দিতে বিরত, তখন আর আমাদের রহিল কি? তাই হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি। মাতার ক্রোড় নিরাপদ স্থান, সেখানে ভাইয়ের অত্যাচার প্রবেশ করিতে পারে না। বন্ধুর কঠোর ব্যবহারে ব্যথিত হইতে হয় না।

আর কি বলিব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও পবিত্র জীবন যদ্দ্বারা তুমি লব্ধ আমাদিগকে সেই জীবন দাও। রমনীর অলঙ্কার যে ধর্ম্ম তদ্দ্বারা আমাদিগকে সাজাইয়া দাও, জননী ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষ পীড়িত সন্তানগণ আজ তোমার নিকট ধর্ম্মভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্ম দাও মৃত আত্মা সজীব হউক। ভক্তি দাও, শুষ্ক হৃদয় সরস হউক। বিশ্বাসের মূল তোমাতে বদ্ধ রাখ সকলে নিরাপদ হইয়া সৎকার্য্যে জীবন নিযুক্ত করি। পাপ কার্য্য অপবিত্র বাক্য, দূষিত ভাব এ সকল হইতে দূরে রাখ। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মাতৃ-স্নেহে সুরক্ষিত হইয়া আমরা উপযুক্ত বলসহকারে জীবনপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই। আমাদের অন্তরে সত্যধর্ম্মের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর; এই প্রলোভন ময় জটিল সংসারের দুর্গম পথ তোমার পুণ্য জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া হাতধরে তোমার দিকে লইয়া চল। উৎসব দিনে তোমার দুর্ব্বল কন্যাগণের এই প্রার্থনা, এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে আমাদের শুভ ইচ্ছার সহায় হও।

তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে এইরূপ একটী বক্তৃতা করিলেন।

"প্রিয় ভগিনীগণ! আপনারা আপনাদিগের গৃহে দেখিয়া থাকিবেন যে গাছে ফুল নাই সেই গাছকে সাজাইবার জন্য শিশুরা তাঁহাতে অন্য ফুল আনিয়া বসাইয়া দেয়। কিছুকাল গাছগুলি ঐ কৃত্রিম ফুলে শোভা পায়, কিন্তু যখন ঐ ফুলগুলি শুষ্ক হয়, আর গাছের সে শোভা থাকে না। কিন্তু যে গাছের আপনার ফুল প্রস্ফুটিত হয় তাহার শোভার সহিত এই কৃত্রিম শোভার তুলনা করিয়া দেখ। উহার শোভা ও সুগন্ধ অধিক কাল স্থায়ী। সেইরূপ আপনা হইতে উন্নতি না হইলে তাহা স্থায়ী হয় না। কতকগুলি পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা যদি উন্নতি লাভ কর তাহা স্থায়ী ও সারগর্ভ হইবে না। তোমরা আপনা আপনি চিন্তা ও ধর্ম্মভাব উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করিবে। তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃমণ্ডলীকে বলিতে সমর্থ হইবে যে আমাদিগকে আপনা আপনি আমাদের উন্নতি সাধন করিতে দেও। তোমরা এইমাত্র যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে যাহা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তোমরা যে সুমধুর সংগীতগুলি নিজে রচনা করিয়াছ তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে আমাদের আশা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। প্রিয় ভগিনীগণ! তোমরা যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহা নিরর্থক হয় নাই এবং তোমাদের জীবন বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। এই কাল মধ্যে তোমরা যে উন্নতি সাধন করিয়াছ তাহাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আশা হইতে পারে। এইরূপে তোমরা কার্য্য

করিতে থাক, আমারা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তোমাদের সহানুভূতি করিব। তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাদের উন্নতি ব্রতে নিযুক্ত দেখিলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হয়। তোমাদের এই সভা আমাদের এবং বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয় ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।"

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে তাঁহারা যে দুইটী ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রাগিণী ভৈরব তাল একতালা।

সুখের প্রভাতে আজি হয়ে সবে একতান,
এস গো ভগিনীগণ করি বিভু গুণ গান।
অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁর, খুলিয়ে পুরব দ্বার,
প্রকাশিল প্রভাকর, কিরণ করিতে দান;
হাসিছে সমগ্র দেশ, নাহি আঁধারের লেশ,
নির্জীব জগৎ এবে ফিরিয়া পাইল প্রাণ।
কাননে বিহগ চয়, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গায়,
চরাচরে এক হয়ে ধরিয়াছে সমতান;
শুনগো ভগিনী যত, আমরাও সেই মত,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সবে তাঁরে করি দান।
বঙ্গভাগ্য প্রভাকর, হয়েছে নিকটতর,
ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন আজি বঙ্গবালাগণ;
শোক তাপ সব ভুলি আজিগো পরাণ খুলি,
সবে মিলি ডাকি তাঁরে জুড়াই তৃষিত মন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর তরে,
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ একবর্ষ পরে।
দুঃখিনী কন্যারা সবে, তোমার এসুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।
দয়াময় তুমি পিতা, শুনালে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য রত্ন দিতে সব নারীনরে;
ঘুচালে দুর্গতি কত, দেখালে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে।
এখন বিনীত ভাবে, প্রার্থনা করিছে সবে,
দুর্দ্দিনেতে নববল, দিও মোদের অন্তরে;
আগত ভগিনীগণে, যেন হে স্নেহবন্ধনে,
আজি হতে পরস্পর বদ্ধ হই চিরতরে।
ঘোরতর অত্যাচারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
আজও বদ্ধ কত নারী অবরোধ কারাগারে;
আজি তাঁহাদের তরে, ভাসিয়া নয়নাসারে,
এই ভিক্ষা, তুমি কৃপা কর তাদের উপরে।
আগামী বৎসরে যেন, পুনঃ সব ভগ্নীগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহে মিলি, আসিহে তোমার দ্বারে;
দূরকর রোগশোক, ভারত পবিত্র হোক,
তবধর্ম্ম প্রচারিত হোক ত্বরা ঘরে ঘরে॥

এই দিবস অপরাহ্নে ৭ ঘটিকার সময় লাহোর হইতে সমাগত পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী "জাতীয় উন্নতির প্রকৃত উপায়" এই বিষয়ে হিন্দিভাষায় একটী সুন্দর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০।৫০০ লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে আমরা ইতিহাস পাঠ দ্বারা স্বদেশের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা অবগত হইয়া যে সকল সত্য উপার্জ্জন করি তাহা জীবনে পরিণত করিতে না পারিলে কোন জাতীর উন্নতি হইতে পারে না। অস্মদ্দেশের অভাব সকল তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন এবং সকলকে অনুরোধ করিলেন যে সেই সমস্ত অভাব নিরাকরণ করিবার জন্য সকলে আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিযুক্ত হয়েন। আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির দুরবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতে অনুরোধ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদের দেশের সকল প্রকার উন্নতির উপায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

৯ মাঘ—অদ্য প্রাতঃকালে নির্দ্দিষ্ট উপাসনা হইয়াছিল এবং অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড বিচারিত ও গৃহীত এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ট্রষ্টী পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু
" প্রসন্নকুমার রায়
" সর্দ্দার দয়াল সিং
" উমেশচন্দ্র দত্ত
" দোকড়ি ঘোষ
" ভগবানচন্দ্র বসু
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

এই সভার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১০ই মাঘ—প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি "স্বর্গের স্রোত" সম্বন্ধে একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণ মস্ত" এই বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উপদেশ দ্বয় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

১১ই মাঘ—অদ্য আমাদিগের মহোৎসবের দিন। নরনারী ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া অদ্য প্রাতঃ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; ব্রহ্ম-সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তনের গম্ভীর স্বরে উপাসনা মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল, সকলের হৃদয় ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতার পবিত্র সলিলে বিধৌত হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপ পরম দেবতার আরাধনার জন্য প্রস্তুত হইল এবং সকলে আমাদের পবিত্র মহোৎসবের বরণীয় পরম দেবতাকে সাক্ষাৎ অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া

তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা হইলে পর আচার্য্য ভারতবর্ষে বৈদিক সময় অবধি ব্রহ্মোপাসনা কিরূপে প্রচলিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েকজন ঋষি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত সত্য লাভ করিতেন শ্রুতি পরম্পরায় সেই সকল সত্য ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু লোক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে শ্রুতি ও বেদ পাঠই ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞান করিয়া কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন "অপরাঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো থর্ব্ব বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি, অথ পরা যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে।" এইরূপে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তাহা বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে রাজা রামমোহন রায় এই ১১ মাঘে ব্রহ্মোপাসনা পুনরুদ্ধার করেন। অদ্য আমরা তাঁহার কৃপায় এই স্থানে সকলে সবান্ধবে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেছি।

অদ্য আমরা সমস্ত ব্যাখ্যানটী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপাসনা শেষ হইলে পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিম্ন লিখিত মহাত্মাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক পদে বরণ করিলেন। ইহারা এত দিন উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে যে প্রচার ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন অদ্য এই গম্ভীর মহোৎসব উপলক্ষে তাহাদিগকে সেই প্রচার ব্রতে প্রকাশ্যরূপে বরণ করা হইল। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ বেদীর উভয় পার্শ্বে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উপবেশন করিলে পর, একটী সংগীত হইল, তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সময়োচিত প্রার্থনা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বরন পত্র পাঠ করিলেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী,

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। মহাশয়গণ!

আপনাদিগের ধর্ম্মবন্ধু ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদিগের সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া আপনাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বরণ করিতেছেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী নহেন। আপনাদিগের ধর্ম্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা ও প্রচারোৎসাহ ব্রাহ্মসাধারণের বিদিত। অতএব সভ্যগণের এই কার্য্যে যে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। সেই আনন্দ ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ অদ্য সর্ব্বসাক্ষী সিদ্ধিদাতা ও পরম পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে সাধারন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আপনাদিগকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী অনুরোধ করিতেছি, আপনার এইগুলি স্মরণ রাখিয়া অলন্ত উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে পরমেশ্বরের নাম ও মহিমা এবং সত্য প্রচারে অগ্রসর হউন।

ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আপনারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীতি করিবেন, তাহা অবাধে ও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিবেন এবং প্রচারের ক্ষেত্র ও প্রণালী বিষয়ে যথাসাধ্য আমাদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন। যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং নরনারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতিশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেম রাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে; যাহাতে অসত্য, পাপ, কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, নাস্তিকতা ও সংসারাসক্তির বিলোপ হয়, জনসমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ অনুদারতা বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, আপনারা এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃ পরতঃ উপদেশ প্ররোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিবেন। বাক্যে বা ব্যবহারে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বরতার প্রশ্রয় দিবেন না। একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত বা মুক্তির মুখ্য উপায় বলিয়া প্রচার করিবেন না, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করিবেন না। যাহাতে জনসমাজে নীতির বন্ধন শিথিল হয় অথবা নরনারীর সম্বন্ধের পবিত্রতার অণুমাত্র হীনতা হয়, এমত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। উপদেশে বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিবেন না। অন্ধ ভক্তি-বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তি নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয়, তাহাতে যোগ দিবেন না। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। যাহা কিছু বলিবেন তাহাতে সত্য দ্বারা অসত্যকে, প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে এবং পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবেন। উদারভাবে ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মিলিত হইবেন। আপনাদিগের চরিত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ও উচ্চ আদর্শের সঙ্কোচ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। অনেক স্থলে ধর্ম্ম প্রচারকেরা নিজ পদ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পৌরহিত্য অর্জনের ও বৈষয়িক সুখ ভোগের উপায় স্বরূপ করিয়া থাকেন; বলা বাহুল্য যে আপ-

নারা আন্তরিক ঘৃণার সহিত এরূপ নিন্দনীয় পথ হইতে বিরত থাকিবেন। ধর্ম্ম প্রচার আপনাদিগের মুখ্য কার্য্য হইবে, এতদ্ব্যতীত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাদি যাহাতে দেশের কোন প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা, তাহাতে অসঙ্কোচে লোকের সহায়তা করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য বোধ করিলে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অর্থোপার্জ্জনের কোন প্রকার বৈধ বৈষয়িক উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন, তবে সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমোদন অপেক্ষা করিতে হইবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদ হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন কিন্তু যতদিন স্বেচ্ছা ক্রমে এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন, ততদিন আপনাদিগের ধর্ম্ম বন্ধুদিগকে আপনাদিগের চরিত্র ও কার্য্যাদির বিচারক বলিয়া গণ্য করিবেন।

আমরা এই কয়েকটী অনুরোধ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র পরমেশ্বরের নামে এই মহৎ ও দুষ্কর ব্রতে বরণ করিতেছি। আপনারা পরমেশ্বরের কৃপা ও আনুকূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছা মস্তকে বহন পূর্ব্বক ভ্রাতা ভগিনীদিগের সেবায় নিযুক্ত হউন। আপনাদিগের চেষ্টা ধর্ম্ম বিস্তারে সমর্থ হউক, আপনাদিগের জীবন পবিত্রতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুক, আপনাদিগের রসনা দেশ বিদেশে পরিত্রাণের সুসংবাদ প্রচারে কৃতকার্য্য হউক, আপনাদিগের চিন্তা ভাব ও প্রবৃত্তি সকল ধর্ম্ম পথেই প্রবহমান থাকুক, এই আমাদিগের হৃদয়গত প্রার্থনা। সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর এই দুষ্কর ব্রত পালনে আপনাদিগের সহায় হউন। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

তদনন্তর প্রচারক চতুষ্টয় সংক্ষেপে এক একটী প্রার্থনা করিলেন। পরে স্বস্তিবাচন ও সংগীতান্তে কার্য্য শেষ হইল।

মধ্যাহ্নে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মগণ উপাসনা মণ্ডপে সমাগত হইলে পর মাধ্যাহ্নিক ব্রহ্মোপাসনা হইল। ১টা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংগীত ও প্রার্থনা হইল এবং ২ হইতে ৩॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনা হইল।

১। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রভেদ কি এবং উভয় কত দূর সত্য!

২। পরলোকে জীবাত্মা শরীর ধারণ করেন কি না? ইত্যাদি।

৩ হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ, ব্যাখ্যা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইল। তদনন্তর ৭ ঘটিকার সময় সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, আলোকমালায় উপাসনা মণ্ডপ উজ্জ্বল হইল এবং সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতিতে উপাসকদিগের অন্তরাকাশ জ্যোতিষ্মান হইল। সমস্ত দিবস ব্রহ্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মগণ ক্লান্ত না হইয়া যেন দ্বিগুণতর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত সায়াহ্নিক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মকৃপামৃত পান করিয়া তাঁহারা যেন অধিকতর লোলুপচিত্তে আবার সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণের জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই অমৃত সাগরের দিকে ধাবমান হইলেন। করুণাময় পিতা ব্যাকুল সাধকদিগের চিত্তকে প্রচুর পরিমাণে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে তিনি অমৃতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ সুদাব্রতে কে বঞ্চিত হইয়া থাকে?

আমরা এস্থলে সায়ং কালের মনোহর উপদেশটী প্রকাশ করিলাম।

মাঘোৎসবের রাত্রির উপদেশ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

কোন স্থানে একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিছিলেন, তাঁহার বিষয় বিভব ও সুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল না। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল; পুত্রটী যতদিন নিতান্ত শিশু ছিল, ধনী ততদিন তাহাকে আদরের সহিত লালন পালন করিলেন; তাহার যখন যে ইচ্ছা হইত তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইত না; তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি ধনকে ধন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; তাহার জন্য কত আয়োজন; তাহার জন্য কত দাস দাসী পরিজন! ধনিসন্তান পিতার আদর ও স্নেহের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল এবং তাহার বিপথের সঙ্গী ও জুটিতে আরম্ভ হইল। যত দিন সে শিশু ছিল পিতা ততদিন তাহাকে আবশ্যক মত আদেশ, উপদেশ, তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা চালিত করিতেন কিন্তু সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সে প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া অপরবিধ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তিনি একদিন সন্তানকে নির্জ্জনে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন; প্রিয়পুত্র তুমি এখন আর শিশু নও, যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছ, তোমাকে আর শিশুরন্যায় ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত নয়; আমি অদ্যাবধি তোমার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিব; আর তোমার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না; তোমার প্রবৃত্তি সকলকে বলপূর্ব্বক বাধা দিব না; তোমার অনিচ্ছা সত্বে বলপূর্ব্বক তোমাকে কোন কার্য্যে রত করিব না, তোমার অনিচ্ছা সত্বে তোমাকে কোন পথে চলিতে বলিব না; কিন্তু পুত্র একটী বিষয়ে সাবধান থাকিও, আমি যেমন অদ্যাবধি মিত্রভাব অবলম্বন করিলাম, আশা করি তুমিও মিত্রের ন্যায়, হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে; আশা করি যে কার্য্যে আমাদের বংশের অগৌরব হয়, আমাদের কুলে কলঙ্ক পড়ে, এমন কার্য্যে তুমি লিপ্ত হইবে না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার দ্বারা যদি আমার মুখ ম্লান হয় আমি তোমাকে বিরক্তির কথা বলিব না। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইব, আমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে। যাও পুত্র তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এ ধন সম্পদ তোমার এ প্রাসাদ তোমার, এ বিষয় বিভব তোমার। ধনী এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় করিলেন। কিন্তু হায় যৌবন কালের চাপল্য বশতঃ পিতার সে সদুপদেশ, সে যুবকের মনে অধিক দিন স্থান প্রাপ্ত হইল না। সে কুসঙ্গীদিগের প্ররোচনায় আবার অল্পে অল্পে সে

(ক্রমশঃ)

পাক্ষিক পত্রিকা।
২য় ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।

তত্ত্ব-কৌমুদী।

১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

সমুদায় বিস্মৃত হইল। পিতা তাহাকে আর তিরস্কার করেন না, বলপূর্ব্বক তাহার অভীষ্ট পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে আপনার মনের ক্লেশ জানাইয়া থাকেন। ইহাও সেই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ভার স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। পিতা কিছু বলেন না সত্য কিন্তু তিনি বাড়ীতে আছেন ইহাতেও তাহার স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। অবশেষে সেই ধনিসন্তান পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ব'লয়া স্থির করিতে লাগিল। পিতার বিষণ্ণমুখ ও ভাবনা আর সে সহ্য করিতে পারে না; তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ উপদেশ ও আর সে বহন করিতে পারে না। যে দেশে গেলে আর পিতার মুখ দেখিতে হইবে না, যে দেশে অবাধে ও অকুণ্ঠিতভাবে আমোদ প্রমোদে রত হওয়া যায়, সেখানে দুরাচার দেখিয়া মুখ বিষণ্ণ করিবার লোক নাই, মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিবার কেহ নাই, তখন এরূপ দেশের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন নিশীথকালে গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প করিল। যৌবনের ঔদ্ধত্য এত, যে সে যে কোথায় যাইবে, কি খাইয়া থাকিবে, বিদেশে কিরূপে চলিবে এ সকল চিন্তাও তাহার হৃদয়ে একবার উদিত হইল না। মধ্য রাত্রে, সমুদায় বসুমতী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরিজনগণ যখন নিদ্রিত, রাজ পথে যখন জন প্রাণীর সঞ্চার নাই; সেই ধনিসন্তান এরূপ সময়ে জাগ্রত হইয়া পিতার গৃহ পরিত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দ্রব্য সামগ্রী অধিক লইলে পথে যাইবার অসুবিধা সুতরাং সে এক বস্ত্র হইয়াই ঘর ছাড়িল। ধনীর দ্বারে দ্বারবান সর্ব্বদা জাগ্রত; যুবাপুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র, দ্বাররক্ষী পুরুষ জানিতে পারিল এবং তাহার গতি রোধ করিতে লাগিল। পিতার দাস দাসীর দ্বারা গতির রোধ হয় ইহা গর্ব্বিত সন্তানের প্রাণে কখনই সহ্য হয় না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া দাসদাসীদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বারবান তাঁহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আদেশ জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন "আমি আমার পুত্রের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমি আজ তাহাকে বাধা দিব না; আমার একমাত্র পুত্র আজ ঘর ছাড়িয়া যায়, আমি বুঝিতেছি। আমার মর্ম্মস্থানে আজ ব্যথা লাগিতেছে, কিন্তু আমি বাধা দিব না। দেও তাহাকে যাইতে দেও, আমার এই দুঃখ রহিল নিরপরাধে সন্তান আমাকে অত্যাচারী পিতার ন্যায় ছাড়িয়া চলিল।" দ্বারবান আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধনিসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লাস অন্তরে যেদিকে দৃষ্টি যায় সেইদিকে চলিল। কোথা যায় তাহা জানে না, কিন্তু নূতন স্থানে যাইব, নূতন আনন্দ লাভ করিব এই আশাতেই প্রধাবিত হইল। ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, সে ক্রমাগত পথ চলিতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, ধনীর সন্তান কখনও পথশ্রম স্বীকার করে নাই সুতরাং অল্প বেলা না বাড়িতে বাড়িতে, তাহার শরীর অবসন্ন ও চরণদ্বয় ক্লান্ত হইয়া আসিতে লাগিল; তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল; ক্ষুধায় শরীরের বল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন যুবকের মনে কোন স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করিবার বাসনা উদিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে পথপ্রান্তে একখানি দোকান ঘর দৃষ্ট হইল। আশ্রয় লাভের আশায় উপস্থিত হইবা মাত্র উক্ত গৃহের প্রভু অতি সমাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিল এবং ক্লান্তি নিবারণ করিয়া ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবা পুরুষ আবার বহির্গত হইল এবং ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি উপস্থিত, পুনরায় আশ্রয়ের প্রয়োজন। পুনরায় উত্তম আশ্রয় জুটিয়া গেল। একগ্রামে উপস্থিত হইবা মাত্র কয়েক ব্যক্তি অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে একটী সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে তন্মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল প্রস্তুত। পান ভোজন সমাধা করিয়া যুবক সুনিদ্রায় সেই স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রাতেঃ চলিতে চলিতে একটী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত। নদীটী উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, ধনিসন্তান চিন্তায় নিমগ্ন আছে এমন সময় হঠাৎ একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত। তাহারা অতি সমাদরে তাহাকে পার করিয়া দিল। এইরূপে গ্রাম, জনপদ নদ, নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই উদ্ধত যুবক অবশেষে কোন এক নূতন দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে একদিন আমোদ প্রমোদের তরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ তাহাদের গৃহের চিরপরিচিত একজন প্রাচীন ভৃত্যকে নিজের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মানবের মনের ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ বহুদিনের পর চিরপরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে হৃদয় সহসা নবভাব প্রাপ্ত হয়। ধনি সন্তান বাল্যকালে ঐ প্রবীণ ভৃত্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহার ক্রোড়ে বসিয়া অশন, তাহার শয্যাতে শয়ন, তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কতদিন কাটাইয়াছিল। এতদিন আর তাহার পিতার কথা বা পিতার ভৃত্যের কথা মনে ছিল না। অদ্য হঠাৎ তাহার মুখ দর্শনমাত্র, যেন সকল কথা এককালে তাহার স্মরণ হইল; সুকোমল বাল্যকালের মনোহর চিত্র সকল মনে পড়িতে লাগিল; পিতার স্নেহ ও উদার ভাব হঠাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে আর শোকের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। অধোবদনে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল "তুই এখানে কিরূপে এলি"? আমার পিতা ভাল আছেন ত? আমি বাহির হইয়া আসিলে

তিনি কি বলিলেন? তিনি কি মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছেন? বৃদ্ধ উত্তর করিল, কুমার, যেদিন হইতে আপনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন সেদিন হইতে আপনার পিতা আমাদিগকে আর সুস্থির হইতে দেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আপনার স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না, সুতরাং আপনাকে তিনি নিষেধ করেন নাই, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, "ওরে আমার ভৃত্যগণ যে যেখানে আছিস শীঘ্র সন্তানের পশ্চাৎ ধাবিত হ, দেখিস যেন আমার এক সন্তান পথে ক্লেশ পায় না। সাবধান বল প্রকাশ করিস না; রুক্ষ ভাব ধারণ করিস না; তাহার কোমল অঙ্গে বাধা দিস না; তাহার মনের বিরক্তি বৃদ্ধি করিস না। সে যেখানে যায় দূরে দূরে প্রহরীর ন্যায় থাকিস এবং পথের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিস। কুমার, আপনি প্রথম দিবসে পথশ্রান্ত হইলে যে ব্যক্তি আপনাকে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়াছিল সে আপনারই পিতার আদেশক্রমে দিয়াছিল, রাত্রিকালে যে গৃহে আপনি পরিশ্রান্ত মস্তক রাখিয়াছিলেন সে গৃহ আপনারই পিতার অনুমতিতে আপনার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল; পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় যে নৌকা দেখিয়াছিলেন তাহা আপনার পিতারই অনুমতিক্রমে আনীত হইয়াছিল। আমরা প্রহরীর ন্যায় আপনার দূরে দূরে ফিরিতেছি ও কবে আপনার সুমতি হয় তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি। শুনিতে শুনিতে ধনী সন্তান চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার সুমতি হইবার দিনের অপেক্ষায় আছ—আজি হইতে আমি সুমতি হইলাম। আমাকে ঘরে লইয়া চল; আজ যে পিতার সেই মুখ স্মরণ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; হায় আমি নিরাপরাধে এমন উদার পিতার ঘর ছাড়িলাম কেন? সুখের কোলে পালিত হইয়া আমি সাধ করিয়া দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? ওরে চল, শীঘ্র আমাকে লয়ে চল, এদেশ যে আমার পক্ষে বিষ সমান হইয়া পড়িল; আমাকে তোরা বন্দী করিয়া লইয়া চল, যে স্বাধীনতাতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে আমার সে স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়া লইয়া চল। হায়! আমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়াছিলাম, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইল!

অনেক ঈশ্বর সন্তানের এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর দুরন্ত রাজা নন, অত্যাচারী পিতা নন, তাঁহার যে শাসন, তাহা স্নেহানুরঞ্জিত ও উদার শাসন; তিনি সন্তানের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হন না; কেবল উপদেশ, ও আদেশ দ্বারা সস্নেহভাবে সন্তানকে সুপথে থাকিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সে উপদেশও অনেকের সহ্য হয় না। তাহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের ঘর ছাড়িয়া যায়। বাস্তবিক কেহই ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান নয়, কিন্তু পাপী যখন ঈশ্বরের ঘর পরিত্যাগ করে এবং তাহার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে বোধ হয় যেন সেই পাপীটাই ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং তাহার অভাবে তাঁহার স্বর্গ ধামের সকল আয়োজন যেন বিফল হইয়া যাইবে। পাপী যখন ঈশ্বরের ঘর ছাড়িল ঈশ্বর তখন কি করিলেন! তিনি আপনার পরিবার পরিজনগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "ওরে আমার যে যেখানে আছিস, শ্রবণ কর, আমার এই সন্তান না ফিরিলে আমি ছাড়িব না; তোরা সকলে ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হ' দূরে দূরে থাকিস, প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিস, ক্ষুধার সময় অন্ন ও পিপাসার সময় জল দিয়া প্রাণ রক্ষা করিস, সঙ্কটে পড়িলে উদ্ধার করিস। আমার সন্তান যেন মারা যায় না। কি জানি আমার দ্রব্য জানিলে যদি গ্রহণ না করে তোরা প্রচ্ছন্নভাবে সেবা করিস। আমার কি শক্তি নাই যে সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখি? আমার কি ক্ষমতা নাই যে দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করি? কিন্তু আমি তাহা করিব না। যে প্রেম সন্তান আপনা হইতে না দিবে তাহা আমি লইব না। কিন্তু আমার সন্তানকে উদ্ধার করা চাই।" এই বলিয়া ঈশ্বর শত দিকে শত শত চর প্রেরণ করিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে, নদীর জলে, রাত্রির অন্ধকারে, পুষ্পের কাননে তাঁহার চর সকল ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে দূত স্বরূপ করিয়া, পাপীর উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাপীর নরকে গিয়াও নিস্তার নাই, ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ ইচ্ছা সেখানে পর্য্যন্ত গমন করে। তবে জিজ্ঞাসা করি ভাই, আর ছুটাছুটি কেন? অবোধ শিশুর ন্যায় আর মায়ের প্রাঙ্গণে লুকাচুরি কেন? লুকাও আর ছোট, ঈশ্বরের দুর্ব্বিনীত সন্তান সেই উঠান টুকু ভিন্ন ত আর যাইবার স্থান নাই। এই উঠানের মধ্যে আর কোথায় লুকাইবে? সন্তানের চরণ যদি প্রাঙ্গণের প্রান্ত পর্য্যন্ত যায়, জননীর চরণ যে গ্রাম অতিক্রম করিতে পারে। পরমমাতা যখন তাঁহার পবিত্র বাহুপাশে বন্দী করিবেন; তখন কাঁদিয়া আকুল হইতে হইবে। ধৃত হওয়া ভিন্ন যদি গত্যন্তর না থাকে, তবে বৃথা পলায়নের চেষ্টা একেবারে নিরস্ত হউক; যে স্বাধীনতাতে নয়নের জল ফেলিতে হয় সেরূপ স্বাধীনতা চূর্ণ হউক। গৃহ হইতে বাহির হইলে যদি কাঁদিয়া ফিরিতে হয় বাহির হইবার প্রবৃত্তি নিরস্ত হউক।

---

১২ মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতঃকালে শ্রমজীবিদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বরাহনগর শ্রমজীবি সভার সভ্যগণ প্রাতঃকালে বরাহনগর হইতে সমাগত হইয়া তাহাদিগের ধ্বজা হস্তে করিয়া মন্দিরের সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল সে দৃশ্য অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে শ্রমজীবীদিগের বিশ্বাস ভূমিকেও আশ্রয় করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয়ে আনন্দ ও আশার সঞ্চার না হয়? অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার কার্য্য বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

১৩ মাঘ সোমবার। অদ্য প্রাতঃকালে নিয়মিত উপাসনা হয় এবং সায়াহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সভাপতি মহাশয়

গতবর্ষের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী ইংরাজীতে হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর সঙ্গীত ও প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হইল। তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে কোন কোন সভ্য দুই একটী প্রশ্ন উত্থাপন করায় সভাপতি মহাশয় তাহার মীমাংসা করিয়া দিলে পর পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু কালি নারায়ণ রায়ের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পঠিত কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল। তদনন্তর ২০ জন পুরুষ ও ৬টী মহিলা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

তদনন্তর নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ আগামী বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি
,, মোহিনীমোহন বসু—সম্পাদক
,, উমেশচন্দ্র দত্ত।—সহকারী সম্পাদক
,, গুরুচরণ মহালানবীস ধনাধ্যক্ষ।

রাত্রি সমাগত ও উপাসনার কাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অদ্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ হইল না। তজ্জন্য যে ৭৫ জন সভ্যের মধ্য হইতে অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাদের নামের তালিকা নিম্ন লিখিত ব্যক্তি দিগের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইল এবং স্থির হইল যে, তাহারা ঐ ৭৫ জনের মধ্য হইতে ৪০ জন অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া আগামী বুধবার সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন। যথাঃ—

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, ভগবানচন্দ্র বসু।
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য এই স্থলে সভার কার্য্য স্থগিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে নিম্নলিখিত ৪০ জন ব্যক্তির নাম সভায় উপস্থিত করা হইলে অনেক বাদানুবাদের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস, ভুবনমোহন দাস, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র বসু, চণ্ডীচরণ সেন, ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা), নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায় (বোম্বাই), সর্দ্দার দয়াল সিং (অমৃতসর), পণ্ডিত বসন্ত রাম (মুলতান), নবীনচন্দ্র রায় (আগ্রা), দোকড়ি ঘোষ, কালী নাথ দত্ত, আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালিশঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, তারাকিশোর চৌধুরী, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস, উমেশচন্দ্র বসু (বগুড়া), ভুবনমোহন সেন (ফরিদপুর), গুরুদয়াল সিংহ (ত্রিপুরা), শ্রীনাথ চন্দ (ময়মন সিং), লক্ষ্মী কান্ত দাস (আসাম), নবীন চন্দ্র ঘোষ (জলপাইগুড়ী), দুর্গাদাস দত্ত (ধুবড়ী), মহিপৎরাম (আহমদাবাদ), পার্ব্বতী চরণ দাস (পূর্ণিয়া), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (দার্জিলিং), কালিপ্রসন্ন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীমতী লীলাবতী অগ্নিহোত্রী, (লাহোর), মনোরমা মজুমদার (বরিশাল), অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া), কুমারী কাদম্বিনী বসু (কলিকাতা)।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ ও অধ্যক্ষ সভার অতিরিক্ত সভ্য।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
শ্রীযুত বাবু আনন্দমোহন বসু
,, ,, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
,, ,, শিবনাথ শাস্ত্রী
,, ,, রামকুমার বিদ্যারত্ন
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী
,, ,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ,, আশুতোষ বসু
,, ,, সর্ব্বানন্দ দাস
,, ,, সত্য প্রিয় দেব
,, ,, রাধাকান্ত ঘোষ
,, ,, নীলাম্বর হুঁই
,, ,, যদুনাথ রায়
,, ,, গুণাভিরাম বড়ুয়া
,, ,, ফণীন্দ্র মোহন বসু

গত ২৬এ জানুয়ারি সোমবার অপরাহ্ন ৫ টার সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১১ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকট একটী প্রার্থনা হইল। পরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হইলঃ—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।
পোষক ,, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।

১ম প্রস্তাব—মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যেরূপ বিশেষ স্নেহ, অনুগ্রহ ও সহৃদয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার কল্যাণের সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক প্রগাঢ় এবং কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা হয়। এবং

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থে যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও অন্যান্য সহৃদয় মহোদয় ও মহিলাগণ সাহায্যদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু।
পোষক ,, ,, কালীনারায়ণ রায়।
ও ,, গুরুচরণ মহালানবিস।

২য় প্রস্তাব—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যেরূপ আন্তরিক অবিচলিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় সমুদায় জ্ঞাতব্য বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া যেরূপ মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা-সূচক ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোষক „ „ শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

৩য় প্রস্তাব—জর্ম্মনিস্থ প্রোটেষ্টেণ্টিন টেগ এবং সুইস রিফরমটেগ নামক সভা এবং অন্যান্য সমাজ ও ব্যক্তিগণ যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি ও উদারচিন্তা বিস্তারের সহায়তা করিতেছেন, এই সভা তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়।

পোষক „ „ দুর্গামোহন দাস।

৪র্থ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু যে প্রকার অক্লান্ত যত্ন পরিশ্রম এবং সুবিবেচনার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সভার ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল।

পোষক „ „ কেদারনাথ রায়।

৫ম প্রস্তাব—আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি মিত্র মহাশয় যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও মনোযোগের সহিত মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে।

পোষক „ „ উমেশচন্দ্র দত্ত।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

পোষক „ „ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ম প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, যাঁহারা গত বর্ষের জন্য নিযুক্ত হন, তাঁহারা যেরূপ সন্তোষজনকরূপে সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পোষক „ „ ভগবানচন্দ্র বসু।

৮ম প্রস্তাব—ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন পত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ উক্ত পত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সপক্ষতা করিয়া যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

পোষক „ „ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৯ম প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকগণ গত বৎসর যেরূপ অনুরাগ, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করেন আমরা এস্থলে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম।

আমরা অদ্য আনন্দ, কৃতজ্ঞতার ধ্বনি, উন্নতি ও আশার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির অর্দ্ধশতাব্দির শেষে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। এই বিগত পঞ্চাশ বৎসর অনেক কঠোর সাধন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের স্থায়িত্বের প্রতি কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সমাজ অটল শৈলের ন্যায় সে সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করত অদ্য এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ শতাব্দিতে পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রথমাবস্থা বিঘ্ন ও পরীক্ষার সময়। কত সম্প্রদায় ঐ সময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা সেই সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অদ্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বস্তুতঃ ভূতকালের আশা বাক্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

এক্ষণে আমাদিগের নিকট আর এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে না যে আমাদের সমাজ স্থায়ী হইবে কি না, কিন্তু এক্ষণকার প্রশ্ন এই যে আমরা যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তাহা কি রূপে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে? এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ শতাব্দির প্রারম্ভে আমাদিগকে এই গম্ভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আমাদিগের এই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, অদ্য এই দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে যত দিন ভারতের সকল অন্ধকার দূর না হয় তত দিন যেন আমাদিগের হস্ত আমাদিগের মন নিরস্ত না হয়। প্রাচীনকালে ইউরোপ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গণ মধ্যে মধ্যে আনন্দোৎসব করিতেন। সেই উৎসবের দিবস নানা প্রদেশবাসী খৃষ্টীয়ানগণ সম্মিলিত হইয়া উৎসব করিতেন। অদ্য আমাদের ও সেই রূপ আনন্দোৎসবের দিন। অদ্য পঞ্জাব, সিন্ধু, মধ্য ভারতবর্ষ, পূর্ব্বভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মহদ্ব্যাপারের সূত্র পাত করিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা দেশের অন্য কোন কল্যাণ সাধিত না হইত, কেবল এই একটী ব্যাপারই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বরূপ থাকিত।

এক্ষণে আমি আমাদিগের বিগত বর্ষের কার্য্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয়ের সমালোচনা করিব। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের এই উপাসনা মন্দিরের বিষয় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে। বিগত বর্ষে যখন আমরা এই মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করি তৎকালের অবস্থার সহিত অদ্য যাহা সন্দর্শন করিতেছি তাহার তুলনা করি, তখন হৃদয় উৎসাহ ও আশাতে পূর্ণ হয়। আমরা

আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি। আমাদের এই উপাসনা মন্দির এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতের যথেষ্ট আশার কারণ রহিয়াছে। এই মন্দিরের অব্যবহিত সন্নিকট প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মপল্লী প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পল্লীতে বাস করিবেন, তাঁহারা মন্দিরকে তাঁহাদের মধ্যস্থলে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে তাহার প্রহরীরূপে বাস করিবেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ এই মন্দিরের মধ্যে নিত্য ব্রহ্মপূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এই মন্দির সম্বন্ধে আর একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, মন্দিরের যে ট্রষ্টডিড হইয়াছে তাহা প্রস্তুত ও স্থির করিতে যে প্রকার যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আহ্লাদের বিষয়। এই ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মের মত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সকলের বক্তব্য সকল সাদরে শ্রবণ ও সকলের উপদেশ আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বিগত বর্ষে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ। আমাদের প্রচারক-মহাশয়গণ আসাম, পূর্ব্ববাঙ্গালা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি স্থানে উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষ এক ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ব বিস্তার করিবে। সকলের জয়ধ্বনি একত্রিত হইয়া সেই সর্ব্বারাধ্য দেবতার সিংহাসন প্রান্তে উপনীত হইবে।

তৃতীয়তঃ যাঁহারা বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও পরিশ্রমও আপনাদের আলোচনা পথে আমি আনয়ন করিতেছি। এই স্থলে আমাদের সেই আসাম নিবাসী পরলোকগত বন্ধুর বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি আন্তরিক উৎসাহ ও যত্নের সহিত আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে উন্নত লোকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহদৃষ্টান্ত তৎপ্রদেশবাসী অন্য কোন ব্যক্তির হৃদয়কে উৎসাহিত করুক।

এই সময়ে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মঙ্গল লক্ষণের প্রতি আপনাদিগের চিন্তাকে আকর্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত প্রচার কার্য্যের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে অধিনায়কত্বের রাজ্য শেষ হইয়াছে। ঈশ্বর নিয়োজিত অভ্রান্ত নেতার প্রভুত্বের দিন অবসান হইয়াছে। এখন আমরা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া পরস্পরের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের আত্মার উন্নতি সাধন করিব, এবং আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র বল সকল একত্র করিয়া এই সুমহৎ প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিব। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ের উপহার সকল আনয়ন করিব, এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বলেই বলী হইব।

তদনন্তর আগামী বর্ষে আমাদের কি কি কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার

১৮৭৯ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ। অধ্যক্ষ সভার বিগত অধিবেশনে যে ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হয়, তাহাতে উল্লেখ করা যায় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের বুনিয়াদ পত্তন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তৎপরে বিগত ৩ মাসের মধ্যেই মন্দিরের চারি দিকের প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় হইয়া আসিয়াছে। আগামী মাঘোৎসব সেই প্রাচীরাবেষ্টন মধ্যেই নির্ব্বাহিত হইবে। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য একটী দুরূহ ব্যাপার বলিয়া অত্যন্ত ভাবনার বিষয় ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতায় ইহা যেরূপ সত্বরগতিতে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। তজ্জন্য উক্ত মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন সহৃদয় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র মহোদয় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তিনিও সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ডে টাকা স্বাক্ষরিত ও টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দানাধারে টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উপাসনাস্থলে এক রাত্রে দানাধারে সহস্র মুদ্রার নোট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখনও অনেক অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন। আশা করি দাতব্য স্বাক্ষরকারী মহোদয়গণ শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া যাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র শেষ হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন। মন্দির নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য এবং উপকরণাদি ক্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ, তাঁহাদের স্বাক্ষরিত দাতব্য ও নূতন চাঁদা সংগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

রিপোর্ট সব কমিটী। এই সব কমিটির দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া তাহার মুদ্রাঙ্কণ আরব্ধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ সকল হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজ, বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ, মধ্য আসাম উপাসনা সমাজ, হুগলী ব্রাহ্মসমাজ, শিলং ব্রাহ্মসমাজ, বালেশ্বর ও প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ, দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, (মান্দ্রাজ), উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ, উৎকল ব্রাহ্মসমাজ, সুরাট প্রার্থনা সমাজ, মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ, শিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ, দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ, দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজ, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ, গাজীপুর ব্রাহ্ম সমাজ, কাল্না ব্রাহ্মসমাজ, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ, অমৃতসর ভক্তিসভা, মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ, মালদহ ব্রাহ্মসমাজ, দক্ষিণ উপনগরীয় ব্রাহ্মসমাজ।

লাইব্রেরী সব-কমিটী। গত ৩ মাসের মধ্যে পুস্তকালয়ের জন্য ৭৫ টাকা সংগৃহীত ও ৬৬ টাকা ব্যয়িত হইয়া ৯ টাক

হস্তে স্থিত আছে। থিওডোর পর্কারের রচিত ১৩ খানি নূতন পুস্তক ক্রীত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার সব কমিটী। আগামী মাঘোৎসবের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়নের বিষয় স্থিরীকরণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভারার্পণ করা হয়ঃ—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

ইংরাজী পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। বালকদিগের প্রার্থনা পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের ২য় ভাগ সংগৃহীত হইতেছে।

ট্রষ্টডিড কমিটী ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়া আগামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে অর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে।

ধর্ম্ম প্রচার। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিগত ১০ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় তিনি এলাহাবাদে "শিক্ষিত দেশীয় লোকদিগের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া উচিত" এই বিষয়ে বাঙ্গালাতে একটী বক্তৃতা করেন। ৬ই কার্ত্তিক তিনি মজিলপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে তিনি বহড়ু প্রভৃতি কয়েক স্থানে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে ১লা নবেম্বর কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ৬ই নবেম্বর তথায় যাত্রা করেন। তত্রত্য উৎসব কার্য্য সম্পাদন ও ইংরাজী এবং বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া ৩ সপ্তাহ পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে তিনি অম্বালায় বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান মত সকল অতি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াদেন। সেই সভায় তত্রত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিবার পর ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ২৫এ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তথাকার উৎসব সম্পাদিত হয়।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ১লা নবেম্বর বালেশ্বর হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন; তৎপরে ১০ই নবেম্বর প্রচারার্থ শিলিগুড়ি যাত্রা করেন। ১৬ই নবেম্বর তিনি সৈদপুর জাতীয় উন্নতি সভায় "জাতীয় জীবন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে স্থানীয় সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৭ই নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ২৬এ নবেম্বর তিনি পুনরায় উত্তরবাঙ্গালা যাত্রা করেন ২৯এ নবেম্বর জলপাইগুড়িতে "জীবন না মৃত্যু" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পরদিবস তিনি স্থানীয় সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর শিলিগুড়ি যাত্রা করেন এবং তথায় একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই স্থান হইতে তিনি ফাঁসিদা নামক একটী স্থানে গমন করেন। তথায় পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মপ্রচারক গমন করেন নাই। সেথানে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া তিনি জলপাইগুড়ি প্রত্যাগমন করেন এবং তথায় ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে নবান্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। জলপাইগুড়ি হইতে হলদিবাড়ী, তথা হইতে সৈদপুর, সৈদপুর হইতে রঙ্গপুর ও সদাপুষ্করিণীতে ধর্ম্মপ্রচার করেন। সদাপুষ্করিণীতে একটী জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। তথা হইতে সারা, নাটোর ও বোয়ালিয়ায় উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন। বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে ও শাখাসমাজে সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কমিল্লা হইতে ঢাকা প্রত্যাগমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করেন। তিনি সেথানে যাওয়াতে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করেন। কিয়দ্দিবস হইল তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বাগআঁচড়ায় গমন করেন।

গত ১২ই কার্ত্তিক কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও গুরুচরণ মহালানবিশ তথায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ, ও সুন্দরীমোহন দাস পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের অধ্যক্ষ মেঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজের নিকট হইতে নবেম্বর মাসের জন্য পাস পাইয়া অবকাশমতে কুমারখালি, কুষ্টীয়া পোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। প্রথম বারে কুমার খালিতে তাহারা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবং তত্রত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য একটী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভায় উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ হইবে। কৃষ্ণকুমার বাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে তাঁহারা পোড়াদহে উপস্থিত হন। তৎপরে পুনরায় কুমারখালি গমন করেন এবং ছাত্রদিগের জন্য সাধন প্রণালী স্থির ও স্থানীয় সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৃতীয়বারে তাঁহারা কুষ্টীয়া গমন করিয়া তথাকার অনেক ভদ্রলোক ও কৃষকদিগের সহিত আলাপাদি করেন এবং একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূচনা করিয়া আসেন। পুনর্ব্বার তাঁহারা কুষ্টীয়া গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। সেথানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সহিত যোগ দিয়াছেন। বিনা মূল্যে রেলওয়ে পাস প্রদান করিয়া মেঃ প্রেষ্টেজ ইহাদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিগত ডিসেম্বর মাসে

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বশতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ নিস্বার্থভাবে এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তজ্জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ বগুড়া প্রভৃতি কয়েক স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে সেই সকল স্থানে তাঁহারা যাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

মাঘোৎসবের ছুটী। মাঘোৎব উপলক্ষে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট আফিস সকল বন্ধ হয়, অন্ততঃ ব্রাহ্ম কর্ম্মচারীদিগকে অবকাশ দেওয়া হয়, এজন্য আবেদন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই আবেদন পত্র প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এ বৎসর এই আবেদনের কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কিন্তু আগামী বর্ষে ইহা দ্বারা সুফল লাভের প্রত্যাশা আছে। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ এই আবেদন ও এতৎ সংক্রান্ত আন্দোলনের সহায়তা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রতিনিধি। আগামী বর্ষের জন্য বাবু আশুতোষ বসু দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের, বাবু সত্যপ্রিয় দেব, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ব্বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমারী কলেটের ব্রাহ্মবার্ষিকী।

কুমারী কলেটের নাম ব্রাহ্মদিগের নিকট আর অপরিচিত নাই। তিনি নিঃস্বার্থভাবে ব্রাহ্মসমাজের হিতব্রতে প্রায় ৬। ৭ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির শুভ সংবাদ আমাদিগকে উপহার দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম বার্ষিকী" ব্রাহ্মগণ আগ্রহ ও সমাদরের সহিত পাঠ করিয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা যে প্রতি বর্ষে তাঁহাকে বার্ষিক অধিবেশনের দিনে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি তদ্দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয় না; কিন্তু যদি ব্রাহ্মদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সকলের হৃদয় তাঁহার প্রতি কি প্রকার কৃতজ্ঞভাবে পরিপূর্ণ তাহা জানা যাইতে পারিত। অদ্য আমরা তাঁহার ১৮৭৯ সালের "ব্রাহ্মবার্ষিকী" গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রধান পাঠ্য বিষয় ব্রাহ্মবিবাহের অপূর্ব্ব বিবরণ। ব্রাহ্মবিবাহ প্রথম হইতে কি প্রকারে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে প্রথম হইতে তিনি তাহার একটী ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। কি প্রকার পরিশ্রম, ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া তিনি সমস্ত ইতিহাসটী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রস্তাবটী পাঠ না করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। প্রথম ব্রাহ্মবিবাহে কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি ক্রমে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধাকার ধারণ করিয়াছে, বিবাহবিধির জন্য ব্রাহ্মগণ কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, বিধি প্রণয়ণ ও রাজসম্মতিলব্ধ হইবার পূর্ব্বে কি কি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় উক্ত প্রস্তাব মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। বিধিবহির্ভূত ও তদনুমোদিত কত ব্রাহ্মবিবাহ এপর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে প্রস্তাবের শেষ ভাগে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৯৩ টী বিবাহের বিবরণ ঐ তালিকা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বিবাহের সময়, স্থান, বিবাহিত ব্যক্তিদিগের নাম, বয়ঃক্রম, জাতি, অভিভাবকদিগের নাম ঐ তালিকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। পরে তিনি আর তিনটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। প্রথম তালিকার কাল অনুসারে বিবাহের সংখ্যা বদ্ধ করিয়াছেন, এবং কোন্ বৎসর কতগুলি বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে কতগুলি বিধির অন্তর্গত, কতগুলি বিধবা বিবাহ, এবং কতগুলি অসবর্ণ বিবাহ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় তালিকায় কোন্ প্রদেশে কতগুলি বিবাহ হইয়াছে তাহাও উক্ত প্রকারে সংখ্যাবদ্ধ করিয়াছেন। তৃতীয় তালিকা কন্যার বয়ঃক্রম অনুসারে বিবাহ সংখ্যা।

প্রথম তালিকায় দৃষ্ট হয় যে বিবাহ বিধি প্রচার হইবার পূর্ব্বে ১৮৬৮ সাল হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত ৩৯ টী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৬ টী বিধবা বিবাহ ২ টী অসবর্ণ বিবাহ; এবং ২১ টী বিবাহবিধি প্রচার হইবার পর রেজিষ্টারী করিয়া লওয়া হইয়াছিল; অপর ১৮ টী রেজিষ্টারী করা হয় নাই। ১৮৭২ সালে বিধি প্রচার হইবার পর ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত ৫৪ টী বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪২ টী রেজিষ্টারী হইয়াছে, ২০ টী বিধবা বিবাহ এবং ২৩ টী অসবর্ণ বিবাহ।

দ্বিতীয় তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে ৭৯ টী বিবাহ হইয়াছে, আসামে ৩ টী, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে ৪ টী, পঞ্জাবে ৪ টী, বোম্বাই প্রদেশে ২ টী ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ১ টী মাত্র।

বয়ঃক্রমসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে কন্যার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেবল ৯ টী মাত্র বিবাহ হইয়াছে; আর সমস্তই ১৪ হইতে ২৮ বৎসর বয়ঃক্রমে হইয়াছে; কেবল একটী মাত্র বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর ছিল, ১ টী ১১ বৎসর, ৩ টী বার বৎসর, ও ৪ টী ১৩ বৎসর। বিধিপ্রচার হইবার পর কেবল একটী মাত্র ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল আর সমস্ত বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ১৪ হইতে ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ১৪, ১৫, ১৬ বৎসর বয়সে অধিক বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল ৫ টী বিধবা বিবাহ। ১৪ বৎসরে যতগুলি বিবাহ হইয়াছে সকলেই কুমারী। ১৫ শ বর্ষীয়া ১০টী পাত্রীর মধ্যে ৮ টী কুমারী; ১৬ শ বর্ষীয়া ১২ টীর মধ্যে ৯টী কুমারী; ১৭ শ বর্ষীয়া ৬ টীর মধ্যে ৫ টী কুমারী; ১৮ শ বর্ষীয়া ৭ টীর মধ্যে ৩ টী কুমারী; ১৯ শ বর্ষীয়া ৬টীর মধ্যে ২টী কুমারী; ২০ শ বর্ষীয়া

৬ টীর মধ্যে ১টী কুমারী ; ২১ বর্ষীয়া ১ টী কুমারী ; এবং ২৪শ বর্ষীয়া একটী কুমারীর বিবাহ হইয়াছে এবং এই দুইটী পাত্রীই পূর্ব্ব বাঙ্গালা নিবাসিনী।

ব্রাহ্মবিবাহের ইতিহাসের একটী চমৎকার বিষয় এই যে, কলিকাতা নিবাসীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বিবাহ হইয়াছে, কুমারী কলেট যে ৩৮টী কলিকাতার বিবাহ দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল টী মাত্র যথার্থ কলিকাতা নিবাসী-দিগের বিবাহ, অপরগুলি প্রদেশ বাসী লোকের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় যে ৪টী বিবাহ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমস্ত তৎপ্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই হইয়াছে। পঞ্জাবে যে ৪টী বিবাহ হইয়াছে তন্মধ্যে ১টী মাত্র বিবাহে তৎপ্রদেশীয় পাত্র ও কন্যা ছিল এবং অপর তিনটী তৎপ্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালী পাত্র।

"ব্রাহ্মবার্ষিকীর" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গতবর্ষের সংক্ষেপ (অর্থাৎ ১৮৭৮।৯) আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যে লেখিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (অথাৎ কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায়) এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিত্র-দ্বয় অঙ্কিত করায় কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি কেশববাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতিরিক্ত বর্ণনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এক চতুর্থাংশেরও সমাজ যোগ্য নহেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নূতন বিধানের ইহা অন্যতর প্রকৃতি। উহার প্রথম প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা এক নবতর উন্নততর সাধন পথে পদ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি মাঘোৎসব দিবসের বক্তৃতা দ্বারা যে আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হঠাৎ লোকের বিশ্বাস করিতে হইলে হৃদয় বেদনা উপস্থিত হয়। তিনি যে না ভাবিয়া হঠাৎ আপনি অসাধারণ ব্যক্তি ও তাঁহার কার্য্যের প্রতিরোধ করার জন্য মনে করেন তাহা বোধ হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গভীর অভিসন্ধি আছে। কেশব বাবুর এই সমস্ত বাক্য কিছুই নূতন নহে। যাঁহারা এত দিন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন এবং আত্ম চিন্তা বিহীন হইয়া কেশব বাবুকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এক মাত্র অধিনায়ক স্বরূপ বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা এই ভাব লক্ষ্য না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু যাঁহাদের বাহিরের ও অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত ছিল তাঁহারা যে দিবস কেশব বাবু "যিশুখৃষ্ট ইউরোপ ও আসিয়া" এবং "মহাপুরুষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তাঁহার অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে দূরে থাকিতেন। তৎকালে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিতেন না আজ কাল তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা নিতান্ত অপদার্থ; তাহাদিগকে যে কোন কথা বলি তাহাই বিশ্বাস করিবে, এবং ঈশ্বরের নামে বলিলে তাহারা ধর্ম্ম ভীরুতা বশতঃ সে কথা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সুচতুর লোকেরা জগতে এই রূপে চিরকাল আত্মমত প্রচার করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৩ মাঘ সায়ংকাল ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মফস্বল হইতে সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে এক একটী কমিটী নিযুক্ত করা হইবে ; কমিটী যাহা মীমাংসা করিবেন তদনুসারে উপায় অবলম্বন করা হইবে। সাধারণ ব্রহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি কমিটি সংস্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

১৪ মাঘ সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের প্রথম সঙ্গতের ইতিহাস আলোচনা করা হয় এবং সঙ্গতের উপকারিতা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। কোন কোন উপস্থিত সভ্য তাঁহাদের জীবনের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

১৫ মাঘ প্রচার নিয়মাবলী অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। এই নিয়মাবলী তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে আর প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রেরিত।

মেদনীপুর সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসারিক উৎসব।

গত ২২ মাঘ বুধবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে আসিয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে এখানকার উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

২২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৭৷৷ টার সময়ে সমাজ মন্দিরে উদ্বোধন ও উপাসনা।

২৩ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭৷৷ টার সময় সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা।

২৪ মাঘ শুক্রবার রাত্রি ৭৷৷ টার সময় সমাজ মন্দিরে "ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতা স্থলে প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২৫ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকার সময় গোপগিরিতে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা।

ব্রহ্মোৎসবের সহিত বিশেষ যোগ না থাকিলেও এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ পুস্তকালয়ে "শাখা ভারত সভার" বিশেষ অধিবেশনে নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা এত উৎসাহ পূর্ণ হইয়াছিল, যে সেই সময়ে তিন শতাধিক টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়, এই টাকা বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধির ব্যয়ে ব্যয়িত হইবে। বক্তৃতা স্থলে প্রায় ৪০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

২৬ মাঘ রবিবার (উৎসবের প্রধান দিনে) প্রাতে ৭৷৷ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা। ঐ দিবস সমাজ মন্দির নানা প্রকার পত্র পুষ্পে মনোহররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ফটকের দুইপার্শ্বে দুইটী কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকলস ও

আম্র পল্লব আমাদের প্রাচীন মঙ্গল লক্ষণরূপে দেদীপ্যমান ছিল। বেলা ১০ ঘটিকার সময় সমাজের অন্যতর উপাচার্য্য বাবু দুর্গানারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা, সঙ্গীত ও প্রীতি ভোজন হয়।

অপরাহ্ণ বেলা ৪ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরসম্মুখস্থ রাজপথে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান।

রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা।

উপাসনারম্ভে বাবু শ্যামলাল মিত্র মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ধর্ম্মভাব আবির্ভাবের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আচার্য্যের বক্তৃতান্তে শ্রদ্ধেয় বাবু শ্যামলাল মিত্র মহাশয় প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা হইতে একেবারে যোগচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

দীক্ষান্তে আচার্য্যের উপদেশ শ্যাম বাবুর ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত উৎসাহ প্রবেশ করাইয়া মেদিনীপুর সমাজের মঙ্গলসাধন করিয়াছে।

নগেন্দ্র বাবুর আগমনে এখানকার অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণে নির্ব্বাণপ্রায় ধর্ম্ম পুনর্জ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মভাবের উপাসনা, বক্তৃতা ও উপদেশে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছে।

যদি মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারকগণ এখানে আসিয়া ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে মেদিনীপুরের শোচনীয় অবস্থা ক্রমে ক্রমে দূর হইবে।

মেদিনীপুর
২৯ শে মাঘ
ব্রাং সং ৫১ } দুই জন ব্রাহ্ম।

আদেশবাদ।

মহাশয়!

একটী গুরুতর বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আপনার কয়েকটী প্রস্তাব পাঠ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ গোলযোগ বোধ হইতেছে। আশা করি এই পত্রখানি আপনার পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিবেন ও ইহার সদুত্তর দিবেন।

"আদেশ" সম্বন্ধে আপনার কি মত? কোন না কোন প্রকারে পরমাত্মা মানবাত্মাকে অনুপ্রাণিত করেন, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার কোন না কোন প্রকার যোগ আছে, ইহা আপনি অস্বীকার করিবেন না, বিশেষরূপ জানি; এরূপ যোগ অস্বীকার করিলে প্রার্থনার কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু এই যোগ কি প্রকার? ঈশ্বর হইতে আমরা কি কি দ্রব্যের আশা করিতে পারি? তিনি কি কেবল ভাবদ্বারাই আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেন, ভক্তি-পিপাসিত আত্মাকে ভক্তি দেন, বিনয়-প্রার্থী আত্মাকে বিনয় দেন? তিনি কি আত্মাকে কোন প্রকার আদেশ করেন না? একটী মানিলে অন্যটী না মানিবার কোন হেতু দেখিতেছি না। আপনি এবং আপনি যাহাদের মুখপত্র তাঁহারা যে ইটী মানেননা তাহাও তো বলিতে পারি না। "তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, ঈদৃশ পদ, "ঈশ্বর ডাকিতেছেন," "ঈশ্বরের ইচ্ছা" ঈদৃশ বাক্য আপনাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, "বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি" ঈদৃশ মতও অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে আদরণীয় হইয়া আসিতেছে দেখিতেছি, অথচ দেখি, নানা কথায় নানা প্রবন্ধে আপনারা আদেশবাদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন. এতদ্বিষয়ক ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া সমগ্র মতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিবেক কিম্বা অন্য কোন মনোবৃত্তির সাহায্যে যদি কতকগুলি নিশ্চিত সত্য প্রাপ্ত পারিলাম, জিজ্ঞাসা করি এই সত্যগুলিকে ঈশ্বরাদেশ বলাতে বাধা কি? ফলতঃ প্রকৃত বিশ্বাসী এরূপ সত্যকে ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? তিনি জানেন ঈশ্বর যেমন শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ইহার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, খাদ্য পরিপাক করিতেছেন, নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি আত্মার সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া নানা উপায়ে ইহার প্রয়োজনীয় সত্য প্রকাশ করিতেছেন, ভাব ও বল দান করিয়া ইহার উন্নতির বিধান করিতেছেন। মনুষ্যের ইচ্ছার কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি তাহার পাপ ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধেও যে সত্য প্রবল বেগে তাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও বলে তাহাকে বশীভূত করিল, ইহাকে হৃদয়বিহারী ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? যে সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহাকে কখনই এরূপ নামে অভিহিত করিতে পারি না। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যেমন সত্য স্বরূপ ঈশ্বর তাহাকে সত্যের দিকে লইয়া যাইতে পারেন, এবং লইয়া যান, তেমনি আবার তাঁহার অপূর্ণ ভ্রমশীল প্রকৃতি তাঁহাকে অসত্যে ফেলিতে পারে, এবং অনেক সময় ফেলিয়াও থাকে; সুতরাং তিনি সত্য গ্রহণে বিশেষ সতর্ক হন। অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী এবং ভ্রমশীল মানবপ্রকৃতির অস্ফুট অস্পষ্ট অনুভব, এ দুয়ের প্রভেদ করিতে তিনি বিশেষরূপ যত্নবান হন। তিনি জানেন মানবাত্মা অপূর্ণ ভ্রমশীল হইলেও অভ্রান্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকাতে তিনি সময়ে সময়ে নিশ্চিত সত্যের অধিকারী হইতে পারেন। কেহ কি বলিবেন নিশ্চিত সত্য অপূর্ণ ভ্রম-শীল মানবমাত্মার আয়ত্ত নহে? যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের মত, সমস্ত বিশ্বাসের উপর একটী সন্দেহ-কুয়াশা নিক্ষেপ করে, তাঁহাদের মতে কোন সত্যই সন্দেহাতীত নহে; এরূপ মত, এরূপ বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্মসাধন বিড়ম্বনা মাত্র, ইহাতে আত্মা কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। কোন সুবোধ বিশ্বাসী ব্রাহ্মই এরূপ মতে সায় দিবেন না। ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত, তাঁহার সেবা করা উচিত, ঈদৃশ কয়েকটী

নিশ্চিত অভ্রান্ত সত্যের উপরেই সমস্ত ধর্ম্মজীবন নির্ভর করিতেছে।

এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, বিবেকলব্ধ সত্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিতে বাধা কি? বিবেক স্পষ্ট বলিতেছেন—"সত্য পরায়ণ হও," "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর," "উপাসনাশীল হও," "ভক্ত হও"; আবার আমার হৃদিস্থিত বিবেক জ্ঞানের সাহায্য লইয়া আমাকে বিশেষভাবে বলিতেছেন—"এই ব্যবসায় তুমি পরিত্যাগ কর, ইহাতে থাকিয়া তুমি তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন কর," "দেখ, অমুক স্থানের লোকেরা ধর্ম্মাভাবে কেমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমি সেখানে গিয়া উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের উন্নতির সাহায্য কর," "দেখ অমুক স্থানের লোকেরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া রহিয়াছে, তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন কর," "অমুক গ্রন্থকারের পুস্তক অতি উপকারী, তাহা পাঠ কর" এই সকল বাক্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিতে বাধা কি? ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি এই সমুদায়কে ঈশ্বরাদেশ ব্যতীত আর কি বলিতে পারেন? এই সমুদায়কে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস না করিলে তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হওয়া অসম্ভব, তিনি শুষ্ক নীতিবাদী হইয়া পড়েন। কিন্তু আপনার মতে এরূপ বলাতে বিশেষ বাধা দৃষ্ট হইতেছে; আপনি গত বারের (১লা মাঘের) "তত্ত্বকৌমুদীতে" বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিন আপনার অন্তরাত্মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করুন। ঈশ্বরের আদেশ অন্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া যে বিবেক ও ধর্ম্মভাব পাইয়াছেন তাহার আলোকে কার্য্য করুন।" এই কথাগুলির অর্থ কি? বিবেক ও ধর্ম্মভাবের আলোক কি ঈশ্বর প্রদত্ত আলোক নহে? কেশব বাবুর ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর মত সমুদায়ের খণ্ডনের জন্য আপনি যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহার সহিত ব্রাহ্মমাত্রেরই সহানুভূতি থাকা উচিত; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে আপনার প্রতিবাদ রীতিকে অনেক সময় প্রশংসা করিতে পারি না। যাহা হউক বিনা প্রমাণে এবিষয় অধিক বলা অন্যায় হইবে; একটী মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব; কোন মত সম্বন্ধীয় ভ্রম প্রদর্শন ও প্রতিবাদ একটী অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ে মত সাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করা তদপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য; আশা করি আপনি এই গুরুতর বিষয়ে অধিকতর মনযোগী হইয়া আপনার পত্রিকার ও সমাজের গৌরববৃদ্ধি করিবেন।

সাঙ্গব শ্রীহট্ট
৯ই মাঘ ১২৮৬।

বশম্বদ
আপনাদেরই একজন।

রাজা রামমোহন রায় ও আর্য্যদর্শন।

মহাশয়!

১২৮৫ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনে, শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী অবলম্বনএকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বিষয়ের ভ্রম উল্লেখ করিয়া অদ্য আমরা কয়েক পংক্তি লিখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। ৩২ পৃষ্ঠার ২য় কলমে নন্দ বাবু বলিতেছেন, "রামকান্ত (রাজার পিতা) সচিবশ্রেষ্ঠ ফুল ঠাকুরের (রাজার মাতার) বাক্যানুযায়ী রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্মের আরো মর্ম্মজ্ঞ করিবার আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। * * * আর্য্য ধর্ম্মনীতির প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া রামমোহন প্রকৃষ্ট পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পৌত্তলিকতার ভ্রমসম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন।" রাজার প্রত্যেক চরিতাখ্যায়ক বলেন, গ্রীক ভাষা হইতে আরবীতে অনুবাদিত জ্যামিতি ও এ্যারিষ্টটল পাঠ করিয়া, তিনি একেশ্বরবাদে উপস্থিত হন। অবশ্যই নন্দমোহন বাবুর প্রমাণ পক্ষে যথেষ্ট সংগ্রহ আছে; হয় ত আমরা তাহা জানি না, তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকেরা মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমরা বেশ বলিতে পারি, লেখক অনেক স্থলেই তাঁহার লিখিত ঘটনাকে সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁহার আর কয়েকটী বিষম ভ্রম নির্দ্দেশ করিতেছি। লেখক স্বলিখিত প্রবন্ধকে বিলক্ষণ বৃহৎ করিয়াছেন, অথচ এখানে বলিলেন "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন্ স্থান, বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছিল। সুতরাং দীর্ঘ আখ্যানের মধ্যেও অনেক অভাব রহিয়াছে। বারানসীতে সংস্কৃত পাঠার্থ, রাজা প্রেরিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

২। ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১ম কলমে লেখক রাজার মধ্যমা বনিতার পীড়া সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখোপযোগী একটী কথার অবতারণা করিতে তিনি ক্ষান্ত; ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়। কথাটী:—রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (জগন্মোহনকে) বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমার প্রসূতের পীড়া দুরারোগ্য দেখিলে, আমাকে জানাইবে, তাহা হইলে আমি কলিকাতা হইতে বাস স্থান রঘুনাথপুরে যাইব।

৩। ঐ পৃষ্ঠার ২ কলমে নন্দবাবু লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নয়।" আমরাও তাই বলি। রাজার মনঃ প্রসূত কেন, ব্যক্তি বিশেষের মত বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, বস্তুতঃ তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন—সার্ব্বভৌমিক সাধু সত্য বৈ আর কিছুই নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মের সারাংশ ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা রাজা, তাঁহার ট্রষ্টডীডের মধ্যে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গাদি নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মসাধনে একত্র সমাগমের যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা কি জগৎ সমীপে নূতন নয়? নন্দ বাবু বুঝি, রাজার এই অভিনব মতের মৌলিকতা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত। সকল ধর্ম্মই ধর্ম্মান্তরের বেশভূষাদি পরিবর্জ্জন করাইয়া, স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যগত করান। ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা নহে।

৪। "একদা বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার

(রাজার) সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ; এই সময় তাঁহার আর একটী বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায় উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।” ৩৪০ পত্র, ১ম কলম। লেখক কেমন করিয়া, সত্যের অপলাপ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তেজচন্দ্রের সহিত “রাজার” আদৌ সদ্ভাবই যে ছিল না। বরং ইহার ঠিক্ বিপরীত। তেজচন্দ্র, রাজার পিতা রামকান্ত রায়কে, পত্তনী তালুকের ঋণের নিমিত্ত, অবমাননা করেন। এজন্য আমাদের ‘রাজা,’ তেজচন্দ্র বাহাদুরকে শিক্ষাপ্রদ বিলক্ষণরূপ উপদেশাবলি প্রদান করিয়াছিলেন ; তেজচন্দ্র, স্বীয় প্রাসাদে ঐরূপ সত্যপূর্ণ সাহসিক বাক্য শ্রবণে বরং আপনাকে তিরস্কৃত ভাবিয়াছিলেন। তদবধি পূর্ব্বাপর রাজার সহিত, তেজচন্দ্রের মনোবাদ দূরীকৃত হয় নাই। এই ঘটনা রাজার যৌবনাবস্থায় ঘটে। যাহাহউক নন্দ বাবু! রাজার ঔদার্য্যের এই ভিন্ন কি আর উপমা স্থল নাই? সত্যবৎ প্রতীয়মান অসত্য কেন গুণের সাদৃশ্যের কার্য্য করিবে?

৫। আর এক স্থলে তিনি সত্য বলিতেছেন। ৩৪১ পৃষ্ঠায়, লেখক কোনও ব্রাহ্মণের রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ; এক ব্রাহ্মণ ফুল তুলিবার জন্য তাঁহার বাগানে আসিত। এক দিন রাজা, তাঁহার নিজের ভৃত্য দ্বারা, সেই ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বস্ত্র স্থানান্তরে রাখাইয়া দেন ঐ ব্রাহ্মণ গাত্র বস্ত্র রাখিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ফুল তোলা শেষ করিয়া গাত্র বস্ত্র না পাইয়া অনেক কটু কথা প্রয়োগ করেন। শেষে কাপড় পাইলেন। রাজা তাঁহার কাপড় দিয়া বলিলেন, কেমন সন্তুষ্ট হইলেন ত দেবতা? * তিনি কহিলেন, নিজের জিনিস পাইলাম, ইহাতে সন্তোষ কি? তখন রাজা বলিলেন, ভাল, এই ফুল কার?—ব্রাহ্মণ কহিলেন ঈশ্বরের। রাজা পুনরপি বলিলেন, তবে যাঁহার ফুল, তাঁহাকে তাহা দিলে কি সন্তুষ্ট হইবেন? ইত্যাদি। নন্দ বাবুর এপর্য্যন্ত এই পর্য্যন্ত সত্য। শেষে তিনি বলিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।—যাহারা ইহা জানেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি ব্রাহ্মণের মত পরিবর্ত্তনের কথা বলেন না।

৬। নন্দ বাবু ঐ পৃষ্ঠার ২ য় কলমে বলিতেছেন ;—“সমাজে সকলেই এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা তাঁহার রাজার ইচ্ছা ছিল।” লেখককে এই পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিস্তর বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যদি পরিচ্ছদের মীমাংসা করিতে যান, তবে শারীরিক অংশের চিহ্নবিশেষের উপর অগ্রে নজর রাখিতে হইবে। শ্মশ্রু ধারণ ও বিবর্জ্জন বিচার অগ্রে, পরে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন। তবেই সমাজিকতা বিষয়েও ঐরূপ আন্দোলন আসিবে।

১০৮ নং মেছুয়াবাজার রোড } অনুগত
৮ ই জানুয়ারি ১৮৮০ } শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

* তিনি ব্রাহ্মণকে দেবতা শব্দে সম্বোধন করিতেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১৭ ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

বাবু কেলুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধাপসী	৩
,, ভুবনমোহন ত্রিবেদী, কালনা	২।০
,, মনোমোহন ঘোষ, কলিকাতা	৪॥০
,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল, আগ্রা	১
,, দ্বারকানাথ বিশ্বাস, জলপাইগুড়ী	৩
,, রমাকান্ত পাল ঐ	২
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর	২।০
,, কেকুলনাথদাস, কলিকাতা	১৶০
,, চুণিলাল মল্লিক, কলিকাতা	২।০
,, গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ	৩।০
,, রাধানাথ রায় দারজিলিং	১॥০
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ	৩
,, ব্রহ্মমোহন কলিকাতা	১
,, অমৃতলাল সিংহ	১৷৶০
,, সম্পাদক কোমর খালিপত্র	২।০
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু কলিকাতা	১
,, বরাহনগর, ব্রাহ্মসমাজ	৩
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কলিকাতা	২
,, পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, লাহোর	
,, কুড়নচন্দ্র মল্লীক কলিকাতা	১।০
,, রামপুর বোয়ালিয়া, ব্রাহ্মসমাজ	
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাঁশিদহ	
,, আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা	৪॥০

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম-বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২৷৵ যাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৵	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন	/১০	৴১০
Year Book 1879 (Miss collet's)	১৲	/০
Almanac 1880	॥০	৴১০
Second Annual Report 1879	৸০	/০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Channing's Complete works	১॥০	৵০
Practical Sermons	৸০	/০

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879	১৲	৴১০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, February. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উদারতা একান্ত আবশ্যক। একটু মতভেদ হইলেই হৃদয়ভেদ হওয়া যার পর নাই অনুচিত ও দুঃখের বিষয়। যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেখানে মতভেদ হইবেই। অনেকে মতভেদ আক্ষেপের বিষয় মনে করেন। আমরা করিনা। আমরা জানি ইহা স্বাধীনচিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল। যদি এমন দেখি যে দশজন লোকের সকল বিষয়ে ঠিক এক মত, তাহা হইলে ইহাই মনে করি যে, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি চিন্তাশীল ও অবশিষ্ট সকলে তাঁহার অনুগামী। দশ জনই যদি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিত তাহা হইলে কখনই সকল বিষয়ে ঠিক এক মত হইত না। যে কখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে নাই, সেই মতের ভিন্নতা দেখিলে বিরক্ত হয়; কেননা সে যে পথ দিয়া কোন একটি মতে পৌঁছিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ জানে না কিন্তু যিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন তিনি জানেন, স্বাধীন চিন্তার শত সহস্র পথ। চিন্তাশীল লোকে কে কোন্ পথ দিয়া কোথায় পৌঁছিবেন তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন না। যদি কেহ করিতে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাধীনচিন্তার মূলে কুঠারাঘাৎ করা হইবে। স্বাধীন ভাবে চিন্তাকর, অথচ সকল বিষয়ে এক পথে চল, এক মতাবলম্বন কর, ইহা একান্ত অসার কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সমাদর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব, ও উপাসনা এই তিনটি মূলসত্য আমাদিগের সকলের ঐকান্তিক। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রকার মতসম্বন্ধে আমাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

মতসম্বন্ধে উদারতা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু ইহারও অপব্যবহার আছে। উদারতা ও উদাসীনতা এক নহে। অনেকে উদারতার ভাণ করিয়া বাস্তবিক উদাসীনতা অবলম্বন করেন। কোন ব্যক্তি একটি অসত্যমত গ্রহণ করিয়াছে দেখিলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বেও যেমন তাহাকে ভালবাসিতাম এখনও সেই রূপ ভাল বাসিব, ভালবাসার লেশমাত্র লাঘব হইবে না। যেখানে মতভেদ দেখিলে হৃদয়ভেদ হয়, এবং ভিন্ন মতাবলম্বীর উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়, সেখানকার অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়; কিন্তু আবার যেখানে মতভেদ দেখিলে লোকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, একজন ভ্রাতা অসত্য পথ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া হৃদয়ে ক্লেশ অনুভব না হয়, সেখানকার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। আমরা এই চাই যে, কাহারও সহিত যখন মতের ভিন্নতা হইবে তখন তাহার সহিত বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার হ্রাস হইবে না, অথচ নিজে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তাহা প্রাণপণে সমর্থন করিব, এবং ভিন্ন মতের অসারত্ব সহস্র প্রকারে প্রদর্শন করিব। যে ভ্রাতা ভ্রমাত্মক মত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রেমপূর্ণ, অথচ তাঁহার মতের প্রতি খড়গহস্ত; এই রূপ হওয়াই আমাদিগের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

সহজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক এই তিন উপায়ে যে কোন বিষয় আমরা নিশ্চিত কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকেই আমরা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করি। তাহাই মনে করা উচিত। যাহা কিছু সত্য, তাহা ঈশ্বরের সত্য। যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। নতুবা কর্ত্তব্যের অন্য কোন অর্থ নাই। "চুরি করিও না; পরোপকার কর," যেমন ঈশ্বরের আদেশ, "বাল্য বিবাহ করিও না" সেইরূপ ঈশ্বরের আদেশ। একটি আদেশ বিবেকের মধ্য দিয়া আসিল, আর একটি শারীরতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্য দিয়া আসিল। বিজ্ঞানের কথায় যখন বিবেক সায় দেয়, তখনই তাহা আদেশের আকার ধারণ করে। আমরা আদেশের মতকে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা মনে করি যে, ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাস অসম্ভব। ঈশ্বরের আদেশ পালনেরই অপর নাম ধর্ম্ম। কখন সহজ জ্ঞান, কখন বুদ্ধি, কখন বিবেকের নিকট হইতে আদেশ পাই। উপাসনা করিতে বসিয়া আদেশ পাওয়া যায়, আর বিজ্ঞান চর্চ্চায় আদেশ পাওয়া যায় না? বিজ্ঞান যাহা কিছু মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিতেছে, সকলই ঈশ্বরের আদেশ। যে কোন মূল হইতেই জ্ঞান লাভ হউক না, যখন বিবেক আসিয়া তাহাতে সায় দেয়, তখনই উহা আদেশ। তত্ত্বকৌমুদীতে আদেশ মতের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা উহার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মাত্র। বাবু কেশবচন্দ্র সেন আদেশের মত লইয়া যে প্রকার যথেচ্ছ-ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে নীরব থাকা কোন ক্রমেই

উচিত বোধ হয় না। সকল ব্রাহ্মসমাজ স্পষ্টাক্ষরে বলুন, ঐ প্রকার ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদের লেশ মাত্র সহানুভূতি নাই।

জীবন।

যতক্ষণ নিশ্বাস প্রশ্বাসত্যাগ করি, ততক্ষণ আমরা জীবিত এবং ততক্ষণই আমাদের জীবন আছে এই কথা সচরাচর শুনা যায়। যতক্ষণ কার্য্য করি ততক্ষণই আমরা জীবিত, যাহাদের চিন্তা শক্তি অধিকতর মার্জ্জিত তাঁহারা এই কথা বলেন। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরসহবাসে থাকিয়া তাঁহার সেবা করি ততক্ষণই আমরা জীবিত, ভগবদ্ভক্তগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। এই তিন ব্যক্তির কথাই সত্য। "তরবোপি হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ," তরুগণও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষিগণও জীবন ধারণ করে, ইহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং ইহারাও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, ইহারাও কার্য্য করে, সুতরাং ইহারাও জীবিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বৃক্ষাদির ন্যায় জীবন ধারণ করি এবং পশু পক্ষীর ন্যায়ও জীবন ধারণ করি, কিন্তু এই ভৌতিক জীবন অপেক্ষা আমাদের একটী উন্নত জীবন আছে, তাহা আর কাহারও নাই। বৃক্ষ লতাদির সহিত আমাদের জীবনের এই সাদৃশ্য যে, তাহাদের ন্যায় আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ক্ষয় আছে, পশুদিগের সাদৃশ্য শারীরিক ক্রিয়া—"আহারনিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরানাম"—এই সকল কার্য্যেও উভয়ের মধ্যে বৈশেষিকতা দেখা যায়, কিন্তু তথাপি কার্য্যগুলি একই প্রকার। যদি কেহ আমাদিগকে এ প্রকার অবস্থায় রাখে যে তাহাতে ঐরূপ কয়েকটী কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই করিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে কয় ব্যক্তি সে অবস্থায় তৃপ্ত থাকিতে পারে? বোধ হয় বন্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহারা গ্রাম নগরে বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক জনও এ অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা মনে করে না। মনুষ্য অত্যন্ত জঘন্য হউক না, কিন্তু পশু হইতে চাহে না। তাহার শরীর পশু হইবার উপযুক্ত নহে; তাহার মন, তাহার ইচ্ছা তাহার ভাব, তাহার শক্তি অত্যন্ত অনুন্নত আদিম অবস্থাতেও পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য শিশুর চক্ষু দেখিয়াছ? তাহাতে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি দেব ভাব কি দেখ নাই? সেই গভীরদর্শী কবি বলিয়াছেন যে মনুষ্য কীট এবং মনুষ্য দেবতা! এই জন্যই ত জগতে মনুষ্যপূজা হইয়াছে। কিন্তু কাহারা মনুষ্যকে পূজা করে? যাহারা সেই পরমদেবতাকে দেখে নাই; যাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে কোটি কোটি মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, তাঁহার মহত্ত্ব যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

মনুষ্যজীবন বড় দুর্লভ সামগ্রী। দেবভাব লাভ করার ন্যায় আর পরম অধিকার কি হইতে পারে? এমন জীবন যদি বিফলে যায়, তাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি আছে? সেই জন্য মানব জীবনের সার্থক্য লাভ করিবার নিমিত্ত সকলেই অভিলাষ করে। কত প্রকার মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য লোকে ব্যস্ত। কেহ তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিতেছেন; কেহ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া আছেন; কেহবা কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ললাটের স্বেদ দ্বারা শরীরকে স্নাত করিতেছেন। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হয়েন। জীবনের দায়িত্ব অতিশয় মহৎ। সম্পূর্ণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য লোকও নাই। আমরা যাহাতে সেই দায়িত্ব বুঝিতে পারি, সেই জন্য আমাদের উৎসব, সেই জন্য আমাদের সাধনা ভজনা। এই উৎসবের অবসানে আমরা সেই গভীর প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের কতকাল চলিয়া গেল, কিন্তু আমরা কতদূর প্রকৃত জীবনের আদর্শানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলাম। অদ্য আমরা জীবনের এক একটী দেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখি। প্রথমে আমাদের আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। তাহার যে সকল দেব ভাব আছে, তৎসমুহ আমাদের দ্বারা কতদূর উন্নত হইল অথবা কি পরিমাণে বিনষ্ট হইল। প্রেম, দয়া, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, পবিত্রতা, আত্মার এই সকল স্বর্গীয় অলঙ্কার আমাদের হস্তে মলিন হইল কি না? এ সকল উপযুক্ত পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণে সমর্পিত হইতেছে কি না? যাহাতে ইহারা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্য আমরা কতদূর সাধন করিতেছি? যাহাতে এ সমস্ত স্ফূর্ত্তি হীন, প্রভা শূন্য হয় সে প্রকার আচরণ বা কত করিলাম? এই বিষয় যদি চিন্তা পথে না আসে তবে জীবন শোভাহীন হইবে। অত্যন্ত সচেতন ও জাগ্রৎ না থাকিলে এ সমস্ত মহামূল্য রত্ন অপহৃত হইবার আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে। প্রতিদিন, প্রতি রজনী, কত অপহৃত হইতেছে, কিন্তু আমরা কি সেই রত্নভাণ্ডার অন্বেষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখি? যদি এক দিন এক একটী করিয়া মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে জানিতে পারিব কতগুলি আছে, কতগুলি বা অপহৃত হইয়াছে। নতুবা আত্মার শোভা, তাহার আকর্ষণী শক্তি নাই কেন? পুষ্পোদ্যানে যদি পুষ্প না থাকে, তাহার আকর্ষণ থাকে না। আমাদের জীবন লোককে কেন আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এই। ভগবৎ প্রেম অন্যের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে। যখন দেখিতেছি অন্যের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইতেছে না, তখন ইহাই স্থির যে আমার হৃদয়ে প্রেম নাই। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতার সংক্রামক শক্তি আছে, একটী হৃদয়ে উহা প্রবেশ করিতে পারিলে অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়।

পরে, কার্য্যের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, অন্তরে যদি দেবভাব থাকে তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হয়, যদি দৈত্যভাব থাকে তাহাও কার্য্যে প্রকাশিত হয়। দেবতার কার্য্য আসুরিক হয় না এবং অসুরের কার্য্য দেববৎ হয় না। অন্তরে যে ভাব প্রবল থাকিবে তাহার ছবি কার্য্যে প্রকাশিত হইবে। যদি অন্তরে অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থ প্রবল "ম"

কার্য্যদ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট হইবে না। আপনার সর্ব্বনাশ ত হইল, অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মভাব যেমন সংক্রামক, অধর্ম্মভাবও সেইরূপ সংক্রামক। ব্রাহ্ম! খেদ করিতেছ যে এত করিলে তথাপি জয়লাভ করিতে পারিলে না? তোমার পরাজয়ই তোমার কার্য্যের অপ্রশস্ততা, অসরলতার প্রমাণ; তাহার কারণ আপনার অন্তরে অন্বেষণ কর, এবং যদি অন্তরকে বিশুদ্ধ করিতে পার, আর খেদ করিতে হইবে না। কবি অতি গভীর সত্য বলিয়াছেন,

"Life is real, life is earnest"

জীবনে যদি সরলতা ও ধর্ম্মানুরাগ না থাকে, কার্য্য কি প্রকারে লোকের মন আকৃষ্ট করিবে? অনুরাগপূর্ণ সরল সৎকার্য্য, পবিত্র অনুরাগপূর্ণ সরল হৃদয়ের ফল। যখন জীবন বৃক্ষে এই সকল সুন্দর সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, তখনই তাহার সার্থকতা হয়। প্রথমে হৃদয়কে নিস্বার্থ ও পবিত্র অনুরাগ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর; হস্তকে সর্ব্বদা প্রভুর সেবাতে নিযুক্ত রাখ, আলস্যকে মহাপাপ স্বীকার কর। নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি আত্মঘাতী; নিদ্রিতাবস্থা মৃত্যুর অবস্থা; কিন্তু যতক্ষণ সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকি, ততক্ষণই জীবিত থাকি। যাঁহারা কেবল চিন্তা, ধ্যান, তপস্যাকেই জীবন বলেন, তাহারা জীবনের এক দেশ দৃষ্টি করেন। পরমেশ্বরের সংসার একটী প্রকাণ্ড কার্য্যক্ষেত্র, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কার্য্যের আরম্ভ হয়, মৃত্যুকালে ঐহিক কার্য্যের শেষ হয়, ইহার মধ্যে আর বিরাম নাই। জননীর পবিত্র কার্য্য যদি বৃথা হয়, তবে সংসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে পারিলাম না। কৃষকের সবল হস্ত যখন অনুরাগের সহিত স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা ঈশ্বরের কর্ম্মই করে। কিন্তু এই কর্ম্মের মূলে যাহা প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় কর্ম্ম না করিলে প্রভুর কর্ম্ম করা হয় না। আমাদের নিজের কর্ম্ম কিছুই নাই, কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালনই আমাদের কর্ম্ম। কেবল যন্ত্রের ন্যায় হস্তপদ চালনা করিলে মনুষ্যোচিত কর্ম্ম করা হইল না। যন্ত্র কাহার কার্য্য করে এবং কেন করে তাহা জানে না। সে পরম অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে। বিধাতাকে কোটি কোটি বার প্রণাম করি যে তিনি আমাদিগকে এই পরম অধিকার দিয়াছেন যে, তাঁহার কার্য্যে জীবন ক্ষয় করি।

প্রেম ও ভক্তি।

যে পরমেশ্বর ক্ষুধা দিয়াছেন, তিনিই অন্ন দিয়াছেন, যিনি তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই জল দিয়াছেন, এই প্রকার শরীরসম্বন্ধে যেরূপ, আত্মা সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই। যিনি জ্ঞানৈষণা দিয়াছেন, তিনিই সত্য দিয়াছেন, যিনি প্রেম ও ভক্তি দিয়াছেন, তিনিই তাহার উপভোগ্য বিষয় সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব দিয়াছেন। প্রেমের বিষয় সৌন্দর্য্য, ভক্তির বিষয় মহত্ত্ব।

বহির্জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম পরিতৃপ্ত হয়। সুনীল আকাশে শারদ চন্দ্রমা, সরোবরশায়ী শতদল, স্রোতস্বতীর নির্ম্মল লহরী, অভ্রভেদী গিরিচূড়া, নরনারীর সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া প্রীতি চরিতার্থতা লাভ করে।

কিন্তু কেবল বহির্জগতেই কি প্রীতি বদ্ধ। অন্তর্জগতই উহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। আমরা বলিয়াছি যে প্রীতির উপভোগ্য বিষয় সৌন্দর্য্য। বহির্জগতের সৌন্দর্য্য লোক বুঝিতে পারে; অন্তরের সৌন্দর্য্য আবার কিরূপ? যাঁহার দৃষ্টি কেবল বাহিরেই বদ্ধ নহে, তিনিই জানেন যে অন্তর্জগতে যে সৌন্দর্য্য পরিপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনায় বাহিরের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ব্যতীত যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতে পারে না সে নিতান্ত কৃপাপাত্র। সাধু হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে, দয়ালুর পরহিতৈষণায়, স্বদেশপ্রেমীর স্বার্থত্যাগে, বালকের নির্দ্দোষিতায়, সাধ্বীসতীর পবিত্র প্রেমে, যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সে যথার্থই অন্ধ। চরিত্রের সৌন্দর্য্যের নিকট, গোলাবের সৌন্দর্য্য কোন্ ছার।

প্রেমের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র অন্তরে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন যে পরমেশ্বরকে হৃদয়ের সমুদয় প্রেম অর্পণ কর। সৌন্দর্য্য যদি প্রেমের বিষয় হয়, তবে নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভব করিব? দয়া, প্রেম, পবিত্রতায় যদি সৌন্দর্য্য থাকে, তবে যাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পবিত্রতা তাঁহার তুল্য সুন্দর আর কে আছে? তিনি নিরবদ্য সৌন্দর্য্যসার। চিরদিন সাধুহৃদয় সেই সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমই ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি প্রেম হয়, তবে মানুষের কি সৌন্দর্য্য আছে? সুশ্রী, সাধু, জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু কুৎসিৎ কদাচার পাষণ্ডের সৌন্দর্য্য কোথায়? মনুষ্যকে প্রেম করার অর্থ মনুষ্যমাত্রকে প্রেম করা। সুশ্রী বলিয়া, জ্ঞানী বলিয়া, ধার্ম্মিকবলিয়া প্রীতিকরার নাম মনুষ্যপ্রেম নহে। লক্ষ মনুষ্যের মধ্যে এক জনকে ভাল বাসিলে মনুষ্য জাতিকে ভালবাসা হয় না। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসার নাম মনুষ্যপ্রেম। রূপ গুণ বিচার না করিয়া, স্বপক্ষ বিপক্ষ গণনা না করিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু প্রেমের বিষয় সৌন্দর্য্য; মনুষ্যমাত্রেই কি সৌন্দর্য্যের আধার?

যে ব্যক্তি মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সে অদ্যাপি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক, খ, শিক্ষা করে নাই। প্রত্যেক আত্মার অভ্যন্তরে সুগভীর সৌন্দর্য্য সাগর অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার সারভাগ; সুতরাং সৌন্দর্য্য প্রত্যেক আত্মার চিরঅধিকার।

জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা অস্ফুটভাবে প্রত্যেক আত্মাতে যে স্থিতি করিতেছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এমন মনুষ্য কি কেহ আছে যাহার আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা কিয়ৎ পরিমাণেও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি কঠোর হৃদয় নরহন্তা, সেও যাহাকে ভাল বাসে তাহার জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে,

এই স্বার্থত্যাগে তাহার প্রকৃতিনিহিত দেবত্ব প্রকাশ পায়। ঘোর পাষণ্ড যখন আপনার শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করে, চিন্তাশীল তখন তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হন। মনুষ্যের তো কথাই নাই, পশু পক্ষির প্রকৃতিতেও গভীর সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। সমস্ত জীবজগতে যে অদ্ভুত মাতৃস্নেহ প্রতিনিয়ত অসহায় শিশুকুলকে রক্ষা করিতেছে, তাহার শোভা দেখিয়া যে বিমোহিত না হয়, সে নিতান্ত দুর্ভাগা।

যে জন্য ঈশ্বরকে প্রীতি করি, সেই জন্যই মনুষ্যকে প্রীতি করি; উভয়েরই মূলকারণ এক। মূলকারণ এক হইলেও, এ বিষয়ে আর একটি কথা আছে। প্রেমের আনুষঙ্গিক এই এক নিয়ম যে, যে যিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহার সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহা প্রেম আকর্ষণ করে। প্রিয়বন্ধুর সম্পর্কীয় যাহা কিছু, তাঁহার সন্তান, তাঁহার পুস্তক সকলই স্বভাবতঃ প্রেম আকর্ষণ করে। সাধ্বীসতী প্রিয় পতির পত্র খানিকেও চুম্বন করে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয় ঈশ্বরের জগৎ তাঁহার প্রিয়। জড়, উদ্ভিদ, পশু পক্ষী, মনুষ্য সকলই তাঁহার প্রিয়। সূর্য্যের আলোকে যেমন চন্দ্র আলোকিত, সেই রূপ ঈশ্বর প্রেমে জগৎ প্রেমাস্পদ।

ভক্তির বিষয় মহত্ব। ঈশ্বরের অনন্ত মহত্বে ভক্তি চরিতার্থ হয়; মনুষ্যের পরিমিত মহত্বেও পরিমিত তৃপ্তি লাভ করে। যে কারণে ঈশ্বরকে ভক্তি করি, সেই কারণেই মহৎ লোককে ভক্তি করি। সুতরাং ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভক্তি উভয়ই সমান স্বাভাবিক। সাধুভক্তির অপব্যবহারেই দোষ। কোন নিষ্ঠুর দৈত্য সৃষ্টি কর্ত্তা হইলে কেহ তাহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিত না। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রায় যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ব রহিয়াছে তাহাকেই প্রেম ও ভক্তির উৎপত্তি।

হিমালয় দেখিলে কাহার হৃদয় না স্তব্ধ হয়? প্রকৃত মহত্ব দেখিলে কে না আকৃষ্ট হয়? যথার্থ মহৎলোকের মহত্ব অনুভব করিতে পারিলে কে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? মহৎলোককে ভক্তি করিতে হইবে, কিন্তু সেই ভক্তির অপব্যবহারেই অনিষ্ট। সাধুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি এক সূত্রে গ্রথিত।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বাবিংশ উৎসব।

শুক্রবার ২২শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বহু দিন গত হইল একবার পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন কালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটন হইয়াছিল। অদ্য আমি তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। সীতাকুণ্ডের নিকট পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হই। শরীর ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই নিদ্রা হইল। তখন কি দেখিলাম! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই যে নক্ষত্র মণ্ডল কত বৃহৎ কল্পনা করা যায় না, এই সমস্ত বৃহদ্‌কায় নক্ষত্র এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোর বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ দেশে দেখিলাম এক মহান্ পুরুষ। এই দৃশ্য আমি আর অধিক বার দেখিতে পারিলাম না, তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে? পরিচয় দাও।" তিনি বলিলেন আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ ইহা প্রকৃতি। প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্তা মাত্র। সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম ইহা পুরুষ, এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ ও শ্রুতি পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। তাঁহারা প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা উহা পৃথক্ বলেন না। বস্তুতঃ তাহা নয়, এই দীপ জ্বলিতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি তেজপ্রযুক্ত; তাহা ইহার পুরুষ। এই যে জগৎ ইহা পরমেশ্বরের শক্তির বিকাশ মাত্র। সুতরাং ইহারা পুরুষ নহে।

নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন, কত অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তাহার উপর অনন্ত আকাশ, তাহার উপর কি, আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ অনন্ত আকাশ, অনন্ত সৌরজগৎ রহিয়াছে। ইহা যে কি শক্তির ব্যাপার তাহা আমাদের ধারণাতীত, মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। এই যে বায়ু যাহার এত ক্ষমতা তাহাও, সেই শক্তি যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহার সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য। এই যে প্রকৃতি ইহা কি? না সেই পূর্ণ শক্তি প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। বায়ু বহে, মৃত্যু সঞ্চরণ করে, অগ্নি দাহন করে, যথা সময়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, এ সকল ব্যাপার কি? এ সমস্তই সেই পরম শক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। কোন অজ্ঞ লোক বাষ্পীয় যন্ত্র দেখিয়া মনে করিতে পারে, ইহা আপনার ইচ্ছা এবং শক্তিতেই চলিতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে, বাষ্পীয় শকট কোন লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। তদ্রূপ এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাহা সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি সকল শক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই জন্য প্রাচীন শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সর্ব্বগা বলা হইয়াছে। তিনি সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রকৃতির বিকাশ। প্রাচীনেরা পুরুষ ও প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একত্রে আলোচনা করেন নাই, পৃথক্‌ভাবে করিয়াছেন, সুতরাং কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। আমাদিগকে এই উভয় প্রকৃতি ও পুরুষকে একত্রে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা যদি শুদ্ধ পুরুষরূপে ভোগ করি, আমরা কর্ম্মকে ঘৃণা করিব, আমাদের মন জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এই পুরুষ ও প্রকৃতির একত্রে সাধনাই পূর্ণধর্ম্ম। যাঁহারা প্রকৃতি সাধনা করেন, তাঁহারা পরম আনন্দ লাভ করেন, এই জন্য সৃষ্টি অবধি প্রকৃতির স্তুতিবাদ

হইয়াছে। যে দিকে চাই দেখি, এই প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া সেই মূল শক্তিতে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, না পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা যদি তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করি, তাঁহার সৌন্দর্য্য একবার দর্শন করিতে পারি, আমরা চিরমুগ্ধ হইব আনন্দে প্রাণ আপ্লুত হইবে। ইহা কল্পনা নয় সত্য কথা। একবার তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাণ আর ফিরিবে না। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের মহানুভাব, উচ্চতা, সমুদ্রের গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সৃষ্টির সকল বস্তুতে সর্ব্বত্র তাঁহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি, জ্ঞান ও করুণা অন্বেষন কর। ইহাদের মধ্যে সেই জাগ্রত দেবতাকে অন্বেষণ কর। সর্ব্বত্রই তিনি, সকল পদার্থেই তাঁহার পুরুষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহার পুরুষত্ব প্রকাশিত, এজন্য স্ত্রীলোক তাঁহার শক্তির এক বিশেষ বিকাশস্থল। এই হেতু আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে "শক্তি" বলিয়াছেন। যদি পরমেশ্বরের মহত্ত্ব দেখিতে চাও, স্ত্রীজাতির মধ্যে তাঁহার মহত্ত্ব দর্শন কর। আমাদের দেশস্থ ও বিদেশস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ দর্শন কর। বিহঙ্গমকণ্ঠে যেমন মধুরতা, বামা কণ্ঠেও তেমনই মধুরতা আস্বাদন করিতে পারা যায়।

অনেকে বলেন পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না, আমি বলি আমরা যেমন ঈশ্বরের দর্শন পাইতে পারি অন্য বস্তুর তদ্রূপ নয়। তিনি ধ্রুব সত্য, একবার বিশ্বাস নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হন, তাঁহার সে গম্ভীর সত্তার সহিত তুলনায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব কল্পনা হইয়া পড়ে। আমরা যেখানে যে শক্তি দেখি তাহাতে তাঁহাকে পুরুষরূপে ও যে সৌন্দর্য্য দেখি, সেখানে তাঁহাকে প্রকৃতিরূপে আমরা দর্শন করিতে পারি। আমরা যাহাতে স্ত্রীজাতিকে পরম প্রকৃতি রূপে দর্শন করিতে পারি, তজ্জন্য যত্নবান হই, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। বন্ধুগণ! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা স্বপ্ন নহে, একটী ঘটনা। আমি অনুরোধ করিতেছি আপনারা এই প্রকৃতি পুরুষ পূজার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করুন। বন্ধুগণ! আপনারা যদি আপনাদের গৃহলক্ষ্মীর, সেই আদ্যাশক্তির পূজা না করেন, তাঁহাদিগকে যদি প্রকৃতিরূপে সম্মান না করেন, তাঁহাদের মুখচ্ছবিতে সেই প্রকৃতিকে দর্শন না করেন, তাহা হইলে জীবন মধুময় হইবে না; তোমার গৃহ শ্মশানে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি এইটী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এই আদ্যাশক্তির, মূল প্রকৃতির পূজা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ভারতবর্ষের একটী প্রকৃত অভাব মোচন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সত্য কিছুই প্রচার করিতে পারিতেছেন না। আমি অদ্য যে প্রকৃতি পূজার কথা বলিলাম তাহাও পুরাতন। তবে তাহা অদ্য যে ভাবে বলা হইতেছে, সে ভাবে পূর্ব্বে বলা হয় নাই। পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তি, কোন কোন ভাবে প্রকৃতির পূজা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অন্যরূপ। আমাদের জীবন স্বতন্ত্র প্রকারের, আমরা মুখে সতীর সম্মান করি, বক্তৃতা করি, কিন্তু আমাদের জীবন কেমন হীন। তাহার কারণ এই, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের জীবন উন্নত নয়। আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃতরূপে সম্মান করিতে পারি না, পূজা করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা যখন আমাদের হৃদয়ের বিরোধী হন, আমরা তাঁহাদের অনুরোধে স্খলিতপদ হই। অতএব আমরা যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির পূজা করিতে পারে, সেই আদ্যাশক্তির পূজা করিতে পারি, সেরূপ তপস্যায় নিযুক্ত হই। আমরা তখন বাহিরে কর্ম্ম করিব বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণ বাড়ীর জন্য ব্যস্ত থাকিবে। কখন গৃহে যাইব, সেই গৃহলক্ষ্মীর মুখশ্রীতে ঈশ্বরের প্রকৃতি দর্শন করিয়া পূজা করিব। আমি পুনরায় বলিতেছি, বন্ধুগণ! আপনারা যদি নারী-জাতীকে সম্মান না করেন, তাঁহাদিগকে পবিত্র চক্ষে না দেখেন, প্রকৃতরূপে তাঁহাদের পূজা না করেন, আপনাদের আত্মার মঙ্গল হইবে না। গৃহ শ্মশান হইবে, ভারতবর্ষের দুর্গতির অপনয়ন হইবে না। আমরা আমাদের গৃহিনীদিগকে হয়তো সম্মান করি না, শ্রদ্ধা করি না, বিশ্বাস করি না। এরূপ গৃহে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না; তাহা পাপ, শোক, দুঃখের চিরনিবাস। অতএব আমরা যদি স্ত্রীজাতিকে প্রকৃতিরূপে পূজা করি, আমাদের সুখশান্তি লাভ হইবে, আমাদের গৃহে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২২শে মাঘ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বিনয় এবং মহত্ব সুশোভিত হইলে সাধকের জীবন কেমন সুন্দর হয়, মহাত্মা চৈতন্যের জীবনে তাহা আমরা দেখিতে পাই। চৈতন্যচরিতামৃতহইতে কিয়দংশ সে সম্বন্ধে পাঠ করিতেছি।

গ্রন্থকার আশ্চর্য্যরূপে চৈতন্যের বিষয় এবং আবির্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ চৈতন্যের বিনয় সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈত মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে নানা দৃষ্টান্ত ও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিত আছে। অদ্বৈত মঙ্গল হস্তলিখিত, মুদ্রিত হয় নাই, এ গ্রন্থ দুই তিন খানির অধিক নাই, এবং ইহা অতি যত্নে রক্ষিত। যাঁহারা এই গ্রন্থ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন বিধর্ম্মীদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে দিবে না। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি দুই বার পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম। কেন না এ গ্রন্থ পাঠ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। অদ্বৈতমঙ্গল হইতে আমি চৈতন্যের সত্যনিষ্ঠার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। অদ্বৈত গোস্বামীর নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল। ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অনেক স্থান ভ্রমণ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে শান্তিপুরে বাস করেন। অদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক দিকে যেমন পরম পণ্ডিত, অন্য

দিকে তেমনই পরম যোগ্য ছিলেন। হরিদাস প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করেন। চৈতন্যের পিতা শ্রীনিবাসের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল, তিনিও পরে শান্তিপুরে বাস করেন। চৈতন্যের পিতা এবং অদ্বৈত গোস্বামীর মধ্যে প্রণয় এবং বন্ধুতাছিল। চৈতন্য বাল্যাবস্থায় অদ্বৈতের গৃহে থাকিতেন। চৈতন্য অদ্বৈতকে গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন। অদ্বৈতও স্নেহপরবশ হইয়া চৈতন্যকে গুরু বলিতেন। চৈতন্য যদিও বয়সে বালকছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে তাঁহাকে প্রবীণ বলিতে হইবে। যৌবন কালেই চৈতন্যের জীবনে ভক্তির তরঙ্গ উঠিয়াছিল। অদ্বৈত এক দিন চৈতন্যকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন; "চৈতন্য! তোমার ভক্তি অতি সাত্ত্বিক, তোমার ভক্তিতে আনন্দ, পুলক, অশ্রুপাত, নৃত্য, রোমাঞ্চ, হুঙ্কার এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি হয়।

একদিন অদ্বৈত চৈতন্যকে ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে দিলেন। শ্লোকের চৈতন্য এই অর্থ বলিলেন, সেই হৃদিস্থিত ঈশ্বর আমার অন্তরে থাকিয়া যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করি। মনুষ্য সহস্র কলঙ্কিত হইলেও এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারি না যে, ঈশ্বরের একটী আজ্ঞাও পালন করে না, সুতরাং সম্পূর্ণ পাপী কেহ নাই। অদ্বৈত বলিলেন তবে যে, আর পাপ পুণ্যের বিচার থাকিতেছে না। চৈতন্য উত্তর করিলেন, মনুষ্যের পাপপুণ্য ইহাতে লোপ পাইবে কিরূপে? এশ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, মনুষ্য ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়। কেননা মনুষ্য স্বাধীন, ঈশ্বর স্বাধীনপ্রভু, স্বাধীন দাসকে আজ্ঞা করিতেছেন সে তাঁহার সকল আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, আর মনুষ্য পরিমিত, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সে কিরূপে অনন্তব্রহ্মের অনন্ত আদেশ পালন করিবে? তাহার মনে পাপ আছে, রিপু আছে, সুতরাং সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইতে পারে না। ঈশ্বর আমার তত্ত্ব লইয়া থাকেন, তিনি আমাকে অবিরত কত দয়া করিতেছেন, আমি ডাকিলে আমার মলিন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, আমার পাপ দুঃখ হরণ করেন, এই শ্লোকের অর্থ। চৈতন্য অত্যন্ত বিনয়ী এবং সত্য নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিনয়ের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা কেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যাহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন, সেই বৃদ্ধ যোগীর সমক্ষে কেমন অকুতোভয়ে আপনার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সত্যকে রক্ষা করিলেন। চৈতন্যের জীবনের মধুরতা এবং দৃঢ়তা, বিনয় এবং সত্যনিষ্ঠা এই দুইটী আমাদের জীবনে চাই। তিনি সত্যনিষ্ঠার বলেই ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই মহত্ত্ব যে, আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া চলি। অনন্ত ব্রহ্ম যাহার উপাস্য সে অবশ্যই বিনয়ী হইবে। কিন্তু বিনয় যদি এইরূপ হয়, যদ্দ্বারা অসত্যের প্রতিবাদ করিতে পারা যায় না। ভ্রান্তমত, কলুষিত আচারকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে সে বিনয়দ্বারা কখনই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। এটী নিশ্চয় কথা। আবার কেহ যদি একান্ত উদ্ধত হন, কাহারও হৃদয়ে যদি বিনয় না থাকে, তবে সে হৃদয় শুষ্ক. সে কঠোর হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন না? অতএব আমরা যেমন বিনয়ী হইব, তেমনই সত্যনিষ্ঠ হইব। আমরা অসত্যের প্রতি খড়্গহস্ত হইব। ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন ব্যক্তি বলেন, "আমি আমার পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী নই, আমার সমস্ত কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী।" এইরূপে যদি কোন মনুষ্য আপনার পাপ, দুর্ব্বলতা ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করিব না। এইরূপ মত ব্রাহ্মসমাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক মত আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে দিব না। আমরা ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, পাপী মনুষ্য, আমরা অনন্ত, পূর্ণ, পবিত্র ঈশ্বরের তত্ত্ব অতি অল্পই জানি। মনুষ্যের মত এবং কার্য্যের স্থিরতা নাই। অদ্য যিনি এক কথা প্রচার করিলেন, কল্য হয়তো তাহার বিপরীত কথা প্রচার করিবেন। আমি অদ্য আপনাদের নিকট যাহা বলিতেছি, ইহাতে আমার কত ভ্রম ভ্রান্তি থাকা সম্ভব, কেন না মনুষ্যের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য্য। অতএব "আমি আমার কোন কার্য্যের জন্য দায়ী নই, আমার সমস্ত কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী" এরূপ ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক মতকে আমরা ব্রাহ্মসমাজে কখনই স্থান দিব না। আমরা এইরূপ মহত্ত্ব লাভ করিব, যাহাতে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সত্য এবং মহত্ত্বকে রক্ষা করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের পূজা হয়, এখানে মনুষ্যের কর্তৃত্ব নাই, ব্রহ্মই ব্রাহ্মসমাজের প্রভু, ব্রহ্মের সত্তাই আমাদের এক মাত্র অবলম্বন। আমরা অপূর্ণ মনুষ্য, আমাদের ভ্রম আছে, অতএব মান্য ব্যক্তি হউন, স্নেহাস্পদ ব্যক্তি হউন, তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজে কোন ভ্রান্তমত প্রচার করেন, আমরা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিব। মনুষ্য চিরকালই অপূর্ণ, আমরা মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আসিয়াছি। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। পরম সাধু হইলেও মনুষ্যের পাপ থাকিবে। কারণ মনুষ্য ভ্রান্ত, পরিমিত। সে যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয় ততদিন তাহার পাপ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু মুক্ত হইলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মুক্তি কি? না আমাদের হৃদয়ের নানা প্রকার বন্ধন ছিন্ন হওয়া,—আমাদের হৃদয়ে যে সমস্ত আসক্তি—রিপু আছে তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি। পরমেশ্বরের উপাসনাতে এই মুক্তি লাভ হয়। প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীন। স্বাধীনতা কি? না আমাদের হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে তাহাদের সামঞ্জস্যভাবে পরিচালনাই স্বাধীনতা। দয়ার স্থানে নিষ্ঠুরতা, ভক্তির স্থানে কঠোরতা প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব যখন থাকে না, আমরা যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালিত হই, তখনই আমরা মুক্ত জীব। মুক্ত জীব হইলেই আমরা অভাবহীন হইলাম না, মুক্ত হইলেও আমাদের অভাব থাকিবে, অভাবকেই আমরা পাপ বলি। যাঁহারা পর্ব্বতারোহণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সম্মুখে যখন একটী শৃঙ্গ দেখা যায়, তখন মনে হয়

এই একটী শৃঙ্গের উপর উঠিলেই কায করিলাম; কিন্তু সেটীর উপর উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতে অন্য এক শৃঙ্গ রহিয়াছে: আবার সেটীর উপর আরোহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পশ্চাতে অন্য এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। এইরূপ কত শৃঙ্গ রহিয়াছে সংখ্যা করা যায় না। এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও মনুষ্য যখন একটী অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরপারে কতকগুলি অভাব রহিয়াছে, এগুলি আয়ত্ত করিলে আবার আরও কত নূতন অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য এইরূপ অনন্তকাল উন্নত হইবে। মনুষ্য পরিমিত জীব, সুতরাং চিরকাল ইহার উন্নতি হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র পূর্ণ, তিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ পূর্ণ নাই, কোন কালে পূর্ণ হইবে না। সুতরাং মনুষ্য অনন্ত কাল অভাবশালী থাকিবে। এই সকল অভাবই পাপ। মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে অভাবও উচ্চতর হইবে। তখন সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ না করা, সর্ব্বত্র সকল সময়ে তাঁহাকে উপলব্ধি না করা, ভ্রাতার মুখ দর্শনে ঈশ্বরভক্তির উদ্রেক না হওয়া প্রভৃতি উচ্চতর অভাব সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। মুক্তি আর উন্নতি দুইটী ভিন্ন কথা। মুক্তি না হইলে উন্নতি আরম্ভ হয় না। মুক্তি কি? না পরমেশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা বা সমঞ্জসীভূত জীবন। পরমেশ্বরের দাসত্ব লাভই মুক্তি। শরীরের রোগ প্রথম দূর হইলে যেমন কান্তি হয়, সবল হয়, সেইরূপ আত্মার মুক্তি হইলে তাহার ক্রমিক উন্নতি আরম্ভ হয়। অতএব কোন মনুষ্য কোন কালেই নিষ্পাপ হইবে না, মনুষ্য চিরকাল আপনাকে অপরাধী বলিয়া জানিবেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। মনুষ্য যদি কখনও নিষ্পাপ হয়, সম্পূর্ণ অভাবহীন হয়, তাহা হইলে যে, প্রার্থনা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। যাহার অভাব নাই, সে আবার প্রার্থনা করিবে কি? ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল এই মত প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা এমতে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি অস্বীকার করেন। অতএব মনুষ্য কোন কালেই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং অভ্রান্ত অথবা কখনই সম্পূর্ণ পাপী এবং ভ্রমান্ধ হইতে পারিবে না। অতএব মনুষ্য-কৃত পাপ পুণ্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। মনুষ্য আপনিই আপনার কৃতকার্য্যের জন্য একমাত্র দায়ী। অতএব আমরা আমাদের পাপ পুণ্যের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করি না। বিনীত এবং মহৎ হইয়া যাহাতে আমরা চিরকাল উন্নত হইতে পারি, ব্রাহ্মসমাজের এই মহান্ ভাব রক্ষা করিতে পারি, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হউক।

ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ।

যখন মনুষ্যের মনের অমার্জ্জিত অবস্থায় তাহাতে ধর্ম্মের ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহা জড়োপাসনার আকার ধারণ করে। সকল অসভ্য অশিক্ষিত জাতির ধর্ম্মভাব এই প্রকার। বন্য-জাতি মাত্রেই বৃক্ষ প্রস্তরাদির পূজা করে। কিন্তু ইহার মধ্যেও অল্পে অল্পে জড়কে অতিক্রম করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অসভ্য জাতিরা কোন কাল্পনিক প্রেতাদিতেও বিশ্বাস করিয়া তাহাদের প্রতিরূপস্বরূপ কোন পদার্থকে পূজা করিয়া থাকে। ক্রমে যখন মনুষ্য জড়োপাসনা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ করিতে আরম্ভ করে। তখন সম্পূর্ণ ঈশ্বর তত্ত্বের অনুভূতির অসমর্থতাহেতু মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করে। হৃদয় ও মনের অনুন্নত অবস্থায় মনুষ্য নিরাকার চৈতন্য স্বরূপে মনঃসমাধান করিতে সমর্থ হয় না। এক জন অশিক্ষিত সাঁওতালকে নিরাকার চৈতন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে তাঁহার উপাসনা ও ধ্যান করিতে বল, সে তাহা পারিবে না। মনঃসমাধান, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্য অনুন্নত মনের অধিকারের অতীত। কিন্তু সেই অসভ্য ব্যক্তিকে এক খানি চিত্রপট অথবা একটী দেবমূর্ত্তি দেও, সে অনায়াসে তাহার পূজা করিবে। মূর্ত্তি অথবা প্রত্যক্ষ কোন পদার্থ ব্যতীত অনুন্নত মনের ভাবোচ্ছাস হয় না। তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এরূপ, যে বাহ্য অবলম্বন ব্যতীত তাহার মন ও আত্মা কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু কেবল অসভ্যাবস্থাতেই যে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অধিকার হীনকল্প থাকে তাহা নহে; অনেক সময়ে দেখা যায় সুসভ্য ও সুশিক্ষিত লোকেরাও নির্গুণ নিরুপাধিক উপাসনায় অসমর্থ হয়। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট না হইলে তাহার উপাসনা করা লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কত জাতি পৌত্তলিকতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও অবশেষে আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিয়াছে। খৃষ্টীয় সম্প্রদায় চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ক্রমে অসমর্থ হইয়া, ঈশ্বরকে মর্ত্তে আনয়ন করিল, তাঁহাকে মনুষ্যের রূপ গুণ প্রদান করিল, তিনি আমাদের মত আহার, নিদ্রা, বিহার করিলেন, আমাদের ন্যায় কষ্টভোগ করিলেন; এবং মনুষ্যের পাপের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা হইল। অরূপী ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট হইল না, মানবীয় প্রেম এই প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। এই জাতীয় পৌত্তলিকতা অতিশয় অনিষ্টকর। বর্ব্বর জাতি যখন জড়োপাসনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৌত্তলিক উপাসনা আরম্ভ করে, তাহার আত্মা উন্নতির সোপানে পদনিক্ষেপ করে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার পৌত্তলিকতা অবনতির লক্ষণ। এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে পৌত্তলিকতা দুই প্রকার হইতে পারে। কখন পৌত্তলিকতা উন্নতির পরিচারক এবং কখন উহা অধোগতির চিহ্ন। অসভ্য জাতিরা যখন জ্ঞান-প্রেম-হীন জড়পদার্থের পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের উপাস্য দেবতাতে জ্ঞান, প্রেম আরোপ করে, তখন তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাহারা যদিও জড়পদার্থেরই পূজা করে, কিন্তু সেই পদার্থে জ্ঞান, প্রেম আরোপ না করিয়া করে না। ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু কখন কখন মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা দুর্ব্বল হওয়ায় তাহারা আর চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের

পূজা করিতে পারে না। তখন তাহারা ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ করে। এই শেষ প্রকার পৌত্তলিকা আত্মার দুর্গতির লক্ষণ।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা আজ কাল এই ভাবের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহা যে আকারে, যে নামে যে ভাবেই প্রচারিত হউক, তদ্দ্বারা এই আশঙ্কা হয় যে কালে ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইবে। আজ ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করিতেছি, তাহাতে মনের আনন্দ হইতেছে, কাল তাঁহাকে মানুষের রূপ দিলে মনের আনন্দ আরও বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে ভক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয় তাহা করিলেই যদি ধর্ম্ম হইল, তবে জগদ্ধাত্রী রূপে সেই জগন্মাতা বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বরাভয় দান করিতেছেন, তাঁহাকে এই প্রকার সাজাইলে ত আনন্দ ও ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়? আজ যাঁহারা কল্পনাতে বলিতেছেন "মা তুমি ওরূপ করমেসে হাঁসি কোথায় শিখিলে?" তাঁহারা দুই বৎসর পরে যে ঈশ্বরকে রূপ গুণ বিশিষ্ট করিবেন তাহার বিচিত্র কি? আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, অভ্যাস, দেশীয় ভাবের অনুকরণ প্রভৃতি কারণে মনুষ্যের মন অল্পে অল্পে পৌত্তলিকতার সীমায় উপনীত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধন তত্ত্বের ইহা একটী দুরবগাহ্য সমস্যা। হয় মনুষ্য পূর্ণ মাত্রায় পৌত্তলিকতা গ্রহণ করিবে, নতুবা তাঁহার ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকের যেহেতু অতএবের সিদ্ধান্ত মাত্র হইবে। ইহার মধ্য পথ কি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না? মনুষ্য কি হয় পৌত্তলিক না হয় তার্কিক হইবে? সে কি নিরাকার ঈশ্বরসাধন করিতে কখনই সমর্থ হইবে না? হায়! ব্রাহ্মধর্ম্ম! তুমি ত এই জন্যই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমিইত আমাদিগের এই বিষম সমস্যা মীমাংসা করিবে বলিয়াছ; আমরা যে সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া আছি। ভারতের আর্য্য তপস্বীদিগকে চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সাধনপথ দেখাইয়াছিলে, জগতের নিকট তাঁহারা এই সত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া কি তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে বলিতেছ? তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা হৃদয়কে আশ্বাসিত করিতেছি, উৎকণ্ঠিত মনকে সান্ত্বনা দিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান সভ্যের মধ্যে কেহ কেহ বারিষ্টরি ও ওকালতি ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইহা ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্পাদকের একটি আক্রমণের বিষয় হইয়াছে তাঁহারা ওকালতি করেন; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বের মতে মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ তাঁহাদের ব্যবসায়। আমরা একথা খণ্ডন করা আবশ্যক মনে করি নাই। কেবল আমরা ইহাই বলিয়াছিলাম যে, এই ওকালতি ব্যবসায় করেন বলিয়া এখন যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের আক্রমণের বিষয় হইয়াছেন, এক সময় তাঁহাদেরই মধ্যে কোন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রচারকেরা কেহ কেহ সপরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তখন সেই অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেক তাঁহাদিগকে নিষেধ করে নাই। আমরা ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এখনও যে সকল ওকালতি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক রহিয়াছেন তাঁহাদের "মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ" দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদের লজ্জা হয় না। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতিই আক্রমণ।

এ বিষয়ে পুনর্ব্বার কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাবু ভগবতীচরণ দে এসম্বন্ধে আমাদিগকে একটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার প্রশ্ন এই যে মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ ব্যতীত ওকালতি ব্যবসায় চলে কি না। উক্ত ব্যবসায়ে অনেক প্রলোভন আছে; সুতরাং উহা অবলম্বন করিলে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্য হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা যে বিলক্ষণ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, উকীল হইলেই মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। উকীলের কার্য্য কি? লোকের যথার্থ সত্ত্ব ও অধিকার বিচারকের সম্মুখে প্রতিপন্ন করা। প্রতিপন্ন করিতে হইলে যে মিথ্যা উপায় গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আইনানুসারে প্রকৃত সত্ত্ব কতটুকু তাহা দেখাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন সত্য অবলম্বন করিলে চলিবে না কেন তাহা আমরা বুঝি না। তবে এ কথা অবশ্য সত্য যে, দৃঢ়চিত্ত হইয়া স্বার্থ ত্যাগ ও প্রলোভন অতিক্রম করিতে প্রস্তুত না হইলে সত্য রক্ষা করা অসম্ভব।

বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহের পদ্ধতি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের ব্রাহ্মপাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার কারণ এই যে, পদ্ধতিটি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই; তাঁহাদের বিবেচনায় ইহাতে আপত্তি করিবার অনেক আছে। আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়াই যেন পাঠক বর্গ এমন মনে না করেন যে, পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোনীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মবিবাহ কোন নূতন পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইলে সেই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোনীত না হইলেও আমরা উহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অদ্যাবধি একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রস্তুত হয় নাই; হইবার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার কয়েকটি পদ্ধতির দোষগুণ তুলনা করিয়া দেখিলে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। তুলনাদ্বারা যে উৎকর্ষলাভ করা যায় ইহা সকলেই জানেন, সেই জন্য সময়ে সময়ে আমরা ব্রাহ্মসাধারণের বিচারের জন্য নূতন কোন পদ্ধতি পাইলে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। হরনাথ বাবুর কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে, আমরা আর একটী বিবাহের আর এক প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে প্রকাশিত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর পত্রে যে সকল কথা ছিল, তাহার কোন কোন কথার সহিত আমাদের মতের একতা আছে। বিশেষতঃ

কন্যার বয়স সম্বন্ধে তিনি যে আপত্তি করিয়াছেন সে কথা আমরা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ষোড়শবৎসর কন্যার বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ক্রম বলিয়া স্থির হওয়া উচিত। কেহ তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ দিলে আমরা দুঃখিত হই। পাঠকগণকে আমরা বলিয়া রাঁখিতেছি যে ভবিষ্যতে কোন বিবাহপদ্ধতি প্রকাশ করিলে তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, উহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আমরা একদিকে যেমন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিব সেইরূপ আবার কেহ উহার দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

ব্রাহ্ম সমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ধর্ম্মপ্রচার জন্য আসাম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সৈদপুরে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমরা আশা করি, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বে অবগত করিয়াছি যে, অমৃতসর নিবাসী সরদার দয়াল সিং নিজে ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা, এবং লাহোর ও অমৃতসর নগরে চাঁদা তুলিয়া ২৩০০ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আবার ৪৬০ টাকা পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭৬০ টাকা প্রাপ্ত হইলাম। শেষোক্ত ৪৬০ টাকা যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লালা ময়লারাম, ...	১৫০
পণ্ডিত বিহারীলাল, ...	৫০
লালা ভজন লাল, ...	২৫
মেঃ ই নিকল, ...	২৫
শ্রীযুক্ত উসফ সা ও তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা সংগৃহীত	২২০
মোট	৪৬০

ইহা বলা বাহুল্য যে সরদার দয়াল সিং ও শ্রীযুক্ত উসফ সা প্রত্যেক ব্রাহ্মের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বিগত শনি ও রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার রাত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। রবিবার দিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবং রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত রবিবার প্রাতঃকালে ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমে দুটি সঙ্গীত ও একটি প্রর্থনা হইলে তিনি ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, উহার প্রথম উদ্দেশ্য ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছাত্রদিগের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি। সত্যালোচনা সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছিলেন। প্রথমে যেমন অন্নগ্রহণ, পরে উহার পরিপাক কার্য্য, এবং তৎপরে উহা রক্তে পরিণত হওয়া; সেইরূপ সত্য সম্বন্ধেও প্রথমে আমরা সত্য গ্রহণ করিব, পরে উহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদের জীবনের অংশস্বরূপ করিয়া ফেলিব। যে সকল সত্য এই ছাত্রসমাজে আলোচিত হইবে, তাহা যাহাতে প্রত্যেক সভ্যের চরিত্র ও জীবনকে সুগঠিত করে, এরূপ যত্ন করিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে কোন প্রকার পক্ষপাতিতা, স্বার্থদূষিত অভিসন্ধি থাকা উচিত নহে। ফলাফলের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া যাহা সত্য তাহাই আমরা গ্রহণ করিব এবং তজ্জন্য একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব।

আসামের কোন চা বাগানে আমাদিগের একজন ব্রাহ্মভ্রাতা কেরানীর কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি তথায় কুলিদিগের শিক্ষার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে অনেক কুলি শিক্ষা লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতি রবিবার তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার এ প্রকার আশা হইয়াছে যে, তিনি শীঘ্রই সেখানে একটি উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়ন এই সংবাদটি দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব্বে অশিক্ষিত সামান্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কোন নিয়মিত চেষ্টা হয় নাই। একথা ঠিক নহে। বাবু অমৃতলাল বসু বাঙ্গালারে অনেকগুলি অশিক্ষিত সামান্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষাদিয়াছিলেন, এবং আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত কয়েকটি সবমমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ১। ব্রাহ্মবালকদিগের সুশিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য সব-কমিটি। ২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ের উন্নতি জন্য সব-কমিটি। ৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহ জন্য সব কমিটি। ৪। বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিবার জন্য সব-কমিটি। ৫। পুস্তক প্রচার সব-কমিটি। ৬। প্রচার সব-মমিটি। ৭। সাধাধণ ব্রাহ্মসমাজের অর্থ সংগ্রহ জন্য সব-মমিটি। আগামী বৎসর কি কি কার্য্য করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা স্থির করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, রানাঘাটে আমাদিগের পরলোকগত বন্ধু নীলকমল দেব ও তাঁহার পরলোকগত সহধর্ম্মিনীর পবিত্র শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। নীলকমল বাবু এক জন অনেক দিনের শ্রদ্ধেয়

ব্রাহ্ম, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী একজন উন্নতমনা ব্রাহ্মিকা। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা এক্ষণে সেই অপৃশ্য লোকে শান্তি, প্রেম ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে থাকুন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার, বেহালার নিকটবর্ত্তী মহেশতলা গ্রামের ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত রবিবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও উপাসনা; মধ্যাহ্নে উপাসনা ও ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন; এবং অপরাহ্নে শ্লোকব্যাখ্যা, বক্তৃতা, প্রার্থনা, এবং সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং প্রাতে ও অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত শনিবার সন্ধ্যার পর হরিনাভি গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নবকুমারের নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত মঙ্গলবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঢাকা নগরে যাত্রা করিয়াছেন।

বিগত ২২ এ মাঘ বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে ঘরটীতে উক্ত সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে, তাহা ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া, অপর একটী সুপ্রশস্ত বইঠকখানা বাড়ীতে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত গৃহ ও উহার প্রাঙ্গন পুষ্পমালা ও পতাকাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ও কোন কোন হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিনে আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপরদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর হৃদয়ভেদী প্রার্থনা, বক্তৃতা এবং সুমধুর বৈদিক শ্লোকপাঠে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নগরের প্রধান প্রধান রাজপথে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত প্রচারবৃত্তান্ত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"নবদ্বীপ জেলার মধ্যে মহেশপুর একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশন হইতে মহেশপুর ৮ ক্রোশ ব্যবধান। মহেশপুরে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। রায় চৌধুরী মহাশয়গণ মহেশপুরের প্রধান। মহেশপুরে বাসপ্রথা উৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ পল্লি, কায়স্থপল্লি, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, মদক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় লোক পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ভৈরব নদ এখানে প্রবাহিত। অন্যান্য গ্রামের ন্যায় এখানে দলাদলি দেখিলাম না। এখানে একটী উচ্চশ্রেণী ইংরাজি স্কুল আছে। পোষ্ট আফিস, থানা, সবরেজিষ্ট্রার আফিস এবং দৈনিক বাজার আছে। এখানে মিউনিসিপাল সভা থাকাতে গ্রামের পথ ঘাট অতি উৎকৃষ্ট। এখানে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য বস্তুই পাওয়া যায়। এই মহেশপুর গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে।"

"ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং আমি মহেশপুরে গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্রহ্মসমাজে যোগ দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি পল্লিগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ আকার ধারণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইবে। শুক্রবার প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনার পর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম পূজা বর্ণনা করিয়াছিলাম। সেখানে ৩। ৪ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। শনিবার প্রাতঃ সন্ধ্যা আমি উপাসনা করিয়াছিলাম। অপরাহ্নে অন্নসত্র হইয়াছিল। বোধ হয় ৬। ৭ শত দুঃখী লোক পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছে।"

"রবিবার প্রাতে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা হয়। তাহার পর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার পর আমি উপাসনা করিয়াছিলাম। রাজকুমার বাবুর বাদ্য শ্রবণ করিয়া সকলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। রাত্রিতে গোযানে আরোহন করিয়া আমরা কৃষ্ণগঞ্জে আগমন করিলাম। বর্ত্তমান প্রচারপ্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে কেবল সেই সকল স্থানে প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবে না। আমি সম্প্রতি হুগলি জেলার অন্তর্গত কয়েকটী পল্লিগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আকনা গ্রামটী অতি সুন্দর। এই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কেবল ঈশ্বর প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনেই জীবন যাপন করিতেছেন।"

নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র আমরা নিম্নে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

"ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে নোয়াখালীতে উপাসনা, বক্তৃতা, নগর সংকীর্ত্তনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১। ১০ ই মাঘ শুক্রবার প্রাতেঃ উপাসনা। উপাসনার কার্য্য—শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত আইচ,বিএল, জজকোর্টের উকিল ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সম্পন্ন করেন। "সম্বৎসরে

বেদী হইতে যাবতীয় উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি ব্রাহ্মেরা জীবনের কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন?" ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল।

২ য়। বৈকালে উপাসনা—উপাসনার কার্য্য উপাচার্য্য সম্পাদন করেন। "প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তরে" এইটী উপদেশের বিষয় ছিল।

৩ য়। ১১ই মাঘ শনিবার প্রাতেঃ উপাসনা—উপাসনার কার্য্য উপাচার্য্য সম্পন্ন করেন। "বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি" এইটী উপদেশের বিষয় ছিল। চারি ঘটিকা হইতে ৫॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ; পাঠের কার্য্য বাবু রাধাকান্ত আইচ সম্পন্ন করেন। তৎপর উপাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা; তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই ছিল, যে পরমেশ্বর পাপী জগতের পরিত্রাণের জন্য সময় সময় বিশেষ ধর্ম্মবিধি প্রচার করিয়া থাকেন। গৌতম, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবির, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সেই সকল বিধির অধীন হইয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন উল্লিখিত রাজার প্রচারিত ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও ঈশ্বরের একটী বিশেষ বিধান। যাঁহারা এই বিধানের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াও জ্ঞাতসারে তাহার অবমাননা করিবেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে ভয়ানকরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবেক।

৪র্থ। ১২ ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৫ হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। উপাসনার কার্য্য বাবু ভৈরবচন্দ্র দাস, বি এল (জজ কোর্টের উকিল এবং সমাজের একজন সভ্য) সম্পন্ন করেন। উপদেশের বিষয় "ধর্ম্মসাধন করিতে অন্তরের পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজনীয়"। বৈকালে একটা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত দুঃখী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগকে চাউল পয়সা ও কাপড় বিতরণ করা যয়।

৪ ঘটিকা হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হয়। সরকারি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ ও নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ, উকিল, মোক্তার, স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অপরাপর ২০০ দুই শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। ৭॥ হইতে ৮৷০টা পর্য্যন্ত ভৈরববাবুর বক্তৃতা;—"অপরাপর জন্তু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে" এইটী বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তৃতাটী উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মনুষ্য হইতে অপরাপর জন্তুর পার্থক্য ভৈরব বাবু অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মানবজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তৃতা অন্তে উপাচার্য্য বাবু মহিমাচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়া সঙ্গীতাদির পর উৎসবের কার্য্য ভঙ্গ হয়।

১৩ই মাঘ, সোমবার, সন্ধ্যার সময় বিশেষ উপাসনা হয়।

অবশেষে আমরা এক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। বাবু বেণীমাধব মিত্র বি, এল, যিনি অল্প সময়ের নিমিত্ত এই সহরে সবজজ হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি সমাজের কার্য্যে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত যোগ প্রদান করিতেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইতি

বশংবদ

১৮০১ শক।	শ্রীরাধাকান্ত আইচ
৫ই ফাল্গুন	সম্পাদক
নোয়াখালী	ব্রাহ্মসমাজ, নোয়াখালী।

কোন বন্ধু নিম্ন প্রকাশিত কয়েক পংক্তি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেনঃ—

"৪ঠা ফাল্গুন। আজ এক দিকে যেমন হিন্দুদিগের একটি প্রধান মহোৎসবের দিন, অপর দিকে ব্রাহ্মদিগের আজ বড় আনন্দের দিন গিয়াছে। অদ্য আদিব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনায় আমাদিগের পরম ভক্তিভাজন মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুময় প্রাতঃকালের সুস্নিগ্ধ সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে যখন বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্ত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল, তখন মন যে কি প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

উক্ত দিনে পরম ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবুর পৌত্রদ্বয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি যে জ্বলন্ত হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশটী দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত করা গেল :—

"তোমরা আজ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চলিলে; প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনাদি যেমন নিত্যকর্ম্ম কর, উপাসনাকে সেই রূপ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিবে। ঈশ্বরকে তোমাদিগের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে বর্ত্তমান জানিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবে। শূন্যে তাঁহাকে পাইবে না। আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে জানিয়া উপাসনা করিবে। সর্ব্বদা সত্য ও প্রিয় কথা বলিবে; অনৃত বাক্য মুখে আনিবে না। সত্য কথা ও সত্য ব্যবহারই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। যদি সর্ব্বস্ব যায় তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিবে না। সত্য কথা বলিয়া যদি অপ্রিয় হইতে হয়, তাহা হইলেও সত্যের হতাদর করিবে না। ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্য করিবে না। বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে কিঞ্চিৎ দান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করিবে। তোমরা এটী মনে করিও না যে সম্পদে থাকিলে কোন বিপদ আসিতে পারিবে না; বিপদের সময় তাঁহাকে ডাকিবে; ঈশ্বরকে লক্ষ্য জানিয়া সমুদায় কার্য্য করিবে। তোমরা ব্রাহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কেনই বা সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তোমাদিগের হৃদয়ে নিহিত না হইবে? ঈশ্বর তোমারদিগের মঙ্গল করুন্ ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন্। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তোমরা তাঁহাকে প্রণাম কর।"

তাহার পর ৩টী সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল। অতঃপর প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদীতে বসিয়া সংস্কৃতশ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের তেজস্বী মধুময় বাক্য

শুনিলে শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্মের শিখা নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের পবিত্রভাব যেন চিরবিরাজিত!

১৮৭৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মন্দিরের আয় ব্যয়।

আয়।

চাঁদা আদায়	১৩,৪৭৪৷৶০
দানাধারে প্রাপ্ত	১,০১১৸৴১৫
ক্ষুদ্র আয়	১৮১৶৫
ঋণ	৩,৫৯৮
	১৮,২৬৫৸০

ব্যয়।

ভূমি ক্রয়	৯,৩৭০৸০
গৃহনির্ম্মাণ	৭,০২১৸৴০
ট্রষ্টডিডের জন্য	১১৯৴০
ঋণের সুদ	২৮০
বিবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়	১,৪২৮৸৶১৫
	১৬,৯৪১৷৴১৫
স্থিত	১,৩২৩৶৫

বিজ্ঞাপন।

২রা চৈত্র, রবিবার, বেনিয়া টোলা ৪৫ নং ভবনে অপরাহ্ণ ৩টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর মাসিক অধিবেশন হইবে। প্রথমে উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা হইবে ও সহকারী সম্পাদক ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মনোনীত হইবেন। তৎপরে সভ্যগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কতকগুলি উপায় স্থির হইবে। উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক,

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনী সম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণ্যে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র শনিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

দয়াময় ঈশ্বর পাপীকে ধরিবার জন্য কতই না কৌশল জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বায়ু দিয়াছেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য; জল দিয়াছেন পান করিবার জন্য; চন্দ্র সূর্য্য দিয়াছেন, আলোক দিবার জন্য। কিন্তু তিনি ফুলের সৃষ্টি করিলেন কেন? ফুল না থাকিলে কি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না? আমাদের আহারের জন্য ফলের সৃষ্টি করিয়াই কেন তিনি ক্ষান্ত হইলেন না? এত প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়াও বুঝি তাঁহার দয়া দেখাইবার সাধ মিটিল না। মানুষের পাষাণ মন বিগলিত করিবেন, তাই ঐ কোমল ফুলের সৃষ্টি করিলেন। ঐ ফুলে স্বর্গের সৌরভ আছে। সত্য সত্যই উহা স্বর্গের জিনিস। এই অপবিত্র পৃথিবী ঐ পবিত্র ফুলের আবাস যোগ্য নয়। ক্ষণপ্রভার পবিত্র হাসি আকাশেই দেখা যায়। ঐ সুন্দর সোনার বরণ ফুল গুলি পৃথিবীতে নক্ষত্র। আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ দিক্ নিরূপণ করে। এই ফুল গুলিও ভবসাগরের যাত্রীগণের দিগ্‌দর্শন। উহারা মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেয়। ঐ ফুলগুলি তোমার আমার অপেক্ষা বড় দরের প্রচারক। উহারা প্রস্ফুটিত হয়, অন্যকে গন্ধ দান করিয়া মরিবার জন্য। মানুষ! তুমিও উহাদের মতন অন্যের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিতে শিক্ষা কর। পরের জন্য মরিতে শিক্ষা কর।

আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে মনুষ্য পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। যাহার ধর্ম্মের জন্য পিপাসা আছে, সে একদিন কৃতার্থ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মপিপাসা থাকে তাহা হইলে আমরা ক্রমে জ্ঞান ও বল লাভ করিতে পারি। এক দিনে এবং বিনা সাধনে কেহ ধর্ম্ম ও পরিত্রাণের অধিকারী হইতে পারে না। লোকে কত কঠিনব্রত অবলম্বন করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে, কত কাল তপস্যাতে শরীরপাত করে, তথাপি ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। ধর্ম্মসাধনই আমাদের জীবনের চিরন্তন কার্য্য হইবে। কেহ কেহ হয়ত পাঁচ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কিছু ফললাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হন; কিন্তু আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজে চিরজীবনের জন্য পড়িয়া থাকিতে হইবে, ব্রহ্মসাধন চিরজীবনের ব্রত করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রতি নেত্রস্থির রাখিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; যখন তিনি আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক পিপাসা দেখিবেন, তখন তিনি তাঁহার উপযুক্ত সময়ে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আজ হৃদয় যদি সবল না থাকে, বিশ্বাস কর এক দিন হইবে; আজ যদি ভক্তির সঞ্চার না হইয়া থাকে, বিশ্বাস কর এক দিন হইবে। আপনার হীনতা বুঝিতে না পারিলে মনুষ্য পরিত্রাণের অধিকারী হয় না। যে নিজের মহত্ব দেখে, সে পরিত্রাণ চায় না; যে আপনার প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রকৃতি দেখে, যে বলে আমি ও ঈশ্বর এক! সে আর কি পরিত্রাণ লাভ করিবে? সে ত ঈশ্বরের সন্তান, তাহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহচরী, তাহার আর অভাব কি এবং মুক্তিই বা কি? যাহার অভাব আছে তাহারই মুক্তির প্রয়োজন, যে আপনার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে সেই মুক্তির প্রার্থী, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার পুণ্যের গৌরব করে, যে মনে করে তাহার সদ্গুণ ও সৎকার্য্য তাহার পরিত্রাণ ক্রয় করিবে, সে অবশেষে প্রবঞ্চিত হইবে। পরিত্রাণের শাস্ত্র অতি নিগূঢ়, যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, সেই ধন্য! পরিত্রাণের শাস্ত্রে পুণ্য, সৎকার্য্য, মহত্ব এ সকল শব্দ নাই।

অনুরাগ ও দৃঢ়তাসম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন ধর্ম্মার্থী মক্কাযাত্রা করিতেছিল, সে বহুদূর গমন করিয়া পরে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল হয়ত সে মক্কায় উপনীত হইতে পারিবে না। কিন্তু তথাপি সে উদ্যমভঙ্গ না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু অনেক দূর গিয়া সে আর চলিতে পারে না; দুঃখেতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহম্মদ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমার অন্তরের ইচ্ছা সত্ত্বেও কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, মক্কার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছ, অতএব তুমি মক্কায় উপনীত হইতে না পারিয়াও তাহার ফলভাগী হইবে।

দয়াময় পরমেশ্বরও এইরূপ আমাদের অন্তরের অনুরাগ দেখিয়া বিচার করেন।

সুন্দর পুষ্পগুলি মনোহরণ করে। প্রফুল্ল শিশুর কোমল ভাষা কাহার চিত্তকে আকর্ষণ না করে? ভাল ভাল বস্তু গুলি সকলেরই প্রিয় হয়। পরমেশ্বরের প্রেমশাস্ত্র মধ্যে যে কত অজ্ঞাত তত্ত্ব আছে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। সুন্দর ও প্রিয় বস্তুগুলি তিনি কেন সৃষ্টি করিলেন? যদি বল, তাঁহার শক্তি ও মহিমা দেখাইবার জন্য—কাহাকে দেখাইবেন? তাহাতে কি তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি হইবে? তবে বুঝি আমাদের পরিত্রাণের জন্য? আমরা চারিদিকে সুন্দর প্রিয় বস্তুগুলি সর্ব্বদা দেখিলে, মন ভাল হইতে চাহিবে, সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রেম জন্মিবে, পবিত্রতা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইবে; তিনি যে সুন্দর, পবিত্র, ইহা বুঝিতে পারিব এবং আপনারা সুন্দর ও পবিত্র হইবার জন্য চেষ্টা করিব। সুন্দর ও পবিত্র হওয়াই মুক্তি।

ব্রাহ্ম শিশু।

বহুদিন এ সত্য জগতে ঘোষিত হইতেছে, তথাপি লোকে বুঝিল না; এমন দিন যায় না, এমন রাত্রি যায় না যে দিনে যে রাত্রিতে মানুষ স্বচক্ষে এ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছে না, তথাপি মানুষ শিখিল না। বীজ ভূমিতে নিহিত হইল, রৌদ্র বৃষ্টির অভাবে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহা আর অঙ্কুরে পরিণত হইল না, তথাপি মানুষ অঙ্কুরোদ্গমের নিগূঢ় প্রণালী শিখিল না। শিশুটি কেমন সুন্দর সৌন্দর্য্যে আকাশ পাতাল ভাসাইতেছে; সুন্দর নির্ম্মল সহাস্য গোলাপ প্রতিমমুখ শুকাইয়া যাইবে, মনে ধারণা করিতেও কত বেদনা। তাঁহার শুভ্র পবিত্রতার লাবণ্য, কলঙ্কচিহ্নে মলিন হইবে; আশা উৎসাহে উদ্দীপ্ত মন, সংসারের নিষ্পেষণে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে; বিশ্বজনীন ভালবাসা, যে ভালবাসায় মিত্র জানে না, শত্রু জানে না, স্বার্থপরতার প্রবল উচ্ছ্বাসে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইবে; যে কৃষ্ণতারচক্ষে প্রেম বিশ্বাস ও সরলতার লীলাতরঙ্গ, সে চক্ষু হইতে ক্রোধ বিদ্বেষ হিংসা ও অবিশ্বাসের আরক্তিম স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইবে। আশা দিয়া নিরাশ করিবার জন্য কি জগতে শিশুর সৃষ্টি? দেবতা সুলভ দিব্যলাবণ্য, আসুরিক মূর্ত্তিতে পরিণত করিবার জন্য কি জগতে শিশুর সৃষ্টি? যখন দেখি সুন্দর শিশুর পুলকিত মুখ, প্রাণ কেন অমৃতে বিষ দেখিয়া কম্পিত হয়, প্রাণ কেন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মুহ্যমান হয়, প্রাণ কেন গভীর বিষাদরেখায় কলঙ্কিত হয়? সুনির্ম্মল শারদ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব স্বর্গীয়, প্রাণমনবিমোহনকর। আকাশের সুদূর প্রান্তে যদি হস্তপরিমিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সঞ্চার দর্শন কর, বল, প্রাণে কেন বিষাদ প্রবেশ করে? শিশুর সারল্য, পবিত্রতা, উৎসাহ ও উদ্যম, পৃথিবীসুলভ বিষাক্তভাবে হৃদয় হইতে উৎসন্ন হইবে, এই চিন্তায় প্রাণ দুঃখী. এই চিন্তায় প্রাণ অবসন্ন। বড় আশায় বীজ বপন করিলাম, শতদলে বিকশিত মনোহর গোলাপ দেখিয়া সুখী হইব, অঙ্কুর বড় হইল, বৃক্ষ মুকুলিত হইল, গোলাপ আপনার সৌন্দর্য্যে জগৎ মোহিত করিবার উপক্রম করিল, দেখি কুসুমে কীট ধরিয়াছে; মনের আশা মনে বিলীন হইল, আশা নির্ব্বাণ হইল। কুসুমে কীট নিবারণের কি ঔষধ নাই? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এ সত্য জগতে ঘোষিত হইতেছে, তথাপি লোকে বুঝিল না। বীজ ভূমিতে নিহিত করিলে সফল হইল না, বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহা দেখিতে হইবে; বীজ অঙ্কুরিত হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না, অঙ্কুর যাহাতে বৃক্ষরূপে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ফলপুষ্পের জন্যই বৃক্ষের আদর, সুতরাং বৃক্ষটি যাহাতে ফল পুষ্পে সুশোভিত হয় তাহার যত্ন করিতে হইবে। বৃক্ষসম্বন্ধে যেরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ। শিশুটি কেবল জন্মধারণ করিল, তাহাতে সুখ কি? শিশুর জন্ম তখনই সফল, যখন আপনার মনস্বীতা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ইচ্ছার আবেগ ও ধর্ম্মের মাধুর্য্য এক একটি জাতির চিন্তা, ভাব, চরিত্র ও গতি নূতন পথে প্রধাবিত করে, শিশুর জন্ম তখনই সফল, যখন আপনার সুগন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত করিয়া জগতের অপবিত্রতার দূষিত বায়ু, সৌরভে পরিণত করিতে পারে; শিশু মানুষ হয়, মানুষ হইয়া জগতের কলঙ্কভার আরো বৃদ্ধি করে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ যখনই শিশুর মুখ দেখে তখনই তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিতে আরম্ভ করে। শিশুর প্রসন্নবদন দেখিয়া প্রাণে যে আশা উদ্বেলিত হইয়া উঠে জগতে কি তাহার পরিতৃপ্তি নাই?

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে নূতন বল ঢালিয়া দিয়াছেন, মৃতভারতে যে প্রাণ আসিয়াছে, তাহার জীবনীশক্তিতে যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে জনসমাজের প্রতি অঙ্গ যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্ম! যে মন্ত্রে কুসংস্কার ছেদন করিয়াছ, যে মন্ত্রে আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ, যে মন্ত্রে বাধা বিঘ্ন সহজে অতিক্রম করিতেছ, একবার সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিশুদিগের লালন পালনে ও পরিবর্দ্ধনে নিয়োগ কর; কত গুণে ভূষিত হইয়া শিশু পৃথিবীতে আসিল, মানুষের সহবাসে তাহার সে গুণ দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম! শিশুর চরিত্রগঠনে, তাহার স্বাভাবিক গুণসমূহের পরিরক্ষণে এখনও তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। দিন আসিয়াছে, ব্রাহ্ম পরিবার সন্তানসন্ততিতে বৃদ্ধি হইতেছে, দুঃখ ও পরিতাপের সহিত বলি, ব্রাহ্মদিগের সন্তান উপযুক্ত ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্ম! তুমি জগতের কল্যাণ কামনা কর, তোমার গৃহের শিশুর দিকে ফিরিয়া দেখনা। এমন সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের ভার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের উপর ন্যস্ত হইবে। ব্রাহ্মসন্তান এখন হইতে সেই শিক্ষা লাভ করুক যে শিক্ষার বলে এই প্রলোভন-সঙ্কুল পৃথিবীতে তাহারা অজেয় হইবে। সেই শিক্ষা লাভ করুক যাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তায় পৃথিবীকে মোহিত করিবে। মানুষের দুর্নীতি দুরাচার আর কিসে নিবারণ হইবে যদি শিশু বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ যাহাতে পরিতাপের কারণ না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ যাহাতে পৃথিবীর কলঙ্কের কারণ না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যাহাতে অশ্রু বিমোচনের প্রয়োজন না হয়, ব্রাহ্ম! সময় থাকিতে সেই দিকে আপনার চেষ্টা উৎসর্গ কর।

সেণ্টজেবিয়র্।

যদিও খৃষ্টধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই এবং বোধহয় হইবেও না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান প্রচারকদিগের নিকট হইতে যে আমরা অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহারা যে কেবল আমাদের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আমাদের শিক্ষার ও উন্নতির নানা প্রকার উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ইহাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই ডফ্, মার্শম্যান্, কেরি, লঙ্ প্রভৃতি সাহেবের নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অদ্য আমরা যে মহাত্মার একটী ক্ষুদ্রজীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইনিও উল্লিখিত প্রচারকদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। ভারতবাসীর দুঃখের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইনি নানা প্রকার বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিলেন এবং ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার ও লোকের হিতসাধন ব্রতে নিযুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপবাসীদিগের এদেশে যাতায়াত করা কঠিন নহে, কত প্রকারের সুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু ধন্য সেই যুবার সাহস ও উৎসাহ, যে যুবা প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নানা প্রকার ভয়ানক প্রতিবন্ধকের উপর পদাঘাত করিয়া ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন।

অদ্য আমরা এই মহাত্মার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

ফরাসী দেশস্থ ন্যাভারা প্রদেশের অন্তর্গত জেবিয়র নামক স্থানে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ জেবিয়র্ জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানের নামানুসারেই তাঁহাদের পরিবারের নাম "জেবিয়র"ছিল।

বাল্যকালেই জেবিয়রের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ধীরপ্রকৃতি ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া অনেকেই বিবেচনা করিয়াছিল, যে কালে জেবিয়র্ একজন প্রকৃত মহাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিবেন এবং জগতে অসীম কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে জেবিয়র্ পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি সেই সময়ে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ইয়োরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। জেবিয়র্ সেই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও পরিশ্রমসহকারে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিদ্যালয়ে একজন সুবিখ্যাত ছাত্র হইয়া উঠিলেন; চতুর্দ্দিকের লোকে তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। জেবিয়র্ এইরূপ প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক চতুর্দ্দিকে আপনার যশ বিস্তার করিবেন। সেই সময়ে পারিস্ নগরে ইগ্নেসিয়স্ নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ইগ্নেসিয়সের অনেকগুলি অনুচর ছিল, ইহারাও সকলে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে জেবিয়রের সহিত ইগ্নেসিয়সের সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। কিন্তু জেবিয়র্ ইগ্নেসিয়সের অসামান্য প্রতিভা ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন না; সেই সময়ে যশোলিপ্সা তাঁহার সমস্ত মন ও হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং ইগ্নেসিয়সের ক্ষমতা ও নিঃস্বার্থতা তিনি কি বুঝিবেন? জেবিয়র্ দেখিলেন যে ইগ্নেসিয়স্ ও তাঁহার অনুচরগণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইগ্নেসিয়স্ ইহাতে কিছু মাত্র বিরক্ত হইলেন না, জেবিয়রের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে জেবিয়র্ আর অধিক-কাল ধর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারিবেন না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন প্রকৃত খৃষ্টান হইবেন এই আশা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। ইগ্নেসিয়স নানা উপায়ে জেবিয়রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জেবিয়র্কে দেখিবামাত্র তিনি এই কথা বলিতেন, "যদি সমস্ত সংসার প্রাপ্তহও অথচ আপনার আত্মাকে হারাও তাহা হইলে আর তোমার কি লাভ হইল?" এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা জেবিয়রের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল, সৌভাগ্য তারকার উদয় হইল, জেবিয়র্ ঈশ্বরের প্রেমজালে আবদ্ধ হইলেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জেবিয়র্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তিনি জেরুসেলম্ যাত্রা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেই সংকল্প সিদ্ধ হইল না। যৎকালে তিনি ভেনিস্ নগর হইতে জেরুসেলম্ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন এই সময়ে ভেনিস্বাসীদিগের সহিত তুর্কিদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুতরাং জেবিয়র্ নিরাশ হইলেন। এই সময় হইতেই জেবিয়র্ দেশে নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। যে হৃদয়ে ধর্ম্মভাব একবার প্রবেশ করিয়াছে, যে হৃদয় একবার ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, ঈশ্বরকে যিনি একবার ভালবাসিতে পারিয়াছেন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার হস্ত হইতে যেন আপনিই আসে। তাঁহাকে আর উপদেশ দিতে হয়না, যে দেশের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হও, দুঃখী নরনারীর চক্ষের জল মুছাইতে কৃতসংকল্প হও। জেবিয়রের হস্তও নানা প্রকার সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাঁহার প্রচারক হইবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইল; তিনি প্রচার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে পর্ত্তুগলের রাজা তৃতীয় জন ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত প্রচারকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

এই সকল প্রচারকসংগ্রহ করিবার ভার ইগ্নেসিয়সের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ইগ্নেসিয়স পরলোক গমন করেন এবং মৃত্যুকালে এই কার্য্যের ভার জেবিয়রের হস্তে অর্পণ করেন। মৃত্যুকালে ইগ্নেসিয়স্—

জেবিয়রকে বলিলেন "জেবিয়র! ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে তুমি এই কার্য্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষে গমন কর। যাও, ভাই, শীঘ্র যাও ঈশ্বর তোমার প্রতি এই আদেশ দিতেছেন।" ইগ্‌নেসিয়সের আদেশানুসারে জেবিয়র্ লিস্‌বন নগরে গমন করিলেন এবং সেস্থানে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত জেবিয়র যাইবেন। রড্রিগো নামে জেবিয়রের একজন বন্ধু ছিলেন; ভারতবর্ষ যাত্রাকালীন জেবিয়র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই! এ পৃথিবীতে তোমার সহিত আমার এই শেষ কথা। আর আমাদের পরস্পরের সহিত দেখা হইবে না; কিন্তু এই ভাবিয়া আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিব যে মৃত্যুর পর পুনরায় দুই জনে মিলিত হইব; এবং সেই মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই।" ১৫৪১ খৃঃ অঃ জেবিয়র্ ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। জেবিয়র্ অর্ণবপোতেও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না, পোতের যাত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিতেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি জ্বালাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে তাঁহারা আফ্রিকার মজাম্বিক উপকূলে উপনীত হইলেন। এই সময়ে গ্রীষ্মের আতিশয্যনিবন্ধন জাহাজের যাত্রীগণ জ্বররোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। জেবিয়র্ সর্ব্বদা এই সকল রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকগুলি জাহাজ ছিল, যখন এই সকল জাহাজ কোন স্থানে আসিয়া নোঙ্গর করিত, জেবিয়র পোত হইতে পোতান্তরে ভ্রমণ করিয়া রোগীদিগের সেবা করিতেন। একখানা জাহাজে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রোগীদিগকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন এবং একাকী তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্য বিধান এবং সেবা করিতে লাগিলেন। জেবিয়র্ নিজেও পীড়িত ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আপন রোগ বিস্মৃত হইয়া সমস্ত রাত্রিদিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইতেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এরূপ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতেন, কিন্তু কাহারও নিষেধ না শুনিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন।

কয়েক মাস পরে তাঁহারা আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী সকট্রা দ্বীপে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া জেবিয়র ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এই দ্বীপবাসীগণ জেবিয়রকে সেস্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য সুতরাং তিনি সকট্রাবাসীদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে মে মাসের ষষ্ঠ দিবসে জেবিয়র গোয়া নগরে অবতরণ করিলেন। গোয়া সেই সময়ে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল এবং সেই স্থানে পর্টুগিস্ রাজার প্রতিনিধি ও বিশপ বাস করিতেন। গোয়াবাসীগণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিল। নানা প্রকার দুর্নীতিদ্বারা গোয়া নগর কলঙ্কিত হইয়াছিল। গোয়াবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তথাকার বিশপ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতায় লোকে কর্ণপাত করিত না। গোয়া নগরের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া জেবিয়র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং গোয়াবাসীদিগের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে নিযুক্ত হইলেন। রাত্রিতে উপাসনায় সময়যাপন করিতেন এবং দিবাভাগে রোগীদিগের সেবা এবং বন্দীদিগকে উপদেশদান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রচারের ফল দর্শিতে আরম্ভ করিল, অল্প দিনের মধ্যেই অনেক দুরাচারের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, আপন আপন জীবনের দুর্গতি দেখিয়া অনেক পাপী অনুতপ্ত হইতে লাগিল, লোকে তাঁহার প্রচারের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইল।

পর্টুগিস্‌দিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক, জেবিয়রের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে কুমারিকা প্রেরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই প্রস্তাবে জেবিয়র অতিশয় আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। দুইজন সহকারী প্রচারক পাইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। জেবিয়র তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাদ্বারা কুমারিকার একটী গ্রামের সমস্ত লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই প্রচার কার্য্যে প্রথমতঃ তিনি সহচরদিগের নিকট হইতে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হন। জেবিয়র সেই প্রদেশের ভাষা জানিতেন না, তাঁহার সহচরগণ সেই স্থানের ভাষা জানিতেন এবং লোকদিগকে জেবিয়রের উপদেশ বুঝাইয়া দিতেন। জেবিয়র বিবেচনা করিলেন যে তিনি যদি নিজে সেই স্থানের ভাষায় প্রচার করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রচার অধিকতর ফলবান্ হইবে। এই সময় হইতেই জেবিয়র সেই স্থানের ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অনেক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি ত্রিশটী নগর পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সকল নগরবাসীদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সকল স্থানে প্রচার করিয়া জেবিয়র ত্রিবাঙ্কুরে প্রচার করিবার নিমিত্ত গমন করেন। ত্রিবাঙ্কুরেও বহুসংখ্যক লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং কথিত আছে জেবিয়র নিজ হস্তে এক মাসের মধ্যে দশ সহস্র লোককে দীক্ষিত করেন। সেই সময়ে কোন ধর্ম্মমন্দির ছিল না। যখন সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন হইত তখন জেবিয়র একটী বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, শ্রোতাগণ সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মিলিত হইত জেবিয়র সেই বৃক্ষের উপর হইতে প্রচার করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। কথিত আছে যে এক দিবস জেবিয়র শ্রবণ করিলেন যে কতকগুলি লোক ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, সমস্ত ত্রিবাঙ্কুরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র জেবিয়র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং একটী কুশ হস্তে লইয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নামে তোমাদিগকে এ নগরে প্রবেশ করিতে নিষেধ

করিতেছি আর অগ্রসর হইও না, প্রত্যাগমন কর।" আক্রমনকারীগণ জেবিয়রের এই আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

ক্রমে জেবিয়রের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। জেবিয়র তাঁহার কার্য্য অতীব উৎসাহের সহিত করিতে লাগিলেন; খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি, স্থানীয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা নানা প্রকারে অত্যাচার করিতে লাগিল; কিন্তু এই অত্যাচারে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ অধিকতর উৎসাহান্বিত হইল এবং সহস্র সহস্র লোক আসিয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

জেবিয়রের উৎসাহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি মালাক্কা দ্বীপে যাত্রা করিলেন; এবং অন্যান্য দ্বীপেও ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার জীবনীলেখক বলিয়াছেন যে এই সকল দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তদনন্তর জেবিয়র্ মুরদ্বীপে গমন করিলেন এবং ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন, এস্থানেও বহুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রচার ও উপদেশে মোহিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ করিল। মুরদ্বীপবাসীগন তাহাদিগের বৃদ্ধদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করিত। এই ভয়ানক অসভ্য ও নরখাদক জাতিও জেবিয়রের উপদেশদ্বারা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই সকল দ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জেবিয়র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া তথাকার রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে এই রাজা অত্যন্ত দুরাচার ছিলেন এবং খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। গোয়াতে সেণ্টপলকলেজ নামে একটী বিদ্যালয় ছিল; এই বিদ্যালয়ে জেবিয়র একটী জাপানবাসী ছাত্রের সহিত পরিচিত হন, এবং এই ছাত্রের নিকট হইতে অবগত হয়েন যে জাপানবাসীগন অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি লোক এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাহারা এই ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

ইহা অবগত হইয়া জেবিয়র্ সংকল্প করিলেন যে তিনি জাপান দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যহইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। লোকে তাহাকে নানা প্রকার ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল, বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে হইবে, প্রবল বাত্যায় হয়ত পোত জলমগ্ন হইবে, ডাকাইত আসিয়া জাহাজ লুণ্ঠন করিবে, এইরূপ নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া লোকে তাঁহাকে এই উদ্যম হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাইল; জেবিয়র এই সকল লোকদিগকে বলিলেন "তোমরা যদি কেবল ধন লাভের আশায় বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে পার ও এই সকল বিপদ আশঙ্কায় ভীত না হও, তবে লোকের আত্মার উদ্ধারসাধনরূপ মহৎ ব্রতের জন্য এই সকল বাধা বিপত্তি উলঙ্ঘন করিতে কেন আমি ভীত বা সঙ্কুচিত হইব?"

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে জেবিয়র্ জাপান দেশের ক্যাম্পেক্সীমা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন জাপানবাসীরা প্রায় সকলেই পৌত্তলিক, তাহাদের মধ্যে কেহ নক্ষত্রের উপাসনা, কেহবা পুরাকালীয় রাজাদিগের অর্চ্চনা, কেহ কেহবা ভূত প্রেতের পূজা করিত। জেবিয়র্ তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমতঃ জাপানবাসী শিক্ষিত লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি কেবল তাহাদিগের হিত সাধনের জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু এই সকল শিক্ষিত লোক জেবিয়রের প্রচারের ফল দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং বাধ্য হইয়া জেবিয়র্ ক্যাম্পেক্সিমা নগর পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া ফিরেণ্ডো নগরে গমন করিলেন এবং এই স্থানেও বিংশতি দিবসের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে তিনি জাপান দেশে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া চীনদেশে প্রচার করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু নানা বিভ্রাট প্রযুক্ত তাঁহার এই মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি জগতে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, গোয়া নগরে তাঁহার সমাধি হইল।

---

(৩) ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।*

অদ্যকার এই মহাসভাতে আমি যে গুরুতর প্রসঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইতেছি, মাদৃশ জনের পক্ষে এরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া অবিমৃষ্যকারিতা বই আর কিছুই নহে। কোন রাজনৈতিকসমাজ অথবা ধর্ম্ম সম্প্রদায়াদির উত্থান, পতন ও পরিণামগণনা, ইতিহাসজ্ঞ, মনস্বী ও তত্ত্বদর্শী জনের পক্ষেই শোভনীয়। যাঁহারা নৈসর্গিক নিয়ম পরম্পরার অনুশীলনান্তর ভগবানের ইচ্ছা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, যাঁহারা জগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা লোকচরিত্র ও লোকাচারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ, তাদৃশ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট মহাপুরুষেরাই এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। আমার মত ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্রের ইহ সংসারে ঐরূপ উচ্চ আসন পরিগ্রহের অধিকার মাত্র নাই বলা বাহুল্য। বলিতে কি ব্রাহ্মসমাজরূপ উদয়োন্মুখ সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল দিগ্‌দিগন্তর ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, আমাদিগের মত দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী পতঙ্গদিগের পক্ষে সে কথা কল্পনা করিবারও অধিকার নাই।

অধিকার নাই বটে, তাই বলিয়া আবার একেবারে নিরপেক্ষ ও চিন্তাশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না। মহৎ হই আর ক্ষুদ্র হই আমরা সকলেই সামাজিক জীব, অলঙ্ঘ্য সমাজ শাসনে শাসিত, এবং সেই অনুল্লঙ্ঘনীয় সমাজ শাসনের

---

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা।

কলাফলের ভুক্তভোগী। এমতাবস্থায় বিন্দুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান ও কণামাত্র সুখ দুঃখানুভূতি লইয়াও যদি আমরা আগ্রহ করিয়া থাকি, আমাদিগের এবিষয় ভাবিবার জন্য গুরুতর দায়িত্ব আছে, আমরা এই বিষয় ভাবিতে বাধ্য এবং এবিষয়ে মতামত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না।

অদ্য এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার আরও কারণ এই যে, যে ব্রাহ্মসমাজরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা ভূমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া জগৎকে শান্তি, ফল, ছায়া প্রদান করিবে আমরা আশা করি, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল সশঙ্কিত এবং যে ব্রাহ্মসমাজের গতিবিধি ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য ও বিশারদগণ অভিনিবেশ সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছেন ও জগতে এক অভূতপূর্ব্বসূচনার উপলব্ধি করিতেছেন, ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশীয় শিক্ষিতসাধারণ তাহার প্রতি মনোযোগী নহেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ব্রাহ্মগণও নানারূপ অসদাচরণ দ্বারা তাহাকে পৃথিবীর চক্ষে হেয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎচিন্তা করিতে গেলেই, তাহার ভূতজীবন চিন্তা করিতে হয়। কেবল চিন্তা করিতে হয় না, উহা আপনা আপনি আসিয়া স্মৃতিপথে উদিত হয়। অনেক সময়ে ভূত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্যও নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব জীবন পরজীবনের অব্যর্থ পরিণাম প্রকাশক নহে। নিতান্ত শিশু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধের জীবিত থাকিবার অধিকতর সম্ভাবনা বটে, কিন্তু রুগ্ন বৃদ্ধ অপেক্ষা বলিষ্ঠ শিশুর বাঁচিবার আশা অধিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ ধারণা। বাস্তব কোন মনুষ্য জীবনেই হউক কিম্বা কোন ঘটনাই হউক, উহার স্থায়ীত্ব বা পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি বা প্রধান প্রধান লক্ষণ ও চতুর্দ্দিকের আনুষঙ্গিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই ফলাফল গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অপূর্ণজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে এতাধিক নিশ্চিত ও প্রশস্ত পথ আর নাই। আমিও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিসহযোগে ঐ পথেরই অনুসরণ করিব। যেদিন পুরুষপুঙ্গব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহামন্ত্র ঘোষণা করেন, সেদিন বহু দূরবর্ত্তী নহে। এই ইতিহাস-আদর-শূন্য দেশে আজিও ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দীমাত্র ব্যাপী ইতিহাস অন্ধকারাবৃত্ত হয় নাই। বাঙ্গালী চরিত্রের হীনতা দোষ পক্ষপাত ও অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক গুরুতর ঘটনা উপেক্ষিত, অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য অলৌকিক কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত এবং অনেক স্মরণীয় লোককে উপেক্ষা করিয়া অনেক অনুপযুক্ত লোককে সমধিক শ্রদ্ধা করা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে ওরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, সন্দেহ নাই। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত এখনও পুরাণ প্রসঙ্গে পরিণত হয় নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেরূপ হইবার আশঙ্কাও নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আমাঅপেক্ষা অনেকেই অধিকতর অবগত আছেন। কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে বৈদান্তিকতা, স্বভাববাদ ও সহজজ্ঞানাদির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বে অনুষ্ঠান বিহীন, পরে আংশিক অনুষ্ঠানপ্রিয় এবং তৎপরে পূর্ণসংস্কারবাদী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমা অপেক্ষা অনেকেই অধিকতর অবগত আছেন। যাঁহারা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন, এতাবৎকাল ব্রাহ্মসমাজের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে এবং সেই স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত উহার জীবন স্বাভাবিক এবং ক্রমোন্নতিশীল; ইহা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে মঙ্গলসূচক সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র উহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অথবা মহতী আশাযুক্ত হইতে পারি না। পঞ্চাশৎ বর্ষকাল যাহা জনসমাজে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই যে চিরজীবী হইবে অথবা চিরকাল জগতের সুখসম্পাদন করিতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। সহস্র সহস্র বৎসর মনুষ্যের পূজনীয় থাকিয়া, শত শত রাজত্ব ধ্বংশ করিয়া, শত শত অভিনব সমাজ সংগঠন করিয়া এবং প্রজ্বলিত হুতাশন সম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হইয়া, কত ধর্ম্মের বিলোপ হইল, কত সম্প্রদায় নির্জ্জীব হইল। ইতিহাসের কোন যথার্থ শিষ্য, ন্যায়ের কোন যথার্থ উপাসক সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, এই পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছে বলিয়াই ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপৃত ও চিরস্থায়ী হইবে? প্রত্যুতঃ বলিতে গেলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসাজের ভূত ইতিহাস পাঠ করিয়াই আমরা উহার ভবিষ্যৎ গণনায় কৃতনিশ্চয় হইতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে হইলে উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তবে এক্ষণ আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হই।

তুলনায় চিন্তা করা আমার অভ্যাস। কোন বিষয় মনে উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে বিষয়ান্তর বা পদার্থান্তরের তুলনা করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি মনোরাজ্যের ও সমাজতত্ত্বের অনেক বিষয় জড়জগতের পদার্থাদির সঙ্গে, এবং ভৌতিক অনেক ঘটনাকে আধ্যাত্ম রাজ্যের অনেক ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতে ভাল বাসি। ঐরূপ তুলনার সামঞ্জস্য হইলে আমার অত্যন্ত আমোদ হয় এবং চিন্তনীয় বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। অদ্যও আমি তাহাই করিব।

আমি এই কোটী কোটী লোকসমষ্টি মনুষ্য সমাজকে এক অতি বিস্তৃত মহাসমুদ্ররূপে দর্শন করি। মহাসমুদ্র যেমন দ্বীপ, উপদ্বীপ ও পর্ব্বতাদিদ্বারা বিভক্ত হইয়া সাগর, উপসাগর ও সাগর শাখাদিতে পরিণত হইয়াছে, মনুষ্য সমাজও দেশ, প্রদেশাদিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেইরূপ নানা জাতিতে

বিভক্ত হইয়াছে। সাগরের অঙ্গে যেমন নানা অবস্থা বশতঃ নানা স্থানে নানারূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়; জনসমাজেও সেইরূপ সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি-ঘটিত নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। বায়ুপ্রবাহের প্রবলতা, মৃদুতা বা প্রসার ও জলস্রোতের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা প্রভৃতি অনুসারে তরঙ্গ যেমন অল্প বা অধিক স্থায়ী হয়, সত্যের সমধিক বা আংশিক প্রচার এবং স্বভাবিক নিয়মের, সুতরাং মনুষ্য প্রকৃতিরও অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুসারেও সমাজে আন্দোলনও অল্প অথবা অধিক স্থায়ী হইয়া থাকে। বাস্তব বায়ু যেমন তরঙ্গের জীবন, সত্যও সেইরূপ আন্দোলনের প্রাণ। জলস্রোত যেমন তরঙ্গের কার্য্যক্ষেত্র, লোক প্রকৃতিও সেইরূপ আন্দোলনের কার্য্য ক্ষেত্র। জলস্রোতের প্রতিকূলগামী তরঙ্গের ন্যায় জগতে অনেক অস্বাভাবিক আন্দোলনেরও আশুবৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। অচিরে বিলীন হইয়া যায়।

এই জন সমাজরূপ মহাসমুদ্রে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজ কত কত আন্দোলনেই না আন্দোলিত হইয়াছে। এই সমাজসাগরের অঙ্গে কোথাও একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছাইয়া চলিয়াছে, কতকদূর যাইয়াই আবার তাহা গভীর জলরাশিতে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া কতকদূর অগ্রসর হইলেই পশ্চাৎ হইতে প্রবলতর আর এক তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ জন সমাজের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহা প্রাগুক্ত তরঙ্গ বা আন্দোলনপরম্পরার ফল মাত্র। জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রের এক প্রধান অঙ্গ ভারত সাগরেই এইরূপ কত তরঙ্গ উঠিয়াছিল। অগ্রে বেদের তরঙ্গ, তৎপর বেদান্ত উপনিষেদের তরঙ্গ, তারপর দর্শন, তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম, তারপরে তন্ত্র ও পুরাণ, তারপর মুসলমানধর্ম্ম, তারপর খৃষ্টানধর্ম্ম এবং অবশেষে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরা যাহাই বলুন, স্থূলদর্শীরা যাহাই ভাবুন না কেন, একথা সত্য, যে, বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয় না, সত্যের প্রচার ভিন্নও জগতে কোন আন্দোলন উত্থিত হইতে পারে না। তুমি যাহাকে সত্য মনে করিতেছ, আমি তাহাকে অসত্য মনে করিতে পারি। কিন্তু যাবৎ না কতকগুলি লোক কতকগুলি সূত্রকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যাবৎ না তাহারা ঐ সকল সত্য প্রচার করিতে ও জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাবৎ কোনরূপ আন্দোলনই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু যাই বায়ুপ্রবাহ থামিয়া গেল, আর তরঙ্গ নাই। সত্যের প্রচারও বন্ধ হইল, সমাজ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। এই বহু বিস্তৃত হিন্দুসমাজে এখন সত্যের প্রচার নাই, সকলেই শাস্ত্রোক্তিতে পরিতৃপ্ত, কেহই শাস্ত্রানুরূপ জীবনযাপনে যত্নশীল নহে। হিন্দুসমাজ অবাতকম্পিত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সত্যের প্রচারে যেমন আন্দোলন উপস্থিত হয়, আবার সেই সত্যের প্রচার সম্পূর্ণরূপে লোক প্রকৃতির অনুকূল হইলেই সেই আন্দোলন চিরস্থায়ী হয়। প্রবল বায়ুর সংঘর্ষণেও যেমন খরতর স্রোতজলের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তুমি আমি কিন্তু ধ্রুব সত্য বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেও যদি তাহা লোক প্রকৃতির নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত হইবে না, তাহাতে সমাজ আন্দোলিত হইবে না। বাস্তব বায়ুপ্রবাহের অভাব বা সংকীর্ণতা ও জলস্রোতের প্রবল প্রতিকূলতাই যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিবার, সমুদ্র আন্দোলিত হইবার প্রতিবন্ধক, সত্যের আংশিক প্রচার বা অপ্রচার ও লোক প্রকৃতির প্রবল প্রতিকূলতাই সেইরূপ সমাজ আন্দোলিত হইবার প্রবল প্রতিবন্ধক। বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, ইহার উপকরণ গুলি পরীক্ষা করিলেই আমরা ইহার পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। P. 245. ক্রমশঃ

সমালোচনা।

শিশুর সদাচার। (মাঘোৎসবের উপহার) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। শিশুর সদাচারসম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে বালকদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। কেবল বালক কেন? অনেক বৃদ্ধেরও উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া নিজ নিজ পরিবারের শিশুদিগের হস্তে অর্পণ করেন। মূল্য অতি সামান্য ৴১০ দুই পয়সা মাত্র। আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্য, "শিশুর সদাচার" হইতে দুইটি গল্প নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দুইটী ভাই।

সুইটজর্লণ্ডে অনেক পর্ব্বত আছে, এই সকল পর্ব্বতে লোক বাসকরিয়া থাকে। পর্ব্বতের চূড়া সর্ব্বদাই নীহারে ঢাকা থাকে। এই নিমিত্ত প্রায় বারমাসই তথায় অত্যন্ত শীত। এক দিন বৈকালে দুইটী বালক পর্ব্বতের উপরে খেলা করিতেছিল; খেলিতে খেলিতে তাহারা একটী জঙ্গলে প্রবেশ করিল, এবং কিছু দূর যাইয়া পথ হারা হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পথ পাইল না, ক্রমে সন্ধ্যা ও রাত্রি হইল। তখন তাহারা আর উপায় না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই বালক দুইটী সহোদর ভাই; জ্যেষ্ঠের বয়স নয় এবং কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর। জ্যেষ্ঠের বয়স অল্প হইলেও তাহার বুদ্ধি বিবেচনা তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল যত চেষ্টা করি না কেন, এই জঙ্গল হইতে বাহির হইতে পারিব না; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবেক। কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যে খানে নীহার নাই এমন স্থান অন্বেষণ করি।

এই সময়ে চন্দ্রের উদয় হইল; জ্যেষ্ঠ বালকটী চন্দ্রের আলোকে সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। গহ্বরটী নীহারশূন্য ছিল সুতরাং তন্মধ্যে শয়ন করাই ঠিক করিয়া সে কতকগুলি শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিল এবং তাহার দ্বারা এক প্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল। ছোট ভাইটি তখনও কাঁদিতেছিল, জ্যেষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর কাঁদিও না, তোমার কোন ভয় নাই, এস, এই খানে শয়ন কর।

কনিষ্ঠ শয়ন করিলে পর জ্যেষ্ঠও তাহার এক পাশে শয়ন করিল। কিন্তু তাহারা শীতে জড়সড় হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ শীত সহ্য করিতে না পারিয়া বার বার বলিতে লাগিল, 'দাদা! বড় শীত।' ছোট ভাই শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ আপনার গাত্রের সমুদয় কাপড় খুলিয়া তাহার গাত্রে দিল এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয় এই ভাবিয়া নিজে তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল। ইহাতে কনিষ্ঠের শীত অনেক পরিমাণে নিবারণ হইল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল। তথাপি কনিষ্ঠ কতক নিরাপদে আছে বলিয়া তাহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে নিজের ক্লেশ তেমন কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল না।

এই অবস্থায় অধিক কাল থাকিলে তাহাদিগের কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না, জ্যেষ্ঠ নিশ্চয়ই মারা যাইত। কিন্তু তাহারা গৃহে ফিরিয়া না যাওয়াতে তাহাদিগের পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে বাহির হন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মনে অতিশয় আহ্লাদ উপস্থিত হয়। তখন তিনি তাহাদিগের মুখচুম্বন করিয়া তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যান। বিপদ কালে অধীর না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। এই জ্যেষ্ঠ বালক যদি কনিষ্ঠের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইত এবং নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইতে তাহারা এতক্ষণও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এবং তাহাদিগের পিতা যাইয়া দেখিতেন, তাহারা মরিয়া রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠের সুবিবেচনায়ই তাহারা রক্ষা পাইল।

যে সকল জ্যেষ্ঠ ভাই কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকে এমন স্নেহ করে, এবং নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে চেষ্টা করে, লোকে তাহাদিগের সুখ্যাতি করিয়া থাকে এবং ঈশ্বর তাহাদিগের পুরস্কার করেন।

'কাল কি উপায় হইবে।'

জর্ম্মণীর এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী বৃদ্ধ বয়সে অতিশয় দুরবস্থা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার দুরবস্থা আরও বাড়িল। এমন কি তাহাদিগের আহারাদি চলা ভার হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে সৈনিক পুরুষের স্ত্রী পীড়িত হইলেন। গৃহের যে জিনিস পত্র ছিল, তাহা একে একে বিক্রয় করিতে হইল; শেষ আর কিছু রহিল না। তাঁহার অল্প বয়স্ক বালিকা আর উপায় না দেখিয়া আপনার পরিবার কাপড় বিক্রয় করিয়া জননীর ঔষধ ও পথ্য ক্রয় করিতে গমন করিল।

এমন সময়ে সেই পথ দিয়া জর্ম্মণির সম্রাট্ পরম দয়াবান জোসেফ হাঁটিয়া একাকী গমন করিতেছিলেন। বালিকা সম্রাট্‌কে চিনিতে না পারিয়া তাহার পাশ দিয়া গমন করিতেছিল। সম্রাট তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালিকাটী বড় বিপদে পড়িয়াছে। সুতরাং নিকটে যাইয়া সস্নেহ ভাবে তাহার বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকাটী তখন কাতর হইয়া বলিতে লাগিল মহাশয়! কিছু দিন হইল, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আবার আমার মাতা পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার ঔষধ ও পথ্য ক্রয় করিবার পয়সা নাই। আমার পরিবার যে এক খানি কাপড় ছিল, তাহা বিক্রয় করিতেছি। আমার পরিবার দ্বিতীয় কাপড় রহিল না। এই কাপড় বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহাতে আজ এক প্রকার চলিতে পারিবে, কিন্তু কাল কি উপায় হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। মাকে বুঝি বাঁচাইতে পারিলাম না, ঔষধ ও পথ্য অভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষে জল আসিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

একটু শান্ত হইয়া বলিল, এরাজ্যে যদি বিচার থাকিত এবং রাজা ন্যায়বান হইতেন, তবে আমাদিগকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। আমার পিতা যেরূপ যত্ন ও প্রশংসার সহিত সৈনিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অনায়াসেই পুরস্কার পাইতে পারিতেন। কিন্তু কেহ আমাদিগের সহায় না থাকাতে তিনি শেষাবস্থায় অর্থাভাবে দারুণ ক্লেশ পাইয়াছেন। এখন আমাদিগের এই দুর্দ্দশা। সম্রাট্ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, সম্রাট্‌কে অনুযোগ করা সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহাকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়; তিনি তোমাদিগের অবস্থার কথা না জানিতেও পারেন। তোমাদিগের সমুদয় অবস্থা লিখিয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন কর। বালিকা বলিল, মহাশয়! আবেদন করিয়া কি করিব, আমাদিগের কে সহায় আছে? সম্রাট বলিলেন, আমি সম্রাটের নিকট তোমাদিগের অবস্থা বলিব। তুমি দুই দিবস পরে রাজবাটীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এই বলিয়া তাহার হস্তে কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। বালিকা অপ্রত্যাশিত অর্থ পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

সম্রাট্ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা বলিয়াছিল, তাহার সকল কথাই সত্য। তখন সম্রাট্ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বালিকা ও তাহার জননীকে নিজ বাটীতে আনাইলেন। বালিকার পিতা যত বেতন পাইত, তাহার সমান পেন্সন স্থির করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিলেন।

যে সকল বালক বালিকা আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও

পিতা মাতার সেবা এবং রোগের সময় শুশ্রূষা করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করেন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

গত ২৪ ফাল্গুণ, শনিবার, মঙ্গলবাড়ি নামক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের বাড়ীর সম্মুখস্থ অনাবৃত স্থানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল পঞ্চাশাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১লা চৈত্র শনিবার বাবু কেশবচন্দ্র সেনপ্রভৃতি বাগবাজারে অতিশয় উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ন্যূনাধিক দেড় হাজার লোকের সমারোহ হইয়াছিল। মিরার শুনিয়াছেন পর্দার পশ্চাতে শতাধিক হিন্দুমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বাবু দীননাথ মজুমদার ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন পুরাতন কালেজের প্রাঙ্গনে ও আর একদিন বাজারে বারুয়ারি চালায় তাঁহার বক্তৃতা হয়। শেষোক্ত দিনে ন্যূনাধিক আট শত লোক উপস্থিত ছিল; বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর অনেক লোক অতিশয় উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচারক মহাশয়ের বাসস্থানপর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সমাজ গৃহে ও তত্রত্য কয়েক জন ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা হইয়াছিল।

গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাবু চণ্ডীচরণ সেনের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজে বাবু আনন্দমোহন বসু "চরিত্রের অটলতা" বিষয়ে একটী অতি উৎসাহজনক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে প্রায় দুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় ঢাকায় গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ঢাকাকে তাঁহার প্রচারক্ষেত্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া সময়ে সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে প্রচার করিবেন।

অমৃতসরের ভজনসভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহু সংখ্যক লোক উৎসবে যোগ দিয়া সুখী হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনারায়ন অগ্নিহোত্রী উৎসবসম্পন্ন করিতে লাহোর হইতে অমৃতসর গিয়াছিলেন।

বিগত ৯ মার্চ্চ লাহোরের সমদর্শীসভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁহার যে প্রচার বৃত্তান্ত প্রেরন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'মহাশয়! ১৪ই ফাল্গুন বেলা ১১টার সময় কুড়ি গ্রামে উপস্থিত হই, এখানে এক জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহার নাম বাবু হরনাথ দাস; এই বন্ধুর বাসাতেই আমি আতিথ্য গ্রহণ করি। রাত্রিতে হরনাথ বাবুর পারিবারিক উপাসনার কার্য্য আমাকেই সম্পন্ন করিতে হয়।

১৬ ফাল্গুন প্রাতে, আলোচনাদি। বৈকালে তত্রত্য স্কুলগৃহে "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

১৭ই ফাল্গুন, শনিবার, প্রাতে আলোচনা; সন্ধ্যার পর পারিবারিক উপাসনা, উপদেশ আলোচনাদি হয়।

১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, প্রাতঃকালের উপাসনার পূর্ব্বে "প্রেম ও ভক্তি" এই বিষয় আলোচনা। অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে এক জন উকিলের বাসায় শাস্ত্রপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা হয়। বৈকালে অপর একটী উকিলের বাসায় উপাসনাসভা আহূত হয়; উপসনান্তে "মৃত্যু ও ঈশ্বর" এই বিষয় বক্তৃতা। এই দিবস কুড়িগ্রামে প্রকাশ্য ভাবে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতি পূর্ব্বে এই স্থানের কয়েক জন বন্ধু একত্রিত হইয়া হরনাথ বাবুর বাসায় সামাজিক উপাসনা করিতেন, বিগত মাঘোৎসবে ইঁহারা উৎসবাদি করিয়াছিলেন; অদ্য কেবল সেই সমাজ "কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়া সাধারনের নিকট পরিচিত হইল, এই সমাজের সম্পাদক বাবু জানকীনাথ দত্ত, আচার্য্য বাবু হরনাথ দাস।

১৯শে ফাল্গুন, সোমবার প্রাতে, আলোচনা; বৈকালে অপর এক জন উকিলের বাসায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

২০শে মঙ্গলবার। বেলা ১১টার সময় কুড়িগ্রাম পরিত্যাগ করি, রাত্রি ৮টার সময় ধুবড়ি অ সিয়া উপস্থিত হই।"

বিগত ২৭ এ ও ২৮ এ ফাল্গুন বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ২৭ এ শনিবার, অপরাহ্ণে, বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় "আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি" এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর উপাসনাকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরদিবস রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অপরাহ্ণে শ্রমজীবীদিগের সভা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়; বাবু কালীশঙ্কর সুকুল বেদীর কার্য্য করেন। তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

বিগত ২৯ এ ফাল্গুন, সোমবার, বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউটে বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় "ধর্ম্মদ্বন্দ্ব" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সংবাদসার।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক স্পার্জিয়ন সাহেবের মিট্রপলিটান ট্যাবারনেকেলর উপাসক মণ্ডলী সংযুক্ত ১৯টী রবিবাসরিক বিদ্যালয় আছে; তাহাতে ৫৮৬৩ জন ছাত্র ও ৫০০ জন শিক্ষক আছেন। উপাসকদিগের উৎসাহ ধন্য!

কেম্ব্রিজস্থ গিরটন কলেজের কুমারী স্কটনাম্নী একটী ছাত্রী তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রিপস্ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টম র‍্যাঙ্গলারের সমান হইয়াছেন।

রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটির বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে প্রফেসর ম্যাক্স মুলার বলেন যে, জাপানে কতক-

গুলি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে সংস্কৃত প্রতিবাক্যসহ একটী চীন-ভাষার অভিধান আছে। সংস্কৃত বাক্যগুলি পুরাতন নেপালী বর্ণমালা সদৃশ এক প্রকার অক্ষরে লিখিত।

বিলাতে একটী অতি উপকারী সভা আছে, তাহার সভ্যগণ জলমগ্নপ্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সুশ্রূষা করেন; ইঁহাদের কার্য্যপ্রণালী অতি প্রশংসাযোগ্য। কয়েক জন উদ্যোগী লোক মিলিত হইয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এক জন চিকিৎসা বিদ্যাবিৎ লোক নিযুক্ত করেন; ইনি উহাঁদিগকে সরল ভাষায় উহাঁদিগের কার্য্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষাপ্রণালীও অতি চমৎকার। এক জন হয়ত এক জন জলমগ্ন, অগ্নি-দগ্ধ বা শকটাহত ব্যক্তি সাজিলেন, এরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে উঠাইতে হয়, কখন কিরূপে ব্যাণ্ডেজ্ প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়, চিকিৎসক এই সমুদয় অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া দেন। যাঁহারা এবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন, শিক্ষক তাঁহাদিগকে এক এক খানি নিদর্শন পত্র দেন; এই নিদর্শন পত্রধারীরাই সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া থাকেন।

গত ১লা চৈত্র, শনিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন হইয়া গিয়াছে। ১১২ জন ছাত্র বিএ ও ৩২ জন এম্, এ, ৪৩ জন বি, এল্ ও এক জন ডি, এল্ উপাধি পাইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

খ্রীষ্টিয়ান।—আপনার পত্র আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

প্রেরিত।

ধর্ম্মোৎসাহ।

(১)

এস, এস, সবে, মাতি গিয়া তবে,
আসিয়াছে দিন, আনন্দকর।
দেখ, দেখ, রবি, মনোহর ছবি,
গগণে ঢালিছে, মধুর কর॥

(২)

মৃদুল বাতাস, বাড়ায়ে উল্লাস,
তরঙ্গে তরঙ্গে, বহিয়া যায়।
পড়ি ভব ক্রোড়ে, ঘুরিয়া না কিরে,
অমূল্য জীবন, কাটিয়া যায়?

(৩)

হে ভব মানব! একি কালে সব,
চিরদিন কিরে, অচেত রবে?
উঠ তবে আজ, সমাজে সমাজ,
বীরত্বে কাঁপায়ে, বিশাল ভবে॥

(৪)

যাক্ ভেদাভেদ, হউক্ অভেদ,
যবন হিন্দুতে, মিলিয়া যাক্।
আর্য্য কি মোগল, নিগার মণ্ডল,
সব ভেদ আজ, দূরেতে থাক্॥

(৫)

একটী সুতাতে, হিয়াতে হিয়াতে,
গাঁথিয়া দেখিরে, কুসুম মালা।
সমর ভীষণ, বৃথা নির্য্যাতন,
যায় কি না যায়, এ সব জ্বালা॥

(৬)

শোকের দিনেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
একি সঙ্গে সব, করিবে খেদ।
আনন্দ ভোগেতে, হাসিতে হাসিতে,
মিলিব একত্র, নাশিয়া ভেদ॥

(৭)

গাইব যখন, ছুঁইবে গগণ,
একটী প্রবাহে, সবারিস্বর।
একি সঙ্গে সব, হইব নীরব,
সঙ্গীত প্রবাহ, থামিলে পর॥

(৮)

রাজা কি পরজা, মনুজ মনুজা,
সম অধিকারী, মানব দল।
এ জগত যন্ত্র, রবে না স্বতন্ত্র,
চালাইবে সুধু, একটী বল॥

(৯)

উঠিবে তরঙ্গ, একটী অভঙ্গ,
সুদূর পশ্চিমে, আমেরি(ক) দেশে।
আফ্রিকা, য়ুরূপ, ধুই' একি রূপ,
বিলীন হইবে, আসিয়া শেষে॥

(১০)

আসিছে সে দিন, কেনরে মলিন,
অলস তথাপি, জগতবাসী॥
জাগ জাগ আজ, পরি বীর সাজ,
অই শুন উর্দ্ধে; বাজিছে বাঁশী॥

(১১)

"জাগ ওরে জাগ, বাড়াইয়া রাগ,
ওরে সুতগন! ধরম কাজে॥
দেখরে নয়নে, বিমল তপনে,
ভারত গগণে, মোহন সাজে॥

(১২)

খুলি দেও হিয়া, রক্ত বিন্দু দিয়া,
সাধিয়া মরহ, জগতে হিত।
প্রেমেতে মাতিয়া, গগণ ছাইয়া,
একতানে গাও, মহেশ গীত॥

(১৩)

ধিক্ সে জীবনে, ধরম বিহনে,
এ ভব মণ্ডলে যাহার স্থিতি।
মাতরে জগত, মাতরে ভারত,
গাও এক সাথে, বিজয় গীতি॥

(১৪)

যাইবেক পাপ, মরমের তাপ,
শীতল হইবে, সবার হিয়া।
তর্কের সাগরে, বিলাস গহ্বরে,
থেকনারে অঙ্গ, ঢালিয়া দিয়া॥

(১৫)

এসেছে সুদিন, ফুটেছে নলিন
সুখের, যদিরে ভাগ্যের ফলে।
শুকাতে দিওনা, দলিয়া মেরোনা,
অযতনে ফেলি, পায়ের তলে॥"

(১৬)

মানুষ হইয়া, পশুত্ব লইয়া,
আঁধারে কাটাতে, দেখিয়া দিন।
পিতা দয়াময়, হইয়া সদয়,
দিয়াছেন আনি এ শুভ দিন॥

(১৭)

এসরে মিলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া,
জোড় করি তবে, সবার কর।
গাইরে সঙ্গীত, হউক উত্থিত,
গগণ ভেদিয়া, মিলিত স্বর॥

(১৮)

"গাওরে বিহঙ্গ, কীটানু পতঙ্গ,
পশুগণ সহ, সাগরে মীন।
নাচরে আনন্দে, নানাবিধ ছন্দে,
প্রেমরসে হোক্, জগত লীন॥

(১৯)

গাও গ্রহ তারা, রবিশশী ভরা,
অনন্ত প্রসারী গগণ আজ।
গাও গিরিবর, কানন সাগর,
পরিয়া নবীন, প্রেমের সাজ॥

(২০)

গাওরে গাওরে, কেহ না থেকোরে,
ছোট বড় ভেদে নীরবে আর।
তৃণ লতা তরু, কুসুম সুচারু,
রেখনারে কেহ, হৃদয়ভার।

(২১)

মানব সংসারে, প্রেমের আগারে,
উদিত নবীন, বরিষা কাল।
সকলি সাঁতারে, আনন্দ পাথারে,
সবারি কেটেছে, মোহের জাল॥

(২২)

দেখ কি আলোক, ভূলোকদ্যুলোক,
তরল কাঞ্চনে, ভাসায়ে বয়।
নাই শোক তাপ, হিংসা দ্বেষ পাপ,
মান অভিমান, দুঃখ কি ভয়॥

(২৩)

গাওরে আবার, জগত সংসার,
জয় জয় জয়, বিজয় তাঁর।
প্রেমের পাথারে, সকলি সাঁতারে,
চল্ স্বর্গে যাই, হইয়া পার॥

(২৪)

ধর্ম্মেতে মাতাও পুণ্যেতে বহাও,
সরিৎ সাগর, যামিনী দিন।
নর নারী যত, থাক অবিরত,
সুখে তার মাঝে, হইয়া লীন॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ ই এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ২৷৷০ ঘটিকার সময় মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে:—

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।
২। সভ্য মনোনয়ন।
৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
১৮৮০। ১৭ ই মার্চ্চ। } সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২৸৴ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত … … …	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৷৴	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী…	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী … …	৵০	৴০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা …	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা … …	৴১০	…
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন … … …	।০	৴১০
শিশু পালন … ……	॥০	৴১০
ব্রাহ্ম প্রবচন সংগ্রহ … …	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা …	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন … …	/১০	৴১০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	/০

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
Almanac 1880	॥০	৴১০
Second Annual Report 1879	৸০	/০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৴১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২:শ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র রবিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

মনুষ্য উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে ভিন্নতা রক্ষা করিতে পারে না। প্রথমে যাহা উপায়, ক্রমে তাহাই লক্ষ্য হইয়া পড়ে। উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা যিনি ধর্ম্ম পথের সহায় হন, তিনি গুরু; ধর্ম্মসাধনের উপায়। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে দেখ "গুরু পূজা" প্রচলিত। সরলভাবে ঈশ্বরের নাম করিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। নামগ্রহণ ভক্তিসাধনের উপায়। কিন্তু লোকের এই সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, সরলতা থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল নাম উচ্চারণ করিলেই পুণ্য। শাস্ত্রপাঠ করিলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়; সেই জন্যই উহা আবশ্যক। কিন্তু শত শত লোকের এই বিশ্বাস, যে মন ভাল হউক আর নাই হউক, শাস্ত্রপাঠ মাত্রেই ধর্ম্মলাভ হয়। যে স্থানে কোন মহৎ লোকের জন্ম বা কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় এবং দেখিলেও হৃদয়ের উন্নতি হয়। বাস্তবিক তীর্থ যাত্রায় ঐ টুকু সত্য রহিয়াছে। কিন্তু লোকের এমনি সংস্কার যে, কোন প্রকারে শরীরটাকে টানিয়া তীর্থে লইয়া যাইতে পারিলেই ধর্ম্ম। কেবল তীর্থ কেন? থিওডোর পার্কার আক্ষেপ করিয়াছেন যে শত শত খ্রিষ্টিয়ানের এইরূপ বিশ্বাস, যে ভাল উপাসনা হউক আর নাই হউক, রবিবারে উপাসনার সময় গির্জাঘরে উপস্থিত থাকিলেই পরকালের কাজ হইল। কোন ব্যক্তি যদি বোম্বাই যাইবে বলিয়া রেল গাড়িতে আরোহণ করে, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে আপনার গম্য স্থান ভুলিয়া লাহোর গিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অবস্থা প্রকার ঐ সকল ভ্রান্ত সাধকদিগের অবস্থাও তদনুরূপ।

প্রকৃত আত্মদর্শন।

২

আত্মজ্ঞানের তিনটীমাত্র উপায় আছে; (১) সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি; (২) ব্রহ্মজ্যোতি ও অন্তর্দ্দৃষ্টি; (৩) পরীক্ষা ও অনুসন্ধান। এই উপায়ত্রয়ের একটীও পরিত্যজ্য নহে। এই উপায়ত্রয়ের প্রথম দুইটী, অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যমূলক। তৃতীয় উপায়টীর সঙ্গে সেই অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা বিজ্ঞানমূলক অর্থাৎ প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফল পরীক্ষা সাপেক্ষ। প্রথম উপায়টীদ্বারা দর্শন শাস্ত্র, দ্বিতীয় উপায়টীদ্বারা পরমার্থ তত্ত্ব, এবং তৃতীয় উপায়টীর দ্বারা আত্ম-গত শক্তিপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। প্রথম উপায়টীর স্ফূর্ত্তি স্বভাবসিদ্ধ; দ্বিতীয় উপায়টীর স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা ও ব্রহ্ম কৃপানুগত। তৃতীয় উপায়টীর স্ফূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাপেক্ষ। যেখানে মনোযোগ অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুগত হইয়াছে, সেখানে প্রথম উপায়টী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই উপায়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল বিষয় জ্ঞানের অধিগম্য হয়। তখন আত্মার বহির্ব্যাপার, পটের ন্যায় তাহার অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে খুলিতে আরম্ভ হয়। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার অশেষ তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে তাহার অন্তর্নেত্রের সম্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই স্রোতস্বতীর অশেষ তরঙ্গরাজি যে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজিত থাকে, স্থিরচিত্তে দেখিতে দেখিতে তাহাও আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেই স্রোতস্বতীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার তৎকালের জ্ঞানের অনধিগম্য বা অস্পষ্টলক্ষ থাকে। গৃহমধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ উড্ডীয়মান থাকে, তাহা মনুষ্যের স্বাভাবিক দৃষ্টির সুলভ্য বা অধিগম্য নহে, কিন্তু যখন গবাক্ষ মুধ্য দিয়া সূর্য্য স্বকীয় কিরণ জাল গৃহাভ্যন্তরে জ্বলন্ত স্তম্ভের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তীর্ণ করে, তখন সেই প্রসারিত কিরণস্তম্ভের সর্ব্বাঙ্গে ক্রীড়মান উদ্দীপ্ত ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ মনুষ্যের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আত্মার গূঢ় আভ্যন্তরিক প্রদেশ আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টির সমক্ষে সহজেই অপ্রকাশিত বা অস্পষ্টচিত্রিত থাকে। সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক সে প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করিতে পারে না; কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্যোতি আসিয়া সেই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে উজ্জ্বলিত করে, তখনই তাহা অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে সুপ্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতি আত্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় এবং প্রকৃত আত্মদর্শনের এক মাত্র উপায়। যে উপায়ে প্রকৃত আত্মদর্শন স্ফূর্ত্তি পায় তাহা প্রার্থনা ও ব্রহ্মকৃপাসাপেক্ষ। প্রার্থনা আত্মার শ্বাসত্যাগ. ব্রহ্মকৃপা আত্মার শ্বাসগ্রহণ। চিত্তমধ্যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি হইতে থাকিলে, ব্রহ্মজ্যোতি আত্মার আভ্যন্তরিক বিভাগকে তৎকালে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। আত্মা তদ্দ্বারা আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও পুলকিত

হয়। আত্মজ্ঞানের তৃতীয় উপায় পরীক্ষা। এই উপায়টী সর্ব্বত্রেই অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এই অভিশপ্ত উপায়টীর অনুকূলে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম উপায়টীকে যদি দার্শনিক নামে অভিধেয় করা যায়; দ্বিতীয় উপায়টীকে যদি 'দৈবাধীন' অভিধানে উল্লেখ করা হয়; এই তৃতীয় উপায়টী সর্ব্বতোভাবে 'বৈজ্ঞানিক' উপায় নামে অভিহিত হইতে পারে। জল অতি সামান্য ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত পদার্থ। কতকাল পূর্ব্বে ইহা মানুষের ব্যবহারে আসিয়াছে, কতকাল পূর্ব্বে মানুষ ইহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু এই সামান্য পদার্থের অভ্যন্তরে যে সকল আশ্চর্য্য ক্ষমতা নিহিত ছিল, তাঁহা এত কাল পর্য্যন্ত কেবলই পরীক্ষার অভাবে মানুষের নিকট অপ্রকাশিত ছিল; পরীক্ষকের অভাবে জল এতকাল তাহার মর্ম্মস্থ রহস্য কাহারো নিকটে প্রকাশ করে নাই। জল কলকল রবে প্রবাহিত হইবার সময়, বাষ্পাকার ধারণ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইবার সময়, সকলকেই বলিয়াছে, "ওহে! আমি কেবল তোমাদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের শস্যক্ষেত্র সকল উর্ব্বর করিবার জন্য উদ্দিষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের নৌযানাদি পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য অবতীর্ণ হই নাই, আমার মধ্যে অসামান্য শক্তি নিহিত আছে; কে আছ, পরীক্ষক হইয়া এস, আমি তোমাদিগকে আমার মর্ম্ম রহস্য বলিয়া দিব।" ঊনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বে কেহই জলের এই কলধ্বনীর এবং উত্থিত বাষ্পের এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শক্ত হয় নাই। বাস্তবিক, বর্ত্তমান সময়ের অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কাহারো কল্পনাতেও আসে নাই, যে সেই পুরাতন সামান্য জল বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ও ধাতু কোষে রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র আরোহীবিশিষ্ট অর্ণবপোত বা শৃঙ্খলবদ্ধ শকটাবলী লইয়া নক্ষত্র বেগে অবিরাম গতিতে ছুটিতে পারে? এখন কে জানে যে সেই সামান্য জলের অভ্যন্তরে ঈদৃশ আরো কত অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে? কেজানে জলের ন্যায় কত সামান্য ও সদা ব্যবহার্য্য পদার্থের অভ্যন্তরে কত অদ্ভুতক্ষমতা নিহিত আছে এবং আপনাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য সেই পদার্থ সকল সতৃষ্ণনয়নে উত্তর কালের মুখ প্রতীক্ষা করিতেছে? যদি পুরাতন সামান্য পদার্থের মধ্যে এত অদ্ভুত ক্ষমতা নিহিত থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে আমাদের আত্মগর্ভ মধ্যে যে কত অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রহস্য নিমজ্জিত থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুগভীর আত্মগর্ভ মধ্যে যে কোন নূতন রহস্য নিহিত থাকিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সে সম্ভাবনাতেও তাদৃশ আস্থা ও বিশ্বাস করেন না। এজন্য এদিকে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োজিত হইবার পথে তাঁহারা নানা বাধা ও বিঘ্ন স্থাপন করেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এরূপ কুসংস্কারান্ধ, যে এদিকে কোন চেষ্টা নিয়োগ করিলে, তাঁহারা সেই চেষ্টাকে কুসংস্কার ও ভ্রান্তিপ্রণোদিত বলিয়া উপহাস করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে বৈজ্ঞানিকদিগের এ প্রকার ব্যবহার নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তসংস্কারপ্রণোদিত। এ প্রকার ব্যবহার সত্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পথের সম্পূর্ণ অন্তরায়।

কোন প্রস্তাব পরীক্ষার্থ উত্থাপিত হইলে, সহসা তাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মানুষের একটী পুরাতন রোগ। যাহারা এরূপ 'অসম্ভব' বলিয়া কোন পরিমিত প্রস্তাব উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিজ্ঞানদ্বারা সংসারে অনেক 'অসম্ভব' 'সম্ভব' হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ অসম্ভব রাজ্যকে ক্রমে ক্রমে সম্ভবে আনয়ন করাই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উপর যে সাধারণের শ্রদ্ধা ও সমাদর আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তদ্দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব হইতে দেখিয়া। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান, অসম্ভবপ্রদেশে আপনার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নামে লোকের এত শ্রদ্ধা ভক্তি ও আশ্চর্য্য ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কে সম্ভব বিবেচনা করিতে পারিয়াছিল যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর সহস্র যোজন ব্যবধানে থাকিয়াও পরস্পর নিকটস্থ ব্যক্তির ন্যায় কথোপকথন করিতে পারিবে? হয়ত নিউটন ও ল্যাপ্লাসের ন্যায় অগাধ বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির নিকটও তাহা 'অসম্ভব' বলিয়া অনায়াসেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে, অর্দ্ধ শতাব্দীও গত হয় নাই, সেই চিরসিদ্ধান্ত 'অসম্ভব', সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, এমন কি, চঞ্চলা চপলা অপেক্ষাও চঞ্চল। সে কিছুতেই আপনাকে ধরা দিতে চাহে না। তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, দেখিবে যে সে সুদূরে গিয়া তোমার প্রয়াসের প্রতি উপহাস করিতেছে। তুমি তোমার প্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়াসনে রাখিয়া পূজা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু মনের কার্য্য দেখ, সে তোমার প্রিয়তমকে স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূজোপহার উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে এমন নিঃশব্দে তথা হইতে ডুব দিয়া প্রস্থান করতঃ কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে যে, তুমি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইবে। এইরূপে তুমি যতবার তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর, ততবার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিক কি এই চঞ্চল মনকে শাসনাধীন করিবার কোন উপায় নাই? এই মন কি চিরকাল আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল থাকিবে? চিরকাল কি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

যদি এতদূর গেলাম, আরো কিয়দ্দূর যাই। এই যে সম্মুখস্থ প্রাচীর, ইহাই কি চিরকাল আমার দৃষ্টিপথের প্রতি-

বদ্ধক থাকিবে? আমার মধ্যে এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি নিহিত আছে কি না, যদ্দ্বারা আমি অনায়াসে এই সম্মুখস্থ অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরালের অপর প্রান্তস্থ পদার্থ নিচয় দৃষ্টিগোচর করিতে পারি? অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার দৃষ্টি চলিতে পারে কি না; এবং সেই অন্ধকার সত্ত্বেও চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যরাশি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে কি না? আমার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইলে বা আমি নিমীলিত নেত্রে থাকিলে, কেবল অন্তরস্থ দৃষ্টিশক্তি বলে চক্ষুষ্মান বা উন্মীলিতচক্ষু ব্যক্তির ন্যায় আমার দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে কি না? যদি একজন স্থূলবুদ্ধি ও হীনপ্রতিভা লইয়া জন্মিয়া থাকেন, এমন কোন উপায় আছে কি না, যদ্দ্বারা তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও উজ্জ্বল প্রতিভাশালী হইতে পারেন? যদি কোন ব্যক্তি দুরন্ত পাপ প্রবৃত্তি ও অতি দুর্ব্বল ধর্ম্মপ্রকৃতি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোন সাধনপ্রক্রিয়া বলে তিনি সুপ্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিতে সক্ষম কি না? এমন কোন কৌশল আয়ত্ত করা যায় কি না, যাহাতে মানুষ অনায়াসে, ও অল্পসময়ে বহুলজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে প্রাচীন কালের যোগীরা ও তান্ত্রিক সময়ের সাধকেরা এরূপ বহুবিধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় অধ্যাত্মতত্ত্বের বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে, কিন্তু তাহা তেত কোন সুফল ফলিতে দেখা যায় নাই। একথা সত্য বলিয়া সহসা মানিয়া লইলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতিরোধ করিতে কাহারো অধিকার নাই। এক সময়ে বা এক স্থলে, কোন কারণ বশতঃ হয়ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকিবে, তাই বলিয়া যে সে চেষ্টা সর্ব্বত্র চিরকালই ব্যর্থ হইবে ইহা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রাচীন কালের ও তান্ত্রিক সময়ের চেষ্টা যদি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কারণস্বরূপ ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে সে সময়ের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান সমবেত চেষ্টাদ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; যিনি চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি অসহায় ও নির্জ্জন হইয়া নিভৃত কন্দরমধ্যে গিয়া চেষ্টা করিয়াছেন; এক জনের পরীক্ষার ফল ও সাধনের প্রক্রিয়া অপরে সহজে প্রাপ্ত হয় নাই; বিশেষতঃ তৎকালে এপ্রকার অনুদারভাবে এবিষয়ের পরীক্ষাদি হইয়াছে যে তাহাতে সেই পরীক্ষাদি বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিবার কোন পথই প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাঁহারা কোন প্রক্রিয়ার বিশেষ সাধন করিলেন, তাঁহারা সহজে তাহা কাহাকেও শিখাইতে চান নাই; নিতান্ত অনুগতভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও অনেক স্থলে তাঁহাদের অনুদারতা ভঙ্গ করিতে পারা যায় নাই। সে সময়ে দুই চারি জন যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ চিত্তের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে লইয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশ তাহা হইতে তাদৃশ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্ত অনুসন্ধানকারীর, সাধনের প্রক্রিয়া সকল বিবদরূপে ব্যক্ত না করুন, সাধনের ফল যে আত্মগর্ভ নিহিত অদ্ভুত শক্তি পুঞ্জের স্ফূর্ত্তি তাহা তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি নাস্তিক ও আস্তিক উভয় শ্রেণীর অনুসন্ধায়ীরাও এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও সে কথার সম্পূর্ণ সায় আসিতেছে। এই সমস্ত লিপি যে সর্ব্বাংশে অলিক তাহা সত্যান্ধ ঘোর সংশয়ী, ভিন্ন আর কাহারো সহসা অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না; অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কাহারো অধিকার নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা স্পর্শমণি অনুসন্ধান করিবার জন্য লোকের চিত্তবৃত্তিকে পুনরায় নিয়োগ করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা একথা বলিবেন, তাঁহাদের উক্তির কোন যুক্তি নাই। তাঁহারা একথা বলিয়া সর্ব্বপ্রকার নূতন পরীক্ষাকে নিরস্ত করিতে পারেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আশঙ্কা দ্বারা পরিচালিত হইলে, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের দ্বারা প্রতিলব্ধ হইত না। বিশেষতঃ যে বিষয়ে ভূতকাল ও বর্ত্তমান কাল, পুরাতন ও নূতন ভূভাগ সমস্বরে ফলের প্রত্যাশা প্রদান করিতেছে, অন্ততঃ সে বিষয়সম্বন্ধে স্পর্শমণির পুরাতন যুক্তি গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক কোন অনুসন্ধানকেই আমরা নিষ্ফল মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অবান্তর ভাবে তাহা হইতে অনেক সুফল উৎপন্ন হয়। যদি আল্‌কিমিষ্টেরা স্পর্শমনির উদ্দেশে দ্রব্য গুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত না হইতেন তাহা হইলে অদ্ভুত রসায়ন বিদ্যা এত দিনে মর্ত্তলোকে আবির্ভূত হইত কি না, সন্দেহ স্থল। কেবল তাহা নহে বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান রাজ্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়া মনুষ্য সংসারের অশেষ কল্যাণের পথ প্রসারিত করিয়াছে, আল্‌কিমিষ্টদিগের অনুসন্ধিৎসা তাহারও নিদানভূত। অতএব অধ্যাত্মশক্তি পরীক্ষার্থ যে সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে। প্রত্যুতঃ ইহাতে মহৎ ফলোদয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্থাপন, বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চার প্রবর্ত্তন, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন, প্রেম ও সদ্ভাব আনয়ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বহুকালের প্রাচীন, রুগ্ন, জীর্ণ কতিপয় হিন্দু ও খৃষ্টীয় পন্থার অনুকরণ ও প্রবর্ত্তন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ আর অধিক কিছু করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। এই সমস্ত পন্থা ভারতবর্ষে বহুযুগ এবং খৃষ্টীয় জগতে অষ্টাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়া সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ গতানুগতিকের ন্যায় সেই পুরাতন পন্থায় চলিলে, তাঁহার মহান্

উদ্দেশ্যের অতি অল্পই সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন। পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের নূতন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের কিয়দংশ চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া বিধেয়। যদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ও খৃষ্টীয়সমাজ অপেক্ষা কিছু নূতন ও অধিক করিতে চান, তাহা হইলে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হউন, নূতন ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োগ করুন। পুরাতন মন্ত্রের সাধনে, পুরাতন ক্ষেত্রচারণে পুরাতন ফলই প্রসব করিবে।

থিইষ্টিক কোয়াটরলি রিভিউ ও নূতন ধর্ম্মভাব।

বিগত জানুয়ারি মাসের থিইষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে ১৩ টী নূতন ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হইয়াছে যথা;—

১। একেশ্বরবাদের (ব্রাহ্মধর্ম্মের) সার্ব্বভৌমিকতা। শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশ।

২। যিশু খৃষ্টকে এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার ও তাঁহার প্রতি তজ্জন্য সম্মান।

৩। সংকীর্ত্তন। অর্থাৎ চৈতন্যপ্রচারিত প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মোৎসাহের সহিত একত্র সংগীত।

৪। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে স্বীকার।

৫। পরলোকবাসী সাধুদিগের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ।

৬। ঈশ্বরানুপ্রাণন, অর্থাৎ উপাসনা কালে ঐশ্বরিক ভাব দ্বারা উত্তেজিত হওয়া।

৭। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা।

৮। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর।

৯। আদেশ।

১০। ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবণ।

১১। স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ ভারেত্ব-আশ্রমের ন্যায় ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের অনুগত হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্বাধীনে সস্নেহে বাস।

১২। সাধকদিগের শ্রেণীবিভাগ। যথা যোগী, ভক্ত ও সেবক।

১২। ঈশ্বরের মাতৃভাব।

পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে নূতন ও পুরাতন ভাব নির্ব্বাচন করুন। বিগত ১৫ বৎসরের ভাব উপরে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময় হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবটী উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় একটী বৃত্তান্ত অনেকে অবগত নহেন, সেই জন্য তাহা এস্থলে আমরা উল্লেখ করিতেছি। শ্লোক সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু সকল দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ কতকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাবটী অতিশয় উদার ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিপাদক বলিয়া প্রতীত হওয়ায় কেশব বাবু রাজনারায়ণ বাবুর মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র এক খানি শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কয়েকটী লক্ষণ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই সার্ব্বভৌমিকতার ভাব বিশদরূপে বর্ণিত আছে যথা;—

"এই ধর্ম্মে জাতির বিচার নাই। সকল দেশীয় নরনারীর এ ধর্ম্মে সমান অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য সকল জাতিকে আলোক প্রদান করে" ইত্যাদি।

(রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার ১ম ভাগ—পরিশিষ্ট।)

রিভিউ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই লক্ষণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাবদ্বয়ও নূতন নহে, ১৭৮২ শকের ২রা কার্ত্তিক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় আদিসমাজের বেদী হইতে যে ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে এই মতটী বিবৃত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"তিনি আমাদের সাহায্যের নিমিত্ত এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত, যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্টরূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতে তাহার প্রচার করেন, প্রাণ, মন, আত্মা সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণপণে সিদ্ধ করেন।"

১৭ই অগ্রহায়ণে আবার তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তিনি যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন, তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন।"

যদি কেহ মনে করেন যে কেবল আর্য্য মহাত্মাদিগের কথাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে, সেরূপ চিন্তা নিতান্ত অমূলক। প্রধানাচার্য্য মহাশয় অপর এক ব্যাখ্যানে "ঈশা মুসা মহম্মদ" প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মহাপুরুষবিষয়ক মত ও খৃষ্টসম্মানের ভাব বস্তুতঃ এক প্রকার নূতন। তাহারা মহাপুরুষদিগকে মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোক বলেন, "তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর নহেন" অতএব তাঁহারা কি পাঠক বিবেচনা করুন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ মহাপুরুষে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মহাপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র, মহৎ পদবী কল্পনা করিয়া, খৃষ্টকে উচ্চতম পদবী প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব যদি ভারতবর্ষীয় সমাজের এই ভাবদ্বয় সম্বন্ধে কিছু নূতনত্ব থাকে, তাহা এই।

পরলোকবাসী আত্মাদিগের সহিত আমাদের যোগের কথা নূতন নহে। এই বিষয়েও আমাদের প্রধানাচার্য্য মহাশয় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে পরিষ্কাররূপে ও অটল বিশ্বাসের সহিত ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় প্রকরণের পঞ্চম আদেশ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দ্বারা দিব্যধামবাসী ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মাদিগের সহিত আমাদের যোগের মধুরতা ও গাম্ভীর্য্য কেমন তেজস্বী ভাষায় উক্ত হইয়াছে।

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। * * * তোমাদের সহিত সহৃদয় হইয়া, একাত্ম হইয়া, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য পৃথিবীতে আমাদের বাস; কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমরা জ্যোতিস্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যুভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি। এ আনন্দ কার নিকটে ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না। এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা দিব্যধামবাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সেই মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! দেবতারা তোমার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্ত্যলোকহইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি।"

দেবতাদিগের সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা উক্ত ব্যাখ্যানে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

"দেবমনুষ্য আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, দেবতারা আমাদের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্যস্থান, সেই এক স্থানেই। দেবলোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবী লোককে অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেবদেবের উপাসনা করিতেছি।"

দিব্যধামবাসীদিগের সহিত কি প্রকারে যোগ সম্ভব হয়, তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে।

"ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতিই একমাত্র বন্ধন। প্রীতি পর্ব্বতসাগরব্যবহিত দেশকে একত্র করে; প্রীতি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যবহিত কালকে একত্র করে; প্রীতিই দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোককে এক করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া, দেখ, এক তেজোময় জ্বলন্ত প্রেমানল সেই মহান্ অনন্ত অবিনাশী পরমেশ্বরের চরণে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইতেছে, সমুদায় মনুষ্য, সমুদায় দেবলোক একত্র হইয়া এক তানে সেই মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে।"

রিভিউলেখক যতগুলি নূতন ভাবের কথা লিখিয়াছেন, তাহার দুইটী মাত্র আমাদের নূতন বলিয়া বোধ হয়, সংকীর্ত্তন ও সাধকদিগের শ্রেণীভেদ; অপর সমস্ত পুরাতন ভাবের অপভ্রংশ অথবা পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, মাতৃভাব, আদেশ, ঈশ্বরদর্শন, শ্রবণ, এ সমস্ত ভাব বহুকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের বন্ধুগণ ইহাদিগের কোন কোন ভাবকে নূতন আকার দিয়া সংকীর্ণ করিয়াছেন, এই তাহাদের নূতনত্ব।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।*

(গতবারের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আন্দোলনমাত্রেরই প্রাণ সত্যের প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ প্রবল আন্দোলনের প্রাণ যে সত্যের প্রচার, তাহা কি কস্মিন্‌কালেও সংকীর্ণ বা আবদ্ধ হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সার্ব্বভৌমসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা কস্মিন্‌কালেও পুরাতন হইবে না। সেই সকল সত্য লইয়া জগতের লোক যতই ঘর্ষণ করিবে, চিরকাল নূতন নূতন সত্য প্রকাশিত হইয়া জনসমাজকে চিরকালের জন্য কার্য্যতৎপর ও ব্যতিব্যস্ত রাখিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনাদির সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ নাই। আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন দূরবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র বিশেষকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া উহার আরাধনাই ধর্ম্মসাধনের চরম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না, যে কল্য যখন বিজ্ঞান যন্ত্র সহযোগে তাহার সেই আরাধ্যদেবতাকে জড়পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বা প্রচারের অবসান হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্ধসংস্কারে পরিণত হইবে, আর দর্শনাদির কুটিলতর্কে মার্জ্জিত ও শিক্ষিত অন্তঃকরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরের অশিক্ষিত মহিলাদিগকে বা অন্ধভক্তির উপাসনা করিতে করিতে যাহারা অভক্তির আলয় হইয়াছে, সেই সকল অপদার্থদিগকে আশ্রয় করিবে। যে কয়েকটী সার্ব্বভৌমিক সত্য, সমস্ত মনুষ্যহৃদয় যুগপৎ স্বীকার করে, যে সকল সত্যের অকাট্য সারবত্তায় জগতের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সংশয় বা প্রশ্ন করে নাই, যে সকল সত্য সংসার ও সমাজবন্ধনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং দশদিকে হস্তপদপ্রসারণ করিয়া সত্যসংগ্রহে নিরত রহিয়াছেন, যেখানে যে সত্য পাইতেছেন, তদ্দ্বারা আপনার অঙ্গপুষ্ট ও অলঙ্কৃত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল গ্রন্থবিশেষে সম্বদ্ধ নহে। বেদ, বাইবেল, আবেস্তা ও কোরাণ, কোথাও হইতে সত্যসংগ্রহ করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম কুণ্ঠিত নহেন। একখানি পুরাতন পুস্তকে অনন্ত কালের সম্ভজনীয় অনন্ত সত্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং উল্লিখিত পুস্তকের বিরুদ্ধ যাহা কিছু তাহা সমস্তই অসত্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ব্যক্তিবিশেষেও সম্বদ্ধ নহে। শত সহস্র বৎসর গত হইল যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা শতবর্ষ কালও যাঁহার জীবনের ব্যাপ্তি ছিল না, তিনি অনন্তকালপর্য্যন্ত জনসমাজের অভ্রান্ত উপদেষ্টা থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ কুশিক্ষাও প্রদান করেন না; ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার বা বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া স্বীকার

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা।

করেন না, যে সমাজ তাঁহার মুখনিঃসৃত ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রলাপ বাক্যকেও আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে। সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকমাত্রকেই ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইবার অধিকার প্রদান করেন, সম্পূর্ণভাবে সকলেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরহইতে সত্য সকল প্রাপ্ত হইতে ও প্রাপ্ত সত্যের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিয়া লইতে পারেন। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের আবিষ্কার বা প্রচার অবরুদ্ধ বা আংশিক হইবে এরূপ আশঙ্কা মাত্র নাই।

এক দিন ভাবিতে ভাবিতে আমি এইরূপ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। একদা আমি শুনিলাম যেন স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল; সেই বাণী নরলোককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে সংসারবাসি মনুষ্যমণ্ডলি! এক বার তোমাদিগের চিত্ত উদ্ঘাটন কর।" জনসমাজ উৎসুকচিত্তে তাহাই করিল। তখন সেই সকল মানবাত্মার মধ্যহইতে কতকগুলি জ্যোতি সমুত্থিত হইয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মানব জাতিকে কহিতে লাগিলেন, "হে মানবগণ! তোমাদের অন্তরের কতকগুলি অক্ষয় ও অবিনশ্বর ভাব লইয়া আমার জন্ম হইল।" এইক্ষণহইতে তোমাদিগের ও আমার স্রষ্টা যে পরমেশ্বর তাঁহার ও তোমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমি অবস্থিতি করিব। তোমারাও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমাদিগের হিতকামনা করিব। তোমরাও সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে রক্ষা এবং আমার অঙ্গপুষ্টি ও মাহাত্ম্য বিস্তারে সচেষ্ট হও।

তখন লোকসমাজ অবনত মস্তকে সেই মহাপুরুষের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কহিল, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও প্রিয়তম জানিলাম, কিন্তু কোথা হইতে কি উপদেশ লইয়া কি উপায়ে আপনার অঙ্গপুষ্টি হইবে? জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেন "এই পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রবেশ কর, সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সত্যের আবিষ্কার, প্রচার ও অনেক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সত্য আনিয়া আমার দেহপুষ্টি সাধন কর। কিন্তু সাবধান! ভ্রমবশতঃ মনুষ্য অনেক অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং আপনাদিগের পতনের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অনেক কুকথা ও কুক্রিয়াকে ভগবানের স্কন্ধে পর্য্যন্ত আরোপ করিয়াছে। তোমরা সে সকল সংগ্রহ করিও না। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের এই কথা শুনিয়া লোক সমাজ ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল এবং বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্যসংগ্রহ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে উপহার দিতে লাগিল। মহাপুরুষ সে সকলকে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিলেন। কত সত্য এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, আমার পাপ চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটী দেখিয়াছিল, তাহা এইরূপ,যথা; ইহুদীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে আনীত যেটী, তাহা এই; ঈশ্বর এক, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। হিন্দুশাস্ত্রহইতে এইরূপ একটী আনীত হইয়াছিল, যথা; ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থহইতে এই সত্যটী আনীত হইয়াছিল, যথা, ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী সমস্ত ভ্রাতা ভগিনী। ইত্যাদি।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবার লোকসমাজকে কহিলেন: অতঃপর তোমরা কেবল পুরাতন সম্প্রদায় ও পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। আপনারা স্বাধীনভাবে সত্যরত্ন সংগ্রহ করিয়া আমাকে ভূষিত কর। তখন মনুষ্যসমাজ সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংসার ক্ষেত্রে হৃদয় মন ও আত্মার পরিচালনা করিতে লাগিল এবং তাহাতেও অসংখ্য সত্যের উদ্ধার হইল। সেই সকল সত্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অঙ্গে সংযোজিত হইল। মনুষ্যবুদ্ধি জড়জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌরজগতের পর সৌরজগৎ সমুত্তীর্ণ হইয়া যখন কোটী কোটী নক্ষত্রলোক দেখিতে লাগিল, তখন সিদ্ধান্ত করিল, এই বিশ্ব অনন্ত। অমনি সেই সত্যটী নিয়া পূজনীয় দেবতার চরণে উপহার দিল। মনুষ্য মনোরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিল, মানবচরিত্রের সমস্তই উদয়োন্মুখ, অমনি পূর্ব্বজন্ম অস্বীকার করিয়া ঐ সত্যটী আপনাদিগের পূজাদেবতার অঙ্গে সংযোগ করিল। মনুষ্য আপনার হৃদয় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, সমগ্র লোকসমাজ ঐ স্থানে প্রতিফলিত হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য দেখিল তদপেক্ষা সুখের ব্যাপার আর নাই। অমনি 'প্রীতি পরম সাধন' বলিয়া স্বীকার করিল এবং ঐ সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপহার প্রদান করিলে দেবতা কণ্ঠে ধারণ করিলেন। আর একবার মনুষ্য আপনার অন্তরাত্মায় অবগাহন করিয়া দেখিল, গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে শান্তির জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইতেছে এবং কি এক অননুভবনীয় আকর্ষণে তাহাকে সেই সুশীতল রশ্মির উৎসের দিকে টানিতেছে, মানবাত্মা সেই আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তখনই মনুষ্য বলিয়া উঠিল বিশ্বাসই এই ধর্ম্মের মূল এবং এই সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। এই রূপে লোকসমাজ পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জড়জগৎ ও অধ্যাত্মরাজ্যহইতে অনন্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া অনন্তকালের জন্য সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার পরিচর্য্যা করিতে থাকিল।

আমাদিগের এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এই মহাপুরুষ আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্যই ইহাঁর প্রাণ, সত্যই ইহাঁর দেহ, সত্যই ইহাঁর আকার এবং সত্যই ইহাঁর উপভোগ। এই পুরুষ ইতিহাসের সমাদর করেন, জ্ঞানী ও ভক্তের সমাদর করেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্মান করেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে, মানবজাতির ও মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সত্যের আবিষ্কার হইবে, যিনি তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহার কি জরামরণ আছে? জ্ঞানের কোন্ শিষ্য, অন্ধভক্তির কোন্

উপাসক, সাহস করিয়া বলিতে পারে,এরূপ ধর্ম্মের ক্ষয় আছে, এরূপ ধর্ম্মের ক্রমে জয় হইবে না? বাস্তব, এরূপ সর্ব্বতোমুখ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মে কদাপি অসত্যের স্থান হইবে না, নূতন সত্যের অধিকারের অবরোধ হইবে না এবং সত্যের আংশিক প্রচার হইবে না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তকাল জীবিত থাকিবেক, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনন্তকালেও তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরকাল জগতের ধর্ম্মরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে।

অতিশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, যে কতকগুলি লোক ব্রাহ্মনামে পরিচয় দিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মকে সীমাবিশিষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ুকে সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়া জগতের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতে চাহিতেছেন। একদিকে কতকগুলি লোক পুরাতন সংস্কারের বশবর্ত্তী ও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছেন, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন বা পালন করিতে হইলে পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র সকল মন্থন করিলেই হইতে পারে। অন্যদেশে গমন বা বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। একথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা বহু অয়াস সাধ্য নহে। কি জড়জগৎ কি অধ্যাত্মজগৎ, সংসারের সৃষ্টি অবধি এপর্য্যন্ত স্থানভেদ ও কালভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কত নূতন সৃষ্টি ও কত নূতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অস্মদ্দেশে অতি প্রাচীনকালে যে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও প্রচার হইয়াছিল, ইউরোপীয় পুরাবৃত্তে তাহা তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যে সকল রাজনৈতিক সত্যের প্রচার হইয়াছে, ভারতে কস্মিনকালেও তাহা ছিল না। ইদানীন্তন পাশ্চাত্যদিগের রাজনৈতিক সর্ব্বতন্ত্রতা প্রাচীন ভারতে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের মলয় পর্ব্বত যেমন পেরু দেশের শোভা সম্বর্দ্ধন করে না, আমেরিকার গোপাদপও সেইরূপ ভারতের উদ্যান সুশোভিত করে না। ভাগীরথীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহারার প্রখরতাপ বা গ্রীনলণ্ডের প্রবলতরশৈত্য অনুভব করিতে উপদেশ করা যেরূপ, একমাত্র সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া হোমর, সেক্সপীয়র, দান্তে প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় সমস্ত কবিদিগের প্রচারিত কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকার প্রদান করা যেমন, একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুশীলন করিয়াই সার্ব্বভৌম ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্ত সত্য আয়ত্ত করিবার উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুধর্ম্ম অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী, কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুপুরাণ সকল মানব হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি সাধক, সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ। কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র অসংখ্য রত্নে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্মই ঘোষণা করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মে যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম, একথা বলিবার অধিকার জন্মে না। হে হিন্দু অথবা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতি! তোমার একথাও যদি স্বীকার করি, যে সত্য সত্যই জগতের অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, তাহাতেই কি তুমি বলিতে পার, যে হিন্দুধর্ম্মের সীমার মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ? কখনই নহে। আর কেহ আপনার রুচি, সুবিধা বা বাল্যসংস্কারের বশ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংকীর্ণসীমারমধ্যে আনয়ন করিও না। যাহাতে দেশকাল ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল স্থল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সংগৃহীত হইতে পারে, সমস্ত সংসারকে অনন্ত সত্যের উৎস জানিয়া দশ দিকহইতে নির্ম্মুক্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বংশপরম্পরায় ও লোকপরম্পরায় অনন্তকাল নূতন ও সজীবধর্ম্ম থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা কর। অন্য দেশ ও অন্য সম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ বা অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া জাতিভেদের প্রচার ও পোষণ করিয়া ব্রাহ্মজীবনকে কলঙ্কিত করিও না। (ক্রমশঃ)

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের ট্রষ্টডীড্।

লিখিতং শ্রীরাধানাথ রায়, পিতা মৃত মহেশচন্দ্র রায়, সাকিম কাইতি, পরগণে সোমরসাহী, থানা রায়না, জেলা বর্দ্ধমান, হাল সাকিম দারজিলিং; দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকস্য ট্রষ্টডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকস্বরূপে দারজিলিং ডেপুটী কমিশনার আফিসের ইংরাজি আঠারশত উনআসি (১৮৭৯) সনের তেসরা (৩ রা) জানুয়ারি তারিখের এক খণ্ড এসাইন্মেণ্ট পত্র (Assignment Letter) দ্বারা মোট দুই (২) পোল ভূমি যাহার মোট চৌহদ্দী সীমা পূর্ব্ব দিকে কন্‌ভেণ্ট (Convent) যাইবার সরকারী রাস্তা, পশ্চিম দিকে পুলিশ লাইনের সংলগ্ন প্রাঙ্গন, উত্তর দিকে আবদুল হামিদের লোকেশন ও বাস্তবাটী এবং দক্ষিণ দিকে পুলিস লাইনে উঠিবার সিঁড়ি এই চৌহদ্দীভুক্ত, দারজিলিং পুরাতন নাচঘর (Theatre house) এখন নূতন কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ মোট দুই পোল ভূমি, যাহার করাদির বিষয় এখনো কিছু নির্দ্ধারিত হয় নাই, দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া দখলীকার থাকিয়া ঐ ভূমির উপরে নিজ ব্যয়ে ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এবং সাধারণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করতঃ যে "ব্রাহ্মসমাজমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়াছি, ঐ ভূমির সহিত মন্দির একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত উৎসর্গ এবং আবশ্যক হইলে ঐ সমাজমন্দির, বাড়াইবার জন্য কিম্বা মন্দিরের সম্মুখের ভূমির অপর প্রান্তে এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনার্থে ভৃত্যের বা অপর কোন গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্য কিম্বা ঐ ভূমির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর কিম্বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী বা অস্থায়ী রেল (Rail) দ্বারা ঘিরিবার জন্য সংকল্প করিয়াছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাসী ব্যক্তি কলিকাতা বাসী হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ, ও কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর বাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও কলিকাতাবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, ও কলিকাতা-বাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং (আমি স্বয়ং) বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কাইতি নিবাসী শ্রীরাধানাথ রায়; ইহাঁদিগকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধন করিবারজন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণানুসারে কার্য্য করিবার নিয়মে উক্ত সম্পত্তি উল্লিখিত ট্রষ্টীদিগকে অর্পণ করিলাম। ট্রষ্টীগণ উক্ত সম্পত্তির সমুদায় তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ও তজ্জন্য ও তৎসম্পর্কে আবশ্যকমতে আদালতে নালিশ ও আবেদনাদি করিতে পারিবেন।

১। এই মন্দির "দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দির" নামে অভিহিত হইবে। এই গৃহে প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে এক মাত্র, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান্ ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ, ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিংবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তুতি বা সংগীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থে বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন অহিংস্র জীবের প্রাণবধ করা হইবে না। জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে এখানে কোন প্রকার আহার পান হইবে না। এখানে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ বা কলহ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না, কিন্তু কোন পুস্তক যাহা বিশেষসম্প্রদায় কর্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহদান করা হইবে না। যদ্দ্বারা সকল নরনারী, জাতি, বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে।

২। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া সকল প্রকার সত্য প্রচার জন্য এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কিংবা প্রচারক কেহ বিজ্ঞান কি ধর্ম্মনীতি কি সামাজিক উন্নতিকর কি অন্য কোন প্রকার দেশহিতকর বিষয়ের বক্তৃতা কিম্বা আলোচনা এই মন্দিরে করিতে চাহিলে এই দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অনুমতি লইয়া করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি ঐ সকল বিষয়ের জন্য প্রার্থী হইলে ট্রষ্টীগণের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

৩। এই মন্দিরের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন জন্য দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একজন বা আবশ্যক হইলে ততোধিক সচ্চরিত্র উপাসনাশীল ব্রাহ্মকে আচার্য্য পদে নিয়োগ ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ট্রষ্টীগণের অনুমোদন সাপেক্ষ। যদি ঘটনাক্রমে কোন উপাসনার দিবস নিয়োজিত আচার্য্য অনুপস্থিত হন, তবে উপাসকদিগের মধ্যহইতে অধিকাংশ উপাসকের মতে এক জন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৪। এই ট্রষ্টডীডের নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে কি না ট্রষ্টীগণ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং উক্ত দুই পোল ভূমির উপর কোন প্রকার কর বা খাজনা নির্দ্ধারিত হইলে তাহা উপযুক্ত স্থানে রীতিমত সরবরাহ ও মন্দিরাদি সংস্কার করিবেন।

৫। পাঁচ জন ট্রষ্টীর মধ্যে যদি কোন ট্রষ্টী লোকান্তরিত হন, কিংবা পদত্যাগ করেন কিংবা স্বীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শৈথিল্য বা অক্ষমতা প্রদর্শন করেন কিংবা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ বা পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান কিংবা কোন প্রকার অসচ্চরিত্রতা দোষে দোষী প্রমাণিত হইয়া স্বপদে থাকিবার অনুপযুক্ত হন, তাহা হইলে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ট্রষ্টীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার পদে নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। যদি সভ্যগণের এবং অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের মধ্যে উক্ত প্রকার দোষিত ট্রষ্টীর পদচ্যুতি এবং নূতন ট্রষ্টী নিয়োগসম্বন্ধে মতান্তর হয়, তবে অধিকাংশ ট্রষ্টীগণের মতানুসারেই কার্য্য হইবে। প্রথম নিযুক্ত ট্রষ্টীগণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নূতন নিযুক্ত ট্রষ্টীগণকেও বর্ত্তিবে। সদাচারী ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মভিন্ন অপর কোন প্রকার ব্যক্তি ট্রষ্টী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ধনাধ্যক্ষ বা অপর কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার স্থানীয় অর্থাৎ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের উপর থাকিবে কিন্তু তাঁহাদিগের নিয়োগ ট্রষ্টীগণের অনুমোদন সাপেক্ষ। সম্পাদক বিশেষ বিবেচ্য সমস্ত কার্য্যসম্বন্ধে ট্রষ্টীগণকে রীতিমত সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে দিবেন; এবং ট্রষ্টীগণের অধীনে থাকিয়া মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূম্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং সর্ব্ব প্রকার সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সম্বাদ ট্রষ্টীগণকে উপযুক্ত সময়ে প্রদান করত তাঁহাদিগের মতামত ও আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। সম্পাদক কার্য্যে অক্ষমতা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে ট্রষ্টীগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। অনুপস্থিত ট্রষ্টীগণ পত্রদ্বারা স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। কোন কার্য্যে ট্রষ্টীগণের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশ ট্রষ্টীর মতে কার্য্য হইবে।

৭। সমাজ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে অদ্যপর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা আমি সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং নিজহইতে পরিশোধ করিয়াছি ইহার; পর মন্দিরসম্বন্ধে অথবা অন্য কোন বিষয়ে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে ট্রাষ্টীগণ তাহার উপায় করিবেন।

৮। প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত ভূমির উপর যদি অন্য কোন গৃহাদি নূতন নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে ঐ নূতন গৃহাদি ও দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের অংশ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তাহাও উপরি উক্ত ট্রাষ্টীগণের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে।

৯। বর্ত্তমান দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসকমণ্ডলীর সভা আছে, এই সভার গৃহীত সভ্যগণভিন্ন ভবিষ্যতে অন্য কোন "দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ" নামধারী সভার সভ্যগণ স্বতন্ত্রভাবে এই মন্দিরে উপাসনাদি করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না ঈশ্বর না করুন, যদি কোন দিন এই বর্ত্তমান দারজিলিং ব্রাহ্ম-সমাজ না থাকেন, তাহা হইলে ট্রাষ্টীগণ এই দারজিলিংবাসী অপর কোন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মদল বা ব্রাহ্মসমাজকে এই ট্রাষ্ট ডীডের উদ্দেশ্যানুবর্ত্তী উশ্বরোপাসনাদি কার্য্য করিবার জন্য এই মন্দিরে স্থান দিবেন এবং তাহার অভাবে কলিকাতার সাধারন ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার হস্তে এই মন্দির ও সম্পত্তি প্রদান করিবেন ইতি তারিখ ১লা বৈশাখ, ১২৮৭, ইং ১২ই এপ্রিল ১৮৮০। ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

সাক্ষীগণ।	স্বাক্ষর।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,	শ্রীরাধানাথ রায়।
শ্রীনতিলাল হালদার, ইত্যাদি	দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

প্রার্থনা।

তোমার চরণতলে না আসিলে নিস্তার নাই; আমি বাহিরে থাকিয়া ধার্ম্মিক হইতে চাই, বুঝিলাম তাহা অসম্ভব; কাতরভাবে তোমার চরণতলে আসিয়া পড়িলাম, দীনবন্ধু! আমাকে টানিয়া লও, আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আমার যা কিছু সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতেছি, আমাকে তোমার কাছে লও, চিরদিন চরণাবনত করিয়া রাখ। বুঝিলাম, প্রভু, তুমিই প্রেমের অনন্তপ্রস্রবন, তোমা হইতে দূরে থাকিয়া যে প্রেমিক হইতে চায়, তাহার যত্ন একেবারে বিফল হয়। আমি আর সংসারের মরুভূমিতে প্রেম অন্বেষণ করিব না; যখনই হৃদয়ে শুষ্কতা অনুভব করিব, অমনি দৌড়িয়া তোমার নিকটে আসিয়া হৃদয় পাতিব, তোমার অনন্ত প্রেমপ্রস্রবণতলে বসিয়া আমার সমস্ত জীবন প্রেমাভিষিক্ত হইবে।

দীনবন্ধু, তোমার পবিত্র গম্ভীর সত্বার নিমগ্ন হইয়া থাকিলে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হৃদয়ে অশান্তি আনিতে পারে না; দয়াময়! আমাকে তোমার সেই শান্তিপূর্ণ যোগের রাজ্যে লইয়া যাও; আমার হৃদয় সংসারের আন্দোলনে আন্দোলিত, সংসারের সন্তাপে সন্তাপিত, দীনবন্ধু, আমি এই সমুদায় সহ্য করিতে পারি না। যেখানে তোমার সহবাসজনিত আনন্দবারি অনুক্ষণ হৃদয়কে অভিষিক্ত রাখে, যেখানে সংসারের কোলাহল প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের শান্তি বিনষ্ট করে না, দীনবন্ধু, আমাকে সেই আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাও।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ১১ই ফাল্গুন, রবিবার, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং এক জন যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ১৪ই চৈত্র, শুক্রবার হইতে তিন দিবস উৎসব হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের উপাসনা কার্য্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

১৪ই চৈত্র, শুক্রবার, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হয়; কলিকাতাহইতে অনেকে গিয়া উপাসনায় যোগ দেন। প্রাতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রারাম চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৫ই চৈত্র, শনিবার, বরাহনগরে একটী উদ্যান প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্যানাধিপতি বাবু বেণীমাধব পাল প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য শিবনাথ বাবু ও কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর অপর কয়েক জন সভ্যকে নিমন্ত্রণ করেন। শিবনাথ বাবু "আত্মোৎসর্গই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ১৩ নং ভবনে, ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি সোমবার অপরাহ্ণ পঞ্চমঘটিকার সময় সভার কার্য্য হইয়া থাকে। 'থিয়লজিকাল ক্লাস' নামে সভাটি অভিহিত হইয়াছে। সভ্যগণ কোন পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিয়া আসিয়া সভাতে তাহা লইয়া বিচার করেন। বিগত সভায় বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছাত্রদিগের উপাসনাসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশাজনক; অনেকগুলি যুবক ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ৯ই চৈত্র, রবিবারে, শিবনাথবাবু এই সভাতে প্রার্থনা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন; প্রার্থনার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, সে গুলি সুন্দর রূপে খণ্ডন করা হয়।

১৬ই চৈত্র, রবিবারে, ছাত্রসমাজে, উপাসনা কি এবং ইহাদ্বারা আমাদিগের আত্মার কল্যাণ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, শিবনাথ বাবু এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শিবনাথ বাবুকে আহ্বান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিন মাসের জন্য তাঁহাদিগের আচার্য্যপদে নিয়োগ করিয়াছেন। এই তিন মাস প্রতি রবিবারে, সামাজিক উপাসনার জন্য শিবনাথ বাবু দায়ী; কোন কারণবশতঃ তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা করিতে না পারিলে, যাহাতে অন্য কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করেন এবং উপাসনার কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না ঘটে তিনি সে বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ঢাকায় প্রায় দুই সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন। সেখানকার ব্রাহ্মগণ ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। শিবনাথ বাবু ঢাকার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এখানকার ছাত্রদিগের ভাব বিশেষ সন্তোষজনক; কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রদিগের অপেক্ষা ইহাঁদিগের চিন্তাশীলতা, উৎসাহ ও নীতিপরায়ণতা অনেক অধিক। ঢাকা পরিত্যাগ করিবার দিন শিবনাথ বাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজগৃহে 'মানবজীবন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির আবশ্যকতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

ঢাকায় অবস্থিতি কালে শিবনাথ বাবু শ্রীহট্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে নিমন্ত্রিত হন। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতায় সত্বর প্রত্যাগমনের আবশ্যকতাবশতঃ কোন স্থানেই যাইতে পারেন নাই।

নববর্ষোপলক্ষে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৩০ এ চৈত্র—রবিবার।

প্রাতঃকাল ৬॥টা হইতে ৭টা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
,, ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা।
রাত্রি ৭॥টা—৯॥টা উপাসনা।

,, ১লা বৈশাখ—সোমবার।

প্রাতঃকাল ৬॥টা—৭টা সঙ্গীত।
৭টা—৯টা উপাসনা।
মধ্যাহ্ন ১২॥টা—১॥টা মাধ্যাহ্নিক উপাসনা।
১॥টা—২টা সদালাপ।
২টা—৩॥টা শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা।
৩॥টা—৫টা প্রবন্ধপাঠ।
৬টা—৭টা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
৭টা—৯টা উপাসনা।

শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

প্রেরিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ওকালতি ব্যবসায়।

মহাশয়! আপনি ওকালতি ব্যবসায়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম।

"এই ওকালতি ব্যবসায় করেন বলিয়া এখন যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের আক্রমণের বিষয় হইয়াছেন, এক সময় তাঁহাদেরই মধ্যে কোন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ভারতবর্ষীয়সমাজের প্রচারকেরা কেহ কেহ সপরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তখন সেই অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেক তাঁহাদিগকে নিষেধ করে নাই," ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি এই কয় পংক্তির নীচে রেখা টানিয়া তৎপার্শ্বে "নীচতা," এই কথাটী লিখিয়া রাখিয়াছি। পক্ষপাতশূন্য পাঠকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন, ইহাতে আমার নীচতা প্রকাশ হয় নাই।

এই প্রস্তাবের স্থানান্তরে আপনি বলিয়াছেন, "উকীলের কার্য্য কি? লোকের যথার্থ সত্ত্ব (স্বত্ব) ও অধিকার বিচারকের সম্মুখে প্রতিপন্ন করা।" ইহাই যথার্থ উত্তর। আমার কোন কোন সত্যপ্রিয় উকীল বন্ধু ইহাই করিয়া থাকেন। ধর্ম্মতত্ত্ব যে উকীলদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা সত্যপ্রিয়; তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তা দেশময় রাষ্ট্র, তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে নিরুত্তরই তাহার সদুত্তর।

শ্রীষ্টীয়ান।

পত্রপ্রেরক মহাশয়ের ভ্রম হইয়াছে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি এক সময়ে আমার নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। এখন তিনি বলিতেছেন যে, আমি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকি। আমি যদি তাঁহাকে বলি, "যখন তুমি আমার নিকট অর্থসাহায্য গ্রহন করিতে, তখন তো এ কথা বল নাই; উহা গ্রহণ করিতে তোমার বিবেক তোমাকে নিষেধ করে নাই?" তাহা হইলে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই নীচতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। অপর কোন ব্যক্তির নিকট, কোন সময়ে এক ব্যক্তি ঐ প্রকার সাহায্য পাইতেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁহার উপকারীর এই মিথ্যানিন্দা করেন যে, সে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে আমি (এক জন তৃতীয় ব্যক্তি) সেই নিন্দাকারীকে যদি বলি যে, "তবে তুমি তাঁহার অন্যায়উপার্জ্জিত অর্থ কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে? তোমার বিবেক তাহা নিষেধ করিত না?" তাহা হইলে আমার পক্ষে কি কিছু নীচতা প্রকাশ পাইবে? কখনই না। নিজকৃত সৎকার্য্যের গৌরব করাতেই নীচতা, সুতরাং তত্ত্বকৌমুদীতে ঐ প্রকার লেখাতে যে নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না; কেননা যে অর্থসাহায্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত তত্ত্বকৌমুদীসম্পাদকের কোন সংস্রব নাই।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পত্র প্রেরক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ মুখে যদিও ওকালতিকে প্রবঞ্চনা ব্যবসায় বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা যে তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস নহে, ইহাই

প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা যখন উক্ত ব্যবসায়ীদিগের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন না, তখন ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে, যে তাঁহারা যে, ওকালতিকে প্রবঞ্চনার ব্যবসায় বলেন, উহা কেবল তাঁহাদের মুখের কথা,—দলাদলির কথা, বাস্তবিক অন্তরের কথা নহে। ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। ত, স,

---

মহাশয়!

যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমি একজন নূতন ব্রতী, সমাজসম্বন্ধীয় উপাসনা প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিশেষ বিচারে অসমর্থ। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে উপাসনা সরল ও সারগর্ভ হইলে নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। সম্পাদক মহাশয়! আপনি এক জন পুরাতন ব্রাহ্ম ও বিজ্ঞ, সেই হেতু ভবদীয় মত মাদৃশ জনের বিশেষ অনুবর্ত্তনীয়। এই জন্য সামাজিক উপাসনা বিষয়ে আপনাকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, ভবদীয় নিরপেক্ষ মত প্রকাশে সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

সাধারণতঃ দুইপ্রকার উপাসনা প্রণালী লক্ষিত হয় (১) আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে ও যাহাতে মানব মন শীঘ্রই বিগলিত হয়, এবং অল্পক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ যে উপাসনা শ্রবণে মনুষ্যের চঞ্চল মন, একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান ও চিন্তনে নিয়োযিত থাকিতে পারে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার—দীর্ঘচ্ছন্দেযোজিত, অর্দ্ধহস্ত পরিমিত গগনভেদী বাক্য বিন্যাসে পরিপূর্ণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী ও যাহাতে প্রকৃতিগত সরলতা অতি অল্পই অনুমিত হয়।

এই উভয়বিধ উপাসনাপ্রণালী মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বনীয়?

উদ্বোধন সময়ে উপাচার্য্য মহাশয়,চিত্ত সমাহিত ও সংসারকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমন হইতে উপদেশ দেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিলে একাগ্রচিত্ত হওয়া কি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহোদয়দিগের উপাসনাপ্রণালী প্রথম প্রথান্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। তবে কি তাঁহারা দূষণীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র মনে উপাসনা সরল ও অল্পকালব্যাপী এবং উপদেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালব্যাপী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক না হয় এদিকেও দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। তবে সাধারণের এ বিষয়ে কি প্রকার মত তাহা জানি না।

অদ্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়গত আর একটী দূষিত প্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রস্তাবনা শেষ করিব, যদিও এরূপ কুরীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ভবদীয় পত্রিকাস্তম্ভে নূতন নয়। উপাসনা কালে বেদি হইতে উপাচার্য্য মহাশয় উপদেশ দিলেন যে নিস্বার্থ ঈশ্বর সেবা ও মঙ্গলকর্ম্মসাধন মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়; কিন্তু তিনি বেদীহইতে অবতীর্ণ হইলেন অমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দৃষ্টিগোচর হইলেন। উপাচার্য্য মহাশয়ের মনে প্রথমেই অনুসন্ধিৎসা বলবতী হইল। উপাসনাসময়ে তাঁহার বাক্য বিন্যাস কিরূপ হইয়াছিল, সাধারণ শ্রোতৃবর্গ তাঁহার উপাসনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা, তাঁহার অবশ্যজিজ্ঞাস্য বিষয় হইল! যদ্যপি অনুকম্পাপরবশ হইয়া কোন ভদ্রলোক উপাচার্য্য মহাশয়ের জ্ঞানগরিমার প্রশংসা করিলেন তাহা হইলে তাঁহার মুখে আর হাসি সম্বরণ হয় না। নিজমুখেই বন্ধুবর্গ মধ্যে আত্মপ্রসংসার স্রোত দিনরাত্রি প্রবাহিত করিয়া কতই অনুপম সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। হায়! হায়! এই কি সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ! উপাচর্য্যের এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব যে স্থানে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত, তথায় আবার ধর্ম্মোন্নতির আশা!! বাক্যনের অতীত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে বসিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার ও আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে আত্মযশস্পৃহা চরিতার্থ করা যদ্যপি মুখ্য কাম হয় তবে আর কি হইল? ব্রাহ্মগণ, সাবধান! এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবের মূলচ্ছেদন করিতে সকলেই যত্নখড়্গ ধারন করুন, নতুবা ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইবে।

দারজিলিং
১৭ ফাল্গুন। } জনৈক ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য-প্রাপ্তি।

২০ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

মজুমদার কোং, কলিকাতা	২।০
বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, ঐ	১৲
„ সুন্দরীমোহন দাস, ঐ	১৷৵০
„ কালিপ্রসন্ন দে, ঐ	৩।০
„ সম্পাদক, রাওলপিণ্ডি ব্রাহ্মসমাজ,	৩৲
„ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত, গয়া,	৬৲
„ প্রমদাচরণ সেন, কলিকাতা	১৷৵০
„ জয়রাম ঘোষ, জগদানন্দপুর	৩৲
„ সম্পাদক, বগুড়াব্রাহ্মসমাজ,	৩৲
„ রূপচাদ মল্লিক, বাগ আচ্‌ড়া	২০৲
„ কৃষ্ণদয়াল রায়, রঙ্গপুর	৬৲
„ অঘোরনাথ রায়, পাবনা	৬৲
„ অম্বিকাচরণ মিত্র, কলিকাতা	২।০
„ গোপালচন্দ্র মজুমদার, রাজসাই	৩৲
„ পরানচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দপুর	৷০
„ সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর	২।০
„ বানীকান্ত রায়চৌধুরি, কলিকাতা	১।০
„ দ্বারকানাথ মল্লিক, কলিকাতা	১৲
„ ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কলিকাতা	২।০
„ ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, সিলেট	৩৲
„ উমাচরণ মল্লিক, কলিকাতা	২।০
„ গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মইমনসিং	৬৲

বাবু বেনীমাধব মল্লীক, ঐ	৩৲
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	১৲
„ শিবচন্দ্র সেন, অমৃতসর	৩৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ ই এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধক্ষ্যসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবেঃ—

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

২। সভ্য মনোনয়ন।

৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
১৮৮০। ১৭ ই মার্চ্চ। } সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণ্যে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট }

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট। } কার্য্যাধ্যক্ষ।
কলিকাতা। }

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	⁄০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
Almanac 1880	॥০	৴১০
Second Annual Report 1879	৮০	⁄০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	৸	৴১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২২ শ সংখ্যা। ১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

মানুষের মন বড় চঞ্চল; সেই জন্য ধর্ম্মসাধন একান্ত কঠিন বিষয়। মন যদি দৃঢ় ও স্থির থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মোন্নতি অতীব সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যিনি সম্পদে ধার্ম্মিক, তিনি হয়তো বিপদে নাস্তিক। আবার যিনি বিপদে ধার্ম্মিক, হয় তো তিনি সম্পদে নাস্তিক। বাস্তবিক যে প্রবল ঝড় বহিতেছে তাহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা সহজ কথা নহে। ভবসাগরে যে ভয়ঙ্কর তুফান, তাহাতে কে নৌকা স্থির রাখিবে? নৌকা স্থির রাখা তো দূরের কথা, কখন অকূল পাথারে ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া মরিব কে জানে? সেই ভয়ে প্রাণ আকুল। নৌকা আন্দোলিত হউক, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া না মরি। সংসার পাথারে কাহার মনতরি না টলমল করে? যে নৌকা নোঙ্গর করিয়া থাকে তাহা কি আন্দোলিত হয় না? হয়, কিন্তু একেবারে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অকূলে মারা পড়ে না। মনতরির পক্ষে বিশ্বাস নোঙ্গর। যাঁহার বিশ্বাস আছে তিনি যে কখন আন্দোলিত হন না, এমন না হইতে পারে; কিন্তু তিনি কখন স্থানভ্রষ্ট হইয়া মারা যান না।

পর্য্যটকেরা বলেন যে, সাগরতরঙ্গে কখন কখন এক প্রকার জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী হাস্য করে। সেই প্রকার ঈশ্বরভক্তের হৃদয়ে বিপদদারিদ্র্যের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দের আলোক প্রকাশিত হয়। যিনি আমাদের ঈশ্বর, তিনি কি কেবল সুখের সময়ের ঈশ্বর, দুঃখের ঈশ্বর নহেন? সম্পদের ঈশ্বর, দরিদ্রতার ঈশ্বর নহেন? সুস্থতার ঈশ্বর, রোগের ঈশ্বর নহেন? তিনি সুখে, দুঃখে; সম্পদ বিপদে; রোগ, সুস্থতায়; হাস্য, ক্রন্দনে; তিনি সকল অবস্থায় আমাদের ঈশ্বর। ঈশ্বর এখন আছেন, তখন নাই, এরূপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাই বৃথা। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে, শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সঙ্গে তাঁহাকে গাঁথিয়া ফেলিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। এই সংসারসাগরে, এই মোহের নিবিড়তিমিরে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি এক দৃষ্টি না থাকিলে পথহারা হইয়া নিশ্চয়ই মারা পড়িব।

মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহার যেমন প্রকৃতি তাঁহার ধর্ম্মসাধনও তদনুরূপ। যাঁহার হৃদয় বড় কোমল;—স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রেমে সর্ব্বদাই বিগলিত, তাঁহার ঈশ্বরের ভাবও সেইরূপ; অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের স্বরূপের কোমল ভাব সকল চিন্তা করিতেই অধিক অনুরাগী;—ঈশ্বর স্নেহময়ী মাতা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে শয়ান। আবার যাঁহার হৃদয়ের কোমলতা তত অধিক নহে; কিন্তু যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ, তিনি পরমেশ্বরকে কঠোরন্যায়দণ্ডধারী সত্যস্বরূপ বলিয়া প্রতীতি করেন। যিনি বুদ্ধিমান, জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিত, তাঁহার ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ। এই প্রকার যাঁহার প্রকৃতিতে যে ভাব প্রবল, তিনি ব্রহ্মস্বরূপের সেই ভাব উপলব্ধি করিতে অধিকতর সক্ষম। কিয়ৎ পরিমাণে এ প্রকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাচ সাধকগণের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের প্রকৃতির আংশিক উন্নতি অথবা ঈশ্বরের আংশিকজ্ঞান কখন ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য নহে। মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরের যে ভাব অনুভব করিতে যায়, করিতে দাও; কিন্তু সেখানেই চিত্তকে বদ্ধ করিয়া রাখিও না; অন্যদিকেও একবার দেখ। নতুবা ধর্ম্মসাধন সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে।

অনুসন্ধানে সুখ।

মানুষ মনে করে যে, সে যত পরিশ্রম করে, কষ্ট সহ্য করে, তাহা কেবল পরিণামে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য, শান্তি লাভ করিবার জন্য। কিন্তু বাস্তবিক মানুষ আন্দোলন ভাল বাসে। যাই মানুষ একটি অভিলষিত বস্তু লাভ করিল, অমনি সে অন্যটির পশ্চাতে ধাবিত হইল। "এইটি হইলে আমি কিছুকাল সুখে বিশ্রাম করিব," সে ইহাই মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল কই? বাস্তবিক মানবপ্রকৃতি স্থির থাকিবার জিনিস নয়। সম্রাট্ আলেকজেণ্ডর এত দেশ জয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আর একটী দেশ জয় করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মনে কষ্ট রহিল। বস্তুতঃ অভিলষিত বস্তু পাওয়াতে যে সুখ, তদপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তাহাতে অধিক সুখ। কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে যদি ঈশ্বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সত্য, ও বামহস্তে 'সত্যানুসন্ধান' লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "মানুষ! তুমি এর কোনটী চাও" আমি

বলিব শেষোক্তটী। যিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিক মানবপ্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন। কোন আধ্যাত্মিক কিম্বা ভৌতিক সত্যলাভে তত সুখ নয়, ঐ সত্য অনুসন্ধানে যত সুখ। অনেকে মাছ ধরে কেবল ধরিবার জন্য, খাইবার জন্য নহে। ধরিবার চেষ্টায় একরূপ সুখ আছে, তাহারই জন্য। যাই ধরা শেষ হইল, অমনি সে সুখ শেষ হইল। সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে অভিলাষ সকলই শেষ হইল। সেইরূপ কোন একটি সত্যলাভের জন্য চেষ্টা, যত্ন ও চিন্তায় প্রকৃত সুখ। যাই সে সত্যটী মানুষ জানিল, অমনি সে আর একটি সত্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। ঐ স্থানেই বিশ্রাম হইল না। কারণ একজন লোক সমস্ত জীবন সত্যানুসন্ধান করিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেটুকু অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র। নিউটন সমস্ত জীবনে যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াগিয়াছেন, তাঁহার পরে ঐ বিষয়ে আরও কত সত্য আবিষ্কৃত হইল এবং কে জানে এখনও আরও কত সত্য আবিষ্কৃত হইবার বাকি আছে। সৃষ্টি অনন্ত, মানুষের জানিবার ইচ্ছাও অনন্ত। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাতেই সুখ। ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ। মানুষ! তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, তুমি অনন্ত ঈশ্বরকে সংপূর্ণরূপে জানিতে পারিবে না। যেটুকু জানিবে, তার পর মনে হইবে 'আরও'। যদি ঈশ্বর সীমাবিশিষ্ট হইতেন কিম্বা তোমার আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেন, তবে মানুষ তাঁহার পশ্চাতে যাইত না। গেলেও, তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিত। তাঁহাকে পাইবার জন্য আর ব্যগ্রতা থাকিত না এবং সে ব্যগ্রতায় যে সুখ তাও থাকিত না। মানুষের যে প্রধান সুখ তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইত। ঈশ্বর সংপূর্ণরূপে মনুষ্যের সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই, তাই মানুষের এত সুখ। তাই মানুষের বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। মানুষ সংপূর্ণরূপে অনন্তস্বরূপকে জানিতে পারে না, কিন্তু যেটুকু জানিতে পারে, তাহাতেই সুখ পায় ও আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করে ও চিরদিন ইচ্ছা করিবে এবং ইহাতেই তাহার সুখ। "আমি ব্রহ্মকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে" এই কথার মূলে অনেক গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

মগ্নভাব।

ব্রাহ্মপাঠক! একটী জিনিসের জন্য কি তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়? যদি তোমার হৃদয়ে রিপুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া থাকে, যদি হৃদয়মধ্যে দুই একটী স্বর্গীয়পুষ্পতরু রোপণের অবকাশ পাইয়া থাক, যদি ব্রহ্মসহবাসজনিত-আনন্দ কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাক, তবে সেই পদার্থটীর জন্য তোমার হৃদয় অল্পাধিক পরিমাণে ব্যাকুল হয়, সন্দেহ নাই। চল, পাঠক! এই কোলাহলপূর্ণস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তোমার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করি।

সেই দ্রব্যটী কি, এখন বিশেষরূপে বলিতেছি। উপাসনার সময়ে আমাদের আত্মা কিরূপ অবস্থায় উপনীত হয়? যিনি আত্মার প্রভু, একমাত্র পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, চিরপ্রেমময়-ঈশ্বর, তাঁহাকে সেই সময়ে আত্মা হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তাঁহার প্রেমদৃষ্টিতে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, আত্মা প্রেমাশ্রুতে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিতে থাকে, তাঁহার সহিত নিগূঢ়সম্বন্ধ অনুভবজনিত-আনন্দ হৃদয়কে প্লাবিত করিতে থাকে; আত্মা তখন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, ইহাই আমার স্বাভাবিক অবস্থা, ইহাই আমার উচ্চতম অবস্থা।

এখন, বল দেখি, ব্রহ্মসাধক! এরূপ সময়ে তোমার হৃদয় কি চায়? তোমার আত্মা কি তখন স্বভাবতঃ বলিয়া উঠেনা, "দীননাথ! এই হৃদয় মনকে চিরদিনের জন্য তোমার চরণে বাঁধিয়া রাখ, পাপাসক্তি, সংসারাসক্তি যেন হৃদয়কে আর তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে, এই হৃদয়ে যেন পুনরায় সংসারের আসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, এই হস্ত যেন আর সংসারসেবায় কলঙ্কিত না হয়, এই চক্ষু যেন আর সংসারের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয়, আমার সমস্ত জীবনকে তোমার প্রেমে, তোমার সেবায় ডুবাইয়া রাখ, আমার হৃদয় সর্ব্বদা তোমার দিকে আকৃষ্ট থাকুক, আমার মনশ্চক্ষু সর্ব্বদা তোমারদিকে চাহিয়া থাকুক, আমার হস্ত সর্ব্বদা তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকুক!" পাঠক! যদি বাস্তবিক আন্তরিক সরস উপাসনা তোমার জীবনে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সময়ে সময়ে তোমার আত্মা এরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন এই, এরূপ মগ্নভাব, এরূপ ঈশ্বরপ্রবণতা কিরূপে জীবনে রক্ষা করা যায়। উপাসনার সময়ে আত্মা যে স্বর্গীয়ভাব লাভ করিল, যে ভাবের জন্য ব্যাকুল হইল, এই কোলাহলপূর্ণ প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে তাহা কিরূপে রক্ষা করিব? ইহা রক্ষা করা কতদূর কঠিন সকলেই জানেন। এসো পাঠক! এই বিষয়েও দুই একটী কথা কই।

প্রথম কথা এই:—অন্য কোন প্রবল আসক্তিতে হৃদয়কে উন্মত্ত করা আমাদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন নয়। আমরা যে প্রবল ঈশ্বরাসক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাকেই জীবনের পরিচালক করিতে হইবে, সকল কার্য্যে তাহাদ্বারাই পরিচালিত হইতে চেষ্টা করিব। আমাদের হৃদয়ে যে অন্য আসক্তি কার্য্য করিবে না তাহা নহে, কিন্তু অন্য আসক্তিকে সেই আসক্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে; যত কেন ভাল হউক না, কোন একটী আসক্তিকে হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে দিলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে, হৃদয়ের দুর্দশা ঘটিবে। আমরা ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিব, তাহাতে শত শত নদীর জল গিয়া পতিত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, আর পতিত হইবেই, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি এই সাগর পরিত্যাগ করি ও অন্য কোন স্রোতে প্রবেশ করিয়া চলিতে থাকি, তবে অচিরে দেখিব ঈশ্বরহইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

উপাসনার সময়ে যে মগ্নভাব লাভ করা যায়, সমস্তদিন

তাহাকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে; যাহা কিছুতে ইহার ক্ষতি হয়, ইহা বিনষ্ট হয়, তাহা অন্যের চক্ষে ভাল দেখাইলেও আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমস্ত দিন সকল কার্য্যে এই ভাবের দ্বারাই চালিত হইতে চেষ্টা করিব, তাহা হইলেই দেখিব আমাদের স্বর্গের পথ কেমন সহজ ও সুখকর হয়। আর যদি কোন "নির্দ্দোষ" আসক্তিতে হৃদয়কে উন্মত্ত করি, দিবাবসানে দেখিব, ঈশ্বরহইতে কতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি! যেমন গম্ভীর উপাসনা সম্ভোগ করিতে হইলে মনকে অন্য চিন্তা হইতে মুক্তকরা আবশ্যক, তেমনি জীবনে মগ্নভাব লাভ করিতে হইলে হৃদয়কে আসক্তির কোলাহল হইতে মুক্ত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা এই:—যখনই দেখিব হৃদয়ের প্রেমার্দ্রতা কথঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখনই ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। যদি সেই স্বর্গীয় বস্তুর আস্বাদন পাইয়া থাক, তবে এই শুষ্কতা অনুভব করিয়া হৃদয় স্বভাবতঃই ক্রন্দন করিবে। যদি স্বভাবতঃ হৃদয় না কাঁদে, তবে ব্যগ্রতার সহিত সেই হারান-অবস্থা হৃদয়ে চিত্রিত করিয়া বর্ত্তমান শুষ্কতার সহিত তাহার তুলনা করিতে হইবে। পাঠক! যদি তোমার হৃদয় সরল হয়, তবে তখন না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ক্রন্দনটুকু বড় আবশ্যক, ইহাতে সেই পূর্ব্বাবস্থা আনিয়া দিবার পক্ষে অনেক সাহায্য করিবে। এরূপ ব্যাকুল ভাবের সহিত প্রার্থনা করিলে সেই হারান ধন আবার হৃদয়ে প্রত্যাগত হইবে। যতক্ষণ সেই অবস্থা ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ প্রার্থনার ভাব ছাড়া উচিত নয়। এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রার্থনাদ্বারা হৃদয়ের পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে, মগ্নভাবের প্রতি ক্রমশঃই অধিকতর আসক্তি হইতে থাকিবে এবং তাহা ছাড়িয়া শুষ্কতা ও সাংসারিকতাতে পড়িয়া থাকা ক্রমশঃই অধিকতর কষ্টকর হইবে। জীবনে মগ্নভাব ও ঈশ্বর-প্রবণতা লাভ করিতে হইলে এরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনাকে চিরসম্বল করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ। *

(গতবারের পর)

আবার কতকগুলি লোক খুরধারসম খরতর ধর্ম্মপথে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভাবুকতার বাড়াবাড়ি করিয়া অথবা মনুষ্য চরিত্রের অপরবিধ দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও উচ্চ লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং তারপর আপনাদিগের ভ্রান্তমনকে প্রবোধ দিবার জন্য অথবা * * * আপনাদিগের পদস্খলনের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি পুরাণপ্রচলিত মিষ্টকথায় আবৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গে ভয়ানক বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। * * * তাঁহারা পৌরহিত্যের প্রত্যক্ষচিহ্নস্বরূপ গৌরিক বসনাদি ধারণ করিতেছেন। কেহ মনে করিও না, আমি নিন্দা করিতেছি; মনের দুঃখের কথা বলিতেছি। কেহবা ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে আঘাত করিতেছেন। * * * হায়! এই সকল অসদাচরণে সাধারণের সমূহ ক্ষতি ও জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে হেয় করিতেছে সন্দেহ নাই।

ঐ সকল লোকের কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ঐ সকল লোকের এমন কথা বা কার্য্য প্রায় নাই যাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয় না। অধিককথা না বলিয়া একটীর উল্লেখ করিলেই চলিতে পারে। ব্রাহ্মেরা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করেন যে, সংসারে মনুষ্যেমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহারই মার্জ্জনা ও পরিচালনা করিয়াই উত্তরকালে বড় বা ছোটলোক হয়। অনেক স্থানে প্রভূত স্বাভাবিক শক্তিও, শিক্ষা এবং পরিচালনার অভাবে বিলুপ্তবৎ থাকে, কোথাও বা অল্পশক্তিও সুশিক্ষা ও উপযুক্ত চালনাদ্বারা সংসার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যিনি তেজস্বিনী মেধাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুশিক্ষা ও সুসংসর্গ পাইলে তিনিই দার্শনিক; যিনি প্রশস্ত হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কবি বা প্রেমিক, আর যিনি প্রবলতর বিবেকশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ বা ধার্ম্মিক নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহারাই পৃথিবীতে তৎ তৎ বিষয়ে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন। ভগবানের গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সাধনজন্যই লোকসমাজে এরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানময় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সমাজের প্রয়োজন বশতঃই এরূপ হয় এবং এইরূপে সমাজের সেই প্রয়োজনসাধিত হয়। এই সমাজের প্রয়োজন সাধনজন্যই ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল। সমাজের এই প্রয়োজন সাধন জন্যই ব্যাস বাল্মীকী সেক্ষপীর ও দান্তের সৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই সমাজের প্রয়োজন সাধন জন্যই কপিল, কনাদ, কোমৎ ও মিলের জন্ম। ইহাঁরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সেই প্রয়োজন সাধন করিয়াগিয়াছেন। তাই বলিয়া কোন্ অল্পবুদ্ধি লোক বলিতে পারে যে ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অভ্রান্ত পদবিক্ষেপে বিচরণ করিয়াছেন? ঈশা বা চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশে কি ভ্রম নাই। সেক্ষপীর যে লোকচরিত্র চিত্র করিয়াছেন বা বাল্মীকি রামায়ণে যে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে কি ভ্রম নাই। কপিল বা কোমতের মীমাংসা সকল কি সমস্তই প্রমাদশূন্য?

কিন্তু ঐ সকল লোকেরা বলিবেন, তোমার এত কথা আমরা শুনিব না। মনুষ্যের পাপহস্তের লিখিত ইতিহাসে আমরা বিশ্বাস করিব না। তোমাকে মানিতে হইবে "আমি স্বর্গহইতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব আনয়ন করিতেছি, তাহাতে ভ্রম নাই। তাহাই তোমার পালনীয়। পালন না কর, তুমি

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা

পতিত; প্রতিবাদ কর তুমি ভগবানের বিধানের বিরোধী অসুর অথবা ব্রাহ্মনামধারী ব্রহ্মদৈত্য।" আহা কি বিড়ম্বনা! তুমি যদি তাদৃশ অভ্রান্তবাদীর জীবের হীনতা দেখিয়া অশ্রদ্ধাবান্ হও, এই আশঙ্কায় দেখ, তিনি ভগবানের মুখ হইতে এরূপ কথাও কহাইয়া রাখিতেছেন, "হে মনুষ্য! সন্দেহ করিওনা, আমার সাধক অন্ধকার রাত্রিতে প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, তথাপি ভজনালয়ের মধ্যাসনে বসিয়া আমার নামে যাহা প্রচার করে, তাহা সব সত্য ও মোক্ষপথের সোপানস্বরূপ মানিতে হইবে। এ কথায় তুমি যদি সন্দেহ বা দ্বিরুক্তি কর, তোমাকে এই বলিয়া নিরস্ত করা হইবে যে, ইহা গভীর যোগলব্ধ ঈশ্বরাদেশ। সাধুর মুখোচ্চারিত ঈশ্বরাদেশের বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। এইরূপ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য আদেশবাদীদিগকে আমার একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় এবং যদি কেহ এই প্রশ্নের উত্তর করিবার উপযুক্ত লোক থাকেন, উত্তর করিলে আমি পরমোপকৃত হইব। প্রশ্নটী এই, আমরা যে কয়টী মূল সত্যে বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, তাহার একটী এই যে, ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই ঈশ্বরের উপাসনা ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সকলেই স্বীকার করিবেন, এই এক মাত্র সত্যের ব্যত্যয় হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন, জগতে ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। আজ যদি কোন উপদেষ্টা ভজনালয়ের বেদীতে বসিয়া গম্ভীরস্বরে প্রচার করে, যে ঈশ্বরে অপ্রীতি এবং তাহার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই ভগবান্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে হে ধর্ম্মপিপাসু! তুমি এবং আমি সেই কথার দ্বিরুক্তি করিতে পারি কি না, এবং সেই ভক্তের মুখের উচ্চারিত সত্যের যাথার্থের বিচার করিতে তোমার বা আমার অধিকার আছে কি না? আর যদি সেই আদেশবাদী তাহার কল্পিত আদেশ, কার্য্যে পরিণত করিতে থাকে, তবে তাহাকে পূর্ব্বোপকারের প্রতিশোধরূপ শ্রদ্ধার সহিত অচিরে ধর্ম্মমন্দির অথবা উপদেষ্টার আসন হইতে অপসারিত করা কর্ত্তব্য কি না? আমি আপত্তিকারী ব্রাহ্মের নিকট এ কথার উত্তর চাই।

কেবল ব্রাহ্মদিগের অসদ্ব্যবহারের প্রতিবাদ করা আমার অদ্যকার প্রসঙ্গের লক্ষ্য নহে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাঁহারা জগতের অনন্তকালস্থায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশবিশেষে অথবা সম্প্রদায়বিশেষে প্রচারিত কোন একমাত্র পুরাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চান, তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া উহার মহাক্ষতি করিতে চাহেন, সেইরূপ যাঁহারা পরমেশ্বরের সদামুক্তদ্বারসদাব্রতরূপ সংসারের মধ্যে কল্পিত বিধানাদির সৃষ্টি করেন এবং মনুষ্যবিশেষকে সেই সেই চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তাহার প্রচারিত সত্য সকলেই বর্ত্তমানজগতের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করেন এবং যাঁহারা তৎপ্রচারিত জল্পনা মাত্রকে অব্যর্থ ও মুক্তিপ্রদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মনুষ্যদিগকে উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ততোধিক ক্ষতি করেন। বলিতে গেলে তাঁহারা সত্যের অনন্তউৎস ঈশ্বর ও জনসমাজের মধ্যে, মনুষ্যবিশেষকে নামে না হউক কার্য্যতঃ অবতাররূপে স্থাপিত করিয়া জগতে ধর্ম্মবিষয়ক সত্য প্রচারের ব্যাঘাৎ জন্মান এবং অপরদিকে অপূর্ণ জ্ঞানী মনুষ্যের প্রচারিত সমস্ত কথা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া অনর্থক ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক অসত্য প্রচার করেন। অর্থাৎ দ্বিবিধ রূপেই তাঁহারা সত্যপ্রচাররূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইবার পরিপন্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের জীবননাশের পন্থা করেন। এই সকল লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বলিলে সত্যের অপলাপ করিয়া অপরাধী হইতে হয়, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজরূপ আন্দোলন বা তরঙ্গের প্রাণবায়ুর আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রাণবায়ুরূপ সত্যপ্রচারের কদাপি অবসান বা সংকীর্ণতা ঘটিবে না। উহা দেশে, কালে, মনুষ্য বা গ্রন্থবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, মনুষ্যের হৃদয় মন আত্মা, সমস্ত স্বভাব এবং সর্ব্বোপরি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অনন্তকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচারিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি পুরাতন মৃতধর্ম্ম, সম্প্রদায়িকতা বা উপধর্ম্মে পরিণত হইতে পারিবে না।

এখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বা লক্ষণের সমালোচনা করিব। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি লোকপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের গতির সঙ্গে অভিন্ন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পান যে স্বভাবের গতি দুই, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণবিকাশ। উনবিংশ শতাব্দিতে (Evolution) অথবা ক্রমবিকাশ নামক যে দার্শনিক সূত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটী সত্য অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বলি পূর্ণ বিকাশ। ভাষাশাস্ত্রবিদেরা এ কথায় ইহার নামকরণ করিতে পারেন, আমরা ইহাকে সমগ্র উন্নতি বলিতে পারি। একটীমাত্র দৃষ্টান্তদিয়া এ উভয় সূত্রকে বিশদ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। জরায়ু কোটরে যখন ভ্রূণবিন্দুর প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন যে তাহাহইতে উত্তরকালে হস্তপদ ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট মনুষ্য সমুৎপন্ন হইবে, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু সেই ভ্রূণবিন্দুই ক্রমে শোণিত, পরে মাংসপিণ্ড ও পরে মানবদেহের অবয়বে পরিণত হয়। পদার্থের মূলের এইরূপ পরিবর্ত্তনজনিত উন্নতিকে (Evolution) অথবা ক্রমবিকাশ বলে একথা যেমন সত্য, তেমনি আবার ইহাও সত্য যে ঐ ক্ষুদ্রতম ভ্রূণবিন্দু মধ্যেই উত্তরকালপ্রসূত নব দেহের যাবতীয় উপকরণ অনুস্যূত ছিল। ভ্রূণবিন্দুর পরিবর্ত্তনঘটিত উন্নতির সঙ্গে সমস্ত উপকরণেরও যুগপৎ উন্নতি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে পূর্ণবিকাশ বলি। স্থির মনে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব. এ উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতির দুইটী অনিবার্য্য লক্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে, একটী উন্নতিশীলতা অপর উদারতা অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন

দিন দিন আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধন করে সেইরূপ তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অভিলাষ ও সাধন করে; অর্থাৎ নিজ মূর্ত্তির কোন অংশকেই উপেক্ষা করিয়া চলে না।

বাস্তব ব্রাহ্মধর্ম্মেরও এই দুই প্রধান লক্ষণ; ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ক্রমোন্নতিশীল, তেমনই সম্পূর্ণ উদার। প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে কি সমাজে কি সংসারে কি অধ্যাত্মরাজ্যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানসিক উন্নতি উপেক্ষা করিয়া পান ভোজনের ব্যবস্থা দেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম আভ্যন্তরিক উন্নতির আশায় অন্ধ হইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইতে, নগ্ন থাকিতে অথবা অনশন বা স্বপাক ভক্ষণদ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে ব্যবস্থা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যমনকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের প্রশ্রয় দিয়া ভাবুকতার উপাসনা করিতে অথবা হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দিয়া শুষ্ক জ্ঞানের উপাসনা করিতে, অথবা হৃদয় মন উভয়কে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত বিবেকের সাধনা করিয়া ঈশ্বরের নামে কুসংস্কারের দাস হইতে উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ভাবশূন্য ধার্ম্মিক অসম্ভব, ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে লোকালয়ত্যাগী বিদ্যাবুদ্ধি আলোচনাবিহীন পরম হংস ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান নহে, কুসংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি স্বরূপ। এই স্থলে দুটী দুই কথা বলা আবশ্যক। কতকগুলি অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের চিত্তের গতি, উচ্চতা ও রুচি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গঠিত করিয়া লইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবুকতা লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। ইহারাই ব্রাহ্মসমাজে নবপূজা প্রচারের প্রধান সহায় হইলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞানালোচনায় প্রয়োজন নাই এরূপ কুশিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ভাবশূন্য ভক্তিশূন্য জ্ঞানী ব্রাহ্মকে প্রথমে সংশয় বাদ এবং পরিণামে নাস্তিকতায় পতিত হইতে হইবে। সেইরূপ, জ্ঞানালোচনাবিহীন মূর্খকেও ব্রাহ্মধর্ম্মহইতে বিচ্যুত হইয়া কর্ত্তাভজা অথবা নেড়ানেড়ীর দলভুক্ত হইতে হইবে। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রয়োজন নাই; জ্ঞানেই ব্রাহ্মের মোক্ষ লাভ হইবে এরূপ শিক্ষা প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, ভক্তিই মুক্তিদান করিবে, এইরূপ কুশিক্ষাই প্রচারিত হইয়াছে। এই শিক্ষা কে এবং কেন প্রচারিত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহারা এরূপ শিক্ষা প্রচার করে তাহারাও ব্রাহ্মসমাজের প্রবল বিরোধী।

ক্রমশঃ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

২ই চৈত্র—রবিবার, ১৮০১ শক।

আচার্য্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

ভক্তিভাজন থিওডোর পার্কারের গ্রন্থহইতে মহাত্মা পলের জীবনসম্বন্ধে একটী ঘটনা পাঠ করিব। ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিত; আমি তাহার অনুবাদ করিয়া পাঠ করি।

পল ডেমস্কস্ নগরে গমনের পর, একদিন টারসস নগরে তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যন্ত বিনীত ও চিন্তিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয় পুস্তক সকল ও বস্ত্র সকল অনাদরের সহিত ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে পলের এক জন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পল! তোমার সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণ করিলাম। তুমিও নাকি নাসরতীয় যিশুর এক জন অনুগামী হইয়াছ? তোমার প্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণের পর তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে? "আমি সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যজাতির মধ্যে গমন করিয়া শুভ সংবাদ প্রচার করিব," নবানুরাগী পল অতি শান্তভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন। "আমি আগামী কল্যই গমন করিব।"

ঐ রাবি, যিনি বিশেষ ভাবে পলের শুভানুধ্যান করিতেন, তিনি পলের উত্তরে নিতান্ত বিশ্বস্তভাবে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পল! তুমি কি জান, তুমি কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই তোমার পিতাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, বন্ধুদিগকে এবং মহৎ জ্ঞানী সমাজকেও ত্যাগ করিতে হইবে। তুমি কি তোমার ভাবি বিপদ গননা করিয়াছ?

তুমি ঘোর দরিদ্রতায় পতিত হইবে, লোকে তোমাকে তাড়না করিবে, তোমার নাম লইয়া উপহাস করিবে, অবশেষে লোকেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। পল বলিলেন, ও সকল ভয়ে আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

আমি ক্ষতি লাভ গণনা করিয়াছি। সমস্ত মনুষ্যের নিষেধ সত্ত্বেও ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করা ও তাঁহার সত্য প্রচার করার যে মূল্য, আমার জীবন তাহার অর্দ্ধ মূল্যেও মনে করিব না। আমি ঈশ্বরের আলোকে ভ্রমণ করিব, কোন লোকের নিষেধ মানিব না,—কাহাকে ভয় করিব না। আমি আর পাপের ও মৃত্যুর পুরাতন নিয়মের দাস নহি। কিন্তু ঈশ্বরের এক জন স্বাধীন মনুষ্য।

এই সকল শুনিয়া রাবি বলিলেন, এখন তোমার মান মর্য্যাদা আছে, কিন্তু তোমার নূতন কার্য্যে পরিশ্রম, অসম্ভ্রম ও মৃত্যু।

পল, স্থিরগম্ভীরভাবে বলিলেন, পরমেশ্বরের বাক্য আমাকে বলিল "যাও," আমি সত্যের জন্য জীবনদান করিতে প্রস্তুত।

রাবি চীৎকার করিয়া বলিল, এক জন মূর্খ, অবিশ্বাসী নাস্তিক নাসরতীয় লোকের ন্যায় তবে তুমি মর। এখন হইতে তুমি আমাকে তোমার কুটুম্ব বলিয়া সম্বোধন করিও না।

ইহার পর কতিপয় বৎসর অতীত হইল; পল ঈশ্বরে

নির্ভর করিয়া বীরের ন্যায় অনন্ত জীবন্তভাবে সত্যপ্রচার করিতে লাগিলেন।

টারসস নগরের বাজারে এই জনরব উঠিল যে, প্রচারক পলকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বন্দীভাবে রোম নগরে আনিয়াছে শীঘ্রই তাহাকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দিবে।

এই কথা শুনিয়া পলের আত্মীয় রাবি বলিলেন, এরূপ ঘটনা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই জানি, গৃহে থাকিলে কত মান সম্ভ্রম হইত, পথে ঘাটে লোকে রাবি রাবি বলিয়া ডাকিত, এখন সেই লোকের দুর্দ্দশা দেখ।

এদিকে রোম নগরে যেখানে পল লৌহ শৃঙ্খলবদ্ধ, সেখানে পল ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিলেন। ঈশ্বর বলিলেন "পল ভয় করিও না, তুমি উত্তম যুদ্ধ করিয়াছ। দেখ আমি চির-কাল তোমার সঙ্গী হইয়া থাকিব।"

তখন বৃদ্ধ পল বলিলেন, আমি জানি, আমি কাহার সেবা করিতেছি। আমার মনে ভয় নাই, কিন্তু প্রেম ও মনের দৃঢ়তা আছে। আমি আমার কার্য্য আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছি, কারণ আমি দেখিতেছি ধর্ম্মের মুকুট আমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এখন আমার পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমি প্রথমে যখন বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এখন আমার আশা অনেক উচ্চ। তখন পলের অন্তরে এই বাক্য প্রকাশিত হইল, "তুমিও আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে বাস করি এবং আনন্দিত হই।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যখন প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর বাক্য শুনিলেন না, বরং অগ্রাহ্য করিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু বলিল,

"হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদ-করাধম।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যাম্যদ্য যমক্ষয়ং॥"

হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ প্রহ্লাদ! তুই আমার বংশের ভেদকারী নরাধম। আমার শাসন উল্লঙ্ঘনকারী যে তুই অদ্য তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

"ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়োলোকা মহেশ্বরাঃ।
তস্যামেহভীত বন্মূঢ় শাসনন্নুম্মত্যগাঃ॥

যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে রাজন্যবর্গের সহিত ত্রিভুবন বিক-ম্পিত হয়। রে মূঢ়! তুই দুর্ব্বল হইয়াও অভীতবৎ সেই আমার শাসন অগ্রাহ্য করিলি?

প্রহ্লাদ বলিলেন।

"ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্ সবৈ বলঙ্কাপরবালকানাং।
পরেবরেহমী স্থিরজঙ্গমাযে ব্রহ্মাদয়োযেন বশং প্রণীতাঃ॥

হে রাজন্! তিনি কেবল আমার বল নহেন, আপনারও বল এবং অপর সমস্ত বালকদিগের বল। সেই শ্রেষ্ঠ পরমে-শ্বরে স্থাবর জঙ্গম, এবং ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহারই বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে।

"ঈশ্বরকাল উরুক্রমোহসা রোজঃসহ সত্ত্ব বলেন্দ্রিয়াত্মা।
সএব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তি ভিঃ সৃজত্য বত্যত্তিগুণত্রায়শঃ॥

সেই ঈশ্বরই সম্বরণ ইন্দ্রিয় আত্মা। সত্যরজ তমোগুণের অধিপতি পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃজন করেন, পালন করেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে সমস্তই বিনাশ করেন।

মহাত্মা চৈতন্য, নানক, লুথর, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মাগণ ঐশীশক্তি লাভ করিয়া অকুতোভয়ে সত্য প্রচার ও পালন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আমরা ব্রাহ্মসমাজে কি এই ঐশীশক্তির পরিচয় পাই নাই, যদি বলি, না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আমরা দেখিয়াছি যখন ব্রাহ্ম ঐশীশক্তি লাভ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাকে কত লোকে কত ভয় দেখাইল, তাঁহার গ্রামস্থ লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল, তাঁহাকে পদাঘাত, চপেটাঘাত করিল। ব্রাহ্ম বিনীতভাবে সমস্ত অত্যাচার মস্তক পাতিয়া লইলেন, তাহাতে কি হইল, সেই গ্রামের লোক পরাস্ত হইল। এখন কি সে শক্তি ব্রাহ্ম-সমাজে নাই? যখন ব্রাহ্মসমাজ ঐশীশক্তিতে বলবান ছিল, তখন তাহার আকর্ষণ ছিল, এখন ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ নাই। সত্য জানিয়া তাহা জীবনে প্রতিপালন না করিলে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির দুর্জ্জয়বল লাভ করা যায় না। হে ব্রাহ্ম! তুমি শিখিয়াছ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসন-মেব" তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ব্রাহ্মভাই! তুমি কি প্রতিদিন উপাসনার সাধনা কর? কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ ও মৌখিক প্রার্থনা করাকে অথবা সঙ্গীত করাকে উপাসনা বলে না। উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটে উপবেশন। পরমেশ্বর সত্য, কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা মৃত্তিকা প্রস্তর ইত্যাদিদ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তাহারা পৌত্তলিক। কিন্তু যাহারা আপনার মনের গুণদ্বারা একটী কল্পিত ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়া পূজা করে তাহারাও পৌত্ত-লিক। এজন্য প্রাচীন মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,

"নৈববাচান মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতিব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

বাক্য মন চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি আছেন কেবল এই মাত্র বলা যায়, অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না।

তিনি আমাদের ঊর্দ্ধ অধঃ সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় পার্শ্ব চতু-র্দ্দিকেই বর্ত্তমান।

তিনি বায়ু, আমরা প্রাণী; তিনি জল, আমরা মৎস্য। পর-মেশ্বর আমার চতুর্দ্দিকে আছেন, এইরূপ চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে করিতে দয়াময় ঈশ্বরের আবির্ভাবের দ্বার অন্তরে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। তাহা রূপ নহে, অথচ রূপ; তাহা পদার্থ নহে, অথচ সার সত্য বস্তু; তাহাতে আনন্দ শান্তিমাখা। নিরাকার আত্মা, নিরাকার ব্রহ্মকে সুন্দররূপে দর্শন করে। যেমন আশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ শান্তি, শোক মোহ এ সমস্ত আত্মার গুণ নিরাকার হইলেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তদ্রূপ ব্রহ্মকেও প্রত্যক্ষ করি। ব্রহ্মদর্শন কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। যেমন ফুলের ঘ্রাণ, মিষ্ট বস্তুর আস্বাদন

কেহ বুঝাইতে পারে না; যাহারা আস্বাদন করে, তাহারাই বুঝিতে পারে।

এইরূপে পরমেশ্বরকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলে উপাসনা হইল। এই উপাসনার পর ব্রহ্মপূজা। যদি উপাস্য দেবতাকে না দেখ, তবে কাহার পূজা করিবে?

ব্রাহ্মবন্ধু! এইরূপ সত্যভাবে প্রতিদিন কি ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাক? যদি বাস্তবিকই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলভাব তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে দেবতার জীবন দান করিবে। হে ঈশ্বরোপাসক ব্রাহ্ম! তোমার জীবন কি প্রকার? তোমাতে কি ঐশীশক্তি অনুপ্রবেশ করিতেছে? যদি না করে, তবে তুমি উপাসনা সাধন কর না। আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত উপাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হও, জীবন মধুময় হইবে।

প্রিয়কার্য্য সাধনের সীমা নাই। হে ব্রাহ্ম! তুমি বলিয়াছ ক্রোধ করিবে না, এখন তুমি ক্রোধ কর কি না? তুমি হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিবে বলিয়াছিলে, এখন তোমার হিংসা দ্বেষ আছে কি না? তুমি পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবে না, এমন কি মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তুমি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া জিতেন্দ্রিয় বীরপুরুষ হইয়াছ কি না? তুমি স্ত্রীজাতির মুখশ্রীতে ঈশ্বরের মাতৃভাব দেখিবে, পুরুষের মুখশ্রীতে ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিবে এবং চরাচর বিশ্বে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে বলিয়া যে, সংকল্প করিয়াছিলে সে আশা জীবনে পূর্ণ হইয়াছে কি না? তুমি সত্য কথা কহিবে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। মিথ্যা বলিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সত্য বলিয়া ফকির হইবে যাহা সত্য জানিবে তাহা পালন করিবে। লোকভয়ে, রাজার ভয়ে সত্যকে অবজ্ঞা করিবে না। হে ব্রাহ্ম! তোমার সকল কথা সত্য কি না, তোমার সকল ব্যবহার সত্য কি না।

এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া যদি তোমার জীবন অসার বোধ হয়, তবে তুমি ঐশী শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। ব্রাহ্মসমাজ একটী গৃহ নহে। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মের সমষ্টি। যদি প্রেমিক ব্রাহ্মের জীবন অসার হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজও অসার।

হে ব্রাহ্মবন্ধু! আবার জাগ, আর নিদ্রিত থাকিও না। শরীরের এক একটী রক্ত বিন্দু দিয়া জীবন্ত সত্য সাধন কর। সত্যের জন্য প্রাণ দাও, সর্ব্বস্ব দাও, দেখিবে এখনি ঐশী শক্তি আসিয়া তোমাকে বলবান্ করিবে।

মহাত্মা পল্, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, নানক, লুথর প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ এই ঐশীশক্তির প্রভাবেই জগৎকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন। অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজের বল নহে। এ সমস্ত দুদিনে পুরাতন হইবে? ঐশীশক্তি নিত্য নূতন চিরউৎসাহী জলন্তঅগ্নি। ব্রাহ্মসমাজে এই ঐশীশক্তি প্রবেশ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ জাগিবে না। ব্রাহ্মসমাজে যে কয়েক দিন ঐশীশক্তি ছিল, তখন ইহার আকর্ষণ ছিল; নিতান্ত মূর্খ প্রচারকও কত শত শত পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিয়া সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এখন আমাদের দোষে, সত্য সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ শক্তিহীন। ব্রাহ্মদিগের সত্যের প্রতি এত অনাদর যে, অনেকের জীবনে লক্ষ্য স্থির নাই। যে যাহা বলেন তাহাই শ্রবণ করেন। আজ ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবর্ত্তীর মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন; আজ ব্রাহ্মসমাজে গুরুসত্যের মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন, আজ ব্রাহ্মসমাজে কর্ত্তাপূজার (কেশব পূজার) মত আসিল ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন। ধিক্ ব্রাহ্ম, তোমার শক্তিকে ধিক্। যদি তোমার জীবনে লক্ষ্য স্থির থাকিত, তুমি কখনই পরের কথায় পরিচালিত হইতে না।

সত্যসাধন করিলে লক্ষ্য স্থির হয়, জীবন দৃঢ় হয়, ঐশীশক্তিরূপ জ্বলন্ত অনলে জীবনের পাপতাপ দগ্ধ হইয়া যায়। ঐশীশক্তি যে হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না। উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া বেড়ায়। ব্রাহ্ম! তুমি ঐশীশক্তি লাভ করিয়া প্রাণপণে ঈশ্বরের সেবা কর, তাহা হইলে তোমার শেষ দিনে তুমিও ঈশ্বরকে বলিবে "হে ঈশ্বর! আমি জানি আমি কাহার সেবা করিয়াছি। আমি ভয় করি না, প্রেম ও মানসিক দৃঢ়তায় আমার হৃদয় পূর্ণ। প্রভু! আমার জন্য ধর্ম্মের মুকুট প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি যখন প্রথম বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা আমার আশা উচ্চ হইয়াছে।"

প্রকৃত ব্রাহ্মের জীবনে বিশ্রাম নাই, ব্রাহ্ম অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন যাজন, সৎকর্ম্মশীলতা, সত্যের মহিমাবিস্তার, পরিবারপালন, অর্থোপার্জ্জন, অর্থের সদ্‌ব্যয়, ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বর পূজা, ঈশ্বরের আলোকে অবস্থান, এই সকল কার্য্যে ব্রাহ্মের জীবন পরিপূর্ণ। যে ব্রাহ্ম আলস্যে অধীর হইয়া দিবসে নিদ্রিত হন, তিনি ভয়ানক পাপাচরণ করেন। দিবস ব্রাহ্মের কার্য্যের জন্য। ব্রাহ্ম! একবার আকাশে নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এক একটী নক্ষত্র, গ্রহ উপগ্রহগণের সহিত কত প্রবল বেগে নিয়ত ঘুরিতেছে; উহাদের বিশ্রাম নাই। উহাদের মধ্যেও ঐশীশক্তি আছে, কিন্তু তাহারা জানে না। ব্রাহ্ম! তুমি জানিয়া অবিশ্রান্ত ঐশীশক্তিতে ঘুরিয়া বেড়াও।

সত্যের সাধনায় জীবন বিসর্জ্জন কর!

"কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাহাতে পাইবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।"

"সত্যমেবজয়তে।"

সাধুবাক্য।

(টমাস এ কেম্পিস)

সকলেরই স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আছে। কিন্তু ঈশ্বরভক্তিবিহীন জ্ঞানের ফল কি?

যে অহঙ্কারী বৈজ্ঞানিক আপনাকে অবহেলা করিয়া

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহার অপেক্ষা ঈশ্বরসেবক সামান্য কৃষক নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি আপনাকে আপনি হীন বলিয়া মনে করেন। তিনি লোকের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন না।

যদি জগতের সকলই আমি বুঝিতে পারি, অথচ প্রেম-বিহীন হই, তাহাতে ঈশ্বরের নিকট আমার কি হইবে, তিনি আমাকে আমার কার্য্যদ্বারা বিচার করিবেন।

যাহাতে আত্মার মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্ভিন্ন যিনি অন্য বিষয়ে মনোযোগী হন, তিনি অত্যন্ত অবিবেচক।

অনেক কথায় আত্মার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বিবেক নির্ম্মল থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় নির্ভর উৎপন্ন হয়।

যত অধিক তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, যত অধিক তুমি বুঝিতে পারিবে, যদি সেই পরিমাণে তোমার জীবন অধিকতর পবিত্র না হয়; তাহাহইলে তোমার বিচার অত্যন্ত গুরুতর হইবে।

সেই জন্য জ্ঞানলাভে গর্ব্বিত হইও না। বরং যে জ্ঞান-লাভ করিবে তজ্জন্য ভীত হইও।

যদি তোমার মনে হয় যে, তুমি অনেক জানিয়াছ; তবে স্মরণ কর, যে কত অধিক বিষয় আছে যাহা তুমি জান না।

জ্ঞানে গর্ব্বিত হইও না। আপনার মূর্খতা আপনি স্বীকার কর।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও উচ্চশিক্ষা।

অন্যকে প্রকাশ্যরূপে পাপ করিতে দেখিলেও তোমার মনে করা উচিত নয় যে, তুমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

একটি ইঙ্গিত।

পুরাকালে এক জ্ঞানী পণ্ডিত কোন দূর দেশ হইতে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্রীকজাতির আচার ব্যবহার শিক্ষাকরা এবং তাঁহার স্বোপার্জ্জিতজ্ঞান তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আথেন্স-বাসী জ্ঞানীগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁহার সংসর্গলাভ ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি যুবকগণের অনুরাগ জন্মিল। আশ্চর্য্যপ্রিয় এথিনীয়দিগের মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া গণ্য হইলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, তন্মধ্যে সফ্রোনিস্কাসের পুত্র, শিল্পব্যবসায়ী সামান্যপদবীস্থ এক দরিদ্র যুবা ছিলেন। ঈশ্বর, মনুষ্য, স্বাধীনতা, হিতৈষণা, এবং অনন্তজীবনসম্বন্ধে তাঁহার দুরবগাহ প্রাচ্য মত সকল অতি অল্প সংখ্যক লোকেই বুঝিতে পারিতেন। এই যুবা তন্মধ্যে একজন। তিনি দেখিলেন যে সেই জ্ঞানী ব্যক্তির মত সকলহইতে মহৎ কার্য্য সকল প্রসূত হইবে; একদিন আসিবে, যখন ঐ সকল মত সংসারে বিপ্লব উপস্থিত করিবে; অনেক প্রাচীন পাপকে স্থানচ্যুত করিয়া বিদূরিত করিয়া দিবে।

যুবা যখন কোন ধনী ও যশস্বী ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন তিনি মনে মনে বলিতেন; "যদি আমি ধনী ও যশস্বী হইতাম তাহা হইলে আমি শীঘ্রই পৃথিবীর সংস্কার করিতে পারিতাম। এই সকল পাপ উৎপাটিত করিতে হইবে; এবং এই সকল সত্য রোপণ করিতে হইবে। হায়! যদি আমি উহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শীঘ্রই জগৎকে সংশোধন করিয়া দিতে পারিতাম।" কিন্তু সেই যুবা যশ ও ধনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ব্যতীত, আর কিছুই করিলেন না। এক দিবস সেই জ্ঞানী, তাঁহাকে ঐ প্রকারে দুঃখ করিতে দেখিয়া বলিলেন; "হে, যুবা! তুমি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের ন্যায় কথা কহিতেছ। ঈশ্বরের এই সুসমাচার সকলের জন্যই লিখিত হইয়াছে। যিনি জগৎকে সংশোধন করিতে চান, তিনি প্রথমে আপনাকে সংশোধন করুন। যিনি মনুষ্যের উপকার করিতে চান, ঈশ্বর তাঁহার হস্তে যে সকল উপায় দান করেন, তাহা লইয়াই তিনি কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকেন। মহৎ জীবন যাপন করিতে হইলে, ধন ও খ্যাতির প্রয়োজন নাই। তুমি যে আলোক পাইয়াছ, তাহা তোমার জীবনে পরিণত কর; তোমার চিন্তা সকলকে কার্য্যে পরিণত কর। তুমি এমন একটি স্থান চাহিতেছ, যেখানে দাঁড়াইয়া তুমি পৃথিবীকে পরিচালিত করিতে পারিবে। নির্ব্বোধ যুবা! যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেইখানেই এখনই কার্য্যারম্ভ কর। সেখান হইতেই তোমার কার্য্যের উন্নতি হইতে থাকিবে। তুমি আপনার সংস্কার কর, তাহা হইলেই জগতের সংস্কার-কার্য্য তুমি আরম্ভ করিলে। ভয় করিওনা যে তোমার কার্য্যের কখন বিলোপ হইবে।"

যুবা এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিজের সমস্ত নীচতা, সমস্ত দোষ সংশোধন করিলেন। তাঁহার চিন্তা তাঁহার জীবনে পরিণত হইল। জীবন নির্দ্দোষ ও মনোহর হইল। সূর্য্যকিরণ যেরূপ শূন্যের মধ্যে বিস্তৃত হয়, তাঁহার সত্য সেইরূপ সাধারণের মনে সঞ্চারিত হইল। তিনি যে বীজ বপন করিলেন তাহাতে বনরাজি উৎপন্ন হইল। তাঁহার ক্ষমতা প্রভাতকালের ন্যায়, এক মহাদেশহইতে অন্য মহাদেশে বিস্তারিত হইল। ধনবান ও নির্ধন, সকলে তাঁহার নাম জানে না; অথচ সক্রেটিসের আলোক ও তাঁহার জীবন দ্বারা তাহারা উপকার লাভ করিল।

(থিওডোর পার্কারের গ্রন্থ হইতে)

প্রার্থনা।

আমার হৃদয় যদি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ থাকিত তবে ইহা হইতে তোমার মুখ প্রচ্ছন্ন থাকিত না। দীন বন্ধু, আমার জীবনের পাপ কলঙ্কের দিকে আমার চক্ষু উন্মীলিত কর; স্বর্গীয় পবিত্রতার জন্য আমার হৃদয়ে প্রবল পিপাসা দাও; নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হইয়া তোমার ভক্ত ও সেবকের উপযুক্ত হই।

তোমার অমৃতময় চরণাশ্রয় ছাড়িয়া কেন সংসারের মরুভূমিতে দগ্ধ হইতে যাই; দীন বন্ধু, এই স্বর্গীয় আনন্দে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখ, তোমার চরণতলে আমাকে চিরদিন বসাইয়া রাখ। তোমার চরণ সেবায় যে আনন্দ, সংসারী সে আনন্দের কি জানে, চারিদিকের ঘটনার পরিবর্ত্তনে, সুখ দুঃখের আন্দোলনে তার হৃদয় চিরদিন চঞ্চল। দীনবন্ধু, এই অশান্তিপূর্ণ সংসার হইতে আমাকে চিরদিনের জন্য টানিয়া লও; আনন্দের অক্ষয় প্রস্রবণ! আমাকে চিরদিন তোমার সুশীতল চরণতলে রক্ষা কর, চিরঅধীন ভক্ত সেবক হইয়া চিরশান্তির সাগরে নিমগ্ন হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

গতা কল্য বর্ষশেষ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা করিয়াছিলেন।

ধুবরিতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নমহাশয়ের প্রচার কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৩রা মার্চ্চ। বাবু দুর্গাদাস দত্তের বাটীতে সায়ংকালে উপাসনা ও কথোপকথন।

৪ঠা। প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নউপাসনার সময় "কেন আমি ঈশ্বরকে ভাল বাসিব" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

৫ই। শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা।

৬ই। "আত্মা কি এবং ঈশ্বর কোথায়?" সায়াহ্নে এই বিষয়ে বক্তৃতার পর উপাসনা।

৭ই। "ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা; এবং শাস্ত্রপাঠ।

৮ই। "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

১২ই। "বর্ত্তমান সংকট এবং ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

১৩ই। সায়াহ্নে উপাসনার পর "আর্য্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা।

ছাত্র সমাজের বিগত অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

থিইষ্টিক সোসাইটির কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। বিগত দুই অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনে, "হের্বর্ট স্পেন্সরের ঈশ্বরের অজ্ঞেয়ত্ব বিষয়ক মতের আলোচনা হইয়াছিল। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সন্দেহবাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন; ও তৎপরে সভাস্থ অপর সকলে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দান করিবেন।

কোন কোন স্থান হইতে আমরা ইতিমধ্যে প্রচার ফণ্ডে সাহায্যের অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছি। জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ২৭ টাকা দানের মধ্যে, প্রথম ত্রৈমাসিকের চাঁদা ৬৸৹ আনা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আশা করি অন্যান্য সমাজ ও মফঃস্বলের ভ্রাতারা এসময় প্রচার ফণ্ডেরসহায়তায় অগ্রসর হইবেন।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে দূরস্থিত উত্তর সরকার প্রদেশ হইতে লোকেরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত নরসিংহ বি, এ, রাজমন্ত্রীতে আমাদের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি উপদেশদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপায় করিতেছেন। আমাদের এক জন প্রচারককে উক্ত বিভাগে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কি উপায়ে মঙ্গলময় ঈশ্বর, অন্ধকার ও কুসংস্কারমধ্যে সত্যের জ্যোতি ও পবিত্রতা বিস্তার করেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সংবাদসার।

আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় সুবিখ্যাত ফ্রান্সিস নিউমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কার্ডিনেল নিউম্যানের, এক গুরুতর আঘাতে, কিছুদিন হইল একটি পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

পৃথিবীতে এক্ষণে ৬।৭ নিযুত য়িহুদি আছে; তন্মধ্যে পাঁচ নিযুত ইয়ুরোপে বাস করে।

রুসিয়ার অন্তর্গত, কোন নগরে এক সামান্য বাসাবাড়ীতে এক ব্যক্তির ক্ষুধা ও শীতে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পরে দেখা গেল তাহার ৩০০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। আশ্চর্য্য কৃপণতা!

নিউবৃটেন দ্বীপের অসভ্যজাতি চারি জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারককে বধ করিয়া ভোজন করাতে, অপর এক জন প্রচারক জজ ব্রাউনের উদ্যোগে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন হয়। অসভ্যগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, তাহাদের আহার্য্য উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল তাঁহাকে রন্ধন করিয়া আহার করা আবশ্যক।

পারিস মানমন্দিরসম্বন্ধীয় একটি জ্যোতিষের বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে দুই বৎসর কাল জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ব্রসল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিক্ষার্থিনী ছাত্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে কখন স্ত্রীজাতি প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই।

হলাণ্ড দেশে সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্পাইনোজার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার আবাস বাটীর ঠিক সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার থিয়লজিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউসনে শাক্যমুনির বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি

বলিয়াছেন যে শাক্যমুনি নাস্তিক ছিলেন না, তিনি এক পূর্ণ আদর্শে বিশ্বাস কতেন; উহা তাঁহার নিকট সত্য ও সার পদার্থ ছিল।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়! মফঃস্বল সমূহের দুরবস্থা দেখিলে চক্ষুজল না ফেলিয়া থাকা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, শান্তি লাভ করিলাম, কিন্তু চারিদিকের ভাই ভগিনী যে কুসংস্কারে জড়ীভূত রহিয়াছেন, তাহার জন্য কি করা যায়! আমাদিগের প্রচারক সংখ্যা ত নিতান্ত অল্প; সুতরাং যদি ব্রাহ্মসাধারণ, মফঃস্বলস্থ ভ্রাতাদিগের জন্য সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অমৃতময় সমাচার দেশে বিদেশে বহন করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে।

আমি কলিকাতা হইতে মুঙ্গের হইয়া বাঁকিপুরে আসিয়াছি। যে মুঙ্গেরে এককালে ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের ধর্ম্মমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মুঙ্গেরে আজ ব্রাহ্মদল স্বল্পবল ও ব্রাহ্মসমাজ নিষ্প্রভ। বাঁকিপুরেও তদ্রূপ দেখিতেছি। বেহার অঞ্চলে এক জন প্রচারক অবিরত প্রচার কার্য্য করিলে সুফল প্রত্যাশা করা যায়। আমি গত কল্য অপরাহ্ণ সময়ে পাটনা কলেজের সম্মুখের মাঠে "ঈশ্বর প্রেম" বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। দেড় ঘণ্টাকাল প্রায় দেড় শত শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর জনৈক ব্রাহ্মভ্রাতা সুন্দর সংগীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীরা আমাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার হিন্দী জানা নাই; আমি হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এসময়ে আপনাদিগের কেহ, অথবা তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকবর্গের মধ্যে কোন ব্রাহ্মভ্রাতা মুঙ্গের, পাটনা, ও মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের সেবার পক্ষে বিলক্ষণ অবসর লাভ করিতে পারেন।

বাঁকিপুর। ৬ই চৈত্র, ১৮৮০ শক। নিবেদক, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

সাময়িক উৎসাহ।

মহাশয়!

যেখানে যত দিন উৎসাহ সেখানে তত দিন উন্নতি। উৎসাহের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উন্নতিরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ যে অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছেন এ কাহার বলে? কে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়াছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এত অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দিকে এত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে? ব্রাহ্মসমাজ কি কেবল ব্রাহ্মদের উৎসাহের দ্বারা আপনার এত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই? বাস্তবিক মূলে উৎসাহ না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও এত উন্নত ও বিস্তৃত হইতে পারিত না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা কয়টী লোক জানিত? কেশব বাবুরা যখন আদিব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন তখনই ব্রাহ্মসমাজের দিকে লোকের চক্ষু পড়িল। কেশব বাবু মানুষ, তাঁহারও দুর্ব্বলতা আছে। কতকদিন এই ভাবেই চলিলেন, দুই তিন স্থানে পদস্খলন হইল, এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতে লাগিল দেখিয়া অপর কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম আপনাদের সত্যধর্ম্ম লোকের নিকট প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যে ধর্ম্মকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, তাহার অপমান হইতেছে দেখিয়া সকল ব্রাহ্ম চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অধিকাংশ যুবকব্রাহ্মদের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। একদিকে যেমন যুবক ভ্রাতাদের কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আশা হয়, অপর দিকে আবার কোন কোন স্থলে ভয়ও হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রথম বয়সে যে প্রকার উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন, সেই উৎসাহ অধিককাল স্থায়ী হইলে যে তাঁহাদের দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। অনেক সময় ব্রাহ্মকে খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে দেখা যায়, কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে আবার সেই উৎসাহাগ্নির তেজ কমিয়া আসিতে আসিতে একেবারে নিবিয়া যায়। ব্রাহ্ম আর ব্রাহ্ম রহিলেন না। এক সময়ে যে ব্রাহ্ম তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের কিঞ্চিৎ নিন্দাবাদ শুনিলে দুঃখে অভিভূত হইয়া যাইতেন, আজ তিনি সেই সমাজের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না? ব্রাহ্ম কি ইহাতে কেবল তাঁহার নিজের অনিষ্ট করিলেন? যে সমাজকে এক সময় প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন তাহারও অনিষ্ট হইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন যে ইহাদ্বারা তিনি সমাজেরও ঘোর অনিষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মের এই উৎসাহকে আমি "সাময়িক উৎসাহ" নামে অভিহিত করিব। এই উৎসাহে এক সময় মহৎকার্য্য সাধিত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু পরে অগ্নির নির্ব্বাণ হইলে ইহার বিপরীত ফল প্রসব করে। ব্রাহ্মদিগকে বিশেষতঃ যুবক ব্রাহ্মদিগকে এই জন্য সাবধান করিয়া দিবার জন্য আমি আজ এই প্রস্তাবটী অবতারণা করিলাম। তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা এই বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সেই উৎসাহকে নিস্তেজ হইয়া যাইতে না দেন। যখন দেখিবেন যে তাঁহাদের সেই আগুনের তেজ

কমিয়া আসিতেছে, তখনই তাঁহারা তাহাতে ঘি ঢালিতে আরম্ভ করিবেন। তখনই তাঁহারা ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবেন। অনেক ব্রাহ্ম সময়মতে সাবধান না হইয়া মারা পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মদের উৎসাহ যেন সাময়িক না হয়; তাঁহাদের উৎসাহ যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে সেই বিষয়ে তাঁহাদের সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। উৎসাহ স্থায়ী হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়লাভের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। সত্যের জয় হইবেই হইবে।

শ্রীহট্ট } বশম্বদ, শ্রীরা

একটি প্রশ্ন।

মহাশয়! ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্ম মন্দিরে ১৮০০ শকের ২২এ মাঘে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ যাহা বিগত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে নানা প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদয় হইল, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বিজয়বাবু বলিয়াছেন "মনুষ্য চিরকাল অপূর্ণ, আমরা মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে আসিয়াছি। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। পরম সাধু হইলেও মনুষ্যের পাপ থাকিবে। কারণ, মনুষ্য ভ্রান্ত, পরিমিত। সে যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয় ততদিন তাহার পাপ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু মুক্ত হইলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মুক্তি কি? না, আমাদের হৃদয়ের নানা প্রকার বন্ধন ছিন্ন হওয়া—আমাদের হৃদয়ের যে সমস্ত আসক্তি, রিপু আছে তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি।" এখানে বিজয়বাবু একবার বলিয়াছেন যে, মনুষ্য যতই কেন ধার্ম্মিক ও সাধু হউক না, সে কোন কালেই নিষ্পাপ হইতে পারিবে না, কারণ সে ভ্রান্ত, সে পরিমিত। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, মনুষ্য যখন মুক্তি লাভ করিবে, তখন তাহার আর পাপ থাকিবে না। তিনি আবার তৃতীয় স্থলে বলিয়াছেন যে, মনুষ্য মুক্তি লাভ করিলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মনুষ্য ভ্রান্ত ও পরিমিত জীব বলিয়া যদি সে কোন কালেই নিষ্পাপ হইতে না পারে, এবং নিষ্পাপ হইতে না পারিলে যদি তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে বিজয় বাবুর কথানুসারে ইহাই কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, কোন কালেই মনুষ্যের মুক্তি নাই? পক্ষান্তরে, মুক্তিলাভ করিলেও যদি মনুষ্যের ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হয়, এবং ভ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে পাপ থাকা যদি স্বাভাবিকই হয়, তবে আবার সেই বিজয় বাবুর কথা দ্বারাই ইহাও কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, মনুষ্যের পাপ থাকিলেও সে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে? বিজয়বাবু কেন যে এরূপ পরস্পর বিপরীত দুইটী কথা বলিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ইহার মধ্যে কোন গূঢ়তত্ত্ব থাকে, তবে তাহা কেহ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হইব। আমার ত ইহাই বিশ্বাস যে, ভ্রান্তি কখনই পাপের মূল নহে; যে যত ভ্রান্ত সে যে তত্তই পাপী, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, অথবা একজন সেই অতি প্রাচীন কালের অসভ্য লোক সকল বিষয়েই ভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে মহাপাপী বলা কি সঙ্গত হয়? বিজয় বাবুর সহিত আমিও স্বীকার করি যে, হৃদয়ের সমস্ত আসক্তি ও রিপু হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নামই মুক্তি। কিন্তু কথা এই, এরূপ মুক্তি লাভ করিয়াও আমরা কেন পাপী থাকিব? আসক্তি, কুপ্রবৃত্তি ও রিপু হইতেই কি পাপ উৎপন্ন হয় না? যদি আমরা তাহাদের হস্তহইতে নিষ্কৃতি পাই, তবে আমাদের পাপ থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিকই যদি একথা সত্য হয় যে, মনুষ্য পরিমিত ও ভ্রান্তজীব বলিয়া কোন কালেই সে উক্ত আসক্তি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, তাহা হইলে "কোন কালেই মনুষ্যের মুক্তি নাই" একথা বলিলে কেন অসঙ্গত হইবে?

যমুনিয়া, ২৫ মার্চ্চ ১৮৮০, শ্রীভগবতীচরণ দে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি, মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

বাবু	তিতুলাল মল্লিক, কলিকাতা		২০
,,	ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	১৷০
,,	ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	২৷০
,,	গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	ঐ	১
,,	যোগেন্দ্রনাথ সেন,	ধোশোয়ার	১৷৷০
,,	মোহিনীমোহন বাঙ্গাল,	কুমিল্লা	৫
,,	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	এলাহাবাদ	৩
,,	মথুরানাথ মজুমদার,		৵৴১০
,,	ব্রাহ্মসমাজ, পাবনা		৩
,,	মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তেজপুর		৩
,,	নন্দলাল সেন,	কলিকাতা	২৷০
,,	ত্রৈলোক্যনাথ দেব	ঐ	১
,,	চৈতন্য দাসঘোষ,	ঐ	৷৷০
,,	অপূর্ব্বকৃষ্ণ সিংহ, সয়েদপুর		৩
,,	নবীনচন্দ্র ঘোষ, জলপাইগুড়ি,		৩
,,	অযোধ্যানাথ ভক্ত, ঢাকা		২
,,	নবীনচন্দ্র ঘোষ, বাগহা		৩
,,	বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
,,	প্যারীমোহন ঠাকুরতা, ময়মোনসিং		৩
,,	গগনচন্দ্র, হোম		৩
,,	হরকান্ত সেন, বরিসাল		৩
,,	হারানচন্দ্র রাহা, ভবানীপুর		২০
,,	উমাচরণ দাস,		২
,,	পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, বালী		৩

বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, কলিকাতা	১॥০
,, মথুরানাথ নন্দী, ময়মোনসিং	৩
,, কালীমোহন দাস, ভবানীপুর	৪॥০
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ,	৪॥০

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণ্যে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, April. 1880

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
২৩ শ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹
মফস্বল ঐ ৩৲
প্রতি খণ্ড নগদ ৵৹

নাস্তিকতা এত দূষণীয় কেন? ইহার একটী বিশেষ কারণ এই, ইহা হৃদয়কে এক প্রকার অস্বাভাবিক অহঙ্কারে কলঙ্কিত করে; যে আপনার উপরে কোন উচ্চতর শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহার হৃদয়ে এক প্রকার গূঢ় অস্বাভাবিক স্বাধীনভাব বর্ত্তমান থাকে; সে গূঢ়ভাবে আপনাকে স্বাধীন ও নিরবলম্ব মনে করে; অথচ এরূপ স্বাধীনভাব কেমন অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত! প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের অধীনতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে; এই যে শরীরে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা কি আমার বলে, আমার চেষ্টায়? এই যে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে ইহা কি আমার ইচ্ছার অধীন? এই যে আমার শরীরে বাতাস লাগিতেছে, এই শক্তি কাহার? আমার জীবন কি সম্পূর্ণরূপে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে না? এই যে অন্ন আমার শরীর পোষণ করিতেছে, ইহা কি আমার শক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে? আমার সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ সকলই অন্যের হস্তে, আমার স্বাধীনতা কোথায়? এই অধীনতা অনুভব করিয়াই মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এবং যাহা কিছুতে এই স্বাভাবিক ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করে, আন্তরিক বিদ্বেষের সহিত তাহাহইতে আপনাকে দূরে রাখে।

বিশুদ্ধ চরিত্র, হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধির গভীরতা, সুগঠিত সাধনপ্রণালী, ধার্ম্মিক লোকের সহবাস, এই সমস্ত থাকিয়াও, হে ব্রাহ্ম! যদি তোমার প্রকৃত বিশ্বাস না থাকে, তবে জানিবে এই সমুদায়ে তোমার স্থায়ী উপকার কিছুই হইবে না। আজ উপাসনার মধুরতা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া তুমি আনন্দিত হইতে পার, ভক্তবৃন্দের ভক্তির উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে পার, কিন্তু কল্যই আবার দেখিবে, তোমার হৃদয় শুষ্কতা ও নির্জীবতার নিম্নতম দেশে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবদেহ যেমন প্রাণবিহীন হইলে আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, প্রকৃত বিশ্বাসবিহীন ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ; অন্য সকল বিষয়ে সুন্দর হইলেও বিশ্বাসের অভাবে ইহার উন্নতি অসম্ভব। পরম্পরাগত শিক্ষাগত বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না; যে বিশ্বাস হৃদয়ে অনুভব করিলে নির্জীব হৃদয় সজীব হয়, যে বিশ্বাসে নিজে উন্মত্ত হওয়া যায় ও অন্যকে উন্মত্ত করা যায় তাহারই কথা বলিতেছি।

কোথায় যাইতেছি? কোথায় যাইতে ইচ্ছা করি? যে ভাবে ও যে দিকে চলিতেছি তাহাতে ক্রমশঃ গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি কি না? পথিকের পক্ষে যেমন এই সকল বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ধর্ম্মসাধকের পক্ষেও সেইরূপ। প্রতিদিন উপাসনা করিতেছি, আজ উপাসনা ভাল হইল না, একটু দুঃখিত হইলাম, আশা করিলাম—এই অবস্থা থাকিবে না। ঘটনাবশতঃ কাল উপাসনা একটু সরস হইল, হৃদয় তৃপ্ত হইল, মনে করিলাম "বেশ হইয়াছে, এরূপ হইলে মন্দ কি?" যে সরস ভাবটুকু পাইয়াছিলাম এই অহঙ্কারে তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। লক্ষ্যবিহীন জীবনে চিরদিনই এরূপ হইবে। প্রত্যেকের জীবনের সম্মুখে এক একটী উচ্চ আদর্শ থাকা আবশ্যক; সেই আদর্শ উপলব্ধি করা দৈনিক সাধনের লক্ষ্য হইবে। জীবন প্রকৃতিস্থ ও উন্নতিশীল হইলে সেই আদর্শও উন্নতিশীল হইবে, তাহা এক স্থানে থাকিতে পারে না। অনন্ত ঈশ্বর যাহাদের উপাস্য তাহাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; আজ যে অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তাহাতে উপনীত হইলে দেখিব সম্মুখে আর একটী উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। প্রকৃত সাধকের আনন্দ অনেক, কিন্তু তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব; তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি। কোন একটী বিশেষ অবস্থাতে হৃদয় তৃপ্তি মানিলেই, জানিও, জীবনের রক্তস্রোত বন্ধ হইয়াছে, জীবন মৃত্যুর অভিমুখে চলিয়াছে।

আমরা যে সমাজ সংগঠন করিয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিয়াছি, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া বিজন গিরিকন্দরে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া মানবাত্মা কি পরমাত্মাতে সমাহিত হইতে পারে না? লোকালয়হইতে সুদূর প্রান্তরে, প্রলোভনবিবর্জ্জিত নির্জ্জন অরণ্যে ব্রহ্মসাধন কি অধিক সুলভ নয়? তবে কেন আমরা এই প্রলোভনসঙ্কুল পৃথিবীতে সংসারিক মায়া মমতায় পরিবেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য পুরুষ রমণীতে একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করি-

য়াছি? এই জন্য, যে যাহারা নানা পাপতাপে নিকলিত হইয়াছে, ধর্ম্মবিস্মৃত হইয়া পাপকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে হইবে। যে ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ নহে, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। যদি প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া, পাপের উত্তেজনায় কোন পুরুষ বা রমণী পতিত হইয়া থাকেন, যে ধর্ম্মসমাজে তাঁহাদের স্থান নাই, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ এই গৌরবান্বিত আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। যাহারা পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্মসমাজে তাহাদিগের উদ্ধারের ব্যবস্থা নাই, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে কুণ্ঠিত।

নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব।

বিগত ১লা বৈশাখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাত হইবামাত্র নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইতে লাগিলেন। মধুর মৃদঙ্গ-সংকৃততানলয়বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত সাধকমণ্ডলীর শ্রবণকুহরের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। বাস্তবিক বিগত উৎসব উপলক্ষে দূরপ্রদেশহইতে সমাগত কোন ব্রাহ্মভ্রাতার মধুরকণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীতে ব্রাহ্মগণ যথার্থই বিমোহিত হইয়াছিলেন। উপাসনার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাপের জন্য অনুতাপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। প্রায় দশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল।

মধ্যাহ্ন সার্দ্ধদ্বিঘটিকার সময় পুনর্ব্বার উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টাকাল উপাসনা হইল। তৎপরে ২টা পর্য্যন্ত সদালাপ হইল। ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠের সময়। প্রথমে বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব বর্ষ বিষয়ে একটী কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে বাবু সুন্দরীমোহন দাস নিম্নপ্রকাশিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন।

"আনন্দ রেখায় অঙ্কিত হইয়া নববর্ষ উপস্থিত। আজ তরুণভানুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উৎসব করিতেছেন। কি আনন্দের বাজার! ভ্রাতা ভগিনীগণ আপনারা হৃদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে না পারিয়া পরস্পরকে বিতরণ করিতেছেন। আজ এত আনন্দ কেন? জীবনতরী এক বৎসর কাল ভাসিতে ভাসিতে আজ আসিয়া তীরে লাগিল, তাই এত আনন্দ। পৃথিবী তিন শত পঁয়ষট্টি দিন বিধাতার চক্রে ঘুরিল; প্রকৃতি একবার নববেশ ধারণ করিয়া হাসিল, আবার বিবসনা হইয়া কাঁদিল, এইরূপে এক ঋতুর পর অন্য ঋতু, ক্রমান্বয়ে ছয় ঋতু আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনুষ্যের জীবনতরী দুই কাণ্ডারী দ্বারা চালিত হইয়া, প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া কতবার ডুবু ডুবু হইয়াছিল, নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া মনুষ্য তখন "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" এইরূপ কতবার ডাকিল এবং ঈশ্বরহস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবনতরী আবার ভাসাইয়া চলিল। এই এক বৎসর কাল মধ্যে কেহবা আপনার স্ত্রীপুত্র হারাইয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন, কেহবা নবজাত পুত্র কন্যার মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন; কেহবা ধর্ম্মভাব হারাইয়া শুষ্কতার ফল অনুভব করিয়াছেন, কেহবা অনেকবার আপনার হৃদয়ে সেই শারদচন্দ্রমার পূর্ণজ্যোতি দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছেন; এইরূপে নানাবিধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সকলে উৎসব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পিতার চরণে ভক্তিপুষ্প অঞ্জলি দিতেছেন—আজ আনন্দের সীমা কি? আর এই সমাজ দুই বৎসর গত হইল এই সময় কত আন্দোলন তরঙ্গে পীড়িত হইতেছিল, তাঁহার মস্তকের উপরে নিন্দার পর নিন্দা, অভিশাপের পর কত অভিশাপ বর্ষিত হইল; কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপায় সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সে সমাজ আজও জীবিত; কিন্তু সেই সমরসজ্জা নাই, আজ প্রশান্ত, আজ শান্তভাবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। আনন্দের আরো কারণ আছে—আশা। ব্রাহ্মগণ আশা করিয়াছেন, আজ হৃদয়ে হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন, সেই প্রকাণ্ড অগ্নিতে গত বৎসরের পুরাতন জীর্ণ মলিন বস্ত্র দগ্ধ করিয়া নূতন বাস পরিধান করিবেন, নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন লাভ করিবেন। এই আশায় মহা আনন্দ। এইরূপে নানাভাবে আজ উপাসকগণ আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মনে একটী চিন্তা উদিত হইল, এই আনন্দের সময় আমার চিত্তে গাম্ভীর্য্যের রেখা অঙ্কিত হইল। সময় তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যে জীবনতরী চলিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। আমরা যদি ঐ জীবনতরী সুন্দররূপে সাজাইতাম, তাহা হইলে কত শত যাত্রী পাইতাম; আজ তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইত। এই মুষ্টিবদ্ধ কয়টী লোক নববর্ষারম্ভে উৎসব করিতেছি। আর চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই কয়টী লোক ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেছেন। আর লক্ষ লক্ষ নরনারী পাপকুসংস্কার বিষপান করিতেছে। আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া ব্রহ্মের বিজয়ভেরী বাজাইতেছি, আর ভারতবর্ষে আজও এমন স্থান রহিল, যেখানে ব্রাহ্মসমাজের নাম ধ্বনিত হয় নাই; আজ সকলে মিলিয়া এই স্থানে আনন্দ করিতেছি, কিন্তু পরে যাহাদের সঙ্গে আলাপ করিব, তাহারা যখন ঈশ্বর লইয়া পবিত্রতা লইয়া উপহাস করিবে, তখন এই আনন্দ কোথায় যাইবে? ব্রাহ্মগণ! নববর্ষারম্ভে এই উৎসবের দিনে এই চিন্তা আমাকে পুনঃ পুনঃ ব্যথিত করিতেছে। আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করুন।

জগৎ আজও কেন ব্রাহ্ম হইল না? অর্দ্ধ শতাব্দী প্রায়

চলিয়া গেল, আজও কেন ভারতের স্থানে স্থানে এত লোক পাপ স্রোতে ভাসিয়া হাহাকার করিতেছে? আজও কেন বন্ধুবর্গ ব্রাহ্ম হইলেন না? আজও কেন পরিবার ব্রহ্মনামে মোহিত হইল না? আপনাদের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া কেহ ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিবেন না।

স্থানে স্থানে ব্রাহ্মপ্রচারক কত বক্তৃতা করিতেছেন; ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া দোলায়মান পাখার সুমন্দ পবনহিল্লোলে বসিয়া তানমানসমন্বিত কত সুমধুর ব্রহ্মসংগীত শুনিতেছেন, আর বৎসরে বৎসরে কত ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তবু কেন ষষ্টিবিংশতি কোটী নরনারী ব্রহ্মনাম সুধাপানে বঞ্চিত? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন? বড় বড় গ্রন্থকারের দোহাই দিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, ধর্ম্মবন্ধনদ্বারা ভারতে একতা হওয়া অসম্ভব, অতএব এ বিষয় চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। পা গুটাইয়া সুখের আসনে বসিয়া এরূপ মীমাংসা করা যায় বটে; কিন্তু এই উত্তর দিয়া আমাদের প্রাণ কি স্থির থাকিবে? জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মসমাজ কি ভারতের পরিত্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে? যদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম হয়, এ ভারতে তাহার আধিপত্য বিস্তার হইবে না কেন? হিন্দুধর্ম্ম, সুশিক্ষার অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রোগ শয্যায় শায়িত; খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সমুদায় বাণ নিঃশেষিত; মুসলমান ধর্ম্ম, শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকের নিকট দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত। ভারতের ভরসা কি? এক ব্রাহ্মধর্ম্ম। কে বলিবে ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের একমাত্র আশার স্থল, উন্নতির মূল উপায় নহে? এ মিথ্যা কথা, এ অলসের কথা। ব্রহ্মের জয়পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হইবেই হইবে; তবে আমরা প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিলাম না।

তিনটী, ছয়টী, বারোটী এইরূপ অগ্নিকণা ছড়াইতে ছড়াইতে মহম্মদ সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বারোটী শিষ্য লইয়া ঈশা পৃথিবীকে পরাজিত করিলেন। চৈতন্য সমস্ত বঙ্গদেশকে তরঙ্গে আলোড়িত করিয়া গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তেমন জ্বলন্ত জীবন কোথায়, যাহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইবে? আমি বলিতেছিলাম, কেন জগৎ ব্রাহ্ম হইল না; কিন্তু আবার এই প্রশ্ন উঠিতেছে কেন জগৎ আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? ধর্ম্ম মুক্তির জন্য, কিন্তু যাঁহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কয়জন মুক্ত হইয়াছেন? নিজ জীবনের দিকে চক্ষু ধাবিত করি, পরক্ষণেই সুন্দর দৃশ্য না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। হায়! ব্রাহ্মগণ! আমরা উচ্চৈঃস্বরে জগৎকে বলিতেছি "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জগৎ কি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিতে পারে না যে, "তোমার ঈশ্বর যদি সুন্দর, তবে তোমার জীবন এত কুৎসিত কেন?" শিষ্যের গুণদ্বারা কি জগৎ গুরুর গুণ নির্ণয় করে না? হায়! আমরা ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাই, কিন্তু জগৎ যে হাসিয়া বলে, "তোমার ঈশ্বর, তোমার জীবন সুন্দর করিতে পারিলেন না, আবার তুমি বল তোমার ঈশ্বর সুন্দর! এমন ঈশ্বরের আবার ভজনা করিতে হইবে?"

বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বর যদি সুন্দর, তবে আমরা কুৎসিত হইব কেন? সুন্দর? ঈশ্বর যে বাস্তবিক সুন্দর তাহা কি আবার প্রমাণ করিতে হইবে? যেখানে ফুলটী ফুটে, ফলটী দোলে, পাখী উড়ে, মেঘ ছুটে, সেখানে কি আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্যের অংশ দেখি না? যেখানে সুন্দর পুষ্প সুশোভিত উদ্যান, উপরে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাশি জ্বলিতেছে, নিম্নে সোপান পদে ধৌত করিয়া গঙ্গা কল কল নাদে প্রবাহিতবক্ষে লক্ষ নক্ষত্ররাশি এক চন্দ্র লইয়া বহিতেছে, সেখানে চক্ষু অচঞ্চল হইয়া প্রকৃতির পানে তাকাইতে তাকাইতে একবার কি মুদ্রিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্য ভাবে না? স্বর্গীয় শোভার এক লক্ষাংশ লইয়া গঠিত পবিত্র প্রণয়, তাহাতে কি সৌন্দর্য্য দেখি না?

আবার সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত যে ধার্ম্মিক জীবন—সেখানেও অনেক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি। অন্ধকারের মধ্যে, অরণ্যের মধ্যে দুর্গন্ধের মধ্যে এইরূপ একটী সুন্দর কুসুম সময়ে সময়ে দেখিয়া কি আমরা মোহিত হই নাই? ঊনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে অসভ্যতার মধ্যে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আজ অর্দ্ধ পৃথিবী কি সেই পুষ্প শিরে ধারণ করিতেছে না? আজ চারি শত বৎসর হইল এই বঙ্গদেশে পাপ বিভীষিকার মধ্যে যে চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, আজ লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী তাঁহার জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া কি তাঁহার চরণতলে লুন্ঠিত হইতেছে না? এত দূরে যাই কেন? এই ব্রাহ্মসমাজে জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া কি লোক আকৃষ্ট হয় নাই? না হইলে সমাজে এত লোক দেখিতাম কি না সন্দেহ।

বাস্তবিক, কি প্রকৃতিতে, কি মনুষ্যে, সৌন্দর্য্যের আধিক্য দেখিয়া আমরা অনেক বার মোহিত হইয়াছি বটে; কিন্তু কোথায় সে সৌন্দর্য্যের নিকট এ সৌন্দর্য্য! পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্তের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে। মুদ্রিত হইয়া কি দেখে? "হৃদাকাশ মাঝে শরদ চন্দ্রমা বিরাজে।" সে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণজ্যোতি পান করিয়া নয়ন অতৃপ্ত, যত পান করে তৃষ্ণা তত বাড়ে। আহা! তখন হৃদয়ে কত আনন্দ! কি সৌন্দর্য্য! কবি সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে অক্ষম; সেই জানে যে ভোগ করে, সেই জানে অন্তরে কত বিহঙ্গ মধুর সংগীত করিতেছে, সেই জানে অন্তরে কত সুধা বর্ষিত হইতেছে।

আমাদের প্রভু যদি এত সুন্দর, আমরা তবে সুন্দর হইলাম না কেন? ইহার উত্তর আমাদের অনুরাগ নাই। ভক্তের ন্যায় যদি প্রেমনয়নে সেই সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই রূপ নিত্য নূতন, প্রতিদিন সুন্দরহইতে সুন্দরতর দেখিয়া সেইরূপের ভিখারী হইয়া থাকিতাম। আহা! প্রতিদিন সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ে দেখিলে জীবন কত সুন্দর হইত। প্রেমের লক্ষণ এই, যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহার সহিত এক হইতে চাই। ভালবাসার উচ্চতম আদর্শ সেই অনুপম সৌন্দর্য্য যদি সর্ব্বদা নয়ন সমক্ষে

থাকিত তবে কি আমাদের জীবন সুন্দর হইতে পারিত না? স্বীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব, সকলের না হউক অধিকাংশের জীবনে তেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতে পারে, যাহাতে যে নিকটে আসে, তাহাকেই প্লাবিত করিতে পারি। আমরা এক এক জন ত দশ জনের মধ্যে থাকি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জীবন কি এমন সুন্দর যে সেই দশ জনকে মুগ্ধ করিয়া দশ জনকে টানিয়া আনিয়াছি? দশ জনের নিকট কথা কহিতেছি সে কথা যেন লাগে না; দশ জনের নিকট কাঁদিতেছি সে কান্না দশ জনকে যেন বিগলিত করিতে পারিতেছে না; সেই দশ জনের নিকট হাসিতেছি, সে হাসি যেন সহানুভূতি পায় না। জীবনে সে তাড়িত নাই যে তাড়িত অন্যের জীবনে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত তার গুলিকে নাড়িয়া দেয়। অনন্তকালসাগরে এক একটী বৎসর তরঙ্গের ন্যায় লীন হইতেছে, জীবন অগ্রসর হইতেছে কৈ? জীবনে তেমন ধর্ম্মভাব কৈ? ভক্তের জীবনে যে আনন্দ বর্ণনা করিলাম, সে আনন্দ ভোগ করি কৈ? ভক্তের ন্যায় যদি সর্ব্বদা তেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস থাকিত তাহা হইলে অবশ্য অন্যকে প্লাবিত করিতাম। একদা নদীতীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলাম। কল কল নাদে, তর তর বেগে, গঙ্গা সমুদ্র সম্ভাষণ করিতে চলিয়াছেন, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা এক দিকেই ধাবিত। সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইবামাত্র সমুদ্র আনন্দে তরঙ্গ তুলিয়া আবার গঙ্গার সঙ্গে ফিরিয়া চলিলেন। তখন গঙ্গার কি অনুপম শোভা! গঙ্গার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। আনন্দে হৃদয় স্ফীত করিয়া উভয় তট তরঙ্গে প্লাবিত করিলেন। সেইরূপ যে ভক্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এক ঈশ্বরের দিকে চলিতে থাকেন, প্রতিদিন সংসারের নিন্দাবাদ, নির্য্যাতন, নিরাশার মধ্যে থাকিয়াও যিনি এক ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সিন্ধুর পানে চক্ষু রাখিয়া আনন্দ সুধাপান করেন, সমস্ত দিন সংসারে চলিয়াও যিনি এক ঈশ্বরের দিকে হৃদয়কে সঞ্চালিত করেন, ব্রহ্মসুধার তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। তখন গঙ্গার ন্যায় তাঁহার শোভা অনুপম, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, তখন চারি পাশে যাহারা থাকে, সেই আনন্দ তরঙ্গে তাহাদিগকে প্লাবিত করেন। যাহারা নিকটে থাকে, সাধ্য কি সেই স্রোতের নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহারাও সেই স্রোতে ভাসিয়া চলে। আহা! প্রেমিক জীবন, ভক্তির জীবন, কি সুন্দর জীবন! সেই ভক্তির জীবন, সেই অনুরাগনয়ন কোথায় পাই? ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে অনুরাগ কোথায় পাই? ভক্তগণ! ধর্ম্মবৃদ্ধগণ! আজ আপনাদের পায়ে ধরিয়া বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে আজ বলিয়া দিন কিরূপে সেই অনুরাগ পাই, কিরূপে সেই সৌন্দর্য্য প্রতিদিন দেখিয়া মোহিত হইয়া, আপনার জীবনকে সুন্দর করিতে পারি।

আজ কিসের আনন্দ? যখন পৃথিবী আবার তিনশত পঁয়ষট্টি দিন বিধাতার চক্রে ঘুরিয়া আসিবে, তখন যদি দেখাইতে পারি এই জীবন সুন্দর হইয়াছে, তবে আনন্দ করিব, নূতন বৎসরে আবার মিলিয়া আনন্দ করিব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, আমরা যেন সুশ্রী হই, সুন্দর পিতার সুন্দর পুত্র হই, জগৎবাসী যেন আমাদিগকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পিতার চরণতলে লুণ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের, ভারতবর্ষের, সমস্ত পৃথিবীর, ভরসা এই ব্রাহ্মসমাজ যেন অসঙ্কুচিত চিত্তে চীৎকার করিয়া বলিতে পারে "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" সেই চীৎকার শুনিয়া চারি দিক্ হইতে জগতের লোক আসিয়া "জয় জগদীশ" "জয় জগদীশ" এই ধ্বনি উত্থিত করিবে, সেই ধ্বনি পৃথিবী কাঁপাইয়া সাগরের জলে নিনাদিত হইয়া গগণ ভেদ করিয়া স্বর্গে উঠিবে। সৌন্দর্য্যের রাজা, প্রেমের রাজা ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

সুন্দরী বাবুর পাঠ সমাপ্ত হইলে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, প্রবন্ধটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, সেই দিন হইতে কয়েকটী গুরুতর সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, কয়েকটি গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, সাধারণের মনে কয়েকটি আশার উদ্রেক করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও এ প্রাণ অর্পণ করিব না; কার্য্যেতে, চিন্তাতে ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের বাধা দিব না। এ সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, যতদিন শক্তি থাকে এ জীবন ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা সংস্থাপন করিতে নিয়োগ করিব। আমাদের চরিত্র, আমাদের ব্যবহার পবিত্র সত্যনিষ্ঠ ও পরের মঙ্গলে নিয়োজিত হইবে, সাধারণের মনে এই আশার উদ্রেক করিয়াছি। ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, নববর্ষের প্রথম দিনে সবান্ধবে মিলিয়াছি, এস আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখি গত বৎসরে আমাদের প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি কি না? আমাদের সঙ্কল্প শিথিল হইয়াছে কি না? আমাদের চরিত্র দেখিয়া সাধারণের আশা ছিন্ন হইয়াছে কি না? আজ বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া কি সাহসের সহিত বলিতে পারি ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও এপ্রাণ দিই নাই? প্রাণের সমুদয় শক্তির সহিত কি ঈশ্বরের গৌরব সংস্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়াছি? আমাদের চরিত্রের অস্থিরতায় কি পৃথিবীর কলঙ্কভার বৃদ্ধি করিয়াছি? আজ এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই হইবে। আমাদের প্রাণ ঈশ্বরে উৎসর্গ করিব, ভাবিয়াছিলাম এহৃদয় ঈশ্বরের সিংহাসন হইবে, আশা করিয়াছিলাম সমুদয় মন, সমুদয় হৃদয়, সমুদয় আত্মার সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিব, এই প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা সংসিদ্ধ হয় নাই; যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণের দশা এমন হইবে কেন? যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণে ঈশ্বরের পরিত্রাণ-প্রদ-শক্তি অবতীর্ণ হয়, যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের প্রাণের কি সেই অবস্থা হইয়াছে? যদি হইত তবে যে মানুষের পরিত্রাণ এতদিন সংক্রামক হইয়া উঠিত, অন্যের

বলে বলীয়ান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ কোটি কোটি নরনারীর পরিত্রাণ দিতে সমর্থ হইত। কোটি কোটি নরনারী, ব্রাহ্মসমাজের সুবিস্তৃত সুশীতল ছায়ায় অনুতাপিত, পাপদগ্ধ ভগ্নহৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিত। এহৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঈশ্বরের জন্য অর্পণ করিব, সে রক্তবিন্দুতে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইবে; যদি আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য আজ এত সঙ্কীর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হইত না। আজ গৃহ নরনারীর জনতায় পূর্ণ হইত, পিতার গৃহ শূন্য দেখিয়া বিষাদিত হইবার প্রয়োজন হইত না।

আমাদের চরিত্রেও এমন কোন আকর্ষণ জন্মে নাই যাহা দেখিয়া লোকে আকৃষ্ট হইতে পারে। আকর্ষণ করা দূরে থাকুক এত অসদ্ভাব রহিয়াছে যাহাতে আমাদের সংস্পর্শে আসিতে লোকের বহু প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এই সমুদয় অপরাধে কেবল যে আমাদিগের নিজের অকল্যাণ হইতেছে তাহা নহে, যে সমাজে আমরা বাস করিতেছি তাহারও অপযশের কারণ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ একটি নূতন ধর্ম্মসমাজ, যাঁহারা এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের চরিত্রের বলের উপর, প্রাণের যত্নের উপর, ঈশ্বরোন্মুখীন ভাবের উপর এ সমাজের উন্নতি অবনতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; এক দিকে ঈশ্বরের কৃপা অপর দিকে আমাদিগের ঈশ্বরানুরাগ, আত্মোৎসর্গ ও অন্তঃশুদ্ধি, ইহা না হইলে কখনও কোন সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরানুরাগ, আত্মোৎসর্গ ও অন্তঃশুদ্ধির কোন পরিচয় নাই, একথা আমি বলিতেছি না। স্নেহময়ী জননীর মর্ম্মভেদী অশ্রুবিন্দু, পিতার মনের ক্লেশ ও গভীর বেদনা এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ব্রাহ্ম ঈশ্বরানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছেন। মাতার বিলাপধ্বনিতে হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীর বিষণ্ণ বদন প্রাণের শোক উচ্ছ্বসিত করিয়াছে, পিতার মনোবেদনায় হৃদয় দ্বিধা হইয়াছে, কেবল সত্যানুরাগে ব্রাহ্ম এ সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। কত ব্রাহ্ম আপনার অন্নগ্রাস ক্ষুধার্ত্তকে প্রদান করিয়াছেন, আপনার সাংসারিক উন্নতির সমুদয় আশা অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য দীনবেশে জীবন কাটাইতেছেন, কল্য কি আহার করিবেন তাহার সংস্থান নাই, মস্তক রাখিবার স্থান নাই অথচ সংসারের ধনমান পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। কত ব্রাহ্মের পরোপকারব্রতপরায়ণ পবিত্র চরিত্র দেখিয়া লোকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে কয়জন? ধর্ম্মসমাজ একজন অথবা দুইজন কি দশজনের চরিত্রে গঠিত হইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত, যাঁহারা এই সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ আপনাদের জীবন সমাজের জন্য উৎসর্গ না করিবেন, ততদিন সে সমাজের উন্নতির ও কল্যাণের আশা নাই। আমাদিগের নিজের বিষয়ে আমরা যেমন উদাসীন, সমাজের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক উদাসীন। যদি আমাদের একজনের চরিত্র স্খলিত হয়, যদি আমাদের একজনের উৎসাহ অনুরাগের হ্রাস হয়, তাহাতে যে সমুদয় সমাজের শক্তির হ্রাস হয়, আমরা তাহা মনেও করিনা। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মস্তকের উপর ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মগণ সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ, উন্নতি অবনতি, কিছুই ভাবিয়া দেখেন না। আচার্য্য উপাসনা করিয়া গেলেন, সম্পাদক নিরূপিত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ব্রাহ্ম সাধারণ একবার সমাজে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ বিষয়ে যে আপনাদের কর্ত্তব্য আছে তাহা মনেও ভাবিলেন না। এরূপ উদাসীন ব্রাহ্ম লইয়া, এরূপ দায়িত্বহীন ব্রাহ্ম লইয়া কখনই সমাজ গঠিত হইতে পারে না। যদি প্রতি ব্রাহ্ম আপনার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নের ফলে আজ ঈশ্বরের গৃহে লোকের অভাব হইত না। বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্রে পরিশ্রমীর অপ্রতুল হইত না। অতএব নূতন বৎসরের প্রারম্ভে এস সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, যে ভার মস্তক পাতিয়া লইয়াছি, যতদিন শরীরে বিন্দু পরিমাণ বল আছে, অকাতরে সে ভার মাথায় করিয়া বহন করিব। ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্রাহ্মদিগকে লইয়া গঠিত হয় নাই—গঠিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মিকাগণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে সমাজের দাঁড়াইবার শক্তি জন্মিবে না। রমণীদিগের আশীর্ব্বাদ না হইলে পুরুষ একাকী কি করিতে পারেন। যে আন্দোলনে পুরুষের হৃদয় আন্দোলিত, সে আন্দোলন যদি রমণীহৃদয়ে আঘাত না করে, তবে সে একদেশব্যাপী আন্দোলন কতকাল স্থায়ী হইবে। শুনা যায় প্রাচীনকালে স্পার্টা দেশীয় রমণীগণ যুদ্ধার্থে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য সন্তানদিগকে উৎসাহিত করিতেন, রাজস্থানের স্বদেশহিতৈষিণী রাজপুত রমণীগণ স্বামীপুত্রের জীবন ভীষণ যুদ্ধে আহুতি দিবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। ব্রাহ্মিকাগণ! যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, আপনাদের উৎসাহ না পাইলে এ যুদ্ধের ফল সঙ্কটাপন্ন হইবে। ব্রাহ্মিকা মাতা সন্তানদিগকে বাল্যকাল হইতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দিন, যাহাতে সন্তান ক্ষুদ্র আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিতে পারে এই সৎসাহস প্রদান করুন। স্বামী অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, অশেষ আশা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার প্রাণ, সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করেন, ব্রাহ্মিকা লাভালাভ গণনা না করিয়া স্বামীর বলে আপনার বল মিশাইয়া তাঁহার দ্রুতগতি দ্রুততর করুন। ঈশ্বরের কৃপায় পুরুষসমাজে যে আশা যে উৎসাহের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই আশা সেই উৎসাহ নারীসমাজকেও আন্দোলিত করুক।

ধর্ম্মপ্রচার ধর্ম্মের জীবনীশক্তির পরিচয়। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের যে রীতি প্রচলিত, তাহা অতি অস্বাভাবিক। প্রচারক সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিলেন, আমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য অনেকেই কিছু প্রদান করি না অথবা তাঁহার দিন কি রূপে কাটে সে ভাবনা আমাদের মনেও আসে না। যে দুই একজন কিছু দি, মনে করি ধর্ম্মসমা-

জের কতই উপকার করিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এরূপে তিষ্ঠিতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের দানের উপর বা দয়া অথবা অনুগ্রহের উপর যে সমাজের ভিত্তি, তাহার আসন্নকাল সন্নিকট। ব্রাহ্ম! নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে এই একটী নূতন কর্ত্তব্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজকে আপনার পরিবারের ন্যায় ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, যাহার যেমন সাধ্য সমাজের উন্নতির জন্য অর্পণ কর। আর যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মসমাজকে দেশের মধ্যে একটি মহাশক্তিরূপে দেখিতে অভিলাষ কর, তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আপনার পরিবারের লোকের মত দেখিতে শিক্ষা কর। তোমার অনেক ভাই, যে যেরূপে পার জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা কর। যদি কাহারও কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তোমার সঞ্চিত ধন দিয়া তাহার ক্লেশের অপনয়ন কর। যদি ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মদিগকে স্বার্থত্যাগ করিয়া এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে; কিন্তু আমি বৃথা আশা করিতেছি। কিন্তু এ আশা করা অন্যায় হইবে না, যে অন্ততঃ কয়েকটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞলোক বর্ত্তমান বৎসরে এমন একটি দলের সৃষ্টি করিবেন, যাঁহারা প্রত্যেকে আপনাদের অন্নসংস্থান করিবেন অথচ এক জনের অভাবের সময় অপর সকলে আপনাদের ধন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখিবে। এক জনের বিপদে অপর সকলে বলিবে "ভাই, ভীত হইও না, আমরা তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; আমাদের ধন, আমাদের প্রাণ, তোমার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত।"

কোয়েকার নামে একটী খৃষ্টীয় সম্প্রদায় আছে; তাঁহাদের মধ্যে একটি লোককেও কখনও দরিদ্র দেখা যায় নাই। কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন তাঁহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আপনাদের দলের সামর্থ্যে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেকেই অনেক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু যদি কখনও কাহার বিপদ উপস্থিত হইত সমুদয় কোয়েকার সম্প্রদায় আপনাদের অর্থে তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিতেন। কোন সময়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইল, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য একটীও কোয়েকারের মৃত্যু হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। আমাদের নূতন সমাজে এইরূপ সমদুঃখসুখভাবের আবির্ভাব না হইলে সমাজের কখনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। ব্রাহ্মদিগকে এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ব্রাহ্মগণ সে উন্নত অবস্থার জন্য প্রস্তুত হন নাই, বিলক্ষণ জানি। একের জন্য অন্যের প্রাণ কাঁদে না, তাহাও অবগত আছি। তবে কেন আজ একথা বলিতেছি? বলিতেছি এই জন্য, যদি অল্প সংখ্যক কয়েক জনের মধ্যেও এইরূপ একটী দল সংস্থাপিত হয়, তাহাহইলেও সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় আশাতে পূর্ণ হইতে পারে।

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, বর্ত্তমান বর্ষে যেন এইরূপ স্বার্থত্যাগী, পরস্পরসুখদুঃখভাগী একটী দলের সূত্রপাত হইতে পারে।

যখন আমেরিকা দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছিলেন, বিংশ শিলিং রক্ষা করিতে ঊনবিংশতি শিলিং ব্যয় করিব, যদি তাহাতেও এক শিলিং রক্ষা করিতে না পারি আমেরিকার বিজন বনে প্রবেশ করিব, সেখানে যে বন্দুক ধারণ করিতে পারে ঈশ্বর তাহার আহারের অভাব রাখিবেন না। ব্রাহ্ম যদি সাহস থাকে বল, আজ এই দুর্জ্জয় সংকল্প কর, একমাত্র সমাজকে রক্ষা করিতে যদি ধনমান সমুদয় বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও করিব তথাচ সমাজের দুর্দ্দশা চক্ষে দেখিব না। যদি তাহাতেও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে অক্ষম হই, অবশেষে খাটিয়া খাটিয়া এ জীবন অবসান করিব। ঈশ্বর অমাদিগের মধ্যে এই স্বর্গীয় ভাব প্রবল করুন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপাসকগণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার পর উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা কার্য্যের প্রথমাংশ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শেষাংশ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নূতনসত্যালাভ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(গত বারের পর)

প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে যেমন সমগ্র উন্নতি ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য, সমাজেও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই উদারতা বর্ত্তমান। ব্রাহ্মধর্ম্মই ধর্ম্মসাধনে বর্ণভেদ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপভোগ্য ও অপর শ্রেণীর দূর হইতে উপাস্য করিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই নরনারীর সমান অধিকারপ্রচার ও প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী করিয়া অথবা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ধমনী বিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কিম্বা মানবজাতির পতনের পথপ্রদর্শক বলিয়া তাহাকে পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে আজ্ঞা করেন নাই। বাস্তব, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতিশীল তেমনই উদার অর্থাৎ লোকপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী। অস্বাভাবিক শিক্ষা অথবা অস্বাভাবিক অনুষ্ঠান যে সকল ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহা যেমন অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত, আজি হউক কালি হউক, শুষ্ক হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষ কদাপি সেরূপ নির্জ্জীব হইবে না।

এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক, আজি কালি কেহ কেহ সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত বা পক্ষপাতী হইয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মশূন্য ভাবে পরিচালিত হইতে ভালবাসেন। তাঁহারা বলেন, সমাজসংস্কারকে ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গীভূত করিলে অথবা ধর্ম্মপ্রচারের উপর সমাজসংস্কারকে স্থাপিত করিলে সমাজ সঙ্কীর্ণ পথে চালিত হইবে। কেননা ধর্ম্মবিষয়ে গুরুতর মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের একথায় গুরুতর ভ্রম আছে। জনসমাজে তুমি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই কতকগুলি কার্য্যের, মতের বা অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে তোমাকে বাধ্য হইতে হইবে। কেবল সামাজিক বিষয়ে কি গুরুতর

মতদ্বৈধ নাই? কয়েক বৎসর হইল ভারতবন্ধু বিদ্যাসাগর বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, সেই মহাপাপে বিদ্যাসাগরকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। নিদারুণ দাসব্যবসায়ের বিরোধী হইয়াই না কত মনুষ্যরত্নকে প্রাণদান করিতে হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি স্বদেশের পরাধীনতা দূর করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে কি তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয় না? তবে আর মতদ্বৈধকে ভয় করিয়া কি হইবে? আর যদি, যাহাতে সকলেই সায় দেয় এমন কার্য্য করাই তোমার লক্ষ্য হয়, তোমাকে সমাজসংস্কারকের উচ্চ-আসন প্রদান করিতে পারি না। অপিচ ধর্ম্মহীন সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার অতি নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান। লোকের সুবিধাই উহার ভিত্তি। কিন্তু ধর্ম্ম মানবচরিত্রের চিরকালের অবলম্বন; ইহপরকালের আশা ও আশ্রয় স্থান। সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারই প্রকৃত, সর্ব্বোত্তম, স্থায়ী ও প্রার্থনীয়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ের সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র যে সর্ব্বতন্ত্রীতা বা উদারতা, ব্রাহ্মধর্ম্মও তাহাই ঘোষণা করেন। তদ্রূপ অবস্থায় জনসমাজকে সংযত করিতে হইলে এক হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা লইয়া (কেবল অর্থশূন্য ভাবশূন্য নাম সংকীর্ত্তন নহে) পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক পুরুষপুঙ্গব রাজা রামমোহন রায়ের মত কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ সংস্কারে অগ্রসর হও, তুমি আপ্তকাম হইবেই হইবে। লোক তোমাকে ভ্রান্ত বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া আশু অত্যাচার করুক, কিন্তু পরিণামে তোমার জয় হইবেই হইবে। ভগবান্ তোমার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ুরূপ সত্যপ্রচারের কদাপি অবসান বা অল্পতা ঘটিবে না। এইক্ষণ দেখিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতিও উহার কার্য্যক্ষেত্রের স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল। অতএব আমরা যেমন বিশ্বাস করি, তেমনই যুক্তি পথে দণ্ডায়মান হইয়াও নির্ভয়ে বলিতে পারি, জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবসান হইবে না; ব্রাহ্ম সমাজেরও আর ক্ষয় হইবে না।

আর একটী কথা দেখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। জগতে অনেক সময়ে অনেক সত্যের প্রচার ও আবিষ্কার হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের শঠতা বা অসদ্ব্যবহারে তাহা কলঙ্কিত ও তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহা হইবার আশঙ্কা আছে কি? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব "না"। যে সময়ে এবং যে অবস্থায় জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাতে সে ভয় আর নাই। অধুনা উদার শিক্ষা প্রণালী (Liberal education) প্রবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর সে দুঃখের দিনের অবসান হইয়াছে। হে ব্রাহ্ম! এই শিক্ষাকে প্রাণপণে ধর্ম্মানুপ্রাণিত করিতে যত্ন কর, তাহা হইলেই আর ব্রাহ্মসমাজে নাস্তিকতা, নরপূজা অথবা অন্যবিধ নীচতর অনুষ্ঠান প্রবেশ করিতে বা তিষ্ঠিতে পারিবে না।

এস্থলে আমার একটী কথা মনে হইতেছে। প্রায় তিন বর্ষকাল হইল, ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হয়। সেই সময়ে কোন কোন ব্রাহ্ম, স্ত্রীজাতির যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে আজিও অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। তৎকালে তাঁহাদিগের প্রধানতম যুক্তি এই ছিল, যে নারী জাতি কোমল প্রকৃতি সুতরাং তাহাদিগকে কোমলতর শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ তাহারা নির্ম্মম, উদ্ধত, (Strong-minded) হইবে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বলিতেন, স্ত্রীজাতিকে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত বা অন্য কোন বিজ্ঞানানুশীলন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সেই সময়ে সেই সকল লোককে বারম্বার এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে হইত যে, যদি স্ত্রীজাতির এরূপ দুর্গতির সম্ভাবনা, তবে সাহিত্যাদি সুকুমার বিদ্যার আলোচনা করিলে কি পুরুষজাতি আপনার দৃঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া অপদার্থ হইতে পারে না। বাস্তবিক, শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য, এক চরিত্রগঠন, অপর কার্য্যকারিতা। যেমন ইংরাজীভাষা শিক্ষাহইতে আমারা বর্ত্তমান সময়ে এই দুই প্রকার ফলই পাইয়া থাকি। চরিত্রগঠন বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনচিন্তাশীল হই, কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমারা রাজকার্য্যাদি প্রাপ্তি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করি। ঐ সকল লোক স্ত্রীজাতিকে এই দ্বিবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া, নামে গৃহলক্ষ্মী, কার্য্যে পুরুষের হস্তের পুতুলস্বরূপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। চরিত্রসংগঠন জন্য যে কি পুরুষ কি স্ত্রী নির্ব্বিশেষে মনুষ্যপ্রকৃতিকে শিক্ষাবিষয়ে সর্ব্বতোমুখী করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে কোন সংশয়ই হইতে পারে না। কার্য্যকারিতা বিষয়ে দৃষ্টি করিতে গেলেও স্ত্রীজাতিকে বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে চলে কৈ? আমরা একথা বলি না যে ভারতের রমণী সকল যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করুক, আর ভারতবর্ষীয় পুরুষগণ রন্ধনাদি গৃহকার্য্য শিক্ষা করুক। কিন্তু যদি রাজ্যশাসনবিষয়ে কখন কোনও রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতির মত গ্রহণ বা পরামর্শ শ্রবণ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি স্ত্রীজাতির ব্যবহারদর্শন ও অর্থব্যবহারাদি অনুশীলন করিতে হইবে না। যদি বর্ত্তমান সময়েই ভদ্র পরিবারের স্ত্রীদিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি, শারীর তত্ত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রাদি সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে উচ্চ গণিত অনুশীলন না করিলে চলে কৈ?

ঐ সকল এক দেশদর্শী লোকের তৎকালীন মতামত শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইতাম এবং ভাবিতাম ব্রাহ্ম হইয়া মনুষ্য চরিত্রের এইরূপ আংশিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপে প্রদান করেন। এইক্ষণ আর আমার সে প্রশ্ন মনে উদিত হয় না। ঐ সকল লোকের তৎপরবর্ত্তী কার্য্য পরম্পরা দর্শনে আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে ঐ সকল লোক তৎপূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ও উদার লক্ষ্যহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতেই মানবচরিত্রের যুগপৎ সমগ্র উন্নতি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরিহার্য্য উপদেশ তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের ভাবুকতা ও

একদেশদর্শীতা চরিতার্থ করিবার জন্য ও এই অন্ধকারময় দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধীদিগের সহানুভূতি পাইবার জন্যই তাহারা এইরূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করে, যদি কি ভদ্র কি ইতর, দেশের সকল লোকের শিক্ষালাভের উপায় হয়, তাহা হইলেই দেশে উদার শিক্ষা প্রচলিত হইল। বাস্তব কেবল তাহা নহে। যে সমাজে ধনী, নির্ধন; ভদ্র ও ইতর; স্ত্রী ও পুরুষ; সাহিত্য ও গণিত, কি ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি, কি শিল্প কি সঙ্গীত সকল বিষয় নিরাপত্যে শিক্ষা করিতে অধিকারী এবং যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ শক্তি, অবস্থা ও রুচি অনুসারে শিক্ষা নির্ব্বাচন ও শিক্ষালাভ করিয়া সমুন্নত হইতে পারে, সেই সমাজেই উদারশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই উদার শিক্ষাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ত সহচর।

কিন্তু উপরে যে সকল সাময়িক প্রতিকূলতা বা অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করা গেল, ব্রাহ্মসমাজ এক পদবিক্ষেপেই ঐ সকল সামান্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই সকল অস্থায়ী অসার কুজ্ঝটিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ নূতন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল ক্ষণকালও আবৃত থাকিবে না। অতএব আমরা প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্ফূর্ত্তি ও বিক্রম, আশানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হই।

যখন বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তখনই তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারিলেও স্থায়ী হয় না। পরন্তু যদি প্রবল শীতে সাগরগর্ভ ও অন্তরীক্ষ ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে অনুকূল বায়ু অথবা অনুকূল জলস্রোতেও তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্রাণবায়ুরূপ সত্যের প্রচার অগ্রে ও নূতন ভাবে প্রবাহিত। সেই তরঙ্গের গতিও উহার কার্য্যক্ষেত্ররূপ সাগরস্রোতের সম্পূর্ণ অনুকূল। আবার দেখ, জগতে উদার শিক্ষাপ্রণালীরূপ চিরবসন্তের উদয় হইয়াছে। এই বাসন্তী উত্তাপে জগতের আকাশ নির্ম্মল হইবে, সমাজ সমুদ্রের অজ্ঞানতারূপ শীতলতা বিদূরিত হইল। আর ব্রাহ্মসমাজরূপ মহা তরঙ্গ পৃথিবীকে আন্দোলিত করিয়া উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুত্তীর্ণ হইবে।

হে ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণ! আর কতকাল উদাসীন থাকিবে, একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, সেই সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ যে অচিরেই তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ব্রাহ্মগণ! নিরাশ হইও না, আশার সহিত দণ্ডায়মান থাক। উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। যদিও এই কোটী কোটী লোকসমষ্টি মধ্যে তোমরা অদৃশ্যবৎ, যদিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই তোমাদিগকে গণনা করিতে পারি; ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধীরা যাহাই বলুক, একদিন পৃথিবী তোমাদিগের হইবে। এই সমাজরূপ মহাসমুদ্রে তোমারা কয়টী জলবিন্দু বই নও। কিন্তু তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই সমুদ্রে যে মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার আঘাতে সাগরের অনন্ত জলরাশি বিলোড়িত হইবে। এই অনন্ত জলবিন্দুময় সাগরদেহ পাহাড় পর্ব্বত ও দেশ দেশান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ওতপ্রোত হইয়া সকলে এক হইবে, এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক্ হইতে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মহিমা ঘোষণা করিবে।

মানবপ্রকৃতি।*

একটী গুরুতর প্রশ্ন এই,—মানবপ্রকৃতিতে এমন কোন প্রবৃত্তি আছে কি না, যাহা মূলতঃ দূষণীয়। যে গুলি কুপ্রবৃত্তি বলিয়া সুবিদিত, তাহাদিগের অপব্যবহারই নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু আমাদিগের নিরূপণ করা উচিত, এমন একটীও প্রবৃত্তি আছে কি না যাহা আমূলবর্জ্জনীয়, যাহার বিনাশই ইষ্ট।

মিল বলেন, কেবল প্রবৃত্তির অপব্যবহারই অনিষ্টমূলক এরূপ নহে, এমন প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাহা উন্মূলিত করাই উচিত। এই শ্রেণীর প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তস্থলে তিনি জিঘাংসার উল্লেখ করিয়াছেন।

মানব প্রকৃতিতে জিঘাংসা (Destructiveness) অথবা বধ করিবার ইচ্ছা † স্বরূপ কোন প্রবৃত্তি আছে, অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মত যুক্তিসঙ্গত নহে; এরূপ একটী প্রবৃত্তির পরিচায়ক অনেক ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। রোম সিংহমুখে দাসদিগকে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দে ভাসিতেন; এই সুখ উপভোগের জন্য রঙ্গভূমি ছিল। ইউরোপে সে দিন পর্য্যন্ত bull-baiting প্রভৃতি নৃশংস আমোদের ছড়াছড়ি ছিল; সেরিডানের বক্তৃতা শুনিয়া যে মহিলাগণ মূর্চ্ছিতা হন, তাঁহাদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীরা এই সকল নিষ্ঠুরদৃশ্যে নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেন। দুই চারিটী সুসভ্য দেশ ভিন্ন আজিও জগতের সর্ব্বত্র লোমহর্ষণ কাণ্ড সকল প্রত্যহ ঘটিতেছে। যে মৃগয়া আজিও সভ্যতার অঙ্গের ভূষণ, একথা নিশ্চিত যে তাহা এক দিন যার পর নাই গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্ব্বতন রাজাদিগের যে সমস্ত অভাবনীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণে ইতিহাস কলঙ্কিত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই এরূপ একটী প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁহারা বলেন, রাজাদিগের আচরণ দেখিয়া কখন এরূপ কোন প্রবৃত্তি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, কারণ ক্ষমতামত্ত হইলে মনুষ্য পশুবৎ আচরণ করে, তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন

* কোন গুরুতর কারণে এই প্রবন্ধটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, আশাকরি এবার হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইবে।

† 'জিঘাংসা' বলিলে কেবল বধ করিবার ইচ্ছা বুঝায় না; নিষ্ঠুরতা, অথবা অন্যকে উৎপীড়ন করিবার ইচ্ছাও এই প্রবৃত্তির অন্তর্গত।

যে, মানবহৃদয়ে এরূপ একটী প্রবৃত্তি না থাকিলে কখন মনুষ্য অনর্থক পরপীড়নে উদ্যত হইতে পারে না। ক্ষমতায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতকগুলি বাধা অপসারিত হয় মাত্র, নূতন প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না; স্বভাবতঃ কোন কার্য্যে রুচি না থাকিলে, সেরূপ কার্য্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যে ব্যক্তি অবসর পাইলেই পরনির্যাতনে রত হয়, তাহার হৃদয়ে নৃশংসভাব চিরকালই ছিল, সুযোগাভাবে লুক্কায়িত ছিল মাত্র। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই দুঃস্বভাব বালকেরা কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকে যন্ত্রণা দিতে ভালবাসে।

মানবহৃদয়ে একটী নৃশংসভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিয়াও অনেকে এই ভাবটীকে প্রবৃত্তি শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন না। যেমন প্রথমে লোকে অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহারই জন্য অর্থলাভে যত্নবান্ হয়, পরে ক্রমে সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অর্থেরই জন্য অর্থ লাভের প্রয়াসী হয়,—এমন কি যে জন্য অর্থ আবশ্যক, সে সকল বিসর্জ্জন দিয়াও অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে,—সেই রূপ অনেকের মতে প্রথমে মনুষ্য আত্মরক্ষা শরীরপালনাদির জন্য জীববধ করিতে বাধ্য হয়, পরে অভ্যাসবশতঃ বধেরই জন্য বধ করিতে আরম্ভ করে; এইরূপে মানবহৃদয়ে হননস্পৃহা জন্মে।

যাঁহারা বলেন, জিঘাংসা জীব বধ করিবার অভ্যাস হইতে উৎপন্ন, এবং অর্থাকাঙ্ক্ষাকে ইহার দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মতসম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, অর্থোপার্জ্জন করিবার অভ্যাস হইতেই আর্জ্জনস্পৃহা জন্মিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। অর্থই হউক আর অন্য দ্রব্যই হউক, লাভ করিবার ইচ্ছা মানবহৃদয়ের একটী ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র প্রাণী জগতের প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রেরই আছে। মানবহৃদয়ের প্রধান প্রধান প্রবৃত্তিগুলি ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ গুণ, ইহার পূর্ণতা; এরূপ বলিলে বলা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি লইয়া, মানবপ্রকৃতি গঠিত; শৃগালের চাতুরী ও মৃগের কোমলতা এই পানে মিলিয়াছে। যদি আমরা কোন প্রাণীতে জিঘাংসা দেখিতে পাই, এবং মনুষ্য সমাজেও এরূপ একটী প্রবৃত্তির পরিচয় পাই, তাহাহইলে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মনুষ্য এরূপ একটী প্রবৃত্তি লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

প্রার্থনা।

সংসার কিসের জন্য? তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের কোন মূল্য নাই; তবে আমি উপাসনা করিতে আসিয়াও কেন সংসারের জন্য ব্যস্ত হই। তোমার ভক্ত, তোমার সেবক, না হইতে পারিলে সংসারে কোন শান্তি নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, আমি সে সংসার চাই না। আমি সংসারবাসনা ছাড়িয়া তোমার নিকটে আসিতেছি, আমার মন তোমাতে মগ্ন হউক। তুমি যখন সংসারের জন্য মনকে ব্যস্ত কর, তখন তো সেই ব্যস্ততাতে হৃদয়ে অশান্তি আসে না; কিন্তু যখন তোমাকে ছাড়িয়া আমি নিজে সংসারের জন্য ব্যস্ত হই, তখনই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। দীনবন্ধু, আমি আর আসক্তির অগ্নিতে হৃদয়কে দগ্ধ করিতে চাই না, প্রাণ মন তোমাতে মগ্ন হউক; যাহা কিছু তোমাহইতে হৃদয়কে দূরে নিয়া ফেলে, সে সমুদয় হৃদয় হইতে দূর হউক, সমস্ত জীবন ভক্তিতে ডুবিয়া থাকুক, সংসারের শুষ্ক কঠোর দৃশ্য আমার চক্ষু হইতে একেবারে দূর হইয়া যাক্।

ব্রাহ্মসমাজ।

পূর্ব্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের অধ্যক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী সভ্যকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাস প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত পাস লইয়া কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা পুনর্ব্বার আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, এজেণ্ট মহাশয় তাঁহাদিগকে আবার একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাস দিয়াছেন। এবারেও তাঁহারা উৎসাহ সহকারে উক্ত রেলের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে গিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জ, ভাজনঘাটা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত পাসের সাহায্যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রচারকার্য্যে বাহির হইতেছেন। গত শনিবার তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জে গিয়াছিলেন। বোধ হয় পূর্ব্বে কখন কোন প্রচারক উক্ত স্থানে প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণে কার্য্যোপলক্ষে উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় অধিবাসীগণের একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভাস্থলে একটী বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার পর কয়েকটি সংগীত ও একটী প্রার্থনা হইয়াছিল। রাত্রি ১ টার সময় তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জ পরিত্যাগ করিলেন। তন্মধ্যে একজন ভাজন ঘাটা ও অপর একজন গোয়ালন্দ যাত্রা করিলেন। যিনি ভাজনঘাট গিয়াছিলেন তাঁহার সহিত তত্রত্য অধিবাসীদিগের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে আগামী স্কুল কালেজের অবকাশ সময়ে তথায় পুনর্ব্বার গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যিনি গোয়ালন্দ গিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে তথাহইতে আমরা এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে তিনি "সামাজিক উন্নতিসাধনবিষয়িনী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা অতি সুশৃঙ্খলভাবে ও স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন যে, কি কি দোষে আমাদের ভারতবর্ষের এরূপ হীনাবস্থা ঘটিতেছে। যাহাহউক মধ্যে মধ্যে এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ

করিয়া যদি এতাদৃশ কুশলের কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা যে এই হতভাগ্য গোয়ালন্দের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ঈশ্বরের কাছে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, তিনি এরূপ কুশল কার্য্যের সহায়তা করুন।"

বাঁকিপুর ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা আজ কাল মন্দ নহে। সম্প্রতি "ব্রাহ্ম সমাজে আমরা কি পাইয়াছি?" এই বিষয়ে তথাকার ব্রাহ্মসমাজ হলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কর্ত্তৃক একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উপলক্ষে তথাকার ব্রাহ্মেরা বিশেষভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। সাধারণের জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। একটী সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠারও সংকল্প হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার কলেজ হলে "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম" বিষয়ে গত ১৯ এ চৈত্র একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গৌহাটি হইতে লিখিয়াছেন; "গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার খোলা হইয়াছে। আমার হৃদয়ে নূতন নূতন আশা আসিয়া আমাকে কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করিতেছে।"

নববর্ষসঙ্গীত।

(মফঃস্বল হইতে প্রেরিত)

এনব বরষে, সাজি নব বেশে, পিতার দ্বারে এসো করিহে গমন।

প্রেমে মত্ত হয়ে, তাঁর নাম গেয়ে, জুড়াই গিয়ে আজি তাপিত জীবন।

আমাদের সবে বিগত বৎসরে, পালিলেন সদা তিনি কৃপা করে, কৃতজ্ঞতাহার, লয়ে উপহার, করিগে তাঁহার চরণে অর্পন।

স্নেহময় পিতা, ভকত বৎসল, সুধার আধার দুঃখীর সম্বল, করিলাম ধ্বনি, কাঁপুক মেদিনী, মৃতদেহে হোক নূতনজীবন।

প্রেমে মত্ত হয়ে পিতার দ্বারে যাই, মরম বেদনা তাঁহাকে জানাই, প্রান খুলে দিয়ে, গত পাপ স্মরিয়ে, তাঁর কাছে এস করিগে রোদন।

বিগলিত হবে কঠিন হৃদয়, পাষাণসম মনে হবে প্রমোদয়; কৃতার্থ হইব, দুঃখ পাসরিব, দয়াময়ের আজি পাব দরশন।

কর কর প্রভু এই আশীর্ব্বাদ, সুখে দুঃখে যেন থাকি তব সাথ, উৎসাহে মাতিয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে, তব কার্য্যে সঁপি দেহ প্রাণ মন।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ফণ্ডের জন্য সাহায্যপ্রার্থনা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপর যে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম-পরিবার ও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার অশেষ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং অসত্য, কুসংস্কার, পাপাচার ও নাস্তিকতা দূর করিয়া দেশ বিদেশে সত্য, ঈশ্বরপ্রেম ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা যে এক প্রধান সহায়, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঈশ্বর-কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারভার গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন এবং ইহার প্রচারকগণ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেকের আত্মাতে ধর্ম্মভাব প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রচারক্ষেত্র দিন দিন যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে এবং প্রচারকের জন্য সর্ব্বস্থান হইতে যেরূপ আহ্বান সকল আসিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে পারিলে আপামর সাধারণ সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার উদার পবিত্র ধর্ম্ম অচিরাৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন। দুঃখের বিষয়, কার্য্য-ক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইতেছে, প্রচারফণ্ডের আয়ের সেরূপ উন্নতি হইতেছে না, উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য প্রচারকদিগের পরিবারগণকে সময় সময় সময় ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, এবং প্রচারকার্য্যও যেরূপ বিস্তৃতভাবে ও সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারে না। আয়ের উন্নতি হইলে অধিক সংখ্যক প্রচারক নিযুক্ত হইতে পারেন, দূরতর স্থান সকলে যখনি আবশ্যক, প্রচারক প্রেরণ করা যায় এবং ধর্ম্ম পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণ দ্বারা প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতএব এই মহৎ কার্য্য সুসম্পাদনে সহায়তা বিধান করিবার জন্য আমরা আগ্রহাতিশয় সহকারে ধর্ম্মোৎসাহী প্রত্যেক নরনারীর নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যাঁহার যেরূপ সাধ্য প্রত্যেকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের পরিবারের মধ্যে যদি প্রচারকদিগের পরিবার সকলকে গণনা করেন এবং স্ব স্ব পারিবারিক অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে প্রচারার্থ কিঞ্চিৎ ব্যয়ও যদি অত্যাবশ্যক বলিয়া অবধারণ করেন, তাহা হইলে প্রচারফণ্ডের অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে অর্থ সাহায্য লাভার্থ সাধারণের নিকট বিশেষ আবেদন করিতেছেন, আশা করি প্রত্যেক সহৃদয় ভ্রাতা ভগিনী ইহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিবেন এবং এতৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদনে অবিলম্বে অগ্রসর হইবেন। মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, অল্প পরিমাণে হইলেও তাহাই শ্রদ্ধা, ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৫এ মাঘ, বঙ্গাব্দ ১২৮৬, ব্রাহ্ম-
সংবৎ ৫১।

নিবেদক,
শ্রীমোহিনীমোহন বসু,
সম্পাদক।

প্রেরিত।

" মিশন ক্লাস। "

মহাশয়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের " মিশন ক্লাস " খোলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রাহ্মযুবকগণ প্রচারকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু মফঃস্বলে অনেক যুবক আছেন যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁদিগকে যথোপযুক্তরূপে সহায়তা করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উপায়বিধান করা উচিত। আমি কয়েকটী উপায় উপযুক্ত মনে করিয়াছি তাহা এইঃ—মফঃস্বলস্থ প্রচারকার্য্যশিক্ষার্থী ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া "মিশন ক্লাসের" অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। মিশন ক্লাসের ছাত্রদিগের সাধারণ পাঠ্য পুস্তক থাকিবে। মফঃস্বল বাসীগণও এই সকল পুস্তক নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিবেন। যে সকল বিষয় তাঁহারা নিজে চেষ্টা করিয়া এবং স্থানীয় শিক্ষিত লোকদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও বুঝিতে না পারিবেন, তাঁহারা "মিশন ক্লাসের" শিক্ষককে লিখিয়া জানাইবেন, তিনি এই বিষয়ের যথোপযুক্ত উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এরূপ ঘটনা অতি অল্পই হইবে। ছাত্রগণ কিরূপ প্রস্তুত হইতেছেন, ইহা জানিবার জন্য মাসান্তে এক একটী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। মফঃস্বল বাসীগণও এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কোন এক জন সুপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্ম (যিনি নিজে ছাত্র নহেন) পরীক্ষার কার্য্য চালাইবেন, অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রশ্ন প্রেরিত হইবে। ছাত্রগন সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন এবং উত্তরের কাগজ কলিকাতায় পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি এই সকল কাগজ পরীক্ষা করিবেন। এরূপ না করিলে মফঃস্বল বাসীগণ প্রচার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন না।

মিশন ক্লাস বিষয়ে কয়েকটী কথাঃ—"মিশন ক্লাসের" পাঁচটী শ্রেণী থাকিবে। ১ম বার্ষিক, ২য় বার্ষিক ইত্যাদি। যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত হইবেন তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এক এক বৎসর এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবেন। যিনি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তিনিই প্রচারকার্য্যের উপযুক্ত হইবেন। প্রচারকার্য্য সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মসমাজে কয়েক দিন থাকিলেই প্রচারক হইয়া যাইব। সেটী ভয়ানক ভ্রম।

শ্রীহট্ট,　　　নিবেদক,
২০এ এপ্রিল ১৮৮০।　　　শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

১ লা এপ্রেল হইতে ২৭ এ পর্য্যন্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু	কুমুদবিহারী সামন্ত,	গয়া	১৷৷০
,, ,,	শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ,	সিলেট	১৷৷০
,, ,,	ক্ষেত্রমোহন ধর,	কলিকাতা	১
,, ,,	অমৃতলাল সিংহ,	বগুড়া	৷৷০
,, ,,	শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩
,, ,,	শশিভূষণ দত্ত,	কলিকাতা	২
,, ,,	উমাচরণ দাস,		২৷০
,, ,,	গৌরীশঙ্কর দে,	কুমিল্লা	২৶০
,, ,,	চৈতন্যদাস ঘোষ,	কলিকাতা	১
,, ,,	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১
,, ,,	বানিকান্ত রায় চৌধুরী,	কালীঘাট	১
,, ,,	জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী,	পূর্ণীয়া	৩
,, ,,	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১৷৷০
,, ,,	নগেন্দ্রচন্দ্র কর,	বগুড়া	৩
,, ,,	ক্ষিরোদচন্দ্র রায়,	পুরী	৩
,, ,,	কেদারনাথ রায়,	কলিকাতা	২
,, ,,	দ্বারকানাথ মল্লিক,	ঐ	১৷৷০
,, ,,	শিবচন্দ্র সিংহ,	দানাপুর	৩
,, ,,	ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়,	ঢাকা	৬
,, ,,	গুরুদয়াল সিংহ,	কুমিল্লা	৩
,, ,,	তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী,	মাণিকগঞ্জ	৩
,, ,,	অনন্তরাম ঘোষ,	বহরমপুর	৬
,, ,,	শিবচন্দ্র দাস,	ভবানিপুর	১
,, ,,	উদয়রাম দাস,	শিবসাগর	৩
,, ,,	কালীনাথ দে,	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	৬

রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। কাহার কাহার নিকট গত দুই বৎসরের মূল্য পাওনা রহিয়াছে। উক্ত মূল্য শীঘ্র আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, May. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২৩ শ সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৴০

সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ প্রচারক চ্যানিঙের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে বিশেষ সমারোহ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক জন খ্যাতনামা ব্যক্তিও এই আনন্দোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। চ্যানিঙের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আমরা তাঁহার নিকট অতিশয় ঋণী, এই জন্য আনন্দোৎসবের কার্য্যবিবরণ আমরা অতিশয় আহ্লাদ ও গভীর সহানুভূতির সহিত পাঠ করিয়াছি। এতদুপলক্ষে এই মহাত্মার জীবনসম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। চ্যানিঙের কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) পুরাতন ত্রিমূর্ত্তিবাদসংশ্লিষ্ট দূষিত মতের প্রতিবাদ এবং খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ (Unitarianism) ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য উদার ধর্ম্মমত প্রচার, (২) ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে বিশুদ্ধ ভাব ও উচ্চ-আদর্শ প্রচার, (৩) সমাজসংস্কার। আমরা অদ্য দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। উচ্চশ্রেণীর লোক মাত্রেরই নানাবিধ কার্য্য ও নানাবিধ ভাবের মধ্যে একটী বিশেষ ভাব প্রবল থাকে; সেই ভাবটী তাঁহাদের সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য, সমুদায় ভাব ও সমুদায় মতকে অনুরঞ্জিত করে। চ্যানিঙেরও এরূপ একটী বিশেষ ভাব ছিল; ইহাতে তাঁহার সমস্ত জীবন রঞ্জিত হইয়াছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ সমূহ সেই উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সেই ভাবটী এই;—নৈতিক উৎকর্ষ (Moral perfection) লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; মনুষ্য ইহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাই অনুপম সৌন্দর্য্য ও সুখের আকর। মানব-প্রকৃতিতে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মহদুদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে যে ঈশ্বর মনুষ্যের চিরসহায় থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই উৎকর্ষ কি? "আমাদের উচ্চতম বৃত্তিনিচয়ের প্রমুক্তচালনা ও অনন্ত উন্নতি,—বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা ও উজ্জ্বলতা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপ্রতিহত প্রভাব. সত্যের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, পবিত্রতা ও মহত্বের প্রতি অসীম অনুরাগ, স্বার্থপরতালেশশূন্য-প্রীতি, ঈশ্বরের চিরবর্ত্তমানতা-অনুভব, সমুদয় জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ও নিস্বার্থ আত্মার সহিত বন্ধুতা ও সহযোগীতা, এবং শুভাকাঙ্ক্ষা ও হিতৈষণার জ্বলন্ত জ্যোতি, যে জ্যোতির সহিত সহস্রলোক-প্রকাশক সূর্য্যের সমুচিত তুলনা হয় না"। * এই স্বর্গীয় চিত্রের অনুপম সৌন্দর্য্যে চ্যানিঙ্ মোহিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের পরিচালক ছিল এবং উৎকৃষ্ট নিপুণতার সহিত তিনি ইহাকে জগতের সমক্ষে চিত্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বায়ু না থাকিলে আমরা ক্ষণকালের জন্যও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। তাই পরমেশ্বর বায়ুকে আমাদের অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বায়ু অপেক্ষা জলের প্রয়োজন কম, তাই জল আমরা তত সহজে পাই না। আবার আরও কত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যার জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে শরীরের রক্ত জল হইয়া যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আমরা এরূপ দেখিতে পাই কেন? সর্ব্ব-শক্তিমান্ দয়াময় ইচ্ছা করিলে তো মানুষের সমস্ত কষ্টই দূর করিতে পারিতেন। তবে তিনি প্রকৃতিকে পূর্ণ করিলেন না কেন? মানুষকে তিনি সৌন্দর্য্য দিলেন, জ্ঞান দিলেন, বল দিলেন, কত প্রকার সুখসামগ্রী দিলেন, কিন্তু তবুও মানুষকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য এত কষ্ট, এত শ্রম স্বীকার করিতে হয় কেন? যা কিছু মানুষের আবশ্যক তাই কেন দিলেন না; বুঝি প্রকৃতিকে পূর্ণ করিলে, মানুষের যা কিছু অভাব তাহা প্রকৃতি দিতে পারিলে, মানুষ আর ঈশ্বরকে মনে করিবে না। প্রকৃতিকে পাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে; প্রকৃতিকে লইয়াই ক্রীড়া করিবে, সুখসম্ভোগ করিবে; তাঁহার হস্তরচিত প্রকৃতিকেই মানুষ তাঁহার স্বরূপ মনে করিবে ও তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। তাই বুঝি ঈশ্বর মানুষকে বলিলেন 'সন্তান! তুমি ধনী হইবে, কিন্তু সে ধনের জন্য তোমাকে প্রাণপণে খাটিতে হইবে। পূর্ণসুখ যদি তুমি পাও, তবে আর তুমি আমাকে মনে করিবে না। কিন্তু সুখের জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে যখন তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, অন্ততঃ তখন একবার আসিয়া আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিবে।'

---

* Perfect Life: Discourse on "The Essence of the Christian Religion."

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে, "যে ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ নহে, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে কুণ্ঠিত।" ধর্ম্মসমাজের এক প্রধানকার্য্য ধর্ম্মপ্রচার; এবং ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মসমাজের কর্ত্তব্য দুটি;—প্রথম সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টা; দ্বিতীয়, সমাজের বাহিরে যে দুঃখ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, কুসংস্কার-অন্ধকারে নিমজ্জিত, পাপমলিনতায় কলঙ্কিত অগণ্য অসংখ্য লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের আত্মার প্রকৃতকল্যাণ সংসাধন জন্য তাহাদিগকে সমাজের বক্ষে আকর্ষণ করা। এই কর্ত্তব্যদ্বয় সুসম্পন্ন না করিলে কোন ধর্ম্মসমাজকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে বাস্তবিকই আমরা কুণ্ঠিত হই। কোন ধর্ম্মসমাজ এই দুটির একটিকে উপেক্ষা করিলে, তাহা অপূর্ণ হইল, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমাজ নামের অযোগ্য হইল। এই দুটি কর্ত্তব্য একটি গুরুতরকর্ত্তব্যের অন্তর্গত;—পাপীর পরিত্রাণ।

চরিত্রের আধিপত্য।

চরিত্র ও প্রতিভা।

যত প্রকার সামাজিক বল আছে, তন্মধ্যে চরিত্রের বল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভয়ে, মানুষ বাহুবল বা ধনবল বা পদের বলের পূজা করিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের বলদ্বারা সতত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকে। মানবপ্রকৃতি কত উচ্চ ও মহৎ হইতে পারে, চরিত্রের বল তাহা দেখাইয়া দিয়া, আপনার গুণে মানুষের মন আকর্ষণ করে।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি সর্ব্বদা মানবজাতির স্বতঃপ্রদত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করেন। মানুষ স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের উপর অকুতোভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হয়। পৃথিবীতে যে কিছু সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, ও নির্ম্মলতা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই সচ্চরিত্র লোকদের অক্ষয়কীর্ত্তি। চরিত্রবান্ লোক না থাকিলে পৃথিবী, মানুষের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য নরকে পরিণত হইত।

বুদ্ধিবলদ্বারা জগতে অনেক কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বুদ্ধিদ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, শিল্পের অত্যাশ্চর্য্য রচনাসমূহ, মানুষ বুদ্ধিবলে সম্পন্ন করিয়াছে, এবং সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম রত্নসমূহ জ্ঞানসাগরমন্থনে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু চরিত্রের বল এই বুদ্ধিবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেখানে আমরা প্রতিভা দেখিতে পাই, বিস্ময়পূর্ণ অন্তরে সেখানে তাহার প্রশংসা করি; কিন্তু চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে।

প্রতিভা মানসসম্ভূত, কিন্তু চরিত্র হৃদয়সম্ভূত। দৈনিক অভিজ্ঞতা, মনঅপেক্ষা হৃদয়ের আধিপত্য, মানবজীবনে শতসহস্রগুণে প্রতিপাদিত করিতেছে। বাগ্মীগণ সভ্যসমাজে প্রভূত আধিপত্য ভোগ করেন। ইহার মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পান। প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীবাদন করিয়া তাঁহাদিগের বাক্যসমূহ শ্রোতৃবর্গের মর্ম্মস্পর্শ করে, তাহাতেই বাগ্মীর আধিপত্য জনসমাজে এত অধিক। এই হৃদয়জাত চরিত্র, মানসজাত প্রতিভাঅপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাশালী, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

এক জন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে "এক মুষ্টিপ্রমাণ চরিত্রবান্ লোক, এক সের বিদ্বান্ লোকের তুল্য।" বিদ্বান্ লোককে কেহ অবজ্ঞা করিবে, অথবা বিদ্যাদ্বারা মানবজীবনের যে উপকার হয়, তাহা অস্বীকার করিয়া কেহ তাহা লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে না, এমত নহে। বিদ্যাশিক্ষা মানুষের একটী অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। মানবসমাজের জ্ঞানশক্তি পর্য্যালোচনা করিলে যে মানুষের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ ও হৃদয় কত বিস্তৃত হয়, তাহার পরিমাণ কে করিবে? সাহিত্যসাগরমন্থনে যে বহুল উৎকৃষ্টতম রত্ন লাভ করা যায়, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতবিদ্যা যাহা, তাহা চরিত্রের উপকারই করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদিগের সমাজে লোকে যাঁহাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত করে, তাঁহাদের জীবনে অনেক স্থলে বিদ্যা ও সচ্চরিত্রতা সম্মিলিত দেখিতে পাই না। মানসিক ক্ষমতা অনেক সময় নৈতিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। অনেক বিদ্বান্ লোককে অনেক সময়ে আমরা উচ্চপদস্থ পার্থিব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের নীচ তোষামোদে রত দেখিতে পাই; তাহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহারা অনেক সময় অযথা ঘৃণা ও অনুচিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলি, বিদ্বান্ হইলেই যে কেহ চরিত্রবান্ হইলেন এমত নহে; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধনে কুবের হইয়াও, কেহ চরিত্রসম্বন্ধে একজন সামান্য দীন হীন শ্রমজীবী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতে পারেন।

জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা পার্থিস তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন "তুমি বিদ্বান্‌দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জেদ করিতেছ; আমিও তাহাই করিব। কিন্তু বিদ্বান্‌দিগকে আদর করিতে গিয়া একটী কথা ভুলিয়া যাইও না যে, মনের বিস্তীর্ণতা, চিন্তার গভীরতা, মহত্বের বোধ, সংসারের অভিজ্ঞতা, আচার ব্যবহারে নম্রতা, কার্য্যে তেজস্বীতা ও দৃঢ়তা, সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সদাশয়তা ও সততা, এই সমুদয় গুণের বিন্দুমাত্রের অধিকারী না হইয়াও এক ব্যক্তি বিদ্বান্ হইতে পারে।

স্কটলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক ও কবি সার ওয়াল্টার্ স্কটের নিকট একদা এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, "বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইবার যোগ্য"। এই কথা শুনিয়া স্কট বলিলেন "হা ঈশ্বর! এই মতটীকে যদি লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত, তবে পৃথিবীর কি দুর্দ্দশাই না উপস্থিত হইত! আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি; আমার সমসাময়িক অনেক

উজ্জ্বলপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ ও তাঁহাদিগের চরিত্র সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, অশিক্ষিত নরনারীকে প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল ভাব ব্যক্ত করিতে শুনিয়াছি, তদ্রূপ মহৎ ও উচ্চভাব "বাইবেল" ভিন্ন অন্য কোথাও পাই নাই। যে পর্য্যন্ত আমরা হৃদয়ের শিক্ষাকে অপর সমুদয় প্রকার শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি, সেই পর্য্যন্ত কখনই আমাদিগের স্ব স্ব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা জানিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত রূপে আদর ও যত্ন করিতে সমর্থ হই না।"

জ্ঞান ও চরিত্র যেখানেই একত্রিত হইয়াছে সেইখানেই সোনায় সোহাগা মিলিয়াছে। ইতিহাসের যে সমুদয় চিত্র দেখিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও হৃদয়ের বিস্তৃতি সাধিত হয়, তৎসমুদয়ই জ্ঞান ও নীতির সংযোগে রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশশত বর্ষ অতীতপ্রায় হইল, মহর্ষি ঈশা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও অর্দ্ধ জগতের নরনারী তাঁহার জীবনদ্বারা আপনাদিগের প্রাণকে শত সদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বুদ্ধদেব কত শতাব্দী হইল এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি আজও আমরা তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আপনাদিগের মনের উন্নতি ও হৃদয়ের বিস্তৃতি সাধন করিতেছি। চৈতন্যদেব তিন শতাধিক বৎসর হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপে তিনি যে প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহা আজও সময়ের ও দূরত্বের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কত যুবক যুবতীর হৃদয়কে শত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত করিতেছে। ইহাঁরা যে আজও এই প্রভূত আধিপত্য মানবসমাজে ভোগ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের জীবনে জ্ঞান ও নীতি একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া; কেবল জ্ঞানী হইলে, ইহাঁরা মৃতহইয়াও পৃথিবীতে এত দিন জীবিত থাকিতেন না। জ্ঞানসম্বন্ধে ইহাঁদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানী পৃথিবীতে অনেকেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাম জল বুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আর যাঁহারা জ্ঞান ও চরিত্রকে আপনাদিগের জীবনে একত্র সমাবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আজও পৃথিবীর আলোকরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। বাহুবলের পক্ষে উদারতা যেরূপ, জ্ঞানবলের পক্ষে সচ্চরিত্রতাও সেইরূপ। অসাধারণ বলশালী মনুষ্য যেমন উদারতাদ্বারা আপনার বলকে পরিমিত করিতে না পারিলে সমাজের উৎপীড়ক হইয়া উঠে, জ্ঞানও সেইরূপ সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সম্মিলিত না হইলে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। নেপোলিয়ানের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের সঙ্গে চরিত্রের মধুরতা মিলিত থাকিলে তাঁহার জীবন আজ কত নর নারীর প্রাণের ভিতর হইতে আপনার গুণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু নেপোলিয়ানের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; তাই বলিয়াই জগতের অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারী তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। নেপোলিয়ান যদি নীতিপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা ফরাসী দেশের কত উপকার সাধিত হইত। কিন্তু তিনি চরিত্রবান লোক ছিলেন না, সেইজন্য লুই-দিগের অত্যাচারমুক্ত হইয়াও ফরাসীগণ তাঁহার অধীনে তদপেক্ষা কঠোরতর অত্যাচারের লৌহমুদ্গরপেশনে নিষ্পেসিত হইলেন। চরিত্র ও নীতিবিহীন জ্ঞানের ছবি যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহারা মহাকবি মিল্টনের শয়তানের চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এত পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের উজ্জ্বলতা দেখিয়া কাহারও মন তৃপ্ত হয় না। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এই কূটচক্র, এই অবিনয়, এই অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যের বিবরণ পাঠে মন সুখী হয় না, মানসচক্ষু কণ্টকিত হইয়া এই চিত্র হইতে ফিরিয়া আইসে। বাস্তব জীবনেও জ্ঞানবান্ কিন্তু নীতিহীন ব্যক্তির জীবনের চিত্র মিল্টনের শয়তানের চিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। শুদ্ধ জ্ঞানের বলে জনসমাজে মেকায়াভেলির সৃষ্টি হইতে পারে, নেপোলিয়ানের সৃষ্টি হইতে পারে, কনিকের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ও চরিত্র একত্র সমাবিষ্ট না হইলে কখনই ম্যাট্‌সিনি বা ওয়াসিংটন, পার্কার বা রাজা রামমোহন রায়ের সৃষ্টি হইতে পারে না।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-সংস্কার।

(১৭২ পৃষ্ঠার পর)

নির্ম্মল আকাশের নির্ম্মল জলবিন্দু পৃথিবীর অপরিষ্কার বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ পঙ্কিল ও অপরিষ্কার হইয়া যায়, অজ্ঞানতাপূর্ণ আত্মার উপর বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ পতিত হইলে তাহারও সেই দশা ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করুন, নানকের প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পর্য্যবেক্ষণ করুন, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন, এই উক্তির যাথার্থ প্রতিপৃষ্ঠায় সুন্দররূপে প্রতিপাদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। মহাত্মা ঈশা যে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে আপনার পূজা প্রচার করিয়াছিলেন একথা আমাদিগের সহজে বিশ্বাস হয় না। তাঁহার ধর্ম্মের দুর্দ্দশা অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন নরনারীর হস্তে হইয়াছে, আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত মূলধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, প্রাথমিক খৃষ্টীয়ানগণের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও সরল ধর্ম্ম যে অজ্ঞান নরনারীর হস্তে বিকৃত হইয়াছে ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, পোপত্ব সৃষ্টিসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছে। ইহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের একটী বিরল দৃষ্টান্ত নহে। যেখানে পোপত্ব বা পৌরহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানেই অজ্ঞান ও কুসংস্কার দেখিতে পাই; অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী অতি সহজে মানুষের গুণের চাকচিক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং অবশেষে দেবতাজ্ঞানে তাহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

কন্‌ষ্টেণ্টাইনের রাজত্বের পূর্ব্বপর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ানগণ একটী অত্যাচারনিপীড়িত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিলেন। তীক্ষ্ণ তরবারির কঠোর আঘাত, ভীষণ রেক্ (Rack) যন্ত্রের কঠোর নিষ্পেশন, রাজপুরুষদিগের কোপদৃষ্টি, জলন্ত অগ্নি পরিবেষ্টিত যূপ, কনষ্টেণ্টাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে খৃষ্টিয়ানগণের সমক্ষে এই সকল অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রলোভনের সামগ্রী কিছুই ছিল না। সমাজের ভ্রূকুটী, পরিবারের কঠোরনির্য্যাতন, সম্রাটের কোপ, ভীষণতম রাজদণ্ড এতদ্ভিন্ন কোন সুখপ্রদ পুরস্কার এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে লোকে প্রাপ্ত হইত না। সুতরাং তখন যাঁহারা খৃষ্টীয়ান হইতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই খৃষ্ট ধর্ম্মের সত্য হৃদয়ে স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই ধর্ম্মেরআশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কনষ্টেণ্টাইনের দীক্ষা হইতে খৃষ্টীয়ান জগতের ইতিহাসে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। এখন খৃষ্টান হওয়া আর রাজপ্রসাদ ভোগ করিবার উপযুক্ততা প্রায় এক হইয়া উঠিল। সুতরাং অনেক সংসারলোভী ব্যক্তি সুখ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্মে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

কনষ্টেণ্টাইন বাস্তবিক ধর্ম্ম পিপাসাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ রোমের সম্রাট সাম্রাজ্যের এবং নিজের সাংসারিক হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। রোমসাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে পর, চারিদিক্ হইতে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শত্রুগণ আসিয়া তাহার বিনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ক্ষীণ হতবল সাম্রাজ্য, ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়াই হয়ত, খৃষ্টীয়ানেরা রাজদ্রোহী হইতে পারে না, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কনষ্টেণ্টাইন্ সমগ্র সাম্রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা আপনার সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং খৃষ্টীয়ান হইলে প্রজাবর্গ দলে দলে এই মত অবলম্বন করিবে ইহাই হয়ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের হিতের জন্য তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কেবল তিনি স্বয়ং খৃষ্টীয়ান হইলেই হইল না, অপর লোক যাহাতে খৃষ্টীয়ান হইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে, তিনিও তাহাই দেখিতে লাগিলেন। একদিকে ভয় ও অপর দিকে সাংসারিক প্রলোভন দেখাইয়া রোমের প্রথম খৃষ্টীয়ানসম্রাট তাঁহার ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। ধনমানের আশায় দলে দলে লোক খৃষ্টীয়ান হইতে আরম্ভ করিল। নীম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে, এবং যখন ধনী ও বিদ্বান ও খ্যাতনামা পৌত্তলিকগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচশ্রেণীর শ্রমজীবী ও কৃষিজীবিগণও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কথিত আছে যে, এক বৎসরকাল মধ্যে রোম নগরে দ্বাদশ সহস্র পুরুষ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, এবং সেই পরিমাণে বহুসংখ্যক রমণী বালক বালিকাগণও দীক্ষিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি দীক্ষিত হইবা মাত্রই একখণ্ড নূতন শুভ্র পরিধেয় বস্ত্র ও বিংশতি খণ্ড স্বর্ণমুদ্রা রাজকোষহইতে প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্ ও তৃতীয় ভেলেণ্টেনাইনের রাজত্বকালে পৌত্তলিকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়। তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নানা নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করা হয়। পূর্ব্বে যেমন লোকে খৃষ্টীয়ান হয় বলিয়া ট্রাজান্ এবং ডাওক্লিসিয়ান্ প্রভৃতি সম্রাট্‌গণ তাহাদিগকে জলন্ত আগুনে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতেন, এখন সেইরূপ পৌত্তলিকতাচরণ করে বলিয়া সম্রাট থিওডোসিয়াস্ ও ভেলেণ্টাইন্ অনেক লোককে অশেষ প্রকারে নির্যাতন ও যন্ত্রণা প্রদান করেন। এই সময়ে ভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আরো অনেক লোকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপে যাহারা লোভ বা ভয়দ্বারা প্রণোদিত হইয়া খৃষ্টমতাবলম্বী হয়, সহজেই তাহাদের এই ধর্ম্মের গূঢ় মতসমূহসম্বন্ধে কোনও দৃঢ় মত বা বিশ্বাস ছিলনা, সুতরাং তাঁহাদের হস্তে পড়িয়া অবশেষে খৃষ্টধর্ম্মের ভয়ানক দুর্দ্দশা হয় ও খৃষ্টসমাজে পোপত্ব বা পৌরাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে খৃষ্টীয়ানগণ সকলেই যে রোমের এইরূপ অন্যায় ক্ষমতাবৃদ্ধি অসন্তুষ্ট নয়নে দেখিতেছিলেন, এমত নহে। মধ্যে মধ্যে কোনও বীরপুরুষ আপনার গম্ভীরধ্বনি উত্থিত করিয়া রোমের ক্ষমতাশালী বিশপের সিংহাসন কাঁপাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আফ্রিকা ও পূর্ব্বদেশবাসী খৃষ্টীয়ান বিশপগণ রোমের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপনাদের গম্ভীর স্বর উত্থিত করেন। কিন্তু রোমের বিশপ শীঘ্রই এই সকল ব্যাক্তকে নীরব করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। ক্ষমতাশালী রোমসাম্রাজ্য আমূল কম্পান্বিত হইতেছিল, এবং এই সুযোগ বুঝিয়া সম্রাট তাঁহার ক্ষমতা স্থাপনের সাহায্য করিলে, তিনি সম্রাটের ক্ষমতা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে ইহার সাহায্য করিবেন, পোপ এই সন্ধিবদ্ধ হইলেন। সুতরাং সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস, ও তৃতীয় ভেলেণ্টাইন পোপকে "সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের শাসনকর্ত্তা" এই উপাধি প্রদান করিয়া, তাঁহার বিপক্ষদিগকে রাজদণ্ডে নিষ্পেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পোপ সম্রাটের সাহায্যগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় জগতে তাঁহার শত্রুদিগকে স্তম্ভিত ও নীরব করিলেন। (ক্রমশঃ)

আনন্দংব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

বিশ্বাস ভয় নহে, ভয় বিশ্বাস নহে। যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রায় সমুদায়েরই ভিত্তি ভয়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতের আর্য্যগণ যখন ঋগ্বেদের গীত গান করিতেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম ভয়সম্ভূত ছিল। বহির্জগতের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া

তাঁহারা ভীত হইতেন, ব্রজ্রের গভীরনিনাদ কর্ণবধির করিয়া তাঁহাদিগকে ভয়ে কম্পিত করিত, বিদ্যুতের ছটা দেখিয়া তাঁহারা ত্রস্ত হইতেন, উল্কাপাতে তাঁহারা কম্পিতহৃদয় হইতেন। প্রায় অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের প্রার্থনাগুলির মূলে ভয় রহিয়াছে। দুই চারিটী ধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় সকল ধর্ম্মেই আপনার উপাস্য দেবতাকে প্রতিহিংসাপূর্ণ ভীষণ রাক্ষসের বেশে আপনার মনশ্চক্ষুরসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর রাক্ষস নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর কঠোর প্রতিহিংসাময় অত্যাচারী ও প্রশংসাবাদপ্রিয় রাজা নহেন। ব্রাহ্মের ঈশ্বর তাঁহার পিতা, তাঁহার স্নেহময়ী জননী। ব্রাহ্মের ধর্ম্ম ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। শাস্তির ভয়ে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি নীচশ্রেণীর সৎকার্য্য বলিয়া গণনা করেন। ব্রাহ্মের ধর্ম্ম প্রেমের ও বিশ্বাসের ধর্ম্ম। এই প্রেমের তরঙ্গে যিনি একবার আপনার হৃদয়কে ভাসাইতে পারিয়াছেন, এই বিশ্বাসের দুর্গে যিনি একবার প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আর কাহাহইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস ও প্রেমের ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণের জীবন দেখিলে এই উক্তির বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না। জীবনের প্রায় প্রতি ঘটনা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। ক্ষেত্রতত্ত্ব বা বীজগণিতের প্রতিজ্ঞার মত হয়ত আমরা জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতাম, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে এত হীনতা ও কাপুরুষতা থাকিবে কেন? ঈশ্বরকে যদি বাস্তবিকই বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতাম, তাহাহইলে আমাদের মুখ এতবার বিষাদমেঘে আবৃত ও নিরাশায় বিবর্ণ হইবে কেন? ঈশ্বরকে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি সংসারের সামান্য তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইতে পারেন না। সমাজের ভ্রকুটী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে পারে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা, কিছুতেই তাঁহার মনের প্রশান্ততা ভঙ্গ করিতে পারে না। ঈশ্বর মঙ্গলময়, জীবকে আনন্দ প্রদান করিতে সতত ব্যস্ত, এই কথায় যদি বিশ্বাস থাকে, তবে মানুষ আপনার জীবনের সম্পূর্ণভার ঈশ্বরের হস্তে প্রদান করিয়া বিবেকের ও জ্ঞানের আলোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া জ্বলন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় উৎসাহের সহিত আপনার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিবে এবং কিছুতেই তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারিবে না। শতসহস্র বাধাবিপত্তি তাঁহার পথে উপস্থিত হইবে, কিন্তু ব্রাহ্ম তাহাতে ভীত হইতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, ইহা তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শিশু যেমন মাতার উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের আনন্দ যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ বিশ্বজননীর উপর নির্ভর করিবেন। সুখে দুঃখে, আশা ভীতিতে সমভাবে সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ধাবমান হইবে। সংসারের লোক শত্রুতা করিয়া তাঁহার কুযশ রটনা করিলে, বিশ্বাসীর কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইবে না। তিনি সংসারের প্রশংসার প্রার্থী নন। তিনি যাঁহার প্রসন্নমুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত, সেই পরব্রহ্মের সমক্ষে যদি তিনি আপনার হৃদয়কে শুভ্র ও হস্তকে নির্ম্মল প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহাহইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। সংসারের লোকে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিল ইহাতে তিনি দুঃখিত হন না।

নিরাশায় মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মকে যিনি মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি কখনই নিরাশাদ্বারা ক্লিষ্ট হন না। মানুষ আপনার উদ্যমে নিষ্ফল হইলেই নিরাশ হয়। কিন্তু ধার্ম্মিক ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার উপর নির্ভর করেন। তাঁহার কার্য্য যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে নিশ্চয়ই এক দিন মঙ্গলফল প্রসব করিবে, ইহা তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। মঙ্গলময় ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বাস করেন, সুতরাং আজ না হউক, দশ বৎসর বা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে তাঁহার কার্য্য এক দিন ফলপ্রসব করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সাময়িক অকৃতকার্য্যতানিবন্ধন নিরাশাসাগরে মগ্ন হন না।

মৃত্যু ভয়ের আর একটী কারণ। মানুষ মৃত্যুকে সর্ব্বসুপরিজ্ঞানে বিশেষ ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি ভোগ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যু হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। যাঁহাদের প্রিয় মরণশীল, তাঁহারাই মৃত্যুর হস্তে নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদের হৃদয়ের ভালবাসাকে কোনও সৃষ্ট মরণশীল বস্তুতে নিবদ্ধ করেন, সেই সৃষ্ট বস্তুর বিনাশে স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা মৃত্যুর অতীত পরব্রহ্মে আপনাদিগের হৃদয়ের ভালবাসা নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যু কষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুকে দেখিয়া তাঁহারা ভীত হন না। মৃত্যু তাঁহাদিগের নিকট একটী পরিবর্ত্তনের অবস্থা মাত্র; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী সোপান। পরলোকে এই সংসারের জঞ্জালহইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরসহবাসে থাকিতে পারিবেন, এই আশায় ধার্ম্মিকের আত্মা মৃত্যুর নামে দুঃখিত বা ভীত না হইয়া বরং উল্লসিত হইয়া থাকে।

অতএব, ব্রাহ্মবন্ধু! যদি এই ভয়পরিপূর্ণ সংসারে নির্ভয় হইতে চাও, যদি এই দুঃখপূর্ণ সংসারে সুখলাভ করিতে ইচ্ছা কর, এই বিপদপ্রলোভনপরিপূর্ণ সংসারে নিরাপদ হইতে বাসনা থাকে, এই মৃত্যুর অধীন দেহ ধারণ করিয়াও যদি অমর হইতে অভিলাষী হও, তবে সেই পরব্রহ্মকে ভালবাসিয়া তাঁহার দত্ত বিমল আনন্দরসে প্রাণকে নিমজ্জিত করিতে যত্নবান হও। তাহা হইলেই সুখী ও নির্ভীক হইতে পারিবে। কারণ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপিও ভয় প্রাপ্ত হন না।

মানবপ্রকৃতি।

(৬)

মানবপ্রকৃতিতে দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তি আছে; একটীর ফল পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, আর একটীর ফল পরপীড়ন; একটী দ্বারায় চালিত হইয়া মনুষ্য পরস্পরের সুখ অন্বেষণ করে, আর একটীর উত্তেজনায় অন্যের দুঃখ উৎপাদন করে। একটী দেববল, আর একটী পিশাচ বল, এই দুইয়ে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস; তিনিই যথার্থ ইতিহাসজ্ঞ যিনি জানেন কিরূপে ক্রমে, কোন বাধা না মানিয়া, মনুষ্যের দেবভাব স্ফুর্ত্ত হইতেছে, পিশাচভাব অদৃশ্য হইতেছে।

মানবপ্রকৃতির সহিত এই দুইটী শক্তির সম্বন্ধ এক প্রকার নহে, একটী মানবপ্রকৃতির অস্থিমজ্জা—ভিত্তিস্বরূপ হইয়া আছে; অপরটী ইহার উপরে উপরে ভাসিতেছে। আজিও পিশাচের আবরণে মনুষ্য আবৃত, কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্য দেবতা। অনেকের চক্ষুঃ এই আবরণ পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসে, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না; ইহাঁরা বলেন, প্রায় সকলেই বলে, মনুষ্য পশু, যাহার দৃষ্টি এই পশুত্বের আবরণ ভেদ করিয়া মানবপ্রকৃতির মূলে গিয়া পড়ে, সেই জানে মানুষ কি।

যে দুইটী শক্তির কথা বলিলাম, আপাততঃ বোধ হয় যেন ইহার প্রত্যেকটীর অধীন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে; দয়া, পরোপকারিতা, ও নানা আকার ধারণ করিয়া এক স্নেহ, একটীর কার্য্যসাধন করে; ক্রোধ, বিদ্বেষ, জিঘাংসা অন্যটীর পরিচয় দেয়। যে শক্তিটিকে আমরা পিশাচবল বলিলাম, বোধ হয় যেন তাহারও অধীন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে; বাস্তবিক তাহা নহে। যদি মানবপ্রকৃতিতে এমন কোন প্রবৃত্তি থাকিত, যাহার কার্য্যমাত্রই নীতিবিরুদ্ধ, যাহার ব্যবহারই অপব্যবহার, তাহাহইলে সেই প্রবৃত্তিকেই পিশাচবৎ বলিতে পারিতাম; এরূপ কোন প্রবৃত্তি নাই। মানবহৃদয় এমন বাসনা জানে না যে বাসনার সদুদ্দেশ্য নাই।

জিঘাংসার কি সদ্ব্যবহার? হিংস্রপ্রাণী বধ। মনুষ্য মাত্রেরই আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে; ইহাতেই কি হিংস্র জন্তুর বিনাশ সাধিত হইত না? এজন্য স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কেন? এরূপ একটী পৃথক্ প্রবৃত্তি থাকাতে, আত্মরক্ষার জন্য যে সকল প্রাণীবধ প্রয়োজন, মনুষ্য তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনর্থক নৃশংসতায় মানুষ নামে কালি দিয়াছে।

বালক "আমার ক্ষুধায় প্রাণ গেল" ইহাই বলিয়া আহার চাহে, একথা বলে নঃ যে "আমার শরীর রক্ষা করিতে হইবে, খাবার দাও।" ক্ষুধায় যে "প্রাণ যায়" ইহাই সে জানে; তাহার পক্ষে আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উত্তেজনা নিবারণ, শরীররক্ষার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। হয়ত সে শিখিল যে শরীরপালনের জন্য আহার করিতে হয়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা এই জ্ঞানসাপেক্ষ নহে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ক্ষুধাই এক প্রকার জ্ঞান যে শরীর পোষণার্থ আহার প্রয়োজন; কিন্তু এ কথা সত্য নহে। ক্ষুধা স্বাভাবিক উত্তেজনা মাত্র, এই উত্তেজনা চরিতার্থ করিবার ফলসম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বুদ্ধিতে বলিয়া দেয় আহারের উদ্দেশ্য দেহপুষ্টি, কিন্তু বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি এই জ্ঞান নিরপেক্ষ; আমরা আহারেরই জন্য আহার করি, ফল দাঁড়ায় শরীরপালন।

প্রবৃত্তিগুলি প্রকৃতির আদেশ; এ আদেশ কেন পালন করিব আমরা জিজ্ঞাসা করি না। বুভুক্ষার যেমন, অন্য অন্য প্রবৃত্তির সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেকের একটী একটী উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু আমরা সে উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাই না। বংশরক্ষা (Propagation of the Species) কামরিপুর উদ্দেশ্য, কিন্তু জীবগণ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করে; উদ্দেশ্য বুঝিয়া নহে। প্রবৃত্তির অর্থই আমাদিগের মনের কোন অকারণ ইচ্ছা; প্রবৃত্তি বশতঃ আমরা যাহা করি তাহা করিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি না কেন এরূপ করিব: তাহা করাই আমাদের সুখ, না করা দুঃখ। তবে মানবপ্রকৃতিতে ও পশুপ্রকৃতিতে প্রভেদ এই, বিবেচনায় আমাদিগকে অনেক সময়ে ইতস্ততঃ করিতে হয় প্রবৃত্তির আদেশ পালন করিব কি না; কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভিন্নও সমাজভয় প্রভৃতি অনেক কারণে মনুষ্যকে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

আমার যাহা প্রয়োজন সে জন্য আমাকে ভাবিতে হয় না, ভাবিবার লোক আছে। কে? আমি বলি ঈশ্বর, নাস্তিক বলেন প্রকৃতি। প্রকৃতির কি ভাবনা আছে? আমাকে এমন প্রবৃত্তি সকল দিল কে, যে তাহার দ্বারা আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রয়োজন সকল সাধিত হইতেছে? ইহা প্রত্যক্ষ যে আমার কল্যাণের জন্য কোন বুদ্ধি চালিত হইতেছে, আমার সুখের জন্য কাহারও হৃদয় ব্যস্ত, আমার প্রতি ভালবাসায় কাহারও প্রাণ পূর্ণ। কার্য্যকরণ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কায করা—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তদুপযোগী উপায় অবলম্বন (The adaptation of means to ends)—বুদ্ধির প্রমাণ। মানবপ্রকৃতি ও মনুষ্যের কল্যাণ, এ দুইয়ের মধ্যে উপায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধ। মনুষ্যের কল্যাণ, এইটী লক্ষ্য; মানবপ্রকৃতি এমন ভাবে রচিত যে তাহার দ্বারায় এই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে; মানব প্রকৃতির এইরূপ উপযোগীতাই প্রমাণ যে ইহার এমন রচয়িতা আছেন যিনি মনুষ্যের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন। (কেবল মানবপ্রকৃতি কেন, সাধারণ জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে।) আমার যে সকল প্রবৃত্তি আছে তাহার দ্বারায় কতকগুলি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। অথচ আমি এই সকল উদ্দেশ্য ভাবিয়া কায করি না। বুভুক্ষার দ্বারা আমার নিজের, কাম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতির দ্বারা জগতের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমি নিজে এই সকল প্রয়োজন সম্পাদনের কথা কিছুই জানি না; আমার মনে অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, আমি কেবল প্রবৃত্তির উত্তেজনায়ই চালিত হইতেছি, অথচ দেখিতেছি যে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যান্তর নির-

পেক্ষ হইয়া,—কেবল আমার প্রকৃতির পিপাসা মিটাইবার জন্য, আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার ও জগতের কল্যাণ হইতেছে। * অন্তরালে কেহ আছেন যিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যিনি জগতের কল্যাণাভিপ্রায়ে আমাকে এই অভিপ্রায়ানুরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম, প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে এক সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটী একটী উদ্দেশ্য আছে †; কিন্তু আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই উদ্দেশ্যের কিছুই জানি না। জিঘাংসাও এই নিয়মের অধীন। আত্মরক্ষার অভিপ্রায় ব্যতিরেকেও মনুষ্য জিঘাংসা চরিতার্থ করিতে যায়, কিন্তু এই প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৮০ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসীয় অধিবেশনে সংগঠিত হয়, সুতরাং ইহার কার্য্যসীমা দুই মাসেরও অল্পতর সময়ে আবদ্ধ। যাহাহউক রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসের কার্য্যও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

গত জানুয়ারি মাসের প্রধান কার্য্য মাঘোৎসবের আয়োজন ও উৎসবকার্য্য সম্পাদন। ১৯ এ জানুয়ারি হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছেঃ—

৪ঠা মাঘ—শনিবার, উৎসবের উদ্বোধন।

৫ই মাঘ—রবিবার, প্রাতঃ ও রাত্রিকালীন উপাসনা এবং অপরাহ্নে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন।

৬ই মাঘ—সোমবার, অপরাহ্নে বালক বালিকাদিগের উৎসব।

৭ই মাঘ—মঙ্গলবার, থিইষ্টিক সোসাইটী সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন ও ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ।

৮ই মাঘ—বুধবার, প্রাতে ব্রাহ্মিকা সমাজ, অপরাহ্নে বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশন, রাত্রে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা।

৯ই মাঘ—বৃহস্পতিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভায় সমাজমন্দিরের ট্রষ্টডিডের আলোচনা এবং ট্রষ্টি ও প্রচারক নিয়োগ।

১০ই মাঘ—শুক্রবার, ছাত্রদিগের উপাসনা সভার উৎসব এবং ইংরাজী উপাসনা।

১১ই মাঘ—শনিবার, সমগ্র দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ—রবিবার, প্রাতে শ্রমজীবীদিগের উপাসনা। অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশন। রাত্রিকালীন উপাসনা।

১৩ই মাঘ—সোমবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা। রাত্রে ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে কথোপকথন এবং প্রীতিভোজন।

১৪ই মাঘ—মঙ্গলবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সঙ্গত সভার সাংবৎসরিক।

১৫ই মাঘ—বুধবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা এবং (Theological class) ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলা।

১৬ই মাঘ—বৃহস্পতিবারহইতে ১৯ এ মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন উপাসনা।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সম্মিলন সভা হয়, তাহা আদিসমাজের সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে হইয়াছিল। অন্য কার্য্যগুলির কিয়দংশ ২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং অবশিষ্ট বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সম্পন্ন হয়।

উৎসবোপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেনঃ—

সিন্ধু, লাহোর, ব্রাহ্মগ্রাম, ডুমরাওন, ঢাকা, সৈয়দপুর, বালেশ্বর, বিশ্বনাথ, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রামপুরহাট, জামুনিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, পাটনা, হিজলীবট, হলদীবাড়ী, বারুইপুর, হরিনাভি, কোন্নগর, বরাহনগর, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, বগুড়া, কুমারখালী, চেতলা।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সমাজের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী সব-কমিটী স্থাপন করিয়াছেন।

১ ম প্রচার সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, „ „ শিবনাথ শাস্ত্রী,
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, „ „ উমেশচন্দ্র দত্ত,
„ „ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, „ সভ্য ও সম্পাদক।

এই কমিটীর অধীনে গত মার্চ্চ মাস হইতে একটী (Theological class) বা ধর্ম্মশিক্ষার্থীশ্রেণী খোলা হইয়াছে। মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে প্রতি সোমবার অপরাহ্নে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ জন হইয়াছে। তাঁহারা আপাততঃ থিওডোর পার্কারের (Discourse

---

* সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষাই আমার মনের একটী প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তিবশতঃ আমি যাহা করি তাহা জগতের হিতসাধন করিব বলিয়াই করি; কিন্তু এস্থলে এ প্রবৃত্তিটীর কথা বলিতেছি না, সেই সকল প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি, যাহার সহিত আমার মঙ্গলাভিপ্রায়ের কোন সংস্রব নাই, অথচ যাহার দ্বারায় মঙ্গল সাধিত হয়।

† অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ইহাদিগের কি উদ্দেশ্য? তাঁহারা মনে করেন ইহারা কেবল অনিষ্টই উৎপাদন করে। যে ব্যক্তি সমাজতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তিনি জানেন—আমরাও পরে দেখাইব—এটী ভ্রম।

pertaining to Religion) পুস্তক অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতেছেন। এই শ্রেণীর একটী বাঙ্গালা বিভাগ খুলিবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

অর্থসম্বন্ধীয় সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু দুকৌড়ী ঘোষ, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
" " চণ্ডীচরণ সেন, " কৃষ্ণকুমার মিত্র,
" " গুরুচরণ মহলানবিশ, " মোহিনীমোহন বসু, সম্পাদক।

ইহাঁদিগের কয়েকটী অধিবেশন হয়। প্রচারফণ্ডের আয় বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র আবেদন পত্র মুদ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে, এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ইতিমধ্যে কয়েক স্থানের ব্রাহ্মগণ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। মফঃস্বলে সাধারণ সমাজের অনেক দাতব্য প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহা আদায় জন্য স্বতন্ত্র পত্র মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সব-কমিটী।

বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল,
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদক।
" উমেশচন্দ্র দত্ত, " চণ্ডীচরণ সেন, সহকারী সম্পাদক।

এই কমিটী হইতে স্থির হইয়াছে যে, কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইয়া যাহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভাব মোচন হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে এবং মফঃস্বলের যে সকল ব্রাহ্ম তাহাদিগের বালক বালিকাদিগকে কলিকাতায় রাখিতে চান, তাহাদিগের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিহিত বোধ হইলে কলিকাতায় একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

পুস্তকালয় সব কমিটি।

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু তারাকিশোর চৌধুরী,
" কৃষ্ণকুমার মিত্র, " মোহিনীমোহন বসু,
" সুন্দরীমোহন দাস, " কালীশঙ্কর সুকুল, সম্পাদক।

এই সব-কমিটিতে কতকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার সব-কমিটি।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু,
" শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, " কালীনাথ দত্ত, সম্পাদক।

এই সব কমিটি কতকগুলি পুস্তক প্রচারের বিষয় বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া আপাততঃ কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

বিল্‌ডিং ফণ্ড কমিটী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র " " গুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক।

বার্ষিকরিপোর্ট সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস, সম্পাদক।
" " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিসাব সকল ঠিক্ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রচারকার্য্য—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জানুয়ারির প্রথমে বাগআঁচড়া সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কলিকাতার সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দান করেন। উৎসবান্তে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী উপনগর ও পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করেন। তিনি নদিয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুরের স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহার্থ আহুত হন এবং তথায় তিন চারি দিবস অবস্থিতি করেন। তাঁহার উপাসনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণার্থ তিন চারি শত লোক সমাগত হন। তিনি তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া বৰ্দ্ধমানের সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন করেন; আরো কয়েক দিবস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার করেন। পরে ঢাকা হইতে আহূত হইয়া পুনরায় তথায় গমন করিয়াছেন এবং তথায় উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মাঘোৎসবের আয়োজন ও কার্য্য সম্পাদনার্থ জানুয়ারি মাস কলিকাতাতেই অবস্থিতি করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে হরিনাভি ও মহেশতলার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হইয়া গমন করেন। অতঃপর বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের উপাসনা কার্য্য একদিন সম্পন্ন করিয়া আসেন। অতঃপর ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরোধে তিনি তথায় গমন করেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ অতিবাহন করেন। যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন সমাজে ও পরিবারমধ্যে উপাসনা, প্রকাশ্য বক্তৃতা, ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন, এইরূপ প্রতিদিন কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাস্থলে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত ষ্টুডেণ্ট্‌স সার্ভিস, থিওলজিকেল ক্লাস ও সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত ডিসেম্বরের শেষে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিয়া জানুয়ারির প্রথম দিবস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন এবং তত্রত্য মূলসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ও শাখাসমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রকৃত সুখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির উপায় বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা

করেন। তিনি কয়েক দিবস কলিকাতার মাঘোৎসবে যোগ দিয়া উত্তরবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে প্রচারার্থ বহির্গত হন। তিনি ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে থাকিয়া তত্রত্য সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সমাধা করেন ১১ই ও ১২ই দিবসে সিলিগুড়ির সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদন করেন। ২২এ হইতে ২৪এ পর্য্যন্ত সৈদপুরে থাকিয়া উপাসনা ও প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করেন। বিদ্যারত্নমহাশয় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত শরীরে ছিলেন। তথাপি প্রচারার্থ পরিশ্রম স্বীকারে ক্রটি করেন নাই। তিনি সৈদপুর হইতে কুড়ী গ্রামে গমন করিয়া তথায় একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, পরে ধুবড়ী গমন করেন। তথায় কয়েক দিবস উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া গোয়ালপাড়ায় গমন করেন। গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন বিলুপ্ত রহিয়াছিল, তিনি ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটীতে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রচার বিবরণ এখনও হস্তগত হয় নাই।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হন। তিনি ৫ দিবস তথায় থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদিদ্বারা তত্রত্য লোকদিগের মনে ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করেন। তাঁহার তথায় অবস্থিতিকালে একব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য বাবু কালীশঙ্কর সুকুল ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব ভ্রমণোপলক্ষে স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত হরিনাভি ও বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের আংশিক কার্য্য সম্পাদন করেন এবং বরাহনগরের পর রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করেন।

প্রচারসম্বন্ধে একটী শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচারকার্য্যে যোগদানে অগ্রসর হইতেছেন। ডিব্রুগড় চাবাগানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য কুলীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার জন্য কোন কোন স্থানহইতে প্রার্থনা পত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিল্ডিং ফণ্ড কমিটী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র " " গুরুচরণ মহলানবিস; সম্পাদক।

গত ৩ মাস এই কমিটীর আয় ৮৯৪৸৴১৫
ব্যয় ৮৪৯৸৶১০ ও হস্তে স্থিত ৪৫৻৫ টাকা আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত ২য় ভাগ, দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট, ধর্ম্মকুসুম এবং নববর্ষের পঞ্জিকা এই কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে।

গত এক বৎসরের মধ্যে উপাসনাগৃহনির্ম্মাণকার্য্য যেরূপ সত্বর ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যার পর নাই আশাকর। উৎসবের পর ইহার কার্য্যের আর উন্নতি হয় নাই। ইহার কয়েকটী কারণ আছে—(১) ইহার গ্যালারী ও ছাদের বিষয় স্থির করিতে বিলম্ব হইয়াছে (২) ইহার জন্য কড়ী কাট সকল আসিয়া পৌঁছে নাই (৩) অর্থাভাব। প্রথম দুইটীর শীঘ্র নিবারণ হইতেছে, কিন্তু তৃতীয়টীর জন্য আমরা দাতব্য স্বাক্ষরকারী ও অপর সাধারণ সকলের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অপরার্দ্ধ যাহাতে শীঘ্র স্থিত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। স্বাক্ষরকারীগণ তাঁহাদিগের দাতব্য শীঘ্র প্রদান করেন এবং যাঁহারা সাহায্য করেন নাই, এই অভাবের সময়ে অনুগ্রহহস্ত বিস্তার করেন, একান্ত প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলে সম্পাদনার্থ প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি ইহার সভ্য ও হিতৈষীগণ যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তেজপুর হইতে লিখিয়াছেন। "৬ই বৈশাখ শনিবার ৩ ঘটিকার সময় তেজপুর আসি; এবং সন্ধ্যার পর মধ্য আসাম উপাসনাসমাজে উপাসনার কার্য্য করি।

৭ই রবিবার প্রাতে আলোচনাদি, পরে এক ব্রাহ্মবন্ধুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা।

৮ই সোমবার প্রাতে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা; একত্রে উপাসনা। সন্ধ্যার পর রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা।

১০ই প্রাতে এক বন্ধুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। বৈকালে "আত্মতত্ত্ব" বিষয়ে উপদেশ।

১২ই শুক্রবার বৈকালে "অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক" এই বিষয়ে উপদেশ।

১৩ই বৈশাখ "আদেশ ও মধ্যবর্ত্তী" এই বিষয়ে উপদেশ; এবং সন্ধ্যার পর মধ্য আসাম ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ।

১৪ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে ও বৈকালে পারিবারিক উপাসনা। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই ডিব্রুগড় যাত্রা করিব।"

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৩০ চৈত্র যশোহরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমাজটি শীঘ্রই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবে। বাবু চণ্ডীচরণ সেন ইহার আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন।

প্রায় একমাস অতীত হইল এলাহাবাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে একটি ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর, বাবু কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের পুত্র, বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মৈত্র, বয়স সাতাস বৎসর। কন্যা কাশীর এক জন পণ্ডিতের

বিধবা দুহিতা, নাম শ্রীমতী অন্নদাময়ী ; বয়স ২১ বৎসর কিছু দিন হইল তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি ব্রাহ্মপরিবারে বাস করিতেছিলেন। বরের ভ্রাতা আচার্য্যের কার্য্য ও এক জন বন্ধু পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর নবদম্পতিকে সুখী করুন।

বিগত ২১ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের কার্য্য হইয়া আগামী স্কুল কালেজের অবকাশ জন্য মাসাধিক কাল বন্ধ রহিল। উক্ত দিবস বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য ও প্রার্থনাবিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত ৩০ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত রবিবার প্রাতঃকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর মাসিক উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, মনুষ্য যেমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও স্বীয় বুদ্ধিবলে উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখ সচ্ছন্দতার সহিত বাস করে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধেও একটি উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে মনুষ্য সংসারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শান্তি লাভ করিতে পারে, সে উপায়, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসববিবরণ আমরা নিম্নে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

"বিগত ৭ই বৈশাখ রবিবার হইতে ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্ম ১লা বৈশাখ হইতে উৎসবের জন্য মন প্রস্তুত করিবার অভিলাষে প্রতিদিন নির্জ্জন উপাসনা করিয়াছিলেন।

৭ই বৈশাখ, রবিবার, উৎসবের দিন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে লইয়া উৎসব করিবার জন্য সকলে সমবেত হইলেন। উৎসবের পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এখানে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে তাঁহার পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় উপাসক মণ্ডলীর হৃদয় শিবনাথবাবুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন যে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা অপনীত হইয়া যে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ স্নানাহার করিবার নিমিত্ত গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহাগ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। পরে আহারান্তে বেলা ৩ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত শিবনাথ বাবু সংস্কৃত শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ৭ টা হইতে প্রায় ১০ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। শিবনাথবাবু বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরদিন ৮ ই বৈশাখ সোমবার প্রাতেঃ ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। শিবনাথ বাবুদ্বারা উপাসনা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। পরে রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় পাবনা বঙ্গবিদ্যালয় গৃহে "জাতীয় জীবন" সম্বন্ধে শিবনাথবাবু একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই বক্তৃতাশ্রবণে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। যে গৃহে বক্তৃতা হইয়াছিল সে গৃহটী ক্ষুদ্রায়তন নিবন্ধন অনেক লোককে বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছিল। পরদিন ৯ ই বৈশাখ মঙ্গলবার ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়, বাবু চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং শিবনাথবাবুদ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হয়। পরে বেলা ৫৷৷০ টার সময় নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগরের প্রায় অধিকাংশ প্রকাশ্য রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় ১১ টা রাত্রির সময় সংকীর্ত্তনের দল সম্পাদক মহাশয়ের বাসায় ফিরিয়া আইসে। পরে শিবনাথবাবু সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া উৎসব শেষ করেন। নগরসংকীর্ত্তনের সময় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র অধিকাংশ লোক যোগ দিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রগণ নিশান হস্তে করিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের প্রকাশ্য অধিকাংশ রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। এবার অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবকদিগের ও ছাত্রগণের মধ্যে বিলক্ষণ অনুরাগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁতিবন্দ নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু অভয়গোবিন্দ চৌধুরী কাঙ্গালী বিতরণের জন্য একমণ চাউল ও একখান কাপড় প্রদান করিয়াছিলেন এবং আর একটী সম্ভ্রান্ত যুবক কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন ; ইহাতে বোধ হয় যে যদি মধ্যে মধ্যে একজন করিয়া প্রচারক এখানে আসেন তাহা হইলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারে।"

অতঃপর যে পরম দেবতার শুভাশীর্ব্বাদে আমরা এই উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, অবনত মস্তকে তাঁহার শান্তিপ্রদ পুণ্যপ্রদ পবিত্র চরণে বার বার অভিবাদন করি ; এবং আমরা যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার শ্রীচরণে মতি স্থির রাখিয়া আগামী বৎসরের উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ বিধান করুন।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজ
১৪ ই বৈশাখ
ব্রাহ্মাব্দ ৫১

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীজগবন্ধু মৈত্র।
শ্রীরাধাবল্লভ দে।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র আমরা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মহাশয় বিগত ২০ এ বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে, আকাশের দুর্য্যোগ নিবন্ধন আশানুরূপ লোক সমাগত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও বেদ-

চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। সমাজের অধ্যক্ষ বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রাহ্ম কাহাকে বলে"? এই বিষয়ে একটী গভীরভাব পরিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সমাজের কতিপয় সভ্য একত্রে যে সঙ্গীত গুলিন গান করেন তাহা উপস্থিত সকল শ্রোতারই মনোহরণ করিয়াছিল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ মিত্র।
সম্পাদক।

মান্দ্রাজের ব্রাহ্মগণ তামিল নূতন বৎসর উপলক্ষে প্রাতে ও সায়াহ্নে উৎসব করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত উৎসবালয় ব্রাহ্ম ও অপর সাধারণ লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণ অষ্টম ঘটিকার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা হইল; বেদ ও স্মৃতি হইতে একেশ্বরপ্রতিপাদক কয়েকটি শ্লোক তামিল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইল। পরিশেষে উক্ত ভাষায় আশীর্ব্বাদ হইয়া প্রাতঃকালীন উৎসব কার্য্য শেষ হইল; এবং দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করা হইল।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পুনর্ব্বার উৎসব কার্য্য আরম্ভ হইল। উপাসনার কিয়দংশ তামিল ও কিয়দংশ তেলুগু ভাষায় সম্পাদিত হইল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ধর্ম্ম বিষয়ে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহার কি প্রকার অবনতি হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় বেদ ও পুরাণ হইতে প্রমাণস্বরূপ অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। অবশেষে সভাস্থ সকলকে পুষ্পমালা ও তাম্বুল বিতরণ, এবং গোলাবজলের দ্বারা সকলের দেহ সুগন্ধিত করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৯ সালের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

বার্ষিক দাতব্য	৬২৭৸৶০
মাসিক ,,	৩৫৯।০
এককালীন	১৬৷/১৫
অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত	৮২/০
	১০৮৫৸/৫

প্রচার বিভাগ।

বার্ষিক দাতব্য	৬৪
মাসিক ,,	৮২৸০
এককালীন	৪৭৷৵০
পাথেয় শিরে আদায়	১১১
	১০৫১৷৵০

তত্ত্বকৌমুদী।

পত্রিকার মূল্য ও ডাক মাসুল হিসাবে	৭২৪৸৵৫

পুস্তক বিক্রয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিক্রীত পুস্তকের মূল্য	৪০২৵০
অন্য ব্যক্তিদিগের গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	১৯৭।১৫
	৫৯৯।৵১৫

বিবিধ।

ঋণ	৩৫৬
ফেরৎ প্রাপ্তি	১৬।৵১০
গচ্ছিত	৭।১০
	৩৭৯৷৶০
সর্ব্বসমষ্টি	৩৮৪১৶৫

ব্যয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

গত বর্ষের ঋণশোধ	৪৬ ।১৫
কর্ম্মচারীদিগের বেতন	২০৭৷৶০
চেয়ার প্রভৃতি	২৭
ক্ষুদ্র ব্যয়	১২১
	৩৫৬৶০

প্রচার বিভাগ।

প্রচারকদিগের বৃত্তি	৯৯১/০
পাথেয়	২১৪৸/০
অতিরিক্ত ব্যয়	২০
	১২২৫৸৵০

তত্ত্বকৌমুদী।

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কণ ও মফস্বল প্রেরণের ডাকমাসুল	৯৫০৷১৫

পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি।

মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়	৫৬০৸৶১৫
কাগজ প্রভৃতি	১৫৫৷০
বাঁধাই	১৯৪।৵৫
ডাকমাসুল	১০।৵০
অন্য ব্যক্তিদিগের পুস্তক বিক্রয় হিসাবে	১০৮৵০
	১০২৯।৵০

বিবিধ।

ঋণশোধ	১১৫৷০
হাওলাত শোধ	৬।৫
গত মাঘোৎসবের অবশিষ্ট	৩১৷০
গাচ্ছিত শোধ	৩
	১৫৬।৫
সর্ব্বসমষ্টি	৩৭৬৪।১৫

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি বিশেষ নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। কাহার কাহার নিকট গত দুই বৎসরের মূল্য পাওনা রহিয়াছে। উক্ত মূল্য শীঘ্র আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২॥৵ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১॥০	৵০
Practical Sermons	৸০	/০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Perfect Life	১৸০	৶০
Morning & Evening meditations	১৸০	৶১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১০
সঙ্গীত-হার	।০	৴১০
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৵০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৴১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৶	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴৫
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা...	৵০	৴১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, May. 1880